শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একমাত্র পারমার্থিক মাসিক

শ্রীচৈতন্য বাণী

শ্রীগৌরাবির্ভাব সংখ্যা

দোল-পূর্ণিমা

গোবিন্দ, ৪৭৪ শ্রীগৌরাব্দ
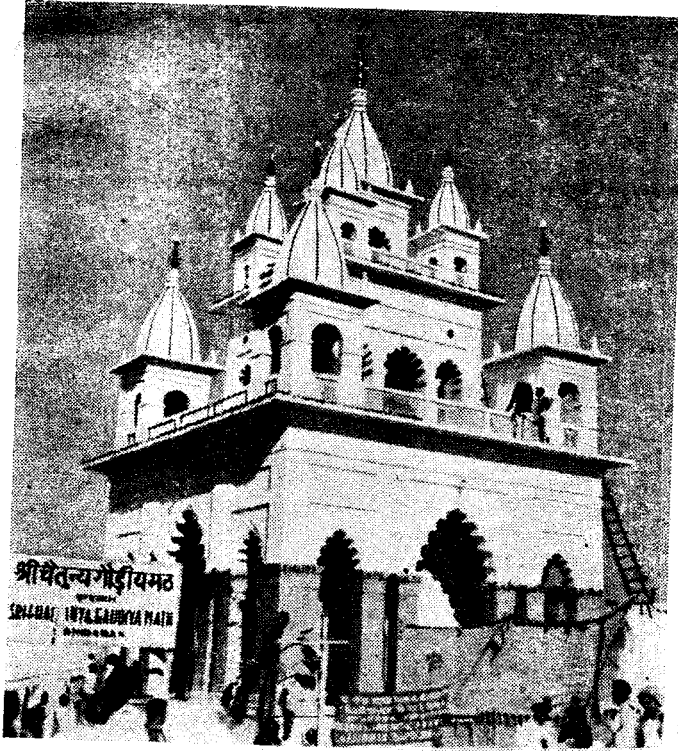
[১ম সংখ্যা

শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক :—

শ্রীকৃষ্ণবল্লভ ব্রহ্মচারী বিদ্যানিধি, এম্-এ

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ, এম্‌-এ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দেবশর্ম্মা, কাব্য, তর্ক, বেদান্ত, ভক্তিতীর্থ, বিদ্যালঙ্কার।

২। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-পুরাণতীর্থ।

৩। শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ।

৪। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্‌।

৫। শ্রীগোপীরমণ দাস বিদ্যাভূষণ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, বি-এস্‌-সি।

মুদ্রণালয় ঃ—

ইষ্ট ইণ্ডিয়া প্রেস—৮, ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৭।
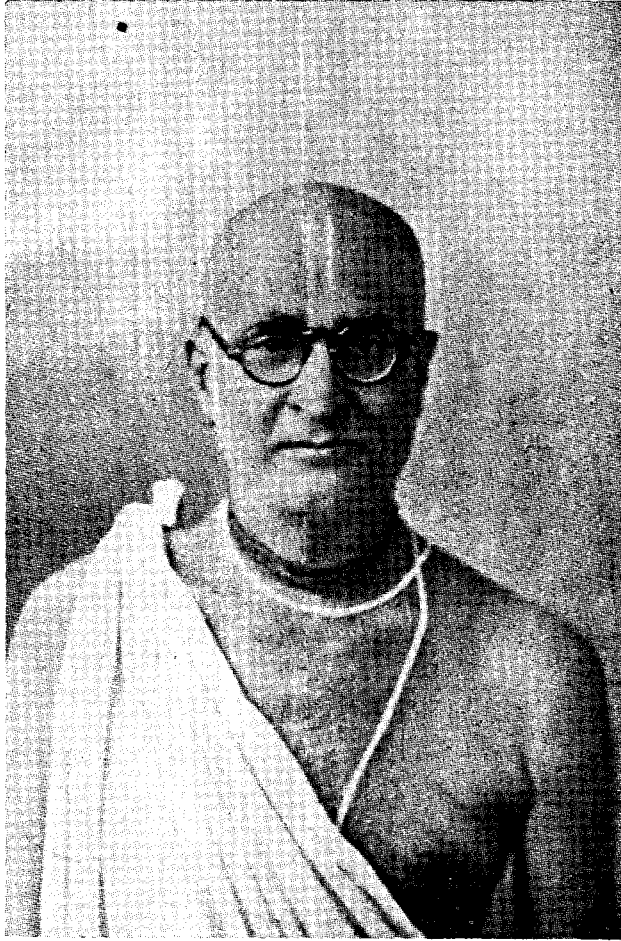
শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরমহংস
নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর।
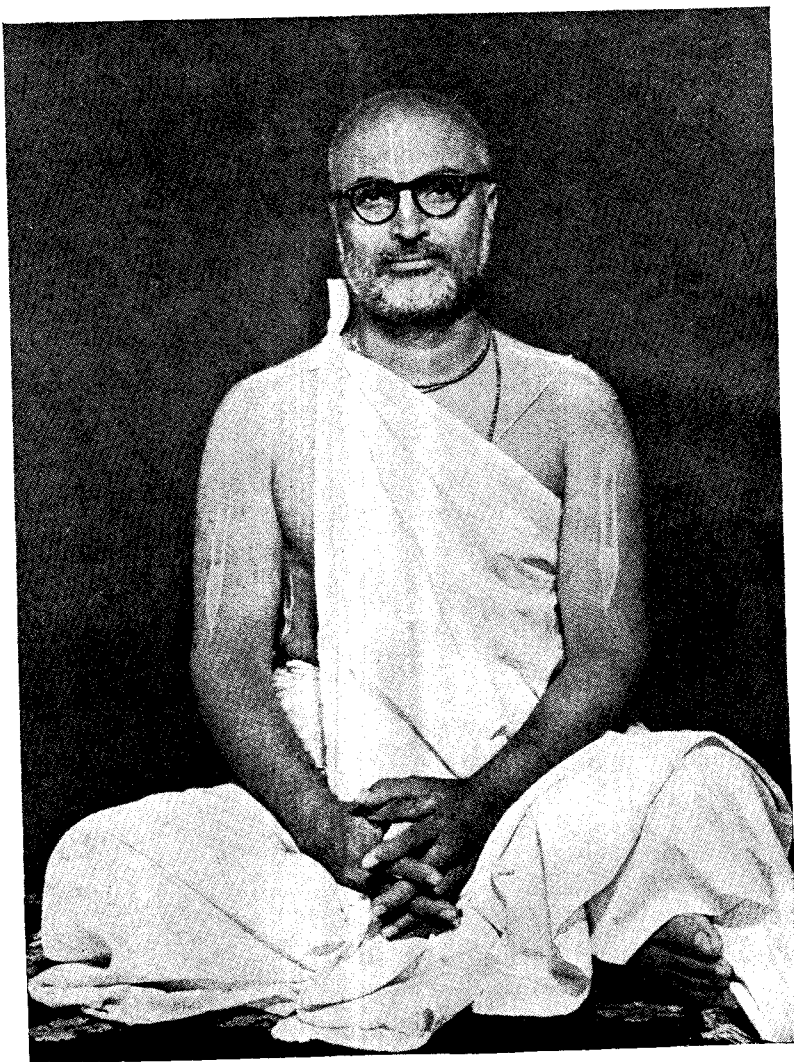
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ ।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

১ম বর্ষ] [১ম সংখ্যা

[পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর স্বামিপাদ লিখিত]

শ্রীমচ্চৈতন্যবাণীতি পরিচিতিপরা পত্রিকা স্বাগতাস্তু
জীয়াৎ গৌড়ীয়গোষ্ঠ্যাং হরিদয়িত কথাং কীর্ত্তয়ন্তী সমৃদ্ধাম্।
বিশ্বে কল্যাণকামী, বুধজনগণধিরেব মৃত্যুং সমীক্ষ্য,
মহ্যাং মৃত্যুঞ্জয়াদ্যৈর্ভজতি পদরজো গৌরকৃষ্ণাশ্রিতানাম্॥

"ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমোনির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥"

(ভাঃ ১।১।২)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষের

আশীর্ব্বাণী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু সর্ব্বজীবের পরমার্থ সাধনের জন্য কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনই উপদেশ করিয়াছেন। আমরা সর্ব্বাগ্রে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তক ও সংকীর্ত্তনযজ্ঞে আরাধিত সর্ব্বসজ্জনাহ্লাদকর সর্ব্বসম্মোহনকর মহাবদান্য, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমপরাকাষ্ঠাপ্রদায়ক পরতমতত্ত্বের অত্যুত্তম রসময় বপু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামধারী শ্রীকৃষ্ণস্বরূপকে প্রণাম করি। প্রেমময়ের প্রেমস্বরূপ শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুপাদকে ও তদভিন্ন বিগ্রহ অস্মদীয় শ্রীগুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অনন্তশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর মহাশয়কে সপরিকর পুনঃ পুনঃ প্রণতি পুরঃসর অদ্য এই সংকীর্ত্তনাগ্নি প্রজ্বালিত করিবার জন্য ও তৎসংরক্ষণ ও সমৃদ্ধি করণের নিমিত্ত প্রিয়জনগণেব সহিত কৃপাপ্রার্থনা করিতেছি। প্রভুপাদ প্রসন্ন হউন এবং আমাদের ন্যায় অযোগ্য সেবকাভাসগণকে নিজ মনোঽভীষ্ট সেবায় নিয়োজিত করিয়া শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণীরূপে আমাদের হৃদয়ে নিত্য বিরাজিত ও এই পত্রিকায় শব্দরূপে প্রকটিত হইয়া নিজ অসমোর্দ্ধ দয়ার খ্যাতি সফল করুন। তাঁহার প্রকটলীলার শেষ উপদেশ অনুসারে সকলে মিলিয়া মিশিয়া শ্রীরূপ রঘুনাথের বাণী (আচারে ও) প্রচারে যেন সমর্থ হই। তাঁহারই স্নেহাশীর্ব্বাদ স্মরণ করিয়া আমরা অদ্য তাঁহার মনোঽভীষ্ট প্রপূরণের অন্যতম প্রযত্নরূপে 'শ্রীচৈতন্যবাণী' নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশে উৎসাহী হইয়াছি। শ্রীহরি গুরু বৈষ্ণবের অহৈতুকী কৃপাই এই সেবাচেষ্টার একমাত্র সম্বল। শ্রীচৈতন্যবাণীর দ্বারা সপরিকর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের আরতি ও বাণীর আলোে আনুসঙ্গিকভাবে আমাদের হৃদয়ের কল্মষ দূরীভূত ও বিশ্ববাসীর বাস্তব কল্যাণ সাধিত হউক।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌরাবির্ভাব সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য-বাণী—

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণম্
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

দোল-পূর্ণিমা

৩০ গোবিন্দ, ৪৭৪ শ্রীগৌরাব্দ
১৮ ফাল্গুন, ১৩৬৭ ; ২ মার্চ্চ, ১৯৬১ ।

শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন

"শ্রীমন্মহাপ্রভু ও গোস্বামিগণের সিদ্ধান্তানুসারে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনই মুখ্য ভজন। শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনই ভক্তিমধ্যে শ্রেষ্ঠতম, স্মরণাদিও কীর্ত্তন বা শ্রীনামসংকীর্ত্তনেরই অধীন। শ্রীনাম-কৃপা না হইলে কখনও লীলা স্ফূর্ত্তি হয় না। পরিপূর্ণ অখণ্ড রস শ্রীনাম-কলিকা স্বল্পস্ফুট হইতে হইতেই অপ্রাকৃত শ্রীগোলোক-বৃন্দাবনস্থ সচ্চিদানন্দ শ্রীশ্যামসুন্দরাদি মনোহর-রূপ বিকশিত হয়। কুসুম-সৌরভবৎ স্ফুটিত কলিকায় কৃষ্ণের চতুঃষষ্টিগুণ-সৌরভ অনুভূত হয়। শ্রীনাম-কুসুম পূর্ণ-বিকশিত হইলে চিল্লীলামিথুনের চিন্ময়ী অষ্টকাল নিত্যলীলা প্রকৃতির অতীত হইয়াও শ্রীনামকীর্ত্তনকারীর শুদ্ধ-সত্ত্বোজ্জ্বলীকৃত হৃদয়ে উদিত হয়।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

ঈশ্বর আরাধনা করিব কেন ?

"জগতে তিনটী পদার্থ লক্ষিত হয়। পদার্থ তিনটির নাম ঈশ্বর, চেতন ও জড়। যে সকল বস্তুর ইচ্ছাশক্তি নাই, তাহারা জড়। মৃত্তিকা, প্রস্তর, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, গৃহ, বন, শস্য, বস্ত্র, শরীর প্রভৃতি সমস্ত ইচ্ছাহীন বস্তুকে আমরা জড় বলি। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ইহারা চেতন। ইহাদের বিচারশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি আছে। মনুষ্যের যেরূপ বিচারশক্তি আছে, সেরূপ অন্য কোন চেতন পদার্থের নাই। তজ্জন্যই মনুষ্যকে সমস্ত চেতন অচেতন পদার্থের রাজা বলিয়া কেহ কেহ উক্তি করিয়া থাকেন। ঈশ্বর সমস্ত চেতন অচেতন পদার্থের সৃষ্টিকর্তা। তাঁহার জড় শরীর না থাকায়, আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই না। তিনি পূর্ণস্বরূপ ও শুদ্ধ চেতন পদার্থ। তিনি আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা, পাতা ও নিয়ন্তা। তিনি ইচ্ছা করিলে আমাদের মঙ্গল হয়। তিনি ইচ্ছা করিলে আমাদের সর্ব্বনাশ হয়। তিনি ভগবৎস্বরূপে নিয়ত বৈকুণ্ঠধামে রাজ্য করিতেছেন। তিনি সমস্ত রাজার রাজা। তাঁহার ইচ্ছায় সমস্ত জগতের কার্য্য চলিতেছে।

জড় পদার্থের যেরূপ একটী স্থূল আকার থাকে, ঈশ্বরের সেরূপ আকার নাই। এই জন্যই আমরা তাঁহাকে ইন্দ্রিয় দ্বারা লক্ষ্য করিতে পারি না। এই জন্যই বেদে নিরাকার বলিয়া তাঁহার উক্তি হইয়াছে।

সকল পদার্থেরই একটী একটী স্বরূপ আছে। অতএব ঈশ্বরেরও একটী স্বরূপ আছে। জড়বস্তুমাত্রেরই স্বরূপ জড়ময়। চেতন পদার্থের স্বরূপ চেতনময়। আমরা চেতন পদার্থ বটে, কিন্তু আমরা জড়শরীরবিশিষ্ট। অতএব আমাদের চেতনময় স্বরূপটী জড়ময় স্বরূপের মধ্যে গুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। ঈশ্বর বিশুদ্ধ চেতনময়। অতএব তাঁহার চেতনময় স্বরূপ ব্যতীত আর অন্য স্বরূপ নাই। সেই চেতনময় স্বরূপটীই তাঁহার আকার। সেই আকার আমরা কেবল আমাদের শুদ্ধ চেতনময় চক্ষে অর্থাৎ ভক্তিচক্ষে দেখিতে পাই। জড়চক্ষে দেখিতে পাই না।

কতকগুলি দুর্ভাগা লোক ঈশ্বর বিশ্বাস করেন না। তাঁহাদের জ্ঞানময় চক্ষু মুদ্রিত আছে। জড়চক্ষে ঈশ্বরের আকার দেখিতে না পাইয়া মনে করেন যে, ঈশ্বর বলিয়া কেহ নাই। জন্মান্ধ লোকেরা যেরূপ সূর্য্যের আলোককে উপলব্ধি করে না, তদ্রূপ নাস্তিকেরা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিতে অক্ষম হইয়া উঠে। স্বভাবতঃ মনুষ্যমাত্রই ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেন। কেবল যে সমস্ত লোক বাল্যকাল হইতে অসৎসঙ্গে কুতর্ক শিক্ষা করেন, তাঁহারা ক্রমশঃ কুসংস্কারপরবশ হইয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানেন না; তাহাতে তাঁহাদের ক্ষতি বই আর ঈশ্বরের ক্ষতি কি হইতে পারে ?

বৈকুণ্ঠধাম বলিতে কোন একটী জড়ময় স্থানকে মনে করা উচিত নয়। মাদ্রাজ, বোম্বাই, কাশ্মীর, কলিকাতা, লণ্ডন, পেরিস প্রভৃতি স্থানসকল জড়ময়। তথায় যাইতে হইলে আমরা অনেক জড়ময় ভূমি বা দেশ অতিক্রম করিয়া যাই। জাহাজে বা রেলরোডে যাইতে হইলেও অনেক সময় লাগে। জড়শরীরের পদচালন করিয়া যাইতে হয়। কিন্তু বৈকুণ্ঠ সেরূপস্থানীয় প্রদেশ নয়। সমস্ত জড়জগতের অতীত একটী অবস্থান-বিশেষ। তাহা চিন্ময়, নিত্য ও নির্দ্দোষ। তাহা চক্ষের দ্বারা দেখা যায় না, বা মনের দ্বারা চিন্তা করা যায় না। সেই অচিন্ত্যধামে পরমেশ্বর বিরাজমান আছেন। তাঁহাকে তুষ্ট করিতে পারিলে আমরাও তথায় যাইয়া নিত্যকাল পরমেশ্বরের সেবা করিব। এখানে আমরা যাহাকে সুখ বলি, তাহা নিত্য নয়, অল্পক্ষণ থাকিয়া লুপ্ত হয়। এখানে সমস্তই দুঃখময়। জন্মপ্রাপ্তি অনেক কষ্ট ও দুঃখের বিষয়। জন্ম হইলে আহারাদির দ্বারা শরীর পুষ্ট হইতে থাকে, তাহাতে আহারাদির অভাব ক্লেশজনক। পীড়া সর্ব্বদাই আছে। শীত, উষ্ণ ইত্যাদি নানাবিধ কষ্ট। ঐ সমস্ত কষ্ট নিবৃত্তি করিতে গেলে অনেক শারীরিক ক্লেশ স্বীকার করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে হয়। গৃহনির্ম্মাণাদি না করিলে থাকা যায় না। বিবাহ করিয়া সন্তানাদি উৎপত্তি করিতে হয়। ক্রমশঃ বৃদ্ধ হইলে আর কিছুই ভালবোধ

হয় না। ইহার মধ্যে অন্যান্য লোকের সহিত বাদ-বিসম্বাদ ইত্যাদি কার্য্যে অনেক যন্ত্রণা হইয়া থাকে। সঙ্ক্ষেপতঃ, সংসারে অমিশ্র সুখ বলিয়া পদার্থ নাই। দুঃখ ও অভাব সকলের ক্ষণিক নিবৃত্তিকে লোকে সুখ বলিয়া মনে করে। এরূপ সংসারে বর্ত্তমান থাকা আমাদের পক্ষে কষ্টকর। পরমেশ্বরের বৈকুণ্ঠধাম পাইলে আর অনিত্য সুখ-দুঃখ কিছুই থাকিবে না, অজস্র নিত্যানন্দ লাভ করিতে পারিব। অতএব পরমেশ্বরের তুষ্টিসাধন করাই আমাদের কর্ত্তব্য।"

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীশ্রীগৌর-পূর্ণিমা

(শ্রীগোপীরমণ দাস বিদ্যাভূষণ)

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাসদেব শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্য ভাগবতে বলিয়াছেন :—

"শচী গর্ভে বৈসে সর্ব্ব-ভুবনের বাস। ফাল্গুনী পূর্ণিমা আসি হইল প্রকাশ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত আছে সুমঙ্গল। সেই পূর্ণিমায় আসি মিলিল সকল॥
সঙ্কীর্ত্তন সহিত প্রভুর অবতার। গ্রহণের ছলে তাহা করেন প্রচার॥
ঈশ্বরের কর্ম্ম বুঝিবার শক্তি কায়? চন্দ্রে আচ্ছাদিল রাহু ঈশ্বর ইচ্ছায়॥
সর্ব্ব-নবদ্বীপে দেখে হইল গ্রহণ। উঠিল মঙ্গল ধ্বনি শ্রীহরি-কীর্ত্তন॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক গঙ্গাস্নানে যায়। হরিবোল হরিবোল বলি সবে ধায়॥
হেন হরিধ্বনি হৈল সর্ব্ব নদীয়ায়। ব্রহ্মাণ্ড পূরিয়া ধ্বনি স্থান নাহি পায়॥
অপূর্ব্ব শুনিয়া সব ভাগবতগণ। সবে বলে নিরন্তর হউক গ্রহণ॥
সবে বলে আজি বড় বাসিয়ে উল্লাস। হেন বুঝি কিবা কৃষ্ণ করিলা প্রকাশ॥
গঙ্গাস্নানে চলিলা সকল ভক্তগণ। নিরবধি চতুর্দ্দিকে হরি সঙ্কীর্ত্তন॥
কিবা শিশু বৃদ্ধ নারী সজ্জন দুর্জ্জন। সবে হরি হরি বোলে দেখিয়া গ্রহণ॥
হরিবোল হরিবোল সবে এই শুনি। সকল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিলেক হরিধ্বনি॥
চতুর্দ্দিকে পুষ্প বৃষ্টি করে দেবগণ। জয় শব্দে দুন্দুভি বাজয়ে অনুক্ষণ॥
হেনই সময়ে সর্ব্বজগৎ-জীবন। অবতীর্ণ হইলেন শ্রীশচীনন্দন॥
"রাহু কবলে ইন্দু, পরকাশ নাম-সিন্ধু, কলি-মর্দ্দন বাজে বাণা।
পহুঁ ভেল পরকাশ, ভুবন চতুর্দ্দশ, জয় জয় পড়িল ঘোষণা॥"

শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন :—

'সর্ব্বসদ্গুণপূর্ণাং তাং বন্দে ফাল্গুন পূর্ণিমাম্। যস্যাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোঽবতীর্ণঃ কৃষ্ণনামভিঃ॥'

অর্থাৎ সেই সর্ব্বসদ্‌গুণ পূর্ণ ফাল্গুন পূর্ণিমাকে আমি বন্দন করি যে পূর্ণিমায় শ্রীকৃষ্ণ নাম সহিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ।

"ফাল্গুন পূর্ণিমা সন্ধ্যায় প্রভুর জন্মোদয়। সেই কালে দৈব যোগে চন্দ্রের গ্রহণ হয়॥
হরি হরি বলি লোক হরষিত হঞা। জন্মিলা চৈতন্য প্রভু নাম জন্মাইয়া॥
জন্ম বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর যুবাকালে। হরিনাম লওয়াইলা প্রভু নানা ছলে॥"

যে নবদ্বীপে তৎকালীন পণ্ডিত সমাজ ঘট পট লইয়া ব্যস্ত ছিলেন, যে স্থানে সাধারণ লোক বিষহরি শীতলা মঙ্গলচণ্ডীর পূজায় অজস্র অর্থের অপচয় করিত এবং যে স্থানে কদাচিৎ কোন সুকৃতিবান্ জীব গঙ্গাস্নান কালে গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ নাম উচ্চারণ করিতেন সেই নবদ্বীপে হরিসঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞ প্রবর্ত্তন করা সহজ ব্যাপার ছিল না। শ্রীপাদ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলিয়াছেন 'চন্দ্রে আচ্ছাদিল রাহু ঈশ্বর ইচ্ছায়' এবং শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন 'সেইকালে দৈবযোগে চন্দ্রের গ্রহণ হয়।' অতএব বুঝা যাইতেছে ১৪০৭ শকের ফাল্গুনি পূর্ণিমা তিথিতে চন্দ্রগ্রহণের কোন যোগ ছিল না। যুগাবতারী শ্রীকৃষ্ণের ঔদার্য্যবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব স্বীয় প্রচার্য্য শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞ চন্দ্রগ্রহণের ছলে স্বীয় আবির্ভাবের পূর্ব্বেই অবতীর্ণ করাইয়া স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং বাল্য-লীলায় রোদন-ছলে, পৌগণ্ডে বিদ্যাভ্যাস এবং অধ্যাপনা ছলে প্রতি সূত্রে বৃত্তিতে এবং টীকায় হরিপর-তাৎপর্য্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া এবং যৌবনে সাক্ষাৎভাবে স্বয়ং আচরণ পূর্ব্বক জগতে শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন প্রচার করিয়া, যে সমস্ত পড়ুয়া এবং পাষণ্ডীগণ শ্রীহরি-সঙ্কীর্ত্তন হইতে দূরে অবস্থান করিতেছিল তাহাদিগকেও আকর্ষণের জন্য স্বয়ং সন্ন্যাসী সাজিয়া অশেষে বিশেষে শ্রীহরি-নাম-সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

খণ্ড ব্রহ্মাণ্ডে তটস্থ জীবাত্মার স্থূল এবং সূক্ষ্ম আবরণ সংঘটিত হওয়ায় বদ্ধ জীবের উপাধি বা নামের সহিত তাহার স্বরূপের মধ্যে দ্বিবিধ আবরণের ব্যবধান বর্ত্তমান থাকায় তাহার নাম এবং স্বরূপ অভেদ নহে। ব্রহ্মবস্তু সর্ব্ব বৃহত্তম তত্ত্ব বস্তু। অতএব তাহার আবরণ যোগ্যতা নাই। শ্রুতি শাস্ত্র মাণ্ডুক্য উপনিষদ্ (১।১।১) 'ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বং তস্যোপব্যাখ্যানম্।' ছান্দোগ্য উপনিষদ্ (১।১।১) 'ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীত। ওমিতিপ্যুদ্গায়তি তস্যোপব্যাখ্যানম্।' প্রভৃতি বাক্যে প্রণবই ব্রহ্মের শ্রীবিগ্রহ বলিয়া নির্দ্দেশ দিয়াছেন। প্রণবাখ্য ব্রহ্ম সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞময় তনুবান্ এবং সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞেই উপাস্য। 'স এব মূলমন্ত্রং জপতি হরিরিতি কৃষ্ণ ইতি রাম ইতি'। অর্থাৎ সঙ্কীর্ত্তনাখ্য হরি কৃষ্ণ রাম নামই প্রণবাখ্য ব্রহ্মের স্বরূপ। অতএব ব্রহ্মরূপ বা প্রণবরূপ হরি কৃষ্ণ রাম নামাখ্য স্বরূপগুলি নাম-রূপ-গুণ-লীলায় স্বরূপত এক এবং অভিন্ন। বেদান্তে কথিত হইয়াছে (২।৪।১৭) 'তস্য চ নিত্যত্বাৎ'। শ্রীভগবানের বা ব্রহ্মের নাম রূপ-গুণ-লীলা নিত্য অতএব একই তত্ত্বরূপ এবং ইহাই সদা কীর্ত্তনীয় (৪।১।১) 'আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ'। এবং নাম ব্রহ্মের অনুশীলনেই বা সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে রাধাকৃষ্ণের উপাসনাতেই জীবের নিস্তার, অন্য উপায় নাই। 'অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ' 'অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ।' ঋকৃবেদে কথিত হইয়াছে 'ওঁ আস্য জানন্তো নাম চিদ্‌বিবক্তন মহস্তে বিষ্ণোস্সুমতিং ভজামহে॥ ওঁ তৎ সৎ'॥ পদ্মপুরাণেও কথিত হইয়াছে :—

'নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধোনিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ'॥

অতএব পরিপূর্ণ নাম প্রভুর আবির্ভাবে শ্রীপাদ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর যে বলিয়াছেন—'হেন হরিধ্বনি হৈল সর্ব্ব নদীয়ায়। ব্রহ্মাণ্ড পূরিয়া ধ্বনি স্থান নাহি পায়॥'—একপাদ বিভূতিময় ব্রহ্মাণ্ডে যে স্থান সঙ্কুলান হইবে না তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। অতএব নাম-প্রভুর আবির্ভাব করাইয়া ব্রহ্মাণ্ডকে বৈকুণ্ঠে পরিণত করাইয়া অর্থাৎ ভূলোককে গোলোকে শ্বেতদ্বীপে পরিণত করিয়া গৌররূপে ব্রহ্মাণ্ডকে গৌরবময় করিয়া শ্রীগৌরকৃষ্ণ জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। মায়াবন্ধনের সম্ভাবনাযুক্ত মুক্ত জীবেরও গৌরব নাই।

আচ্ছাদনের সম্ভাবনারহিত পরতরতত্ত্ব ব্রহ্মই 'আচার্য্যং মাং বিজানিয়াৎ' বাক্যের বাচ্য উদার কৃষ্ণ শ্রীগৌরহরি। তিনিই হরিনাম প্রেমধর্ম্মের প্রবর্ত্তক আচার্য্য। আমাদিগের শিক্ষা দীক্ষা গুরুগণ তাঁহারই প্রকাশ-বিগ্রহ।

বরাহ, কূর্ম্ম, নৃসিংহ, বামন, রাম, বাসুদেব, মথুরেশ, দ্বারকেশ, নারায়ণাদি নামে রসপর্য্যাপ্তির অভাব পরিদৃষ্ট হওয়ায় শ্রুতি বলেন 'হরতি হৃদয়গ্রন্থিং বাসনারূপমিতি হরিঃ।' 'কৃষিঃ' স্মরণে তচ্চ 'ণ'স্তদ্ভবয়মেলমিতি 'কৃষ্ণঃ।' রময়তি সর্ব্বমিতি 'রাম' আনন্দরূপঃ। ব্রহ্মের বা ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ স্বয়ং ভগবানের স্বরূপগত বা লীলাগত বা সম্ভোগগত সর্ব্ব বেদান্তসার নামই মূল মন্ত্র সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছে। 'স এব মূল মন্ত্রং জপতি হরিরিতি কৃষ্ণ ইতি রাম ইতি'॥ বেদ বলেন বৃহদারণ্যকোপনিষৎ (১।৪।৩) 'স বৈ নৈব রেমে তস্মাদেকাকী ন রমতে স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ। স হৈতাবানাস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিষ্বক্তৌ স ইমমেবাত্মানং দ্বেধাপাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাং তস্মাদিদমর্দ্ধ-বৃগলমিব স্ব ইতি হ স্মাহ যাজ্ঞবল্ক্যস্তস্মাদয়মাকাশঃ স্ত্রিয়া পূর্য্যত এব তাং সমভবৎ ততো মনুষ্যা অজায়ন্ত'॥ অর্থাৎ

'রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা, দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি॥'
'বহু কান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস।
লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ॥'

এই বিলাস মাধুর্য্যাবৃত ঔদার্য্য এবং ঔদার্য্যাবৃত মাধুর্য্য দ্বিবিধ লক্ষণে উপলক্ষিত। মাধুর্য্যাবৃত ঔদার্য্যলীলায় কৃষ্ণ প্রাভব বৈভব বিলাসাদি লীলারসিক স্বরূপবান্ এবং রাধিকা কৃষ্ণদাসী অভিমানিনী পুরে মহিষী বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী প্রভৃতি স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন স্বরূপের সেবিকা। ঔদার্য্যাবৃত মাধুর্য্য লীলায় কৃষ্ণ রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত বা রাধা দ্বারা গাঢ় আলিঙ্গিত বা আত্মস্থ বিগ্রহ শ্রীগৌরকৃষ্ণ। অতএব আশ্রয় ভাব-বিভাবিত শ্রীকৃষ্ণের গৌরলীলা সর্ব্বোৎকর্ষ চমৎকার লীলা কল্লোল বারিধি শ্রীকৃষ্ণলীলা বিশেষ।

বেদে বলা হইয়াছে (তৈঃ উঃ ২।৭) 'যদ্বৈ তৎ সুকৃতম্। রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।' বেদান্তে বলা হইয়াছে (১।১।১২) 'আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ', শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হইয়াছে 'কেবলানুভবানন্দো সন্দোহঃ নিরুপাধিকঃ।' 'সুকৃতম্' শব্দের অর্থ নির্ণয়ে শ্রুতি বলিয়াছেন 'তদাত্মানং স্বয়মকুরুত তস্মাৎ তৎ সুকৃতমুচ্যতে॥' অর্থাৎ স্বরাট্ শ্রীভগবান্ আদি রসের স্রষ্টা, শৃঙ্গার রসরাজময় মূর্ত্তিধর, অতএব আত্ম পর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্ত হর। সেই আপনি আপন রস অস্বাদন স্বরূপই শ্রীকৃষ্ণের গৌরস্বরূপ॥

'সেই দুই (রাধা কৃষ্ণ) এক এবে চৈতন্য গোসাঞি।
ভাব আস্বাদিতে দোঁহে হৈল এক ঠাঁই॥'

শ্রীপাদ স্বরূপ দামোদর গোস্বামী বলিয়াছেন—
রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মাদেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ। চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥ 'শ্রীমদ্ভাগবত শ্রুতির 'যদ্বৈ তৎ সুকৃতম্' বাক্যের আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম স্বীকার করেন না।' জয়তি জন-নিবাসো দেবকীজন্মবাদো (১০।৯০।৪৮) ইত্যাদি অর্থাৎ দেবক্যোর্নন্দবসুদেবগৃহিণ্যোর্জন্মৈব বাদঃ সিদ্ধান্তো যত্র সঃ তথা চ। দ্বে নাম্নী নন্দভার্য্যায়া যশোদা দেবকীতি চ। ইত্যাদি পুরাণম্।'—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ। অর্থাৎ নন্দ-পত্নী যশোদার অপর নাম ছিল দেবকী। শ্রীকৃষ্ণ কংসের কারাগৃহে যেরূপ জন্মান নাই, আবির্ভূত হইয়াছিলেন মাত্র তদ্রূপ যশোদার গর্ভেও জন্মান নাই। দেবকীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের জন্মবাদ মাত্র, বস্তুত শ্রীকৃষ্ণ অজ। তিনি নিজেই নিজের স্রষ্টা আত্ম রসময় তনুবান্। বাসনাময়ী রসবিশেষের আশ্রয়দিগের ভাবরূপতনুর অনুভবময় বিষয়-বিগ্রহের স্ফূর্ত্তি বা আবির্ভাব হইয়া থাকে। বাৎসল্য রতির আশ্রিতগণের বাৎসল্যরস আস্বাদন উপযোগী প্রাকট্যই তাহার জন্ম নামে অভিহিত। শ্রীমদ্ভাগবত এবং শ্রীচৈতন্যভাগবতাদি শাস্ত্রে যে দেবকী এবং শচীমাতার দেবগণ কর্ত্তৃক গর্ভ বন্দন পরিদৃষ্ট হয় তাহাও ভক্তের বাক্য, অতএব অব্যাভিচারী। শ্রুতি শাস্ত্র বলেন ছাঃ উঃ (৬।৩।২) 'অনেন জীবেনাত্মনাঽনুপ্রবিশ্য

নাম রূপে ব্যাকরবানীতি।' বেদান্তে বলা হইয়াছে (১।২।১১) 'গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানৌ হি তদ্দর্শনাৎ।' অতএব শ্রীভগবান্ জীব হৃদয়বাসীও বটেন।' 'ঋতং পিবন্তৌ' এই কঠোপনিষদ্ বাক্যে এবং 'সম্ভোগপ্রাপ্তিরিতি চেন্ন বৈশেষ্যাৎ' ১।২৮ বেদান্ত সূত্রে জীব গুহাগত শ্রীভগবানের চিবিলাস অস্বীকৃত হয় না। শ্রীভগবান্ এবং জীবের ভোগ বিম্ব এবং প্রতিবিম্বময়। অতএব জীব হৃদয় গোলোক এবং শ্বেতদ্বীপ দ্বিবিধ প্রকোষ্ঠময়। অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণ যুগলবিলাস এবং গৌরকৃষ্ণবিলাস পীঠময়। অতএব কুক্ষিগত শ্রীভগবানের যোগমায়া প্রভাবে লৌকিক জন্মের ন্যায় একটী লীলা প্রদর্শন করিয়া আবির্ভাব বাৎসল্য রসের পুষ্টির জন্যই জানিতে হইবে। জীব হৃদয় যে দ্বিবিধ প্রকোষ্ঠময় সে বিষয় বেদ বলেন (ছান্দোগ্য উপনিষদ্) 'অত্র ব্রহ্মপুরং নাম পুণ্ডরীক যদুচ্যতে তদেবাষ্টদলং পদ্মসন্নিভং পরমদ্ভুতম্। তন্মধ্যে দহরং সাক্ষাৎ মায়াপুরমিতির্য্যতে তত্র বেশ্মভগবতশ্চৈতন্যস্য পরাত্মনঃ॥' রসবিশেষে হরিভজন সুলভ করিবার জন্যই শ্রীভগবান্ লৌকিক লীলার অনুকরণে জন্ম-লীলার আবিষ্কার করেন, অন্যথায় তিনি অজ।

'অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাস্থিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরোভবেৎ॥'

—ভা: ১০।৩৩।৩৬

'নমো বেদান্ত-বেদ্যায় কৃষ্ণায় পরমাত্মনে।
সর্ব্বচৈতন্যরূপায় চৈতন্যায় নমো নমঃ॥'

সাধুসঙ্গের প্রয়োজনীয়তা

(পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ)

"গুরু, বৈষ্ণব, ভগবান্—তিনের স্মরণ। তিনের স্মরণে হয় বিঘ্নবিনাশন॥ অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিত পূরণ।" ইত্যাদি উক্তিদ্বারা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন। আমরাও তদনুসরণে মঙ্গলাচরণে প্রবৃত্ত হইতেছি। কার্ষ্ণানুগত্যে শ্রীকৃষ্ণ স্মরণেই সকলমঙ্গলনিলয় শ্রীকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্তি সম্ভব হইয়া থাকে। "যস্য প্রসাদাৎ ভগবৎপ্রসাদো যস্যাপ্রসাদান্নগতিঃ কুতোঽপি" অর্থাৎ কার্ষ্ণশিরোমণি অভিন্ন শ্রীবৃষভানুনন্দিনী শ্রীগুরু-পাদপদ্মের প্রসন্নতাক্রমেই শ্রীভগবানের প্রসন্নতা, তদ্ব্যতীত ভগবৎপ্রসন্নতা লাভের উপায়ান্তর নাই, ইহাই মহাজনোক্তি। শ্রীগুরুপাদপদ্ম প্রসন্ন হউন, তদভিন্নপ্রকাশবিগ্রহ কার্ষ্ণগণ প্রসন্ন হউন, তাঁহাদের অহৈতুকী কৃপা আমাদিগকে ভগবৎপ্রসাদ লাভের সৌভাগ্য প্রদান করুন। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী জয়যুক্ত হউন, তাঁহারা আমাদের সর্ব্ববিধ সুমঙ্গল প্রদান করুন।

বকরূপী ধর্ম্মের প্রশ্নোত্তরে শ্রীল যুধিষ্ঠির মহারাজ জানাইয়াছিলেন—মহাজন যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, সেই পথই প্রকৃত পথ। মহাজন-নিষ্কণ্টকিতপথানুসরণবিচার পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অন্যপথ আশ্রয় করিতে গেলে গোলোক বৈকুণ্ঠ পথের সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে গতিবিশিষ্ট হইয়া নরক পথের পথিক হইতে হইবে। এ জন্য কে মহাজন এবং নির্দ্দিষ্ট পথ কোন্‌টি এবং কি ভাবে তাহা অবলম্বন করিতে হইবে তাহা জানা বিশেষ আবশ্যক।

সর্ব্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবতে ৬ষ্ঠস্কন্ধে অজামিলোপাখ্যানে উক্ত হইয়াছে— স্বয়ম্ভু (ব্রহ্মা), নারদ, শম্ভু, কুমার (চতুঃসন), কপিল (দেবহূতিনন্দন 'কার্দ্দমীকপিল'), স্বায়ম্ভুব মনু, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, বলি, শুকদেব ও যমরাজ—এই দ্বাদশজন্ ভাগবতধর্ম্ম-রহস্য বেত্তা মহাজন। ইঁহারা সকলেই ভক্তিপথাবলম্বী এবং ভক্তিরই চরম উৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছেন।

ভগবান্ ব্রহ্ম কার্ৎস্ন্যেন ত্রিরন্বীক্ষ্য মনীষয়া।
তদধ্যবস্যৎ কূটস্থো রতিরাত্মন্ যতো ভবেৎ॥
—ভাঃ ২।২।৩৪

মুনিগণ যেরূপ দুই তিনবার অধ্যয়ন করিয়া শাস্ত্রের তাৎপর্য্যার্থ নির্দ্ধারণের যত্ন করেন, সেই প্রকার ভগবান্ ব্রহ্মা সর্ব্বজ্ঞাদি গুণবিশিষ্ট হইয়াও "স মুনির্ভূত্বা সমচিন্তয়ৎ" এই শ্রুতিবাক্যানুসারে মুনিলীলা প্রদর্শনপূর্ব্বক সর্ব্ববেদাভিধেয়সারাকর্ষণ-লীলা-দ্বারা বেদার্থের দুর্জ্ঞেয়ত্ব লোকে প্রকাশার্থ একাগ্রচিত্তে সমগ্র বেদশাস্ত্র তিনবার বিচার করিয়া যাহা হইতে পরমাত্মা শ্রীহরিতে রতি অর্থাৎ প্রেম হয় সেই 'ভক্তিযোগ' নামক বস্তুকেই বেদার্থ গবেষণা ফলস্বরূপে নিশ্চয় করিয়াছেন।

ন হ্যতোঽন্যঃ শিবঃ পন্থা বিশতঃ সংসৃতাবিহ।
বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগো যতো ভবেৎ॥
—ভাঃ ২।২।৩৩

অর্থাৎ এই সংসারে প্রবেশকারিজনের সদ্যোমুক্তি ও ক্রমমুক্তির উপায় স্বরূপ জ্ঞানযোগাদি বিবিধ পথ থাকিলেও শ্রীভগবানের সন্তোষজনক যে অনুষ্ঠান হইতে ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তিযোগ অর্থাৎ প্রেমোদয় হয়, তাহা হইতে সমীচীন, সুখকর ও নির্ব্বিঘ্ন পথ আর কিছুই নাই। অবশ্য ভগবদর্পিত কর্ম্মযোগ অপেক্ষাও সাক্ষাৎ ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠতা নিঃসন্দেহ।

গীতাশাস্ত্রেও 'তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী' ও 'যোগিনামপি সর্ব্বেষাং' ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়ে ভক্তিযোগেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপন করিয়াছেন। গীতার সর্ব্বগুহ্যতম 'মন্মনা ভব' ও 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য' ইত্যাদি বাক্যে ভক্তিকেই সর্ব্ববেদবেদ্য ভগবান্ সর্ব্বার্থ-সাররূপে জানাইয়াছেন।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে জগতে নানা বিবদমান্ মতবাদের উদ্ভব হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত ইন্দ্রিয়জজ্ঞানাতীত শ্রীকৃষ্ণ শ্রবণাদি-লক্ষণা অহৈতুকী ফলাভিসন্ধানরহিতা) অপ্রতিহতা (কোন বিঘ্নের দ্বারা যাহা নিবারিত হইবার নহে, এমন) স্বাভাবিকী নিরপেক্ষা ভক্তিকেই মানবের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়াছেন। ৬ষ্ঠ স্কন্ধে 'ব্রতাবানেব লোকেঽস্মিন' ইত্যাদি বাক্যে সেই ভক্তিকে নামসংকীর্ত্তন প্রধানরূপে জানাইয়াছেন। আবার 'তস্মাদেকেন মনসা', 'তস্মাদ্ভারত সর্ব্বাত্মা' ও 'তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্'—এই শ্লোকত্রয়েও শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ-ভক্তির শ্রেষ্ঠতা, তন্মধ্যেও আবার 'এতন্নির্ব্বিদ্যমানানাং' শ্লোকে কীর্ত্তনাখ্য ভক্তির শ্রেষ্ঠতা জ্ঞাপন করিয়াছেন। 'নামরূপ-গুণ-লীলাদীনামুচ্চৈর্ভাষণং তু কীর্ত্তনম্' হইলেও নাম-সঙ্কীর্ত্তনেরই পরমোৎকর্ষ শ্রীসনাতনশ্রীরূপশ্রীজীবপাদপ্রমুখ মহাজন কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতেও "যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ" 'কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং', 'কলের্দোষনিধেঃ' 'নামসংকীর্ত্তনং যস্য' ইত্যাদি শ্লোকে কীর্ত্তনের প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি। কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥ তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্ত্তন। নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥"

গীতার দ্বাদশাধ্যায়োক্ত স্মরণ, মনন ও অভ্যাস বিশুদ্ধান্তঃকরণ সাধ্য ব্যাপার হওয়ায় তাহা জনমাত্রেরই সুখসাধ্য নহে, কিন্তু শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি বহিষ্করণসাধ্য ভক্তিযোগ সর্ব্বসাধারণ সাধ্য হওয়ায় কলিহত জীবের পক্ষে নামসংকীর্ত্তনই পরম সুখসাধ্য সাধন। বিশেষতঃ অনর্পিতচর ব্রজপ্রেমবিতরণকারী মহাবদান্য গৌরহরি তাঁহার পরমান্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীস্বরূপদামোদরের কণ্ঠ ধারণপূর্ব্বক বলিলেন—"(হর্ষে প্রভু কহে) শুন স্বরূপ রাম রায়। নামসংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়।" ইহাতে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, এই ধন্য কলিতে শ্রীমন্মহাপ্রভু এই নামে (রাগোদয়সম্ভবা) বিশেষ শক্তি আহিত করিয়াছেন। তাই ইহাই রাগভক্তি লাভের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন। "বিধি-মার্গে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি" এই উক্তি থাকিলেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষানুসারে বিধিমার্গে নামভজনে প্রবৃত্ত হইলে শীঘ্র শীঘ্র রাগোদয় যোগ্যতা লাভ হইবে। "যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজয়। তাহার লক্ষণ শ্লোক শুন স্বরূপ রাম রায়॥" বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু যে তৃণাদপিসুনীচেন শ্লোক কীর্ত্তন করিয়াছেন তদনুসরণে নামভজনে প্রবৃত্ত হইলে শীঘ্রই

হ্লাদিনীর কৃপাদৃষ্টিক্রমে রাগানুগাভক্তিসম্মত কৃষ্ণভক্তিরস-ভাবিতা মতি ক্রয় করিবার মূল্য-স্বরূপ ব্রজবাসীর স্বাভাবিকী রতি বা রাগাত্মিকা ভক্তির আনুগত্যমূলা অপ্রাকৃত লালসার উদয় হইবে।

কৃষ্ণপ্রেষ্ঠতর্পণচাতুর্য্যই ভজনচাতুর্য্য বা ভজননৈপুণ্য। সেই প্রকার সুচতুর ভজনবিজ্ঞ অনন্যশরণ অন্যনিন্দাদি-পরিশূন্য চিত্ত নিরন্তর অপ্রাকৃত ব্রজবিলাসান্বেষী কৃষ্ণপ্রিয়-দর্শন কার্ষ্ণ-সঙ্গ ও সেবা-সৌভাগ্য লাভ ইহলোকে অতীব দুর্লভ হইলেও কৃষ্ণকৃপায়ই তাহা আবার সুলভ ও সম্ভব হইয়া থাকে। এই জন্য শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রমুখ মহাজনগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট তাদৃশ ভজনবিজ্ঞ সাধুর সঙ্গ-প্রার্থনাদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন—"কবে শ্রীচৈতন্য মোরে করিবেন দয়া। কবে আমি পাইব বৈষ্ণব পদছায়া॥" ইত্যাদি। রাগবর্ত্ম-প্রদর্শক মহতের অহৈতুকী কৃপা-ক্রমেই কৃষ্ণভক্তিরস-ভাবিতা মতি লাভ হইতে পারে, যাহা কোটি কোটি জন্মের সুকৃতি দ্বারাও লভ্য হইবার নহে।

সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ে একান্ত আর্ত্তিসহকারে সাধুসঙ্গ, সুনির্জ্জন ও নিজ দৃঢ়ভার লইয়া নাম ভজন করিতে করিতে উপাস্য, উপাসক ও উপাসনা-তত্ত্বের পরিস্ফূর্তির সঙ্গে সঙ্গে ভজনোন্নতি সংসাধিত হইয়া অপ্রাকৃত ব্রজভজনলালসার উদয় হইবে। কিন্তু এই পথটি 'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া।' গুর্ব্বানুগত্য হইতে একটু বিচলিত হইলেই পথভ্রষ্ট হইতে হয়, লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাশা কুটিনাটি প্রভৃতি বৃদ্ধি পাইয়া 'স্তব্ধ হইয়া মূল শাখা বাড়িতে না পায়' বিচারানুসারে ভক্তিলতা স্তব্ধীভূতা হইয়া থাকেন। এক্ষেত্রে কৃষ্ণানুরাগী কার্ষ্ণ কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ সাধুই আমাদের একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" ন্যায়ানুসারে হৃদয়ে ভজনবিজ্ঞ সাধুসঙ্গ লালসা অতি প্রবলা হইলে অবশ্যই কৃষ্ণ শুদ্ধভক্ত প্রকৃত সাধুরূপে সঙ্গদানার্থ প্রকটিত হন। নতুবা অর্থাৎ কৃষ্ণভজন ও কার্ষ্ণ-সঙ্গ লালসা না জাগিলে সাধুনামধারী নানা ব্যক্তির তাৎকালিক চমকপ্রদ বিভূতিদর্শনে ভ্রান্ত হইয়া ভক্তিপথভ্রষ্ট হইতে হইবে—ব্রজের পথের বিপরীত পথানুসরণে আত্মবিনাশ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িবে।

"ধর্ম্মস্তু সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রণীতম্‌" এই ভাগবতধর্ম্মরহস্যের অজ্ঞতাই অত্যদ্ভুত মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তির বুদ্ধিকেও বিচলিত করিয়া সদ্ধর্ম্ম-নিত্যধর্ম্ম-চিদ্ধর্ম্ম বা আত্মধর্ম্ম সম্বন্ধে ঔদাসীন্য আনয়ন করাইয়া ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের অধিবাসী করিয়া তুলে। বাস্তব-সত্যনিত্যধর্ম্মের প্রতি কখনও নৈরপেক্ষ্য আচরিত হইতে পারে না এবং তাহার অপেক্ষাজন্য কোন সঙ্কীর্ণতা বা অনুদারতারও অবকাশ জাগিতে পারে না। শ্রীভগবান্ নিত্য সত্য শাশ্বত সনাতন, জীবও নিত্য সত্য শাশ্বত সনাতন বস্তু হওয়ায় তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বিদ্যমান। শ্রীভগবান্ বিভুচিৎ, তদিচ্ছাবশতঃ তদীয় জীবশক্তি প্রকটিত জীব অণুচিদ্‌বস্তু। বিভুত্বে অণুত্বে ভেদ থাকিলেও চিদংশে ঐক্য থাকায় শ্রীভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধ অচিন্ত্যভেদাভেদরূপে নিরূপিত হইয়াছে। যুগপৎ ভেদ ও অভেদ ধারণা মনুষ্যের চিন্তার অতীত—একমাত্র শাস্ত্রৈকজ্ঞানগম্য হওয়ায় শ্রীগৌড়ীয় সম্প্রদায়ে উহা অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্বরূপে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। এই সম্বন্ধ-জ্ঞানাভাবেই ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানা প্রকার উক্তি বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। "এবং প্রকৃতিবৈচিত্র্যাদ্ ভিদ্যন্তে মতয়ো নৃ ণাম্" সত্ত্বরজস্তমোগুণতাড়িতা প্রকৃতির বিচিত্রতা অনুসারে নানা মতভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে, সুতরাং তন্মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য্য। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্মে ঐরূপ সংঘর্ষের কোন অবকাশ না থাকায় 'ধর্ম্মনিরপেক্ষ' রাষ্ট্রে উহার অপেক্ষায়ই একমাত্র সকল বিবাদ, সকল সংঘর্ষ প্রশমিত হইয়া জগতে প্রকৃত শান্তি সংস্থাপিত হইতে পারে। নিত্যবাস্তবসত্য সনাতনধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত প্রকৃত সাধু ব্যতীত পরস্পর বিবদমান মত-সমূহের সামঞ্জস্য-বিধান-পূর্ব্বক জগতে প্রকৃত শান্তি সংস্থাপনে আর কেহই সমর্থ হইতে পারেন না। কৃষ্ণ যেমন অবতারী, সর্ব্বাংশী, সর্ব্বব্যাপক তাঁহাতেও যেমন সকল বিরুদ্ধ গুণের মহা-চিৎসামঞ্জস্য বিদ্যমান, তাঁহাতে একান্ত অনুরক্ত ভক্তে তদ্রূপ সকল বিরুদ্ধ মতবাদের এক মহা-চিৎসমন্বয় বর্ত্তমান। সুতরাং তাঁহার অপেক্ষায়ই একমাত্র প্রকৃত নৈরপেক্ষ্য সংসাধিত হইতে পারে।

শ্রীমদ্ভাগবতের মঙ্গলাচরণ শ্লোকে নির্ম্মৎসর সাধুকেই নিত্য সত্য সনাতন প্রোজ্‌ঝিতকৈতব পরম বাস্তব ধর্ম্মের

প্রকৃত অধিকারিরূপে নিরূপণ করিয়াছেন। পরশ্রীকাতরতা বা পরসুখাসহিষ্ণুতাই মাৎসর্য্যের লক্ষণ। এই প্রকার মৎসর ব্যক্তিই আত্মানাত্মবিবেকরহিত হইয়া অনাত্ম-বিচারোত্থ স্বপরভেদবুদ্ধিমূলে নানা বিবদমান মতবাদের উদ্ভব করিয়া জগতে নানা অশান্তি আনয়ন করিয়া থাকে। অবশ্য চিদ্‌বিলাসে নানা বৈচিত্র্য আছে, তাহাতে আপাত দর্শনে অনৈক্য দৃষ্ট হইলেও কোন সংঘর্ষ নাই, সর্ব্বত্র চিৎসামঞ্জস্য বিদ্যমান—সকলেই এক অদ্বয় জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু চিৎ ও অচিদ্‌বিলাসে কোন সামঞ্জস্য থাকিতে পারে না, পরন্তু তাহার সামঞ্জস্য সংবিধান-চেষ্টায়ই জগতে নানা অশান্তি ও অনর্থের উদ্ভব হইয়া থাকে। সূর্য্য ও তাহার দর্শনবাধা-জন্য অন্ধকারে যেমন কোন সামঞ্জস্য সংরক্ষণ করা যাইতে পারে না; পরন্তু সূর্য্যোদয়ে যেমন অন্ধকারের বিনাশই সাধিত হইয়া থাকে, তাহাতেই জগতের মঙ্গল বিহিত হয়, তদ্রূপ নির্ম্মৎসরতায় কখনও মৎসরতা ক্রোড়ীভূত হইতে পারে না, পরন্তু মৎসরতাকে বিদূরিত করিয়া নির্ম্মৎসরতারই বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন হয়—জগতে পরা শান্তি বিরাজ করে।

শ্রীমদ্ভাগবতে আপাতদর্শনে কর্ম্ম জ্ঞানাদির গর্হণ থাকিলেও শ্রীহরিতোষণপর কর্ম্ম শ্রীহরিসম্বন্ধী সম্বন্ধা-ভিধেয়-প্রয়োজনজ্ঞান এবং শ্রীহরির ইন্দ্রিয়তোষণপর ভক্তিযোগ বিচারে মহাচিৎসামঞ্জস্য বিদ্যমান। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমদ্ভাগবতই একমাত্র প্রমাণ গ্রন্থ, তাহাই তাঁহার একমাত্র আচার ও প্রচার-বিষয়। শ্রীমদ্ভাগবতের বিশুদ্ধ বিচারাবলম্বনেই জগতে প্রকৃত শান্তি সংস্থাপিত হইতে পারে। আমাদের 'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকায় তাহাই বিভিন্ন ভাবে আলোচিত হইবে। সকল জীবাত্মাই স্বরূপতঃ এক অদ্বয়জ্ঞান পরমতত্ত্বাশ্রিত হওয়ায় তদুভয়ের সম্বন্ধজ্ঞান যতই পরিস্ফুট হইতে থাকিবে, ততই অভিধেয় ও প্রয়োজন-বিচার পরিষ্কৃত হইয়া জীবজগতে প্রকৃত সাম্য মৈত্রী সংস্থাপিত হইবে।

'ভাগবত' বলিতে গ্রন্থ ভাগবত ও ভক্ত ভাগবত এই দুই ভাগবত লক্ষিত হইয়া থাকে। 'যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে। একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্যচরণে॥ চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ। তবে ত' জানিবা সিদ্ধান্ত সমুদ্র তরঙ্গ॥" "সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস। ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস।" প্রকৃত নির্ম্মৎসর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবাণী সেবক সাধুই ভাগবত-ধর্ম্মরহস্য বেত্তা। তাঁহার নিকট ভাগবতধর্ম্ম শ্রবণে ভাগবতের প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধির বিষয় হইয়া নিত্যকল্যাণ সংসাধিত হইয়া থাকে। শ্রীচৈতন্যবাণীর কৃপায়ই শ্রীচৈতন্যের বপুর অপ্রাকৃতত্ব উপলব্ধির বিষয় হয়। তদ্দ্বারাই তদ্রূপবৈভব শ্রীধামের, তন্মধ্যবর্ত্তী ঈশোদ্যানের অপ্রাকৃত স্বরূপ নির্ণীত হয়। 'শব্দ-ব্রহ্ম পরংব্রহ্ম মমোভে শাশ্বতী তনূ'—শব্দব্রহ্ম পরংব্রহ্ম উভয়ই তাঁহার নিত্য বিগ্রহ। বাচক শব্দব্রহ্ম শ্রীচৈতন্যবাণীর শ্রবণানুগত্যেই বাচ্য পরং ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণীত হইয়া তাঁহার নামরূপগুণলীলার নিত্যনবনবায়মান রসমাধুর্য্য চমৎ-কারিতার আস্বাদন সৌভাগ্য লাভ হইবে, জড়ানন্দের মোহ দূরীভূত হইয়া অপ্রাকৃত নিত্যানন্দোদয়ে নিত্যানন্দলীলাময় বিগ্রহ শ্রীচৈতন্য পূর্ণচন্দ্রের নিত্যাবির্ভাব উপলব্ধির বিষয় হইবে। মহন্মুখরিতা শ্রীচৈতন্যবাণী জয়যুক্তা হউন।

প্রজাপতি দক্ষ ও সতী

(শ্রীমদ্‌ভাগবতে বর্ণিত প্রসঙ্গ)

সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার পুত্র দক্ষপ্রজাপতি। দক্ষ মনুকন্যা প্রসূতিকে বিবাহ করিয়াছিলেন। প্রসূতির গর্ভে ষোলটী সুন্দরী কন্যা জন্মগ্রহণ করিলেন, তন্মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠা সতী। দক্ষ প্রথম তেরটী কন্যা ধর্ম্মকে, একটী অগ্নিকে, একটী পিতৃ-গণকে এবং কনিষ্ঠা কন্যা সতীকে সংসারবন্ধনমোচক শিবকে সম্প্রদান করিলেন।

পুরাকালে ব্রহ্মার মানসপুত্র মরীচি আদি বিশ্বস্রষ্টৃগণের এক মহৎ যজ্ঞানুষ্ঠান হয়। উক্ত যজ্ঞে প্রধান প্রধান ঋষি,

দেবতা, মুনি ও অগ্নিগণ নিজ নিজ অনুচরগণসহ উপস্থিত হইলেন। সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিশীল ও তেজস্বী প্রজাপতি দক্ষ উক্ত সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলে তাঁহার অঙ্গপ্রভায় সভা আলোকিত হইয়া উঠিল এবং অন্ধকার বিদূরিত হইল। অগ্নি আদি দেবতাগণ ও সভায় সমুপস্থিত সভ্যবৃন্দ সকলে নিজ নিজ আসন হইতে উঠিয়া প্রজাপতিকে অভ্যর্থনা করিলেন, কিন্তু ব্রহ্মা ও শিব আসন হইতে উঠিলেন না এবং তাঁহাকে কোন প্রকার সম্মান প্রদর্শন করিলেন না। দক্ষ সভ্যবৃন্দের সম্বর্দ্ধনা স্বীকার করিলেন এবং লোকগুরু ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার আদেশানুসারে আসনে উপবিষ্ট হইলেন। কিন্তু জামাতা শিব দণ্ডায়মান হইয়া সম্মান প্রদর্শন না করায় এবং আসনে উপবিষ্ট থাকায় দক্ষ অত্যন্ত নিজেকে অপমানিত বোধ করিলেন এবং ক্রোধেতে তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। ক্রোধাগ্নির দ্বারা যেন শিবকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিবেন এইরূপ বক্র দৃষ্টির দ্বারা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"হে ঋষিগণ, দেবতাবৃন্দ, অগ্নিগণ, আমি মূঢ়তাবশতঃ বা পরশ্রীকাতর হইয়া যে এই কথা বলিতেছি তাহা আপনারা মনে করিবেন না, সাধুগণের কি প্রকার আচরণ হওয়া কর্ত্তব্য তাহা আমি বলিতেছি, আপনারা কৃপাপূর্ব্বক শ্রবণ করুন। এই নির্লজ্জ শিব নিজ কর্ত্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হইয়া সাধুগণের আচরণকে কলুষিত করিয়াছে। সুতারাং ইহার দ্বারা সমস্ত লোকপালগণের যশ কলঙ্কিত হইয়াছে। এই প্রকার অন্যায় আচরণের দ্বারা এই ব্যক্তি দণ্ডার্হ হইয়াছে। আমার সাবিত্রীতুল্যা সাধ্বী মৃগনয়না সুন্দরী কন্যা সতীকে ব্রাহ্মণ ও অগ্নির সম্মুখে এই মর্কট-নেত্র শিব বিবাহ করিয়াছে, অথচ কি প্রকার অভিমানী সদাচারভ্রষ্ট দেখুন আমি যে তাহার সর্ব্বতোভাবে পূজ্য আমাকে দণ্ডায়মান হইয়া কিংবা বাক্যের দ্বারা কোন প্রকার সম্মান প্রদর্শন করিল না। পরাধীন ব্রাহ্মণ যেমন অনিচ্ছাসত্ত্বেও শূদ্রকে বেদবাক্য প্রদান করে সেইরূপ আমি এই অশুচি ধর্ম্মমর্য্যাদালঙ্ঘনকারীকে নিজের বালিকা প্রদান করিয়াছি। এই ব্যক্তি ঘোরাকৃতি পাগল, আলুথালু কেশে উলঙ্গ হইয়া শ্মশানে শ্মশানে ঘুরিয়া বেড়ায়, কখনও কাঁদে কখনও হাসে, ভূতপ্রেতগণ ইহার অনুচর। চিতাভস্মের দ্বারা ইহার স্নান হয়, গলায় প্রেতের মালা, শবের অস্থি ইহার অলঙ্কার। এই ব্যক্তি নামে মাত্র শিব কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে অশিব অর্থাৎ অমঙ্গল। এ নিজে পাগল, সুতরাং উন্মত্তব্যক্তিগণের নিকটপ্রিয়, তামসিক প্রকৃতিসম্পন্ন ভূতগণের নেতা। অহো আমি ব্রহ্মার কথায় বিশ্বাস করিয়া এই প্রকার দুষ্টচিত্ত ব্যক্তিকে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছি।" প্রজাপতির কঠোর বাক্যের দ্বারা তিরস্কৃত হইয়াও শিব নির্ব্বিকারভাবেই উপবিষ্ট রহিলেন। কিন্তু দক্ষ বহুভাবে ভর্ৎসনা করিয়াও ক্ষান্ত হইতে পারিলেন না, ক্রোধান্ধ হইয়া জলস্পর্শ করিয়া শিবকে অভিশাপ দিতে উদ্যত হইলেন। সভার প্রধান প্রধান সভ্যগণ বারংবার বাধা দিলেও তিনি কাহারও কথায় দৃক্‌পাত না করিয়া শিবকে এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন,—'এই দেবাধম শিব দেবতাগণের যজন-সময়ে যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হইবেন না।' অভিশাপ দিয়া দক্ষ সভাত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। এদিকে শিবের প্রধান অনুচর নন্দীশ্বর অভিশাপের কথা শুনিয়া অত্যন্ত কুপিত হইলেন এবং দক্ষ ও শিব-নিন্দা অনুমোদনকারী দ্বিজগণকে দারুণ প্রত্যাভিশাপ প্রদান করিলেন—"যে ভেদদর্শী মূঢ় সৃষ্টিকার্য্যে নিপুণ দক্ষ প্রজাপতির শুক্র-শোণিতাত্মক নশ্বর মাংসপিণ্ডকে বহুমানন করিতে গিয়া অকৃতদ্রোহ ভগবদভিন্ন শিবকে অবজ্ঞা করে ও তাঁহার দ্রোহাচরণ করে, সেই ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞানরহিত হউক ও পরমার্থ হইতে বঞ্চিত হউক, বেদোক্ত অর্থবাদের দ্বারা বুদ্ধিভ্রষ্ট হউক এবং স্ত্রীসঙ্গাদি গ্রাম্যসুখে আকৃষ্ট হইয়া প্রবঞ্চনাপূর্ণ গৃহমেধীর ধর্ম্মে আসক্ত হইয়া কর্ম্মজালে নিপতিত হউক। এই দক্ষ আত্মতত্ত্ব বিস্মৃত হইয়া দেহাদিতে আত্মবুদ্ধির দ্বারা পশুতুল্য হউক এবং স্ত্রীতেই অত্যন্ত কামুক হইয়া অচিরে স্ত্রীকামনাপরায়ণ ছাগলের ন্যায় মুণ্ডবিশিষ্ট হউক। যে সকল দ্বিজ শিব-দ্বেষী দক্ষের অনুমোদন করিয়াছে তাহারাও এই জন্মমৃত্যুরূপ সংসারে বন্ধনদশা প্রাপ্ত হউক। বেদোক্ত আপাত মধুপুষ্পিত বাক্যে আকৃষ্ট

হইয়া শিব-দ্বেষিগণ কর্ম্মকাণ্ডে আসক্ত হউক এবং সম্যকরূপে মোহগ্রস্ত হউক । দ্বিজগণ খাদ্যাখাদ্য বিচারশূন্য হইয়া সর্ব্বভক্ষক হউক, কেবলমাত্র নিজ শরীর, স্ত্রী পুত্রাদি পোষণের জন্য বিদ্যা, তপস্যা ও ব্রতাদি পালন করুক এবং অর্থ ও ইন্দ্রিয়সুখে লোলুপ হইয়া যাচকের বেশে পৃথিবীতে বিচরণ করুক ।” নন্দীশ্বর এই প্রকার অভিশাপ প্রদান করিয়া ক্ষান্ত হইলে ভৃগু ক্রুদ্ধ হইয়া দ্বিজগণের প্রতি এই অন্যায় অভিশাপের প্রতিবাদে শিবব্রতধারিগণকে দুস্তর ব্রহ্মদণ্ডরূপ অভিশাপ প্রদান করিলেন,— ‘‘যাহারা শিবব্রত ধারণ করিবে বা শিবব্রতধারিগণের অনুবর্ত্তী হইবে তাহারা বেদপ্রতিকূলাচারী পাষণ্ড হউক; শৌচাদিবিহীন, মূঢ়বুদ্ধি, জটাভস্মাস্থিধারী হইয়া শিব দীক্ষা গ্রহণ করুক এবং সুরাকে দেবতার ন্যায় পূজ্য জ্ঞান করুক। বেদের মর্য্যাদাস্থাপনকারী এবং বর্ণাশ্রমীপুরুষগণের ধারক দ্বিজগণের নিন্দাকারী ব্যক্তিগণ পাষণ্ডধর্ম্মাশ্রিত হউক, বিশুদ্ধ সাধুদিগের অবলম্বনীয় বর্ত্মস্বরূপ বেদের নিন্দাকারী ব্যক্তিগণ তামস ভূতগণের পতি পাষণ্ড দেবতাকে প্রাপ্ত হউক ।'' মহাদেব ভৃগুঋষির অভিশাপ শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিৎ উন্মনা হইয়া অনুচরগণকে লইয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন । অনন্তর বিশ্বস্রষ্টৃগণ যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরির উদ্দেশ্যে সহস্রবৎসরব্যাপী যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া গঙ্গা যমুনার সঙ্গমে সম্মিলিত হইলেন এবং তথায় স্নানের দ্বারা পবিত্রান্তঃকরণ হইয়া স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেলেন ।

দক্ষ প্রজাপতি লোকপতি ব্রহ্মার ইচ্ছায় নিখিল প্রজাপতির আধিপত্য লাভ করিলেন । কিন্তু উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ায় তাঁহার হৃদয়ে গর্ব্ব আসিয়া উপস্থিত হইল । তিনি ‘বৃহস্পতি-সব’ নামক একটী সর্ব্বোত্তম যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন কিন্তু তাহাতে শিব বা তাঁহার অনুচরগণকে আহ্বান করিলেন না । উক্ত মহৎ যজ্ঞানুষ্ঠানে ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি, পিতৃগণ, দেবতাগণ এবং তাঁহাদের ভার্য্যাগণ আহূত হইয়া সমুপস্থিত হইয়াছিলেন । গন্ধর্ব্বাদি খেচরগণ উক্ত যজ্ঞের কথা পরস্পর আলাপ করিতে করিতে আকাশমার্গে বিচরণ করিতে থাকিলে দক্ষকন্যা সতী তাঁহাদের মুখে পিতার যজ্ঞমহোৎসবের কথা জানিতে পারিলেন । তিনি দেখিতে পাইলেন সুন্দর সুন্দর বসন অলঙ্কারাদি দ্বারা সুসজ্জিত গন্ধর্ব্ব স্ত্রীগণ তাঁহাদের পতি পুত্রাদি প্রিয়জনসহ বিমানে আরোহণ করিয়া যজ্ঞস্থানে যাইতেছেন । উহা দেখিয়া সতীর হৃদয়ে পিতার যজ্ঞানুষ্ঠান দর্শনের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুলতা আসিয়া উপস্থিত হইল এবং হৃদয়ের ভাব গোপন করিতে না পারিয়া নিজ পতি দেবাদিদেব মহাদেবকে বলিতে লাগিলেন— “হে নাথ, আপনার শ্বশুর প্রজাপতি দক্ষের যজ্ঞমহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে । দেখুন দেবতাগণ পর্য্যন্ত উক্ত যজ্ঞ দর্শনের জন্য যাইতেছেন । যদি আপনার ইচ্ছা হয় তাহাহইলে চলুন আমরাও যাইয়া যোগদান করি। আমার ভগ্নীগণ নিজ নিজ স্বামীর সহিত বন্ধুবান্ধবসহ নিশ্চয়ই উক্ত যজ্ঞ মহোৎসবে যাইবেন। পিতামাতার নিকট হইতে তাহারা কত না কত সোহাগ স্নেহ লাভ করিবেন এবং অলঙ্কারাদি পাইয়া কত সুখানুভব করিবেন, আমারও তদ্রূপ স্নেহ ও পিতামাতার প্রদত্ত অলঙ্কারাদি পাইতে বড়ই ইচ্ছা হইতেছে । বহুদিন যাবৎ আমি তাঁহাদিগকে, আত্মীয় বন্ধু বান্ধবগণকে দেখিতে পাই নাই, যদি এই সুযোগে আমি তথায় যাই তাহাহইলে আমার ভগ্নীগণকে, ভগ্নীপতিগণকে, মাসীমাগণকে, পরমস্নেহময়ী জননীকে দেখিতে পাইব এবং যজ্ঞস্থানে ধ্বজা কিভাবে ঋষিগণ উত্তোলন করেন তাহাও দেখিতে পাইব ।'' সতী ব্যাকুলান্তঃকরণে এই প্রকারে নিজ পতির নিকট যাইবার অনুমতি প্রার্থনা জানাইলেও মহাদেব প্রত্যুত্তর না করায় পুনরায় বলিতে লাগিলেন— “হে অজ, আপনি আত্মারাম, তাই ভগবানের ত্রিগুণাত্মক মায়া হইতে নির্ম্মিত এই আশ্চর্য্য বিশ্ব আপনার নিকট বিন্দুমাত্র অদ্ভুত বলিয়া মনে হইতেছে না। আপনি নির্ব্বিকার, কিন্তু আমি স্ত্রীলোক স্বভাবতঃ উৎসুকস্বভাবা, আপনার ন্যায় আমার তত্ত্বজ্ঞান নাই, এজন্য আমি নিশ্চেষ্টের ন্যায় বসিয়া থাকিতে পারিতেছি না, নিজ জন্মভূমি দেখিবার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছি । হে নীলকণ্ঠ, আপনার জন্মাদি না থাকায় বন্ধুবিরহ দুঃখ যে কি আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না । আমার প্রার্থনা আপনি একবার আকাশমার্গে লক্ষ্য

করিয়া দেখুন কত রমণীগণ যাঁহাদের সঙ্গে আমার পিতার কোনো সম্বন্ধ নাই তাঁহারাও পর্য্যন্ত নিজ নিজ স্বামীর সহিত সুন্দর সুন্দর অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া পিতার যজ্ঞস্থানে যাইতেছেন। ঐ দেখুন তাঁহাদের উজ্জ্বল শুভ্র বিমানসমূহ আকাশে কি অপূর্ব্ব শোভা পাইতেছে। হে দেবেশ্বর, বলুন পিতার গৃহে উৎসবের কথা শুনিলে কোন্ কন্যা গৃহে স্থির থাকিতে পারে? বন্ধু, স্বামী, শ্বশুর এবং পিতার গৃহে যাইতে কোনো আমন্ত্রণের দরকার আছে বলিয়া আমি মনে করি না। সুতরাং আপনি প্রসন্ন হউন। আপনি দয়ালু, আমার এই বাসনা পূর্ণ করুন। আপনি পরমজ্ঞানী হইয়াও অর্দ্ধাঙ্গিনীরূপে আমাকে স্বীকার করিয়াছেন, অতএব অনুমোদন প্রদান করুন, আপনার কৃপাভিক্ষা চাহিতেছি।" মহাদেব সতীর কাতরোক্তি শুনিয়া হাস্য করিলেন এবং বিশ্বস্রষ্টৃগণের সম্মুখে প্রজাপতি দক্ষ তাহাকে যে সকল দুর্বাক্য বলিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করাইয়া বলিতে লাগিলেন—"হে সুন্দরি, আমন্ত্রিত না হইয়াও বন্ধুগৃহে যাওয়া যায় তোমার এই কথা বেশ সুন্দর, কিন্তু যদি তোমার বন্ধুবর্গ দেহাভিমানী না হইয়া, ঐশ্বর্য্যমদে গর্ব্বিত ও ক্রুদ্ধ না হইয়া দোষদর্শন না করেন তবেই তোমার বাক্য শোভা পাইতে পারে। বিদ্যা, তপস্যা, ধন, সুন্দর দেহ, যৌবন ও আভিজাত্য এই ছয়টী সাধুগণেরই গুণ। কিন্তু অসাধুগণের নিকট এই ছয়টী বিপরীত ফল প্রসব করিয়া থাকে। অসাধুগণ ঐ সকল গুণের দ্বারা মদোন্মত্ত হইয়া বিবেকজ্ঞান পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলে, তাহারা মহান্ ব্যক্তিগণের তেজ দর্শনে সমর্থ হয় না। অসংযত অভিমানী ব্যক্তিগণ যদি স্বজনও হয় তথাপি তাহাদের গৃহে দৃক্‌পাত করা উচিত নয়, কেননা বিনা আমন্ত্রণে তাহাদের গৃহে উপস্থিত হইলে তাহারা কোনো প্রকার সমাদর করিবে না বরং রোষকষায়িত ভ্রূকুটীযুক্ত নেত্রের দৃষ্টি দ্বারা হৃদয় বিদ্ধ করিবে। কুটীল আত্মীয়গণের দুর্বচনের দ্বারা হৃদয়ের মর্ম্মস্থল যে ভাবে বিদ্ধ হয় ও ব্যথিত হয়, শত্রুগণের তীক্ষ্ণবাণের দ্বারা শরীর বিদ্ধ হইলেও তদ্রূপ ব্যথা অনুভব হয় না, কারণ বাণদ্বারা বিদ্ধ হইলে পুরুষ নিদ্রাসুখ লাভ করিতে পারে কিন্তু বাক্যবাণের দ্বারা হৃদয় বিদ্ধ হইলে দিবারাত্রি সন্তপ্ত হৃদয়েই দিন অতিবাহিত করিতে হয়।" পতির এই প্রকার উপদেশে সতীর চিত্ত প্রবোধ না মানিলে পুনরায় শিব বলিতে লাগিলেন—"তুমি হয়ত মনে করিতে পার তোমার পিতার সম্বন্ধে এ সকল ধারণা অমূলক কারণ তিনি অতিশয় মর্য্যাদাশালী ব্যক্তি এবং তুমি তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যা বলিয়া তোমার প্রতি তাঁহার অপরিসীম স্নেহ রহিয়াছে। এ সকল কথা সত্য বটে কিন্তু তুমি চিন্তা করিবে এখন তুমি আমার আশ্রিতা এবং তুমি আমার সম্বন্ধ গন্ধ ধারণ কর বলিয়া তোমার পিতা পরিতপ্ত, এমতাবস্থায় তুমি যদি যাও তাহা হইলে আমার নিশ্চিত প্রতীতি হইতেছে তুমি পূর্ব্বের স্নেহ লাভ করিতে পারিবে না, কোনো সম্মানও তাহারা তোমাকে প্রদর্শন করিবেন না। তুমি জানিবে অসুরগণ যদ্রূপ ঐশর্য্য লাভে অসমর্থ হইয়া পরমেশ্বর শ্রীহরির দ্বেষ করে ঠিক তদ্রূপ নিরভিমান মহৎ ব্যক্তিগণের মহিমা সহ্য করিতে না পারিয়া মাৎসর্য্যপরায়ণ ব্যক্তিগণ সর্ব্বদাই দ্বেষ করিয়া থাকে। হে সুন্দরি, সাধারণ ব্যক্তিগণ প্রত্যুত্থান, নমস্কার, অভিবাদনাদি করিয়া থাকে কিন্তু প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ অন্য প্রকারে উত্তমরূপে উহা সম্পাদন করিয়া থাকেন। তাঁহারা বহির্ম্মুখ দেহাভিমানী ব্যক্তিদিগকে লৌকিক প্রক্রিয়ায় অভিবাদন না করিয়াও মনে মনে তাহাদের হৃদয়ে অন্তর্য্যামীরূপে অবস্থিত পরম পুরুষ বাসুদেবের প্রতি প্রণাম বিধান করিয়া থাকেন।

ভগবান্ বাসুদেব অধোক্ষজ তত্ত্ব, জড়েন্দ্রিয়াদির সাহায্যে অনুভবযোগ্য বস্তু নহেন। সুতরাং দেহাভিমানী বদ্ধজীবগণ তাঁহার অস্তিত্ব সর্ব্বজীব হৃদয়ে দেখিতে পায় না। বিশুদ্ধ চিত্তে স্বয়ং-প্রকাশ ভগবান্ প্রকাশিত হন। অপ্রাকৃত বিশুদ্ধ অন্তঃকরণকেই 'বসুদেব' বলে, তাহাতে পরম পুরুষ ভগবান্ প্রকাশিত হন বলিয়া তিনি 'বাসুদেব' নামে অভিহিত। আমি সেই স্বপ্রকাশ ভগবান্‌কে বিশেষভাবে প্রণাম করিতেছি। হে বরাঙ্গনে, বিশ্বস্রষ্টৃদিগের যজ্ঞে তোমার পিতা আমার কোন অপরাধ না থাকিলেও ভুল বুঝিয়া আমাকে অত্যন্ত দুর্বাক্যের দ্বারা তিরস্কার করিয়াছিলেন। এজন্য দক্ষ তোমার দেহের জন্মদাতা হইলেও তাঁহাকে এবং

তাঁহার পক্ষপাতী অনুচরগণকে দেখিতে যাওয়াটা তোমার কর্ত্তব্য হইবে না। যদি তুমি হৃদয়ের আবেগবশতঃ আমার বাক্য লঙ্ঘন করিয়া তথায় যাও তাহা হইলে তোমার মঙ্গল হইবে না, কারণ স্বজনগণের দ্বারা যদি সুপ্রতিষ্ঠিত পুরুষের অবমাননা হয় তাহা হইলে উহা সগ্ন মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে।" মহাদেব এই বলিয়া ক্ষান্ত হইলেন কিন্তু মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, "আমি যাইতে অনুমতি দেই বা না দেই পত্নীর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।" এদিকে সতী পিতা মাতা স্বজনগণকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুলা হইয়া একবার গৃহের বাহিরে যাইতেছেন আবার পুনরায় শিবের ভয়ে ভীতা হইয়া ভিতরে আসিতেছেন, পতির অনুমোদন না পাইয়া কি করিবেন দোদুল্যমান অবস্থায় অস্থির হইয়া পড়িলেন। "হায় হায় পিতার যজ্ঞ মহোৎসবে আমার ভগ্নীগণ বন্ধুবান্ধব কুটুম্বগণ সকলেই যোগদান করিবেন, তাঁহারা পরস্পর মিলিত হইয়া কতই না আনন্দ লাভ করিবেন, কিন্তু আমার ভাগ্যে হইল না"—এইরূপ চিন্তা করিয়া সতী অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়া আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে উপায়ন্তর না দেখিয়া পতির প্রতি ক্রুদ্ধা হইলেন এবং এমন ভাবে কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন যেন মনে হইল রোষাগ্নির দ্বারা অসমোর্দ্ধ পুরুষ রুদ্রকে এখনই ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিবেন। অবশেষে সতী শোকে ও ক্রোধে অত্যন্ত কাতরা হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে পতির আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াও পিতার গৃহে যাত্রা করিলেন। ভগবান্ শঙ্কর স্নেহবশতঃ সতীকে অর্দ্ধাঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু আজ স্ত্রী স্বভাব প্রযুক্ত বিমূঢ় সতী উক্ত স্নেহের কথা ভুলিয়া স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়াও পিতার গৃহে যাইতে কুণ্ঠা বোধ করিলেন না। সতীকে একাকী অতি বেগে প্রস্থান করিতে দেখিয়া মণিমান্, মদ প্রভৃতি ত্রিলোচনের সহস্র সহস্র যক্ষ পার্ষদ অনুচরবৃন্দ বৃষেন্দ্রকে অগ্রে করিয়া সতীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীমদ্ভাগবত

(শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, বি-এস্ সি)

যদি মানব জীবনের অভিশাপ বলিয়া কিছু থাকে তবে তাহা হইতেছে শালীনতাহীন দুর্বিনীত জীবন ও তাহার কঠোর পরিণতি। বদ্ধজীব মাত্রেরই জগতের কোঠায় অভিমান থাকায় একদিকে বৈকুণ্ঠ-জনিত সুখ হইতে যেমন বঞ্চিত, অন্যদিকে আপাতঃ বিরোধকর জগতের বিশৃঙ্খল ভাবও সুখদায়ক হয় না। জীব চিত্তে ইহাপেক্ষা অধিকতর বিপ্লবের কথা আর কি থাকিতে পারে? বহির্বিপ্লব অস্ত্র শস্ত্রের দ্বারা দমন করা সম্ভব হইলেও অন্তর্জগতের ব্যষ্টি বিপ্লবের পরিণতি নায়ককে কোথায় লইয়া যায় এবং তাহার সমাধানই বা কি চিন্তা করিলে মুহ্যমান হইতে হয়। জগতের বুদ্ধিমত্তা হইতে এতৎ সম্পর্কে অনেক প্রকারে সমাধানের কথা আজ পর্য্যন্ত মানব গোষ্ঠীর মধ্যে আলোচনা হইয়াছে এবং যুগ যুগ ধরিয়া অধ্যাত্মরুচিসম্পন্ন ব্যক্তিগণও এই সম্পর্কে চিন্তা ও আলোচনা করিয়া আসিতেছেন। অভিশপ্ত মহারাজ পরীক্ষিতের প্রায়োপবেশনকালে অগণিত মুখ্য ঋষি গোষ্ঠীর মধ্যেও এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা হইয়াছিল। শ্রীব্যাসাত্মজ শ্রীশুকই ছিলেন ইঁহাদের মধ্যে মুখ্য বক্তা। তিনি সভামণ্ডপে শ্রেয়ঃ বিচারাবলম্বনে জগতের শোকশাতন প্রচেষ্টার ও শ্রেয়ঃ বিচারের উৎকর্ষতা বিষয়েও চরম আলোচনা করিয়াছিলেন। ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়-রূপে নির্ণীত হইয়াছে।

প্রেয়ের স্বতন্ত্র সত্তা না থাকায় উহা শ্রেয়ঃ-ভাবেরই imitation বা নকল ভাব মাত্র। অসদ্বস্তুর নকল হয় না এবং নকলেরও নকল হয় না। কাজেই শ্রেয়ঃ বা সদ্বস্তুই ভাবময় ও তদীয় আবির্ভাবে নকল ভাবের সঙ্কোচন সম্ভব হয়। কিন্তু নকলের মধ্যে বস্তু সত্তা না থাকিলেও তাহাতে

বস্তু ভ্রান্তি থাকায়, অজ্ঞ জীবের মোহ উৎপাদিত হয়। সেই ভ্রান্তি অপনোদন এমন একজন বিজ্ঞ ব্যক্তির প্রযোজনায় সম্ভবপর হইতে পারে যাঁহার বহুদর্শিতা উভয় দিককেই ছাপাইয়া গিয়াছে। শ্রীভগবানের শক্ত্যাবেশাবতার জগদগুরু বেদব্যাসের লীলা-মাধুর্য্য এমনইভাবে জগতে প্রকাশিত হইয়াছে যাহার অনুধাবন করিলে জীবের সকল মোহ অপনোদিত হয়। তিনি শ্রেয়ানুসন্ধানে বেদ বিভাগ করতঃ তাহা হইতে পৃথক পৃথক বিবিধ ভাব প্রাপ্ত হইলেও এবং তাহাদের সম্প্রসারণ কল্পে বহু পুরাণাদির রচনা করিলেও অবরোহবাদাশ্রয়ী অবিতৃপ্তকাম মুনিবর ভাব বিপ্লবের মধ্যেই পুরাণার্ক শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকাশ লক্ষ্য করতঃ পূর্ণকাম হইয়া ত্রি-জগৎকেও তদ্দ্বারা পূর্ণিত করিয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা ত্রিবর্গের কথা দূরে থাকুক এমন কি মুক্তি সুখকেও কুৎসিৎ করিয়া যে মুকুন্দের কথা জগতের ভাগ্যে প্রকাশিত হইলেন কাল-কলিহত জগদ্বাসীও তৎশ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করিয়া কৃত কৃতার্থ হইলেন; তাঁহা জীব হৃদয়কে আর্দ্র করিয়া যাবতীয় কষায়ের বিদূরণে সহিষ্ণুতার সীমা প্রকাশ করতঃ তাহাকে ধন্য করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বস্তুর মায়া অপনোদিত হইয়া বাস্তব সত্তায় জীবের প্রাকট্য দর্শনের সৌভাগ্য হইল। প্রেম-কেন্দ্রিক বিশ্বের প্রেম প্রচারণা আবার সুরু হইল। শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত প্রেম সুখ লাভই পঞ্চম পুরুষার্থ এবং জীবের একমাত্র মৃগ্য বলিয়া পরিগণিত হইলে অন্য চারিটী পুরুষার্থ তাঁহার অগ্রে মাত্র কৈতবপূর্ণ ও তৃণ তুল্যই হইল।

অপ্রাকৃত রসময় রসিক-শেখর ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বিষয়-বিগ্রহ হইয়াও আশ্রয়-ভাব-ভাবিত ভাগবতী তনু শ্রীগৌরাঙ্গ-রূপে জগতে উদিত হইয়া আশ্রয় সুখাধিক্যে নিজ নাম কীর্ত্তনকালে শ্রীমদ্ভাগবতই যে বেদান্ত সূত্রের একমাত্র অকৃত্রিম ভাষ্য তাহা প্রকাশ করিয়া গেলেন। প্রেমানুশীলন-তাৎপর্য্যময় শ্রীমদ্ভাগবতের আদি মধ্য ও অন্তে কেবল শ্রীহরির অমল নামই কীর্ত্তিত হইয়াছেন। শ্রীনামসংকীর্ত্তনই সমুদয় বেদের একমাত্র তাৎপর্য্য এবং তদতিরিক্ত কিছু কল্পনাও তত্ত্বজ্ঞানহীনতার পরিচায়ক।

"নামসংকীর্ত্তনং যস্য সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
প্রণামো দুঃখশমনস্তং নমামি হরিং পরম্॥"

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

শ্রীব্যাসপূজাবাসরে প্রশস্তি

(ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ, এম্-এ)

নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীতিনামিনে॥
শ্রীবার্ষভানবীদেবীদয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ॥
মাধুর্য্যোজ্জ্বলপ্রেমাঢ্য-শ্রীরূপানুগভক্তিদ।
শ্রীগৌরকরুণাশক্তিবিগ্রহায় নমোঽস্তু তে॥
নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারিণে॥

বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ সমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর ১৭৯৫ শকাব্দ (১২৮০ বঙ্গাব্দ) মাঘী কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথি, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে পুণ্যক্ষেত্র শ্রীপুরুষোত্তম ধামে শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের আলয়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষের সমস্ত লক্ষণ শৈশবকাল হইতেই তাঁহার চরিত্রে লক্ষিত হয়। যে সময়ে

বহু অপসম্প্রদায় উত্থিত হইয়া নানা প্রকার ভক্তিবিরুদ্ধ মতবাদ প্রচারের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর বিমল প্রেমধর্ম্মের ঔজ্জ্বল্য দর্শনে বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়াছিল, ঠিক সেই সময় শ্রীগৌরকরুণাশক্তিবিগ্রহরূপে এই মহাপুরুষ জগতে আবির্ভূত হইয়া অপসিদ্ধান্তসমূহ নিরাসকরতঃ প্রেমধর্ম্মের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছিলেন এবং জীবের অজ্ঞান-তম নাশ করিয়াছিলেন। ইনি ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া পরিব্রাজক আচার্য্যভাস্কররূপে বিপুলভাবে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থান শ্রীধাম মায়াপুরের প্রকাশক ও বর্ত্তমান শুদ্ধভক্তিমন্দাকিনী প্রবাহের মূল পুরুষ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া ও শ্রীরাধা-মাধব শ্রীবিগ্রহগণের সেবা প্রকাশ করিয়া তথা হইতে প্রথম শ্রীগৌরবাণী প্রচারের ভিত্তি স্থাপন করিলেন, পরে তাঁহারই মনোঽভীষ্ট প্রপূরণার্থে আরব্ধ প্রচার কার্য্যের ব্যাপ্তির জন্য শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ভারত এবং ভারতের বাহিরে শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠাদি ৬৪টী প্রচারকেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন। বিশ্বের সর্ব্বত্র যোগ্য শিষ্য প্রেরণ করিয়া, ছয়টী সাময়িক পত্রিকা ও বহু শুদ্ধ ভক্তিগ্রন্থ প্রকাশের দ্বারা এবং পারমার্থিক প্রদর্শনী আদির সাহায্যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ইনি শ্রীকৃষ্ণপ্রেমভক্তির বাণী জগতে প্রচার করিয়াছিলেন। মঙ্গলাচরণস্বরূপে উল্লিখিত তাঁহার প্রণাম মন্ত্র আলোচনা করিলে তাঁহার তত্ত্ব ও মহিমা সম্যকপ্রকারে আমাদের উপলব্ধির বিষয় হইবে।

'কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ' প্রভুপাদকে নমস্কার। শ্রীগুরুদেব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের (বা শ্রীকৃষ্ণের ঔদার্য্য-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের) প্রিয়তম জন। সাত্বত সাধকগণ এই ভাবেই শ্রীগুরুপাদ-পদ্মকে মনে করেন। শ্রীদাস গোস্বামী স্বরচিত মনঃশিক্ষায় বলিয়াছেন,—'গুরুবরং মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ।' শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ বলিয়াছেন—'সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ। কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥' শ্রীজীব গোস্বামিপাদও ভক্তিসন্দর্ভে বলিয়াছেন শ্রীশিব ও শ্রীগুরুদেব শ্রীভগবানের প্রিয়তম বলিয়াই শুদ্ধ ভক্তগণ শ্রীভগবানের সহিত তাঁহাদের অভেদ মনে করেন। স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম ভক্ত হইলেও শ্রীকৃষ্ণই 'গুরুরূপ হয়েন শাস্ত্রের প্রমাণে।' তিনি নিজ মুখে বলিয়াছেন,—'আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ। ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেব-ময়ো গুরুঃ।' বেদেও আছে—'যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥' শ্রীকৃষ্ণই গুরুশক্তির মূল আশ্রয়। তিনিই প্রিয়তম ভক্তবিশেষে ঐ গুরুশক্তি অর্পণ করিয়া তাঁহাদ্বারাই ভজনার্থীকে কৃপা করেন। 'গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে।'-চৈঃ চরিতামৃত। সুতরাং শ্রীগুরুদেবকে শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাব বা প্রকাশ বিগ্রহ বলিয়া মনে করিতে হইবে, সাধারণ-জীব সাম্য জ্ঞান করা অপরাধজনক। 'যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥'—চৈঃ চরিতামৃত।

'শ্রীবার্ষভানবীদেবীদয়িত' প্রভুপাদকে নমস্কার। প্রভুপাদ শ্রীরূপমঞ্জরীর (শ্রীগৌরলীলায় শ্রীরূপগোস্বামীর) সর্ব্বতোভাবে অনুগত ও বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধিকার চরণে সমর্পিতাত্ম থাকায় স্বয়ং দয়িতদাসাভিমান করিতেন। শ্রীরাধিকা অত্যন্ত প্রেমবতী-সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বাসনা পূর্ণ করিয়া তাঁহাকে সুখী করিবার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতা। 'কৃষ্ণবাঞ্ছা-পূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে। অতএব 'রাধিকা' নাম পুরাণে বাখানে॥ —চৈঃ চরিতামৃত। জীবমাত্রই স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস, সুতরাং তাহার স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্যই শ্রীকৃষ্ণসেবা। তাহা পাইতে হইলে শ্রীকৃষ্ণসেবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকারিণী শ্রীরাধার কৃপা অপরিহার্য্য। হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিদ্-চিচ্ছক্তির তিন বৃত্তি শ্রীকৃষ্ণের আনন্দাস্বাদনের হেতু। হ্লাদিনীই উহার মুখ্য হেতু, সন্ধিনী ও সংবিৎ উহার আনু-কূল্য করে। এই হ্লাদিনীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীরাধিকা, সুতরাং তিনিই পূর্ণাশক্তি। হ্লাদিনী শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দ অনুভব করায়, এই হ্লাদিনীর দ্বারাই তিনি ভক্তের পোষণ

করেন। ''হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন। হ্লাদিনী-দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ ॥''— চৈঃ চরিতামৃত।

'হ্লাদিনীর সার-প্রেম, প্রেমসার-ভাব। ভাবের পরম-কাষ্ঠা নাম-মহাভাব। মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধা-ঠাকুরাণী। সর্ব্বগুণখনি কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি ॥' — চৈঃ চরিতামৃত।

হ্লাদিনীবৃত্তির শ্রেষ্ঠতম পরিণতি প্রেম। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু প্রেমের সংজ্ঞা এই ভাবে দিয়াছেন—'আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম ॥'

ইচ্ছা মনের একটী বৃত্তি, কিন্তু প্রেমরূপা কৃষ্ণেন্দ্রিয় তৃপ্তির ইচ্ছা প্রাকৃত মনের বৃত্তি নহে। ইহা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির হ্লাদিনীপ্রধান শুদ্ধ সত্ত্বের বৃত্তিবিশেষ। ভজনার্থীর চিত্তে ভজনপ্রভাবে শ্রীগুরুদেবের কৃপায় যখন সমস্ত মলিনতা দূরীভূত হয় তখন সেই চিত্তে শুদ্ধ সত্ত্বের আবির্ভাব হয়। হ্লাদিন্যাংশ প্রধান শুদ্ধসত্ত্ব গাঢ়তা প্রাপ্ত হইলে প্রেমের আবির্ভাব হয়। প্রেম ক্রমশঃ গাঢ়তা প্রাপ্ত হইলে যথাক্রমে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও ভাবে পরিণত হয়। প্রেমবিকাশের এই কয়েকটী স্তরের মধ্যে ভাবই সর্ব্বোচ্চ স্তর। ভাবই প্রেমের গাঢ়তম পরিণতি, তাই প্রেমসার-ভাব। যেমন ইক্ষুদণ্ড, বীজ, ইক্ষুরস, গুড়, খণ্ড, শর্করা, সিতা ও ক্রমশঃ সিতোপল তদ্রূপ একই বস্তুর ক্রমোন্নতি। 'মহাভাব' হইতেছে প্রেমবিকাশের উচ্চতম স্তর, শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়বিকার, কৃষ্ণপ্রেমের ঘনীভূত পরিণতি। শ্রীরাধিকা হইলেন মহাভাবস্বরূপিণী। এই প্রেম আনন্দ চিন্ময় রস। 'আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান'। 'রস' বলিতে আনন্দের চমৎকারিতাপূর্ণ অনুভব বা আস্বাদন। কোন একটীআস্বাদ্য বস্তু যদি অন্য কতকগুলি অনুকূল বস্তুর সংযোগে বহুগুণে আস্বাদ্য হয় এবং তাহাতে আনন্দ চমৎকারিতা জন্মে যাহার ফলে বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরেন্দ্রিয়ের বৃত্তি স্তম্ভিত হইয়া গিয়া আনন্দ চমৎকারিতাময় স্বকারণীভূত বিভাবাদির সহিত সম্মিলিত সুখকে 'রস' বলা হয়—চমৎকারিতাই এই রসের সার। 'বহিরন্তঃকরণয়োর্ব্যাপারান্তররোধকম্। স্বকারণাদি-সংশ্লেষি চমৎকারি সুখং রসঃ॥ রসে সারশ্চমৎকারো যং বিনা ন রসো রসঃ॥' অলঙ্কার কৌস্তভ। প্রেম হ্লাদিনীর সার, সেজন্য স্বরূপতই আস্বাদ্য। বিভাব অনুভাবাদির সংযোগে উহা চমৎকারিতাপূর্ণ পরম আস্বাদ্য রস রূপে পরিণত হয়। কিন্তু উহাতে জড়রসের সংস্রব নাই, উহা চিচ্ছক্তি হ্লাদিনীর সারভূত হওয়ায় চিন্ময় রস। এইরূপ প্রেমবতী শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর চরণে শ্রীরূপমঞ্জরীর আনুগত্যে অর্পিতাত্মা শ্রীল প্রভুপাদ দাস্যাভিমানে চিন্ময় প্রেমরস আস্বাদন করিতেন, তাই তিনি বৃষভানুদয়িতদাস।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্যদেবের মত ও পথ

(শ্রীবিভূপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-পুরাণতীর্থ, ভক্তিশাস্ত্রী)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-তত্ত্ব

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মত ও পথ আলোচনা করার পূর্ব্বে তিনি কে তৎসম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে বিবেচিত হইবে। কারণ মহাপ্রভুর সম্বন্ধে বহুলোকের বহুপ্রকার ভ্রান্ত ধারণা আছে। শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াই বিশ্বাস করেন এবং তাঁহার আরাধনা করেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধারাণীর প্রেমাস্বাদন করিবার মানসে তাঁহারই ভাব ও কান্তি লইয়া কলিহত জীবের উদ্ধার কামনায় ভক্তবেশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ইহা বৈষ্ণবগণের দৃঢ় বিশ্বাস। কিন্তু অনেকে বিশেষ করিয়া স্মার্ত্ত পণ্ডিতসমাজের একটি বৃহৎ অংশ তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন না। মহাপ্রভু সম্বন্ধে পুরাণাদি শাস্ত্রে ও উপনিষদে যে সমস্ত প্রমাণবচন দেখিতে পাওয়া যায় তাঁহারা সেগুলিকে কদর্থ করেন নতুবা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উড়াইয়া দেন। অনেকে তাঁহাকে একজন ভক্ত, সাধক, শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক, পণ্ডিত, দার্শনিক, সমাজ-সংস্কারক, ধর্ম্মপ্রচারক প্রভৃতি নানা আখ্যা দিয়া থাকেন। বহু উচ্চ শিক্ষিত গ্রন্থ লেখকও তাঁহার জীবনী লিখিতে গিয়া তাঁহাকে একজন মহাপুরুষ, একজন মহামানব ব্যতীত আর অধিক কিছু বলেন নাই বরং বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে ভগবদবতার বলিয়া মানেন বলিয়া তাচ্ছিল্যসূচক মন্তব্যও করিয়া থাকেন। এই প্রকার ভ্রান্ত ধারণা যাঁহাদের তাঁহাদের মহাপ্রভুর মত ও পথ সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা থাকিবে না, ইহা স্বাভাবিক। যাঁহারা মহাপ্রভুর তত্ত্ব জানিবার জন্য আগ্রহ-বিশিষ্ট তাঁহাদের কর্ত্তব্য শাস্ত্রাদি এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর মত ও পথাবলম্বী গোস্বামিগণ-রচিত গ্রন্থাদি আলোচনা করা। যাঁহারা বঙ্গসাহিত্য বিশেষভাবে আলোচনা করেন তাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধে 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', 'শ্রীচৈতন্যভাগবত', 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' প্রভৃতি গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন না, এমন নহে, তথাপি তাঁহাদের মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবকে ভগবান্ বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন না। এই প্রবন্ধে কলিহত জীবগণের উদ্ধারের জন্য স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অবতারের কথা শাস্ত্রপ্রমাণ ও যুক্তিসহিত প্রদর্শিত হইবে।

সকলেই অবগত আছেন যে 'সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি' নামে চারিটি যুগ ক্রমান্বয়ে প্রবর্ত্তিত হইতেছে। এই চারিযুগের চারিজন যুগাবতার আছেন এবং চারিপ্রকার যুগধর্ম্ম আছে। সত্যযুগের ধর্ম্ম ধ্যান ও যুগাবতার হংসরূপী বিষ্ণু, ত্রেতাযুগের ধর্ম্ম যজ্ঞ ও যুগাবতার যজ্ঞরূপী বিষ্ণু, দ্বাপরের যুগধর্ম্ম অর্চ্চন ও যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণ এবং কলিযুগের যুগধর্ম্ম নাম-সংকীর্ত্তন ও যুগাবতার শ্রীচৈতন্যদেব। এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে 'কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ। দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥' অর্থাৎ সত্যযুগে বিষ্ণুকে ধ্যানযোগে, ত্রেতাযুগে যজ্ঞের দ্বারা, দ্বাপরে অর্চ্চনদ্বারা যে ফল লাভ করা যায় কলিকালে হরিকীর্ত্তনেই সেই ফল পাওয়া যায়। ইহাতে হরিনাম সংকীর্ত্তন যে কলিযুগের ধর্ম্ম তাহা নিশ্চিতভাবেই নিরূপিত হইতেছে। আর যিনি এই যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিলেন তিনিই যুগাবতার হইবেন ইহাতে সন্দেহ কি? গীতাশাস্ত্রে শ্রীভগবান বলিয়াছেন 'ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।' 'তাহা হইলে প্রতিযুগে ভগবান্ স্বয়ং অবতীর্ণ হন এবং একবার মাত্রই অবতীর্ণ হন, তাহাও আবার ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য ইহা প্রমাণিত হইল। বৃহন্নারদীয় পুরাণে উক্ত হইয়াছে— 'হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।' এই পুরাণবাক্যের দ্বারা হরিনাম যে কলিযুগের যুগধর্ম্ম ইহা নিঃসন্দেহরূপে সিদ্ধান্তিত হইল। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন সুতরাং তিনি যুগাবতার, বস্তুতঃ তিনি যুগাবতার মাত্র নহেন স্বয়ং অবতারী শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধ হইতে জানাযায় যে গর্গমুনি শ্রীকৃষ্ণের নামকরণাদি সংস্কার সময়ে নন্দ মহারাজকে বলিয়াছিলেন— 'আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ঃ হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনুঃ। শুক্লোরক্তস্তথাপীতঃ ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥' অর্থাৎ তোমার এই বালক শুক্ল, রক্ত ও পীতবর্ণ অন্য তিন যুগে ধারণ করেন। অধুনা দ্বাপরে কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহা হইলে সত্যযুগে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শুক্লবর্ণ, ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ এবং কলিযুগে পীতবর্ণ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন। আবার পীতবর্ণের পর্য্যায় শব্দেও 'গৌর' শব্দ পাওয়া যায়। 'পীতো গৌর হরিদ্রাভঃ' ইতি অমরকোষ। শ্রীচৈতন্যদেবেরই বর্ণ গৌর, সুতরাং তিনি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

গৌরসুন্দরের ভগবত্তা সম্বন্ধে গোস্বামিগণ রচিত বহু শ্লোক সাম্প্রদায়িক বলিয়া কেহ কেহ উড়াইয়া দিতে চাহিলেও উপনিষদ ও পুরাণাদিতে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। অবশ্য গোস্বামিগণ নিজ নিজ চিত্তে মহাপ্রভুর ভগবত্তা উপলব্ধি করিয়াই অপরের কল্যাণের নিমিত্ত তাহাদের অবগতির জন্য শ্লোকাকারে গ্রন্থাদিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সেইগুলি উড়াইয়া দেওয়া কোনক্রমেই সুবিবেচনা-প্রসূত হইবে না। নিম্নে কতিপয় প্রামাণিক শ্লোক উদ্ধৃত করা হইল। মুণ্ডকোপনিষৎ—

'যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥'

যে সময়ে সুবর্ণবর্ণ বিগ্রহ হিরণ্যগর্ভ জগৎ-

কর্ত্তাকে জীব দেখিতে পান সেই সময়ে পরবিদ্যা প্রভাবে লৌকিকী বুদ্ধি হইতে উৎপন্ন পাপ পুণ্য ধারণা সম্যক্‌রূপে ধৌত করিয়া নির্ম্মল ও সমতা লাভ করেন।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ—

'মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ।
সুনির্ম্মলামিমাং শান্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ॥'

সেই পুরুষ মহান্ প্রভু। তিনিই বুদ্ধিবৃত্তির প্রবর্ত্তক। তাঁহার কৃপাতেই সুনির্ম্মল অর্থাৎ সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিত শান্তি পাওয়া যায়। তিনি জ্যোতির্ম্ময়, তিনি অব্যয়। সাধারণ মূর্ত্তপদার্থের ন্যায় তাঁহার ক্ষয়োদয় নাই।

শ্রীমদ্ভাগবত—

'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥'

যাঁহার মুখে সর্বদা 'কৃষ্ণ' এই দুইটি বর্ণ, যাঁহার কান্তি অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌর—সেই অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদ-পরিবেষ্টিত মহাপুরুষকে সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ সংকীর্ত্তনপ্রায় যজ্ঞদ্বারা যজন করিয়া থাকেন।

মহাভারত বিষ্ণুসহস্রনাম—

'সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠা-শান্তিপরায়ণঃ।'

উপপুরাণ—

'অহমেব ক্বচিদ্ ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ।
হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্ নরান্॥'

আদিপুরাণ—

'অহমেব দ্বিজশ্রেষ্ঠ নিত্যং প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ।
ভগবদ্ভক্তরূপেণ লোকান্ রক্ষামি সর্ব্বদা।'

নৃসিংহপুরাণ—

'গোপানাং পরিপালয়ন্ ব্রজপুরে লোকান্ বহন্ দ্বাপরে।
গৌরাঙ্গঃ প্রিয়কীর্ত্তনঃ কলিযুগে চৈতন্যনামা হরিঃ॥'

পদ্মপুরাণ—

'কলেঃ প্রথম সন্ধ্যায়াং গৌরাঙ্গোঽসৌ মহীতলে।
ভাগীরথীতটে ভূম্নি ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥'

এই প্রকার বামনপুরাণ, বরাহপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, বায়ুপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, কূর্ম্মপুরাণ, জৈমিনীভারত, অনন্তসংহিতা, রুদ্রযামল, শ্রীকৃষ্ণ-যামল, গোপাল সহস্র নাম প্রভৃতি শাস্ত্র গ্রন্থ হইতে বহু প্রমাণ শ্রীচৈতন্যদেবের ভগবত্তা সম্বন্ধে দেওয়া যাইতে পারে। আর গোস্বামিগণ রচিত চৈতন্যচন্দ্রামৃত, বিদগ্ধমাধব, তত্ত্বসন্দর্ভাদিগ্রন্থে বহু প্রমাণ ও যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে—তাহা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

শ্রীচৈতন্যদেবের মত

শ্রীচৈতন্যদেবের মত সম্বন্ধে প্রামাণিক কথা গোস্বামিগণের বচন হইতে পাওয়া যায়। তাঁহারা বলেন—

'আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং।
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥'

ব্রজেন্দ্রনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই জীবের একমাত্র উপাস্য। তাঁহার ধাম শ্রীবৃন্দাবন। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমই জীবের পরম পুরুষার্থ। তাহা লাভ করিতে হইলে ব্রজনারীগণ যে ভাবে উপাসনা করিয়াছিলেন তাহাই শ্রেষ্ঠ উপাসনা

পদ্ধতি। (মধুররসে সেবাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ)। শ্রীমদ্ভাগবতই এ বিষয়ে অমল প্রমাণ। ইহা শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর মত।

শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।' ব্রহ্মসংহিতায় উক্ত হইয়াছে---'ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদি-গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥'

শ্রীচৈতন্যদেবের পথ

সর্ব্বকারণকারণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত জীবের কি সম্বন্ধ, জীবের শ্রেষ্ঠ প্রয়োজন কি এবং কি উপায়ে সেই প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, এক কথায় সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্ব জানিতে পারিলে কৃষ্ণের উপাসনায় প্রবৃত্তি জাগিবে। নতুবা মানুষ ব্রহ্মারুদ্রাদি বিবিধ দেবতার উপাসনায়, ধ্যান, ধারণা, প্রাণায়ামাদি কৃচ্ছ্র সাধনে অথবা অণিমাদি সিদ্ধি লাভে রত থাকিয়া বৃথা সময় এবং উদ্যম নষ্ট করিয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু বরণ করিয়া নিত্যকাল ত্রিতাপ ভোগ করিতে থাকিবে।

ভগবান্ পূর্ণবস্তু। জীব তাঁহার অণু অংশ। 'মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।'-গীতা। অতএব জীব তাঁহার দাস। 'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস'-চৈতন্যচরিতামৃত। প্রভুর সেবা ব্যতীত দাসের অন্য কোন কৃত্য থাকিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণের সেবাই জীবের একমাত্র কাম্য। নিজ সুখবাঞ্ছা পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের সুখবিধান করার চেষ্টাকে 'প্রেম' বলে। 'আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম। কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম॥' এই প্রেমই জীবের একমাত্র কাম্য ও পরম প্রয়োজন। এই প্রয়োজন সাধন করিতে হইলে ভক্তিপথ অবলম্বন করিতে হইবে। ভক্তিপথ বলিতে নিষ্কাম শুদ্ধভক্তিই উদ্দিষ্ট হইতেছে 'অন্যা-ভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।'' অন্যাভিলাষ অর্থাৎ বেদনিষিদ্ধ অভিলাষ হইতে মুক্ত হইয়া, ঐহিক কিংবা পারলৌকিক ইন্দ্রিয়সুখরূপ কর্ম্ম, ব্রহ্ম-সাযুজ্যমুক্তিরূপ জ্ঞান, ঈশ্বরসাযুজ্য কৈবল্যরূপ যোগ অথবা অষ্টাদশ যোগসিদ্ধির প্রচেষ্টা আদি হইতে অনাবৃত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলনই উত্তম ভক্তি। অনুকূল ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিলে সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইবে। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বেশ্বরেশ্বর। তিনি আমাদের নিত্য প্রভু। আমি ও আমার পরিজনবর্গ তাঁহার দাস দাসী। আমাকে তিনি আমার নিজ কর্ম্মফলস্বরূপ সুখ বা দুঃখ যাহাই দিন না কেন, স্বর্গবাস বা নরক, দারিদ্র্য কিংবা ধনৈশ্বর্য্য যাহাই প্রদান করুন সবই আমার কল্যাণের নিমিত্ত। মোট কথা ভগবান্ যাহা করেন সবই মঙ্গলের জন্য এইরূপ উপলব্ধির সহিত তাঁহার সেবা অনুকূল অনুশীলন। ইহার মধ্যে কোন প্রকার ইতর কামনা এমনকি মুক্তি বাঞ্ছাও থাকিবেনা। ভগবানের সন্তোষ বিধানই হইবে একমাত্র লক্ষ্য। ভগবান্ স্বয়ং অভয়দান করিয়া বলিয়াছেন—'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণংব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।'' সুতরাং সংশয়ের আর কোন অবকাশ নাই।

ঐহিক বা পারলৌকিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য লাভ কামনায় মানুষ অন্য দেবতাগণের উপাসনা করিয়া থাকেন। কিন্তু অন্য দেবতাগণের মধ্যে কখনও কি কেহ বলিতে পারিয়াছেন যে তাঁহার

সেবার দ্বারা সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইবে? বরং দেখা যায় তাঁহারা তাঁহাদের সেবকগণের ত্রুটি বিচ্যুতিতে ক্রুদ্ধ হইয়াছেন এবং অনেক সময় সেবকগণকে বরদান করিয়া স্বয়ং বিপদে পতিত হইয়াছেন এবং অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছেন। ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবতাগণের সেবকগণ সকাম বলিয়া অশান্ত। তাঁহারা একটি কামনা পুরণ হইলে অন্যকামনা পুরণের প্রার্থনা করেন। কিন্তু কৃষ্ণভক্ত সর্ব্বদা নিষ্কাম, অতএব শান্ত।

'কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি কামী সকলেই অশান্ত॥'

সুতরাং কৃষ্ণভক্তিই একমাত্র পথ।

এই ভক্তিযাজনের জন্য শ্রবণ কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তি অনুশীলনের ব্যবস্থা শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু পাঁচটী সাধন শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন— সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ, মথুরাবাস, শ্রদ্ধাপুর্ব্বক শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চন। আবার এই পাঁচটী সাধনের মধ্যে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন সর্ব্বোত্তম।

"সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত শ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্ত্তির সেবন॥
সকল সাধনশ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেমজন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ॥"
"তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥"

'যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিসংযোগেনৈব।' কাজেই কীর্ত্তন অবশ্যই করিতে হইবে। কলির জীবের পরমায়ু অল্প, তাহাতে নানাপ্রকার প্রলোভনে চিত্ত বিক্ষুব্ধ এবং নানাপ্রকার সমস্যায় জর্জ্জরিত। 'প্রায়েণাল্পায়ুষঃ সভ্যাঃ কলাবস্মিন্ যুগে জনাঃ। মন্দাঃ সুমন্দমতয়ঃ মন্দভাগ্যাঃ হ্যুপদ্রুতাঃ॥' 'কলিঃ সত্বহরঃ পুংসাম্।' কলিযুগের নানাদোষ থাকিলেও একটি প্রধানগুণ আছে। কেবলমাত্র কৃষ্ণনামকীর্ত্তনের দ্বারা মানুষ সংসারবন্ধন মুক্ত হইয়া পরমপদ লাভ করিতে পারে। 'কলের্দোষনিধেঃ রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ। কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরংব্রজেৎ॥"- (শ্রীমদ্ভাগবত)। সুতরাং অতি সহজ পন্থা মহাপ্রভু নির্দ্দেশ করিলেন। অন্যান্য আড়ম্বরপুর্ণ উপাসনা পদ্ধতি তিনি বহুমানন করেন নাই। এই হরিনাম সংকীর্ত্তনে স্থান, কাল, পাত্র বিচার করিতে হইবে না। যে কোন ব্যক্তি যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে হরিনাম করিতে পারেন। কেবলমাত্র সদ্গুরুর অর্থাৎ বৈষ্ণবগুরুর পদাশ্রয় করিয়া সদাচারযুক্ত হইয়া সাধুসঙ্গে কৃষ্ণ নাম করিতে পারিলে সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইবে। সঙ্ক্ষেপতঃ ইহাই মহাপ্রভুর মত ও পথ। এই মত ও পথ অবলম্বন করিতে পারিলে বিশ্বের সমস্ত সমস্যার সমাধান হইতে পারে, ইহা নিশ্চিত।

শ্রীধাম বৃন্দাবনে

সুবিশাল নব শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা

সপ্তাহব্যাপী বিরাট অনুষ্ঠান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের নিয়ামকত্বে শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নবচূড়াবিশিষ্ট সুবিশাল নব শ্রীমন্দির ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-শ্রীরাধাগোবিন্দ শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ২৫ কেশব, ১২ অগ্রহায়ণ, ২৮ নবেম্বর সোমবার হইতে ১ নারায়ণ, ১৮ অগ্রহায়ণ, ৪ ডিসেম্বর রবিবার পর্য্যন্ত সপ্তাহব্যাপী বিরাট অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানের কথা বিজ্ঞাপিত থাকিলেও সজ্জনগণের প্রার্থনায় উৎসব বস্তুতঃ ২১ অগ্রহায়ণ, ৭ ডিসেম্বর বুধবার পর্য্যন্ত চলিতে থাকে। উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, রাজস্থান, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, আসাম প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু শত নরনারী এই উৎসবানুষ্ঠানে যোগদান করেন। ১২ অগ্রহায়ণ, ২৮ নবেম্বর শ্রীমন্দিরের সর্ব্বশীর্ষ সুবর্ণ চূড়ায় সুবর্ণমণ্ডিত শ্রীসুদর্শন চক্র ও ধ্বজা সঙ্কীর্ত্তন সহযোগে পূর্ব্বাহ্ণে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরদিবস প্রাতে নগর সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া শ্রীবৃন্দাবনের প্রধান প্রধান রাস্তা পরিভ্রমণ করে এবং অহোরাত্র সংকীর্ত্তন হয়। ১৪ অগ্রহায়ণ বুধবার প্রাতে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-গোবিন্দ জীউর প্রাচীন শ্রীবিগ্রহগণ শ্রীবৃন্দাবন সর্ব্বেশ্বর হাবেলিস্থিত শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ হইতে সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহযোগে শ্রীবৃন্দাবন রেল ষ্টেশনের সন্নিকটবর্ত্তী রাধানিবাসস্থ নূতন মঠের নব-শ্রীমন্দিরে শুভবিজয় করেন। উক্ত দিবস পূর্ব্বাহ্ণে মহাভিষেক, যজ্ঞ, প্রস্থানত্রয়পারায়ণ ও শ্রীনামসংকীর্ত্তন সহযোগে বিপুল সমারোহের সহিত শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরাধাগোবিন্দের নব বিশাল মনোরম শ্রীবিগ্রহগণ প্রতিষ্ঠিত হন। উড়িষ্যা প্রদেশ হইতে আগত প্রাচীন সন্ন্যাসী পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজের মুখ্য নেতৃত্বে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ ও শ্রীমৎ সাধু মহারাজের সহায়তায় এবং শ্রীমন্দিরদাতা লালা শ্রীসাইনদাসজীর যোগ্য পুত্র শ্রীকৃষ্ণমোহনজীর উপস্থিতিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পন্ন করেন।
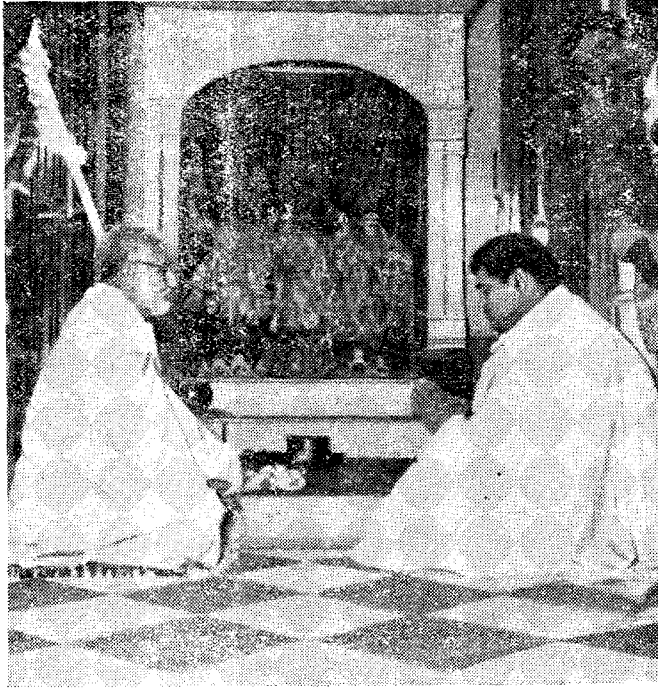
শ্রীমন্দিরের সম্মুখে উপবিষ্ট শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ও শ্রীমন্দির দাতার পুত্র লালা শ্রীকৃষ্ণমোহনজী

সমাগত ব্যক্তিগণ অষ্টোত্তরশত ঘটে শ্রীবিগ্রহগণের অপূর্ব্ব মহাভিষেক দর্শন করিয়া চমৎকৃত হন। মধ্যাহ্নে আরাত্রিকান্তে অভ্যাগতবৃন্দ ও সমুপস্থিত স্থানীয় শত সহস্র নরনারীকে মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়। শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে এইরূপ বিরাট সমারোহ ও মহোৎসব পূর্ব্বে কখনও দৃষ্ট হয় নাই বলিয়া স্থানীয় কতিপয় প্রাচীনগণের অভিমত। রাত্রিতে সুউচ্চ শ্রীমন্দিরের নয়টি চূড়া বিপুল আলোক সজ্জায় পরিবৃত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে। ১৬ অগ্রহায়ণ শুক্রবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-গোবিন্দ জীউ শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথে আরূঢ় হইয়া বিবিধ বাদ্যভাণ্ড ও বিরাট সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ শত শত ভক্তবৃন্দের দ্বারা আকর্ষিত হইয়া শ্রীবৃন্দাবনের প্রধান প্রধান রাজপথ পরিভ্রমণ করেন।

সপ্তাহব্যাপী সান্ধ্য ধর্ম্মসভার উদ্বোধনে ১২ অগ্রহায়ণ সোমবার শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধক্ষ্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ প্রারম্ভিক ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীবৃন্দাবন সহরের পৌরপ্রধান শ্রীমগনলাল শর্ম্মা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশাগত অতিথিবর্গকে এবং স্থানীয় অভ্যাগতগণকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করতঃ অভিভাষণ প্রদান করেন। সাহিত্যিক শ্রীপ্রভুদয়াল মীতল, মথুরার জেলাধীশ শ্রী বি, কে, মিশ্র, আই,এ,এস্, শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘাধ্যক্ষ

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ, মথুরার য়্যাসিষ্ট্যাণ্ট সেসন জজ শ্রীরামবিহারীলাল আগরওয়াল, আগ্রা কর্পোরেশনের মেয়র শ্রীশম্ভুনাথ চতুর্বেদী, অবসরপ্রাপ্ত জেলাধীশ শ্রী আর, পি, মিশ্র যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ১৮ অগ্রহায়ণ রবিবার ভারত সরকারের গৃহ, সার্বজনিক নির্মাণ ও সরবরাহ বিভাগের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী কে, সি, রেড্ডি মহোদয় সস্ত্রীক প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত হন। উক্ত দিবস শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘাধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ সভাপতির আসন গ্রহণপূর্ব্বক সভার কার্য্য পরিচালনা করেন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তাঁহার অভিভাষণে বলেন,— 'মথুরা ও বৃন্দাবন পবিত্র তীর্থ স্থান। প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে আমার এখানে আসার একবার সুযোগ হইয়াছিল। পুনরায় আগমনের সুযোগ লাভ করিয়া এবং বহু প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখ হইতে সারগর্ভ ভাষণ শ্রবণ করিয়া আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান্ মনে করিতেছি। বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক যুগের পরিণতি লক্ষ্য করিয়া বহু মনীষী ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার প্রতি অধুনা অধিকতররূপে মনোনিবেশ করিতেছেন। ভারতের প্রধান মন্ত্রীও বর্ত্তমানে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিতেছেন। বিভিন্ন স্থানে প্রচার-কেন্দ্র স্থাপন করিয়া ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা বিস্তারের জন্য শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। আমি দেখিতে ইচ্ছা করি প্রতিদিন অধিক হইতে অধিকতররূপে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে নরনারীগণ এই নব শ্রীমন্দিরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া এখানে আগমন করেন।'
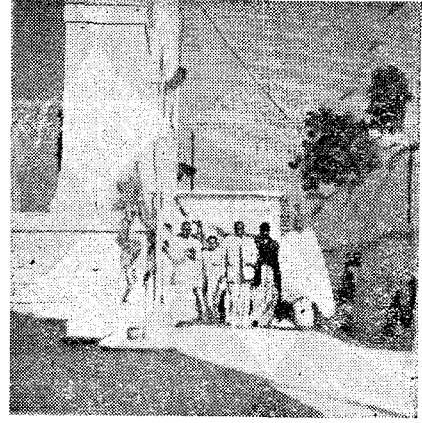
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ সমভিব্যহারে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী কে, সি, রেড্ডি সস্ত্রীক শ্রীমন্দির দর্শন করিতেছেন।

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ সার মহারাজ, শ্রীমৎ আচার্য্য মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদীপক ভারতী মহারাজ, শ্রীপাদ রাঘবচৈতন্যদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবিশ্বম্ভর গোস্বামী এম্-এ, এল্-এল্ বি, শ্রীরাসবিহারী গোস্বামী,

এম্-এ, শ্রীমৎ চক্রপাণিজী মহারাজ, শ্রীমৎ রামদাসজী শাস্ত্রী, শ্রীমৎ শরণানন্দজী মহারাজ বিভিন্ন দিবসে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীউপনন্দ ব্রহ্মচারী সভার আদি ও অন্তে সুললিত মহাজনপদাবলী ও শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন করেন।

সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানের অন্তিমে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ সমুপস্থিত ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসিগণের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাদের কৃপা প্রার্থনা করেন, সস্ত্রীক শ্রী কে, সি, রেড্ডি মহোদয়কে, সাতটি অধিবেশনের সভাপতি মহোদয়গণকে, সমাগত অভ্যাগতগণকে এবং সর্ব্বোপরি শ্রীমন্দির ও প্রতিষ্ঠা মহোৎসবের পূর্ণানুকূল্যকারী অমৃতসর নিবাসী লালা শ্রীসাইন দাসজী ও তাঁহার পুত্র শ্রীকৃষ্ণমোহন জীকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।
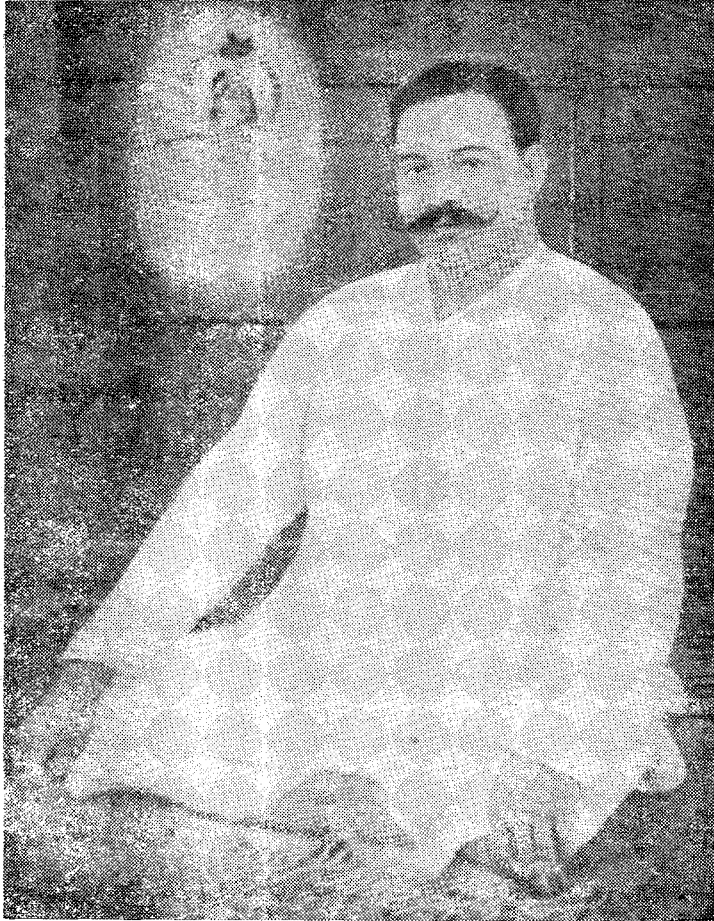
পাঞ্জাবের প্রসিদ্ধ ব্যক্তি লালা শ্রীসাইনদাস জী (বিজ্‌লী পালোয়ান)। ইনি শ্রীবৃন্দাবনে অপূর্ব্ব শ্রীমন্দির নির্মাণের পূর্ণানুকূল্য করিয়া অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন।

লালা শ্রীসাইন দাসজী পাঞ্জাবের প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। তাঁহারই অর্থানুকূল্যে মহদনুষ্ঠান সাফল্যের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং তিনি তাঁহার পরিজনবর্গসহ জয়যুক্ত হউন। এতদ্প্রসঙ্গে শ্রীমঠের ভূখণ্ডের অর্থানুকূল্যকারী কলিকাতা নিবাসী শ্রীসুধীরচন্দ্র রায় মহোদয়ের নামও উল্লেখযোগ্য। তাঁহার এই মহৎ সেবার জন্য তিনি বিশেষভাবে ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। তাঁহারা ভক্ত ভগবানের সেবায় অত্মনিয়োগের দ্বারা সাধুগণের প্রচুর আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন, স্বয়ং মঙ্গললাভ করিয়াছেন এবং আদর্শ স্থাপন করিয়া জগজ্জীবেরও মঙ্গল বিধান করিয়াছেন।

শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা মহোৎসব সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য শ্রীপাদ রাঘবচৈতন্যদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ পুরুষোত্তমদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ কৃষ্ণপ্রসাদ ব্রহ্মচারী (দিল্লী), শ্রীললিতাচরণ ব্রহ্মচারী, শ্রীপদ্মনাভ ব্রহ্মচারী, শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনমোহনদাসব্রহ্মচারীর সেবাচেষ্টা ও শ্রীবৃন্দাবন মঠের মঠরক্ষক শ্রীনারায়ণ-দাস ব্রহ্মচারীর (পাঞ্জাব) অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাচেষ্টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সম্পাদকীয়

বর্ত্তমান বিশ্বে যে সময় দেশে দেশে, প্রদেশে প্রদেশে, জেলায় জেলায়, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে স্বার্থের হানাহানি, বিবাদ বিসম্বাদ, দ্বেষ হিংসা ক্রমবর্দ্ধমান হইয়া পড়িতেছে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর বিমল প্রেমধর্ম্মের বাণী বিপুলভাবে প্রচারিত হওয়ার আবশ্যকতা সজ্জনমাত্রই উপলব্ধি করিয়া থাকিবেন। মনুষ্য সমাজের সকল শ্রেণীর ব্যক্তিদিগকে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া কেন্দ্রিভূত করিবার ইহাপেক্ষা শক্তিশালী ও শ্রেষ্ঠ উপায় দৃষ্ট হয় না। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু ও তাঁহার অনুগত গোস্বামিগণ পরম্পরায় নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বর্ত্তমান সভাপতি ও অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ ভারতের সর্ব্বত্র বিপুলভাবে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। সজ্জনগণের আনন্দ বর্দ্ধনের জন্য আগামী সংখ্যা হইতে প্রচার প্রসঙ্গে উহা কিছু কিছু প্রকাশের চেষ্টা করা হইবে।

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রকৃত স্বরূপ ও তত্ত্ব সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান হইলে তাঁহার উপদেশের সর্ব্বোত্তমতা আমাদের উপলব্ধির বিষয় হইবে। শ্রীযুক্ত বিভুপদ পণ্ডা মহাশয় বর্ত্তমান সংখ্যায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু আলোক প্রদান করিয়া আমাদিগকে সুখ দিয়াছেন, কিন্তু উক্ত বিষয়টীর আরও বিস্তৃত আলোচনা হওয়া আবশ্যক। আগামী সংখ্যায় কিংবা পরবর্ত্তী সংখ্যাদিতে এ বিষয়ে প্রবন্ধাদি প্রকাশের চেষ্টা করা হইবে।

নিয়মাবলী

১। প্রতি মাসে পূর্ণিমা তিথিতে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৪.৫০ (ভি পি যোগে ৫৲), ষান্মাসিক ২.২৫ (ভি পি যোগে ২.৭৫), প্রতি সংখ্যা .৩৭। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সময় হইতে হওয়া যাইবে। পূর্ব্ব প্রকাশিত সংখ্যা এবং জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে এক পৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন হইলে এবং কোন সংখ্যা না পাইলে পরবর্ত্তী মাসের ১৫ দিনের মধ্যে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। বিজ্ঞাপনের হার সাক্ষাৎভাবে অথবা পত্রে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট জ্ঞাতব্য।

৭। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশ স্থান ঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৭এ, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা—২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্র-সমূহ

আকর মঠরাজঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
ঈশোদ্যান
পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠঃ—

১ (ক) শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ,
কলিকাতা-২৬।

(খ) ৩৭এ সতীশ মুখার্জ্জী রোড,
কলিকাতা-২৬।

(২) শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
গোয়াড়ী বাজার
কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।

(৩) শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ
পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।

(৪) শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
বৃন্দাবন (মথুরা)।

(৫) শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম
মধুবন মহোলি
পোঃ ও জেঃ মথুরা।

(৬) শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
পাথরঘাটি,
হায়দ্রাবাদ— ১ (অন্ধ্র প্রদেশ)।

(৭) শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
গৌহাটি (আসাম)।

(৮) শ্রীগৌড়ীয় মঠ
তেজপুর (আসাম)।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীনঃ—

(৯) শ্রীসরভোগ গৌড়ীয় মঠ
পোঃ চকচকাবাজার
জেঃ কামরূপ (আসাম)।

(১০) শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ
বালিয়াটি (পাকিস্তান)।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একমাত্র পারমার্থিক মাসিক

শ্রীচৈতন্য বাণী

চৈত্র-পূর্ণিমা

১ম বর্ষ] বিষ্ণু, ৪৭৫ শ্রীগৌরাব্দ [২য় সংখ্যা

শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক :—

শ্রীকৃষ্ণবল্লভ ব্রহ্মচারী বিদ্যানিধি, এম্-এ।

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ, এম্-এ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-পুরাণতীর্থ, ভক্তিশাস্ত্রী।
২। শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ, সাহিত্যবিনোদ।
৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্।
৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি বিদ্যাবিনোদ।
৫। শ্রীগোপীরমণ দাস বিদ্যাভূষণ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, বি-এস্-সি।

মুদ্রণালয় ঃ—

'রাজলক্ষ্মী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্'— ৪৩, রূপনারায়ণ নন্দন লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা-২৫।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণম্
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১ম বর্ষ } চৈত্র-পূর্ণিমা, শনিবার।
৩০ বিষ্ণু, ৪৭৫ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৮ চৈত্র, ১৯৬৭ ; ১ এপ্রিল, ১৯৬১। { ২য় সংখ্যা।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনই ভবব্যাধির ঔষধ

"যেখানে হরিকথা, সেইখানেই তীর্থ। যে তীর্থে হরিনামের অভাব, সে স্থানে শারীর-সৌখ্য বিধান করিলেও সেবোন্মুখতার সাহায্য করে না। আমরা জন্ম-জন্মান্তর কৃষ্ণভক্তি বঞ্চিত হইয়া মায়িক রাজ্যে দরিদ্রতার মধ্যে আছি, স্থতরাং সকল জীবাত্মার মূল বিষয়বিগ্রহধন হইতে বঞ্চিত হওয়ায় আমাদিগের শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা দিন দিন বাড়িতেছে। হরিকথার দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত আমরা বিষয়স্থখবাসনাকে পরমোপাদেয় জ্ঞান করি। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"স্যাৎ কৃষ্ণনামচরিতাদিসিতাপ্যবিদ্যাপিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচিকা নু।
কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্গদমূলহন্ত্রী॥"

আমরা বিষয়রসে আনন্দ পাই; কিন্তু সকল বিষয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিষয় শ্রীকৃষ্ণপদনখ-শোভা, সেই সৌন্দর্য্য ভুলিয়া কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য বস্তুকে সেব্য-বিষয় বোধ করিতেছি। এই কৃষ্ণেতর বিষয়-সংগ্রহই আমাদিগের মূল ব্যাধি। শ্রীহরিনাম-নাম, রূপ-নাম, গুণ-নাম, পরিকরবৈশিষ্ট্য-নাম ও লীলা-নাম আমাদিগের নিকট ব্যাধি থাকাকালে তিক্ত ও অপ্রীতিকর বোধ হয়। কিন্তু উহাই আবার পিত্তরোগীর মিছরির ন্যায় ঔষধরূপে ব্যবহার করিতে করিতে কৃষ্ণসেবায় অপ্রীতিব্যাধির হ্রাস হইবে। তখন কৃষ্ণনাম-মাধুর্য্য স্বতঃ প্রকাশিত হইয়া আমাদিগকে চিন্ময় ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা চিন্ময় বিষয়বিগ্রহের সেবায় নিযুক্ত করিবে।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

ঈশ্বর আরাধনা কাহারা করেন?

"যে সময়ে মানবের জ্ঞানোদয় হয়, সেই সময় হইতেই পরমেশ্বরের তুষ্টি সাধনে প্রবৃত্ত হওয়াই শ্রেয়ঃ। আপাততঃ আমরা সংসারের সুখভোগ করি, পরে বৃদ্ধাবস্থায় ঈশ্বরের তুষ্টি-সাধন করিব, এরূপ মনে করিলে কিছুই হইবে না। সময় অতি দুর্ল্লভ। যে দিন হইতে কর্ত্তব্যজ্ঞান হয়, সেই দিন হইতে তাহা সাধন করিতে যত্ন পাওয়া আবশ্যক। বিশেষতঃ মানবজীবন অত্যন্ত দুর্ল্লভ ও অস্থির। কোন্ দিন মৃত্যু হইবে, তাহা বলা যায় না। বালককালে পরমেশ্বরের সাধন হইতে পারে না, এরূপ মনে করা অনুচিত। আমরা ইতিহাসে দেখিতেছি যে, ধ্রুব ও প্রহ্লাদ অত্যন্ত শৈশব অবস্থায় পরমেশ্বরের প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন। যদি কোন মানব কোন কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন, তবে মানবমাত্রেই যত্ন করিলে সেই কার্য্য সাধন করিতে পারিবেন, ইহাতে সন্দেহ কি? বিশেষতঃ যাহা প্রথম বয়স হইতে অভ্যাস করা যায়, তাহা ক্রমশঃ স্বভাব স্বরূপ হইয়া পড়ে।

পরমেশ্বরের তুষ্টি সাধন করিবার জন্য অবস্থাভেদে মানবগণ যে যত্ন করেন, তাহার চারিটী কারণ দেখা যায়,—ভয়, আশা, কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও রাগ। নরকভয়, অর্থাভাব, পীড়া ও মৃত্যুকে ভয় করিয়া পরমেশ্বরকে যাঁহারা ভজন করেন, তাঁহারা ভয় দ্বারা উত্তেজিত হইয়া ঈশ্বর আরাধনা করেন। যাঁহারা সংসারে উন্নতি লাভ করতঃ বিষয় সুখ প্রার্থনাপূর্ব্বক হরিভজন করেন, তাঁহারা আশাদ্বারা চালিত হইয়া ঈশ্বর সাধন করেন, বলিতে হইবে। কিন্তু ঈশ্বরসাধনে এতই পবিত্র সুখ আছে যে, প্রথমে ভয় বা আশাক্রমে তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়া অবশেষে অনেকেই ভয় ও আশাকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শুদ্ধভজনে অনুরক্ত হন। যাঁহারা সৃষ্টি কর্ত্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা-সহকারে তাঁহার উপাসনা করেন, তাঁহারা কর্ত্তব্য-বুদ্ধি দ্বারা চালিত হইয়া তৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হন। যাঁহারা ভয়, আশা বা কর্ত্তব্যবুদ্ধিদ্বারা চালিত না হইয়াও স্বভাবতঃ ঈশ্বরসাধনে প্রীতিলাভ করেন, তাঁহারা রাগদ্বারা তৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হন। কোন একটী দেখিবামাত্র চিত্ত তাহার প্রতি যে প্রবৃত্তিক্রমে বিচারের পূর্ব্বে ধাবিত হয়, তাহার নাম রাগ। পরমেশ্বরকে চিন্তা করিবামাত্র সেই প্রবৃত্তি যাঁহার চিত্তে উদিত হয়, তিনি রাগক্রমে ঈশ্বর-ভজন করিয়া থাকেন।

ভয়, আশা ও কর্ত্তব্যবুদ্ধি দ্বারা যে সকল উপাসক ঈশ্বর ভজনে প্রবৃত্ত হন,তাঁহাদের ভজন তত বিশুদ্ধ নয়। রাগ-মার্গে যাঁহারা ঈশ্বর ভজনে প্রবৃত্ত, তাঁহারাই যথার্থ সাধক। জীব ও ঈশ্বরের একটী নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। রাগের উদয় হইলেই, সেই সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সম্বন্ধ নিত্য বটে, কিন্তু জড়বদ্ধ জীবের পক্ষে তাহা গুপ্ত হইয়া রহিয়াছে। সুবিধা পাইলেই তাহা প্রকাশিত হয়। দেশলাই ঘষিলে অথবা চকমকি ঝাড়িলে যেরূপ অগ্নির প্রকাশ হয়, তদ্রূপ সাধনক্রমে ঐ সম্বন্ধ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ভয়, আশা ও কর্ত্তব্যবুদ্ধিক্রমে ভজন করিতে করিতে অনেকের পক্ষেই সেই সম্বন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ধ্রুব প্রথমে রাজ্য প্রাপ্তির আশায় হরিভজন করেন, কিন্তু সাধনক্রমে তাঁহার হৃদয়ে সেই পবিত্র সম্বন্ধ-জনিত রাগের উদয় হওয়ায় তিনি আর সাংসারিক সুখ-জনক বর গ্রহণ করিলেন না।

ভয় ও আশা নিতান্ত হেয়। সাধকের যখন বুদ্ধি ভাল হয়, তখন তিনি ভয় ও আশা পরিত্যাগ করেন এবং কর্ত্তব্য বুদ্ধিই তখন তাঁহার একমাত্র আশ্রয় হয়। পরমেশ্বরের প্রতি রাগের যে পর্য্যন্ত উদয় না হয়, সে পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য-বুদ্ধিকে সাধক পরিত্যাগ করেন না। কর্ত্তব্য-বুদ্ধি হইতে বিধির সম্মান ও অবিধির পরিত্যাগ—এই দুইটী বিচার উদ্ভূত হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাপুরুষেরা পরমেশ্বর সাধন করিবার যে সকল পদ্ধতি বিচারদ্বারা সংস্থাপিত করিয়া শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাদেরই নাম বিধি। কর্ত্তব্যবুদ্ধির শাসন হইতেই শাস্ত্রের শাসন ও বিধির আদর হইয়া উঠে।

দেশ বিদেশ ও দ্বীপদ্বীপান্তর-নিবাসী মানববৃন্দের ইতিহাস ও বৃত্তান্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, ঈশ্বর-বিশ্বাস মানবজাতির একটী সাধারণ ধর্ম্ম। অসভ্য বন্য জাতিগণ পশুদিগের ন্যায় পশুমাংস সেবন দ্বারা কালাতিপাত

করে, তথাপি সূর্য্য ও চন্দ্র, বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বত সকল, তথা বড় বড় নদ-নদী এবং প্রকাণ্ড তরুসকলকে দণ্ডবৎপ্রণাম করতঃ তাহাদিগকে দাতা ও নিয়ন্তা বলিয়া পূজা করে। ইহার কারণ কি? জীব নিতান্ত বদ্ধ হইলেও যে পর্য্যন্ত তাহার চেতন আচ্ছাদিত হয় নাই, সে পর্য্যন্ত তাহাতে চেতনধর্ম্মের পরিচয়স্বরূপ কিয়ৎপরিমাণ ঈশ্বর-বিশ্বাস অবশ্যই প্রকাশিত হইবে। সভ্য অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া তিনি যখন নানাবিধ বিদ্যার আলোচনা করেন, তখনই কুতর্কদ্বারা ঐ বিশ্বাসকে কিয়ৎ পরিমাণে আচ্ছাদন করতঃ হয় নাস্তিকতা নয় অভেদ-বাদের অন্তর্গত নির্ব্বাণবাদকে মনে স্থান প্রদান করেন। ঐ সকল কদর্য্য-বিশ্বাস কেবল অপ্রাপ্তবল চেতনের অস্বাস্থ্যলক্ষণ, ইহাই বুঝিতে হইবে। নিতান্ত অসভ্য অবস্থা ও সুন্দর ঈশ্বর বিশ্বাসোপযোগী অবস্থার মধ্যে মানবজীবনের তিনটী অবান্তর অবস্থা লক্ষিত হয়। সেই তিন অবস্থাতেই নাস্তিক্যবাদ, জড়বাদ, সন্দেহবাদ ও নির্বাণবাদ রূপ পীড়াসকল জীবের উন্নতির প্রতিবন্ধকরূপে কোন কোন ব্যক্তিকে কদর্য্যাবস্থায় নীত করে। সেই সেই অবস্থায় সকল লোকেই যে উক্ত রোগদ্বারা আক্রান্ত হইবে, এমত নয়। যাহারা ঐ সকল রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়, তাহারা সেই সেই অবস্থায় আবদ্ধ হইয়া উচ্চজীবনের অধিকার লাভ করে না। অসভ্য বন্যজাতিগণ সভ্যতা, নীতি ও বিদ্যানৈপুণ্যবলে অতি শীঘ্রই বর্ণাশ্রমরূপ ধর্ম্মকে অবলম্বন করতঃ ঈশভক্তি-সাধনোপযোগী ভক্তজীবন লাভ করিয়া থাকেন। ইহাই মানবজাতির নৈসর্গিক উন্নতিক্রম। প্রতিবন্ধকরূপ রোগ উপস্থিত হইলে জীবনের অনৈসর্গিক অবস্থা হইয়া পড়ে।"

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার

(শ্রীসুজনানন্দ দাসাধিকারী, এম্-এ,)

বর্ত্তমান প্রবন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়ের আলোচনার চেষ্টা করা হইবে—

(১) মহাপ্রভুর স্বরূপ কি? স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু কি এক অভিন্ন পরতত্ত্ব? তাঁহার ভগবত্তা—এই বিষয়ে শাস্ত্র প্রমাণ, (২) মহাপ্রভুর অবতারের কারণ, (৩) মহাপ্রভু কি কলির যুগাবতার?, (৪) পীতবর্ণ কি শ্রুতি কলিযুগাবতারের বর্ণ? ইত্যাদি।

মহাপ্রভুর স্বরূপ, অবতারের কারণ, ও স্বয়ং ভগবানের লীলা

শ্রীকৃষ্ণই যে পরতত্ত্ব, কি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি অবতীর্ণ হন, সেই একই উদ্দেশ্যকে পূর্ণতাদানের জন্য শ্রীকৃষ্ণই গৌরসুন্দররূপে অবতীর্ণ হন, স্বয়ং ভগবানের লীলাপ্রবাহের পূর্ব্বার্দ্ধ ব্রজলীলা এবং অপরার্দ্ধ নবদ্বীপলীলা ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা করিতে হইলে প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা আবশ্যক।

শ্রীমদ্ভাগবতের ১ম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে অন্যান্য অবতারগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নামও বিংশতিতম অবতার বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে (ভাঃ ১।৩।২৫)। অন্যান্য অবতার সঙ্গে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে এক-পর্য্যায়-ভুক্ত নহেন—সেই সন্দেহ দূরীকরণের জন্য সূত গোস্বামী অপর একটী শ্লোকে স্পষ্ট করিয়া বলিলেন—

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" (ভাঃ-১।৩।২৮) অর্থাৎ অন্যান্য অবতারসকল পুরুষের অংশ বা বিভূতি মাত্র কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাহা নহেন, তিনিই অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব স্বয়ংসিদ্ধ, অন্যনিরপেক্ষ স্বয়ং ভগবান্। অন্য কোন অবতার বা স্বরূপ স্বয়ং ভগবান্ নহেন। তিনিই পরতত্ত্ব, পরব্রহ্ম।

শ্রুতিতে পরব্রহ্মকে বলা হইয়াছে "রসো বৈ সঃ"—'আনন্দং ব্রহ্ম'। 'লীলা' বলিতে কি বুঝা যায়? আনন্দঘন-বিগ্রহ শ্রীভগবান্ তাঁহার ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন

শুদ্ধ মাধুর্য্যভাবাপন্ন পরিকর ভক্তদিগের প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদন করিয়া নিজে আনন্দ লাভ করেন এবং তাঁহার পরিকর ভক্তদিগকে স্বীয় মাধুর্য্যরস আস্বাদন করাইয়া তাঁহাদিগকে আনন্দদান করেন—ইহার জন্যই তাঁহার লীলা প্রকটন। আনন্দস্বরূপ ভগবানের আনন্দের উচ্ছ্বাসেই পরিকরভক্তগণের সহিত যে আনন্দময়ী ক্রীড়া—তাহার নামই লীলা। তাঁহারই স্বরূপশক্তির বিলাসরূপা লীলাশক্তি তাঁহাতে এই লীলার প্রেরণা যোগাইয়া থাকেন। এই লীলা শ্রীকৃষ্ণের প্রকট ও অপ্রকট উভয় বিধ অবস্থায়ই চলিতেছে। অপ্রকট গোলোকে তাঁহার নিত্যপরিকরদিগের সহিত লীলা করিতেছেন। আবার তাঁহার সর্ব্বভক্তগণের প্রতি কৃপাবশতঃ - তাঁহার পরিকরভুক্ত ভক্তগণকে, সাধক ভক্তগণকে এবং ভজনোন্মুখ ভক্তগণকে কৃপা করিবার জন্য প্রকটভাবে মায়িক প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া লীলা করিয়া থাকেন—"এই দ্বারে করিব সর্ব্ব-ভক্তেরে প্রসাদ" (চৈঃ চঃ)। প্রকট লীলার আরও উদ্দেশ্য এই যে অপ্রকট দ্বারকা, মথুরা, গোলোকাদি ও পরব্যোমে যে সমস্ত লীলার প্রচলন নাই ব্রহ্মাণ্ডে উহা আরও বৈচিত্রীর সহিত প্রকট করিতে পারেন। "বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে-যে লীলার প্রচার। সে-সে লীলা করিব যাতে মোর চমৎকার॥" (চৈঃ চঃ) দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের অপূর্ব্ব আনন্দ চমৎকারিতা আস্বাদন করিবার জন্য প্রকট লীলায় জন্ম, বাল্য, পৌগণ্ড ও কৈশোরাত্মক লীলা প্রকটন করিয়াছেন। ভক্তবৎসল শ্রীভগবানের লীলার মুখ্য উদ্দেশ্য ভক্তকে আনন্দদান। কারণ ভক্ত যেমন শ্রীভগবানের প্রীতি ব্যতীত আর কিছু চাহেন না, শ্রীভগবানও ভক্তের সুখ ব্যতীত আর কিছু জানেন না 'মদন্যত্তে ন জানন্তি, নাহং তেভ্যো মনাগপি' (ভাঃ ৯ ৪।১৮)। লীলা প্রকটনের আরও উদ্দেশ্য এই যে তাঁহার অনুষ্ঠিত সর্ব্বচিত্তাকর্ষিণী লীলাদির কথা শ্রবণ করিয়া যাহাতে মায়ামুগ্ধ মনুষ্যদেহধারী জীবও তাঁহার চরণ সেবায় আকৃষ্ট হইয়া 'তৎ-পরায়ণ' হইতে পারে সেইরূপ ভাবে তিনি লীলা করিয়া থাকেন — "অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাস্থিতঃ। ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ"— ভাঃ ১০ ৩৩।৩৬ *
প্রকট লীলার দ্বারা জগতে রাগমার্গের ভক্তি প্রচার করাও তাঁহার উদ্দেশ্য।

"ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি ভক্তগণ।
রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়িজ্ঞানকর্ম্ম"— চৈঃ চঃ

প্রকট ব্রজলীলায় দাস-সখা-মাতা-পিতা-কান্তা আদি পরিকরগণের ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন, কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময় প্রেমের (নির্ম্মল রাগ) কথা— উহার মহিমা, শ্রীকৃষ্ণ বশীকরণী শক্তি ও প্রেমসেবার অসমোর্দ্ধ আনন্দের কথা শুনিয়া জাগতিক সুখের, এমনকি স্বর্গাদিসুখেরও অকিঞ্চিৎকরতা উপলব্ধি করিয়া বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্ম ও যজ্ঞাদি বৈদিক কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া

---

* এই শ্লোকটীর অনেক সময় বিকৃতার্থ হইয়া থাকে। সেজন্য উহার একটু আলোচনা আবশ্যক। রাসলীলা শ্রবণের পর মহারাজ পরীক্ষিত শ্রীশুকদেবকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে শ্রীভগবান্ আপ্তকাম হইয়াও কেন ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। তদুত্তরে এই শ্লোক বলা হইয়াছে। মনুষ্যদেহধারী জীবকে অনুগ্রহ করিবার জন্য এই লীলা—উদ্দেশ্য যাহাতে তাহারা 'তৎপরায়ণ' হইতে পারে। মনুষ্যদেহধারী জীব বলিবার তাৎপর্য্য এই যে জীবের মধ্যে একমাত্র মনুষ্যেরই ভগবৎলীলা অনুসরণ রূপ ভজনে অধিকার ও তাহাতে আনন্দলাভের যোগ্যতা আছে। 'তৎপর' বলিতে ভগবৎপরায়ণ বা লীলাপরায়ণ বুঝা যায় —ভগবান্ পর (শ্রেষ্ঠ) অয়ন (আশ্রয়) যাহার—অর্থাৎ ভগবানে অনন্যনিষ্ঠ ; অথবা ভগবৎলীলাই পর (শ্রেষ্ঠ) অয়ন (আশ্রয়) যাহার—অর্থাৎ একমাত্র ভগবল্লীলাকেই যিনি শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করিয়া লীলাপরায়ণ। শেষোক্ত অর্থে সাবধান হইতে হইবে যে 'লীলা অনুষ্ঠানে রত' বা 'লীলা অনুকরণ রত' নহে। কারণ শ্রীভগবান্ লীলা করেন তাঁহার স্বরূপ শক্তির প্রেরণায়—স্বরূপ শক্তির সহিত। প্রাকৃত জীবের মধ্যে স্বরূপ শক্তির সম্ভাবনা নাই সেজন্য ভগবল্লীলানুকরণ মানুষের পক্ষে নিষিদ্ধ। রাসলীলা যাহাতে কেহ অনুকরণ না করেন সেজন্য শ্রীশুকদেব সাবধান-বাণী দিতেছেন—

"নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ। বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথাঽরুদ্রোঽব্ধিজং বিষ"—ভাঃ ১০।৩৩।৩০

ভক্তগণ ব্রজপরিকরদিগের আনুগত্যে রাগানুগভজনে প্রলুব্ধ হয় এই উদ্দেশ্যে লীলা করিবেন।

লীলাই যে তাঁহার অবতরণের মুখ্যকারণ একথা ব্রহ্মাদি দেবগণও কংসকারাগারে দেবকীগর্ভস্থ শ্রীকৃষ্ণকে যে স্তব করিয়াছিলেন তাহাতেও বলিয়াছেন, "ন তেঽভবস্যেশ ভবস্য কারণং বিনা বিনোদং বত তর্কয়ামহে" (ভাঃ ১০।২।৩৯) হে ঈশ, অসংসারী আপনার জন্মকারণ বিনোদ (ক্রীড়া বা লীলা) মাত্র, ইহা ব্যতীত আমরা আর কিছু স্থির করিতে পারিতেছি না। সুতরাং আনন্দময় শ্রীভগবান্ আনন্দের উচ্ছ্বাসেই লীলার জন্য অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

ব্রহ্মমোহন লীলার স্তবেও ব্রহ্মা বলিয়াছেন—"প্রপঞ্চং নিষ্প্রপঞ্চোঽপি বিড়ম্বয়সি ভূতলে। প্রপন্নজনতানন্দসন্দোহং প্রথিতুং প্রভো॥"—ভাঃ ১০।১৪।৩৭

—হে প্রভো, আপনি প্রপঞ্চাতীত হইয়াও ভূতলে শরণাগত ভক্তসমূহের আনন্দরাশি বর্দ্ধন করিবার জন্য (প্রথিতুং) প্রাপঞ্চিক লীলার অভিনয় করিয়া থাকেন (বিড়ম্বয়সি)। সুতরাং তাঁহার লীলার উদ্দেশ্য এই যে শরণাগত ভক্তগণ যাহাতে তাঁহার সেবা করিয়া তাঁহাকে তাঁহাদের প্রেমরস আস্বাদন করাইবার সুযোগ পান এবং তিনিও তাঁহাদের সেবা গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে স্বকীয় প্রীতিরস ও মাধুর্য্যাদি আস্বাদন করাইতে পারেন। ইহাদ্বারা যে লীলা প্রকটনের অন্যতম উদ্দেশ্য রাগমার্গের ভক্তি প্রচার তাহাই সূচিত হইতেছে। সুতরাং ভক্তের প্রেমরসনির্য্যাস আস্বাদন ও রাগমার্গের ভক্তি প্রচার প্রধানতঃ এই দুই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ। তাই কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন—

"যে লাগি অবতার, কহি সে মূলকারণ—
প্রেমরস নির্য্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগমার্গে-ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ॥"—চৈঃ চঃ

পদ্মপুরাণেও শ্রীভগবান বলিতেছেন "মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ"। 'ভূভারহরণ' ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণ অবতারের আনুষঙ্গিক কারণ মাত্র।

সুতরাং দেখা যাইতেছে তাঁহার লীলা বা অবতরণের দুইটী মুখ্য কারণ (১) **প্রেমরস নির্য্যাস আস্বাদন**। 'প্রেম' বলিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার ভক্তগণের স্বসুখ-বাসনা-শূন্যা, ঐশ্বর্য্যাদি জ্ঞান-শূন্যা, একমাত্র কৃষ্ণসুখ ব্যতীত অন্য বাসনা যাহাতে নাই এমন নির্ম্মল প্রীতি বা সেবার বাসনা। নিজের সর্ব্বপ্রকার সুখ-বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিসম্পাদনের বাসনা থাকিবে। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মমত্ব-বুদ্ধি-মদীয়তাময়ভাব—শ্রীকৃষ্ণ আমারই-এইরূপ ভাব থাকিবে, নতুবা কিসে তাঁহার প্রীতি ইহার অনুভূতি থাকা অসম্ভব। "আমার নিজজন" এইবুদ্ধি যাঁহার প্রতি না থাকে তাঁহাকে সুখী করবার জন্য সাধারণতঃ আমরা নিজের সুখ-বাসনা সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে পারি না। আবার এই মমত্ববুদ্ধি সর্ব্বাতিশায়িণীভাবে প্রকাশিত হইতে পারে যখন প্রিয়ের

--অনীশ্বর (দেহাদি পরতন্ত্র কিংবা শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কেহ) মনেও (বাক্য বা কর্ম্ম দ্বারা দূরের কথা) কখনও এই রাসাদি লীলার সমাচরণ (একটুও আচরণ) করিবে না। রুদ্র ভিন্ন অপর কেহ অজ্ঞতাবশতঃ সমুদ্রোত্থিত বিষ পান করিলে যেমন তৎক্ষণাৎ বিনাশ প্রাপ্ত হয় তদ্রূপ কোনও জীব মূঢ়তাবশতঃ ঈশ্বরের লীলার অনুকরণ করিলে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—শৃঙ্গার রস ত দূরের কথা—শ্রীকৃষ্ণের অন্যরসের ভাবও অনুকরণ করা উচিৎ নহে। কৃষ্ণবৎ আচরণ না করিয়া ভক্তবৎ আচরণ করা ভাল—ভক্তের আচরণ করিতেও সাবধান হইতে হইবে, কারণ সিদ্ধভক্ত লীলাবিষ্ট অবস্থায় অনেক আচরণ করেন যাহা সাধকের পক্ষে অনুকরণীয় নহে—আবার সাধক ভক্তের আচরণও সব সময় অনুকরণীয় নহে কারণ 'অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্। সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যক্ ব্যবসিতো হি সঃ' গীঃ ৯।৩০—সাধক ভক্তদিগের মধ্যেও সুদুরাচার থাকিতে পারে সুতরাং তাঁহাদের আচরণও অনুকরণীয় নহে। এজন্য আচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত এই, যে সকল ভক্ত ভক্তিশাস্ত্রের বিধিসমূহ পালন করিয়া আচরণ করেন তাঁহাদের আচরণই অনুকরণীয়।

প্রতি ঐশ্বর্য্যজ্ঞান না থাকে। যেখানে প্রিয়জনকে সর্ব্বতোভাবে সুখী করিবার ইচ্ছা সেখানে কোনরূপ সঙ্কোচ বা ভীতির ভাব থাকিলে 'প্রাণঢালা' ভাবে তাহাকে সুখী করা যায় না, সেখানে প্রীতি-বাসনা সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর, তাঁহার অনন্ত মহিমা, অদম্য শক্তি—'আমি ক্ষুদ্র জীব, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের এক অতি ক্ষুদ্র অংশে অবস্থিত' ইত্যাদি ভাব মনে সর্ব্বদা জাগরুক থাকিলে স্বচ্ছন্দ ভাবে—প্রাণমন ঢালিয়া—তাঁহার সেবার বাসনা আমার হৃদয়ে বদ্ধমূল থাকিতে পারেনা—উহার চেষ্টাতেই নিজের ধৃষ্টতা জ্ঞানে হৃদয় সঙ্কুচিত ও ভীত হইয়া পড়ে। সেজন্য যাঁহারা শুদ্ধ প্রেমের (কেবলা রতি) অধিকারী তাঁহাদের মধ্যে স্বসুখ-বাসনা ত নাইই; শ্রীকৃষ্ণে ঐশ্বর্য্য জ্ঞানও নাই। তাঁহারা একমাত্র শুদ্ধ মাধুর্য্যভাবাপন্ন হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বতোভাবে সুখ-সম্পাদনে প্রয়াসী। শ্রীকৃষ্ণ নিজেও এই ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন প্রেম আস্বাদনের জন্য লালায়িত—"ঐশ্বর্য্য শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত"—চৈঃ চঃ—যে প্রেম ঐশ্বর্য্যজ্ঞান দ্বারা সঙ্কুচিত হইয়া যায় তাহাতে তিনি প্রীত হন না।

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন কেবলারতির যিনি আশ্রয় তিনিও ঐশ্বর্য্যের প্রকাশে ঐশ্বর্য্যকে স্বীকার করেন না। "ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে হয় সঙ্কুচিত রতি। দেখিলেও নাহি মানে কেবলার রীতি॥" ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানশূন্য বিশুদ্ধ প্রেমের স্বভাবই এই যে উহা শ্রীকৃষ্ণের কোন ঐশ্বর্য্যকেই স্বীকার করিতে দেয় না। যে সকল ভক্ত ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান মিশ্রিত প্রেমের অধিকারী তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যস্ফূর্ত্তি হইলে প্রেমানুরূপ (মাধুর্য্য বা বাৎসল্য) সম্বন্ধ বন্ধন শিথিল হইয়া যায়। ঐশ্বর্য্যমিশ্রিত বাৎসল্য প্রেমবান্ ভক্ত বসুদেব ও দেবকী কংস-কারাগারে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-লীলা প্রকটনের সময় তাঁহার চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখিয়াই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পুত্রভাব ত্যাগ করিয়া স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-শূন্য বিশুদ্ধ বাৎসল্যবতী মা যশোদার দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণের কোন ঐশ্বর্য্য কোন দিনই প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই। শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শনে অর্জ্জুন ও মা যশোদার ভাবের পার্থক্য দেখুন। কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে অর্জ্জুনের নিকট শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বিভূতি বর্ণনা করিলে অর্জ্জুন প্রার্থনা করিলেন—

'এবমেতদ্ যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম॥'—গী ১১।৩

মহাযোগেশ্বর শ্রীহরি অর্জ্জুনকে দিব্যচক্ষু দান করিয়া তাঁহাকে বিশ্বরূপ দেখাইলেন, অর্জ্জুন দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং সখ্যভাব ভুলিয়া গিয়া তাঁহার চরণে প্রণাম ও স্তব করিলেন। অন্যপক্ষে মা যশোদার অবস্থা দেখুন। তাঁহার ক্রোড়গত বালগোপালের মুখ-বিবর মধ্যে তিনি যে বিশ্বরূপ দেখিলেন তাহা অধিকতর বিস্ময়াবহ ও অচিন্ত্যশক্তিবৈভব-সম্পন্ন। অর্জ্জুনের প্রার্থনানুসারে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পার্থসারথি-রূপ অন্তর্হিত করিয়া সহস্রবদন, সহস্র-নয়ন, সহস্রবাহু ও সহস্রচরণযুক্ত মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইলেন—শ্রীভগবানের কৃপাদত্ত দিব্যদৃষ্টিতে অর্জ্জুন উহা দেখিতে সমর্থ হইলেন। কিন্তু মা যশোদা যখন বিশ্বরূপ দেখিলেন তখন তাঁহার ক্রোড়স্থ বালগোপাল-মূর্ত্তি অন্তর্হিত হন নাই কিংবা সেই শিশুমূর্ত্তি পরিবর্ত্তিত হন নাই—ক্রোড়গত বালকেরই ক্ষুদ্র মুখবিবরে বিশ্বরূপ দেখিলেন। মা যশোদা বিশ্বরূপ দর্শনের জন্য কোন আকাঙ্ক্ষা জানান নাই কিংবা উহা দেখিবার জন্য তাঁহার দিব্যদৃষ্টি লাভের প্রয়োজন হয় নাই। অযাচিতভাবে ঐরূপ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। কিন্তু তাহাও তিনি গ্রহণ করিলেন না। তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অর্জ্জুনের প্রার্থিত দেবতাগণের চির-আকাঙ্ক্ষিত বিশ্বরূপকে উপেক্ষা করিলেন। ঐ বিশ্বরূপ দর্শনেও মা যশোদার বাৎসল্যপ্রেম বা বালগোপালের সহিত প্রেমানুরূপ সম্বন্ধ লুপ্ত হয় নাই। বরং তিনি গোপালের অমঙ্গলাশঙ্কায় অধীরা হইয়া উঠিলেন এবং অসুর রাক্ষসাদির আবেশ হইয়াছে মনে করিয়া শ্রীনারায়ণকে ডাকিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন স্তবস্তুতি করিয়া পরিশেষে সেই বিরাটরূপ সম্বরণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলে শ্রীভগবান্ আবার তাঁহার পার্থসারথি-রূপ প্রকাশ করিয়া অর্জ্জুনকে বলিলেন—

"সুদুর্দ্দশমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবাপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ॥"

শ্রীভগবানের লীলাশক্তিই এই অচিন্ত্য পরমাদ্ভুত বিশ্বরূপ প্রকট করিয়া থাকেন কিন্তু মা যশোদার বাৎসল্য প্রেমের নিকট তাঁহার এই প্রয়াস ব্যর্থ হইল—সেজন্য বিশ্বরূপ

প্রকাশিত হইয়াই অন্তর্হিত হইলেন—অর্জ্জুনের ন্যায় মা যশোদার স্তবস্তুতি দ্বারা এই রূপ সম্বরণ করিবার জন্য অনুরোধ করিতে হয় নাই। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন প্রেমে শ্রীকৃষ্ণ বশীভূত হইয়া যান। এরূপ প্রেমাধিকারীর প্রেমাধীনতা ব্যতীত তাঁহার প্রেমরসের আস্বাদন হয় না তাই তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন "অহং ভক্তপরাধীনঃ"—আমি ভক্তের পরাধীন। তিনি যে ভক্তের বশীভূত শ্রুতিও উহা বলিয়াছেন--"ভক্তি-রেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষ, ভক্তিরেব ভূয়সী।--(মাঠর শ্রুতি)। এই প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদন জন্য শ্রীকৃষ্ণ লীলানির্ব্বাহ ব্যাপদেশে ব্রজে তাঁহার স্বরূপ ও স্বরূপশক্তিগণকে—তাঁহার দাস, সখা, মাতা, পিতা ও কান্তাগণরূপে প্রকট করাইয়া থাকেন। নিত্যসিদ্ধ ও সাধনসিদ্ধ ভক্তগণও এই লীলাপরিকরদিগের আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদনের আনুকূল্য করিয়া থাকেন। দাস, সখা ইত্যাদি পরিকরদিগের মধ্যে সকলেরই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মমত্ববুদ্ধি আছে। তথাপি উহার তারতম্য রহিয়াছে—দাস অপেক্ষা সখায়, সখা অপেক্ষা মাতাপিতায় এবং মাতাপিতা অপেক্ষা কান্তাগণে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মমত্ববুদ্ধি অধিক। এই তারতম্যানুসারে উঁহাদের প্রেমের মাধুর্য্যেরও তারতম্য। শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম হইয়াও এই দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গাররসের আস্বাদনের জন্য লালায়িত। এই কারণে তিনি যখন মায়িক প্রপঞ্চে লীলা করিতে ইচ্ছা করেন, তখন উক্ত চারি রকমের পরিকরদিগকে সঙ্গে লইয়া যান।

'রস' বলিতে কৃষ্ণসম্বন্ধীয় রতি (দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর)। যখন উহা বিভাব-অনুভাবাদির সহিত মিলনে অপূর্ব্ব আস্বাদন-চমৎকারিতা লাভ করে তখন তাহাকে প্রেমরস বলা হয়। উহার সার বা পরিপুষ্ট অবস্থাকে প্রেমরস-নির্য্যাস বলা হয়। (ক্রমশঃ)

প্রজাপতি দক্ষ ও সতী

(শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত প্রসঙ্গ)

[পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর]

অনন্তর তাহারা সতীর সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে বৃষে আরোহণ করাইলেন। কন্দুক, দর্পণ, পদ্ম প্রভৃতি ক্রীড়োপকরণ, শ্বেতচ্ছত্র, ব্যজন, মাল্য প্রভৃতি রাজোচিত বৈভব এবং দুন্দুভি, শঙ্খ ও বেণু প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র দ্বারা যক্ষপার্ষদ ও অনুচরবৃন্দ সতীকে সুশোভিত করিয়া তাঁহার সহিত চলিতে চলিতে প্রজাপতি দক্ষের যজ্ঞস্থলীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যজ্ঞস্থলীতে প্রবেশ করিয়া সতী ব্যাকুলান্তঃকরণে চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, দেখিতে পাইলেন বৈদিক ব্রাহ্মণগণ বেদধ্বনি করিতেছেন, আবার অন্য দিকে বেদোচ্চারণপূর্ব্বক পশুবধ হইতেছে এবং তাহার কোলাহল শোনা যাইতেছে, যজ্ঞস্থলীর চারিদিকে বিপ্রর্ষি ও দেবতাগণ বসিয়া আছেন এবং অনেক কাষ্ঠ, লৌহ, সোণা, দূর্ব্বাঘাস ও চর্ম্মাদি রচিত ভাণ্ড দেখা যাইতেছে। সতী সকল দর্শনীয় বস্তুর মধ্যে পিতাকে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন, ভ্রমণ করিতে করিতে হঠাৎ পিতার দর্শনলাভ করিয়া আহ্লাদিত হইলেন এবং বুকভরা আশা ভয় আনন্দ মিশ্রিত ভাব লইয়া তাঁহার সম্মুখবর্ত্তিনী হইলেন কিন্তু দক্ষ নিজ কন্যা সতীকে দেখিয়াও কোন প্রকার বাক্যালাপ করিলেন না, গম্ভীর হইয়া মুখ ফিরাইয়া অন্য দিকে চলিয়া গেলেন। সতীর হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হইল। দক্ষ সতীকে সমাদর না করায় যজ্ঞে সমুপস্থিত অভ্যাগতগণ বিস্মিত হইলেন। তাঁহাদের বাক্যালাপ করিবার আকাঙ্ক্ষা থাকিলেও দক্ষের ভয়ে ভীত হইয়া কিছুই বলিতে সাহসী হইলেন না। কেবলমাত্র সতীর

জননী ও ভগ্নীগণ নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারা আনন্দাতিশয্যে সতীকে আলিঙ্গন করিলেন এবং অশ্রুধারায় তাঁহাদের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। কিন্তু পিতার স্নেহ হইতে বঞ্চিত হওয়ায় সতীর সহোদরদিগের আদর কুশল প্রশ্নাদি কিছুই আর ভাল বোধ হইল না। জননী ও মাসীমাগণ স্নেহভরে তাঁহাকে অলঙ্কার,আসন ও বিবিধ যৌতুক দিতে আসিলেও তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। যজ্ঞেতে সকল দেবতাগণ আহূত হইয়াছেন কিন্তু তাহাতে রুদ্রের ভাগ নাই দেখিতে পাইলেন। নিজপতি মহাদেবের প্রতি এই প্রকার অবজ্ঞা দেখিয়া সতী জ্বলিয়া উঠিলেন এবং রোষাগ্নির দ্বারা লোকসমূহ দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দক্ষ নিজ-শ্রমশীলতা ও কর্ম্মনিপুণতার দরুণ অহঙ্কারে মদোন্মত্ত ছিলেন, এজন্য শিবের প্রতি বিদ্বেষযুক্ত হইয়াছিলেন। শিবের প্রতি অনাদর দেখিয়া শিবানুচরবৃন্দ ভূতগণ দক্ষের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিনাশ করিবার জন্য উদ্যত হইলে সতীদেবী তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন। সতী বৈষ্ণবাগ্রগণ্য মহাদেবের প্রতি পিতার অবজ্ঞাসূচক ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হইলেন এবং ক্রোধভরে জগতের প্রজাবৃন্দকে শুনাইয়া বলিতে লাগিলেন,—“হে পিতঃ, যিনি ইহলোকে দেহধারী জীবগণের আত্মস্বরূপ প্রিয়তম, যাঁহার প্রিয় অপ্রিয় কেহ না থাকায় কাহারও সহিত বিরোধ নাই, এই জগতে যাঁহা অপেক্ষা আর কেহ শ্রেষ্ঠ নাই, যিনি সর্ব্বজগৎকারণ সেই শিবের বিদ্বেষাচরণ আপনি ভিন্ন আর কেহই করেন না। হে দ্বিজবর! কোনও কোনও সাধুপুরুষ অপরের দোষসমূহকেও গুণ মধ্যে গ্রহণ করিয়া থাকেন, পক্ষান্তরে আপনার ন্যায় মৎসর ব্যক্তি পরের গুণেও দোষ দর্শন করিয়া থাকে। যাঁহারা যথার্থ দোষগুণের বিচার করেন, তাঁহারা মধ্যম, আর যাঁহারা তুচ্ছ গুণকেও মহৎ বলিয়া প্রশংসা করেন, তাঁহারা মহত্তম। আপনি এই প্রকার সর্ব্বোত্তম ভবের প্রতিও দোষারোপ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই কারণ বায়ু, পিত্ত, কফাত্মক মাংসপিণ্ড জড়দেহেতে আত্মবুদ্ধিকারী অসৎ ব্যক্তি যে নিরন্তর মহাজনগণের নিন্দা করিবে ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যদিও শুদ্ধ ভাগবতগণ নিজ নিন্দা সহ্য করিয়া থাকেন, তাঁহার পাদপদ্মাশ্রিত দাসগণ নিজ প্রভুর নিন্দা কখনও সহ্য করেন না, উঁহারা নিন্দকের তেজ নাশ করিয়া থাকেন। অতএব অসৎ ব্যক্তির মহৎ বিদ্বেষই শোভনীয় কারণ মহৎ বিদ্বেষের দ্বারাই তাহার যথোপযুক্ত প্রতিফল লাভ হইয়া থাকে। অহো, যাঁহারা ‘শিব’ এই দুই অক্ষর একবারও মাত্র উচ্চারণ করে, তাহাদের সর্ব্ববিধ অশুভ আশু বিনষ্ট হয়। যিনি সকলের শাসক এবং অশেষ কল্যাণ-গুণের মূর্ত্তি আপনি দেহাত্মবোধবশতঃ তাঁহাকে নিজ শাস্য জামাতা বুদ্ধি করিয়া শাসন করিতে সাহসী হইয়াছেন এবং নিজে অমঙ্গলস্বরূপ হইয়া মঙ্গলস্বরূপ শিবের নিন্দা সর্ব্বক্ষণ করিতেছেন। আপনি নিশ্চিত জানিবেন মহতের মর্য্যাদালঙ্ঘনকারী হইলে বিশাল-ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন পুরুষেরও সমস্ত যশ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। ব্রহ্মানন্দ প্রার্থী মহদ্‌গণও যে পাদপদ্ম নিরন্তর ভজনা করেন এবং যিনি সকাম পুরুষগণের সকল অভিলাষ পূরণ করিয়া থাকেন সেই বিশ্ববান্ধব ভবের প্রতি আপনি দ্রোহাচরণ করিতেছেন? হে পিতঃ, আপনি যদি ব্রহ্মার পুত্র বলিয়া নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন এবং শিবকে ভূত প্রেত নিশাচরগণের সঙ্গে শ্মশানে বাস করিতে দেখিয়া পাগল ও ঘৃণ্য মনে করেন, তাহা হইলে গুরুতর ভুল করা হইবে, কারণ আপনি যাঁহাকে পূজ্য মনে করেন সেই আপনার পিতা ব্রহ্মাও শিবের চরণ-বিগলিত নির্ম্মাল্যাদি মস্তকে ধারণ করিতে পারিলে নিজকে কৃতার্থ মনে করিয়া থাকেন। শিব আলুলায়িত জটাজাল বিস্তার করিয়া নিশাচরগণের সঙ্গে শ্মশানে থাকিয়া এবং মাল্য,ভস্ম,মৃত মানুষের কপাল ভূষণস্বরূপ ধারণ করিয়া শিবাখ্য হইয়াও সর্ব্বদাই মঙ্গলস্বরূপ। কোন দুর্দ্দান্ত ব্যক্তি ধর্ম্মরক্ষক প্রভুর নিন্দা করিলে প্রভুভক্ত যদি নিন্দাকারীকে বিনাশ করিতে কিংবা স্বয়ং মৃত্যু বরণ করিতে সমর্থ না হন, তাহা হইলে দুই কর্ণ আচ্ছাদন পূর্ব্বক সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য। আর যদি সমর্থ হন তাহাহইলে ঐ অসতের অহিত-বাক্য উচ্চারণকারী জিহ্বাকে বলপূর্ব্বক ছেদন করাই কর্ত্তব্য এবং তদনন্তর প্রাণও পরিত্যাগ করা উচিত—ইহাই একমাত্র প্রভুভক্তের ধর্ম।

সুতরাং হে পিতঃ ! আমি স্থির সঙ্কল্প করিয়াছি শিব-বিদ্বেষী আপনার ঔরসজাত আমার এই দেহকে আমি আর ধারণ করিব না। পণ্ডিতগণ বলেন যদি অজ্ঞানবশতঃ কেহ কোনও নিন্দিত বস্তু ভক্ষণ করিয়া ফেলে যেমন বমনদ্বারাই তাহার বিশুদ্ধি হয়, তদ্রূপ আমি এই নিন্দিত কলেবর পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধিতা লাভে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। যিনি আত্মানন্দেই বিভোর এবং সম্যক বিরক্ত পুরুষ তাঁহার বুদ্ধি কখনও বেদোক্ত বিধিনিষেধের অনুবর্ত্তী হয় না। হে পিতঃ, শিবের অধিকার ও আপনার অধিকার এক নহে। আপনি সকাম কর্ম্মী হওয়ায় বেদের বিধি নিষেধাত্মক কর্ম্ম-কাণ্ড বিচারে আবদ্ধ, পক্ষান্তরে শিব মহাভাগবত, শ্রীহরির নিষ্কাম ভক্ত হওয়ায় কর্ম্মকাণ্ডীয় বিধি-নিষেধাত্মক অনুশাসনের দ্বারা তাঁহার ক্রিয়াসকল বুঝিতে যাওয়া মূর্খতা হইবে। যেরূপ দেবতা ও মনুষ্যের গতি পরস্পর পৃথক, তদ্রূপ প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত ধর্ম্মযাজীর প্রয়োজন প্রাপ্তির তারতম্য আছে। অতএব প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি-লক্ষণাত্মক ধর্ম্মে অবস্থিত ব্যক্তি একে অপরের নিন্দা করিবে না। প্রবৃত্ত অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি, নিবৃত্ত অর্থাৎ শমদমাদি, উভয়বিধ কর্ম্মই সত্য বটে, কারণ বেদে বিশেষ বিবেচনার পর উভয়বিধ কর্ম্মেরই ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। আবার উভয়বিধ কর্ম্মই যুগপৎ এক কর্ত্তাতে পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইয়া থাকে। ভোগ ও বিরাগ উভয়ই প্রাকৃত, পরস্পর প্রতিক্রিয়াশীল। সুতরাং বৈষ্ণবরাজ শিবে ভগবৎসেবা ব্যতীত প্রাকৃত কর্ম্ম সম্ভব নহে। হে পিতঃ ! অণিমাদি অষ্টাদশ সিদ্ধি আমাদের আশ্রিত, আপনাদের নাই। আপনাদের ঐশ্বর্য্য যজ্ঞশালাতেই আবদ্ধ থাকে, অগ্নিগণই সেই ঐশ্বর্য্য ভোগ করেন, তাঁহারাই সেই ঐশ্বর্য্যের প্রশংসা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের ঐশ্বর্য্য আমাদের ইচ্ছাধীন। চতুঃসন-নারদাদি ইচ্ছা না করিলেও সেই ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অধিক কি আর বলিব? আপনি শিববিদ্বেষী, সুতরাং আপনার দেহ হইতে উৎপন্ন আমার এই কুৎসিৎ দেহে কোনও প্রয়োজন নাই। আপনি কুজন, আপনার সহিত সম্বন্ধ থাকায় আমি বড়ই লজ্জিতা। মহজ্জনের অপ্রিয়কর্ত্তা হইতে যে জন্ম হয়, সেই জন্মে ধিক্। ঐশ্বর্য্যশালী বৃষধ্বজ শিব যখন পরিহাসচ্ছলে আমাকে 'দাক্ষনন্দিনী' বলিয়া সম্বোধন করেন, তখন আপনার সহিত আমার সম্বন্ধের কথা মনে হইলে আমি অতিশয় দুঃখিত-চিত্ত হইয়া পড়ি, রহস্যের সময় হইলেও আমি আর তখন হাস্য করিতে পারি না। অতএব আমি আপনার অঙ্গ হইতে উৎপন্ন মৃতদেহের ন্যায় এই ঘৃণিত দেহকে নিশ্চয়ই পরিত্যাগ করিব।" সতী যজ্ঞস্থানে পিতা দক্ষকে এইরূপ বাক্য বলিয়া মৌন হইলেন। তৎপর তিনি পীতবস্ত্রদ্বারা দেহকে সম্যক প্রকারে আচ্ছাদিত করিয়া উত্তরমুখী হইয়া উপবেশন করিলেন এবং জলস্পর্শপূর্ব্বক আচমন করিয়া চক্ষুর্দ্বয় নিমীলন পূর্ব্বক যোগপথে প্রবিষ্ট হইলেন। বিশুদ্ধ-স্বভাবা সতী প্রথমতঃ আসন জয় করিয়া ঊর্দ্ধ ও অধোবৃত্তি-কর প্রাণ ও অপানবায়ুকে নিরোধদ্বারা নাভিচক্রে একরূপ করিলেন, পরে উদানবায়ুকে ধীরে ধীরে উত্তোলনপূর্ব্বক বুদ্ধির সহিত হৃদয়ে স্থাপন করিলেন, অবশেষে কণ্ঠমার্গদ্বারা ঐ প্রাণাদি বায়ুকে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থলে লইয়া গেলেন। মহৎ ব্যক্তিগণেরও পূজ্যতম শ্রীরুদ্র যে দেহকে আদর করিয়া পুনঃ পুনঃ ক্রোড়ে স্থাপন করিতেন, আজ রুদ্রাণী দক্ষের প্রতি রোষপরবশ হইয়া সেই দেহকে পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছায় পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সমস্ত অবয়ব মধ্যে অগ্নি ও বায়ুকে রুদ্ধ করিলেন। অনন্তর অনর্থ নির্ম্মুক্তা সতীদেবী নিজ স্বামী জগদ্গুরু শম্ভুর পাদপদ্মের মকরন্দরূপ মাধুর্য্য চিন্তা করিতে করিতে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্ত ব্যতীত ইতর দর্শন-রহিত হইলেন, তাঁহার দেহ সমাধিজাত অগ্নির দ্বারা সদ্য প্রদীপ্ত হইল। আকাশে ও পৃথিবীতে যাঁহারা এই আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিতেছিলেন, তাঁহাদের নিকট হইতে সুমহান 'হা' 'হা' রব সমুত্থিত হইল। সকলেই কহিতে লাগিলেন— 'হায় বৈষ্ণববিদ্বেষী পিতা প্রজাপতি দক্ষের প্রতি ক্রোধযুক্ত হইয়া মহাদেবের প্রিয়া সতীদেবী প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। অহো ! দক্ষের দুর্জ্জনতা কি প্রকার দেখুন, চরাচর জগৎ দক্ষ প্রজাপতির প্রজা অর্থাৎ পুত্রকন্যার ন্যায় তাঁহার পাল্য ও স্নেহভাজন কিন্তু কি অসম্ভব কথা দেখুন উহার ঔরসজাত কন্যা সম্মানের যোগ্যাপাত্রী মনস্বিনী রুদ্রাণী উহারই অবমাননায় প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। এই ব্যক্তি

অত্যন্ত নিষ্ঠুরহৃদয় ও ব্রহ্মদ্রোহী। জগতে ইহার অপযশ বিস্তৃত হইল এবং পরলোকে ইহার দণ্ডলাভ হইবে, যেহেতু এই বৈষ্ণবদ্বেষী দক্ষ নিজকৃত অবজ্ঞাহেতু আত্মজা কন্যা দেহত্যাগে উদ্যত হইয়াছেন দেখিয়াও তাঁহাকে কোন প্রকারে নিবারণ করিলেন না।'

ইতিমধ্যে সতীর অনুচরবৃন্দ অস্ত্র শস্ত্র উত্তোলনপূর্ব্বক দক্ষকে বিনাশ করিবার জন্য 'মার' 'মার' শব্দে ধাবমান্ হইল। ঐশ্বর্য্যশালী ভৃগু সেই সকল ধাবমান্ প্রমথগণের প্রবলবেগে আগমন দর্শন করিয়া যজ্ঞনাশক যজুর্ব্বেদোক্ত মন্ত্রদ্বারা দক্ষাগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলেন। যজ্ঞপুরোহিত ভৃগু আহুতি প্রদান করিলে সহস্র সহস্র 'ঋভু' নামক দেবতাগণ যজ্ঞকুণ্ড হইতে বেগে উত্থিত হইলেন। ঐ দেবতাগণই তপস্যাপ্রভাবে সোমত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মতেজে দেদীপ্যমান জলন্ত কাষ্ঠরূপ অস্ত্রধারী সেই দেবতাবৃন্দ ও প্রমথগণের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কিন্তু দেবতাগণের প্রবল প্রহার সহ্য করিতে না পারিয়া প্রমথ ও গুহ্যকগণ যে যেদিকে পারিল পলায়ন করিল। মহর্ষি নারদ উক্ত দুঃসংবাদ শ্রীরুদ্রের নিকট যাইয়া জ্ঞাপন করিলেন। "ভবানী প্রজাপতি দক্ষের নিকট অবমানিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং ঋভু নামক দেবতাগণ তাঁহার পার্ষদসৈন্যগণকে যজ্ঞভূমি হইতে বিতাড়িত করিয়াছেন'— নারদের মুখে এই কথা শুনিয়া রুদ্র অতিশয় ক্রোধান্বিত হইলেন। মহাদেব দারুণ ক্রোধে স্বীয় ওষ্ঠপুট দংশন করিতে লাগিলেন। সেই ক্রুদ্ধ ধূর্জ্জটি তড়িৎ ও বহ্নিশিখার ন্যায় উগ্রদীপ্তিশালিনী জটা মস্তক হইতে উৎপাটিত করিয়া গাত্রোত্থান করতঃ গভীরশব্দে অট্টহাস্য করিতে করিতে ঐ জটাকে ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন। তখনই ঐ জটা হইতে বৃহৎকায় কপালমালী বীরভদ্র উদ্ভূত হইয়া মস্তক দ্বারা আকাশ স্পর্শ করিলেন, তাঁহার তিনটি চক্ষু তিনটি সূর্য্যের ন্যায় এবং কেশকলাপ বহ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইতেছিল। তিনি সহস্র বাহুতে বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র উত্তোলন করিলেন। বীরভদ্র কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন,—'প্রভো! আজ্ঞা করুন, কি করিতে হইবে।' ঐশ্বর্য্যশালী ভূতপতি রুদ্র বীরভদ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "হে ভয়ঙ্কর, হে যুদ্ধকুশল, তুমি আমার পক্ষের যোদ্ধৃবৃন্দের অধিনায়ক হও এবং দক্ষকে তাহার যজ্ঞের সহিত বিনাশ কর। তুমি আমার অংশে উৎপন্ন হইয়াছ।" বীরভদ্র কুপিত শ্রীরুদ্রের এবম্বিধ আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন, সেই সময় তাঁহার অপ্রতিহত বেগের প্রাদুর্ভাব হইল, তাহাতে তিনি আপনাকে মহাবলিষ্ঠেরও বল সহ্য করিতে সমর্থ বলিয়া বোধ করিলেন। তদনন্তর সেই বীরভদ্র ভীষণ শব্দকারী রুদ্রের অনুচরবর্গের সহিত মিলিত হইয়া ভয়ানক গম্ভীর নিনাদ করিলেন এবং জগদন্তক মৃত্যুরও মৃত্যুস্বরূপ ত্রিশূল উত্তোলন করিয়া দক্ষযজ্ঞের প্রতি প্রবলবেগে ধাবিত হইলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিগ্রহতত্ত্ব ও ব্যুৎপরস্তবাদ

(শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, বি-এস্ সি)

শ্রীভগবদ্বিগ্রহ বা শ্রীভগবন্নামের অনুকরণ (copy) হয় না। অনুকরণের মধ্যে শ্রীনাম ও শ্রীবিগ্রহ নাই। চিৎকণ জীবের হৃদয় বলিয়া একটী স্থান আছে। ভগবান্ জীবের শুদ্ধ সত্ত্বোজ্জ্বল সেবোন্মুখ হৃদয়ে স্বতঃ প্রকাশিত সচ্চিদানন্দাকার। শ্রীভগবানের প্রাকট্য জগতের কল্যাণ-কামী বিবুধ জনগণের বিশেষ প্রার্থনাতেই সম্ভব হইয়া থাকে। শ্রীনাম, শ্রবিগ্রহ ও শ্রীস্বরূপে কিছুমাত্র ভেদ নাই। শ্রীবি-গ্রহ দর্শনে, স্পর্শনে ও সেবনে জীব যাবতীয় দৈন্তদশা হইতে পরিত্রাণ লাভ করতঃ বৈকুণ্ঠস্বরূপে প্রকাশিত হইতে পারেন। শ্রীবিগ্রহে বিশ্বাসহীন ব্যক্তি যবনসম ও শোচ্য। যবনের ভগবদ্বিশ্বাস যাহা আছে তাহা নিজের ভোগস্বার্থের অনুকূলে বলিয়া শ্রীবিগ্রহে বিশ্বাস নাই। শ্রীবিগ্রহ মানিলেই তাঁহার স্বতন্ত্র ভোগ স্বীকার করিতে হয়, সেবা পরিচর্য্যা করিতে হয়। তাহাতে নিজের ভোগ কমিবে বই বাড়িবে না। এই জন্য তাহাদের বিচার, যদি ঈশ্বর থাকে থাকুক কিন্তু তাহা অবশ্যই impotent অর্থাৎ নিঃশক্তিক ও নির্ব্বিশেষ। আমার ভোগ সরবরাহকারীই আমার ঈশ্বর, আমি তাহারই পূজা (?) করিব। এবম্বিধ ভোগবাদময় যবনরাজ্য আজ পৃথিবী অধিকার করতঃ আকাশ বাতাস কলুষিত করিয়া নিরীহ জীবহৃদয়ে শয়তানের প্রতিষ্ঠায় হাতে তালি দিয়া হাস্য করিতেছে।

শ্রীবিগ্রহ বা শ্রীনামের উপাসনা ও প্রতীক পূজা এক নহে। প্রতীক পূজার প্রচলন ন্যূনাধিক সর্ব্বশ্রেণীর ও সর্ব্বদেশের মানবের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয় খৃষ্টান ক্রুশের পূজা করেন, মুসলমান শূন্যরূপ বৃহদ্দ্যুতের পূজা করেন, বৌদ্ধ বুদ্ধের প্রতিকৃতিতে সম্মান প্রদর্শন করেন, নির্ব্বিশেষ-বাদী শঙ্করানুগতগণ দেবদেবীর প্রতীক নির্ম্মাণ করতঃ পূজাবুদ্ধি করিয়া থাকেন এবং বেদতাৎপর্য্যনিষ্ঠ বৈষ্ণবগণ শ্রীভগবদ্বিগ্রহের আরাধনা করিয়া থাকেন। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় শুদ্ধ সনাতনধর্ম্মাবলম্বী বা বৈষ্ণবগণ ব্যতীত সমাজের অন্যান্য স্তরের উপাসনাকারিগণ যে বিচারে প্রতীক পূজা করিয়া থাকেন তাহা ব্যুৎপরস্তবাদ বা জড়বাদ হইতে পৃথক নহে। সাধারণের বিচার 'সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণঃ রূপ কল্পনম্।' অর্থাৎ ব্রহ্মের রূপাদি নাই, আমরাই সাধনারম্ভে চিত্তের একাগ্রতা সংরক্ষণের জন্য তাঁহার সাময়িক রূপ কল্পনা করিয়া থাকি মাত্র। প্রতীকাদির নির্ম্মাণে তাহাতে তৎকালিক পূজ্যবুদ্ধির উদয় করাইয়া পরে কার্য্য সমাপ্তিতে তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিবার বাসনা দুষ্টজনাশ্রিত সাধকের বদ্ধমূল থাকে বলিয়া তাহাদের পূজা কখনই ভক্তি-পর্য্যায়ে গৃহীত হইতে পারেনা। পরন্তু উহা তাহাদের জড়মনেরই একটী সাময়িক বিকারমূলে কপটতামাত্র। কিন্তু চিত্তবিকৃতিতে তত্ত্ব-বিকৃতি হইবে কেন? শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহ নিত্য ও পরমমুক্তগণেরও সেব্য। "মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।" বাক্য হইতে শ্রীভগবদ্বিগ্রহের নিত্যতা ও উপাদেয়তাই স্বীকৃত হয়। প্রেমিক ভক্তের আনুগত্যেই শ্রীবিগ্রহ-সেবায় জীবের অধিকার লাভ হয়। প্রতীক দর্শনে বস্তুভাবের কিঞ্চিদুন্মেষ হইলেও প্রতীক কিন্তু বস্তুর মায়ামাত্র বলিয়াই জানিতে হইবে পরন্তু শ্রীবিগ্রহ সাক্ষাদ্ভগবদ্বস্তু। প্রতীক পূজার নৈরাশ্য শ্রীবিগ্রহারাধনে নাই, পরন্তু তদ্দ্বারা শ্রীহরিতে উত্তরোত্তর প্রেমের গাঢ়তাই বর্দ্ধিত হয়। প্রতীকপূজা আরোহবাদীর একটী স্থূল পারমার্থিক প্রচেষ্টামাত্র এবং শ্রীবিগ্রহ সেবার মর্ম্ম একমাত্র একান্ত পারমার্থিক অবরোহবাদাশ্রয়ী শরণাগত-জনেরই অবগতির বিষয় হইয়া থাকে।

প্রেমামৃত পরিতৃপ্ত পরমবিরক্ত শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী। তাঁহারই প্রেমের গাঢ়তায় শ্রীশ্রীগোপাল বিগ্রহের

প্রাকট্য। "বহুদিন তোমার পথ করি নিরীক্ষণ। কবে আসি মাধব আমা করিবে সেবন ॥ তোমার প্রেমবশে করি সেবা অঙ্গীকার। দর্শন দিয়া নিস্তারিব সকল সংসার ॥"—উক্তি ভক্ত-প্রেমবশ ভগবানের একটী প্রেম প্রচারণ লীলা বিশেষ। বস্তুতঃ শ্রীভগবান পূর্ণ হইলেও ভক্ত সঙ্গের অভাব বোধের মধ্যেই তাঁহার স্বরূপ মাধুর্য্যের অনন্ত-প্রকাশ লক্ষ্যের বিষয় হইয়া থাকে। ভগবান ভক্তের সেবাধীনতা স্বীকার করিয়া তাঁহাকে অধিকতর-রূপে আকর্ষণ করতঃ নিজেও ভক্তস্বরূপে অধিকতররূপে আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। ইহাও শ্রীবিগ্রহতত্ত্বের একটী রহস্য। শ্রীগোপালদেব বলিলেন "পুরী আমার তাপ নাহি যায়। মলয়জ চন্দন লেপ তবে সে জুড়ায় ॥ মলয়জ আন যাইয়া নীলাচল হইতে। অন্যে হইতে নহে তুমি চলহ ত্বরিতে ॥" গোপাল-সুখে সুখী বৃদ্ধ পুরী গোস্বামী নিজের অসুবিধার দিক বিন্দুমাত্র গণনার মধ্যে না আনিয়া গোপালের আদেশে সুদূর পূর্ব্বসীমান্তে পদব্রজে চন্দন কর্পূর সংগ্রহের জন্য যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে ভক্ত-সুখতাৎপর্য্যময় ভগবান শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহরূপে ভক্তের জন্য ক্ষীরচুরি করিয়া 'ক্ষীরচোরা' নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। এতৎসমুদয় ঘটনাবলী হইতেও সন্দেহের অবকাশ থাকেনা যে প্রেমের কত গভীরতায় শ্রীবিগ্রহতত্ত্বের প্রকাশ হয়। আবার অন্যত্র শ্রীবিগ্রহতত্ত্বের অখণ্ডত্ব ও অদ্বয়ত্ব প্রকাশ করিয়া ভগবান জানাইলেন,

> "গোপাল আসিয়া কহে শুনহ মাধব।
> কর্পূর চন্দন আমি পাইলাম সব ॥
> কর্পূর সহিত ঘষি এসব চন্দন।
> গোপীনাথের অঙ্গে সব করহ লেপন ॥
> গোপীনাথ আমার সে একই অঙ্গ হয়।
> ইঁহাকে চন্দন দিলে আমার তাপক্ষয় ॥
> দ্বিধা না ভাবিহ না করিহ কিছু মনে।
> বিশ্বাস করি চন্দন দেহ আমার বচনে ॥"
>
> —চৈঃ চঃ।

শ্রীপুরী তদ্রূপই করিলেন। আজন্ম সেবা-চেষ্টা বিশিষ্ট শ্রীপুরী এত সেবা করিয়াও নির্য্যাণকালে ক্রন্দন করিতে করিতে 'অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে। হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম ॥" উক্তিদ্বারা আরও অধিকতর সেবার সুযোগ প্রাপ্তির জন্য ব্যগ্রতা দেখাইয়া প্রেমের চমৎকারিতা ও নিত্যতা প্রদর্শন করিলেন এবং বস্তুর অভাববোধের মধ্যেই বস্তুর চরম প্রাকট্য লক্ষ্য করিবার সুযোগ প্রদানে জগৎকে কৃতার্থ করিলেন। এইমত শ্রীসাক্ষী গোপালের কথা, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ, শ্রীমদনমোহন, শ্রীরাধারমণ আদি শ্রীভগবদ্বিগ্রহের মাধুর্য্যপূর্ণ কথায় দশদিক অদ্যাপিও মুখরিত হইয়া রহিয়াছে। ভক্ত চেষ্টাপূর্ণ ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর কীর্ত্তন করিলেন "প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাদ্‌ব্রজেন্দ্রনন্দন।" ইত্যাদি।

এবম্বিধ কত প্রেমকাহিনী ভারতভূমিতে প্রতিনিয়ত শ্রুত ও কীর্ত্তিত হইতেছেন। যাহা রূপান্তরিত হইয়া দেশান্তরে ঘুম পাড়ানী গল্পের (cradle tales সৃষ্টি করিলেও অবিকৃত স্বরূপে ভক্তির উপাদানরূপে নিত্যকাল ভক্তসুখই-বর্দ্ধন করিয়া থাকেন। যেখানে মানব চিত্তের প্রবেশ নাই এবং যতদিন প্রবেশ না হয় ততদিনই অজ্ঞাতভূমির বাস্তব দিকও রূপকথায় আবর্ত্তিত হয়, কিন্তু বস্তুর মায়াপনোদনে তাঁহার অতিমর্ত্ত্য-স্বরূপ সৌভাগ্যপুষ্ট শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল হৃদয়ে চিরবিস্তৃতি লাভ করে। বস্তুতঃ যে সকল ইন্দ্রিয়গ্রাম বর্ত্তমানে আমাদিগকে বস্তুবিষয়ক জ্ঞান প্রদানে সচেষ্ট তাহারা অসম্পূর্ণ হইলেও তাহাদের গতিবিধিতে এমন কতগুলি লক্ষণ প্রকাশিত হয় যাহার extension বা অগ্রগতি চিদ্রাজ্যের চিন্ময় ব্যাপার সমূহকে উদ্ঘাটিত করিয়া ইন্দ্রিয়গ্রামের চিন্ময়তাকেও পরিস্ফুট করিয়া তোলে এবং জীবহৃদয়কে অন্তর্জগতের দিকে আকর্ষণ করে। চিদিন্দ্রিয়ের পরিপূর্ণ প্রাকট্যে জড়েন্দ্রিয়ের কার্য্য স্থগিত হইলে বৈকুণ্ঠচেষ্টাসমূহ উপাদেয় হয় এবং ব্যুৎপরস্তুবাদের পরিপূর্ণ নিরাশ হয়।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

শ্রীব্যাসপূজাবাসরে প্রশস্তি

[প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিতাংশের অনুসরণে]

(ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ, এম্-এ)

মাধুর্য্যোজ্জ্বল প্রেমাঢ্য প্রভুপাদকে নমস্কার। মধুররসে বিভাবিত রহিয়া প্রভুপাদ আরাধ্য ভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দনকে তাঁহার নিত্যকিঙ্করী শ্রীরূপমঞ্জরীর আনুগত্যে প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদন করাইতেছেন। সেজন্য তিনি মাধুর্য্যরসের দ্বারা দীপ্তিমান্ উজ্জ্বল প্রেমভক্তি-সম্পদের ভাণ্ডারী। শ্রীভগবান্ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য্য এই চারিভাবের ভক্তের প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদন করিয়া থাকেন। সকল রসই নির্ম্মল, কারণ কাহারও প্রেমেই স্বসুখবাসনার গন্ধমাত্র নাই, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সুখের নিমিত্তই তাঁহাদের সর্ব্ববিধ প্রচেষ্টা। কিন্তু মমতা-বুদ্ধির তারতম্য অনুসারে এই চতুর্ব্বিধ ভাবের পার্থক্য আছে। দাস্য অপেক্ষা সখ্যে, সখ্য অপেক্ষা বাৎসল্যে, বাৎসল্য অপেক্ষা মধুরে মমতাবুদ্ধির গাঢ়তা বেশী। এই গাঢ়তা অনুসারে ভক্তের শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের জন্য উৎকণ্ঠার তারতম্য ও সেবাসম্বন্ধীয় বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম করার ক্ষমতারও তারতম্য আছে। দাস্যভাবের ভক্ত শ্রীকৃষ্ণকে প্রভু বলিয়া মনে করেন এবং এই ভাবেই তাঁহার প্রীতিবিধানের চেষ্টা করেন, ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের প্রভুজনোচিত গৌরববুদ্ধি কিছু থাকে—"শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রভু, আমি তাঁহার দাস"—এইরূপ ভাব। এই গৌরববুদ্ধিজাত সঙ্কোচবশতঃ তাঁহাদের সেবাবাসনা সঙ্কুচিত হয়—দাসের পক্ষে যতটুকু সেবা সম্ভব তদতিরিক্ত কিছু করিতে পারেন না।

সখ্যভাবে দাস্য অপেক্ষা মমতাবুদ্ধির আধিক্য সেজন্য ইহাতে গৌরববুদ্ধিজাত সঙ্কোচের ভাব নাই—শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এই বিচার তাঁহাদের মনে আসেনা—তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের তুল্যই জ্ঞান করেন। এই তুল্যতাজ্ঞান শ্রীকৃষ্ণে অবজ্ঞা নহে পরন্তু উহার হেতু প্রীতি ও মমতাবুদ্ধির আধিক্য। এই তুল্যতাবুদ্ধি হেতু সখ্যভাবের ভক্তগণ কখনও বা শ্রীকৃষ্ণকে স্কন্ধে বহন করেন আবার কখনও শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধেও আরোহণ করেণ। এই ভাবের ভক্তগণের শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির জন্য সেবা আছে বটে কিন্তু এই সেবা দাস্যরসের সেবার ন্যায় গৌরববুদ্ধিতে নহে উহা মমতাধিক্য-বশতঃ তুল্যতাবুদ্ধিতে। সঙ্কোচহীন, গৌরববুদ্ধিহীন বিশ্বাসময় ভাবই সখ্যের বিশেষত্ব।

বাৎসল্যে সখ্য অপেক্ষাও মমতাবুদ্ধি অধিক। এই-ভাবের ভক্ত নন্দ-যশোদাদি পরিকরগণ আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা বড় মনে করেন। শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের লাল্য, পাল্য ও অনুগ্রাহ্য এবং আপনাদিগকে তাঁহার লালক ও পালক মনে করেন—শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলকামনায় তাঁহাকে তাড়ন-ভর্ৎসনাদিও করিয়া থাকেন।

সখ্যভাবে প্রীতিতে বিশ্বাস থাকা চাই অর্থাৎ আমরা শ্রীকৃষ্ণকে আমাদের তুল্যজ্ঞান করিতেছি, তাঁহার কাঁধে চড়িতেছি, তাঁহার মুখে উচ্ছিষ্ট ফল দিতেছি—উহাতে কৃষ্ণ প্রীত হন, কখনও অসন্তুষ্ট হন না—এইরূপ বিশ্বাস। যখনই এই বিশ্বাসের অভাব হইবে তখনই সখ্যভাব সঙ্কুচিত হইয়া পড়িবে। বাৎসল্যভাবে "শ্রীকৃষ্ণ তুষ্ট হইবেন কিংবা রুষ্ট হইবেন এই বিচারই মনে আসে না, শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলের জন্য যাহা আমার করার দরকার তাহাই করিব" এইরূপ ভাব। সন্তানের শৈশবে বা পৌগণ্ডে মাতার মনে যে সকল ভাব জাগ্রত হয় সেই সমস্ত ভাবের অনুরূপ সেবাই বাৎসল্য

রসাশ্রিত পরিকর ভক্তগণের মধ্যে লক্ষিত হয়। সুতরাং বাৎসল্য-দাস্যের সেবায়, সখ্যের সঙ্কোচহীনতা ত আছেই অধিকন্তু মমতাধিক্যবশতঃ শ্রীকৃষ্ণে লাল্যভাব।

মধুরভাবে দাস্যের সেবা, সখ্যের সঙ্কোচহীনতা, বাৎসল্যের লালন আছেই অধিকন্তু শ্রীকৃষ্ণকে নিজ কান্ত বা প্রাণবল্লভ-ভাবে মমতাধিক্যবশতঃ নিজাঙ্গ দ্বারা সেবাও আছে। অঙ্গসঙ্গদানাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা ও প্রীতিসম্পাদন মধুর-ভাবের প্রধান গুণ শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সীরাই এই ভাবের আশ্রয়। এই ভাবেই শ্রীকৃষ্ণের পরিপূর্ণ সেবা পাওয়া যায়—'পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হইতে'—(চৈঃ চঃ)।

মধুরভাবের একটী বৈশিষ্ট্য এই যে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এই তিন ভাবের প্রত্যেকটীতে একটী সম্বন্ধের অপেক্ষা আছে—সম্বন্ধের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া সেবা করিতে হয় সেজন্য সেবা সম্যকভাবে প্রকাশিত হইতে পারে না। মধুরভাবের সেবায় এরূপ কোন সম্বন্ধের অপেক্ষা নাই—কৈশোর বা যৌবন-সুলভ বিশেষ ভাবগুলি কেবলমাত্র প্রেয়সীর নিকট প্রকাশিত হইতে পারে। প্রেয়সিগণও সেই সমস্ত ভাবানুকূল সেবা দ্বারা প্রাণবল্লভের প্রীতিবিধান করিয়া থাকেন। দাস, সখা, মাতাপিতার সেবাও প্রীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও সেই প্রীতি স্বচ্ছন্দগতিতে প্রকাশিত হইতে পারে না। তাঁহাদের সম্বন্ধ আসিয়া বাধা জন্মায়। কিন্তু প্রেয়সীদিগের কান্তভাবের সেবায় এরূপ কোন বাধাবিঘ্নজনক ভাব নাই। তাই তাঁহাদের প্রীতিমূলক সেবা অবাধ গতিতে বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রিয়, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী। দাস, সখা, মাতাপিতাদের সম্বন্ধের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার প্রেয়সীদিগের সম্বন্ধে স্বরূপগত স্বাভাবিক ভাব—প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানই একমাত্র কাম্য, অন্য কোন কামনা তাঁহাদের নাই—তাঁহারা "কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে"—সেই বাঞ্ছা পূরণ করিতে কোনও বিধি নিষেধ কান্তাভাবের সম্বন্ধমধ্যে নাই। সেজন্য মধুরভাবের সেবা দাস্য সখ্য বাৎসল্যাদি সেবা অপেক্ষা অনেক বেশী। ব্রজাঙ্গনাদের মধ্যে এই সেবা পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত—বেদধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম, সমাজধর্ম্ম, আর্য্যপথ, স্বজন-শাসন কোন বাধাই এই ভাবাশ্রয়া সেবাকে সঙ্কুচিত করিতে পারে না—সমস্ত বাধা উপেক্ষা করিয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণোদ্দেশে ছুটিয়াছেন। রাগমার্গের এই মধুর রসের সেবা অত্যন্ত উচ্চস্তরের, উহা শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপরিকরদিগের মধ্যে লক্ষিত হয়।

(ক্রমশঃ)

শুদ্ধভক্তিমঠে সাধনের সুযোগ

[শ্রীগোপীরমণদাস বিদ্যাভূষণ]

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী প্রভু 'গুরু-পাদাশ্রয়', 'তস্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদি শিক্ষণং', 'বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা' এই তিনটী অঙ্গকে 'এবং প্রধানমেবোক্তং গুরুপাদাশ্রয়াদিকং' বাক্যে মুখ্য ভক্ত্যঙ্গ বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন এবং 'অন্যাস্তত্র প্রবেশায় দ্বারত্বেঽপ্যঙ্গ বিংশতে' বাক্যে শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী গুরুপাদাশ্রয়াদি দশটী অন্বয় এবং 'সঙ্গত্যাগো বিদূরেণ ভগবদ্বিমুখৈর্জনৈঃ' প্রভৃতি দশ নিষেধ বিধি একত্রে বিংশতি অঙ্গকে ভক্তিরাজ্যে প্রবেশের দ্বারস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। পদ্মপুরাণে কথিত হইয়াছে :—

'স্মর্ত্তব্য সততং বিষ্ণুবিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধি-নিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥'

অর্থাৎ সদা বিষ্ণু স্মরণই বিধি এবং বিষ্ণু বিস্মৃতিই নিষেধ। সমস্ত বিধি নিষেধ উক্ত মূল বিধি এবং নিষেধের অনুগামী কিঙ্কর। অতএব শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর নিষেধ-বিধি কনিষ্ঠ অধিকারীর মঙ্গলের জন্য, ইহা উন্নত সদা কীর্ত্তনশীল সদ্‌গুরুর চরণাশ্রিত ও সদ্‌গুরুদ্বারা দীক্ষিত এবং ভক্তি শাস্ত্রে শিক্ষিত এবং সদ্‌গুরুর বিশ্রব্ধ অনন্য ভক্তগণের উপর প্রযোজ্য নহে। তাহাদিগের জন্য বেদের কোন বিধি নিষেধই বিধিকরী নহে।

'আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ॥'
—ভাঃ ১১।১১।৩২।

শাস্ত্রে দ্বিবিধ জীবের পরিচয় পাওয়া যায়। একশ্রেণীর জীব ব্রহ্মাণ্ডের বিবিধ উচ্চ এবং অধঃ লোকে বাস করিয়া স্থুল এবং সূক্ষ্ম দেহে সংসারের পাপ পুণ্য ফল ভোগ করে, অন্য শ্রেণী ইহাদের হইতে বিলক্ষণ স্বভাবযুক্ত দৈক্ষ্যাদি-ক্রমে হংস বা পরমহংস কুলজাত ব্রজগোলোক বৃন্দাবনের বা নিগম-কল্পারণ্য বা বেদারণ্যের অধিবাসী এবং শুক বা শুদ্ধ শ্রবণগুরুর কীর্ত্তিত নিগম-কল্পবৃক্ষের গলিত রসময় উচ্ছিষ্টের আস্বাদনকারী।

'দ্বে অস্য বীজে শতমূলস্ত্রিনালঃ পঞ্চস্কন্ধঃ পঞ্চরসপ্রসূতিঃ।
দশৈকশাখো দ্বিসুপর্ণনীড়স্ত্রিবল্কলো দ্বিফলোঽর্কং প্রবিষ্টঃ॥
অদন্তি চৈকং ফলমস্য গৃধ্রাগ্রামেচরা একমরণ্যবাসাঃ।
হংসা য একং বহুরূপমিজ্যৈর্মায়াময়ং বেদ স বেদ বেদম্॥'
ভাঃ ১১।১২।২২-২৩।

অতএব এই নিগমকল্পারণ্যবাসী শ্রীগুরুপাদপদ্ম যে কোন লোকের যে কোন স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক নিগম-কল্পারণ্য-বিহারী চিল্লীলামিথুন শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাসবিষয়িণী কথা সংকীর্ত্তনাখ্য যজ্ঞে অনুসেবন করেন সেইস্থানই মঠ বা তঁাহার আশ্রম। ত্রিতাপগ্রস্ত চতুর্দ্দশ ভুবনের যে কোন জীবকে যদি ত্রিতাপের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে হয়, তিনি ব্রহ্মলোক, তপলোক, জনলোক, মহর্লোক, স্বর্গলোক কিংবা যে কোন লোকের অধিবাসীই হউন না কেন তাহাকে এই ব্রজবাসী গুরুর চরণ আশ্রয় করিয়া তঁাহার মুখপদ্ম হইতে শ্রুত রাধাকৃষ্ণ বিলাসের অনুকীর্ত্তন করিতে হইবে। বেদ বলেন (ছাঃ উঃ ১।১।৭) 'আপয়তো হ বৈ কামানাং ভবতি য এতদেবং বিদ্বান্ অক্ষরমুদ্গীথমুপাস্তে॥' কারণ রাগানুগা মার্গ ব্যতীত বেদ কিংবা স্মৃতিশাস্ত্র রাধাকৃষ্ণ উপাসনার অন্য পদ্ধতি বা প্রণালী স্বীকার করেন না। বেদান্ত (৩।২।২৪) 'অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্' অর্থাৎ সম আরাধন বা সহ আরাধন অর্থাৎ রাগানুগামার্গে রাধাকৃষ্ণ আরাধনই প্রত্যক্ষ বা শ্রুতি শাস্ত্র এবং অনুমান বা স্মৃতি-শাস্ত্রের অভিপ্রায়। সদগুরুর চরণাশ্রয় করাই জীবমাত্রের উপর বেদের বিধি। মুঃ উঃ (১।২।১২) 'পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণোনির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন। তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥' ইহাকেই সরলভাবে শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করিয়াছেন—

'তস্মাৎ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসু শ্রেয়ঃ উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥

ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্ অর্থাৎ আপয়তো হ বৈ কামানাং ভবতি বা প্রাপ্ত কল্যাণ। অর্থাৎ যাহার রাধাকৃষ্ণের বিলাসান্ত-কালীন পরিচর্য্যা লাভের দ্বারা সর্ব্ব কল্যাণ প্রাপ্তি ঘটিয়াছে বা সর্ব্বার্থসিদ্ধ হইয়াছে। এই ধর্ম্মটী আবার উপনিষদ্ ধর্ম্ম অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সান্নিধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক অমায়ায় তঁাহার পরিচর্য্যা দ্বারাই লাভ হয়। ইহার জন্য অন্য কোন সাধন পথ নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের ব্রহ্মস্তবে কথিত হইয়াছে—"স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভির্যে প্রায়শোঽজিত-জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্।" (১০।১৪।৩) অর্থাৎ সৎ শিষ্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের মঠে বা আশ্রমে অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহার মুখ-নিঃসৃত হরিকথা শ্রদ্ধায় শ্রবণ-পূর্ব্বক কায়-মনোবাক্যে তাঁহার পরিচর্য্যার দ্বারা অজিত শ্রীকৃষ্ণকেও বশ করিতে সমর্থ হন।

শ্রীকৃষ্ণভক্তির প্রারম্ভমূল যে আদৌ শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয় তঁাহার নিকট হইতে শ্রীকৃষ্ণদীক্ষাদি শিক্ষা এবং বিশ্রম্ভের সহিত শ্রীগুরুদেবের সেবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহার অনুকূল শিক্ষা জীবের মঠাশ্রমেই জ্যেষ্ঠ সতীর্থগণের আচরণ হইতে লাভ হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হইয়াছে—(১১।৩।২২)

তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেদ্ গুর্ব্বাত্মদৈবতঃ।
অমায়য়ানুবৃত্ত্যা যৈস্তুষ্যেদাত্মাত্মদো হরিঃ॥

গুর্ব্বাত্ম দৈবতঃ অর্থাৎ (শ্বেঃ উঃ ৬।২৩) 'যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥' অতএব গুর্ব্বাত্ম দৈবতগণই ভগবদ্‌সেবা তত্ত্বাভিজ্ঞ এবং তঁাহারাই যথার্থ শিক্ষাগুরু। শ্রীচৈতন্য দেব বলিয়াছেন—

'ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব। গুরুকৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ॥ মালী হঞা করে সেই বীজ

আরোপণ। শ্রবণকীর্ত্তন জলে করয়ে সেচন॥ উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়। বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি পরব্যোম পায়॥ তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন। কৃষ্ণচরণ কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥ তাহাঁ বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেমফল। ইহাঁ মালী সেচে নিত্য শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি জল॥

*   *   *   *   *

প্রেমফল পাকি পড়ে মালী আস্বাদয়। লতা অবলম্বি মালী কল্পবৃক্ষ পায়॥ তাহাঁ সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন। সুখে প্রেমফল রস করে আস্বাদন॥ এইত পরমফল পরম-পুরুষার্থ। যাঁর আগে তৃণতুল্য চারিপুরুষার্থ॥' সিদ্ধ এবং সাধকদিগের একত্রে সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞে কৃষ্ণারাধন এক মঠেই সম্ভব।

মচ্চিত্তা মদ্গত প্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥

—গীতা ১০।৯।

বিদুরের প্রতি যুধিষ্ঠির মহারাজের বাক্য হইতে আমরা অবগত হই যে শ্রীহরিভক্ত সাধুগণই তীর্থস্বরূপ।

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থভূতাঃ স্বয়ং প্রভো।
তীর্থী কুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা॥

—ভা ১।১৩।১০।

অতএব এই তীর্থস্বরূপ সাধুগণ যে স্থানে অবস্থান করেন সেইস্থান সর্ব তীর্থময়। অতএব স্থাবর জঙ্গমাদির মধ্যে অবস্থিত জীবগণের মধ্যে যিনি মঠমন্দিরাদিতে গমন করিয়া হরি সঙ্কীর্ত্তনাদির অনুসেবন এবং আনুকূল্যাদি করেন তাঁহাদিগের জন্মই সার্থক।

সংসার মরুকান্তার নিস্তার করণ ক্ষমৌ।
শ্লাঘ্যৌ তাবেব চরণৌ যৌ হরেস্তীর্থগামিনৌ॥

যাহারা শ্রীহরিকীর্ত্তন শ্রবণ লালসাবদ্ধ হইয়া শ্রীহরির আলয় রূপ মঠাদিতে গমন করেন তাঁহাদিগকে আর গর্ভাদি ক্লেশ পঙ্কক ভোগ করিতে হয় না।

প্রবিশন্নালয়ং বিষ্ণোর্দর্শনার্থং সুভক্তিমান্।
ন ভূয়ঃ প্রবিশেন্মাতুঃ কুক্ষিকারাগৃহং সুধীঃ॥

বস্তুতঃ ভগবদ্ ইচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ডে আবির্ভূত বৈকুণ্ঠ কিঙ্কর-গণই লব্ধানন্দী, তাহাদিগের পাদস্পর্শে ধরণীর অমঙ্গল নষ্ট হয়, দৃষ্টিতে দশদিক সুনির্ম্মল হয় এবং 'বাহুতুলি' নৃত্যে ঊর্দ্ধ লোকসমূহের মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। 'পদতলে খণ্ডে পৃথিবীর অমঙ্গল। দৃষ্টিমাত্র দশদিক হয় সুনির্ম্মল॥ বাহুতুলি নাচিতে স্বর্গের বিঘ্ননাশ। হেন যশ হেন নৃত্য হেন তোর দাস॥' চৈঃ ভাঃ।

পদ্ভ্যাং ভূমের্দিশো দৃগ্‌ভ্যাং দোর্ভ্যাঞ্চামঙ্গলং দিবঃ।
বাহুধোৎসাদ্যতে রাজন্ কৃষ্ণভক্তস্য নৃত্যতঃ॥

—পদ্মপুরাণ ও হরিভক্তি সুধোদয় ২০।৬৮।

'তস্যৈব এব শারীর আত্মা। যঃ পূর্ব্বস্য। তস্মাদ্বা এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াৎ অন্যোদন্তর আত্মানন্দময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ॥' মায়া সম্পর্করহিত চিদ্ স্বরূপবান্ সাধুগণের আত্মাই আনন্দঘন শ্রীনন্দনন্দন। তাঁহারা আত্মারাম। তাঁহাদিগের গমনাগমন ক্রিয়ামুদ্রাদি শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাধীন। অতএব বিষয়ীর গৃহরূপ ভোগের নরককুণ্ডে তাঁহাদিগের বিজয় গৃহীর মঙ্গলের কারণই হইয়া থাকে।

'মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্নান্যথা কল্পতে ক্বচিৎ॥'

—ভাঃ ১০।৮।৪।

অর্থাৎ 'মহান্তস্বভাব এই তারিতে পামর। নিজ কার্য্য নাহি তবু যান তারঘর॥' উৎসবাদি উপলক্ষে তাঁহারা যে উচ্চ সঙ্কীর্তন, নগর সঙ্কীর্ত্তনাদির ব্যবস্থা করেন স্থাবরান্তর্গত জীবগণ প্রতিধ্বনি ছলে তাহার অনুকীর্ত্তন করিয়া নিস্তার পায়।

অতএব সজ্জনগণ ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্রই মঠমন্দিরাদির প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা কামনা করেন। আমাদিগের শ্রীগুরুপাদপদ্ম যদি মঠ মন্দিরাদির প্রতিষ্ঠা না করিয়া স্বভজন তৎপর হইতেন, তবে আমাদিগের হরি কথা শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্তি ধর্ম্ম অনুশীলনের কি কোন উপায় হইত?

সংসার-দাবানল-লীঢ়-লোকত্রাণায় কারুণ্যঘনাঘনত্বম্।
প্রাপ্তস্য কল্যাণ গুণার্ণবস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

দাম-বন্ধন

[শ্রীবিভুপদ পণ্ডা বি-এ, বি-টি, কাব্য-পুরাণতীর্থ, ভক্তি শাস্ত্রী।]

একদা যশোদা জননী।
গৃহদাসীগণ অন্য করমে
নিরত আছিল যখনি।
নিজ পুত্রের ভোজনের তরে
পরগৃহে চুরি নিবারণ তরে
দধিমন্থন আপনার করে
করিতে লাগিল তখনি ॥

গাহিতেছিল সে আপনার মনে
শিশু কৃষ্ণের কাহিনী।
ব্রজপুরীমাঝে মরিল পূতনা
আর সব কথা যাহা ছিল জানা
স্মরণ করিয়া পূর্ব্ব ঘটনা
মন্থনকালে ভামিনী ॥

পয়োধর হ'তে বহে ক্ষীরধার
পুত্রের তরে ভাবনা।
বেড়ি কটিতটে ক্ষৌম বসন
করিতেছিল সে দধি মন্থন
মৃদু মৃদু বাজে কর কঙ্কণ
রজ্জু টানিতে ললনা ॥

কম্পিত হ'ল শরীর তাহার
ভ্রষ্ট কবরী বন্ধন।
কৃষ্ণ তখন স্তন পান আশে
আসিল ত্বরিতে জননী সকাশে
মাতারে বলিয়া আধ আধ ভাষে
নিষেধ করিল মন্থন ॥

জননী তখন অঙ্কে লইয়া
হাসিমাখা মুখ তনয়ে।
দেখিতে দেখিতে অতিস্নেহভরে
ক্ষরিত স্তন্য তারে দান করে
কখনো দোলায় তাহারে আদরে
শরীরে হস্ত বুলায়ে ॥

কৃষ্ণ এখন অতি আনন্দে
স্তন পানে হ'ল রত।
দুগ্ধভাণ্ড চুল্লী উপরে
আরোপিত ছিল, ক্ষণকাল পরে
অগ্নির তাপে ক্রমে ধীরে ধীরে
দুগ্ধ উচ্ছলিত ॥

হেরিয়া জননী তখন ত্বরিতে
রাখিয়া বালকে ভূমিতে।
দুগ্ধ পাত্র রাখিবার তরে
নামাইল তাহা অতি সত্বরে
ফিরিয়া আসিতে ক্ষণকাল পরে
পেল না শিশুরে দেখিতে ॥

শিশুটি তখন অতি ক্রোধভরে
তৃপ্ত না হ'য়ে পানেতে।
অতি ছলভরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া
শিলার খণ্ড হাতেতে লইয়া
দধির ভাণ্ড ভগ্ন করিয়া
পলাইয়া গেল ত্বরিতে ॥

গৃহমাঝে পশি ক্ষুদ্র শিশুটি
দেখিতে পাইল নবনী।
সাজানো পাত্র আছে গৃহ কোণে
ভাবিল তখন আপনার মনে
আনিয়া নবনী অতীব গোপনে
খাইতে লাগিল তখনি ॥

এদিকে যশোদা চুল্লী হইতে
উষ্ণ দুগ্ধ নামায়ে।

যথাযথ স্থানে রাখিয়া তাহারে
মন্থন স্থানে পুনঃ আসে ফিরে
দেখিতে পাইল তথা চারিধারে
নয়ন ছুইটি বাড়ায়ে ॥

হেরিল তথায় গড়ায়ে পড়েছে
চারিদিকে দধি ভূমিতে।
ভাঙ্গিয়া গিয়াছে দধির ভাণ্ড
হেলায়ে পড়েছে মথন দণ্ড
কিরূপে ঘটিল এহেন কাণ্ড
প্রথমে নারিল বুঝিতে ॥

যখন দেখিল শিশু তথা নাই
কোথায় গিয়াছে চলিয়া।
অথচ ঘটেছে এরূপ ব্যাপার
কৃষ্ণ করেছে, সন্দেহ আর
না রহিল তার মানস মাঝার
তখনি উঠিল হাসিয়া ॥

কৃষ্ণ তখন গৃহমাঝে পশি
উলুখলোপরি বসিল।
শিক্য হইতে নামাইল ননী
তাহা হ'তে কিছু খাইল তখনি
অবশেষে ননী নিজ হাতে আনি
কপিগণে দিতে লাগিল ॥

মানসে আছিল শঙ্কা তাহার
চৌর্য্য করমে নিরত।
এমন সময়ে জননী আসিয়া
বিস্মিত হ'ল কাণ্ড দেখিয়া
পশ্চাদ্ ভাগে রয় দাঁড়াইয়া
হস্তে যষ্টি সহিত ॥

জননীরে হেরি এইমত বেশে
উদুখল হ'তে নামিয়া।
ভয়বিহ্বল ব্যক্তির মত
পলায়ন কাজে হইল নিরত
জননীর পানে দৃষ্টি সতত
শঙ্কিত পদে ছুটিয়া ॥

পলায়ন পর শিশুর পিছনে
জননী লাগিল ছুটিতে।
নিজ তপোবলে যোগিগণ যারে
পাইতে পারে না মানস মাঝারে
স্নেহ মিশ্রিত কোপভরে তারে
যতন করিল ধরিতে ॥

চপল শিশুর পিছনে ছুটিয়া
জননী হইল শ্রান্ত।
নিতম্বভরে গতি মন্থর
কেশবন্ধন কাঁপে থরথর
কুসুম সকল ধরণী উপর
পতিত হইল স্রস্ত ॥

ছুটিতে ছুটিতে হঠাৎ শিশুরে
ফেলিল জননী ধরিয়া।
বালক তখন করিল রোদন
অপরাধীমত করে ঘর্ষণ
অশ্রুপূর্ণ যুগলনয়ন
জননীর পানে চাহিয়া ॥

ভর্ৎসনা করে যশোদা তখন
ধরিয়া হস্ত যুগলে।
স্নেহাতুরা মাতা জানিতে না পারে
পুত্র তাঁহার কি মহিমা ধরে
রজ্জু আনিয়া বাঁধিবার তরে
যতন করিল স্ববলে ॥

আনিল রজ্জু নিজগৃহ হ'তে
করিবার তরে বন্ধন।
রয়েছেন যিনি ব্যাপি সর্বঠাঁই
স্থান, কালে যাঁর ব্যবধান নাই
ইন্দ্রিয় জ্ঞানের অগোচর, তাই
সবাই করে গো বন্দন ॥

এহেন পুরুষে নিজসুত জানি
নন্দরাজের গৃহিণী।
উদূখল সহ বাঁধিবারে চায়
দু'আঙ্গুল দড়ি কম পড়ে তায়
যত দড়ি ছিল আনে পুনরায়
বাঁধিতে পারেনা কামিনী॥

দেখিয়া তাঁহার বিফল প্রয়াস
গোপনারী গণ হাসিল।
যশোদাও হাসে তাহাদের সনে
এ কেমন হ'ল বিস্ময় মানে
শ্রান্ত হইল দেবী সেইক্ষণে
স্বেদজলে দেহ ভাসিল॥

দেখিয়া শ্রান্তা আপনার মায়ে
কৃষ্ণ করুণা করিয়া।
নিজবন্ধন স্বীকার করিল,
যাঁর বশীভূত বিশ্ব নিখিল
ভক্তের বশ ইহা দেখাইল
আপন মহিমা ঢাকিয়া॥

ভকত যেমন ভকতির বলে
অনায়াসে লভে শ্রীহরি।
জ্ঞানিগণ তাহা কভু নাহি পারে
যোগিগণ সদা বৃথা ক্লেশ করে
অপরের নাম কেবা আর ধরে
ভকতির বশ মুরারি॥

মনে করে মাতা নিজ কৌশলে
আপন তনয়ে বাঁধিল।
বাঁধি উলূখলে আপনার কাজে
চলি গেলা দেবী নিজগৃহমাঝে
ভগ্নভাণ্ড যেথায় বিরাজে
স্নেহভরে মনে হাসিল॥

মুক্তিপ্রদাতা কৃষ্ণ হইতে
লভিল যশোদা যেমতি।
অপার করুণা ভকতির বলে
ব্রহ্মা পায় না তাহা কোন কালে
শিবের ভাগ্যে তাহা নাহি মিলে
কমলা না লভে তেমতি॥

শ্রীমায়াপুর ঈশোদ্যানে

নবচূড়াবিশিষ্ট নবশ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা ;

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের সেবা-নিয়ামকত্বে ১৬ ক্রোশ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা, নবচূড়াবিশিষ্ট বিশাল শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা এবং শ্রীগৌরাবির্ভাব মহোৎসব উপলক্ষে দশদিবসব্যাপী অনুষ্ঠান শ্রীমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে ২২ গোবিন্দ, ৪৭৪ শ্রীগৌরাব্দ, ১০ ফাল্গুন, ২২ ফেব্রুয়ারী বুধবার হইতে ১বিষ্ণু, ৪৭৫ শ্রীগৌরাব্দ, ১৯ ফাল্গুন, ৩ মার্চ্চ শুক্রবার পর্য্যন্ত সম্পন্ন হইয়াছে। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থান শ্রীধাম মায়াপুরের প্রবেশমুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মাধ্যাহ্নিক লীলাভূমি শ্রীঈশোদ্যানে গঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গীর) সঙ্গমস্থলের সন্নিকটে নবচূড়াবিশিষ্ট সুউচ্চ বিশাল শ্রীমন্দির প্রকটিত হইয়া শ্রীধামের অপূর্ব্ব শোভা বর্দ্ধন করিয়াছেন।

১২ই ফাল্গুন শুক্রবার শ্রীমন্দিরের সর্ব্বশীর্ষ চূড়ায় ধ্বজা ও চক্র স্থাপন, শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠাকার্য্য এবং শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-মদনমোহন শ্রীবিগ্রহগণের নব-মন্দিরে শুভবিজয় অনুষ্ঠান উড়িষ্যা প্রদেশান্তর্গত গৌঞ্জু শ্রীসারস্বত আশ্রমের অধ্যক্ষ প্রাচীন সন্ন্যাসী ওঁ বিষ্ণুপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী

শ্রীমদ্ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজের নেতৃত্বে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ নাম-সঙ্কীর্ত্তন, যজ্ঞ, অভিষেকাদি সহযোগে সম্পন্ন করেন। নবদ্বীপ শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠের অধ্যক্ষ ও আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর গোস্বামী মহারাজ শ্রীমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌধ আশ্রম মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ সাগর মহারাজ, শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীপাদ নারায়ণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীপাদ ভাবতারণ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ শুদ্ধভক্তিচরণ দাসাধিকারী প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ত্রিদণ্ডী যতি ও বৈষ্ণববৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। শ্রীবিগ্রহগণের পাণ্ডুবিজয়কালে বিচিত্র বাদ্যভাণ্ড, সংকীর্ত্তন ও নারীগণের জয়কার ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হইয়া উঠে এবং শত শত দর্শনার্থী নরনারীগণের হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের প্লাবন আসিয়া উপস্থিত হয়। মধ্যাহ্নে বিচিত্র ভোগরাগ, আরাত্রিক এবং শ্রীবিগ্রহগণের অগ্রে ভক্তগণের স্বতঃস্ফূর্ত্ত নৃত্য কীর্ত্তনাদি দর্শনে ও শ্রবণে সকলে মোহিত হন। শ্রীমন্দির পরিক্রমাকালে শ্রীমদ্ শ্রীধর মহারাজ 'হরি বল্‌বো আর মদনমোহন হেরিব গো' এই ধূয়া আবেগভরে কীর্ত্তন ও নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলে সমবেত ভক্তমণ্ডলী ও জনতা উদ্দণ্ড নৃত্যে উন্মত্ত হইয়া উঠেন এবং বহুক্ষণ নৃত্য কীর্ত্তনাদি চলিতে থাকে। উক্ত মহোৎসবে সমুপস্থিত সহস্র সহস্র নরনারীগণ মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। রাত্রি ৭-৩০ ঘটিকায় বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ ও শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয়মঠাধ্যক্ষ অভিভাষণ প্রদান করেন।

১১ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহযোগে শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা আরম্ভ হইয়া নবধা ভক্তির পীঠস্বরূপ অন্তর্দ্বীপ, সীমন্তদ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, মোদদ্রুম দ্বীপ ও রুদ্রদ্বীপ দর্শন ও পরিক্রমণান্তে ১৭ই ফাল্গুন বুধবার সমাপ্ত হয়। শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, শ্রীললিতাচরণ ব্রহ্মচারী, শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরদাস বনচারী পরিক্রমাকালে মুখ্যভাবে কীর্ত্তন করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, শ্রীপাদ গিরিধারী দাস বাবাজী, শ্রীক্ষীরোদকশায়ী ব্রহ্মচারী, শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী ভজনকীর্ত্তন করেন।

১৮ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার শ্রীগৌরাবির্ভাব তিথি উপবাস সহযোগে পালিত হয় এবং সমস্ত দিবসব্যাপী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ হয়। উক্ত দিবস অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীমঠের বিশেষ ধর্ম্মসভার বার্ষিক অধিবেশনে বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভার প্রারম্ভে উড়িষ্যা হইতে আগত শ্রীসারস্বত আশ্রমের অধ্যক্ষ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ মঙ্গলাচরণ ও আশীর্বাণী প্রদান করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্ত্যালোক পরমহংস মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ, ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ, এম্-এ ও শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ অভিভাষণ প্রদান করেন। ডাঃ শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ সভাপতির ভাষণে বলেন,—"পৃথিবীর অন্যান্য দেশ অপেক্ষা ভারতের বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। ভারতবর্ষ ধর্ম্মক্ষেত্র, ধর্ম্মহীনতার দ্বারা এই দেশের কল্যাণ অসম্ভব মনে করি। ধর্ম্মই মনুষ্য সভ্যতার মূল। বর্ত্তমান জগতে দেখা যায় পৃথিবীর তথাকথিত সুসভ্য জাতিগণ মানব সভ্যতাকে ধ্বংস করিবার সামর্থ্যকেই সভ্যতার উৎকর্ষতা নিরূপণের মানদণ্ডস্বরূপ বিচার করিয়া থাকেন। মানবসভ্যতাকে ধ্বংস করিবার জন্য যে জাতি যত উন্নত ধরণের বৈজ্ঞানিক মারণাস্ত্র আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন সে জাতি তত অগ্রসর এইরূপ তাঁহাদের ধারণা। কিন্তু আমি উহাকে সভ্যতার উন্নতি বলিয়া মনে করি না।

উহা পতনেরই লক্ষণ। যে শক্তির দ্বারা মানবগোষ্ঠীর অকল্যাণ সাধিত হয়, উহা শক্তি হইলেও উহা আসুরিক শক্তিপদবাচ্য. দৈবী শক্তির আশ্রয় গ্রহণের দ্বারাই মানব-গণের যথার্থ কল্যাণ সাধিত হওয়া সম্ভব। সর্বোপরি আমি বিশ্বাস করি ভগবানের অনুগ্রহের উপরেই আমাদের সফলতা ও কল্যাণ নিহিত। যদি ভগবানের অনুগ্রহ হয় তবে বাংলা, ভারত তথা জগতের কল্যাণ সাধিত হইতে পারিবে।”

ধর্মসভায় সমুপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রীমণিকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুদেব চন্দ্র দত্ত, ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ছিব্বার, শ্রীসুরেশ চন্দ্র সিংহ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব প্রসঙ্গ পাঠ করেন, তৎপর শ্রীগৌর-বিগ্রহের মহাভিষেক, ভোগরাগ, আরাত্রিক এবং নৃত্য কীর্ত্তনাদি হয়। বর্ত্তমান বৎসরে ফাল্গুনি পূর্ণিমা তিথির সহিত ঠিক সন্ধ্যায় চন্দ্রগ্রহণের সংযোগ-হেতু শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুভাবির্ভাব-কালের স্মৃতি উদ্দীপিত হওয়ায় ভক্তগণের উল্লাস প্রচুররূপে বর্দ্ধিত হয় এবং ‘হরি বোল’ ও নারীগণের ‘জয়কার’ প্রভৃতি মাঙ্গলিক ধ্বনির দ্বারা মুহুর্মুহুঃ নভোমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইতে থাকে। শ্রীগৌরাবির্ভাব মহোৎসবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা দর্শনার্থী যাত্রিগণের সংখ্যার বিপুল আধিক্য লক্ষিত হয়। রাত্রি ৮-৩০ ঘটিকা পর্য্যন্ত ধর্ম্মসভার কার্য্য চলিতে থাকে, তৎপর শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন আরম্ভ হয়

শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানে নব-চূড়াবিশিষ্ট সুবিশাল শ্রীমন্দির

বিদ্যাপীঠের সেক্রেটারী ডাঃ এস্ এন্ ঘোষের প্রস্তাবানুসারে ও শ্রীমণিকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের সমর্থনে সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ সভাপতির আসনে বৃত হন। ডাঃ ঘোষ বিদ্যাপীঠের গত বৎসরের কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন। অতঃপর নূতন কতিপয় ব্যক্তি সাধারণ সভ্যতালিকাভুক্ত হন এবং বিগতবর্ষের কার্য্যকরী সমিতির সভ্যগণ বর্ত্তমান বৎসরে বহাল থাকেন।

১৯শে ফাল্গুন শুক্রবার শ্রীশ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দোৎসবে পরিক্রমাকারী যাত্রিগণ এবং শ্রীমায়াপুর, বল্লালদীঘী, বামনপুকুর, তারণপুর, শোণডাঙ্গা, ভারুইডাঙ্গা শ্রীনাথপুর, রুদ্রপারা, নবদ্বীপ সহর, স্বরূপগঞ্জ, গাদিগাছা, চরব্রহ্ম নগর, কৃষ্ণনগর ও তন্নিকটবর্ত্তী বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সহস্র সহস্র নরনারী সমাগত হন ও মহাপ্রসাদ সম্মান করেন।

শ্রীমান্ চৈতন্যচরণ দাসাধিকারীর আন্তরিক বিপুল সেবা-চেষ্টার ফলে শ্রীমায়াপুর ঈশোদ্যানে নবচূড়াবিশিষ্ট অতীব মনোরম শ্রীমন্দিরের প্রাকট্য হয়। এজন্য তিনি শ্রীল গুরুদেব ও বৈষ্ণবগণের প্রচুর আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন। শ্রীমন্দির দ্রুত প্রাকট্যের জন্য তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম ও সর্ব্ববিধ সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়। শ্রীগুরু, বৈষ্ণব ও ভগবানের সেবায় তাঁহার এই প্রকার কায়মনোবাক্যে সর্ব্বতোভাবে আত্মনিয়োগের আদর্শ বহু ব্যক্তিকে শ্রীভগবৎ সেবায় অনুপ্রাণিত করিবে। তিনি সপরিবারে দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া শ্রীগুরুমনোভীষ্ট পূরণে আত্মনিয়োগ করিতে থাকুন করুণাময় শ্রীগৌরহরির শ্রীপাদপদ্মে আমাদের এই প্রার্থনা।

শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা, শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌর জন্ম-মহোৎসব সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ উদ্ধারণ ব্রহ্মচারী,শ্রীপাদ নারায় চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীললিতাচরণ ব্রহ্মচারী, শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচিন্ত্য গোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাবিনোদ ব্রহ্মচারীর সেবাচেষ্টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীনিবাস দাসাধিকারী, শ্রীগৌরদাস বনচারী, শ্রীঘনশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনমোহন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকানাইলাল ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলদাপ্রসাদ দত্ত, শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীজগদীশ ব্রহ্মচারী, শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী প্রভৃতির সেবা-চেষ্টাও প্রশংসনীয়।

এতদ্ব্যতীত বিদ্যানগরের প্রসিদ্ধ ব্যক্তি শ্রীগয়ারাম দাস মহাশয়, তথাকার হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং পরিচালক সমিতির সহযোগিতাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা গয়ারাম বিদ্যামন্দিরের সুবিশাল দ্বিতল ভবনে শত শত পরিক্রমাকারী ভক্তবৃন্দের ও সন্ন্যাসিগণের উপযুক্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া সেবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রতি বৎসরই তাঁহারা এই সেবা করিয়া আসিতেছেন। মঠের ও ভক্তগণের পক্ষ হইতে গয়ারামবাবু, প্রধান শিক্ষক মহোদয় ও স্কুল পরিচালক সমিতিকে তাঁহাদের সেবা-চেষ্টার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। স্থানীয় ও নিকটবর্ত্তী গ্রামের সজ্জনগণ তথায় অবস্থানকালে দুই দিবসই রাত্রিতে বক্তৃতান্তে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় যাত্রাভিনয় করতঃ আনন্দ প্রদান করিয়া যাত্রিগণের ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। বিদ্যানগর গ্রামবাসিগণেরও ধর্ম্মবিষয়ে আগ্রহ প্রশংসনীয়। কলিকাতা সাউদার্ণ ইলেক্‌ট্রিক কোম্পানির শ্রীযতীন্দ্র চন্দ্র দাস মহাশয় পরিক্রমা ও শ্রীগৌরাবির্ভাব উৎসবের কয়েক দিবস পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় এবৎসরও বৈদ্যুতিক আলোক মালায় শ্রীমন্দির, প্যাণ্ডেল ও যাত্রিগণের বাসস্থান আদি সজ্জিত করিয়া সকলের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন এবং সাধুগণের আশীর্বাদ ভাজন হইয়াছেন।

ব্রতোৎসব-নির্ণয় পঞ্জী

(ভ্রমসংশোধন)

২৯ বিষ্ণু, ১৭ চৈত্র, ৩১ মার্চ্চ শুক্রবারের পরিবর্ত্তে ৩০ বিষ্ণু, ১৮ চৈত্র, ১ এপ্রিল শনিবার পূর্ণিমা তিথি হইবে। মধুসূদন মাস ২৯ দিনে হইবে এবং তদনুসারে গণনা হইবে এবং অক্ষয়তৃতীয়া তিথি ১৫ই এপ্রিলের পরিবর্ত্তে ১৮ই এপ্রিল হইবে।

প্রচার-প্রসঙ্গ

সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীব্যাসপূজা মহোৎসব

নব-শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহগণের শুভবিজয় ও নবকীর্ত্তনভবনের উদ্বোধন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ, সাহিত্য-বিনোদ, ভক্তিশাস্ত্রী সহ কলিকাতা রাসবিহারী এভিনিউস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে ২০শে মাঘ ২রা ফেব্রুয়ারী পূর্ব্বাহ্ণে নর্থ ব্যাঙ্ক এক্সপ্রেস যোগে আসাম শুভযাত্রা করেন। পরদিবস সন্ধ্যার প্রাক্কালে ট্রেন সরভোগ ষ্টেশনে পৌঁছিলে কামারগাওঁ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি মহাশয়ের নেতৃত্বে অসমীয়া, বাঙ্গালী, মাড়োয়ারী ভক্তগণ বিরাট সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহযোগে শ্রীল আচার্য্যপাদকে বিপুল সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন ও জয়ধ্বনিতে ষ্টেশন মুখরিত হইয়া উঠে এবং বিপুল জনতার ভীড় হয়। শ্রীব্যাসপূজা, সুরম্য পঞ্চচূড়াবিশিষ্ট নব শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহগণের শুভবিজয় এবং বৃহদাকারে নব-সঙ্কীর্ত্তনভবনের উদ্বোধন উপলক্ষে আসাম প্রদেশের বিভিন্ন জেলা হইতে আগত প্রায় চারি শত অতিথি এবং বহু শত স্থানীয় ও নিকটবর্ত্তী অঞ্চলের সজ্জনগণ চকুচকায় অবস্থিত সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্যের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী শ্রবণের জন্য সমবেত হন। শ্রীমৎ আচার্য্য-পাদ সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় ভাষণ প্রদান করেন এবং স্থানীয় ভক্ত-গণের বিশেষ চেষ্টায় প্রকটিত নব শ্রীমন্দির, সংকীর্ত্তন-ভবন ও নূতন ভক্তাবাস দর্শন করিয়া প্রচুর সন্তোষ প্রকাশ করেন। গৃহস্থ ভক্তগণ নিজ নিজ সামর্থ্যানুসারে শ্রীমঠের সেবার নিমিত্ত ও শুদ্ধভক্তি বিস্তারকল্পে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য নিয়োগ করিয়া সেবার যে প্রকার ঔজ্জ্বল্য বিধান করিয়াছেন তাহা দেখিয়া সমুপস্থিত সজ্জনমাত্রই বিশেষ উল্লসিত হন।

২২শে মাঘ, ৫ই ফেব্রুয়ারী রবিবার জগদ্গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আবি-র্ভাব তিথি উপলক্ষে সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠে মহোৎসবের আয়োজন হয় এবং শ্রীমঠ পত্রপুষ্পাদি দ্বারা বিচিত্ররূপে সজ্জিত হয়। পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য শ্রীল প্রভুপাদের, শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের সর্ব্বাগ্রে পূজা করেন, পরে সমবেত সহস্রাধিক সজ্জন শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যার্চ্চায় শ্রীমন্দিরের অলিন্দে সুসজ্জিত সিংহাসনে অঞ্জলি প্রদান করেন। মধ্যাহ্নে প্রায় দুই সহস্র নরনারী বিচিত্র ভগবৎপ্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশনে বড়পেটার স্বনামধন্য পরমপণ্ডিত আচার্য্য শ্রীমৎ নারায়ণ দেব মিশ্র মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভার উদ্বোধনে বন্দনা ও শ্রীগুর্ব্বষ্টকাদি কীর্ত্তন হয়, তৎপর পণ্ডিত শ্রীলোক-নাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ, শ্রীচিদ্ঘনানন্দ দাসাধিকারী (শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি), শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, সভাপতি মহোদয়ের সুযোগ্য পুত্র বক্তৃতা করেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য প্রায় দেড় ঘণ্টাব্যাপী সুদীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন। তিনি শ্রীব্যাসপূজার চিরন্তনী প্রথা সম্বন্ধে এবং শ্রীগুরুপরম্পরা বা আম্নায় ধারার আনুগত্যের অত্যাবশ্যকতা বিষয়ে শাস্ত্রযুক্তি-মূলে বহু অমূল্য উপদেশ প্রদান করেন। তিনি বলেন অসমোর্দ্ধ ভগবজ্জ্ঞানের কৃপাবতরণব্যতীত জৈবচেষ্টায় তৎ-সান্নিধ্য বা অনুভূতি লাভের কোন সম্ভাবনা নাই। আধ্যক্ষি-কের পাণ্ডিত্য বা বুদ্ধিমত্তা বৈকুণ্ঠ বস্তু প্রকাশক হয় না। শ্রীগুরুদেব সাধক ও ভগবানের মধ্যে অবস্থিত হইয়া সাধকের দর্শন ও সেবাযোগ্যতা সম্বৰ্দ্ধিত করিয়া থাকেন। তিনি এ সম্বন্ধে শক্তিবিশিষ্ট চশমার দৃষ্টান্ত প্রদান করেন। দ্রষ্টা ও দৃশ্যের মধ্যে চশমা অবস্থিত হইলেও উহা দর্শন নিরোধক নহে, পরন্তু দর্শনযোগ্যতা বর্দ্ধক মাত্র। শ্রীল প্রভুপাদ পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আরব্ধ সেবাকার্য্যাবলী সুযোগ্য অধস্তনসূত্রে সমৃদ্ধি ও বিপুলভাবে বিস্তার করেন। শ্রীল প্রভুপাদের লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার, নাম-প্রেম প্রচার, ভক্তিশাস্ত্র বিস্তার ও ভারত ও পাকিস্থানের বিভিন্ন স্থানে শ্রীবিগ্রহ সেবা প্রকাশের কথা, তাঁহার রচিত ও সম্পাদিত এবং প্রকাশিত পূর্ব্বাচার্য্যগণের বহু গ্রন্থাদির কথা, ভারত ও পাকিস্থানে বহু মঠ মন্দির প্রকাশ করতঃ বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসিগণের মধ্যে গৌরগুণগাথা বিস্তারের ও অনুশীলনের বিপুল প্রচেষ্টার, নানাস্থানে বহু মুদ্রণ-যন্ত্রালয় স্থাপন, বিভিন্ন ভাষায় দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক পত্রিকাদি প্রকাশের, দেশে দেশে

নিজের সুযোগ্য শিষ্যগণের দ্বারা নামপ্রেম বিস্তারের অভূতপূর্ব প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্যপাদ শ্রীল প্রভুপাদের মহিমা প্রচুররূপে কীর্ত্তন করেন এবং শ্রীল প্রভুপাদের প্রচার্য্যবিষয় যে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমভক্তি এবং গোপীগণের কৈঙ্কর্য্যে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমানুশীলনই সর্ব্বোত্তম ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের লোভনীয় সাধন তাহা প্রকাশ করেন। আচার্য্যদেবের ভাষণান্তে সভাপতি মিশ্র মহোদয় তাঁহার সঙ্ক্ষিপ্ত অভিভাষণ প্রদান করেন। তিনি বলেন,—'শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য যেভাবে শাস্ত্রের সুসিদ্ধান্তপূর্ণ ও সুবিস্তৃত ভাষণ প্রদান করিয়াছেন তাহার পর আমার আর বলিবার বিশেষ কিছু নাই। আমি এই বিরাট ধর্ম্মসভায় আহূত হইয়া বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াই আসিয়াছি, কতিপয় ব্যক্তির কটাক্ষাদিকেও ভ্রূক্ষেপ করি নাই।' শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ সভাপতি মহোদয়কে বহু দূর হইতে বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া তাঁহার এই বৃদ্ধ বয়সে সভায় যোগদানের জন্য এবং সকলের আনন্দ ও উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য শ্রীমঠের, সভার ও ব্যক্তিগত নিজের পক্ষ হইতে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

শ্রীমন্দির সুরম্য নব-কলেবরে প্রকাশ-সেবায় মুখ্যভাবে অর্থানুকূল্যকারী গোয়ালপাড়া জেলার শ্রীল প্রভুপাদের অনুকম্পিত স্বধামগত শ্রীরূপানুগ দাসাধিকারী প্রভুর সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী সাহেশ্বরী দেবী, শ্রীমন্দির, নব-কীর্ত্তনভবন ও নূতন ভক্তাবাস এবং উৎসবাদিকার্য্যে পর্য্যবেক্ষণ ও সেবকদিগকে সেবোৎসাহিত করণাদি বিবিধ সেবাপ্রচেষ্টার জন্য শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীমঠের বিবিধ সেবায় ও প্রচারে নিরন্তর নানাবিধ উপায়ে সহায়তার নিমিত্ত কায়মনোবাক্যে নিষ্কপট সেবার জন্য শ্রীঅচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী এবং নানাবিধ সেবায় ও প্রচারের আনুকূল্যের নিমিত্ত শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ দাসাধিকারীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সরভোগ গৌড়ীয় মঠের সেবার ঔজ্জ্বল্য বিধান ও মহোৎসবাদি কার্য্যে নানাবিধ সহায়তার জন্য মঠাশ্রিত ভক্তগণ ও নিকটবর্ত্তী অঞ্চলের সজ্জনগণও ধন্যবাদের পাত্র। সংকীর্ত্তন ভবনের অর্থানুকূল্যকারিগণের মধ্যে বিশেষভাবে শ্রীনাগরমল বাবু ও শ্রীঝুমরমল বাবুর নাম উল্লেখযোগ্য।

পরদিবস ধর্ম্মসভার দ্বিতীয় অধিবেশনেও আচার্য্য শ্রীনারায়ণদেব মিশ্র মহোদয় সভাপতিরূপে বৃত হন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য তাঁহার অভিভাষণ প্রদান করেন এবং শ্রীভূতভাবন দাসাধিকারী ও শ্রীঅঘদমন দাস ধিকারী বক্তৃতা করেন।

আসাম সফরে শ্রীল আচার্য্যদেব

দেপালচুং, বালিজানা (গোয়ালপাড়া)—পার্ব্বত্যজাতি ও ভক্তগণের আহ্বানে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য গোয়ালপাড়া জেলার দেপালচুং গ্রামে ৮ই ফেব্রুয়ারী শুভবিজয় করেন। শ্রীপ্রতাপচন্দ্র দাস, শ্রীরামচন্দ্র দাস ও শ্রীবীরললিত দাসের নেতৃত্বে প্রায় তিন শত গ্রামবাসী ভক্তবৃন্দ শ্রীল আচার্য্যদেবকে বিপুল বাদ্যভাণ্ড সহযোগে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব সপরিকর শ্রীপ্রতাপ চন্দ্র দাসাধিকারীর গৃহে দুই দিন অবস্থান করেন ও ভাষণ প্রদান করেন। তৎপর শ্রীবৈকুণ্ঠ দাসাধিকারী আদি ভক্তবৃন্দের বিশেষ অনুরোধে ও ব্যবস্থায় ১০ই ও ১১ই ফেব্রুয়ারী দেপালচুংএর নিকটবর্ত্তী গ্রাম বালিজানার কাছারীবাড়ীতে তিনি অবস্থান করেন ও ধর্ম্মোপদেশ করেন। পার্ব্বত্য গ্রামবাসিগণ ও ভক্তবৃন্দের মধুর সরল ব্যবহার ও অনুরাগ দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হন।

গৌহাটী:—১৩ই ফেব্রুয়ারী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য বহু ভক্ত বৃন্দ সহ গৌহাটী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় করেন এবং তথায় দুই দিবস অবস্থান করিয়া ভাষণ প্রদান করেন এবং ভক্তবৃন্দ ও সজ্জনগণকে উপদেশাদি দ্বারা উৎসাহ প্রদান করেন।

সম্পাদকীয়

শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমভক্তির সিদ্ধান্তসমূহ আলোচনার চেষ্টা করা হইতেছে। 'সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস। ইহা হইতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥' তাত্ত্বিক বিচারাদিতে আধুনিক রুচিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের মধ্যে অনুরাগের অভাব দেখা যায়। অধিকাংশ ব্যক্তি 'প্রেয়ঃপথ' অবলম্বন করিয়া আপাত ইন্দ্রিয়সুখ লাভে প্রমত্ত এবং তদনুকূল কথা শুনিতে ও পড়িতে আগ্রহবিশিষ্ট, এমন কি সদ্ধর্ম্মের কথাগুলিও ইন্দ্রিয়রুচির অনুকূল করিয়া গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক। কিন্তু কোন অবস্থাতেই সদ্ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্বগুলি জড়েন্দ্রিয়ের তোষণপর বা গ্রহণযোগ্য হয় না। নিঃশ্রেয়ার্থী ব্যক্তির হৃদয়ে তত্ত্বজিজ্ঞাসার উদয় হইলে সেই সকল তত্ত্ব উপলব্ধির সম্ভাবনা হইতে পারে। আমাদের হার্দ্দী আকাঙ্ক্ষা এই পত্রিকার সংস্পর্শে ও আলোচনায় প্রেয়ঃপথাবলম্বী ব্যক্তিগণ আপাত রমণীয় প্রেয়ঃপথ পরিত্যাগ করিয়া শ্রেয়ঃপথের অনুসন্ধানে আগ্রহবিশিষ্ট হউন এবং তাঁহাদের তত্ত্বজিজ্ঞাসার উদয় হউক। তত্ত্বজিজ্ঞাসু সজ্জনগণের নিকট হইতে আমরা তত্ত্বসম্বন্ধীয় প্রশ্নাদি আহ্বান করিতেছি।

নিয়মাবলী

১। প্রতি মাসে পূর্ণিমা তিথিতে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৪'৫০ (ভি. পি যোগে ৫৲), ষান্মাসিক ২'২৫ (ভি. পি যোগে ২'৭৫), প্রতি সংখ্যা '৩৭। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সময় হইতে হওয়া যাইবে। পূর্ব্ব প্রকাশিত সংখ্যা এবং জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে এক পৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন হইলে এবং কোন সংখ্যা না পাইলে পরবর্ত্তী মাসের ১৫ দিনের মধ্যে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। বিজ্ঞাপনের হার সাক্ষাৎভাবে অথবা পত্রে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট জ্ঞাতব্য।

৭। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশ স্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৭এ, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা—২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্র-সমূহ

আকর মঠ ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
ঈশোদ্যান
পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

(১) (ক) শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ
কলিকাতা-১৬।

(খ) ৩৭এ সতীশ মুখাৰ্জ্জী রোড,
কলিকাতা-২৬।

(২) শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
গোয়াড়ী বাজার
কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।

(৩) শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ
পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।

(৪) শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
বৃন্দাবন (মথুরা)।

(৫) শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম
মধুবন মহোলি
পোঃ ও জেঃ মথুরা।

(৬) শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
পাথরঘাট্টি,
হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্র প্রদেশ)।

(৭) শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
গৌহাটী (আসাম)।

(৮) শ্রীগৌড়ীয় মঠ
তেজপুর (আসাম)।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

(৯) শ্রীসরভোগ গৌড়ীয় মঠ
পোঃ চক্‌চকাবাজার
জেঃ কামরূপ (আসাম)।

(১০) শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ
বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্থান)।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একমাত্র পারমার্থিক মাসিক

শ্রীচৈতন্য বাণী

বৈশাখ-পূর্ণিমা

১ম বর্ষ]　　মধুসূদন, ৪৭৫ শ্রীগৌরাব্দ　　[৩য় সংখ্যা

শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক—

শ্রীকৃষ্ণবল্লভ ব্রহ্মচারী বিদ্যানিধি, এম্-এ।

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ, এম্-এ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-পুরাণতীর্থ, ভক্তিশাস্ত্রী।
২। শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ, সাহিত্যবিনোদ।
৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্।
৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি বিদ্যাবিনোদ।
৫। শ্রীগো[illegible] বিদ্যাভূষণ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, বি-এস্-সি।

মুদ্রণালয় ঃ—

'রাজলক্ষ্মী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্'—৪৩, রূপনারায়ণ নন্দন লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা-২৫।

নিবেদন

বর্ষারম্ভে শ্রীগুরুদেব, ভক্ত ও শ্রীভগবানের শ্রীচরণারবিন্দে এই সকাতর প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছি তাঁহারা স্বীয় কৃপাবলে 'শ্রীচৈতন্য বাণীতে' শব্দব্রহ্মরূপে অবতীর্ণ হইয়া আমাদিগকে তদনুশীলনে সুযোগ প্রদান করিয়া বাস্তব মঙ্গললাভের সৌভাগ্য প্রদান করুন। শ্রীচৈতন্য বাণী পাঠকবর্গকেও আমরা নববর্ষের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাইতেছি।

শ্রীচৈতন্য বাণী প্রকাশ সেবায় গ্রাহকগণের মধ্যে যাঁহারা এখনও আনুকূল্য করেন নাই তাঁহাদিগকে সত্বর বার্ষিক কিংবা ষান্মাসিক এককালীন ভিক্ষা পাঠাইতে অনুরোধ জানান হইতেছে।

সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য বাণী

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণম্
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১ম বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, বৈশাখ-পূর্ণিমা, রবিবার।
২৯ মধুসূদন, ৪৭৫ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৭ বৈশাখ, ১৩৬৮; ৩০ এপ্রিল, ১৯৬১। | ৩য় সংখ্যা।

লীলাস্মরণ

"শ্রীহরিনাম ও ভগবান্ শ্রীহরি—দুইটী বস্তু নহেন, একটী মাত্র বস্তু। যে-সময়ে শ্রীনাম শব্দটীকে ওষ্ঠ ও জিহ্বা দ্বারা উচ্চার্য্যমান-জ্ঞান ও কর্ণ দ্বারা তাঁহাকে শব্দমাত্র জ্ঞানে গ্রহণ করিবার চেষ্টার উদয় হয়, সেই সময়ে শ্রীনাম পাঞ্চভৌতিক ভূমিকার অভ্যন্তরে গৃহীত হওয়ায় কর্ণমাত্রের গ্রহণীয় বিষয় হয়। চক্ষু, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এবং পূর্ব্ব অভিজ্ঞানের সঞ্চয়কারী গৃহরূপ মন কর্ণকে তাহাদের অংশীদার মাত্র জানিয়া মৎসরতা প্রকাশ করে। ইহাতেই অনর্থের উপশম হয় না। শ্রীনাম ও নামী—অভিন্ন ; এরূপ ধারণা লাভ করিতেও আমরা যোগ্য হই না। কিন্তু যে-মুহূর্ত্তে আমাদের চিৎকর্ণবেধ-সংস্কার সংঘটিত হয়, তৎক্ষণাৎ কর্ণ অপর চারিটী ইন্দ্রিয়ের সহিত আর মাৎসর্য্য ভাব প্রকাশ করে না ; ঐ চারিটী ইন্দ্রিয় ও কর্ণের গ্রহণীয় চিৎশব্দের সহিত মৎসরতামূলে আর বিবাদ করে না, তখন প্রেমের প্রস্রবণ সকল চিদিন্দ্রিয় হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া সকল বিরোধ ভাব ও মৎসরতারূপ অনর্থ সরাইয়া দেয়। তখনই শ্রীনাম-প্রভুর কৃপায় শ্রীরূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা শ্রীনামেই প্রস্ফুটিত হইয়া জীবকে বহির্জ্জগতের অনুভূতি হইতে পৃথগ্ ভাবে স্থাপন করেন। সে-সময় জড়বদ্ধজীবের চিন্তা বা মনশ্চাঞ্চল্য থাকিতে পারে না। যাহাতে শ্রীনামের কৃপা হয়, সর্ব্বতোভাবে শ্রীনামের নিকট তাহাই প্রার্থনা করিবেন। অষ্টকাল-লীলাস্মরণ প্রভৃতি অনর্থযুক্ত অবস্থার কৃত্য নহে। কীর্ত্তনমুখেই শ্রবণ হয় এবং স্মরণের সুযোগ উপস্থিত হয়। সেই কালেই অষ্টকাল-লীলা-সেবার অনুভূতি সম্ভব। কৃত্রিম-বিচারে অষ্টকাল স্মরণ করিতে নাই।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

নিঃশ্রেয়ার্থী সাধকগণের স্মরণীয়

(শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ)

১। হরিভজন করিলেই শরীর, মন ও আত্মা—তিনটিই ভাল থাকিবে। ভজনবিমুখ হইলে তিনটিই প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইবে।

২। প্রাক্তন কর্ম্মফলে যে শারীরিক বা মানসিক তাপ দেখা যায়, উহাকে ভগবদনুকম্পা জ্ঞান করিয়া সর্ব্বক্ষণ অবিক্লবমতি হইয়া শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের পাদপদ্ম স্মরণ করিবেন।

৩। শরীরের অধিক সৌখ্য বৃদ্ধি হইলেই ভগবানের সেবা-প্রবৃত্তি কমিয়া যায়; তজ্জন্য শ্রীভগবান্ যাহাদিগকে দয়া করেন, তাহাদিগের সকল প্রকার সুবিধার পথে কণ্টক আরোপিত হয়।

৪। আমাদের শরীরে কষ্টকর ব্যাধিসকল আসিলে উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য না পাইয়া আপনা হইতেই পলাইয়া যাইবে। বাবুগণের ও বিলাসিগণের শরীরে তাহারা আদর পাইয়া অধিক দিন অবস্থান করে।

৫। ভগবদ্বিমুখ প্রপঞ্চ যন্ত্রণাময় পরীক্ষার স্থল। সহিষ্ণুতা, দৈন্য ও পরপ্রশংসা প্রভৃতি এখানে হরিভজনের সহায়।

৬। চঞ্চল হইয়া বা কাহারও প্রতি অসন্তুষ্ট ভাব প্রদর্শন করিয়া যদি তুমি পৃথিবীতে থাক, তাহা হইলে ভগবৎসেবার কথা তোমার মনে পড়িবে না। বাক্‌যুদ্ধ, দেহযুদ্ধ ও মানসিক অসন্তোষরূপ যুদ্ধ তোমাকে হরিসেবা করিতে দিবে না।

৭। পরের স্বভাব ও কর্ম্মের নিন্দা ও প্রশংসা করিতে নাই। পরনিন্দকের গতি নরক-প্রাপিকা। পরস্বভাবের নিন্দা না করিয়া আত্মসংশোধন করিবেন।

৮। আমাদের মনোনিগ্রহ করিলেই সকল প্রতিকূল বিষয়ের তীব্র বেগ আমরা সহ্য করিতে পারিব; সকলই আমারই মনের দোষ, জগতে কেহই আমার অমঙ্গল করিতে পারে না।

৯। যাঁহারা সাংসারিক অমঙ্গলকে ভগবানের দয়া বলিয়া বুঝিতে না পারেন, তাঁহারা পুনরায় জগতের উন্নতি, সুখ প্রভৃতি অন্বেষণ করিতে গিয়া পরিশেষে নিষ্ফলতা লাভ করেন।

১০। আমরা সংসারে সুখ পাইলে ভগবান্‌কে ভুলিয়া যাইব বলিয়া আমাদের মন পরীক্ষা করিবার জন্যই দয়াময়ের এই প্রপঞ্চ নির্ম্মাণ। সুতরাং এখানে সুখে থাকিলে কৃষ্ণ-বিস্মৃতি অবশ্যম্ভাবী বলিয়াই তাহার এই দয়ার পরিচয়।

ঈশ্বরোপাসনা প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন কেন ?

"মানবগণ ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপে অবস্থিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি অবলম্বন করিয়াছে। মানবের মুখ্য প্রকৃতি সর্ব্বত্রই এক। গৌণ প্রকৃতি পৃথক্ পৃথক্। মানবের মুখ্যপ্রকৃতি এক হইলেও, জগতে এমত দুইটী মানব পাওয়া যাইবে না যে, সমস্ত গৌণ প্রকৃতি তদুভয়ের সম্পূর্ণরূপে এক হইবে। এক গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াও যখন দুইটী ভ্রাতা আকৃতি-প্রকৃতিতে পরস্পর ভিন্ন হয়, কখনই সর্ব্বপ্রকারে এক হয় না, তখন ভিন্ন ভিন্ন দেশে জন্মগ্রহণ করতঃ মানবসকল কিরূপে ঐক্য লাভ করিবে ? ভিন্ন ভিন্ন দেশের জল, বায়ু, পর্ব্বত, বনাদির সন্নিবেশ, খাদ্য দ্রব্যাদি ও পরিচ্ছদোপযোগী দ্রব্যসকল ভিন্ন ভিন্ন। তদ্দ্বারা তত্তদ্দেশজাত মানবগণের আকৃতি, বর্ণ, ব্যবহার, পরিচ্ছদ ও আহারও নিসর্গবশতঃ পৃথক্ পৃথক্ হইয়া উঠে। মনের ভাবও তদ্রূপ দেশবিদেশে পৃথক হয়। তদন্তর্গত ঈশ্বরভাবও মুখ্যাংশে এক হইলেও গৌণাংশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হয়। এতন্নিবন্ধন দেশবিদেশে যে কালে অসভ্য অবস্থা অতিক্রম করিয়া মানবের ক্রমশঃ সভ্য অবস্থা, বৈজ্ঞানিক অবস্থা, নৈতিক অবস্থা ও ভক্ত্যবস্থা লাভ হয়, তখন ক্রমশঃ ভাষা-ভেদ, পরিচ্ছদভেদ, ভোজ্যভেদ, মনোভাব ভেদক্রমে ঈশ্বর-ভজন প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়ে। নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করিলে এরূপ গৌণভেদসমূহ দ্বারা কোন ক্ষতি নাই। মুখ্য-ভজন বিষয়ে ঐক্য থাকিলেই ফলাফলে কোন দোষ হয় না। অতএব শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বিশেষ আজ্ঞা এই যে, বিশুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ ভগবানের ভজন কর, কিন্তু অন্যান্য অধিকারীর ভজনপ্রণালীর নিন্দা করিবে না।

উপরি উক্ত কারণবশতঃ ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় মানবগণের প্রচারিত ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের নিম্নলিখিত কয়েক প্রকার ভেদ লক্ষিত হয়। যথা,—১। আচার্য্যভেদ. ২। উপাসকের মনোবৃত্তি ও ভজন অনুভাবভেদ, ৩। উপাসনার প্রণালী-ভেদ ৪। উপাস্যতত্ত্বের সম্বন্ধে ভাব ও ক্রিয়াভেদ ৫। ভাষাভেদানুসারে নাম ও বাক্যাদিভেদ।

আচার্য্য ভেদক্রমে কোন দেশে ঋষিগণ, কোন দেশে মহম্মদাদি প্রচারকগণ, কোন কোন দেশে যীশু প্রভৃতি ধর্ম্মাত্ম-গণ, এবং দেশ বিদেশে অনেক বিদ্বজ্জনের বিশেষ বিশেষ সম্মান লক্ষিত হয়। সেই সেই আচার্য্য সকলের যথাযোগ্য সম্মান করাই সেই সেই দেশের নিতান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু নিজ দেশের আচার্য্য যাহা শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা সর্ব্বদেশের আচার্য্যের শিক্ষা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, নিষ্ঠা-লাভের জন্য এরূপ বিশ্বাস করিলেও, অন্যান্য দেশে সেইরূপ বিবাদজনক প্রতিষ্ঠা প্রচার করা উচিত নয়। তাহাতে কিছুমাত্র জগতের মঙ্গল হয় না।

উপাসকের মনোবৃত্তি ও ভজন অনুভাব ভেদক্রমে কোন দেশে আসনোপরি উপবিষ্ট হইয়া ন্যাস, প্রাণায়াম প্রভৃতি প্রক্রিয়া সহকারে ভজন হইয়া থাকে, কোথাও বা মুক্তকচ্ছ হইয়া স্বীয় ভজনের মুখ্য মন্দিরাভিমুখে দণ্ডায়মান ও পতিত হইয়া দিবারাত্র মধ্যে পঞ্চবার উপাসনা হয়, কোথাও বা হাঁটু গাড়িয়া করযোড় পূর্ব্বক নিজের দৈন্য প্রকাশ ও প্রভুর যশো-গান-পূর্ব্বক ভজনমন্দিরে বা গৃহে ভজন হইয়া থাকে। ইহাতে ভজনকালে বিশেষ বিশেষ পরিচ্ছদ, আহার, ব্যবহার, শুদ্ধতা, অশুদ্ধতা প্রভৃতি নানাপ্রকার স্থানীয় বিচার লক্ষিত হয়।

ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের উপাসনা দেখিলেই উপাসনাপ্রণালীভেদ লক্ষিত হইবে। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মে উপাস্যতত্ত্ব সম্বন্ধে ভাব ও ক্রিয়াভেদ লক্ষিত হয়। কেহ কেহ চিত্তে ভক্তিপরিপ্লুত হইয়া আত্মায়, মনে ও জগতে পরমেশ্বরের প্রতিচ্ছবিরূপ শ্রীমূর্ত্তি সংস্থাপন করেন। তাহাতে তাদাত্ম্য-বোধে অর্চ্চন সম্পন্ন করেন। কোন কোন ধর্ম্মে অধিকতর তর্কপ্রিয়তা নিবন্ধন মনে মনেই একটী ঈশ্বরভাব গঠিত করিয়া তাহাতেই উপাসনা করেন। প্রতিমূর্ত্তির স্বীকার নাই। কিন্তু বস্তুতঃ সকলই প্রতিমূর্ত্তি।

ভাষাভেদানুসারে কেহ কেহ কোন কোন বিশেষ বিশেষ নাম বলিয়া পরমেশ্বরকে অভিহিত করেন। ধর্ম্মেরও ভিন্ন

ভিন্ন নাম দিয়া থাকেন। ভজন-কালীন বাক্যসকলও ভিন্ন ভিন্ন হয়।

এই পঞ্চ প্রকার ভেদক্রমে জগতে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসমূহ পরস্পর অত্যন্ত পৃথক হইয়া পড়ে। পৃথক্ হইবে, ইহা নৈসর্গিক। কিন্তু উক্ত পার্থক্য বশতঃ পরস্পর বিবাদ করিবে. ইহা নিতান্ত অন্যায় ও ক্ষতিজনক। অপরের ভজনসময়ে তাহার ভজন মন্দিরে উপস্থিত হইলে এই ভাবে থাকা উচিত যে, আমার উপাস্য পরমতত্ত্বের কোন ভিন্ন প্রকার উপাসনা হইতেছে। আমার পৃথক অভ্যাসবশতঃ আমি এই প্রণালীতে সম্যক প্রবিষ্ট হইতে পারি না, কিন্তু এতদ্দৃষ্টে আমার নিজ প্রণালীতে অধিকতর ভাবোদয় হইতেছে। পরমতত্ত্ব এক বই দুই নন। এস্থলে যে লিঙ্গ দেখিতেছি, তাহাতে আমার দণ্ডবন্নতি এবং আমি এই ভিন্ন লিঙ্গধারী আমার প্রভুর নিকট প্রার্থনা করি যে তিনি আমার উপাদেয়স্বরূপে আমার প্রেম সমৃদ্ধ করুন।

যাঁহারা এরূপ ব্যবহার না করিয়া ভিন্ন প্রণালীর প্রতি দ্বেষ হিংসা, অসূয়া বা নিন্দা করেন, তাঁহারা নিতান্ত অসার ও হতবুদ্ধি। নিজের চরম প্রয়োজনকে তত ভালবাসেন না, যত বৃথা বিবাদকে আদর করেন।

ইহার মধ্যে কেবল একটী বিষয় বিবেচনীয়। ভজন-প্রণালী ভেদের নিন্দা করা অসারতা বটে, কিন্তু যদি কোন প্রকৃত দোষ দেখা যায়, তাহাকে কদাচ আদর করা যাইবে না, বরং তাহার সদুপায়ে উচ্ছিত্তির বিশেষ যত্ন করিলে জীবের মঙ্গল হইবে। এজন্যই শ্রীশ্রীমহাপ্রভু, বৌদ্ধ, জৈন ও নির্বি-শেষবাদীদিগের সহিত বিচার করিয়া তাহাদিগকে সৎপথে আনয়ন করিয়াছিলেন। প্রভুর চরিত্র সমস্ত প্রভুভক্তের সর্বত্র আদর্শস্বরূপ হওয়াই উচিত।

যে ধর্ম্মে নাস্তিক্যবাদ, সন্দেহবাদ, জড়বাদ, অনাত্মবাদ, স্বভাববাদ ও নির্বিশেষবাদরূপ অনর্থ সকল আছে, ভক্তগণ সে ধর্ম্মকে ধর্ম্মজ্ঞান করিবেন না। সে ধর্ম্মকে বিধর্ম্ম, ছলধর্ম্ম, ধর্ম্মাভাস বা অধর্ম্ম বলিয়া জানিবেন। তাহাদের উপাসকগণের অবস্থা শোচনীয় জানিবেন। জীবকে যতদূর পারেন, ঐ সকল অনর্থ হইতে রক্ষা করিতে যত্ন করিবেন।

বিমল প্রেমই জীবের নিত্য ধর্ম্ম। প্রাগুক্ত পঞ্চপ্রকার ভেদ লক্ষিত হইলেও বিমলপ্রেম যে ধর্ম্মের উদ্দিষ্ট তত্ত্ব, সেই ধর্ম্মই ধর্ম্ম। বাহ্যভেদ লইয়া বিতর্ক করা অনুচিত। ধর্ম্মের উদ্দেশ্য যদি বিমল হয়, তবে সমস্তই সল্লক্ষণযুক্ত। নাস্তিক্য-বাদ, সন্দেহবাদ, বহ্বীরশ্ববাদ, জড়বাদ, অনাত্মবাদ অর্থাৎ কর্ম্মবাদ, স্বভাববাদ ও নির্বিশেষবাদ স্বভাবতঃ প্রেমবিরুদ্ধ।"

— শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

ভক্তিই ভজন সম্পৎ

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

নিত্য সত্য সনাতন—বাস্তব বস্তু—পরমপরাৎপর তত্ত্ব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে রোচমানা প্রবৃত্তির সহিত কেবল তদিন্দ্রিয়-তর্পণ অর্থাৎ তৎপ্রীতি-বাঞ্ছামূলে যে তদনুশীলন, তাহাই শুদ্ধা ভক্তি, তাহাতে কৃষ্ণেতর বিষয়বাসনা, ভুক্তিবাঞ্ছামূলক কর্ম্ম, মুক্তিবাঞ্ছামূলক জ্ঞান ও সিদ্ধিবাঞ্ছামূলক যোগাদির কোন স্পৃহা থাকে না। গীতা ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকদ্বয়ে ভক্তিযোগকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ উহার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—"সকাম কর্ম্মীকে যোগী বলা যায় না, নিষ্কাম কর্ম্মী, জ্ঞানী, অষ্টাঙ্গযোগী ও ভক্তিযোগানুষ্ঠাতা—ইঁহারা সকলেই যোগী। যোগ একটি সোপানময় মার্গবিশেষ, সেই মার্গকে আশ্রয় করিয়া জীব ব্রহ্মপথারূঢ় হন। নিষ্কামকর্ম্মযোগ ঐ সোপানের প্রথম ক্রম, তাহাতে জ্ঞান ও বৈরাগ্য সংযুক্ত হইয়া দ্বিতীয় ক্রমরূপ জ্ঞানযোগ হয়, তাহাতে পুনরায় ঈশ্বর চিন্তারূপ ধ্যানযুক্ত হইয়া অষ্টাঙ্গযোগরূপ তৃতীয় ক্রম হয়,

তাহাতে ভগবৎপ্রীতি সংযুক্ত হইলে ভক্তিযোগরূপ চতুর্থক্রম হয়। * * যাঁহাদের নিত্যকল্যাণই উদ্দেশ্য, তাঁহারা যোগই অবলম্বন করেন ; কিন্তু প্রত্যেকক্রমে উন্নত হইয়া তাহাতে প্রথমে নিষ্ঠা লাভ করতঃ শেষে ঐ ক্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহার উপরস্থ ক্রমগমনের জন্য পূর্ব্বক্রমনিষ্ঠা ত্যাগ করিতে হয়। যিনি কোন ক্রমে আবদ্ধ থাকেন, সেইক্রমের নাম সংযুক্ত একটি খণ্ডযোগেই তাঁহার প্রতিষ্ঠা। এই জন্যই কেহ কর্ম্মযোগী, কেহ জ্ঞানযোগী, কেহ অষ্টাঙ্গযোগী, কেহবা ভক্তিযোগী বলিয়া পরিচিত হন। অতএব হে পার্থ, কেবল আমাতে ভক্তি করাই যাঁহার চরম উদ্দেশ্য, তিনি অন্য তিন প্রকার যোগী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; তুমি সেই প্রকার যোগী অর্থাৎ ভক্তিযোগী হও। নিষ্কামকর্ম্ম-দ্বারা জ্ঞান, তদ্দ্বারা (ভগবদ্) ধ্যানযোগ ও অবশেষে (ভগবৎপ্রীতিমূলক) ভক্তিযোগই জীবের লভ্য হয়।"

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখিয়াছেন 'কর্ম্মী জ্ঞানী চ যোগী মতঃ, অষ্টাঙ্গ যোগী যোগিতরঃ, শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্তিমাংস্তু যোগিতম ইত্যর্থঃ।'

শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত হইয়াছে—"মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ। সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥" অর্থাৎ হে মহামুনে, কোটি কোটি মুক্ত ও সিদ্ধগণের মধ্যে নারায়ণপরায়ণ প্রশান্তচিত্ত পুরুষ অত্যন্ত দুর্ল্লভ (ভাঃ ৬।১৪।৪)।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ১৯শ পরিচ্ছেদে শ্রীরূপশিক্ষায় উক্ত হইয়াছে—নিত্যমুক্ত ও নিত্যবদ্ধ ভেদে জীব দুই প্রকার। নিত্যবদ্ধগণ আবার স্থাবর ও জঙ্গম ভেদে দুইপ্রকার। বৃক্ষাদি আচ্ছাদিত চেতন অচল জীবই—স্থাবর আর তির্য্যক (পক্ষিগণ), জলচর ও স্থলচর জীবই জঙ্গম শ্রেণীভুক্ত। স্থলচর জীবের মধ্যে মানবজাতি অতি অল্পতর, তন্মধ্যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ ও শবর পরিত্যক্ত হইলে বেদনিষ্ঠ মনুষ্য অবশিষ্ট থাকে। বেদনিষ্ঠগণের মধ্যে আবার অর্দ্ধেক মুখে মাত্র বেদ মানে, কিন্তু বস্তুতঃ বেদনিষিদ্ধ পাপকর্ম্মপরায়ণ হইয়া অধর্ম্মাচারী হইয়া পড়ে, অপর অর্দ্ধেক ধর্ম্মাচারী হইলেও অনেকেই কর্ম্মনিষ্ঠ, এইরূপ কোটি কোটি কর্ম্মনিষ্ঠের মধ্যে কেহ বা জ্ঞাননিষ্ঠ হয়। কোটি জ্ঞাননিষ্ঠ মধ্যে একজন জড়বুদ্ধিমুক্ত 'মুক্ত' পাওয়া যায়। সেই প্রকার কোটি কোটি মুক্ত মধ্যে কৃষ্ণভক্ত বড়ই দুর্ল্লভ। মুক্ত পর্য্যন্ত সকলেই স্থূল বা সূক্ষ্ম ভাবে কামনাযুক্ত। কর্ম্মনিষ্ঠগণ ঐহিক ও পারত্রিক স্বর্গাদি সুখকামী বলিয়া ভুক্তিকামী, জ্ঞাননিষ্ঠগণ মুক্তিকামী ও যোগনিষ্ঠগণ সিদ্ধিকামী। যতদিন পর্য্যন্ত জীবহৃদয়ে ভুক্তি, মুক্তি ও সিদ্ধি এই তিন প্রকার কামনা থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা অশান্ত থাকেন। কৃষ্ণভক্তিতে আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তিবাঞ্ছার পরিবর্ত্তে কেবল কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণ বাসনা পরিপূর্ণ থাকে বলিয়া কৃষ্ণভক্তই প্রকৃত শান্ত—"কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম, অতএব শান্ত। ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামী সকলি অশান্ত॥"

ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য—এই সাতটি ঊর্দ্ধলোক এবং তল, অতল, বিতল, নিতল, তলাতল, মহাতল ও সুতল—এই সাতটী পাতাল বা অবর লোক। এই সপ্ত ঊর্দ্ধ ও সপ্ত নিম্নলোক সম্বলিত চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতে করিতে ভাগ্যবান্ অর্থাৎ সুকৃতিসম্পন্ন জীবই গুরুকৃষ্ণপ্রসাদে ভক্তিলতাবীজ শ্রদ্ধা লাভ করেন। কোন ক্রমে বিষ্ণু-বৈষ্ণব সেবা সাধিত হইলেই ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতির উদয় হয়। এই সুকৃতিই জীবের অনিত্য সুখ ভোগ পিপাসামূলা সংসারাসক্তি হ্রাস করাইয়া সদ্ বস্তুর অনুশীলনকারী সাধুর সঙ্গ পিপাসা জাগাইয়া দেয়। সেই সাধু-মুখবিগলিত কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিতে করিতেই জীবহৃদয়ে 'কৃষ্ণে ভক্তি করিলে সর্ব্বকর্ম্ম সিদ্ধ হয়', এইরূপ সুদৃঢ় নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাসমূলা শ্রদ্ধার উদয় হয়। সেই শ্রদ্ধাবীজ হৃদয়ক্ষেত্রে রোপণ করিয়া সাধুমুখবিগলিত কৃষ্ণকথা শ্রবণ ও সেই শ্রুতবিষয়ের অনুকীর্ত্তনরূপ জলসেচন কার্য্য আরম্ভ করিলে বীজ অঙ্কুরিত হইয়া ভক্তিলতাকারে পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। ক্রমশঃ বিরজা, ব্রহ্মলোক ভেদ করিয়া পরব্যোম প্রাপ্ত হয় এবং তদুপরিস্থ গোলোক বৃন্দাবনস্থিত শ্রীকৃষ্ণচরণকল্পবৃক্ষে আরোহণ করিয়া প্রেমনামক চরম অভীষ্টফলপ্রদ হয়।

ভক্তি অমৃত অর্থাৎ পরমানন্দস্বরূপিণী, তাহা পাইলে জীব কৃতকৃতার্থ হইয়া যায়—পরম পরিতৃপ্তি লাভ করায় তাহার হৃদয়ে শোক মোহ ভয় আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি কিছুই থাকে না—ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধিবাঞ্ছার প্রতি অন্তর হইতেই বিতৃষ্ণা জন্মে

দ্বেষ হিংসা মাৎসর্য্য পরনিন্দা পরচর্চ্চা প্রভৃতির অবকাশই থাকে না ; কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠাদির কোন প্রলোভনেই তাহার হৃদয় প্রলুব্ধ হয় না, প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের নামরূপগুণ-লীলা কথার নিরন্তর শ্রবণকীর্ত্তনস্মরণাদি অনুশীলন হইতে থাকে, হরিতোষণ পর কর্ম্মই তাঁহার একমাত্র করণীয় কর্ম্ম হয়, সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজনাত্মক ভক্ত্যনুকূল জ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন জ্ঞান হৃদয়ে স্থান পায় না, ভক্তিযোগ ব্যতীত অন্য কোন যোগের প্রাধান্যই চিন্তার বিষয় হয় না। জড় বিষয় সংযোগ-জন্য হর্ষ ও বিয়োগজন্য অমর্ষাদিদ্বারা যে হৃদয় আক্রান্ত হয়, সে হৃদয়ে সাধু কৃষ্ণপ্রেমার অবস্থান কোথায় ?

শ্রীকৃষ্ণের আনন্দদায়িনীশক্তির একান্ত অনুগ্রহক্রমেই জীব এইরূপ ভক্তিসম্পদের অধিকারী হন। হ্লাদিনীর কৃপালব্ধ সেই ভক্তের সঙ্গসৌভাগ্যক্রমেই আবার অন্যান্য জীবও তাহার উত্তরাধিকারী হইয়া কৃতকৃতার্থ হইয়া থাকেন। এইজন্য কৃষ্ণভক্ত সাধুসঙ্গকেই কৃষ্ণভক্তিজন্মমূল বলা হইয়াছে। সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিতে করিতে শ্রদ্ধার উদয় হয়, সেই শ্রদ্ধাবান্ জনই কৃষ্ণ ভক্তিধনের অধিকারী হন। এজন্য সাধুসঙ্গলাভে সর্বদা তৎপর হওয়া প্রয়োজন। জাগতিক ধনার্থী ব্যক্তিকে যেমন ধনিকের সভায় গিয়া ধনার্থ যত্ন করিতে হয়, পারমার্থিক ধনার্থীকেও তদ্রূপ তদ্ধনে ধনবান্ সাধুর সভায় গিয়া তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হইতে হয়, সাধুর উপদেশ শ্রবণ করিয়া তাহা পালনের জন্য যত্ন করিতে হয় দৃঢ়ব্রত হইতে হয়।

গলদ কোথায়

জ্ঞানই সমস্ত বস্তুর কারণ। চিদচিদ্ শক্তি অখণ্ড জ্ঞানেরই অন্বয় ব্যতিরেক প্রকাশ। সুতরাং গোড়ায় অখণ্ড জ্ঞান বা ব্রহ্ম, পরমাত্মা অথবা ভগবান্ রহিয়াছেন। জ্ঞানের মধ্যে অজ্ঞানের অবকাশ নাই, সুতরাং ব্রহ্মে বা ভগবানে গলদের আশঙ্কা নাই কিন্তু ভগবচ্ছক্তির প্রকাশ বিশেষের অবস্থা ভেদে গলদ দৃষ্ট হয়। চিচ্ছক্তিতে কোন গলদ নাই, কিন্তু উপাধিভুত চিচ্ছক্তির কণে তাৎকালিক দোষাদি পরিলক্ষিত হয়। উক্ত অজ্ঞান ভগবদ্‌বিমুখতা হইতেই জাত হয়।

সর্বশক্তিমান্ অসমোর্দ্ধতত্ত্ব শ্রীভগবানের দর্শন অথবা অনুভূতি তদিচ্ছা বা কৃপা ব্যতীত সম্ভব নয়। ভগবানের কোন কারণ নাই, তিনি অকারণ। তদর্থে সমর্পিত একান্ত ভক্তেরই তৎকৃপাবলে শ্রীভগবদ্দর্শন ও বাস্তব অনুভূতি সম্ভব। স্বতঃ প্রকাশিত ভগবত্তত্ত্বের অভেদ আধার স্থানীয় সেবকসত্তাই শ্রীগুরুপদবাচ্য। তত্ত্বতঃ শ্রীগুরুদেবই জগদ্‌গুরু, ভগবৎপ্রকাশক। শ্রীগুরুদেবকে এজন্য শ্রীভগবৎপ্রকাশবিগ্রহ বলা হইয়া থাকে। শ্রীভগবান্ পূর্ণ ও আত্মারাম, শ্রীগুরুদেবও পূর্ণ ও আত্মারাম। পরমাত্মাতেই শ্রীগুরুদেবের রতি। শ্রীভগবদ্ রঞ্জন সেবায় ইন্ধনপ্রদানকারী বা সহায়কই তদ্বৈভব ও নিত্য কিঙ্কর। শ্রীগুরুদেবের শ্রীভগবৎ সেবা ব্যতীত দ্বিতীয় কোন কৃত্য নাই, তদ্ভক্তিতেই শ্রীগুরুদেবের সত্তা। আচরণে উহা দুই প্রকারে পরিলক্ষিত হয়,— শ্রীভবানের সেবা ও অন্যত্র কৃপা। উক্ত কৃপা ভগবৎ সেবারই নামান্তর বিশেষ। ভক্তের চরিত্রে ভক্তি ব্যতীত অন্য কোন বৃত্তির অধিষ্ঠান নাই। শ্রীগুরু ভক্তোত্তম লীলাভিনয়কারী। অনন্যভক্ত শ্রীগুরুদেবে দোষের অবকাশ নাই। কৃষ্ণেতর বাঞ্ছাই দোষের মূল কারণ। শ্রদ্ধালু সাধক শ্রদ্ধার তারতম্যানুসারে শ্রীগুরুকৃপা বরণ করিয়া থাকেন। শ্রীগুরুদেব নিজে সর্বেন্দ্রিয়ে শ্রীকৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলন করেন, অতএব তিনি অনুকূলা। তদানুকূল্যকারীই ভক্তিপথের অধিকারী। কিন্তু সাধকের বা শ্রীগুরুচরণাশ্রিত ব্যক্তিগণের অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান কষায়াদি কিম্বা ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি বাঞ্ছা প্রভৃতি অবান্তর উদ্দেশ্য চিত্তে থাকাকালে শ্রীগুরুদেবের বা অনন্য ভক্তের চিত্তের সম্যক অনুসরণ বা তদ্দর্শনের অন্তরায় থাকে। এমতাবস্থায় বস্তুর যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া নিজেদের গলদ অনন্যভক্ত বা শ্রীগুরুদেবে আরোপ করিয়া

গোড়ায় গলদ বলিয়া নিজেদের ত্রুটী বিচ্যুতির সাফাই গাহিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে। ক্রমশঃ উক্ত প্রতিষ্ঠাশা হইতে কাপট্যের প্রশ্রয় লাভ করিয়া ভক্ত বা শ্রীগুরুচরণে অপরাধ সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। ক্রমশঃ এই সকল অপরাধ ধরা পড়িয়া ক্ষালিত না হইলে অপরাধের স্তূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বৈষ্ণব-অবজ্ঞা বা নিন্দা এবং গুর্ব্ববজ্ঞা ও নিন্দা ও পরে ভগবৎ বিদ্বেষ স্বরু হইয়া এবং সকলের গোড়ার বস্তু ভগবানের গলদ বা দোষ দেখাইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হয়, আনুষঙ্গিকভাবে প্রথমে বিষয়ী এবং পরে ঘোরতর আসুরিক স্বভাব সম্পন্ন হইতে হয়।

নিজেদের গলদ দেখিতে শিখিলে সংশোধনের সুযোগ হয়। কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠালোলুপ অনর্থ কবলিত মনুষ্য সাধুসঙ্গফলে নিঃশ্রেয়ার্থী হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের তৃতীয় শ্লোক বর্ণিত উপদেশের সারমর্ম্ম অনুসরণ ও উপলব্ধি করিবার জন্য যত্নশীল হন। প্রাকৃত অভিমান রহিত হইবার জন্য অপ্রাকৃত বিষ্ণু-বৈষ্ণব দাস্যাভিমান প্রবল করিতে থাকিলে স্বল্পায়াসে তৃণাদপি সুনীচ শব্দের তাৎপর্য্য ফলস্বরূপে প্রকাশিত হইবে; নচেৎ রকমারি প্রাকৃতাভিমানে নিরন্তর আঘাত প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বদাই ক্ষুব্ধ ও অশান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করিয়া অন্যান্য ব্যক্তিদিগকেও অস্বস্তি প্রদান করিতে বাধ্য হইবে। প্রাকৃত বিভিন্ন কামনার অনুপাদেয়তা ও দুঃখপ্রদ-স্বরূপ বোধের বিষয় না হইলে বিভিন্ন কামনাদ্বারা সঞ্চালিত ও সর্ব্বদাই অসহিষ্ণু হইয়া নিজে ক্লিষ্ট হওয়া ও অপরকে ক্লেশদান রূপ দুরবস্থা হইতে রেহাই লাভের কোনই সম্ভাবনা নাই। অসহিষ্ণুতা-দ্বারা নিজের দুঃখ আনয়ন করা হয় এবং অভীষ্ট ফললাভে বঞ্চিত হইতে হয়। তজ্জন্য 'তরোরপি সহিষ্ণুণা' উপদেশ অনুধাবনের চেষ্টা সাধকের অত্যাবশ্যক। নিজে বড় হইবার আকাঙ্ক্ষা করিলে ও অন্যের নিকট হইতে মানস্পৃহা থাকিলে স্ব-কল্পিত মান বা পূজা অন্যের নিকট হইতে না পাইলে সর্ব্বদাই ক্ষুব্ধ ও অশান্তি ভোগ করিতে হয়। নিজের ত্রুটী দেখিতে শিখিলে এবং শ্রেষ্ঠ বস্তুর ও মহৎগুণাবলীর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে পারিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু কথিত 'অমানী' হইয়া সুখে জীবন যাপন করিতে পারিবে। নিজ প্রিয়তম ও পরমসেব্য শ্রীভগবানের সম্বন্ধ জীবমাত্রে দর্শন করিয়া মানদ হইতে পারিলে নির্ব্বিঘ্নে শ্রীহরিভজনের সুযোগ হয় এবং স্বাভাবিক দৈন্যাদির আবির্ভাবে প্রকৃত শরণাগতি লাভে সমর্থ হয়।

অন্যাভিলাষিগণ নিজ নিজ কামনার ইন্ধন প্রাপ্ত হইলে নিজ সেব্য বোধে কামনার ইন্ধনপ্রদাতার সেবার জন্য ব্যাকুল হয়। কিন্তু যে মুহূর্ত্তেই উক্ত কামনা পরিতৃপ্তিতে বাধাপ্রাপ্ত হইবে সেই মুহূর্ত্তেই তাহার কল্পিত সেব্যের শিরশ্ছেদেও ইতস্ততঃ করিবে না। ভক্তিপথে এইরূপ আশঙ্কা নাই। নিষ্কাম ব্যক্তি ব্যতীত শুদ্ধ ভক্তিপথে অগ্রসর হইতে পারে না। নিষ্কাম ব্যক্তিই বাস্তব বস্তুজ্ঞানলাভে ও অবস্থার যাথার্থ্য উপলব্ধিতে সমর্থ। তিনি গোড়ায় গলদ দেখিতে পান না। শ্রীভগবানে ও অনন্য ভক্তে গলদ কল্পনা করিবার পূর্ব্বে নিজের চিত্ত উত্তমরূপে রঞ্জনরশ্মিদ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে কোথায় গলদ ধরা পড়িবে।

দুই বন্ধু

অদ্বৈতদাস—'ভাই দিগম্বর, তোমার কি মনে পড়ে না? আমরা একদিন অম্বিকায় দাঁড়াগুলি খেল্‌তে খেল্‌তে সেই পুরাতন তেঁতুল গাছটার কাছে পৌঁছেছিলাম।'

দিগম্বর—'হাঁ হাঁ খুব মনে পড়ে, গৌরীদাস পণ্ডিতের বাটীর কাছে; যে তেঁতুল গাছটার নীচে গৌর নিতাই বসেছিলেন।'

অ—'ভাই খেল্‌তে খেল্‌তে তুমি বলেছিলে, এ তেঁতুল গাছটা ছুঁবো না; শচী পিসির ছেলে (নিমাই) এখানে বসেছিল,—ছুঁলে পাছে বৈরাগী হ'য়ে পড়ি।'

দি—'বেশ মনে আছে। আবার তোমার একটু বৈষ্ণবদের দিকে টান দেখে আমি বলেছিলাম, তুমি গৌরাঙ্গের ফাঁদে প'ড়বে।'

অ—'ভাই আমার ত' চিরদিন এই ভাব; তখন ফাঁদে প'ড়বো প'ড়বো হ'চ্ছিলাম; এখন পড়েছি।'

দি—'আমার হাত ধরে উঠে পড়। ফাঁদে থাকা ভাল নয়।'

অ—'ভাই এ ফাঁদে প'ড়লে বড় সুখ আছে; ফাঁদে চিরদিন থাকার প্রার্থনা। তুমি একবার ফাঁদটা ছুঁয়ে দেখ।'

শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার

(পূর্ব্বসংখ্যার ৩৩ পৃষ্ঠার অনুসরণে)

[শ্রীসুজনানন্দ দাসাধিকারী, এম্-এ]

শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ অবতারের দুই মুখ্যকারণ বলা হইয়াছে - (১) প্রেমরস নির্য্যাস আস্বাদন ও (২) রাগমার্গে ভক্তির প্রচার। পত্রিকার পূর্ব্বসংখ্যায় প্রেমরসনির্য্যাস আস্বাদন সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা হইয়াছে।

অবতারের দ্বিতীয় কারণ **রাগানুগা ভক্তির প্রচার**। ব্রজলীলা নিগূঢ় রসপূর্ণ। অনর্থযুক্ত জড়রসপূর্ণ চিত্তে উহার অনুভব অসম্ভব। অনুভব বিনা উহার আলোচনা করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা ও অনধিকার চর্চ্চা। তথাপি রাগানুগাভক্তির মূর্ত্ত বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্ম, শ্রীল কবিরাজগোস্বামিপাদ ও অন্যান্য প্রেমিক ভক্তগণের আনুগত্যে তাঁহারা উহার যেরূপ বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহার কিঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শনের প্রয়াস মাত্র করা হইতেছে।

'রাগ' বলিতে কি বুঝায় ? "ইষ্টে গাঢ় তৃষ্ণা রাগের স্বরূপ লক্ষণ। ইষ্টে আবিষ্টতা-- তটস্থ লক্ষণ কথন" ॥ (চৈঃ চঃ) ইষ্ট-বস্তুর (শ্রীকৃষ্ণের) সুখসম্পাদনের জন্য স্বাভাবিকী যে প্রেমময়ী গাঢ়তৃষ্ণা অর্থাৎ ইহকালের বা পরকালের সর্ববিধ স্বসুখবাসনাদি রহিত হইয়া সর্বতোভাবে মমতাময়ী সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সুখসম্পাদনের যে অত্যুগ্র উৎকণ্ঠা বা লালসা উহাই রাগের স্বরূপ বা প্রকৃতিগত লক্ষণ এবং ঐ ইষ্টবস্তু শ্রীকৃষ্ণে বা শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক চিন্তাতে যখন ভক্তের চিত্ত আবিষ্ট থাকে তখন তাঁহার এই আবিষ্টতাবোধক লক্ষণগুলি তাঁহার বাহ্য ও অন্তর ইন্দ্রিয়ে দৃষ্ট হইলে ঐ লক্ষণগুলিকে রাগের তটস্থ লক্ষণ বলা হয়—তিনি চক্ষুতে যাহা কিছু দেখেন তাহাকেই শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বা শ্রীকৃষ্ণের উদ্দীপক কোন বস্তু বলিয়া মনে করেন, কর্ণে যাহাকিছু শুনেন তাহাকেই শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় বস্তুর শব্দ বলিয়া মনে করেন, নাসিকায় যাহা কিছু সুগন্ধ অনুভব করেন তাহাকেই শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় বস্তুর আঘ্রাণ বলিয়া মনে করেন, জিহ্বায় যাহা কিছু সুস্বাদু বলিয়া অনুভব হয় উহাই শ্রীকৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ বলিয়া মনে করেন। অন্তরিন্দ্রিয় মনটী সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণসেবা বিষয়ক চিন্তাতে নিমগ্ন থাকে। স্ব স্ব ইষ্টবস্তুতে এইরূপ যে অনুরাগময়ী ভক্তি তাহার নাম রাগাত্মিকা ভক্তি।

এই 'রাগ' শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ ব্রজপরিকর—নন্দ-যশোদাদি, শ্রীরাধিকা ললিতা বিশাখাদি, সুবল-মধুমঙ্গলাদির মধ্যেই সম্ভব। তাঁহারাই এই ভক্তির আশ্রয়। "রাগাত্মিকা ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসিজনে" (চৈঃ চঃ) এইরূপ ভাবের দ্বারা আবিষ্ট হইয়া যখন তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন তখন তাহাকে রাগাত্মিকা ভক্তি বলা হয়। "রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাত্মিকা নাম।"

এই রাগাত্মিকা ভক্তি ব্রজপরিকরদিগের ভাবভেদে দুই প্রকার—(১) **সম্বন্ধরূপা** ও (২) **কামরূপা**। নন্দ-যশোদাদি পিতৃমাতৃ বর্গ, সুবল মধুমঙ্গলাদি সখাবর্গ, রক্তক পত্রকাদি দাসবর্গ মধ্যে তাঁহাদের একটী সম্বন্ধের অভিমান আছে— দাস্যভাবের পরিকরদিগের সেব্য-সেবক সম্বন্ধ, সখ্য-ভাবের পরিকরদিগের সখা-সখা বা সমান সমান সম্বন্ধ, বাৎসল্যরসের পরিকরদিগের পিতা-পুত্র বা মাতা-পুত্র সম্বন্ধ এবং মধুরভাবের পরিকরদিগের কান্তা-কান্ত সম্বন্ধ। যেরূপ সেবায় তাঁহাদের সম্বন্ধের মর্য্যাদা রক্ষিত হইতে পারে সেইরূপ যথাযোগ্যভাবে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহাদিগের ভক্তিকে সম্বন্ধরূপা রাগাত্মিকা ভক্তি বলা হয়। সম্বন্ধানুরূপ অভিমানই তাঁহাদের কৃষ্ণসেবার প্রবর্ত্তক। আর যাঁহাদের মধ্যে এরূপ কোন সম্বন্ধের অভিমান নাই— যে প্রকারেই হউক না কেন শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করাই যাঁহাদের এক মাত্র কামনা এবং এই কামনাই যাঁহাদের কৃষ্ণসেবার প্রবর্ত্তক, তাঁহাদের রাগাত্মিকা ভক্তিকে কামরূপা বলা হয়।

ব্রজবধূগণই ইহার পাত্র, কারণ তাঁহাদের সহিত কৃষ্ণের কোন সম্বন্ধের অভিমান নাই—একমাত্র সেবাবাসনাই তাঁহাদের সেবার প্রবর্ত্তক—এইজন্য তাঁহারা বেদধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম, স্বজন, আর্য্যপথাদি কোনরূপ বাধাবিঘ্ন না মানিয়া কৃষ্ণসেবার জন্য উৎকণ্ঠিতা। [শেষোক্ত বাসনাকে প্রেমরূপা না বলিয়া কামরূপা বলা হইলেও যেন কেহ ভুল বুঝিয়া অপরাধ না করেন। আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাসনাকে 'কাম' বলা হয়। কিন্তু ব্রজাঙ্গনাদিগেরও কৃষ্ণসুখবাসনা (প্রেম) ছাড়া আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-কামনার গন্ধও ছিল না। ইহার কারণ চৈতন্যচরিতামৃতে বলিতেছেন "সহজ গোপীর প্রেম, নহে প্রাকৃত কাম। কামক্রীড়াসাম্যে তার কহি 'কাম' নাম॥" শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্ববিধ উপায়ে সুখী করার জন্য তাঁহার সহিত গোপীদিগের যে লীলাদি দেখা যায় উহাতে কামক্রীড়ার বাহ্যসাদৃশ্য থাকা হেতু উহাকে কাম বলা হইয়াছে। তাই ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন "প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্"। আলিঙ্গনাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ সুখী হন, এজন্য তাঁহারা উহা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। উহা প্রীতি প্রকাশের একটী স্বাভাবিক উপায় মাত্র—প্রীতি প্রকাশের উচ্ছ্বাস।] রাগকে তৃষ্ণা বলা হইয়াছে। জলপানের ইচ্ছাকে তৃষ্ণা বলা হয়। দেহে প্রয়োজনীয় জলীয় অংশের অভাব হইলে তৃষ্ণা—জলপানের ইচ্ছা, তৃষ্ণা গাঢ় হইলে জলপানের জন্য উৎকণ্ঠা তত বৃদ্ধি হইবে। সেইরূপ ইষ্টবস্তুর সেবাদ্বারা তাঁহাকে সুখী করিবার জন্য যে প্রবল লালসা তাহাই গাঢ় তৃষ্ণা। তবে তৃষ্ণা যেমন প্রাকৃত মনের বৃত্তি, শ্রীকৃষ্ণের সেবারূপ-তৃষ্ণা মনের বৃত্তি নহে। প্রাকৃত মনের বৃত্তি যে তৃষ্ণা, জলপানে উহার নিবৃত্তি হয় কিন্তু রাগাত্মিকা যে তৃষ্ণা তাহার শান্তি নাই, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়—"তৃষ্ণা শান্তি নহে তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তরে।" চিৎশক্তির বিলাস যে প্রেমময়ী তৃষ্ণা যাহা একমাত্র শুদ্ধসত্ত্বে প্রকাশিত হয়—উহার স্বরূপগত ধর্ম্মই এই যে উহা যত পান করা যায় ততই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে।

শ্রীরূপগোস্বামিপাদ এই রাগাত্মিকা ভাবকে স্বারসিকী পরমাবিষ্টতা বলিয়াছেন। স্ব-রস সম্বন্ধীয়—যাহার যেই রস সেই রসোচিত আবিষ্টতা—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য বা মধুর ইহার যে রসে যিনি বিভাবিত সেই রস তিনি ইষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে আস্বাদন করাইবার জন্য নিজের ভাবোচিত সেবাদ্বারা বলবতী উৎকণ্ঠায় আবিষ্ট—সেইজন্যই জীব গোস্বামিপাদ উহার অর্থ 'স্বাভাবিকী' করিয়াছেন, যাঁহারা এই রাগের অধিকারী তাঁহাদের মধ্যে উহা সহজাত (কোনরূপ সাধনদ্বারা লভ্য নহে), উহা নিত্যসিদ্ধ ব্রজপরিকরগণের নিত্যসিদ্ধ বস্তু।

রাগাত্মিকা ও রাগানুগা একার্থ-বাচক নহে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে রাগাত্মিকা ভক্তি ব্রজের নিত্য পরিকরদিগের নিজস্ব সম্পত্তি। উহা সাধকমধ্যে লক্ষিত হইবার বস্তু নহে। রাগাত্মিকার অনুগতা যে ভক্তি, তাহার নাম রাগানুগা ভক্তি। "রাগাত্মিকামনুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে" (ভঃ রঃ সিঃ)। সাধকের পক্ষে রাগাত্মিক ভাবের আনুগত্য করাই শ্রেয়ঃ। জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণের নিত্যদাস, আর ব্রজপরিকরগণ তাঁহার স্বরূপশক্তির বিলাস। আনুগত্য স্বীকার না করিয়া স্বতন্ত্রভাবে ভজন করিতে গেলে ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবা পাওয়া যায় না। "সখী অনুগতি বিনা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে। ভজিলেও নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে" (চৈঃ চঃ)। এমনকি শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যময় মূর্ত্তি শ্রীনারায়ণের বক্ষবিলাসিনী শ্রীলক্ষ্মী দেবীও ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের প্রাধান্য হেতু গোপীদিগের আনুগত্য স্বীকার না করায় রাসলীলায় প্রবেশের অধিকার পান নাই। রাসলীলায় মাধুর্য্যে তাঁহার লোভ হইয়াছিল, তাহাতে প্রবেশের জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রবেশাধিকার পান নাই। রাগাত্মিকার যে সমস্ত সেবা তাহাতে সহায়তা ও আনুকূল্য করাই রাগানুগা সেবা।

এই রাগানুগা ভক্তির প্রবর্ত্তক বৃত্তি কি? কবিরাজগোস্বামী বলিতেছেন—"রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাত্মিকা নাম। তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্॥" সুতরাং শ্রীকৃষ্ণলীলা গ্রন্থাদিতে কিংবা প্রেমিক ভক্তগণের মুখে বর্ণিত এই রাগাত্মিকা ভক্তিপ্রসূত কৃষ্ণসেবার মাধুর্য্যের কথা শুনিয়া যদি কোন ভাগ্যবানের লোভ জন্মে তখন তিনি ঐ ভাবের আনুগত্য স্বীকার করিয়া ভজনে প্রবৃত্ত হন। সুতরাং এই লোভই হইল রাগানুগা ভক্তির প্রবর্ত্তক। এই লোভপ্রাপ্তিও সৌভাগ্যসাপেক্ষ। এই লোভের হেতুও কৃষ্ণকৃপা বা ভক্তকৃপা—"কৃষ্ণতদ্‌ভক্ত-

কারুণ্যমাত্র লোভৈক হেতুকা" (ভঃ রঃ সিঃ)। এই কৃপা যিনি লাভ করেন তিনিই ভাগ্যবান্।

এই রাগানুগা ভক্তির প্রকৃতি এই—সেবায় লোভোৎপত্তি সময়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণের বা যুক্তির কোন অপেক্ষা মানে না— "শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি"। কোন্‌টা কর্ত্তব্য বা অকর্ত্তব্য তাহাই নির্ণয় করার জন্য শাস্ত্রের প্রমাণ বা যুক্তির দরকার হয়। কিন্তু রাগানুগভাবে কৃষ্ণসেবায় লোভ জন্মিলে কর্ত্তব্য বা অকর্ত্তব্য কিংবা নিজের যোগ্যতা বা অযোগ্যতা এই সকল বিচার মনে আসে না। [এখানে বিধিভক্তির সহিত পার্থক্য। বৈধীভক্তিতে শাস্ত্রশাসনের ভয়ই ভক্তির প্রবর্ত্তক কিন্তু রাগানুগা ভক্তির প্রবর্ত্তক হইল লোভ। যিনি কৃষ্ণকৃপা বা ভক্তকৃপা লাভ করিয়াছেন তাঁহার মনে কৃষ্ণসেবার লোভ জন্মে।]

এখানে একটী কথা বিবেচ্য। কৃষ্ণকৃপা বা ভক্তকৃপায় কৃষ্ণসেবার লোভ জন্মে, তাহাতে অবশ্য শাস্ত্র যুক্তির আবশ্যকতা নাই। কিন্তু শুধু লোভ জন্মিলেই হয় না। ঐ সেবা প্রাপ্তির জন্য নিজেকে উপযোগী করার নিমিত্ত কি কি উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক তাহা জানিবার জন্য শাস্ত্রাদি অনুশীলন কিংবা শ্রীগুরুপাদপদ্ম বা যে সকল ভক্ত উহা প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাদের উপদেশাদি লইতে হইবে নতুবা সাধন পথে অগ্রসর হওয়া যাইবে না। এজন্য যে সকল শাস্ত্রবিধি আছে তাহার অনুসরণ করিতে হইবে। নতুবা নিজের মনঃকল্পিত উপায় অবলম্বন করিলে উহাতে ভজন হয় না। সেজন্য ভঃ রঃ সিঃ বলিয়াছেন "শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদিপঞ্চরাত্রবিধিং বিনা। ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্প্যতে"॥

এখন এই রাগানুগা ভক্তির আশ্রয় কাঁহারা? পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে রাগাত্মিকা ভক্তির আশ্রয় অনাদিসিদ্ধ ব্রজপরিকরগণ। তাঁহাদের আনুগত্যে অর্থাৎ তাঁহারা যেরূপ সেবা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করেন সেই সমস্ত সেবায় আনুকূল্য করিয়া যে রাগানুগা ভক্তি হইবে সেই ভক্তির আশ্রয় কাঁহারা? লীলাময় শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা নিত্য, অনাদিকাল হইতেই উহা চলিতেছে। তাঁহার লীলাসিদ্ধির জন্য সর্ব্বপ্রকারের পরিকরগণও আবশ্যক। "অদ্বয় জ্ঞান-তত্ত্ব কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। স্বরূপ-শক্তিরূপে তাঁর হয় অবস্থান॥" তিনি বিভিন্ন স্বরূপে এবং বিভিন্ন শক্তির বিকাশরূপে অবস্থান করেন। সুতরাং রাগাত্মিকা ভক্তির সেবা যেমন নিত্য সেই সেবায় আনুকূল্যও (রাগানুগাভক্তি সেবা) নিত্য। এজন্য তাঁহার স্বরূপশক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ ব্রজপরিকরগণ যেমন নিত্য, ঐরূপ রাগানুগা ভক্তিরও আশ্রয়রূপ নিত্যসিদ্ধ পরিকর আছেন যাঁহাদের মধ্যে এই রাগানুগা ভক্তি স্বাভাবিকভাবে বিরাজিত। এই রাগানুগা ভক্তির মধুর ভাবের নিত্য পরিকর শ্রীরূপমঞ্জরী, শ্রীরতিমঞ্জরী প্রভৃতি। মধুর ভাব ব্যতীতও অন্যান্য ভাবের পরিকর আছেন যাঁহারা রাগানুগার আশ্রয়রূপে নিত্যকাল সেবা করিয়া থাকেন। এখন জীবের মধ্যে এইরূপ পরিকর আছেন কি না? ব্রজের নিত্য পরিকরগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ শক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ, শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের সেবায় তাঁহাদের স্বরূপগত অধিকার। সেজন্য তাঁহাদের সেবা স্বাতন্ত্র্যময়ী—অন্যনিরপেক্ষা। ভক্তিও হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী-প্রধান স্বরূপ শক্তির বৃত্তি, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ শক্তির মূর্ত্ত-বিগ্রহ পরিকরগণের সহিত ভক্তির সজাতীয়, স্বাভাবিক এবং অন্যনিরপেক্ষ সম্বন্ধ। কিন্তু জীবের মধ্যে এই স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবার অধিকার নাই, কারণ জীব শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস—তাঁহার জীবশক্তির অংশ—তাঁহার বিভিন্নাংশ (অর্থাৎ বিশেষ ভেদযুক্ত অংশ)—তাঁহার-স্বরূপ শক্তি নহেন। "জীবশক্তি বিশিষ্টস্যৈব তব জীবোঽংশ ন তু শুদ্ধস্য" (পরমাত্মসন্দর্ভ)। জীব শুদ্ধ স্বরূপশক্তিবিশিষ্ট কৃষ্ণের অংশ নহেন। এজন্য স্বাতন্ত্র্যময়ী রাগাত্মিকাতে নিত্যমুক্ত বা সাধনসিদ্ধ জীবের অধিকার থাকিতে পারে না। সেজন্য জীবের পক্ষে সর্ব্বাবস্থায়ই এবং সর্ব্বভাবে ভাবানুকূল দাসত্বই কর্ত্তব্য। যিনি সখ্যভাবে বিভাবিত তাঁহার পক্ষে শ্রীনন্দ-যশোদার আনুগত্যে কৃষ্ণ-দাসত্ব। যিনি মধুরভাবে বিভাবিত তাঁহার পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সীদিগের আনুগত্যে কৃষ্ণদাসত্ব ইত্যাদিই জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্ত্তব্য। ইহাই রাগানুগার ধর্ম্ম।

নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণের রাগানুগা সেবাও আনুগত্যময়ী, জীবেরও আনুগত্যময়ী সেবা। কিন্তু উভয়ের সেবা ঠিক

একজাতীয় নহে। নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণের সেবা স্বেচ্ছাধীন—ঐ সেবায় তাঁহাদের মুখ্য অধিকার, অনাদিকাল হইতে ঐ সেবায় তাঁহাদের অভিজ্ঞতা। কিন্তু জীবের সেবা ঐ সকল নিত্যসিদ্ধ রাগানুগা পরিকরগণের কৃপা সাপেক্ষ সুতরাং তাঁহাদের আনুগত্যেই রাগানুগা সেবা-অভিলাষী জীব সেবা কামনা করেন।

এই রাগানুগা ভক্তির সাধনপ্রণালী সম্বন্ধে কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন—'বাহ্য' 'অভ্যন্তর' ইহার দুই ত' সাধন। বাহ্যে সাধক দেহে করে শ্রবণ কীর্ত্তন।'

বাহ্য সাধনে—সাধকদেহে শ্রবণ কীর্ত্তন। সাধক দেহ বলিতে জীব-গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন 'যথাবস্থিত দেহে,—অর্থাৎ পিতা মাতা হইতে উৎপন্ন পাঞ্চ-ভৌতিক দেহে'। যিনি এই রাগানুগা ভক্তির সাধক তাঁহারও শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্তির সাধন করিতে হইবে।

অন্তর সাধনে—'মনে নিজসিদ্ধ দেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রিদিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥'

যে সাধক সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন তিনি শ্রীগুরুদেবের নির্দ্দিষ্ট নিজ ভাবানুকূল শ্রীকৃষ্ণ সেবোপযোগী একটী অপ্রাকৃত দেহ দ্বারা ব্রজপরিকরগণের অনুগত হইয়া নিরন্তর ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবা চিন্তা করেন। তিনি এই অবস্থায় কাহার অনুগত হইয়া সেবা করিবেন তাহা বলিতেছেন "নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত' লাগিয়া। নিরন্তর সেবা করে অন্তর্ম্মনা হঞা॥" ব্রজে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারি ভাবের রাগাত্মিক ভক্ত পরিকর আছেন। দাস্যভাবের পরিকরদের মধ্যে কৃষ্ণের প্রেষ্ঠ (সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়) রক্তক পত্রকাদি। সখ্যভাবের কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ সুবল মধুমঙ্গলাদি, বাৎসল্যভাবের নন্দ যশোদাদি, এবং মধুর ভাবের শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী, ললিতা, বিশাখাদি। সাধক যেভাবের লীলায় শ্রীকৃষ্ণের সেবা পাইতে লুব্ধ সেই-ভাবের যিনি কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ তাঁহার অনুগত হইয়া (পাছে ত লাগিয়া) অন্তর্ম্মনা হইয়া অর্থাৎ বাহ্য বিষয় হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সেবায় উহা নিয়োজিত করিবেন।

রাগানুগমার্গে মধুরভাবের ভক্তের সিদ্ধদেহ গোপীদেহ, উহাতে শ্রীরাধিকার দাসী (মঞ্জরী) অভিমান। সাধক তাঁহার ভাবানুকূল মঞ্জরীর আনুগত্যে নিরন্তর রাধাকৃষ্ণের সেবা করিতেছেন। এইরূপ সেবা শুধু মানসিকও হইতে পারে।

রাগানুগমার্গে সিদ্ধদেহে শ্রীহরির লীলাস্মরণের কথা পদ্মপুরাণেও বর্ণিত আছে। শ্রীসদাশিব নারদের নিকট বলিতেছেন—ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবা লাভের জন্য সাধক শ্রীরাধিকার কোন একজন সেবাপরায়ণা কিঙ্করীরূপে নিজেকে চিন্তা করিবেন, প্রীতির সহিত প্রত্যহ মানসে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন সংঘটনে যত্নপর হইবেন এবং এইরূপ ভাবে চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া আনন্দে বিভোর হইবেন।

সিদ্ধিপ্রাপ্ত সাধকের দেহভঙ্গের পর ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহাকে সিদ্ধদেহের অনুরূপ একটী দেহ দিয়া তাঁহাকে সেবায় প্রবিষ্ট করান। এই সিদ্ধদেহ কোন কল্পনার বস্তু নহে। শ্রীমদ্ভাগবতে উহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়—

> ত্বং ভক্তিযোগ পরিভাবিত-হৃৎসরোজে
> আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাম্।
> যদ্ যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি
> তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়॥—ভাঃ ৩।৯।১১

ব্রহ্মা বলিতেছেন—'হে নাথ, বেদাদি শাস্ত্রশ্রবণে যাঁহার প্রাপ্তির উপায় দৃষ্ট হয়, সেই তুমি লোকদিগের ভক্তিযোগ প্রভাবে যোগ্যতাপ্রাপ্ত হৃৎপদ্মে বাস কর। হে উরুগায়, সেই ভক্তগণ বুদ্ধিদ্বারা যে যে রূপের চিন্তা করেন, সাধুদের প্রতি অনুগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে সেই সেই শরীর তুমি তাহাদের নিকট প্রকটিত কর।

এই শ্লোকের শেষার্দ্ধের টীকায় শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ একটী বিকল্প তাৎপর্য্য বলিয়াছেন—সাধকভক্তগণ স্ব স্ব ভাবানুসারে নিজেদের যে যেরূপ মনে মনে ভাবনা করেন ভক্তপরবশ ভগবান তাঁহাদিগকে সেইরূপ সিদ্ধ-দেহই প্রকৃষ্টরূপে দিয়া থাকেন।

(ক্রমশঃ)

—০—

প্রজাপতি দক্ষ ও সতী

(শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত প্রসঙ্গ)

[পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর]

ধাবমান্ বীরভদ্রের চরণের নূপুর-ধ্বনি ও দেহের অলঙ্কারসমূহের ঝন্ ঝন্ শব্দ গগনমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হইতে লাগিল।

এদিকে দক্ষ-যজ্ঞস্থলীয় ঋত্বিক্‌গণ, যজমান দক্ষ স্বয়ং, সদস্যগণ, দ্বিজ ও দ্বিজপত্নীগণ সকলে দেখিতে পাইলেন উত্তর দিক হইতে আচম্বিতে ধূলিরাশি উত্থিত হইয়া আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। কি কারণে এইরূপ হইতেছে বুঝিতে না পারিয়া সকলে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন এবং এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন—"এখন ঝড় কিংবা প্রবল বায়ুর কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না, অথচ এইরূপ ধূলিরাশি উত্থিত হইতেছে কেন? দুষ্টদমনকারী প্রবল প্রতাপশালী রাজা প্রাচীনবর্হি এখনও জীবিত আছেন, সুতরাং দস্যু তস্করাদির দৌরাত্ম্যে এইরূপ হইতেছে তাহাও সম্ভব নয়, অথবা গাভীগণ কাহারও তাড়নায় ধাবমান্ হইয়া এইরূপ ধূলার সৃষ্টি করিয়াছে উহাও মনে হয় না, কারণ ধূলিরাশি উত্থিত হইয়া যে ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, উহা প্রলয়েরই পূর্ব্ব সূচনা বলিয়া মনে হইতেছে।" প্রসূতি প্রভৃতি দক্ষ পত্নীগণ এই ঘোরতর অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত বিচলিতা হইয়া পড়িলেন এবং বলিতে লাগিলেন—'প্রজাপতি দক্ষ নিজের নিরপরাধা কন্যা সতীকে তাঁহার অন্যান্য ভগ্নীগণের সমক্ষেই অবজ্ঞা করিয়া যে মর্ম্মান্তিক দুঃখ প্রদান করিয়াছিলেন সেই পাপকর্ম্মের কুফলস্বরূপ বোধ হয় এই দৈব-দুর্বিপাক আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। যে রুদ্র প্রলয়কালে জটাকলাপ বিকীর্ণ করিয়া নিজ ত্রিশূলাগ্রভাগে বিরাট দিকহস্তিগণকে প্রোথিত করিয়া মেঘগর্জ্জনসদৃশ ভীষণ অট্টহাস্যে দশদিক বিদীর্ণ করিয়া থাকেন, বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রসমন্বিত বাহুরূপ ধ্বজসমূহ বিস্তার করিয়া যে ভাবে আনন্দে তাণ্ডব নৃত্য করিয়া থাকেন, যাঁহার তেজ অসহনীয়, যিনি স্বভাবতঃই ক্রোধপূর্ণ, যাঁহার ভ্রূকুটিকুটিল নেত্র অতীব ভয়ঙ্কর এবং যাঁহার ভীষণ দংষ্ট্রাদ্বারা উৎক্ষিপ্ত হইয়া নক্ষত্রসকল কক্ষচ্যুত হইয়া পড়ে, সেই উগ্রমূর্ত্তি রুদ্রকে প্রকোপিত করিয়া স্বয়ং ব্রহ্মাও কি নিস্তার পাইতে পারেন?'. যজ্ঞসভাস্থ ব্যক্তিসকলও উদ্বিগ্ন হৃদয়ে বিপদাশঙ্কা করিয়া পরস্পর নানা কথা বলিতে লাগিলেন। এমন সময়ে আকাশে ও পৃথিবীতে নানা কুলক্ষণ ও মহা উৎপাতসকল পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল, তাহাতে অতি ধীর দক্ষও শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। অনন্তর দেখিতে দেখিতে রুদ্রের অনুচরবৃন্দ নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র উত্তোলন করিয়া প্রবলবেগে দক্ষযজ্ঞস্থলীতে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং মহতী যজ্ঞভূমি বেষ্টিত করিয়া ফেলিল। ভীষণাকৃতি ভূতগণ চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ করিয়া যথেচ্ছাচারভাবে যজ্ঞ বিনাশ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। উহাদের মধ্যে কাহারও আকৃতি খর্ব্ব, কেহ তাম্রবর্ণ, কেহ পীতবর্ণ, কাহারও উদর বা মুখমণ্ডল মকর মৎস্যের ন্যায় অদ্ভুত ও ভয়ঙ্কর। ক্রোধোদ্দীপ্ত এই সকল রুদ্রানুচরগণ প্রবল বিক্রমে যজ্ঞের যাবতীয় বস্তু চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিতে লাগিল, কেহ পূর্ব্ব পশ্চিম স্তম্ভের উপরের কাষ্ঠ ভাঙ্গিয়া ফেলিল, কেহ পত্নীশালা, যজ্ঞশালার পুরোভাগে অবস্থিত মণ্ডপ ও তাহার সম্মুখের ঘৃত রাখিবার স্থান, কেহ যজমানগণের গৃহ, কেহ পাকশালাদি, কেহ যজ্ঞপাত্র ইত্যাদি যাবতীয় যজ্ঞের দ্রব্যাদি বিনষ্ট করিয়া ফেলিতে লাগিল। উন্মত্ত পিশাচগণ যজ্ঞীয় বেদি নষ্ট করিয়া ফেলিল, মেখলা ছিঁড়িয়া ফেলিল এবং যজ্ঞকুণ্ডসমূহে প্রস্রাব করিয়া ভাসাইয়া দিল। তাহারা মুনিগণকে নানা কটূক্তি দ্বারা শাসাইতে লাগিল এবং তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া মুনিপত্নীগণকেও ভয় দেখাইতে লাগিল। ভীষণ উৎপীড়ন সুরু হইলে দেবতাগণ যজ্ঞস্থলী ত্যাগ করিয়া পলাইতে লাগিলেন।

দেবতাগণকে পলায়নপর দেখিয়া কতিপয় রুদ্রানুচর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান্ হইয়া তাহাদিগকে ধরিতে লাগিল। রুদ্রের অন্যতম প্রধান অনুচর মণিমান্ ভৃগুর পথ আগ্লাইয়া তাহাকে আটক করিয়া রাখিলেন, বীরভদ্র স্বয়ং প্রজাপতি দক্ষকে বাঁধিয়া ফেলিলেন, চণ্ডেশ্বর নামক রুদ্রানুচর সূর্য্যদেবকে এবং নন্দী ভগদেবকে বন্দী করিলেন। পলায়নপর ঋত্বিক্‌গণ ও দেবতাগণের দুরবস্থা দেখিয়া যজ্ঞের সকল সদস্যগণ প্রাণভয়ে যে যেদিকে পারিল পলায়ন করিতে লাগিল। কিন্তু রুদ্রানুচরগণ প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকেও নির্দ্দয়ভাবে আঘাত করিতে লাগিল। এই প্রকার ভীষণ বিশৃঙ্খলা ও যজ্ঞভূমি তছ্‌নছ্ হইতে দেখিয়াও ভৃগু হোমপাত্র হস্তে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। ঐশ্বর্য্যশালী বীরভদ্র ভৃগুর ঐপ্রকার চেষ্টা লক্ষ্য করিয়া তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া আহুতি প্রদান বন্ধ করিলেন। 'আপনি আমাদের প্রভু মহাদেবকে শ্মশ্রুরাজি দেখাইয়া হাস্য করিয়াছিলেন, সুতরাং আপনার শ্মশ্রু রক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে।' এইরূপ বলিয়া বীরভদ্র সবলে ভৃগুর দাড়ি উৎপাটিত করিয়া ফেলিলেন। তৎপর সম্মুখে ভগদেবকে দেখিয়া বীরভদ্র ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। যখন দক্ষ সভামধ্যে শিবনিন্দা করিতেছিলেন, ভগদেব চক্ষুর ইসারাদ্বারা তাহাকে সেই সময় উক্ত নিন্দাকার্য্যে প্ররোচিত করিয়াছিলেন। এজন্য বীরভদ্র তাহাকে ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ চক্ষুদ্বয় উৎপাটিত করিয়া ফেলিলেন। পুষাদেব এইপ্রকার বীভৎস কাণ্ড দেখিয়া আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পলায়নোদ্যত হইলে বীরভদ্র তাহাকে দৃঢ়মুষ্টিদ্বারা ধরিয়া ফেলিলেন। দক্ষ যে কালে পরমগুরু শ্রীরুদ্রের নিন্দা করিতেছিলেন তৎকালে পুষাদেব দাঁত বাহির করিয়া হাস্য করিয়াছিলেন। এই পাপে বীরভদ্র, বলদেব যে প্রকার দন্তবক্রের দন্তরাজি উৎপাটিত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ পুষাদেবের দুই পাটি দন্ত উৎপাটিত করিয়া ফেলিলেন। অতঃপর রুদ্রাংশ বীরভদ্রের ক্রোধ দক্ষের প্রতি নিপতিত হইল। তিনি দক্ষকে ধরাশায়ী করিয়া তাঁহার বক্ষস্থলে আরোহণ করিলেন এবং তীক্ষ্ণ খড়্গ দ্বারা তাঁহার মস্তক ছেদন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও দক্ষের শরীর হইতে মস্তক ছিন্ন করিতে সমর্থ হইলেন না। সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ করিয়াও দক্ষের চর্ম্মমাত্রও ছিন্ন করিতে পারিলেন না। অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া বীরভদ্র বিস্মিত হইলেন এবং চিন্তামগ্ন হইয়া পড়িলেন। অনন্তর পশুপতি বীরভদ্র যজ্ঞস্থলে সংজ্ঞপনযোগ অর্থাৎ কণ্ঠনিপীড়নদ্বারা পশুমারণযন্ত্র একটী দেখিতে পাইলেন। উহা দ্বারাই কার্য্য সমাধা হইবে বুঝিতে পারিয়া তিনি উক্ত যন্ত্রদ্বারা পশুতুল্য যজমান প্রজাপতি দক্ষের শরীর হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। বীরভদ্রের এইরূপ কার্য্যে ভূত, প্রেত, পিশাচগণ হৃষ্ট হইল এবং 'সাধু' 'সাধু' বলিয়া কোলাহল করিয়া উঠিল। কিন্তু দক্ষের অনুগত দ্বিজগণ অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন এবং উক্ত কার্য্যের নিন্দা করিতে লাগিলেন।

ঐশ্বর্য্যশালী পদ্মযোনি ব্রহ্মা এবং বিশ্বাত্মা শ্রীনারায়ণ পূর্ব্বেই এ সকল কথা জানিতে পারিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহারা প্রজাপতি দক্ষের যজ্ঞে উপস্থিত হন নাই। দেবতাগণ ব্রহ্মার নিকট যাইয়া তাহাদের দুঃখ নিবেদন করিলে তিনি তাহাদিগকে উপদেশ করিয়া এইরূপ বলিতে লাগিলেন—'অতি তেজস্বী পুরুষে অপরাধ করিয়া যাহারা বাঁচিতে ইচ্ছা করে, তাহাদের ঐরূপ অপরাধময় জীবনধারণের ইচ্ছা প্রায়ই মঙ্গলজনক হয় না। তোমরা রুদ্রের চরণে মহা অপরাধ করিয়াছ। তিনি যজ্ঞাংশ ভাগী, কিন্তু তোমরা তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়াছ। অতএব এখন বিশুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া আশুতোষের পাদপদ্মযুগল আশ্রয় করতঃ তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার যত্ন কর। যিনি ক্রুদ্ধ হইলে লোকপাল সহিত সমস্ত লোক বিনষ্ট হইয়া যায়, দুর্ব্বাক্যদ্বারা তাঁহার হৃদয় বিদ্ধ হইয়াছে এবং তিনি প্রিয়তমার বিয়োগে অত্যন্ত রুষ্ট হইয়াছেন। অতএব তোমরা যজ্ঞের পুনরুদ্ধার প্রার্থী হইয়া শীঘ্রই সেই রুদ্রের নিকট গমন কর এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। আমি, ইন্দ্র, তোমরা, মুনিগণ এবং যাবতীয় দেহধারী জীব আমরা

কেহই সেই দেবদেব মহাদেবের যথার্থ স্বরূপ বা তাঁহার বলবীর্য্যের ইয়ত্তা করিতে সমর্থ নহি। শিবচরণে ক্ষমা প্রার্থনা ব্যতীত আমি এ বিষয়ে কোনও উপায়ান্তর দেখিতেছি না।' ব্রহ্মা দেবতাগণকে এই প্রকার আদেশ করিয়া প্রজাপতিগণ ও দেবতাগণ সমভিব্যাহারে স্বধাম হইতে যাত্রা করিয়া ত্রিপুরারির প্রিয়তম আলয় পরম শোভা সৌন্দর্যশালী গিরিরাজ কৈলাসে উপস্থিত হইলেন। দেবতাগণ কৈলাসে মুমুক্ষুদিগের আশ্রয়স্বরূপ অণিমাদি সিদ্ধিপ্রদ শতযোজন উচ্চ এক অদ্ভুত বটবৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। উক্ত বটবৃক্ষমূলে ভগবদারাধনারত মহাদেব ত্যক্তক্রোধ হইয়া সাক্ষাৎ অন্তকের ন্যায় উপবিষ্ট আছেন। ব্রহ্মাদি দেবতাগণ বদ্ধাঞ্জলি হইয়া শম্ভুকে প্রণাম করিলেন। শম্ভুও পদ্মযোনি ব্রহ্মাকে সমুপস্থিত দেখিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অবনতমস্তকে প্রণাম করিলেন। ব্রহ্মা বৈষ্ণবরাজ মহাদেবের এতাদৃশ দৈন্য ব্যবহার দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহার অপার মহিমাই অনুভব করিলেন। অতঃপর পদ্মযোনি ব্রহ্মা আশুতোষ শিবকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য বহুপ্রকারে স্তব-স্তুতি করিলেন এবং বৈষ্ণবাপরাধী দক্ষকে তাহার অপরাধ হইতে মুক্তির জন্য এবং তাহার অসম্পূর্ণ যজ্ঞ সমাধানের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। শিবানুচরগণের দ্বারা যজ্ঞস্থলে প্রহৃত হইয়া যাহারা হীনাঙ্গ হইয়াছে ও আত্মকৃত কুকর্ম্মের ফলভোগ করিতেছে, তাহারাও যাহাতে পূর্ব্ব শরীর ফিরিয়া পায় তজ্জন্য কৃপা ভিক্ষা করিলেন এবং রুদ্রকে যজ্ঞভাগ গ্রহণ পূর্ব্বক যজ্ঞসম্পাদনের জন্য প্রার্থনা জানাইলেন।

অতঃপর ব্রহ্মার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া মহাদেব হাস্যপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন—"হে প্রজাপতে, আমি ভগবন্মায়াবিমোহিত বালপ্রতিম দক্ষাদির অপরাধের কথা মুখেও আনি না, মনেও চিন্তা করি না, কেবল মর্য্যাদা রক্ষার জন্য দক্ষযজ্ঞে আমাকে দণ্ডবিধান করিতে হইয়াছে। প্রজাপতি দক্ষের মুণ্ড অগ্নিদগ্ধ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং এখন ছাগমুণ্ড তাহার মুণ্ড হউক ; ভগদেব মিত্রদেবের চক্ষুদ্বারা নিজ যজ্ঞভাগ দর্শন করুক ; পূষাও কেবল পিষ্টকভোজী হইয়া যজমানের দন্তসমূহের দ্বারা ভক্ষণ করুক ; যে সকল দেবতা আমাকে যজ্ঞাবশিষ্ট প্রদান করিলেন, তাঁহাদের ভগ্ন অঙ্গ-সকল সম্পূর্ণ সুস্থাবস্থা প্রাপ্ত হউক ; যেসকল ঋত্বিক্‌গণের অঙ্গ একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের বাহুদ্বারা তাহারা বাহুবিশিষ্ট হউক এবং সূর্য্যের হস্তদ্বারা তাহারা হস্তবান্ হউক ; আর ছাগের শ্মশ্রুই ভৃগুর শ্মশ্রু হউক।" আশুতোষের এই প্রকার কথা শুনিয়া সমস্ত প্রাণী হৃষ্টচিত্তে 'সাধু' 'সাধু' বলিয়া উঠিলেন। অনন্তর দেবগণ, শিব ও ব্রহ্মাকে সঙ্গে লইয়া ঋষিগণের সহিত পুনর্ব্বার যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন। দেবগণ ঐশ্বর্য্যশালী শিববাক্যানুসারে সমুদয় কার্য্য সম্যকরূপে সম্পাদন পূর্ব্বক দক্ষের দেহে ছাগমুণ্ড যোজনা করিলেন। এইরূপে দক্ষের মস্তক সংলগ্ন হইলে রুদ্র দক্ষের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে গভীর নিদ্রোত্থিত ব্যক্তির ন্যায় জাগ্রত হইয়া দক্ষ সম্মুখে ভূতনাথকে দেখিতে পাইলেন। পূর্ব্বে বৃষভবাহনের প্রতি দ্বেষ করায় দক্ষের আত্মা কলুষিত হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে মহাদেবের কৃপাবলোকনে তাঁহার অন্তঃকরণ তৎক্ষণাৎ শরৎকালীন হ্রদের ন্যায় নির্ম্মল হইল। দক্ষ শিবের স্তব করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন, কিন্তু তিনি স্নেহবশতঃ পরলোকগতা দুহিতাকে স্মরণ করিয়া সাতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। উৎকণ্ঠাজনিত বাষ্পকলায় তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হওয়ায় তিনি আর স্তব করিতে সমর্থ হইলেন না। কিন্তু দক্ষ বুদ্ধিমান্ ও ধীর বলিয়া অতিকষ্টে কোনও প্রকারে নিজের চিত্তকে সংযত করিলেন এবং অকপট ভাবে মহাদেবের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন এবং স্তবের দ্বারা মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিলেন। অতঃপর ব্রহ্মার আজ্ঞায় দক্ষ উপাধ্যায় ও ঋত্বিক্‌গণের সহিত পুনরায় যজ্ঞকার্য্য আরম্ভ করিলেন। ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞবিস্তারের জন্য এবং রুদ্রপার্ষদ প্রমথগণের সংসর্গকৃত দোষের শুদ্ধির জন্য বিষ্ণু-সম্বন্ধীয় ত্রিকপালাকার পাত্রস্থিত পক্কান্ন ও পুরোডাশ নামক হবিঃ দ্বারা হোম করিলেন। যজমান দক্ষ হবির্হস্তে অধ্বর্য্যুর সহিত বিশুদ্ধ চিত্তে ধ্যানস্থ হইবামাত্র নারায়ণ শ্রীহরি অবির্ভূত হইলেন। শ্রীহরি গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক তথায় উপনীত হইলে তাঁহার অঙ্গপ্রভায়

দশদিক আলোকিত হইল। সেই ভগবান্ শ্রীহরিকে সমাগত দেখিয়া ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও ত্রিলোচন প্রমুখ দেবতাবৃন্দ সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। শ্রীহরির তেজে সকলেরই প্রভাব ম্লান হইয়া পড়িল। শ্রীদক্ষ, ঋত্বিক্‌গণ, সদস্যগণ, রুদ্র. ভৃগু, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, ঋত্বিজ্ গৃহিণীগণ, ঋষিগণ, সিদ্ধগণ, দক্ষপত্নী, লোকপালগণ, যোগেশ্বরগণ, অগ্নি, দেবতাগণ, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ, বিদ্যাধরগণ, ব্রাহ্মণগণ সকলেই ভগবানের মহিমা গাম্ভীর্য্যে ভয়-বিহ্বল চিত্ত হইয়া গদগদবাক্যে অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক অবনত মস্তকে অধোক্ষজ শ্রীহরির স্তব করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে সকলেই সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর ভগবান্ হৃষীকেশের গুণ কীর্ত্তন করিতে থাকিলে প্রাজ্ঞ দক্ষ বীরভদ্রকর্ত্তৃক বিনষ্ট যজ্ঞের পুনঃ প্রবর্ত্তন করিলেন। ভগবান্ বিষ্ণু সকল দেবতার আত্মা, সুতরাং তিনি সকলেরই ভাগভোজী, তথাপি স্বীয় ভাগ ভোজনপূর্ব্বক পরিতৃপ্তের ন্যায় দক্ষকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন,—"আমি জগতের পরমকারণ, আত্মা, ঈশ্বর ও সাক্ষিস্বরূপ ; আমি স্বপ্রকাশ ও জড় উপাধিরহিত অপ্রাকৃত বস্তু,আমিই আবার গুণাবতার ব্রহ্মা ও শিবরূপে প্রকাশিত থাকি। হে দক্ষ, সেই আমিই সত্ত্বগুণ স্বরূপ মায়াধীশ বিষ্ণুরূপে জগতকে রক্ষা ও পালন করিয়া থাকি এবং আমার বিভিন্নাংশতত্ত্বে সঙ্কল্পরূপ জ্ঞানদ্বারা অনুপ্রবিষ্ট হইয়া উঁহাদিগকে রজ ও তোম গুণে বিভাবিত করিয়া ব্রহ্মা ও রুদ্ররূপে বিশ্বের সৃষ্টি ও সংহারকার্য্য করিয়া থাকি। আমি অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বস্বরূপ অর্থাৎ আমা হইতে কাহারও স্বতন্ত্র অধিষ্ঠান বা ভগবত্তা নাই। আমিই একমাত্র স্বতন্ত্র ভগবান্। ব্রহ্মারুদ্রাদি সকলেই আমার অধীন তত্ত্বরূপে আমাতেই অবস্থিত। অজ্ঞব্যক্তিগণই ব্রহ্মা, রুদ্র ও যাবতীয় জীবকে আমা হইতে স্বতন্ত্র মনে করিয়া থাকে।" অতঃপর ভগবান্ বিষ্ণুর আজ্ঞাক্রমে প্রজাপতিপ্রধান দক্ষ 'ত্রিকপাল' নামক যজ্ঞদ্বারা ভগবান্ শ্রীহরির অর্চ্চনা করিলেন এবং পরে 'অঙ্গ' ও 'প্রধান' এই দ্বিবিধ যজ্ঞদ্বারা দেবতাবৃন্দের পূজা বিধান করিলেন। তৎপর সমাহিতচিত্তে যজ্ঞাবশিষ্টরূপ রুদ্রের ভাগদ্বারা রুদ্রদেবকে পূজা করিলেন এবং যজ্ঞসমাপক কর্ম্মদ্বারা সোমপায়ী ও অন্যান্য দেবতাগণের অর্চ্চন করিলেন। অবশেষে যজ্ঞ সমাপনান্তে ঋত্বিকগণের সহিত দক্ষ স্নান করিলে দক্ষ যজ্ঞ পূর্ণ হইল।

যথাসময়ে সতী হিমালয়ের পত্নী মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন এবং পুনরায় প্রিয়তম পতি বৈষ্ণবপ্রবর শম্ভুকেই প্রাপ্ত হইলেন।

শ্রীভগবৎ করুণার দুইটী প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত

[লেখক—শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র আইচ ভৌমিক, পূর্ব্ববাসস্থান ময়মনসিংহ জেলার সদর সাব্‌ডিভিসন ঈশ্বর গঞ্জ থানার অধীন বড়হিতগ্রাম, বর্ত্তমানে কাল্‌না শ্যামরায় পাড়ায় অবস্থিত।]

(১)

(এই ঘটনাটি বাংলা ১৩৪৯ বা ১৩৫০ সনের কার্ত্তিক মাসে)

ময়মনসিংহ জেলার (পূর্বপাকিস্থান) অন্তর্গত নেত্রকোণা সাব্‌ডিভিসনের অধীন গাঁড়া গ্রামে আমার ভগ্নীপতি ৺জগচ্চন্দ্র সরকার মহাশয়ের বাড়ী। গ্রামটি নেত্রকোণা হইতে দুই মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। উহার দক্ষিণে (দশমিনিটের রাস্তা হইবে) মগ্‌রা নদী প্রবাহিতা। আমার ভগ্নীর বাড়ীর দক্ষিণ পার্শ্বে বড় একটি তেঁতুল গাছ আছে। সেই গাছে বাজ-জাতীয় কুরুয়া (কোন কোন স্থানে যাহাকে কুল্লা বলে, যাহারা প্রহরে প্রহরে ডাকে) পাখীরবাসা। উক্ত মগরা নদীর দক্ষিণ পারে (গাঁড়া গ্রামের পরপারে) ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সড়কে কতকগুলি কুলী মাটি কাটার

কাজ করিতেছিল। কুলীদের একটি মাস ছ'য়েকের শিশুকে একটি মাটি কাটার গর্ত্তে কাপড় দিয়া ঢাকিয়া ঘুম পাড়াইয়া শোয়াইয়া রাখিয়া তাহার মাতা পিতা মাটি কাটার কাজ করিতেছিল। ইত্যবসরে শিশুটির ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, সে কাপড় ঢাকা অবস্থাতেই হাত পা আছড়াইয়া কাঁদিতে থাকে। সেই সময়ে একটি প্রকাণ্ড বাজপাখী ছোঁ মারিয়া কাপড় সমেত সেই শিশুটিকে লইয়া উড়িয়া নদীর পরপারস্থিত উপরি উক্ত তেঁতুল গাছের শীর্ষ-দেশস্থ তাহার বাসায় বসে। এদিকে আকাশমার্গে শিশুটির ক্রন্দন শ্রবণ করিয়া উহার মাতা পিতা ও অন্যান্য কুলী উন্মত্তবৎ ঐ পাখীর পিছনে পিছনে দৌড়াইতে থাকে। পরে সাঁতরাইয়া ঐ নদী পার হয়।

আমি আমার ভগ্নীর বাড়ীতে গিয়াছিলাম। আমি নদীর ধারে শৌচাদি সমাপন করিয়া উক্ত তেঁতুল তলা দিয়া ভগ্নীর বাড়ীতে ফিরিতেছিলাম। উহাই ভগ্নীর বাড়ীতে আসিবার রাস্তা। অকস্মাৎ আকাশমার্গ হইতে একটি ছোট শিশুর কাতর ক্রন্দন ধ্বনি আমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতে আমি চারিদিকে চাহিতে চাহিতে দেখি ঐ তেঁতুল গাছের উপরিভাগ হইতেই ক্রন্দনের শব্দ আসিতেছে। আমি আমার ভগ্নীর বাড়ীতে জানাইতেই বহু লোক জড় হয়, সেই সময়ে আমার ভগ্নীপতির ছোট ভাই শ্রীবৈকুণ্ঠ নাথ সরকার উক্ত তেঁতুল গাছে উঠিয়া ঐ বাজ বা কুরাল পাখীর বাসা হইতে কাপড় জড়ান' শিশুটি নামাইয়া আনে। শিশুটি জীবিত ছিল। তাহার মাতাপিতা কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া শিশুটিকে বুকে করিয়া লয়। বাজ পাখীটি শিশুটির গাত্রমাংস খাইবার জন্য ঠোঁক দিয়াছে, কিন্তু কাপড় জড়ান থাকায় ভগবদিচ্ছায় তাহার তীক্ষ্ণ চঞ্চু গাত্রে প্রবিষ্ট হইতে পারে নাই। এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শনে তৎকালে কেহই অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই। শ্রীভগবানের অপূর্ব্ব মহিমা দর্শনে সকলেই বিস্মিত ও ভক্তিগদগদ চিত্ত হইয়াছিলেন।

(২)

(আন্দাজ বাংলা ১৩৪৭ বা ১৩৪৮ সনের মাঘ মাস)। ময়মন্‌সিংহ জেলার সদর সাব্‌ডিভিসনের অন্তর্গত মুক্তা-গাছা গ্রামের দানবীর জমিদার রাজা জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী মহোদয় একদা হাতী ও লোকজনসহ একটি জঙ্গলে শিকারে গিয়া অকস্মাৎ সেই গভীর জঙ্গলাভ্যন্তরে একটি শিশুর ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পান। তখন সবিস্ময়ে তাহার অভিযান স্থগিত রাখিয়া সঙ্গীর অনুচরবর্গকে ব্যাপারটির অনুসন্ধানার্থ আদেশ করেন। অনেক অনুসন্ধানের পর স্থির হইল একটি বেত ঝোপের মধ্য হইতে ক্রন্দনের শব্দ আসিতেছে। পরে সেই বেতের ঝোপ কাটিয়া পরিষ্কার করিয়া একটি প্রকাণ্ড গর্ত্ত এবং সেই গর্ত্তের মুখের কাছে একটি ৫।৬ মাসের বালিকা পাওয়া গেল। গর্ত্ত হইতে শিশুটিকে বাহির করিয়া আনা হইলে দেখা গেল, তাহার ঘাড়ের পিছনদিকের কিছু মাংস বাঘেই হউক বা শৃগালে হউক খাইয়াছে। তখন রাজা বাহাদুর এই করুণ দৃশ্যে অত্যন্ত অভিভূত হইয়া শিকার স্থগিত রাখিলেন এবং শিশুটিকে বাড়ী লাইয়া আসিয়া তখনই উত্তম চিকিৎসক ডাকাইয়া সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন। শিশুটিকে পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য একটি ধাত্রী নিযুক্ত করিয়া অপত্য-স্নেহে তাহাকে লালন পালন করিতে লাগিলেন। শ্রীভগ-বানের অপার করুণায় শিশুটি কিছুদিনের মধ্যে সুস্থ হইয়া উঠিল। ক্রমে বড় হইলে দেখা গেল—শিশুটি আদি-বাসী সাঁওতালদের। বহু চেষ্টা করিয়াও তাহার মাতা পিতার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। অতঃপর তাহার বিবাহযোগ্য বয়সে উক্ত রাজাবাহাদুর তাহার জন্য ২০।২৫ বিঘা জমি সহ একটি পৃথক পাকা বাড়ী করিয়া দিয়া একটি মুসলমান ছেলের সহিত তাহার বিবাহ দেন এবং তাঁহার জীবদ্দ-শায় নিজেরই কন্যা জামাতার ন্যায় তাহাদিগকে দেখাশুনা করিতে থাকেন। ইহা বহুজন প্রত্যক্ষীকৃত সত্য ঘটনা। অদ্যাপি সেই কন্যা জীবিত আছে।

ভালবাসার পাত্র কে ?

[শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী]

এ জগতে জীবগণ ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হইলেও উহা রাগদ্বেষাদির দ্বারা অশুদ্ধ। শুদ্ধস্বরূপে উক্ত ভালবাসা নির্ম্মল ও বাস্তব সুখদায়ক হয়। কিন্তু নশ্বর দেহাভিমান থাকাকালে পিতা মাতা, স্বামী স্ত্রী, পুত্র কন্যা, ভ্রাতা ভগিনী, বন্ধু ভৃত্য প্রভৃতি প্রাকৃত দেহসম্বন্ধীয় ব্যক্তিগণের প্রতি যে প্রীতি বা ভালবাসা দেখা যায়, উহা বাস্তব সুখ-দায়ক হয় না, কারণ উক্ত প্রীতি বিশুদ্ধ নয় এবং তাহাতে বিচ্ছেদজনিত শোক-মোহাদিরূপ গুরুতর দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয়। জড়জগতের প্রীতি নিজেন্দ্রিয় সুখৈষণারূপ কাম হইতে জাত, উহাতে প্রাকৃত স্বার্থ-সম্বন্ধ রহিয়াছে। নিজেন্দ্রিয় তর্পণে বা প্রাকৃত স্বার্থে বাধা পড়িলে উহা নষ্ট হইয়া যায়, এমন কি পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ আচরণ আরম্ভ হয়। আমরা সকলে ভালবাসা চাই বটে, কিন্তু ভালবাসার পাত্র কে আমরা অবিদ্যাকবলিত ও রাগদ্বেষাদির অধীন বলিয়া বুঝিতে পারি না। ভগবদ্বিমুখ জীবের শাস্তিস্বরূপ এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে, যেখানে মায়িক নশ্বর সম্বন্ধজনিত ভালবাসাতে আসক্ত হইয়া জীবগণ মোহ প্রাপ্ত হয় ও অশেষ ক্লেশভোগ করিয়া থাকে। "কৃষ্ণভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ। অতএব মায়া তারে দেয় সংসার আদি দুঃখ।" —চৈঃ চরিতামৃত। সুকৃতিমান্ ব্যক্তির সংসার ক্ষয়োন্মুখ হইলে শ্রীভগবৎকৃপায় তাহার সাধুসঙ্গ লাভ হয় এবং তখনই সাধু-শাস্ত্র-গুরু-বাক্যে তাহার কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধা ও আগ্রহ উপস্থিত হয়। শাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণই ভালবাসার একমাত্র পাত্র বা বিষয়-রূপে নির্ণীত হইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে গোপীগণের নিজ পুত্র অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণে অধিক ভালবাসা ছিল। ইহার গূঢ় রহস্য কি বুঝিতে পারিলে আমাদের সকল সংশয় দূরীভূত হইবে।

মহারাজ পরীক্ষিত শ্রীশুকদেব গোস্বামীর নিকট শ্রীকৃষ্ণ-লীলা শ্রবণ করিতে করিতে পর পুত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপী-গণের পুত্রাধিক স্বাভাবিক স্নেহ বাৎসল্যের কথা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন,—(ভাঃ ১০-১৪-৪৯) 'হে ব্রহ্মন্, ব্রজবাসিগণের নিজ পুত্রের প্রতিও পূর্ব্বে যে প্রেম জন্মে নাই পরপুত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাদৃশ বিপুল প্রেম কিরূপে হইল তাহা বর্ণন করুন।' শ্রীশুকদেব কহি-লেন,—(ভাঃ ১০।১৪।৫০-৫৪) 'হে রাজন্, নিজ আত্মাই সমস্ত প্রাণীর প্রিয় হইয়া থাকে, আত্মভিন্ন পুত্র-ধন প্রভৃতি পদার্থ আত্মার প্রিয় বলিয়া গৌণভাবে প্রিয়, বস্তুতঃ সাক্ষাৎ প্রিয় নহে। হে রাজেন্দ্র, অতএব, দেহিগণের নিজ নিজ আত্মার প্রতি যেরূপ স্নেহ হয়, মমতার বিষয়ীভূত পুত্র, ধন, ও গৃহাদিতে তাদৃশ স্নেহ হয় না। হে ক্ষত্রিয় সজ্জনতম, দেহে আত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট পুরুষগণেরও দেহ যেরূপ প্রিয় হয়, দেহ-সম্বন্ধী গৃহ, স্ত্রী বা পুত্রাদি সেরূপ প্রিয়তম হয় না। যদিও এই দেহ মমতাস্পদ তথাপি উহা আত্মতুল্য প্রিয় নহে। যেহেতু এই দেহ জরাগ্রস্ত হইলেও জীবনের আশা বলবতী থাকে অর্থাৎ দেহত্যাগে আত্মার অতিশয় কষ্ট জানিয়া দেহত্যাগ করিতে চাহে না, সুতরাং আত্মার প্রতি স্নেহা-ধিক্যবশতঃ জীবিতাশা বলবতী থাকে। অতএব সমস্ত প্রাণিগণেরই নিজের আত্মা প্রিয়তম হয়। এই নিখিল চরাচর জগৎ সেই আত্মারই সুখের জন্য। তুমি এই কৃষ্ণকে সর্ব্ব-জীবের আত্মস্বরূপ বলিয়া জানিবে।' সুতরাং আত্মার আত্মা পরমাত্মা নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ স্বাভাবিক স্বতঃসিদ্ধরূপে সর্ব্বজীবের প্রিয়তম, তিনিই ভালবাসার সর্ব্বোত্তম পাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর অতি সুন্দরভাবে লিখিয়াছেন,—

"জন্ম হৈতে প্রভুরে সকল গোপীগণে।
নিজ পুত্র হইতেও স্নেহ করে মনে॥
যদ্যপি ঈশ্বরবুদ্ধ্যে না জানে কৃষ্ণেরে।

স্বভাবেই পুত্র হইতে বড় স্নেহ করে ॥
শুনিয়া বিস্মিত বড় রাজা পরীক্ষিৎ।
শুকস্থানে জিজ্ঞাসেন হই পুলকিত ॥
পরম অদ্ভুত কথা কহিলা গোসাঞি।
ত্রিভুবনে এমত কোথাও শুনি নাই ॥
নিজ পুত্র হইতে পরতনয় কৃষ্ণেরে।
কহ দেখি স্নেহ কৈল কেমন প্রকারে ?
শ্রীশুক কহেন শুন রাজা পরীক্ষিৎ।
পরমাত্মা সর্ব্বদেহে বল্লভ বিদিত ॥
আত্মা বিনে পুত্র বা কলত্র, বন্ধুগণ।
গৃহ হইতে বাহির করায় ততক্ষণ ॥
অতএব পরমাত্মা সবার জীবন।
সেই পরমাত্মা এই শ্রীনন্দনন্দন ॥
অতএব পরমাত্মা স্বভাব কারণে।
কৃষ্ণেতে অধিক স্নেহ করে গোপীগণে ॥"

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয্যাত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্বং বিদিতম্" (বৃ ৪।৫।৬)। "তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়ং আত্মা" (বৃ ১।৪ ৮)। "ন বা অরে সর্বস্য কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি। আত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি।" (বৃ ৪।৬।৬)।

কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নব-ভবনে

শ্রীবিগ্রহগণের শুভবিজয় মহোৎসব।

পঞ্চদিবসব্যাপী অনুষ্ঠান।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের সেবা-নিয়ামকত্বে ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-নয়ননাথ শ্রীবিগ্রহগণের ৩৫এ ও ৩৭এ সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ নব-ভবনে শুভবিজয়োপলক্ষে বিগত ২০ বিষ্ণু, ৪৭৫ শ্রীগৌরাব্দ, ৮ চৈত্র, ১৩৬৭, ২২ মার্চ্চ, ১৯৬১ বুধবার হইতে ২৪ বিষ্ণু, ১২ চৈত্র, ২৬ মার্চ্চ রবিবার পর্য্যন্ত পঞ্চদিবসব্যাপী বিরাট ধর্ম্মানুষ্ঠানের আয়োজন হয়। ৮ চৈত্র বুধবার পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে বিপুল বাদ্যভাণ্ড ও বিরাট সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ রাসবিহারী এভিনিউস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে শুভযাত্রা করিয়া শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি রোড, হাজরা রোড, শরৎ বোস রোড (ল্যান্সডাউন রোড), পার্ক সাইড রোড, রাসবিহারী এভিনিউ, যতীনদাস রোড, লেক রোড, লেক মার্কেট, সর্দ্দার শঙ্কর রোড, রাজা বসন্ত রায় রোড, সতীশ মুখার্জ্জি রোড প্রভৃতি দক্ষিণ কলিকাতার প্রধান প্রধান রাজপথ পরিভ্রমণান্তে ৩৫এ ও ৩৭এ সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীমঠের নব-ভবনে মধ্যাহ্নে শুভবিজয় করেন। রথযাত্রাকালে ভক্তমণ্ডলীর উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্ত্তন, শত শত নরনারীর রথাকর্ষণে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা, নারীগণের 'জয়কার' ও শঙ্খধ্বনি, পুষ্পবৃষ্টি, বিচিত্র বাদ্যভাণ্ড সকল মাঙ্গলিক প্রচেষ্টা একত্রিত হইয়া এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের প্লাবন আসিয়া উপস্থিত হয়। উক্ত দিবস শ্রীবিগ্রহগণের বিশেষ পূজা, শৃঙ্গার, ভোগরাগ এবং সমস্ত দিবসব্যাপী মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসব হয়। পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজের পৌরোহিত্যে যজ্ঞাদি আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। রাত্রি ৭ ঘটিকায় শ্রীমঠের সভামণ্ডপে সান্ধ্য ধর্ম্মসভার প্রথম অধিবেশনে শ্রীমদ্ বৈখানস মহারাজ মঙ্গলাচরণ আশীর্ব্বাণী প্রদান করেন এবং তৎপর দিল্লী শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী

শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ উদ্বোধন ভাষণ প্রদান করেন। ডাঃ শ্রীনলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত, কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের মাননীয় বিচারপতি শ্রীবিনায়ক নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঈশ্বরী-প্রসাদ গোয়েঙ্কা, শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এল্, কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের মেয়র শ্রীকেশব চন্দ্র বসু পঞ্চ-

শ্রীমঠের নব-ভবনে শ্রীবিগ্রহগণের শুভবিজয়োপলক্ষে ধর্ম্মসভার প্রথম অধিবেশন।
মধ্যে সভাপতি ডাঃ নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত, দক্ষিণপার্শ্বে শ্রীমদ্ বৈখানস মহারাজ, বামপার্শ্বে শ্রীমদ্ গোস্বামী মহারাজ ও শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ।

দিবসব্যাপী ধর্ম্মসভার প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অধিবেশনে যথাক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌধ আশ্রম মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্ত্যালোক পরমহংস মহারাজ, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ, ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ, এম্-এ, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণবল্লভ ব্রহ্মচারী এম্-এ, শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, বি-এস্ সি বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন। 'সাধুসঙ্গ', 'শ্রীবিগ্রহতত্ত্ব ও সেবা', শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তন', 'সাধনভক্তি' ও 'প্রেমভক্তি' প্রভৃতি বক্তব্যবিষয়গুলি সম্বন্ধে সভাপতি মহোদয়গণের ও বক্তৃমহোদয়গণের শ্রীমুখ হইতে সুচিন্তিত হৃদয়গ্রাহী ও সারগর্ভ ভাষণ শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন। মেদিনীপুরনিবাসী খ্যাতনামা কীর্ত্তনীয়া শ্রীপাদ মোহিনীমোহন দাসাধিকারী, শ্রীললিতাচরণ ব্রহ্মচারী সভার আদি ও অন্তে সুললিত মহাজনপদাবলী ও শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের চিত্ত বিনোদন করেন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পঞ্চদিবসব্যাপী ধর্ম্মসভার উপসংহারে বলেন পরমেশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহে এবং শ্রীমঠের শুভানুধ্যায়ীগণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় শ্রীচৈতন্য শিক্ষা অনুশীলন ও বিস্তারের উদ্দেশ্যে ৩৫এ ও ৩৭এ, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ ভূখণ্ড ও গৃহাদি সংগৃহীত হইয়াছে এবং শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-নয়ননাথ শ্রীবিগ্রহগণ এখানে শুভবিজয় করিয়াছেন। এই সুমহৎ সেবায় কলিকাতার বিশিষ্ট নাগরিক শ্রীরামনারায়ণ ভোজনাগরওয়ালা সর্ব্বাধিক আনুকূল্য করিয়া আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। তাঁহার সনাতন ধর্ম্মের প্রতি, বিশেষতো শ্রীভাগবতধর্ম্মের প্রতি অনুরক্তি ও পৃষ্ঠপোষকতা এবং ভক্ত ও শ্রীভগবানের সেবায় আত্মনিয়োগ আদর্শ বিশেষ প্রশংসনীয়। পরমকরুণাময় শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে আমাদের হার্দ্দী প্রার্থনা তিনি পরমেশ্বরের অহৈতুকী কৃপাদ্বারা সমৃদ্ধ হইয়া অধিক হইতে অধিকতররূপে শ্রীকৃষ্ণসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া ধন্য হউন এবং ভক্তগণের আনন্দ বর্দ্ধন করুন।

এই ভূখণ্ড সংগ্রহের প্রধান উদ্যোক্তা শ্রীমঠের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শুভানুধ্যায়ী শ্রীমণিকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়। তাঁহার উৎসাহময়ী বাক্য এবং প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধিদ্বারা সর্বতোভাবে নিষ্কপট ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলেই এই মহৎকার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে বলা যাইতে পারে। সুতরাং তিনিও আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদের পাত্র। করুণাময় শ্রীগৌরহরি তাঁহার প্রচুর মঙ্গল বিধান করুন।

এতদ্ব্যতীত উক্ত সেবায় অনুকূল্যকারীগণের মধ্যে

শ্রীসুকুমার সেনগুপ্ত, শ্রীজানকীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ, এম্‌-এ, শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাসাধিকারী, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীনিতাইগোপাল দত্ত, শ্রীপ্রাণবল্লভ দাসাধিকারী, শ্রীসুবোধ চন্দ্র গুহ, শ্রীকালীচরণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপ্রসাদ চন্দ্র রায়, শ্রীবিমলা চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকমলাবালা ঘোষ, শ্রীমালতী দেবী, শ্রীভবানী দেবী, শ্রনির্ম্মলা দাসগুপ্ত,
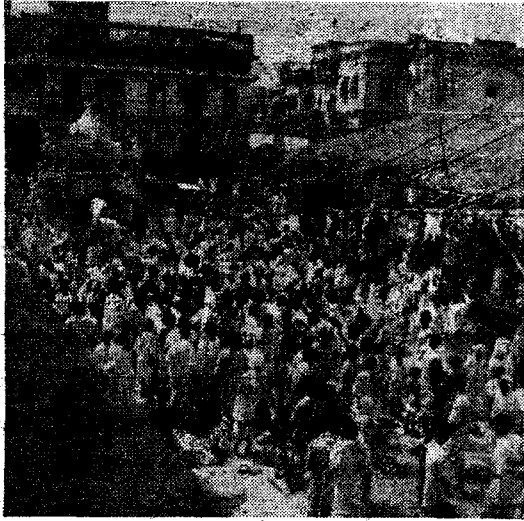
রথারোহণে শ্রীবিগ্রহগণ শ্রীমঠে পৌঁছিলে সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রার এক দৃশ্য।

শ্রীহেমলতা দের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা এবং যে কোন ভাবে এই মহৎ সেবায় আনুকূল্যকারী সকলেই আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদের পাত্র।

এই মহৎ সেবাটী কার্য্যকরীরূপে সুসম্পন্ন করিবার জন্য শ্রীজয়ন্তকুমার মুখোপাধ্যায়, এম্‌-এ, বি-এল্‌, মহোদয়ের আন্তরিক প্রচেষ্টাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীমঠের সেবায় তাঁহার সর্ববিধ উপায়ে সহানুভূতির জন্য আমরা বিশেষভাবে উপকৃত ও কৃতজ্ঞ। তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া আমাদিগকে গৌরমনোভীষ্ট সেবায় সাহায্য করুন করুণাময় শ্রীগৌরহরির পাদপদ্মে এই প্রার্থনা। এতদ্‌প্রসঙ্গে স্বধামগত কালীপদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীক্ষেত্রমোহন ভৌমিক ও শ্রীঅনিরুদ্ধ ব্রহ্মচারীর হার্দ্দী সেবাচেষ্টাও উল্লেখযোগ্য। শ্রীভগবানের কৃপায় তাঁহারা সকলে জয়যুক্ত হউন।

শ্রীরমণী মুখোপাধ্যায় মহোদয় মহোৎসব ও পঞ্চদিবসব্যাপী ধর্ম্মসভা অনুষ্ঠান সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য তাঁহার জমীতে সভামণ্ডপ করিবার অনুমোদন করিয়া সকলের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

মহোৎসব সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য শ্রীরামনারায়ণ ভোজনাগরওয়ালা, শ্রীমণিকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়, শ্রীজানকীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ, শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দাস, শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুদেব চন্দ্র দত্ত মহোদয়গণের বিভিন্নভাবে আনুকূল্য ও সহায়তা এবং শ্রীপাদ নারায়ণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীপাদ ভবতারণ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ উদ্ধারণ ব্রহ্মচারী, শ্রললিতাচরণ ব্রহ্মচারী, শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী, শ্রমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচিন্ত্য গোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনমোহন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঘনশ্যাম ব্রহ্মচারী প্রভৃতি মঠবাসী ব্রহ্মচারীগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাচেষ্টা উল্লেখযোগ্য।

সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রায় যোগদানকারীগণের মধ্যে বেলুড় লালবাবার সঙ্কীর্ত্তন পার্টি ও হাজারী চৌধুরীর কীর্ত্তন পার্টি উল্লেখযোগ্য, তন্মধ্যে লালবাবার কীর্ত্তনপার্টিতে বিপুল সংখ্যাধিক্যহেতু তাঁহাদের শ্রুতিমধুর শ্রীনামসংকীর্ত্তন সকলের উল্লাসকর হয়। নগর সঙ্কীর্ত্তনকালে শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারীর উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তনও ভক্তগণের প্রচুর আনন্দ বর্দ্ধন করে।

মহোৎসবে পর্য্যবেক্ষণকার্য্যাদিতে যাঁহারা সহায়তা করিয়াছেন তন্মধ্যে শ্রীবাণীপদ ঘোষের নাম উল্লেখযোগ্য এবং সমবেত সহস্র সহস্র নরনারীকে শ্রীভগবৎ প্রসাদ পরিবেশনে শ্রীকানাইলাল দত্ত, শ্রীসরোজ সেনগুপ্ত প্রভৃতি স্থানীয় ভলান্টিয়ারগণের সহায়তাও প্রশংসনীয়।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

[৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬]

বর্ত্তমান সভ্যতার তথাকথিত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সারা বিশ্বে নিরীশ্বরবাদ, দুর্নীতি ও অধর্ম্মের প্রাবল্য দেখা যাইতেছে। আমাদের দেশ ও সমাজের ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া সুধী ব্যক্তিমাত্রই অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। ইহার সংশোধনের একমাত্র উপায় শিক্ষার মাধ্যমে মানব চরিত্র গঠন। কোমলমতি শিশুগণ যাহাতে ভগবদ্‌বিশ্বাস, পিতৃমাতৃভক্তি, গুরুজনে শ্রদ্ধা প্রভৃতি ধর্ম্ম ও নীতির অতি সাধারণ শিক্ষাগুলি লাভ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিলে চরিত্র গঠনের সহায়ক হয়। এই উদ্দেশ্যকে কার্য্যকরী করিবার প্রয়াসে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের নির্দ্দেশক্রমে এবং শ্রীমঠের শুভানুধ্যায়ীগণের উদ্যোগে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির নামে একটী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউস্থ শ্রীমঠে ৭ই বৈশাখ, ১৩৬৮, ২০শে এপ্রিল, ১৯৬১ তারিখে স্থাপিত হইয়াছে। উক্ত দিবস পূর্ব্বাহ্ণ ৮ ঘটিকায় সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীবিদ্যামন্দিরের উদ্বোধন কার্য্য আনুষ্ঠানিকভাবে আরম্ভ হয়। শ্রীবিদ্যামন্দিরের সহ সভাপতি ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ, এম্-এ প্রারম্ভিক ভাষণ প্রদান করেন এবং শ্রীবিদ্যামন্দির স্থাপনের উদ্দেশ্য বুঝাইয়া বলেন। অতঃপর বর্দ্ধমান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজ শ্রীভগবান্ ও গুরুবর্গের আশীর্ব্বাদ স্মরণমুখে শ্রীবিদ্যামন্দিরের সাফল্য কামনা করিয়া উদ্বোধন ভাষণ প্রদান করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে সমুপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দিরের সম্পাদক শ্রীমণিকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দাস, শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুশীল চক্রবর্ত্তী, শ্রীনিতাই গোপাল দত্ত প্রভৃতি সভ্যবৃন্দ এবং শ্রীনারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুদেব দত্ত, শ্রীহরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীসুধাংশু শেখর মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। শ্রীমঠের সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণবল্লভ ব্রহ্মচারী এবং মঠবাসী ব্রহ্মচারিগণ উপস্থিত হইয়া সংকীর্ত্তন করেন।

উক্তদিবস উপস্থিত ছাত্রছাত্রীগণের নাম রেজিষ্ট্রী করা হয় এবং আগামী ১লা মে, ১৯৬১ হইতে অধ্যাপনা কার্য্য আরম্ভ হইবে ঘোষণা করা হয়। বর্ত্তমানে শিশুশ্রেণী হইতে চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছে। উহাতে শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিকা ও কিণ্ডার গার্টেন (K. G.) শিক্ষা-পদ্ধতি অনুসারেই শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে বালকবালিকাদিগকে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথাগুলি ও আচরণ শিক্ষা দেওয়া হইবে।

ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তির বিস্তৃত নিয়মাবলী সম্পাদকের নিকট জানা যাইবে। একই পরিবারের একাধিক ছাত্র বা ছাত্রী হইলে তাহার জন্য অতিরিক্ত সুবিধা দেওয়া হইবে। প্রত্যেক শ্রেণীর ভর্ত্তির সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। ছাত্র ছাত্রীর জন্য যাহাতে পৃথক্‌ভাবে গৃহ শিক্ষকের প্রয়োজন না হয় এবং উত্তীর্ণ বিদ্যার্থীগণ যাহাতে উচ্চ শিক্ষালাভে ও সর্ব্ববিষয়ে যোগ্য হইতে পারে তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইবে। অভিভাবকগণকে এখন হইতেই বালক বালিকাদের ভর্ত্তি করাইবার জন্য উক্ত ঠিকানায় পূর্ব্বাহ্ণ ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত নাম রেজিষ্ট্রী করাইতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

অনুসন্ধানের স্থান :—

১। সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৭এ, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

২। ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ, এম্-এ, ২০, ফার্ণ প্লেস, কলিকাতা-১৯। ফোন নং ৪৬-৪২২০।

৩। শ্রী এম্, কে, মুখার্জ্জি, ৮এ, তারা রোড, কলিকাতা-২৬। ফোন নং ৪৬-৭১২৮।

৪। শ্রী এস্, এন্, ব্যানার্জ্জি, বি-এ, ২৯, পার্ক সাইড রোড, কলিকাতা-২৬। ফোন নং ৪৬-৫৯৩১।

হায়দ্রাবাদে শ্রীচৈতন্য বাণী প্রচার

(হায়দ্রাবাদ ডেকান্‌ ক্রোনাইকল্‌ দৈনিক পত্রিকায় ও কলিকাতা যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত)

[হায়দ্রাবাদ ও সেকেন্দ্রাবাদ নাগরিকগণের বিশেষ আমন্ত্রণে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী ও শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ সঙ্কীর্ত্তন-সঙ্ঘ সহ ইংরাজী ১৯৫৯ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর, বাংলা ১৩৬৬ সালের ২১শে ভাদ্র মাদ্রাজ মেলে কলিকাতা হইতে যাত্রা করেন এবং ৯ই সেপ্টেম্বর, ২৩শে ভাদ্র বুধবার হায়দ্রাবাদে প্রথমবার শুভপদার্পণ করেন। ইতঃপূর্ব্বে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ের কোন বিশিষ্ট আচার্য্য বিপুলভাবে শ্রীচৈতন্য বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে তথায় পদার্পণ করিয়াছেন বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায় না। স্বামীজী মহারাজ ষ্টেশনে পৌঁছিলে সহরের বিশিষ্ট নাগরিকগণ বিপুল সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন এবং তাঁহাদের অনুরোধক্রমে ২৬শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত সপ্তদশ দিবসব্যাপী হায়দ্রাবাদ চারকামান শিববাজারে অবস্থান করিয়া বিজ্ঞাপিত প্রোগ্রামানুসারে হায়দ্রাবাদ ও সেকেন্দ্রাবাদের বিভিন্ন স্থানে ভাষণ প্রদান করেন]

শ্রীল আচার্য্যদেব হায়দ্রাবাদ ষ্টেশনে পৌঁছিলে হায়দ্রাবাদ ও সেকেন্দ্রাবাদের নাগরিকগণ বিপুল সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন।

"৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ সঙ্কীর্ত্তন দল সহ গত ৯ই সেপ্টেম্বর হায়দ্রাবাদে পদার্পণ করেন। বিশিষ্ট নাগরিকগণ ষ্টেশনে তাঁহাকে **বিপুল সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন** করেন। হায়দ্রাবাদ ও সেকেন্দ্রাবাদ সহরের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মসভাসমূহে স্বামীজী মহারাজ ভাষণ দান করেন।

অন্ধ্র প্রদেশের গভর্ণর শ্রীভীমসেন সাচার শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের আচার্য্য ও তাঁহার সঙ্কীর্ত্তন দলকে হায়দরাবাদে শুভাগমনোপলক্ষে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। রাজভবনে

সমবেত বিশিষ্ট শ্রোতৃবৃন্দ, গভর্ণর ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী স্বামীজী মহারাজের ভাষণ ও ব্রহ্মচারিগণের সুললিত ভজন কীর্ত্তন শ্রবণে পরিতুষ্ট হন। শ্রীসাচার সস্ত্রীক স্বামীজী মহারাজ প্রদত্ত ভগবৎপ্রসাদ শ্রদ্ধাসহকারে গ্রহণ করেন। স্বামীজী তাঁহার ভাষণে বলেন, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু প্রচারিত প্রেমধর্ম্ম বিশ্ববাসীর মধ্যে যথার্থ ঐক্য ও প্রীতি সম্বন্ধ স্থাপনে সমর্থ। ২০শে সেপ্টেম্বর হায়দরাবাদের প্রধান প্রধান রাজপথ দিয়া বিরাট নগর সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হয়। সহস্র সহস্র নরনারী শোভাযাত্রায় যোগদান করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তগণ প্রবর্ত্তিত মৃদঙ্গাদিসহ নৃত্য-কীর্ত্তন হায়দরাবাদের ইতিহাসে এই সর্ব্ব প্রথম।

২৭শে সেপ্টেম্বর হায়দরাবাদ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের প্রাক্কালে হায়দরাবাদ অল ইণ্ডিয়া রেডিও ষ্টেশনে বেতার-বার্তায় প্রচারের জন্য শ্রীল স্বামীজী মহারাজের বাণী ও ব্রহ্মচারিগণের ভজন-কীর্ত্তন রেকর্ডে গ্রহণ করা হয়। উক্ত বেতারবার্ত্তায় স্বামীজী দেশের ও বিশ্বের বর্ত্তমান অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া দেশনেতা ও বিশ্বের আন্তর্জাতিক নেতৃবৃন্দকে বিশ্বশান্তি সমস্যা সমাধানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রচারিত প্রেমধর্মবাণীর প্রতি অবহিত হওয়ার জন্য আবেদন জানান।

হায়দরাবাদে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের একটী শাখা প্রচারকেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে।" —(যুগান্তর ১৫ই আশ্বিন, ১৩৬৬, ২রা অক্টোবর, ১৯৫৯)

নগর সংকীর্ত্তন কালে নৃত্য ও কীর্ত্তন রত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ এবং সংকীর্ত্তনমণ্ডলী।

"Governor Bhimsen Sachar accorded an entertainment to His Holiness Paribrajak Acharyya Tridandi Swami 108 Sree Sreemat Bhakti Dayita Madhav Goswami Maharaj, president of Sree Chaitanya Gaudiya Math, Ishodyan, Sreemayapur, Nadia, West Bengal and its branches all over India and his sankirtan party at Raj Bhawan, Hyderabad on Tuesday September 15.

The Swamiji addressed a largely attended respectable gathering at Raj Bhavan and explained the teachings of Lord Chaitanya Mahapravu and the sankirtan party performed melodious Bhajan-sankirtan. The Swamiji in his speech stated that Divine Love (Prem Bhakti) as taught and preached by Lord Sree Chaitanya Mahapravu is the greatest spiritual force on earth which can establish close relation of love and unity of hearts amongst all human beings and thereby establish real peace in the world. Divine Love is more powerful than 'Ahimsa'. All animated beings are interconnected and inter-related and they are the parts of One Organic System—The All Pervading Soul. The knowledge of our common relation to that Absolute Soul will foster in us love and affinity for

[অন্ধ্রপ্রদেশের গভর্ণর শ্রীভীমসেন সাচার শ্রীআচার্য্যদেব প্রদত্ত শ্রীভগবৎ প্রসাদ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক গ্রহণ করিতেছেন।]

each other. Lord Chaitanya Mahapravu teaches us to cultivate that Prema-Bhakti by Nama Sankirtanam—chanting of the Holy Name of Lord Srikrisna. Nama Sankirtanam is the best Sadhan to achieve that goal in Kali Yuga. Namasankirtanam is an universal religion under which banner all irrespective of caste, creed and religion can unite.

At the conclusion of the meeting and Bhajan kirtan, Swamiji offered Prasadam to Mr. and Mrs. Bhimsen Sachar and had the pleasure of having close friendly conversation with the Governor"—(The Deccan Chronicle, sunday, September 20, 1959)

নিবেদন

[শ্রীপাদ রাধামোহন দাসাধিকারী]

প্রভুপাদ ! তব　　রাতুল চরণে,
মম দুঃখ করি নিবেদন।
অতি মূঢ় ভ্রান্ত,　　আমি যে পথিক,
তুমি গৌরাঙ্গের নিজজন ॥
বিষয় বিষের,　　পাপের অনলে,
দগ্ধ সদা এ হৃদয়-মন।
ষড়রিপু মোর,　　নিয়ত যোগায়,
অসৎ কামনারি ইন্ধন ॥
ভাই বন্ধু যত,　　সব দারা সুত,
আদি করি আত্ম-পরিজন।
সদা মায়া-ফাঁসে,　　বাঁধিবার আশে,
করিতেছে মোরে আকর্ষণ ॥
সেই ব্যথা পেয়ে,　　ভয়ে ভীত হ'য়ে,
প্রভু, জানাইতে তব কাছে।
ছুটে যে এসেছি,　　মলিন বদনে,
কত দুঃখেতে কাঙ্গাল সাজে ॥
তুমি না শুনিলে,　　প্রভো ! কেবা শুনে,
কে আছে এ জগত মাঝারে।
কেমনে জানাব,　　দীন হৃদয়ের,
মর্ম্মান্তিক বেদনা তোমারে ॥
রোগে-শোকে-দুঃখে,　　তাপিত এ হিয়া
শান্ত নহে করে হাহাকার।
কলুষ-দলিত,　　চিন্তায় জড়িত,
ভাঙ্গা প্রাণ (মোর) করে চুরমার ॥

কুহকিনী মায়া,　　এড়ান না যায়,
দৃঢ় মায়া-ডোরে বেঁধে হিয়া।
ওই ভব-কূপে,　　দেয় ফেলে মোরে,
যাতনায় যে মরি জ্বলিয়া ॥
প্রতিষ্ঠার তরে,　　কত কি যে করে,
তার লোভে পাগল যে মন।
তাই কি নাচিছে,　　হিয়া-মন-প্রাণ,
ভুলি'—হরিনাম নিত্য ধন ॥
বাসনা-সাগরে,　　নিয়ত ভ্রমিয়া,
মনো-ভৃঙ্গ (মোর) করে সন্তরণ।
বিপথে ছুটিয়া,　　পাপেতে মজিয়া,
হারাল সুদুর্ল্লভ জীবন ॥
কুহক-মায়ার,　　জালেতে পড়িয়া,
ভোগ-বিলাস-ব্যসনে মজি'।
হাস্য-পরিহাসে,　　পাপ-প্রলোভনে,
সদা মুগ্ধ দুষ্ট মন আজি ॥
সেই দুষ্ট-মতি,　　নাশ মহামতি,
চরণে এ ভিক্ষা মাগি আজি।
অধম বলিয়া,　　না করহ ঘৃণা,
সদা চিত্তে থাকহ বিরাজি ॥
তাইতে এসেছি,　　হে দয়াল প্রভু,
আমি কাঙালের বেশে সাজি।
পূজিব বলিয়া,　　ঐ রাঙ্গা চরণ,
হৃদয়-কুসুম লয়ে আজি ॥

কৃপা ক'রে প্রভো ! করহ গ্রহণ,
এ দীন-হৃদয়ের ভকতি।
তিমির নাশিয়া, জ্ঞান প্রদানিয়া,
নাশহ মোর সব দুর্ম্মতি ॥
পড়েছি সঙ্কটে, এ ঘোর বিপদে,
রক্ষহ মোরে চরণ ধরি।
অন্তিম-কালের, বিষম যন্ত্রণা,
আর যে আমি সহিতে নারি ॥

আমি যে অস্পৃশ্য, অধম পামর,
কি কহিব দয়ার সাগর !
মো-সম পতিত, নাহিক ভুবনে,
কৃপা কর (তাহে) প্রাণের ঠাকুর !!
জীবের পরম গতি (শ্রী) বৃন্দাবন,
(প্রভো !)
দেহান্তে দিও মোরে ঐ স্থান।
অন্তিম-কালের, পূরাও মনের
সাধ,—যবে করিব প্রস্থান ॥

—•—

প্রচার প্রসঙ্গ

শ্রীভাগবত মঠ, কাঁথি :—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ ব্রহ্মচারিগণ সমভিব্যাহারে কলিকাতা মঠ হইতে ২রা বৈশাখ, ১৫ই এপ্রিল শনিবার শুভযাত্রা করিয়া মেদিনীপুর জেলান্তর্গত কাঁথি শ্রীভাগবত মঠের বার্ষিক উৎসবে আহূত হইয়া যোগদান করেন। এতদুপলক্ষে আয়োজিত তিনটী বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীভাগবত মঠের অধ্যক্ষ ও আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ ও শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ অভিভাষণ প্রদান করেন। তাঁহারা তাঁহাদের অভিভাষণে আত্যন্তিক মঙ্গল লাভের উপায় সম্বন্ধে বহু কথা বলেন, যুগধর্ম্ম শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তনই কলিহত জীবের মঙ্গললাভের একমাত্র সাধন উহা শাস্ত্রযুক্তিমূলে প্রতিপাদন করেন এবং সুবৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সনাতন ধর্ম্মের কৃষ্টি দৈব-বর্ণাশ্রম বিচারধারার মর্য্যাদা সংরক্ষণ করিতেও উপদেশ করেন। ৫ই বৈশাখ মহোৎসব বাসরে সহস্রাধিক নরনারী মহাপ্রসাদ সম্মান করেন।

শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, মেদিনীপুর :—শ্রীমঠের অন্যতম প্রচারকেন্দ্র মেদিনীপুর শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ৫ই বৈশাখ মঙ্গলবার অক্ষয় তৃতীয়া বাসরে শুভবিজয় করেন। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দ নিম্নোক্তরূপ বিজ্ঞপ্তি প্রচার করতঃ সম্মিলিতভাবে শ্রীরূপ-রঘুনাথের বাণী প্রচারের আদর্শ প্রদর্শন করিয়া সকলের উল্লাস বর্দ্ধন করিয়াছেন :—

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌজয়তঃ

শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ

মেদিনীপুর

শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠের আচার্য্যদ্বয় পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর গোস্বামী মহারাজ ও পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ ৯ই বৈশাখ, ২২শে এপ্রিল শনিবার ও ১০ই বৈশাখ, ২৩শে এপ্রিল, রবিবার প্রতিদিন সন্ধ্যা ৭টায় বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীমঠ প্রাঙ্গণে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু প্রচারিত প্রেমধর্ম্ম সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করিবেন। সভার আদি ও অন্তে সুললিত মহাজনপদাবলী ও শ্রীনাম সংকীর্ত্তন হইবে। সজ্জনগণের যথাসময়ে উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

মেদিনীপুর—
৬ই বৈশাখ ১৩৬৮
১৯শে এপ্রিল ১৯৬১

} শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠের
সেবকবৃন্দ

ধর্ম্মসভায় সহরের বহু নরনারী উপস্থিত হইয়া আচার্য্যদ্বয়ের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী শ্রবণ করিয়া প্রচুররূপে লাভবান্ হন। ভজনের আদি ও অন্তে ব্রহ্মচারিগণ সঙ্কীর্ত্তন করেন।

আনন্দপুরে শ্রীল আচার্য্যদেব :—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য বিশেষভাবে আহূত হইয়া সদলবলে মেদিনীপুর মঠ হইতে ১১ই বৈশাখ, ২৪শে এপ্রিল সোমবার নিকটবর্ত্তী প্রসিদ্ধ গ্রাম আনন্দপুরে পৌঁছিলে, স্থানীয় অধিবাসী সজ্জনবৃন্দ বিপুল

সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন এবং আনন্দপুর স্কুল প্রাঙ্গণে এক মহতী ধর্ম্মসভায় গ্রামবাসিগণের পক্ষ হইতে ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি শ্রীঅনিল চন্দ্র হাজরা, বি-এ, বি-এল মহোদয় শ্রীল আচার্য্যদেবকে অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন। তৎপর স্কুল হইতে বিরাট সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহযোগে শ্রীল আচার্য্যদেবকে গ্রামের প্রধান ব্যক্তি শ্রীঅনন্ত চন্দ্র বাগ মহোদয়ের গৃহে আনয়ন করা হয়। বাগ মহোদয়ের আগ্রহে ও সৌজন্যে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য তাঁহার গৃহে দুই রাত্রি অবস্থান করেন এবং তাঁহাদের সদর কাছারীতে আয়োজিত দুইটী ধর্ম্মসভায় জীবের দুঃখের কারণ ও প্রতিকার সম্বন্ধে সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন।

গোয়ালপাড়া জেলায় (আসাম) প্রচার:—পূর্ব্ব সংখ্যায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্যের ফেব্রুয়ারী মাসে গোয়ালপাড়ায় অবস্থিতি ও প্রচার সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। তথায় বিপুলসংখ্যক নরনারী শ্রীচৈতন্যদেবের পরমোদার প্রেমধর্ম্মের কথা শুনিয়া আকৃষ্ট হইয়াছেন এবং বহু ব্যক্তি শুদ্ধভক্তি বিচারধারা অবলম্বন করিয়াছেন। উক্ত বিপুল প্রচারে যাঁহারা সহায়তা করিয়াছিলেন তন্মধ্যে শ্রীউদ্ধব দাসাধিকারী, নায়েব শ্রনবদ্বীপচন্দ্র রায়, শ্রীদীনেশ চন্দ্র নাথ, শ্রীবানেশ্বর দাস, শ্রীপতিতপাবন দাস, শ্রীজীব দাস, শ্রীছাইলা, শ্রীকমিশন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

বিরহ-সংবাদ

মেদিনীপুর শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠের অন্যতম সেবক ও নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থ ভক্ত ডাঃ এস্ এন্ রায়,এম্-এ (শ্যামসুন্দর দাসাধিকারী) বিগত ১০ই বৈশাখ, ২৩শে এপ্রিল রবিবার মধ্যাহ্ন ১২-১৫ মিঃ সময় মেদিনীপুর মীরবাজারস্থ আবাসে স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি কিছুদিন যাবৎ অসুস্থ হইয়া শয্যাশায়ী ছিলেন। শ্রীমঠের কতিপয় ব্রহ্মচারী সেবকবৃন্দ তাঁহার শেষ কৃত্য সম্পন্ন করেন।

ডাঃ রায় ঢাকা মাণিকগঞ্জস্থ কাঞ্চনপুর নিবাসী ছিলেন, পরবর্ত্তীকালে তিনি বাঁকুড়া জেলায় আসিয়া কিছুদিন শিক্ষকতার কার্য্য করেন, তৎপর মেদিনীপুরে চিকিৎসকের কার্য্য করা কালে প্রায় ২৩ বৎসর পূর্ব্বে মঠের সংস্পর্শে আসেন। ইং ১৯১৭ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দর্শনশাস্ত্রে এম্-এ উপাধি লাভ করেন। শ্রীহরিকথা কীর্ত্তনে তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল এবং শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তে তিনি পারঙ্গত ছিলেন। তিনি জীবনের শেষ কয়টা দিন শ্রীমঠের সেবায় সর্ব্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করিবেন এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্যের প্রতি তিনি বিশেষ শ্রদ্ধাযুক্ত ছিলেন এবং শেষসময়ে তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। শ্রীভগবানের অপার করুণায় জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে তিনি তাঁহার দীক্ষা গুরু শ্রীমদ্ভক্তি বিচার যাযাবর মহারাজ ও শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষের দর্শন লাভ করিয়া প্রায় সপ্ততিতম (৭০) বয়ঃক্রম কালে স্বধাম প্রাপ্ত হন। তাঁহার নির্য্যাণে সারস্বত বৈষ্ণবমাত্রই বিরহ সন্তপ্ত।

"কৃপা করি কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিল সঙ্গ। স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা হইল সঙ্গ ভঙ্গ॥"

সম্পাদকীয়

রাশিয়ার ইউ-রি গাগারিন্ স্পুটনিকে (কৃত্রিম উপগ্রহে) চড়িয়া পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া নির্ব্বিঘ্নে ফিরিয়াছেন, বিজ্ঞানের এই বিরাট সাফল্যের কথা বিশেষ ফলাও করিয়া সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতেছে। এই নূতন বৈজ্ঞানিক সাফল্যে নব যুগের সূচনা করিবে বলিয়া অনেক মনীষী ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন। বিভিন্ন গ্রহে উপগ্রহে এমন কি নভোমণ্ডলের সর্ব্বত্র নক্ষত্ররাজির সহিত যোগাযোগ অদূর ভবিষ্যতে সজ্ঘটিত হইতে পারে বলিয়া সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। মানব ইতিহাসে ইহা অত্যদ্ভুত ব্যাপার সন্দেহ নাই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই প্রশ্নও জাগে বিজ্ঞানের দ্রুতগতিতে ক্রমোৎকর্ষতা হইতে মানুষের

ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত বাস্তব সুখ শান্তি কতটা লাভ হইতেছে কিংবা উহাতে অশান্তিই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। এক শত বৎসর পূর্ব্বের ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, যে সময় বৈজ্ঞানিক সভ্যতার মাত্র শিশু অবস্থা বলা যায়, সে সময় পার্থিব জড়ীয় সুখ সুবিধার যেমন সুযোগ কম ছিল তেমনি পরস্পরকে ধ্বংস করিবার সামর্থ্যও সঙ্কুচিত ছিল এবং দুরারোগ্য ব্যাধি আদিরও প্রাবল্য কম ছিল। যতই বিজ্ঞানের সাহায্যে জড়ীয় সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের সুযোগ বাড়িতেছে, সঙ্গে সঙ্গে উক্ত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সাহায্যেই পরস্পরকে ধ্বংস করিবার সামর্থ্যও চক্রবৃদ্ধিহারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, হইতে হইতে এমন একটা অবস্থায় মানুষ আসিয়া উপনীত হইয়াছে যে সময় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের একটু অপব্যবহার হইলেই (কাম-ক্রোধাসক্ত স্বার্থান্ধ জীবের মধ্যে যাহার সম্ভাবনা প্রতি মুহূর্ত্তেই রহিয়াছে) বিশ্বের এক অংশের সমস্ত প্রাণিজগত নষ্ট হইতে পারে, এমন কি সারা বিশ্বের প্রাণিজগতই লোপ পাইতে পারে। অন্যদিকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগের সুযোগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন দুরারোগ্য ব্যাধিরও প্রাদুর্ভাব হইতেছে এবং উক্ত ব্যাধিসমূহের প্রতিষেধকরূপে নিত্য নূতন ঔষধ আবিষ্কারেরও প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং জড়ীয় সাফল্য যত বিরাটই হউক না কেন, তাহাতে এক দিকে যেমন আশা দেখা যায়, অন্যদিকে তেমনি গুরুতর ভয়ের কারণও আছে। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন চিন্তাশীল ভারতীয় আর্য্যঋষিগণ এজন্য পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাপারে মাথা ঘামান নাই এবং তজ্জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগেন নাই। তাঁহাদের ধারণা মনুষ্যের ইন্দ্রিয়-সৌখ্য বিধানের যতই নূতন নূতন ব্যবস্থা দেওয়া হউক না কেন, ভোগের যতই ইন্ধন দেওয়া হউক না কেন, তাহাতে তাঁহাদের বাস্তব সুখ শান্তি লাভ কিংবা বাস্তব সমাধান হইবে না। তাঁহারা বলিতেছেন জীবের স্বরূপ বিচারে আমাদের ভুল হইয়াছে এবং তজ্জন্য তাঁহার প্রকৃত প্রয়োজন সম্বন্ধে ভুল ধারণা হওয়ায় সমস্ত প্রচেষ্টাই নিষ্ফল হইতে বাধ্য। মূলেই গলদ থাকার দরুণ যা কিছু সৌধ নির্ম্মাণ করা হইতেছে, ধ্বসিয়া পড়িতেছে। স্থূল শরীরটা জীবের প্রকৃত স্বরূপ নয়, স্থূল সূক্ষ্ম দেহাতিরিক্ত শুদ্ধ চেতনকণ জীবের স্বরূপ, যাহাকে শাস্ত্রীয় ভাষায় 'আত্মা' সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। আত্মা সনাতন বস্তু, দেহের নাশেও উহা নষ্ট হয় না। "ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ। অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥"— (গীতা ২।২০)। আত্মার পক্ষে আত্মাই প্রয়োজন, অনাত্মা-জড়পদার্থ আত্মাকে সুখ দিতে পারে না। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জড়ীয় সম্পদ কোন ব্যক্তিকে দেওয়া হইলেও তাহার বাস্তব সুখ শান্তি লাভ হইবে না, কারণ জড় বস্তুর দ্বারা তাহার স্বরূপের অভাব নিবৃত্তি হইবে না। এজন্য তত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণ অন্তর্ম্মুখী হইয়া মুখ্যভাবে পরমাত্মানুশীলনের জন্য এবং গৌণভাবে শরীরের তাৎকালিক অভাব নিবৃত্তির জন্য কিঞ্চিৎ বিষয় আত্মস্বার্থের অনুকূলে স্বীকার করিতে উপদেশ করিয়াছেন। জীব চৈতন্যস্বরূপ হইলেও আপেক্ষিক। বাস্তব বস্তু অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীভগবান, তাঁহার চিচ্ছক্তির ভেদাংশ জীব। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু জীবকে শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের তটস্থা শক্তি বলিয়াছেন, এজন্য জীব শ্রীকৃষ্ণের সহিত ভেদাভেদ সম্বন্ধ যুক্ত হইলেও ভেদ-পরিচয়ে তাঁহার নিত্যদাস। জীব আপেক্ষিক চেতনসত্তা হওয়ায় তাহার সুখ চেতন বস্তু শ্রীভগবানে নির্ভরশীল। শ্রীভগবান্‌কে বাদ দিয়া জীব স্বতন্ত্রভাবে সুখী হইতে পারে না। শ্রীভগবৎপ্রীতিতে জীবের বাস্তব প্রীতি। "তস্মিন্ তুষ্টে জগত্তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ।" শ্রীভগবচ্ছক্তির ক্ষুদ্র বা বৃহদংশ (অর্থাৎ জীব, দেশ কিংবা বিশ্ব) যদি ভগবদ্‌বিমুখ হইয়া স্বতন্ত্রভাবে বিবিধ উপায়ে কামপূরণের দ্বারা শান্তি লাভের আশা করে, উহা সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবে। জীবের প্রয়োজন-বোধকে যদি জড়বিষয় ভোগ হইতে, স্থূল-সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় তোষণ হইতে শ্রীভগবানের দিকে, শ্রীভগবৎ-প্রীতি লাভের দিকে গতিবিশিষ্ট করান যায়, তবেই বাস্তব সমাধান সম্ভব। কারণ যে পরিমাণে তাঁহারা ভগবদুন্মুখী হইবেন, সেই পরিমাণে আনুষঙ্গিকভাবে স্বাভাবিকরূপে জড় বস্তু লইয়া বিবাদ বিসম্বাদ, দ্বেষ-হিংসা হ্রাস পাইতে থাকিবে। কিন্তু জড়বিষয়কেই যদি একমাত্র প্রয়োজন মনে করা হয়, উক্ত বিষয় পরিচ্ছিন্ন হওয়ায় বহু ভোক্তার মধ্যে পরস্পর লড়াই অবশ্যম্ভাবী, উহাতে ব্যক্তিগত, পরিবারগত, সমাজগত কোন প্রকার শান্তি লাভই সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে শ্রীভগবৎপ্রীতিকেই স্বীয় প্রয়োজনবোধে তৎপ্রীতিলাভে যত্নপর হইলে শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধযুক্ত সকল প্রাণিতেই তাঁহার প্রীতি স্বাভাবিকরূপে প্রকটিত হইবে এবং উহার আনুষঙ্গিক ফলস্বরূপ হিংসা, দ্বেষাদিও প্রশমিত হইবে।

নিয়মাবলী

১। প্রতি মাসে পূর্ণিমা তিথিতে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৪'৫০ (ভি. পি যোগে ৫৲), ষান্মাসিক ২'২৫ (ভি. পি যোগে ২'৭৫), প্রতি সংখ্যা '৩৭। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সময় হইতে হওয়া যাইবে। পূর্ব্ব প্রকাশিত সংখ্যা এবং জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে এক পৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন হইলে এবং কোন সংখ্যা না পাইলে পরবর্ত্তী মাসের ১৫ দিনের মধ্যে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। বিজ্ঞাপনের হার সাক্ষাৎভাবে অথবা পত্রে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট জ্ঞাতব্য।

৭। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশ স্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৭এ, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা—২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্র-সমূহ

আকর মঠ ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
ঈশোদ্যান
পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

(১) (ক) শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ
কলিকাতা-১৬।

(খ) ৩৭এ সতীশ মুখার্জ্জী রোড,
কলিকাতা-২৬।

(২) শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
গোয়াড়ী বাজার
কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।

(৩) শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ
পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।

(৪) শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
বৃন্দাবন (মথুরা)।

(৫) শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম
মধুবন মহোলি
পোঃ ও জেঃ মথুরা।

(৬) শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
পাথরঘাট্টি,
হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্র প্রদেশ)।

(৭) শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
গৌহাটী (আসাম)।

(৮) শ্রীগৌড়ীয় মঠ
তেজপুর (আসাম)।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

(৯) শ্রীসরভোগ গৌড়ীয় মঠ
পোঃ চক্‌চকাবাজার
জেঃ কামরূপ (আসাম)।

(১০) শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ
বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্থান)।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

শ্রীচৈতন্য বাণী

জ্যৈষ্ঠ—১৩৬৮

১ম বর্ষ] পুরুষোত্তম, ৪৭৫ শ্রীগৌরাব্দ [৪র্থ সংখ্যা

শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক :—

শ্রীকৃষ্ণবল্লভ ব্রহ্মচারী বিদ্যানিধি, এম্-এ।

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ, এম্-এ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-পুরাণতীর্থ, ভক্তিশাস্ত্রী।
২। শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ, সাহিত্যবিনোদ।
৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্।
৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ।
৫। শ্রীগোপীরমণ দাস, বিদ্যাভূষণ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বি-এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ

আকর মঠ ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

১। (ক) শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।
(খ) ৩৭এ, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬।
২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।
৩। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, বৃন্দাবন (মথুরা)।
৫। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা।
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্রপ্রদেশ)।
৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম)।
৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)।
১০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)।

মুদ্রণালয় ঃ—

'রাজলক্ষ্মী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্'—৪৩, রূপনারায়ণ নন্দন লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা-২৫।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণম্
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১ম বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৮। ১৬ পুরুষোত্তম, ৪৭৫ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৬ জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার ; ৩০ মে, ১৯৬১। | ৪র্থ সংখ্যা

বিশ্বে গোলোক দর্শন

"ত্বয়োপভুক্তস্রগ্‌গন্ধ বাসোহলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েমহি॥

আপনারা এই বিশ্বের যাবতীয় বস্তুকে কৃষ্ণসেবোপকরণরূপে দর্শন করুন। এই জগতের যাবতীয় বস্তুই কৃষ্ণ-সেবার সামগ্রী। যেদিন আপনারা দ্বিতীয়াভিনিবেশের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন, বাসুদেবময় জগৎ দর্শন করিতে পারিবেন, সেইদিন আপনাদের এই বিশ্বরূপেই গোলোক দর্শন হইবে। আপনারা সমগ্র নারীজাতিকে কৃষ্ণকান্তারূপে দর্শন করুন, তাঁহাদিগকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করুন, তাঁহাদের উপর কোন-প্রকার ভোগবুদ্ধি করিবেন না। তাঁহারা কৃষ্ণভোগ্যা, জীবের কখনও ভোগ্যা নহেন। আপনারা পিতামাতাকে নিজের ইন্দ্রিয়ভোগ্য সামগ্রীরূপে দর্শন না করিয়া কৃষ্ণের পিতৃমাতৃগণরূপে দর্শন করুন, আপনারা পুত্রকে নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণের সামগ্রী না ভাবিয়া শ্রীবালগোপালের সেবকের গণরূপে দর্শন করিতে শিক্ষা করুন, কদম্ব দর্শন করুন, যমুনা ও যামুন সৈকত দর্শন করুন, চন্দ্রিকা দর্শন করুন, আপনাদের বিশ্বানুভূতি থাকিবে না, গোলোক-দর্শন হইবে, গৃহে গোলোকের সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হইবে ; তখন আর মায়িক গৃহবুদ্ধি থাকিবে না, গৃহব্রত ধর্ম্মের হাত হইতে ছুটি পাইবেন।"

—শ্রীল প্রভুপাদ।

প্রেমের আস্পদ কে ?

"কৃষ্ণপ্রেমই বিমলপ্রেম। প্রেমের ধর্ম্মই এই যে, উহা কোন একটী তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া থাকে, এবং কোন একটী তত্ত্বকে বিষয় বলিয়া বরণ করে। বিষয় ও আশ্রয় ব্যতীত প্রেমের পরিচয় থাকে না। জীবহৃদয়ই প্রেমের আশ্রয়। একমাত্র কৃষ্ণই প্রেমের বিষয়। পূর্ণ বিমলপ্রেম উদিত হইলেই উপাস্য বস্তুর ব্রহ্মত্ব, ঈশ্বরত্ব ও নারায়ণত্ব শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে পর্য্যবসিত হইয়া পড়ে। * * *।

কৃষ্ণনাম শুনিবামাত্র যিনি নাম লইয়া বিবাদ আরম্ভ করেন, তিনি যথার্থ তত্ত্ব হইতে বঞ্চিত হন। নামের বিবাদ নিরর্থক। নাম যে বিষয়কে উদ্দেশ করে, তাহাই জীবের প্রাপ্য।

সর্ব্বশাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতে যে শ্রীকৃষ্ণচরিতামৃত বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বিদ্বদ্বর শ্রীব্যাসদেবের সাক্ষাৎ সমাধিলব্ধ তত্ত্ব। শ্রীনারদের উপদেশক্রমে ব্যাসদেব যখন ভক্তিরূপ সহজ সমাধি অবলম্বন করিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ দর্শন করিয়া সেই পরমপুরুষ কৃষ্ণে যাহাতে জীবের শোক, মোহ ও ভয়নাশিনী অর্থাৎ উপাধিরহিতা ভক্তি অর্থাৎ প্রেম উদিত হয়, সেইরূপ তাঁহার চরিতামৃত বর্ণন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণচরিতামৃত পাঠ বা শ্রবণ করিলে অধিকারভেদে জীবের দুই প্রকার প্রতীতি হয়। ঐ দুই প্রকার প্রতীতির নাম বিদ্বৎ-প্রতীতি ও অবিদ্বৎপ্রতীতি। প্রকট সময়ে যে শ্রীকৃষ্ণচরিত প্রাপঞ্চিক চক্ষুদ্বারা পরিদৃশ্য হয়, তাহাও বিদ্বজ্জনের পক্ষে বিদ্বৎপ্রতীতি ও জড়বুদ্ধিদিগের পক্ষে অবিদ্বৎপ্রতীতি বিস্তার করিয়া থাকে। বিদ্বৎপ্রতীতি ও অবিদ্বৎপ্রতীতি বুঝিতে ইচ্ছা হইলে ষট্সন্দর্ভ, ভাগবতামৃত বা মৎকৃত শ্রীকৃষ্ণসংহিতা ভালরূপে পাঠ করতঃ উপযুক্ত ব্যক্তির নিকট আলোচনা করিয়া লইবেন। এ স্থলে তাহার বিস্তৃতি করা দুঃসাধ্য। সংক্ষেপ অর্থ এই যে, বিদ্যাশক্তির আশ্রয়ে যে প্রতীতি উদয় হয়, তাহাই বিদ্বৎপ্রতীতি। অবিদ্যা আশ্রয়ে যে প্রতীতির উদয় হয়, তাহাই অবিদ্বৎপ্রতীতি।

শ্রীকৃষ্ণচরিতামৃতের যে অবিদ্বৎপ্রতীতি, তাহা অবলম্বন করিয়া যত বিবাদ উপস্থিত হয়। বিদ্বৎপ্রতীতিতে কোন বিবাদ নাই। যাঁহাদের পরমার্থলাভের বাসনা আছে, তাঁহারা বিদ্বৎপ্রতীতি সত্বর লাভ করুন। বৃথা অবিদ্বৎপ্রতীতি লইয়া বিবাদ করতঃ যথার্থ স্বার্থহানি স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি ?

বিদ্বৎপ্রতীতির কিঞ্চিন্মাত্র দিগ্দর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। যাঁহারা জড়চিন্তাকে অতিক্রম করতঃ চিত্তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন, তাঁহাদেরই পক্ষে বিদ্বৎপ্রতীতি সম্ভব। তাঁহারা চিচ্চক্ষুদ্বারা কৃষ্ণরূপ দর্শন করেন, চিৎকর্ণদ্বারা কৃষ্ণলীলা শ্রবণ করেন, চিদ্রসদ্বারা কৃষ্ণকে সর্ব্বতোভাবে আস্বাদন করেন। কৃষ্ণলীলা সমস্তই অপ্রাকৃত ও জড়াতীত। কৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তিক্রমে তিনি জড়চক্ষের বিষয় হইতে পারেন, কিন্তু স্বভাবতঃ চক্ষুঃ প্রভৃতি জড়েন্দ্রিয়সকল তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে না। প্রকট সময়ে যে সমস্ত ভগবল্লীলাদি প্রাপঞ্চিক ইন্দ্রিয়ের গোচর হয়, তাহাও বিদ্বৎপ্রতীতি ব্যতীত বস্তুসাক্ষাৎকাররূপ ফলপ্রদান করিতে পারে না। সুতরাং সাধারণতঃ অবিদ্বৎপ্রতীতিই লব্ধ হয়। অবিদ্বৎপ্রতীতির দ্বারা কৃষ্ণতত্ত্বকে অনিত্যতত্ত্ব বলিয়া অনেকেই জানেন। কৃষ্ণ শরীরের জন্ম, বৃদ্ধি, ক্ষয় ইত্যাদি কল্পনা করিয়া থাকেন। অবিদ্বৎ-প্রতীতি দ্বারাই নির্ব্বিশেষ অবস্থাকে সত্য ও সবিশেষ অবস্থাকে প্রাপঞ্চিক বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং কৃষ্ণতত্ত্বে বিশেষ থাকায়, তাহাও প্রাপঞ্চিক বলিয়া সিদ্ধান্তিত হয়।

পরমতত্ত্ব যে কি বস্তু, তাহা নির্ণয় করা যুক্তির কার্য্য নয়। অপরিমেয় পদার্থে সসীম নরযুক্তি কি কার্য্য করিতে পারে ? অতএব জীবের যে ভক্তিবৃত্তি আছে, তদ্দ্বারাই পরমতত্ত্ব জ্ঞাত ও আস্বাদিত হইতে পারেন। যাহাকে বিমল প্রেম বলি, তাহাই প্রাথমিক অবস্থায় ভক্তি নাম লাভ করে। কৃষ্ণকৃপা ব্যতীত বিদ্বৎপ্রতীতির উদয় হয় না, যেহেতু কৃষ্ণকৃপায় বিদ্যাশক্তি জীবের সহায় হন।

পরমতত্ত্বের যতপ্রকার ভাব জগতে লক্ষিত হইয়াছে, সে সমস্ত ভাবের অপেক্ষা কৃষ্ণস্বরূপ ভাবটীই বিমলপ্রেমের একমাত্র অধিক উপযোগী ভাব। মুসলমান শাস্ত্রে যে আল্লার ভাব স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে বিমলপ্রেম নিযুক্ত হইতে পারে না! অতিপ্রিয়বন্ধু পয়গম্বরও তাঁহার স্বরূপ সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই। কেন না উপাস্যতত্ত্ব সখ্যগত হইয়াও ঐশ্বর্য্যবশতঃ উপাসক হইতে দূরে থাকেন। খৃষ্টীয়ধর্ম্মে যে "গডের" ভাবনা করেন, তিনিও অত্যন্ত দূরগততত্ত্ব। ব্রহ্মের ত কথাই নাই। নারায়ণও জীবের সহজ প্রেমের প্রাপ্য বস্তু হন না। কৃষ্ণই একমাত্র বিমলপ্রেমের সাক্ষাৎ বিষয়স্বরূপ চিন্ময় ব্রজধামে নিত্যবিরাজমান আছেন।

কৃষ্ণের ধাম আনন্দময়। তথায় ঐশ্বর্য্য পূর্ণরূপে থাকিলেও তাহার প্রভাব নাই। সমস্তই মাধুর্য্যময় ও নিত্যানন্দস্বরূপ। ফল, ফুল, কিশলয়ই তথাকার সম্পত্তি। গোধনসমূহই প্রজা। রাখালগণ সখা। গোপীগণ সঙ্গিনী। নবনীত ও দধিদুগ্ধই খাদ্য দ্রব্য। সমস্ত কানন ও উপবন কৃষ্ণপ্রেমময়। যমুনানদী কৃষ্ণসেবায় অনুরক্তা। সমস্ত প্রকৃতিই কৃষ্ণপরিচারিকা, যে বস্তু অন্যত্র পরব্রহ্মরূপে সকলের পূজা ও সম্মান গ্রহণ করেন, তিনি সেই ধামের একমাত্র প্রাণধন, কখন উপাসকের তুল্য, কখন তদপেক্ষা হীনরূপে পরিজ্ঞাত হন।

এইরূপ না হইলে কি ক্ষুদ্র জীব পরমতত্ত্বের সহিত প্রেম করিতে পারে? পরমতত্ত্ব পরমলীলাময়, স্বেচ্ছাময়, জীবের বিমলপ্রেমলিপ্সু। স্বভাবতঃ যে ঈশ্বর, সে কি মানবগণের ন্যায় পূজার জন্য লালসা করে, না পূজা-দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া স্বয়ং সুখ প্রাপ্ত হয়? নিজের ঐশ্বর্য্য সমুদয় মাধুর্য্য-দ্বারা গোপন করতঃ পরমচমৎকার লীলারসের আধারস্বরূপ কৃষ্ণচন্দ্র অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে রসের অধিকারী জীবগণের সহিত সমতা ও হীনতা স্বীকারপূর্ব্বক স্বয়ং আনন্দ লাভ করেন।

যাঁহারা বিমল ও পূর্ণপ্রেমকে একমাত্র প্রয়োজন বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহারা কৃষ্ণ ব্যতীত সেই প্রেমের বিষয় বলিয়া আর কাহাকেই বা বরণ করিতে পারেন? যদিও ভাষাভেদে কৃষ্ণ, বৃন্দাবন, গোপ, গোপী, গোধন, যমুনা, কদম্ব প্রভৃতি শব্দসকল কোন স্থলে লক্ষিত নাও হয়, তথাপি বিশুদ্ধ প্রেমসাধকদিগের তত্তল্লক্ষণলক্ষিত নাম, ধাম, উপকরণ, রূপ ও লীলা-সমুদয় প্রকারান্তরে ও বাক্যান্তরে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। অতএব কৃষ্ণ ব্যতীত বিশুদ্ধ প্রেমের বিষয়ান্তর নাই।"

—ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ

সেবকের সেবাব্রত

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীগুরূপদেশানুসারে আমাকে এত সংখ্যক নাম প্রত্যহ অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে, এত সংখ্যক প্রণতি (ভক্ত ও ভগবদ্বিগ্রহে), অমুক অমুক সময়ে এই এই সেবাকার্য্য আমার অবশ্য কর্ত্তব্য, একাদশ্যাদি ব্রত আমি অবশ্য পালন করিব, ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ করিয়া এই ভাবে শ্রীকৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-চরণারবিন্দ স্মরণ করিব, অতঃপর শৌচ ও স্নানাদি সমাপনান্তে শ্রীগুরূপদিষ্ট ইষ্টমন্ত্র জপ ধ্যান পূজা ভক্তিগ্রন্থ পাঠ ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনাদি অপতিতভাবে অবশ্যই করিতে হইবে, কোন সময়ের জন্যই কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য চিন্তা মনে স্থান দিব না, বৃথা তর্ক প্রজল্পাদি অবশ্য বর্জ্জন করিব, প্রত্যহ অপতিতভাবে সাধুগুরু মুখে হরিকথা শ্রবণ করিব, সতীর্থগণ সঙ্গে সেই সকল শ্রুত বিষয়ের আলাপ ব্যতীত অন্য কোন কথালাপে সময় ক্ষেপ করিব না, শরীর রক্ষার জন্য একান্ত প্রয়োজনবোধে বিশ্রামাদি স্বীকার ব্যতীত আলস্য জাড্যের প্রশ্রয় দিয়া দুর্ল্লভ মানবজীবনের অমূল্য সময় নষ্ট করিব না, জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তের সদ্ব্যবহার করিব, অত্যন্ত জড়বিষয়াসক্ত ব্যক্তি, পরস্ত্রী বা সেই

পরস্ত্রীর সঙ্গীর সঙ্গ ও কৃষ্ণাভক্তজন সঙ্গ বর্জ্জনে বিশেষ সাবধান হইব—যেহেতু "অসৎসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার। স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর ॥ সন্দর্শনং বিষয়িনামথ যোষিতাঞ্চ হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু"—ইহাই মহাজনবাক্য, প্রত্যহ অপতিতভাবে সংখ্যা নির্ব্বন্ধ সহকারে শ্রীষোড়শ নামাত্মক মহামন্ত্র অবশ্যই জপ করিব, অসংখ্যাতঃ ভাবেও সেই নাম সর্ব্বদা গ্রহণ করিব, শ্রীগুরুদত্ত নাম মন্ত্র জপে অনাদর করিয়া কখনই জলগ্রহণ করিব না, আমার ইষ্টমন্ত্র দীক্ষাদাতা শ্রীগুরুপাদপদ্মই আমার ইহ পরকালের একমাত্র বান্ধব, তাঁহার প্রসন্নতা লাভ ব্যতীত আমার সাধন ভজন সকলই বৃথা, শ্রীগুরুদেবের কৃপাতেই ভগবৎকৃপা লভ্য, তিনি অপ্রসন্ন হইলে আমার আর কোন গতিই নাই, শ্রীহরি রুষ্ট হইলে গুরুদেব রক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু গুরুদেব রুষ্ট বা অপ্রসন্ন হইলে আমার সাধন ভজন সকলই ভস্মে ঘৃতাহুতি তুল্য নিষ্ফল হইয়া যাইবে, শ্রীগুরুপাদপদ্মসেবাই আমার একমাত্র ভজনসম্পদ্, তাঁহার সেবা ছাড়িয়া আমার স্বতন্ত্র ভজনপূজন কিছুই নাই, আমার শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি যে কিছু ভজন সাধন সমস্তই শ্রীগুরুদেবের প্রীত্যুদ্দেশে অনুষ্ঠেয়, "সেই ব্রত, সেই তপ, সেই মোর মন্ত্রজপ, সেই মোর ধরম করম"—শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের এই বাক্যের মর্ম্ম আমার সর্ব্বদা অনুধাবনীয়, পরম মঙ্গলময় শ্রীগুরুপাদপদ্মের তিরস্কারকে আমি সর্ব্বদাই পুরস্কাররূপে গ্রহণ করিব, আমার যাহা কিছু সাধন ভজন, সমস্তই গুরুপাদপদ্ম-প্রীতি-মাধ্যমে, ইহা যেন আমি সকল সময়ের জন্যই মনে সর্ব্বোচ্চ স্থান দিয়া রাখি, "আজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া" বিচারাবলম্বনে গুরুবাক্যের অপ্রীতিকর সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইবার দুর্ব্বুদ্ধি যেন স্বপ্নেও আমার হৃদয়ে না জাগে, গুরুদেব যে ব্যবস্থা করেন তাহাই আমার মঙ্গলের জন্য, তাঁহার বাক্য বা কার্য্যের দোষগুণ বিচার করিতে গিয়া তাঁহাতে মর্ত্ত্যবুদ্ধি আনিয়া না ফেলি, এবিষয়ে সর্ব্বদা সাবধান হইব, তবে শ্রীগুরুপাদপদ্মে নিষ্কপটে শিষ্যের সংশয় নিবেদিত হইলে শিষ্যবৎসল—আশ্রিত বৎসল সর্ব্বসংশয় সংচ্ছেত্তা শ্রীগুরুদেব সদ্ধর্ম্ম জিজ্ঞাসু আমার সকল সংশয় নিরাকরণ করিবেন। নতুবা সকল কল্যাণগুণ-নিলয় গুরু-পাদপদ্মে আমার কল্যাণবিধান বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় অন্তরের অন্তস্থল স্পর্শ করিলেও আমার সমূহ সর্ব্বনাশ সাধিত হইবে, ইহা যেন আমি কোন সময়ের জন্যই বিস্মৃত না হই। শ্রীভগবান্ আমার গুরুদেবের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমাকে যে শিক্ষা-দীক্ষাদানরূপ অনুগ্রহ বিতরণ করিয়াছেন, শ্রীভগবদভিন্নপ্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের সেই করুণা আমি যেন জীবনের কোন অবস্থাতেই বিস্মৃত না হই। শ্রীচৈতন্য মনোঽভীষ্ট সংস্থাপক শ্রীগুরুদেবের মনোঽভীষ্ট পরিপূরণে সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকাই শিষ্যের কৃত্য। গুরুর সেবক হয় মান্য আপনার। তাঁহার প্রিয় জনগণ আমারও সর্ব্বদা প্রীতির পাত্র। শ্রীগুরুপাদপদ্মে এবম্বিধ অচলা অটলা দৃঢ়া নিষ্ঠা রাখিয়া সাধন ভজন করিতে করিতে শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রসন্নতাক্রমে আমি 'সর্ব্বসিদ্ধির' অধিকারী হইব। শ্রীগুরুদেব আমাকে শ্রীহরিনাম হইতেই সর্বসিদ্ধি লাভের আশ্বাস দিয়াছেন, আমি গুরুবাক্যে দৃঢ়বিশ্বাস রাখিয়া নিরপরাধে নামগ্রহণপূর্ব্বক যাহাতে শ্রীগুরুপাদপদ্মের আদেশ প্রতিপালন করিতে পারি, তদ্বিষয়ে যত্নবান হইব। শ্রীগুরূপদিষ্ট নাম ভজন প্রভাবে রাগানুগভক্তি সম্পদের অধিকারী হইয়া শ্রীমন্মহা-প্রভুপ্রদত্ত অনর্পিতচর উন্নতোজ্জ্বল ব্রজ রসমাধুর্য্যাস্বাদন সৌভাগ্য উদিত হইবে। গুরুকৃপা হি কেবলম্।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞা

"শুন শুন নিত্যানন্দ, শুন হরিদাস।
সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ ॥
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা ॥
ইহা বই আর না বলিবা, বলাইবা।
দিন-অবসানে আসি আমারে কহিবা ॥
তোমরা করিলে ভিক্ষা যেই না বলিব।
তবে আমি চক্রহস্তে সবারে কাটিব ॥"

—চৈঃ ভাগবত

যৌবনেই হরিভজন সমীচীন

[শ্রীগোপীরমণ দাস বিদ্যাভূষণ।]

প্রতিটী নিঃশ্বাসের সহিত আমাদিগের পরমায়ুঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে। আমরা ভাবি আমাদিগের বয়স বাড়িতেছে, সময় হইলে হরিভজন করিব, এক্ষণে সংসারাদি করিয়া লই। আমরা চক্ষুর উপর দেখি সমবয়স্কগণ একে একে ইহ সংসার হইতে বিদায় লইতেছে এমন কি প্রিয়তম সন্তানগণের মধ্যেই কেহ কেহ বা গতাসু হইল কিন্তু কোন অবস্থাতেই আমি যে মরিব কিংবা আমি যে বৃদ্ধ হইতেছি, ইন্দ্রিয়াদি শিথিল হইতেছে, দেহ অপটু বা অসমর্থ হইতেছে, ইহা আমরা স্বপ্নেও ভাবিতে পারি না। বরং দেহেন্দ্রিয়াদির শিথিলতা এবং অপটুতার সহিত ইন্দ্রিয়াদির বিষয়গুলি মনে দৃঢ় কুলায় বন্ধন করে এবং মন বিষয়েতে অধিক সরস হইয়া পড়ে। বাল্য এবং যৌবনে মন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকায় মনে ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি এরূপ দৃঢ় নীড় বন্ধন করিতে পারে না। দেহেন্দ্রিয়ের শিথিলতা এবং অসমর্থতার সহিত তাহাদিগের বিষয়গুলি মনে কেন্দ্রীভূত হওয়ায় বৃদ্ধের মন ইন্দ্রিয় সকল শিথিল হইলেও ইন্দ্রিয়চেষ্টা-বিষয়ে অধিক স্পর্শ কাতর। তাহাদিগের মন বিষয় ব্যাপারে সদা ভারাক্রান্ত। সেই জন্য যাহারা বার্দ্ধক্যে হরিভজন করিবেন বলিয়া যৌবনে ভজন বিমুখতা প্রদর্শন করেন তাহাদিগের যৌবন ত বৃথা ইন্দ্রিয় চর্চ্চায় অতিবাহিত হয়ই বার্দ্ধক্যে অধিকতর বিষয় বাসনাসক্তি হেতু হরিভজনও অসম্ভব হয়। অবশ্য কিছু কিছু লোক বার্দ্ধক্যে তিলক রচনা ও শ্রীমালিকাদি গ্রহণ করিয়া হরিভজন করিতে প্রযত্ন করেন। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহা কৈতবমুক্ত নহে। খট্বাঙ্গ মহারাজা আসন্ন মৃত্যু হইতে শ্রীবিষ্ণুই রক্ষা করিতে সমর্থ দেবতাগণের নিকট জ্ঞাত হইয়া মুহূর্ত্তকালের জন্য শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া বৈকুণ্ঠগতি লাভ করিয়াছিলেন, পুরাণে এই প্রকার দৃষ্টান্তের উল্লেখ আছে। কিন্তু সকলে খট্বাঙ্গ মহারাজের আদর্শ অনুসরণে সমর্থ, ইহা বলা যায় না। যে সময় জীবরূপ পক্ষী বাসনাময় "পুঁটুলি" বন্ধন করিয়া অন্য দেহবৃক্ষে উড়িবার জন্য পক্ষ মেলিতেছে, সেই সময় ইতর বিষয়ে মোহাবিষ্ট থাকায় হরিভজনের চেষ্টা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুফলপ্রসূ হয় না। 'হিজোলগাছে বাঁধা না (নৌকা আর অগ্রসর হয় না।' কারণ মানবতরী তখন সুদৃঢ় বিষয় চিন্তায় ডুবু ডুবু, প্রাণ-পক্ষী উড়ু উড়ু অবস্থায় নাভীশ্বাস ফেলিতে সুরু করিয়াছে। উত্তম বস্তু চিন্তার আর অবসর নাই। সময় থাকিতে বহু সম্ভাবনাযুক্ত মানব দেহের সুসৎকার করা হয় না। জীবের মানব দেহলাভ করা সুলভ হইলেও সুদুর্লভ ব্যাপার। কারণ চৌরাশী লক্ষ যোনী ভ্রমণ করিয়া একবার সুলভ ভাবে মনুষ্য জন্মলাভ হইয়া থাকে। সেই সুদুর্ল্লভ মনুষ্য দেহ লাভ করিয়া যদি আমরা তাহার সদ্‌ব্যবহার না করি তাহা হইলে আমাদিগের অপেক্ষা আত্মঘাতী কে? কসাই বধ্য ভূমিতে যখন পশুগণকে লইয়া যায়, তাহারা সেই অবস্থাতেই নিশ্চিন্ত মনে ইন্দ্রিয়-তর্পণ করিতে করিতে যেরূপ গমন করে আমরাও তদ্রূপ প্রতিক্ষণে আমাদিগের আয়ু ক্ষয় হওয়া সত্ত্বেও তাহা বুঝিতে পারি না, পরন্তু ইন্দ্রিয় তর্পণে সময় অতিবাহিত করি। গুরুদেবতাত্ম হইয়া হরিভজনে প্রবৃত্ত হইলে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি হয়।

'নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥'

ভাঃ ১১।২০।১৭

একদিকে যেরূপ স্থাবর জঙ্গমাদির মধ্যে অবস্থিত জীবগণের মনুষ্য জন্ম লাভ ব্যতীত হরিভজনপূর্ব্বক নিস্তার লাভের সুযোগ নাই, অন্যদিকে দেবতাগণও স্বেচ্ছায় হরিভজনের সুবিধার জন্য মনুষ্য জন্ম কামনা করেন।

'স্বর্গিণোঽপ্যেতমিচ্ছন্তি লোকং নিরয়িণস্তথা।
সাধকং জ্ঞানভক্তিভ্যামুভয়ং তদসাধকম্॥'

ভাঃ ১১।২০।১২

নর-তনুই হরি ভজনের মূল। শ্রুতি বলেন, 'পুরুষত্বে চাবিস্তরামাত্মাসহিত প্রজ্ঞানেন সম্পন্নতমো বিজ্ঞাতং বদতি বিজ্ঞাতং পশ্যতি বেদ শ্বস্তনং বেদ লোকালোকৌ মর্ত্ত্যেনামৃত-মীপ্সত্যেবং সম্পন্নোঽথেতরেষাং পশূনামশনাপিপাসে এবা-ভিজ্ঞানম্।'
ব্রহ্মাণ্ডে বিবিধ দেহ বিশিষ্ট জীব বাস করে তাহাদিগের মধ্যে মনুষ্য দেহই পুরুষার্থ সাধক। শ্রীমদ্ভাগবতও বলেন—

'এক-দ্বি-ত্রি-চতুষ্পাদো বহুপাদস্তথাপদঃ।
বহ্ব্যঃ সন্তি পুরঃ সৃষ্টাস্তাসাং মে পৌরুষী প্রিয়া॥'

ভাঃ ১১।৭।২২

শ্রীভগবান্ মীন, বরাহ, কূর্ম্ম, নৃসিংহাদি বহুরূপে আবির্ভূত হইলেও চিন্ময় নর-তনুই তাঁহার স্বকীয় স্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেব বলেন, 'কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নর-লীলা, নরবপু তাহার স্বরূপ। গোপ বেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর, নরলীলার হয় অনুরূপ॥' শ্রুতি বলেন (তৈঃ উঃ ২।৫) তস্মাদ্বা এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াৎ অন্যোঽন্তর আত্মানন্দময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতাম্ অন্বয়ং পুরুষবিধঃ॥ পুরুষবিধঃ=পুরুষস্য বিধা ইব বিধঃ যস্য॥ অর্থাৎ শুদ্ধ জীবাত্মা চিৎস্বরূপবিশিষ্ট। জীবাত্মার অন্তর্যামী শ্রীভগবান্ নরস্বরূপবান্। অন্ন রসময় মনুষ্য দেহ শ্রীভগবানের অনুরূপ। অতএব মনুষ্যদেহই শ্রীভগবদ্ ভজনের অনুকূল দেহ। সেই মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া কৌমার পৌগণ্ড এবং যৌবনে যে সময় মনে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়গুলি সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না, সেই সময় হইতেই মনকে শ্রীহরিভজনে অভ্যস্ত করিতে হইবে। শ্রীগুরুচরণ আশ্রয় পূর্ব্বক সুদৃঢ় প্রত্যয়ের সহিত হরিভজনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। অন্যথায় বয়সের সহিত ইন্দ্রিয় বিষয়ে দৃঢ়াসক্ত হইয়া পড়িলে হরিভজন সুদূরপরাহত হইয়া পড়িবে। ধ্রুব, প্রহ্লাদ প্রভৃতিকে বাল্য হইতেই শ্রীহরি আরাধনায় প্রবৃত্ত হইতে পরিদৃষ্ট হয়। বাল্য এবং যৌবনে যাহা অভ্যাস করা যায়, সেই চিন্তাধারাই পরিণত বয়সে দৃঢ়তর ভাবে মনকে আশ্রয় করে। অতএব বাল্যে যৌবনে যখন মনের অবস্থা তরল সেই সময়ই হরিভজন প্রবৃত্তির প্রকৃষ্ট সময়। মহারাজ প্রহ্লাদ দৈত্য বালকগণকে উপদেশ ছলে বলিয়াছিলেন—

'ততো যতেত কুশলঃ ক্ষেমায় ভবমাশ্রিতঃ।
শরীরং পুরুষং যাবন্ন বিপদ্যেত পুষ্কলম্॥'

ভাঃ ৭।৬।৫

অর্থাৎ দেহটী বিপন্ন বা অসমর্থ হওয়ার পূর্ব্বেই হরিভজনে প্রবৃত্ত হওয়া কুশলী ব্যক্তির কর্ত্তব্য।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

(পূর্ব্ব সংখ্যার ৪০ পৃষ্ঠার অনুসরণে)

[ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ, এম্-এ]

কৃষ্ণ সম্বন্ধে বিজ্ঞান দাতা প্রভুপাদ— প্রভুপাদ সম্বন্ধতত্ত্বের বিজ্ঞান দান করিয়াছেন। এই সম্বন্ধতত্ত্বটী কি? পরিদৃশ্যমান জগৎ, উহার মধ্যে অসংখ্য জীব এবং এই জগতের অতীত যাহা কিছু আছে তৎসকলের সঙ্গে উহার মূলকারণ পরব্রহ্ম বা শ্রীকৃষ্ণের একটী নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। এই তত্ত্বকে সম্যকভাবে জানিতে পারিলে সম্বন্ধজ্ঞান লাভ করা যায়। অনাদিবহির্ম্মুখ জীব এই সম্বন্ধের কথা ভুলিয়া অনাদিকাল হইতে মায়ামুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে বলিয়া জন্ম-মরণাদি অশেষ দুঃখ ভোগ করিতেছে। পরব্রহ্মের সহিত জীবের প্রকৃত সম্বন্ধের জ্ঞান একবার জাগ্রত হইলে তাহার দুঃখকষ্টের অবসান ও নিত্য সুখ লাভের উপায় হইতে পারে। কিন্তু মায়াবদ্ধ জীবের আপনা হইতে নিত্য-

স্বরূপের জ্ঞান হয়না, সেজন্য কিন্তু পরমকরুণ মঙ্গলময় শ্রীভগবান্ জীবকে ভুলেন নাই, তাহার চিত্তে ব্রহ্মের স্মৃতি জাগ্রত করাইয়া তাহাকে তাঁহার দিকে উন্মুখ করিবার জন্য বেদ পুরাণাদি শাস্ত্র প্রকটিত করিয়াছেন। "মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি জ্ঞান। জীবেরে কৃপায় কৈলা কৃষ্ণ বেদ পুরাণ॥" সুতরাং বেদ পুরাণাদি সমস্ত শাস্ত্রের একমাত্র প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম। "বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো। বেদান্তকৃৎ বেদবিদেব চাহম্" (গীতা ১৫।১৫)—শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—সকল বেদের উদ্দেশ্য আমাকেই জানা। আমিই (বেদব্যাসদ্বারা) বেদান্ত প্রকট করিয়াছি এবং একমাত্র আমিই বেদের অর্থ জানি। সুতরাং বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম বা শ্রীকৃষ্ণই সম্বন্ধতত্ত্ব—"সকল বেদের হয় ভগবান্ সে সম্বন্ধ।"

এই সম্বন্ধ তত্ত্বের 'বিজ্ঞান' দান করিয়াছেন প্রভুপাদ তাঁহার অসাধারণ সিদ্ধান্তবিচার, উপদেশ ও আচরণ দ্বারা। 'বিজ্ঞান' বলিতে কি বুঝিতে হইবে? সাধারণভাবে 'জ্ঞান' বলিতে আমরা যাহা বুঝি, বিজ্ঞান তাহা নহে। * প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান ও বিশিষ্টজ্ঞান আছে। বস্তুটী এক হইলেও উহা জানার প্রক্রিয়া পৃথক। আমাদিগের ইন্দ্রিয় দ্বারা উহার প্রাকৃত রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ বিষয়ে আমরা কতকটা জানিতে পারি—এই জড়ময় জ্ঞানকে জড়বিজ্ঞান বা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বলা হয়। রসায়ন শাস্ত্র, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রাদি আমাদিগকে এই জ্ঞান দিয়া থাকে, কিন্তু এই জড়জ্ঞানের সহিত জীবের নিত্যসম্বন্ধ নাই। জীব স্বরূপতঃ চিদ্‌বস্তু, সুতরাং যে জ্ঞানের দ্বারা তাহার চিৎসম্বন্ধীয় স্বরূপের কিংবা অন্যান্য বস্তুরও চিৎসম্বন্ধীয় তত্ত্ব জানা যায়, অর্থাৎ চিদাশ্রয়ী জ্ঞান বা শুদ্ধজ্ঞানকেই প্রকৃত 'বিজ্ঞান' নাম দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রত্যেক বস্তুর এই শুদ্ধজ্ঞান ও জড়বিষয়কজ্ঞান দুইই আছে। জড়বিষয়জ্ঞান জীবের বদ্ধদশায় জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজন মাত্র। জড়প্রবৃত্তি অনুসারে যাঁহারা এই জড়জ্ঞানের উন্নতিসাধনে রত তাঁহারাও চিদুন্নতির কিয়ৎ পরিমাণে পরোক্ষভাবে উপকার করেন, কারণ তাঁহাদের জড়জ্ঞান প্রসূত নিপুণতার দ্বারা যে সকল জড়বস্তু প্রস্তুত করেন তাহাও কৃষ্ণসেবোপকরণরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শ্রীনারায়ণ সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাকে যে চতুঃশ্লোকী দ্বারা তাঁহার তত্ত্ব জানাইয়াছিলেন তাহাতে বলিয়াছিলেন—"জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞান-সমন্বিতং সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া" ঐ শ্লোকস্থ 'বিজ্ঞান' শব্দটীর তাৎপর্য্য বিভিন্ন টীকাকার এইভাবে দিয়াছেন, শ্রীবিশ্বনাথ—'অনুভবসমন্বিতং', শ্রীজীব—'ভগবদুপলব্ধির সহিত সংযুক্ত', শ্রীধরস্বামী—'অনুভব', মধ্ব—'যেভাবে জানিলে বিষ্ণুপদ লাভ করা যায়', সিদ্ধান্ত প্রদীপ—'যেরূপে ভক্তি যোগের প্রকাশ হইতে পারে'। প্রভুপাদ তাঁহার বিবৃতিতে বলিতেছেন'—বিজ্ঞান' বলিতে অপরোক্ষানুভব অর্থাৎ শ্রীভগবানের স্বরূপের সাক্ষাৎকার বুঝায়।

সুতরাং কৃষ্ণসম্বন্ধে বিজ্ঞান বলিতে বুঝাইতেছে যে যাহাতে ঐ সম্বন্ধের যথার্থ অনুভব হয় তাহাই। উদাহরণস্বরূপ বলা-যায় একটী সুন্দর মিষ্টফলের অনুভব। ফলটী সুন্দর পরিপক্ব দেখিয়া একটু আনন্দ পাইলাম ইহা উহার সত্ত্বার অনুভব মাত্র; ফলটী আঘ্রাণে সুগন্ধ বোধ হইল—ইহাও অনুভব, সত্ত্বার অনুভব অপেক্ষা প্রশস্ত; আঘ্রাণে বোধ হইল উহা মিষ্ট—অনুমানের দ্বারা মিষ্টত্বের অনুভব (পূর্ব্ব অনুভব হইতে প্রশস্ত); যখন ফলটীকে রসনাদ্বারা আস্বাদন করিলাম তখনই উহার যথার্থ অনুভব হইল। শ্রীকৃষ্ণের সহিত জীবের যে সম্বন্ধ তাহার অনুভবেরও এইরূপ তারতম্য আছে।

শ্রীকৃষ্ণের সহিত জীবের যে সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধের সম্যক ও পরিপূর্ণ অনুভব যাহাতে জীবের চিত্তে স্ফূর্ত্ত হয়, প্রভুপাদের কৃপায় শরণাগত সাধক তাহারই উপায় জানিতে পারেন। সাধক তখন শ্রীকৃষ্ণের শুধু চিৎসত্ত্বাজ্ঞানে (নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানুভব) তৃপ্ত হন না। শুধু তাঁহাকে হৃদয়স্থিত অন্তর্যামীরূপে অনুভব করিয়াও তৃপ্ত হন না। তাঁহাকে ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ পরব্যোমাধিপতি নারায়ণরূপে পাইয়াও তৃপ্ত হন না। প্রভুপাদের নির্দ্দেশিত সম্বন্ধজ্ঞান দ্বারা সাধকভক্ত চাহেন—পরব্রহ্মের এমন একটী স্বরূপ অনুভব করিতে, যিনি সর্ব্বৈশ্বর্য্য সর্ব্বশক্তি সর্ব্বরসপূর্ণ স্বয়ংসিদ্ধ পরম ঈশ্বর, যাঁহাতে

---

* শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত জৈবধর্ম্মোক্ত বিচারের মর্ম্মার্থ।

সর্ব্ব ঐশ্বর্য্য পূর্ণতমরূপে বিরাজিত থাকা সত্ত্বেও ঐশ্বর্য্যের স্বাতন্ত্র্য নাই, উহা মাধুর্য্যের অনুগত, মাধুর্য্যদ্বারা পরিমণ্ডিত। যাঁহার মাধুর্য্যের পূর্ণতম বিকাশে রসত্বের ও ব্রহ্মত্বের পূর্ণতম বিকাশ, সে স্বরূপে ভক্তের ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহেতু কোন ভীতির সঞ্চার নাই, গৌরববুদ্ধি জনিত জড়তা নাই, সেই সর্ব্বচিত্তহর অখিলরসামৃতসিন্ধু সচ্চিদানন্দতনু গোপীজনবল্লভ ব্রজেন্দ্রনন্দন, কিংবা তাঁহারই বিপ্রলম্ভ-রসবিগ্রহ রাধা-ভাবদ্যুতি সুবলিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু।

এখন জীব, পরব্রহ্ম (শ্রীকৃষ্ণ) ও প্রাকৃত জগতের স্বরূপ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ কিরূপ তৎসম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাইবে।

চিৎস্বরূপ জীব—জীব বলিতে কি বুঝিতে হইবে? মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, তৃণ, গুল্ম সকলেরই একটী দেহ থাকে। এই দেহটীকেই কি জীব বলিতে হইবে! না তাহা নহে, কারণ আমরা মরিয়া গেলে দেহটী পড়িয়া থাকে, তখন সেই দেহটীকে আমরা জীব বলি না। দেহটীকে পুড়াইয়া ফেলি। সুতরাং জীব দেহ ছাড়া অন্য একটী বস্তু। দেহটীতে যতক্ষণ চেতনা থাকে, ততক্ষণ উহাকে মানুষ পশু, পক্ষী ইত্যাদি বলিয়া থাকি। চেতনহীন হইলে উহাকে আর জীব বলি না, তখন বলি মৃত। সুতরাং বুঝা যায়, জীব বলিতে যাহা বুঝি তাহার সহিত চেতনার (চিৎ) একটী অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে। যাহার চেতন নাই তাহাকে আমরা জড় বলিয়া থাকি। মৃত্তিকা, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ এবং উহার সংমিশ্রণে উৎপন্ন দেহ, গৃহ, ধন, নদ-নদী পাহাড়-পর্ব্বত, শস্যাদি বস্তুকে আমরা জড় বলিয়া থাকি। উহাদের কোন ইচ্ছা বা ক্রিয়াশক্তি নাই। মনুষ্য, পশু, পক্ষী ইত্যাদির মধ্যে এই শক্তি আছে। জড়বস্তুর স্বরূপ জড়ময়। আমরা চেতন পদার্থ হইলেও আমাদের শরীর, মন ও ইন্দ্রিয়াদি জড়।

মৃত্যুর সময় যে বস্তুটী আমাদের পরিদৃশ্যমান দেহকে ছাড়িয়া যায় সেটীও জীব নহে। কারণ হস্ত, পদ, চক্ষু, নাসিকা, কর্ণ প্রভৃতি অঙ্গযুক্ত যে শরীরটী (স্থূল দেহ) মৃত বলিয়া পড়িয়া থাকে, উহা আর একটী সূক্ষ্ম শরীরকে (লিঙ্গদেহ) আবৃত করিয়া ছিল, সেই লিঙ্গদেহটি তখনও অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় বর্ত্তমান থাকে। এই সূক্ষ্ম লিঙ্গদেহটী জড়সম্বন্ধ প্রাপ্ত মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এই তিনটি বিকার দ্বারা গঠিত। যতদিন স্থূলদেহটি বর্ত্তমান ছিল, ততদিন জীব স্থূলদেহাভিমানে যে সকল কর্ম্ম করিয়াছে সেই সকল কর্ম্মবাসনা সঙ্গে লইয়া লিঙ্গশরীরটি অন্যদেহলাভ করার পূর্বপর্য্যন্ত সূক্ষ্মভাবে বর্ত্তমান থাকে। এই দেহটির উদ্দেশ্যেই আমাদের সন্তান-সন্ততিগণ মৃত্যুর পর (অর্থাৎ স্থূল দেহাবসানের পর) পারলৌকিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন। এই সূক্ষ্ম লিঙ্গদেহটিও জীব নহে, কারণ শাস্ত্রে ইহা জানা যায় যে মহাপ্রলয়ে যখন প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হইয়া যায়, তখন জীবের এই জড়াপ্রকৃতিজাত সূক্ষ্ম দেহও ধ্বংস হইয়া যায়, কিন্তু জীব ধ্বংস হয় না, কর্ম্মফলকে অবলম্বন করিয়া জীব তখন কারণ সমুদ্রে অবস্থান করে। কারণ-সমুদ্রে জড়রূপা প্রকৃতি আসিতে পারে না, সুতরাং সেখানে জড়বিমুক্ত চিৎবস্তু জীব ছাড়া অন্যকোন বস্তুর স্থান নাই। সুতরাং দেখা গেল 'জীব' বলিতে যাহা বুঝি তাহা চক্ষু কর্ণাদি অঙ্গযুক্ত স্থূলদেহ বা মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারাত্মক সূক্ষ্মদেহ এই দুই জড় আবরণমুক্ত একটি বস্তু। উহা অজড় অর্থাৎ চিৎস্বরূপ। এই চিৎস্বরূপ জীবাত্মাই স্বরূপতঃ জীব। জীবাত্মা বিশিষ্ট দেহকে উপচার বশতঃ জীব বলা হয়। এই জীবাত্মাকে আমরা ইন্দ্রিয় সাহায্যে দেখিতে পাই না। মানুষ, পশু, পক্ষী, তরুলতাদির দেহকে আমরা দেখিতে পাই। অতি ক্ষুদ্র দেহযুক্ত রোগের জীবাণুকেও আমরা অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে দেখিতে পাই, কিংবা ঐসকল বস্তুর উপাদানাদি আমরা বৈজ্ঞানিক যন্ত্র সাহায্যে নির্ণয় করিতে পারি, কিন্তু জীবাত্মাকে আমরা যন্ত্রাদির সাহায্যেও দেখিতে পাইনা কিংবা তাহার উপাদানও প্রাকৃত বিজ্ঞান দ্বারা নির্ণয় করিতে পারি না। উহার অস্তিত্ব কেবল উহার চেতনাময় প্রভাবের দ্বারা জানিতে পারি। একমাত্র শাস্ত্র প্রমাণ দ্বারাই উহার স্বরূপ জানিতে পারা যায়।

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা ব্রহ্ম—আমরা এই পৃথিবীতে চেতন ও অচেতন অনেক বস্তু দেখিতে পাই। তদ্ভিন্ন পৃথিবীর বাহিরেও অনন্ত আকাশ। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ

তারকাদি দেখিতে পাই। আমাদের ক্ষীণ দৃষ্টির বাহিরেও অসংখ্য বস্তু আছে তাহা আমরা দেখিতে পাই না। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অতীতও চিন্ময় ধামাদির কথা আমরা শাস্ত্রে জানিতে পারি। এই সকল বস্তু কোথা হইতে আসিল? জড়বিজ্ঞান জাগতিক প্রাকৃত বস্তু সমূহের উপাদান বিশ্লেষণ করিয়া কয়েকটি মূল উপাদানে পৌছিয়াছে। কিন্তু তাহাদেরও মূল কোথায়? আর শুধু উপাদান থাকিলেও বস্তু হয় না—অনন্ত বৈচিত্র্যময় অনন্ত বস্তুর নির্ম্মাতা একজন নিশ্চয়ই থাকিবেন। স্থাবর জঙ্গমাদি মধ্যে জড় উপাদান ব্যতীত চেতনশক্তিই বা কোথা হইতে আসিল?

জড়বিজ্ঞান ঐসকল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারে নাই। ঐসকল প্রশ্নের উত্তর একমাত্র বেদাদি শাস্ত্র হইতে গ্রহণ করিতে হইবে। দার্শনিকগণ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, ঐতিহ্য, অনুপলব্ধি, অর্থাপত্তি ও সম্ভব—এই আটটি প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ সকল আমাদের ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করে। বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়সকল 'ভ্রম', 'প্রমাদ', 'বিপ্রলিপ্সা' ও 'করণা-পাটব' এই চারিদোষে দূষিত, তাহাদ্বারা বাস্তবসত্য লাভ করা যায় না। ঐসকল প্রমাণ মধ্যে শব্দ প্রমাণ বা বেদ প্রমাণই একমাত্র নির্ভরযোগ্য। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা যে তথ্য লাভ করা যায় তাহা যদি স্বতঃসিদ্ধ বেদপ্রমাণের অনুগত হয়, তবেই সেই জ্ঞানকে স্বীকার কবা যাইতে পারে। বেদ অপৌরুষেয়—পরব্রহ্মের বাক্য, সুতরাং ভ্রম প্রমাদাদি দোষশূন্য। পৌরুষেয় অর্থাৎ ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা রচিতশাস্ত্র ঐরূপ না হওয়ায় নির্ভর যোগ্য নহে। বেদশাস্ত্র বলেন, "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বি-জিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম" (তৈত্তিরীয়)—যাঁহা হইতে এই সমস্ত ভূত (বস্তু সমূহ) উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাঁহাদ্বারা জীবিত থাকে এবং প্রলয় সময়েও যাঁহাতে প্রবেশ করে, তাঁহা জিজ্ঞাসা কর, তিনিই ব্রহ্ম। "আনন্দং ব্রহ্ম"—আনন্দই ব্রহ্ম। এই সকল শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায় আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মই হইতেছেন জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের একমাত্র কারণ। গীতা, শ্রীমদ্ভাগবতাদিতেও ইহার বহু স্মৃতি প্রমাণ আছে। শুধু ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এই ত্রিকালের প্রভাবাধীন প্রাকৃত অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড নহে, উহার অতীত যে সকল চিন্ময়ধাম আছে তাহাদিগেরও মূলকারণ এক সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বান্তর্যামী, সর্ব্বশক্তিমান্ পরব্রহ্ম। তিনি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়া প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন—"তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রবিশৎ"। পৃথিবী, জল, অগ্নি, অন্তরীক্ষ, বায়ু, সর্গ, আদিত্য, দিক্‌সমূহ, চন্দ্রতারকা, আকাশ, অন্ধকার, তেজঃ, ভূতসমূহ, প্রাণ, বাক্, চক্ষু, শ্রোত্র, মনঃ, ত্বক, বিজ্ঞান (বুদ্ধি) এবং রেতঃ এই সকল প্রত্যেকটির মধ্যে অবস্থান করিয়া প্রত্যেকটিকেই ব্রহ্ম নিয়ন্ত্রিত করেন। তিনিই এই ব্রহ্মাণ্ডের মূল নিমিত্ত কারণ—'আমি বহু হইব'—"একোঽহং বহুস্যাম্" এই সঙ্কল্প করিয়াই তিনি জগৎ সৃষ্টি করেন। তিনিই মূল উপাদান কারণ—তিনি সমস্ত শক্তি তত্ত্বের আকররূপে নিজেকে সমস্ত বস্তুরূপে পরিণত করিয়াছেন। ব্যষ্টি জীবের সৃষ্টি করিয়াও তিনি প্রতি জীবের মধ্যে অন্তর্যামীরূপে প্রবিষ্ট থাকেন। উক্ত শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায় সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র তিনিই ছিলেন, তাঁহার অনন্তশক্তি তাঁহার সহিত একীভূত হইয়া ছিল। সৃষ্টি ব্যাপারে তিনি অন্য কাহারও সহায়তা লয়েন নাই। সৃজন করা (ইচ্ছা বা সঙ্কল্প) এবং পরে প্রকৃতিতে ঈক্ষণ ("স ঐক্ষত")—এই সমস্ত ব্যাপারে বাহিরের কোন শক্তি তাঁহার উপর কাজ করে নাই। ঐ সকল ইচ্ছা বা ক্রিয়া তাঁহার স্বরূপের অন্তর্গতা শক্তি হইতে উদ্ভূত।

"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে" (শ্বেঃ উঃ)—এই পরব্রহ্ম ভগবানের পরাশক্তি বেদে নানাপ্রকার শোনা যায়। তাঁহার এই পরাশক্তি বা স্বরূপশক্তি এক হইলেও উহা হইতে 'চিৎ-শক্তি' 'জীবশক্তি' ও 'মায়াশক্তি'—তিন প্রকার ক্রিয়াশক্তি দেখা যায়, তিনি উক্ত তিনরূপে কার্য্য করিয়া থাকেন। স্বরূপ শক্তিতে যে সকল নিত্যলক্ষণ আছে তাহা পূর্ণরূপে চিৎ-শক্তিতে ও অনুপরিমাণে জীবশক্তিতে প্রকাশিত থাকে। স্বরূপশক্তির বিকৃতি মায়াশক্তিতে প্রকাশিত। স্বরূপশক্তির অন্য তিন প্রকার স্বভাব প্রকাশিত আছে—'হ্লাদিনী', 'সন্ধিনী' ও 'সম্বিৎ'। স্বরূপশক্তির হ্লাদিনীবৃত্তি আনন্দময়

রসস্বরূপ পরব্রহ্মকে (শ্রীকৃষ্ণকে) নিত্য চিদানন্দে নিমজ্জিত রাখিয়াছে। সন্ধিনী-বৃত্তি তাঁহার নির্ম্মল বৃন্দাবনাদি ধাম, তাঁহার গিরিগোবর্দ্ধনাদি বিলাসপীঠ, তাঁহার গোধনাদি, তাঁহার মাতা, পিতা, দাস, সখা প্রভৃতি পরিকরাদির চিন্ময় কলেবর, তাঁহার শয্যা, সিংহাসন, পাদুকা, ছত্রাদি বিলাসোপকরণ সমস্তই প্রকটিত করেন। এই সম্বিতাশ্রয়ে শ্রীকৃষ্ণ নিত্য তাঁহার চিন্ময় লীলাধামে পরিকরদিগের সহিত দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যাদি রস আস্বাদন ও কান্তাগণের সহিত মধুর রসাত্মক রাসাদি লীলাতে ক্রিয়াবান্ থাকেন। স্বরূপশক্তির এই তিন বৃত্তি জীবশক্তিতেও অনুপরিমাণে বর্ত্তমান আছে। হ্লাদিনী বৃত্তি অনুপরিমাণ বর্ত্তমান থাকায় জীবও আনন্দ আস্বাদনের অধিকারী হয়— "রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।"—অয়ং (জীব) রসং (রসস্বরূপ ব্রহ্মকে) লাভ করায় আনন্দের অধিকারী (আনন্দী) হন। ইহার জন্যই জীবে ব্রহ্মানন্দ ও সেবানন্দ লাভের অধিকার। সম্বিৎ বৃত্তি জীবের মধ্যে অনুপরিমাণে বর্ত্তমান থাকায় তাহাকে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অধিকারী করে। সন্ধিনী বৃত্তি (প্রকাশিকা বৃত্তি) জীবকে অণুচৈতন্য আকারে প্রকাশিত করে। এই তিনবৃত্তি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তিতে অবস্থিত থাকা হেতু তাঁহাকে সচ্চিদানন্দ বলা হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে আনন্দই তাঁহার উপাদান। তাঁহার হ্লাদিনী বৃত্তি সেই আনন্দকেই জ্ঞাপন করিতেছে। এই বৃত্তির দ্বারা তিনি নিজে আনন্দ আস্বাদন করেন এবং জীবকেও সেবানন্দ দান করেন। 'সৎ' শব্দ সত্ত্বা বা অস্তিত্ববোধক। আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম সৎ—ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান, তিন কালেই তাঁহার অস্তিত্ব। তিনি নিত্য, অনাদিকাল হইতেই বিদ্যমান। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান জ্ঞাপক কালের পূর্ব্বেও অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বেও একমাত্র তিনিই ছিলেন। 'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ' (শ্রুতি)। সন্ধিনী বৃত্তি তাঁহার এই নিত্যসত্ত্বাকেই জ্ঞাপন করিতেছে।

'চিৎ' শব্দে চেতন (অজড়) বুঝায়। আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম চেতন বলিয়া তাঁহার আনন্দকে নিজে অনুভব করিতে পারেন এবং অপরকেও অনুভব করাইতে পারেন। তিনি তাঁহার আনন্দবৈচিত্র্যীর চমৎকারিতাপূর্ণ আস্বাদন করেন বলিয়া তাঁহাকে শ্রুতিতে "রসো বৈ সঃ" বলা হয়। চেতন বলিয়া যেমন তাঁহার অনুভব করিবার ও করাইবার শক্তি আছে, সেইরূপ জানিবার ও জানাইবার শক্তিও আছে। সেজন্য এই আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মকে অখণ্ডজ্ঞান স্বরূপও বলা হয়। "সত্যং জ্ঞানং আনন্দং ব্রহ্ম"। তিনিই একমাত্র চিদ্বস্তু। অন্য কোন বস্তুতে যাহা কিছু চেতনা দেখা যায়, তাহা এই অখণ্ড চিৎবস্তু ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার স্বরূপ শক্তির সম্বিৎ বৃত্তি তাঁহার এই অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্বই জ্ঞাপন করিতেছে।

(ক্রমশঃ)

আত্ম জ্ঞান

(শ্রীজগন্নাথ দাসাধিকারী)

আনন্দের বীজ ভবে ছড়াইবে যত।
ফলভরা আনন্দের গাছ হবে তত॥
পরকে আনন্দ দিতে পারিবে যখন।
আনন্দের আস্বাদন পাইবে তখন॥
সবার ভিতরে দেখ আছে একজন।
কেহ কার নহে পর, সবাই আপন॥
সহিবে সকল দুঃখ হাসিভরা মুখে।
কৃষ্ণপাদপদ্ম হৃদে ধরি থাক সুখে॥
যখন যা' ঘটে দেখ সকলই মঙ্গল।
মঙ্গলময়ের রাজ্যে নাহি অমঙ্গল॥
এ দিন চলিয়া যাবে ক্ষণকাল পরে।
র'বে মাত্র কর্ম্মফল চিরদিন তরে॥
অতএব ক্ষণমাত্র সাধুসঙ্গ কর।
যেই তরী তরিবারে এ ভব সাগর॥
সংসারের মায়া মোহ ছাড়ি বুদ্ধিমান।
আত্মতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করেন সন্ধান॥

যমলার্জ্জুন-ভঞ্জন

[শ্রীবিভুপদ পণ্ডা বি-এ, বি-টী, কাব্য-পুরাণ-তীর্থ, ভক্তিশাস্ত্রী]

উদুখলে বাঁধি আপন তনয়ে
যশোদা চলিল কাজে।
কৃষ্ণ তখন দেখিতে পাইল
দুইটি বৃক্ষ রাজে॥
পূর্ব্ব জনমে নারদের শাপে
কুবেরের দুই সুত।
তথায় নিকটে রয়েছে দাঁড়ায়ে
বৃক্ষেতে পরিণত॥
নলকুবর ও মণিগ্রীব নামে
কুবেরের দুই সুত।
মদিরার পানে মত্ত আবার
ধনমদে গর্ব্বিত॥
রুদ্রানুচর সেই দুইজন
সুরম্য উপবনে।
বারুণী নাম্নী মদিরা সেবনে
ঘূর্ণিত বিলোচনে॥
নারীগণ সহ করিত বিহার
কুসুম কানন ছায়।
তাহাদের সনে নারীগণ হাসে
সদা নাচে আর গায়॥
বিমল গঙ্গা সলিলে তাহারা
একদা প্রবেশ করি।
করিল বিহার যুবতীর সনে
বিবস্ত্র বেশ ধরি॥
তাহাদের কোন সুকৃতি ফলে
হরিগুণগান করি।
ভকত প্রবর নারদ সেকালে
আসিল সে পথ ধরি॥
দেখিয়া তাদের বাসহীন বেশ
ভাবিল নারদ মুনি।
মদিরা সেবনে মত্ত রয়েছে
লঘু গুরু নাহি মানি॥
দেখিয়া নারদে অভিশাপ ভয়ে
লজ্জিতা দেববালা।
নগ্নতা ঢাকি বসন পরিয়া
দূরদেশে লুকাইলা॥
ধন গর্ব্বিত সে দুটি যুবক
করিল না প্রতিকার।
ইচ্ছা হইল নারদের মনে
অনুগ্রহ করিবার॥
'ভোগ' বিষয়ে আসক্ত জন
পাইয়া প্রচুর ধনে।
বুদ্ধি ভ্রষ্ট হইয়া যেমন
গর্ব্বিত হয় মনে॥
প্রচুর বিদ্যা হইতে অথবা
উচ্চ বংশ হ'তে।
তেমন গর্ব্ব জাগে না মানসে
মানুষের কোন মতে॥
ধনজাত এই গর্ব্ব হইতে
ভোগের কার্য্য যত।
রমণীর সেবা অক্ষের ক্রীড়া
চলে তার অবিরত॥
অজিতেন্দ্রিয় নির্দ্দয় নর
এই নশ্বর দেহে।
জরা ও মরণ রহিত মানিয়া
ভোগে সদা রত রহে॥
তখন চিত্ত বিনোদন তরে
অথবা ভোগের তরে।
নিষ্ঠুর হ'য়ে অবিকৃত মনে
পশুরে নিধন করে॥

জীবন থাকিলে যেই কলেবর
প্রিয় হয় অতিশয়।
মরণের পরে তাহাই আবার
আগুনে ভস্ম হয়॥
এহেন দেহের তৃপ্তির লাগি
জীবনাশ করে যেই।
স্বার্থ তাহার কিরূপে হইবে
কেমনে জানিবে সেই॥
অন্নদাতার পিতার অথবা
গর্ভধারিণী মাতার।
দহনকারীর অথবা নিজের
স্থির করা মহাভার॥
যখন এদেহে কার অধিকার
স্থির করা সুকঠিন।
তখন এদেহে অভিমান করা
নহে কভু সমীচীন॥
প্রকৃতি হইতে জাত এ শরীর
প্রকৃতিতে লয় পায়।
কোনমতে কেহ ধরিয়া রাখিতে
কভু নাহি পারে তায়॥
সবার ভোগ্য এই কলেবরে
আত্মবুদ্ধি করি।
তাহার তোষণ করে কি সুজন
অসদ্ বুদ্ধি ধরি॥
দুর্জ্জন যেবা তার প্রীতি লাগি
জীব হিংসন করে।
সাধুজন কভু সে পামর জনে
আদর নাহিক করে॥
অতএব ধনগর্বিত জন
যদি ধনহীন হয়।
ইহাই তাহার পরম ঔষধ
জ্ঞান তার ঠিক রয়॥
কণ্টক যার ফুটিয়াছে পায়
সেই পারে বুঝিবারে।

অপরের কাঁটা ফুটিবার ব্যথা
অন্যে বুঝিতে নারে॥
জীব মাত্রের দুঃখ সমান
মনেতে জানিয়া সার।
অপরে দুঃখ লভুক, এমত
ভাবনা না করে আর॥
ধনহীন জন বিনীত হইলে
বহু সদ্‌গুণ ধরে।
তাই সাধু জন সদা তার সনে
মিলন বাঞ্ছা করে॥
দরিদ্রজন সাধু সহবাসে
বিষয় বাসনা ত্যজে।
চিত্তশুদ্ধি হইলে তাহার
শ্রীহরি সেবায় মজে॥
যারা কেমনে শ্রীহরি চরণ
করে থাকে অভিলাষ।
ধনগর্বিত অসাধু ধনীতে
মিলনে না করে আশ॥
অজিতেন্দ্রিয় বিষয় মত্ত
স্ত্রৈণ যুবক গণে।
অজ্ঞান জাত মত্ততা হ'তে
রক্ষিব এই ক্ষণে॥
এই লোকপাল কুবেরের দুই
তনয় মদিরা পানে।
গর্বিত হ'য়ে নিজের শরীর
নগ্ন নাহিক জানে॥
এই অপরাধে বৃক্ষ জনম
লাভের যোগ্য এরা।'
বলিয়া নারদ অভিশাপ দিলে
বৃক্ষ হইল তারা॥
নারদ আবার এই অনুগ্রহ
করেন তাদের প্রতি।
দিব্য শতেক বরষের পর
লভিয়া পূর্বস্মৃতি॥

কৃষ্ণের কৃপা লাভ করি তারা
পুনরায় দেবকুলে।
জনম লভিবে ভকতির ফলে
কৃষ্ণের কৃপাবলে॥
এই মত বলি চলিলা নারদ
নারায়ণ আশ্রমে।
দুইটি বৃক্ষ হইল তখন
যমলার্জ্জুন নামে॥
ভকতবাক্য সত্য করিতে
কৃষ্ণ ভাবিলা মনে।
উদ্ধার করি দুই দেবসুতে
পাঠাইব নিজস্থানে॥
এইমত ভাবি চলিলা কৃষ্ণ
বৃক্ষের মাঝখানে।

রজ্জু সহিত উলুখলে নিয়া
হামাগুড়ি দিয়া টানে॥
সেই টান লাগি বৃক্ষ দুইটী
হইল প্রকম্পিত।
ভীষণ শব্দ সহকারে ক্রমে
হইল ভূলুণ্ঠিত॥
সে বৃক্ষযুগল মধ্য হইতে
তেজে অগ্নির সম।
বাহির হইল দুইটী পুরুষ
রূপ অতি মনোরম॥
প্রণত হইল কৃষ্ণচরণে
ভূমি লুণ্ঠিত শিরে।
পরে করযোড়ে করিল স্তবন
ত্যজিয়া অহঙ্কারে॥

হরিভক্তি সুদুর্ল্লভা

(শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বি-এস্‌সি)

জড়াপেক্ষারহিত পরিপূর্ণ চেতনময়তার মধ্যে যে বস্তু-নিচয়ের দর্শন ও অনুভূতি সম্ভব হয়, তৎসমুদয় বৈকুণ্ঠবস্তু। অনাশ্রিত-অভিমান বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার আশ্রয়ে অনাদিকালের আবর্ত্তনে আবর্ত্তিত হইতেছে, যিনি জীবচৈতন্যের যাবতীয় অভিমানের একমাত্র আশ্রয়, তিনিই পরমেশ্বর শ্রীহরি। তাঁহারই কথা গান করিয়া পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা আশ্রিত অভিমান-যুক্ত হইয়াছেন, সনকাদি চতুঃসন তাঁহারই গুণগান শ্রবণে ব্রহ্মমায়া হইতে চিরবিমুক্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারই গুণ গান করিয়া শুক, ব্যাস, নারদাদি তদীয় অভিমানে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য এবং তাঁহারই ভেদাভেদ প্রকাশে চরাচর বিশ্বের জন্মস্থিতিভঙ্গের পরিচয়। এমনই যে অদ্বয় অখণ্ড বস্তু ভগবান, তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন ব্যতিরিক্ত কিছুর প্রতীতিই মায়া। হরি সম্বন্ধ বিস্মৃত তেজ বারি মৃত্তিকার যাবতীয় বিনিময়জাত ত্রিসর্গও মিথ্যা বা মায়া। আত্মবস্তুতে মায়াস্পর্শ নাই, কিন্তু আত্মমায়া সর্বদাই রজ সত্ত্ব তমোময়ী এবং দুরতিক্র-মণীয়া। "ঋতেঽর্থং যৎপ্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি। তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ॥" (ভাঃ) * "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ (গীতা) †

শ্রীকৃষ্ণভক্তি একটী চিত্রকলা-বিশেষ। চিত্রশিল্পীর

---

* স্বরূপতত্ত্বই অর্থ অর্থাৎ যথার্থ তত্ত্ব। সেই তত্ত্বের বাহিরে যাহা প্রতীত হয়, সেই স্বরূপতত্ত্বে যাহার প্রতীতি নাই এবং স্বরূপ তত্ত্ব ব্যতীত যাহার অস্তিত্ব নাই, তাহাকেই আত্মতত্ত্বের মায়াবৈভব বলিয়া জানিবে।

† সত্ত্বাদি গুণবিকারাত্মিকা আমার এক অলৌকিকী মায়া আছে। উহা দুর্ব্বল জীবের পক্ষে দুরতিক্রমণীয়া। যাঁহারা কেবল আমার ভগবৎ স্বরূপের শরণাগত হন, তাঁহারাই ঐ মায়া উত্তীর্ণ হইতে পারেন।

সূক্ষ্মাকারে অঙ্কিত প্রারম্ভিক চিত্ররেখাগুলি যেমন তৎ-পশ্চাতের সমুজ্জ্বল সুবিশাল প্রচ্ছদপট (landscape) কে প্রকাশ করে, তদ্রূপ জীবহৃদয়ে অঙ্কিত কৃষ্ণভক্তির অস্পষ্ট নিত্যসিদ্ধ রেখাগুলিও সুপটু অভিজ্ঞ ভক্ত-শিল্পীর শিল্পকলাতেই সুস্পষ্ট হয়। শিল্পরেখাগুলি শিল্পীরই অনুভূতির বিষয় হয়, অনভিজ্ঞের তাহাতে সর্ব্বদাই অনধিকার—অপ্রবেশ। জীবচৈতন্যগুলির কোনটীই বেওয়ারিশ নহে, সবটী হইতেই কৃষ্ণসম্পদের প্রাকট্য-সম্ভাবনা আছে। ইহা অনন্যশরণ কৃষ্ণ-দরদীর অসমোর্দ্ধ্ব নিত্য-সেবাপ্রাণতাতেই সম্ভব হইতে পারে। কৃষ্ণভক্তির প্রগতিশীলতার কোন দিক দিয়া হতাশার কিছু না থাকিলেও আমি যে হতাশ হই তাহার কারণ আমার স্বতন্ত্র কাম আমাকে খণ্ডবস্তুতে মোহ উৎপাদন করাইয়া ভূমাবস্তুর উদারতার সান্নিধ্যে আসিতে দেয় না। কৃষ্ণভক্তির প্রগতিশীলতাই তাঁহার নিত্যতা সম্পাদন করে। কর্ম্মানুশীলনের সমাপ্তি আছে, জ্ঞানানুশীলনে হতাশার কথা আছে. কিন্তু ভক্ত্যনুশীলনের সমাপ্তি নাই। 'জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্ব-কর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা','সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরি-সমাপ্যতে', 'অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে। ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥'*(ঈশোপনিষৎ)ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য শুনা গেলেও ভক্তি সম্বন্ধে তাদৃশ কোন বচন দেখা যায় না বা যুক্তিতেও কোন কিছু অবর ভাব সিদ্ধ হয় না. পরন্তু 'ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্'। (গীতা) † 'স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে। অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সম্প্রসীদতি॥' (ভাগবত) § ইত্যাদি বাক্যে ভক্তির অনাদিত্ব ও অপ্রতিহতা গতির কথাই প্রকাশ করে এবং যুক্তিতেও ইহাই সিদ্ধ হয় যে, প্রীতির আস্পদে প্রিয়জনের প্রেমের গাঢ়তা বৃদ্ধিই হইতে পারে, তাহা কখনও স্তব্ধ হয় না। জগতের দিকে লক্ষ্য করিলেও ইহা স্পষ্ট হয় যে, নিজাত্মজ প্রিয়তম পুত্রকন্যার জন্য স্নেহময় পিতামাতার যদিও অকরণীয় কিছু থাকে না তথাপি স্নেহাধিক্যবশতঃ তাঁহাদের স্বতঃই মনে হয় বুঝি তাঁহারা তাঁহাদের পুত্রকন্যার জন্য কিছুই করিতে পারিলেন না। ইহা স্নেহেরই স্বভাব। যদিও কামতাড়িত জাগতিক ক্রিয়াসমূহে কামগন্ধশূন্য প্রেমের কিছু দৃষ্টান্তই নাই, তথাপি আংশিক জাগতিক মমত্ব-বোধেই যদি এতাদৃশাবস্থা পরিলক্ষিত হয়,তাহা হইলে যেখানে তৃতীয় বস্তুর (জড়ের) কোন ব্যবধানই নাই, কেবল চেতনময়-তার নিত্য বোধের মধ্যে যে প্রেম, প্রীতি ও ভালবাসা-তাহা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত না হইয়া সমাপ্ত হইবে কি করিয়া! ভক্তির সংজ্ঞা প্রদানে শাণ্ডিল্য সূত্র বলেন, 'সা পরানুরক্তি-রীশ্বরে' (১) নারদ পঞ্চরাত্র বলেন, 'সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্। হৃষীকেণ হৃষীকেশ সেবনং ভক্তি-রুচ্যতে॥' (২), ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শ্রীরূপপাদ বলিয়াছেন 'অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন

* যিনি অবিদ্যার সেবা করেন, তিনি অন্ধকারময় স্থানে প্রবেশ করেন। আর যিনি নির্ব্বিশেষ জ্ঞানরূপা বিদ্যাতে রত হন, তিনি তাহা অপেক্ষা অধিক অন্ধকারময় স্থানে প্রবেশ করেন।

† আমি যেরূপ বিভূতিসম্পন্ন ও স্বরূপতঃ যাহা হই, আমাকে জ্ঞানী ব্যক্তি ভক্তি দ্বারাই যথার্থরূপে জানিতে পারেন। সেই গুণাতীত ভক্তি দ্বারা সাত্ত্বিক-বিদ্যা নিবৃত্তির পর, তিনি আমাকে সাক্ষাৎ অনুভব করিয়া আমার সহিত যুক্ত হন অর্থাৎ আমার লীলারহস্যে প্রবেশ করেন।

§ যাহা হইতে ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত শ্রীকৃষ্ণে শ্রবণাদি লক্ষণা ফলাভিসন্ধানরহিতা ঐকান্তিকী স্বাভাবিকী নিরপেক্ষা ভক্তি হয়, তাহাই মানবগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। সেই ভক্তি বলে অনর্থ উপশান্ত হইয়া আত্মা প্রসন্নতা লাভ করেন।

(১) ঈশ্বরে পরানুরক্তিই ভক্তি। (২) ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ইন্দ্রিয়াধিপতি শ্রীকৃষ্ণের সেবাই ভক্তি। তাদৃশী ভক্তি নিরুপাধিকা অর্থাৎ দেহ ও মনোধর্ম্মের ব্যবধানরহিতা, কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টাপরা এবং নির্ম্মলা অর্থাৎ জ্ঞান কর্ম্মরূপ আবিলতা দ্বারা আচ্ছন্ন নহে।

কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥' (৩), এককথায় যাহাই কৃষ্ণের সুখবিধায়ক ক্রিয়া তাহাই ভক্তি সংজ্ঞাপ্রাপ্ত। 'লৌকিকী বৈদিকী বাপি য ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে। হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা।' নারদ পঞ্চরাত্র বচন) (৪)। কৃষ্ণার্থেঽখিল চেষ্টাবিশিষ্ট জনগণই ধন্য ও কৃতার্থ। পরাৎপর তত্ত্ব ভগবান্ এক এবং অদ্বিতীয় হওয়ায় চেতনাচেতন সমুদয় বস্তুই তদ্বৈভব, তদন্তর্গত বা তদধীন। এইজন্য শ্রীভগবদিচ্ছাই ভগবৎ প্রাপ্তির উপায় রূপে নির্ণীত হয়। যেখানে যতটা শ্রীভগবদিচ্ছানুবর্ত্তন বা ভক্তি দেখা যায়, সেইখানেই তাঁহার ততটা প্রকাশ লক্ষ্য করিবার সৌভাগ্য হয়।

জগতে ভক্তিযাজনকারীর দুর্ল্লভতা লক্ষ্য করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু একসময়ে প্রয়াগে অবস্থানকালে শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুকে উপদেশ প্রসঙ্গে কয়েকটী বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিয়াছিলেন, যাঁহার সৌরভে শ্রেয়ঃ সাধক মাত্রই নিত্যকাল সংযত হইবেন ও পরমাত্ম-বস্তুতে উত্তরোত্তর লোভান্বিত হইতে পারিবেন। তাহা উদ্ধৃত করিয়াই আমি এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

"প্রভু কহে,—শুন, রূপ, 'ভক্তি রসের লক্ষণ'।
সূত্ররূপে কহি, বিস্তার না যায় বর্ণন ॥
পারাপার শূন্য গভীর ভক্তিরস-সিন্ধু।
তোমায় চাখাইতে তার কহি এক 'বিন্দু' ॥
এইমত ব্রহ্মাণ্ড ভরি' অনন্ত জীবগণ।
চৌরাশী লক্ষ যোনিতে করয়ে ভ্রমণ ॥
কেশাগ্র-শতেক-ভাগ পুনঃ শতাংশ করি।
তার সম সূক্ষ্ম জীবের 'স্বরূপ' বিচারি ॥
তারমধ্যে 'স্থাবর', 'জঙ্গম'—দুই ভেদ।
জঙ্গমে তির্য্যক-জল-স্থলচর বিভেদ ॥
তার মধ্যে মনুষ্য-জাতি অতি অল্পতর।
তারমধ্যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ শবর ॥
বেদনিষ্ঠ-মধ্যে অর্দ্ধেক বেদ 'মুখে' মানে।
বেদনিষিদ্ধ পাপ করে, ধর্ম্ম নাহি গণে ॥
ধর্ম্মাচারী-মধ্যে বহুত 'কর্ম্মনিষ্ঠ'।
কোটী-কর্ম্মনিষ্ঠ-মধ্যে এক 'জ্ঞানী' শ্রেষ্ঠ ॥
কোটী জ্ঞানী-মধ্যে হয় একজন 'মুক্ত'।
কোটীমুক্ত-মধ্যে 'দুর্ল্লভ' এক কৃষ্ণভক্ত ॥
কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব 'শান্ত'।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী, সকলি 'অশান্ত' ॥"

ভক্ত ধ্রুব

সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা সৃষ্টির জন্য চিন্তা করিলে তাঁহার কায় হইতে শতরূপা ও স্বায়ম্ভুব মনু স্ত্রী পুরুষের আবির্ভাব হয়। স্বায়ম্ভুব মনু শতরূপাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিলে তাঁহার গর্ভে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামক দুইটী পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। পুত্রদ্বয় ভগবান্ বাসুদেবের অংশে আবির্ভূত হইয়া উভয়ে পৃথিবী পালনে নিযুক্ত হন। রাজা উত্তানপাদের দুই পত্নী—সুনীতি ও সুরুচি। সুরুচি রাজার অতীব প্রিয়তমা ছিলেন, কিন্তু সুনীতি তদ্রূপ প্রিয় হইতে পারেন নাই। প্রধানা মহিষী সুনীতির গর্ভে প্রথম পুত্র ধ্রুবের জন্ম হয় এবং সুরুচির গর্ভে দ্বিতীয় পুত্র উত্তম জন্ম গ্রহণ করেন।

একদিন রাজা উত্তানপাদ সুরুচির পুত্র উত্তমকে ক্রোড়ে লইয়া আদর করিতেছিলেন, এমন সময় ধ্রুব তথায় উপস্থিত

---

(৩) অনুকূলভাবে কৃষ্ণ-বিষয় অনুশীলনই উত্তমা ভক্তি। তাদৃশ ভক্তিতে কৃষ্ণ সেবা ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ নাই। তাহা নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম, নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানপর জ্ঞান ও যোগ প্রভৃতি ধর্ম্মদ্বারা আবৃত নহে। (৪) হে মুনে! মানবকুল লৌকিক ও বৈদিক যে সকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে, ভক্ত্যভিলাষী ব্যক্তিগণ সেই সমস্ত ক্রিয়া যাহাতে হরিসেবার অনুকূলা হয়, সেইরূপ করিবেন।

হইয়া বারংবার পিতার কোলে উঠিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাজা সুরুচিকে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া তাঁহার ভয়ে ধ্রুবকে কোলে তুলিতে সাহসী হইলেন না। রাজার অত্যন্ত প্রিয়তমা বলিয়া সুরুচি গর্ব্বিতা ছিলেন। তিনি যখন দেখিলেন সপত্নীর পুত্র ধ্রুব রাজার কোলে উঠিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে, তখন তিনি ঈর্ষানলে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং রাজার সমক্ষেই ধ্রুবকে এই বলিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন—"বৎস ধ্রুব, তুমি রাজপুত্র হইতে পার, কিন্তু রাজ সিংহাসনে বা রাজার ক্রোড়ে বসিবার তুমি যোগ্য নও, তুমি জান না তোমার মাতাকে রাজা প্রীতি করেন না, তুমি দুর্ভাগিনীর পুত্র। রাজা আমাকে প্রীতি করেন, সুতরাং আমার পুত্র উত্তম রাজ সিংহাসনে বসিবে। হায়! তুমি অবোধ বালক, তাই এই প্রকার দুষ্প্রাপ্য বিষয়ে তোমার অভিলায হইয়াছে। তোমার যদি নিতান্তই রাজ সিংহাসনে বসিবার প্রবল আগ্রহ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি উপায় বলিয়া দিতেছি, তুমি শ্রীভগবানের আরাধনা কর, যখন তিনি তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া বর দিতে আসিবেন, তখন তুমি আমার গর্ভে যাহাতে জন্ম হয় এইরূপ বর প্রার্থনা করিবে। আমার গর্ভে জন্ম হইলে তবে পিতার ক্রোড়ে বসিতে পারিবে, নতুবা দুর্ভাগিনীর পুত্র থাকাকাল পর্য্যন্ত কিছুতেই রাজ সিংহাসনে বসিতে পারিবে না।"

বিমাতার কঠোর বাক্যবাণের দ্বারা ধ্রুবের মর্ম্মস্থান বিদ্ধ হইয়া গেল। পিতা বিমাতার এই প্রকার অন্যায় আচরণ চক্ষুর সম্মুখে দেখিয়াও একটী কথাও না বলায় ধ্রুবের দুঃখের সীমা রহিল না, অভিমানে ও ক্রোধে দণ্ডাহত সর্পের ন্যায় দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, পরে অঝোর ধারায় কাঁদিতে কাঁদিতে জননীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মাতা সুনীতি বালক ধ্রুবকে অধরোষ্ঠ কম্পিত করিয়া, দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে ও কাঁদিতে দেখিয়া কোলে তুলিয়া লইলেন এবং তাহাকে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও ধ্রুবকে সান্ত্বনা করিতে পারিলেন না, ধ্রুব কেবলই কাঁদিতেছে, কেন কি জন্য কাঁদিতেছে তাহাও বলিতেছে না। সুনীতি দেবী অস্থির হইয়া পড়িলেন। এমন সময় অন্তঃপুরবাসিগণ আসিয়া প্রধানা মহিষীকে ঘটনার সকল সংবাদ আনুপূর্ব্বিক জানাইলেন। ধ্রুবের ক্রন্দনের কারণ জানিতে পারিয়া সুনীতি মর্ম্মান্তিক ব্যথিতা হইলেন। তিনি ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলেন না, ধ্রুবকে নিজাঙ্কে বাহুদ্বয় দ্বারা জড়াইয়া ধরিয়া দাবাগ্নি মধ্যস্থ লতার ন্যায় শোকাগ্নির দ্বারা দগ্ধীভূত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। যতই সপত্নীর দুর্ব্বাক্যের কথা স্মরণ হইতে লাগিল ততই তাঁহার কমলের ন্যায় সুন্দর নয়ন যুগল হইতে ক্রমাগত ধারায় অশ্রুধারা বর্ষিত হইতে লাগিল। দীর্ঘকাল যাবৎ ঐভাবে ক্রন্দন ও বিলাপ করিয়া অতঃপর ধ্রুবের জননী নিজেকে সংযত করিবার চেষ্টা করিলেন। তিনি দেখিলেন তাঁহাদের দুঃখের কোন শেষ নাই, সান্ত্বনা দিবার মতও কোন দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই এবং ইহাও চিন্তা করিলেন যদি তিনি নিজে ব্যাকুল হইয়া পড়েন, তাহা হইলে সন্তানকে কে সান্ত্বনা প্রদান করিবে। তাই তিনি কোন প্রকারে নিজেকে প্রকৃতিস্থ করিয়া ধ্রুবকে বুঝাইতে লাগিলেন,— বৎস ধ্রুব, তুমি কেন কাঁদিতেছ, তুমি কেন দুঃখ করিতেছ, তুমি কখনও ভাবিও না যে তোমার বিমাতা তোমাকে দুঃখ দিয়াছেন, বিমাতার কোন দোষ নাই। কারণ তুমি নিশ্চিত জানিবে জীব সেই জাতীয় দুঃখ ভোগ করে যে জাতীয় দুঃখ সে অপরকে দিয়া থাকে। ঈশ্বর কর্ম্মফল নিয়ন্তা, জীবের কর্ম্মানুসারে তিনি ফল দিয়া থাকেন, সুতরাং তোমার দুঃখের জন্য তোমার কর্ম্মই দায়ী, বিমাতা দায়ী নহেন, তিনি নিমিত্ত মাত্র। সুতরাং তুমি তাঁহার প্রতি ক্রোধ করিও না। হায়! আমি হতভাগিনী, তুমি হতভাগিনীর পুত্র, ইহা চিন্তা করিতেও অত্যন্ত বেদনা অনুভব হয়। কিন্তু বৎস ধ্রুব, আমাদের তজ্জন্য শোক করা কর্ত্তব্য নয়। কারণ বিমাতা সত্য কথা বলিয়াছেন, নতুবা আমি রাজার প্রধানা মহিষী হইলেও তিনি আমাকে ভার্য্যারূপে স্বীকার করিতে লজ্জিত হইতেছেন কেন? হায় অদৃষ্ট, দাসীর পুত্রও যদি মহারাজের নিকট উপস্থিত হয় তথাপি তিনি তাহাকে আদর করেন, তাহার সহিত কথা বলেন, কিন্তু তোমাকে দাসী পুত্রের ন্যায়ও জ্ঞান করেন না, নতুবা তোমাকে দুই একটী কথা বলিয়াও ত সান্ত্বনা দিতে পারিতেন। ধ্রুব, তুমি এজন্য আর ক্রন্দন

করিও না, কারণ উহার দ্বারা আমাদের কোন প্রয়োজন সিদ্ধি হইবে না। তোমার বিমাতা তোমাকে হরির আরাধনা করিতে বলিয়াছেন, তিনি অতি উত্তম কথা বলিয়াছেন, আমিও তোমাকে বলিতেছি তুমি শ্রীহরির আরাধনা কর, কিন্তু বিমাতার প্রতি মাৎসর্য্য বা ক্রোধ ভাব রাখিয়া নহে, তাহা হইলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস তুমি উত্তমের ন্যায় রাজ সিংহাসন লাভ করিতে পারিবে। সেই অধোক্ষজ ভগবান্ শ্রীহরি সত্ত্ব গুণকে অঙ্গীকার করিয়া বিশ্বের পালন করিয়া থাকেন। মন ও প্রাণজয়কারী যোগিগণ যে শ্রীহরির পাদপদ্ম সম্যক প্রকারে স্তব করিয়া থাকেন, সেই শ্রীহরির পাদপদ্ম সেবা করিয়া তোমার প্রপিতামহ ব্রহ্মা সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। আবার তোমার পিতামহ ঐশ্বর্য্যশালী স্বায়ম্ভুব মনুও দক্ষিণা বহুল যজ্ঞদ্বারা একাগ্র বুদ্ধি হইয়া সেই শ্রীহরির আরাধনা করিয়া অন্যের পক্ষে দুষ্প্রাপ্য ঐহিক, পারত্রিক এবং অপবর্গ (মোক্ষ) সুখ লাভ করিয়াছিলেন। অতএব বৎস ধ্রুব, মুক্তিকামী পুরুষগণ যে শ্রীহরির পাদপদ্ম অন্বেষণ করিয়া থাকেন, তুমি ভক্তিভাবযুক্ত পবিত্র অন্তঃকরণে সেই শ্রীহরিকে স্থাপন করিয়া অনন্যভাবে তাঁহার ভজনা করিবে। হে বৎস, সেই পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরি ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তি যে তোমার দুঃখ নিবারণে সমর্থ হইবেন, এরূপ মনে হয় না। কারণ ব্রহ্মাদি যে মহালক্ষ্মীকে প্রণিহিত চিত্তে ধ্যান করেন, সেই মহালক্ষ্মী পর্য্যন্ত দীপের ন্যায় শোভমান পদ্ম হস্তে করিয়া স্বয়ং তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকেন।'

জননীর উপদেশ ও বিলাপ শ্রবণ করিয়া ধ্রুব ক্রন্দন সংবরণ করিলেন এবং বুদ্ধিদ্বারা বিচার করিয়া নিজের মনকে ধৈর্য্যযুক্ত করিলেন। শ্রীহরি সন্তুষ্ট হইলে পিতৃরাজ্য অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ রাজ্য, এমন কি পিতামহ মনুর রাজ্য এবং প্রপিতামহ ব্রহ্মার রাজ্য ব্রহ্মাণ্ডের আধিপত্য লাভ করা যাইতে পারে শ্রবণ করিয়া ধ্রুব শ্রীহরির আরাধনা করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। মাত্র পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রমকালে রাজপুত্র ধ্রুব একদিন পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীহরির অন্বেষণে একাকী বনপথে বহির্গত হইলেন। নারদ গোস্বামী উত্তানপাদের রাজ্যে আসিয়া পুরবাসীর নিকট শুনিতে পাইলেন, রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র ধ্রুব বিমাতার তিরস্কারে অসহিষ্ণু হইয়া শ্রীভগবদারাধনার উদ্দেশ্যে সংসার ত্যাগ করিয়া বনে গমন করিয়াছেন। সুখে লালিত পালিত কঠোর জীবন যাপনে অনভ্যস্ত পাঁচ বৎসরের শিশুর এই প্রকার প্রচেষ্টার কথা শুনিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। ধ্রুব অনাহারে অনিদ্রায় 'কাঁহা পদ্মপলাশলোচন হরি', 'কাঁহা পদ্মপলাশলোচন হরি' বলিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বনপথে চলিতেছেন, এমন সময় নারদ গোস্বামী তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং অতিশয় বাৎসল্যভরে হস্তদ্বারা ধ্রুবের মস্তক স্পর্শ করিলেন, তাহাতে ধ্রুবের সকল অভদ্ররাশি বিনষ্ট হইয়া গেল। নারদ তাহাকে দেখিয়া মনে মনে বলিলেন,—'অহো মানভঙ্গে অসহিষ্ণু ক্ষত্রিয়গণের কি আশ্চর্য্য প্রভাব। ধ্রুব বালক হইয়াও বিমাতার তিরস্কার বচন এখনও হৃদয়ে ধারণ করিতেছে।' অতঃপর সাক্ষাতে ধ্রুবকে উপদেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—'বৎস ধ্রুব, তুমি ত' এখন মাত্র পাঁচ বৎসরের শিশু, এই বয়সে তুমি ক্রীড়া করিবে। এখন তোমার সম্মানই বা কি, অসম্মানই বা কি, আমি কিছুই দেখিতে পাই না। আর যদি এত অল্প বয়সেও তোমার মান, অপমান, বিবেক বুদ্ধি আসিয়াও থাকে, তাহা হইলেও মোহ ছাড়া অসন্তুষ্ট হইবার কি কারণ থাকিতে পারে। কারণ ইহ জগতে নিজ কর্ম্মানুসারে জীবের সুখ, দুঃখ, মান, অপমানাদি হইয়া থাকে, উহার জন্য অন্য কেহই দায়ী নয়। ঈশ্বরের আনুকূল্য ব্যতীত কোন উদ্যমই ফলপ্রদ হয় না, ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া নিজ পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফলস্বরূপ যাহা পাওয়া যাইতেছে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির তাহাতেই সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। সুতরাং ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণাধীনে কর্ম্মফল স্বরূপ যে সুখ দুঃখ পাওয়া যাইতেছে তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিয়া গৃহে থাকাই তোমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। জননীর উপদেশ মত যদি তুমি শ্রীহরির আরাধনা করিতে ও তাঁহার প্রসাদ লাভ করিতে অভিলাষী হইয়া থাক, ইহাতে তোমার কি সুবিধা হইবে বুঝিতে পারিতেছি না, কারণ সেই ভগবান্ মনুষ্যমাত্রেরই দুরারাধ্য, এমন কি মুনিগণ পর্য্যন্ত সর্ব্বতোভাবে অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করতঃ তীব্রযোগযুক্ত সমাধিদ্বারা বহু বহু জন্ম অন্বেষণ করিয়াও

সেই ভগবানের পদবী জানিতে সমর্থ হন না। সুতরাং এত শিশু বয়সে তোমার এই নিষ্ফল আগ্রহাতিশয্য পরিত্যাগ কর। বাল্যকাল ও যৌবন হরিভজনের উপযুক্ত সময় নয়, ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবার উপযুক্ত সময় বার্দ্ধক্য, সুতরাং বৃদ্ধ হইলে এই সকল অধ্যাত্ম বিষয়ে প্রযত্ন করিও, এখন নয়। নিজ কর্ম্মানুসারে প্রাপ্ত সুখ ও দুঃখের মধ্যে শ্রীভগবানের ইচ্ছা ও কৃপা দেখিতে পাইলে, অসন্তুষ্ট হইবার কোন কারণ থাকে না, সেই ব্যক্তি ভাল মন্দ কর্ম্মফল ভোগের মধ্যে থাকিয়াও শ্রীহরিতে মনোনিবেশ পূর্ব্বক আত্মাকে সন্তুষ্ট করিতে এবং জন্ম মৃত্যুরূপ সংসার হইতে মুক্ত হইতে পারে। যে ব্যক্তি নিজাপেক্ষা অধিক গুণবান্ ব্যক্তিকে দেখিয়া তাঁহাতে প্রীতি সম্পন্ন হন এবং নিজাপেক্ষা গুণহীনকে দেখিয়া তাঁহাতে কৃপা প্রকাশ করেন এবং নিজ তুল্য গুণযুক্ত পুরুষে মৈত্রী করিয়া থাকেন, সেই ব্যক্তি কোন সন্তাপেই অভিভূত হন না।' ধ্রুব নারদ গোস্বামীর উপদেশ শুনিয়াও শ্রীহরির আরাধনা হইতে নিবৃত্ত হইলেন না, বরং অধিকতর দৃঢ়তার সহিত নিজ সঙ্কল্প জ্ঞাপন করিয়া বলিতে লাগিলেন,— 'সুখ দুঃখে হতবিবেক পুরুষদিগের প্রতি কৃপা করিয়া আপনি যে আত্মসন্তোষলক্ষণস্বরূপ শান্তি মার্গ দেখাইলেন, তাহা আমার ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে নিতান্ত দুর্ল্লভ। কারণ আমি অসহিষ্ণু লক্ষণযুক্ত ক্ষাত্রস্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছি। সুতরাং আমি স্বভাবতঃই দুর্বিনীত। তাহাতে আবার সুরুচির দুর্ব্বাক্য-বাণে আমার হৃদয় বিদ্ধ হইয়াছে, সুতরাং সেই বিদ্ধ হৃদয়ে আপনার উপদেশ স্থান পাইতেছে না। হে ব্রহ্মন্! আমার পিতৃ-পিতামহগণ এবং কেহই যে ত্রিভুবনোৎকৃষ্ট পদে আরোহণ করিতে সমর্থ হন নাই, আমি সেই পদ লাভ করিতে অভিলাষ করিয়াছি। আপনি আমাকে তাহারই সহজ পথ বলিয়া দিন। আপনি ঐশ্বর্য্যশালী ব্রহ্মার অঙ্গ হইতে উৎপন্ন পুত্র। আপনি নিশ্চয়ই জগতের মঙ্গল বিধানের জন্য বীণাবাদন করিয়া হরিগুণগান করিতে করিতে সূর্য্যের ন্যায় ত্রিভুবনে ভ্রমণ করিয়া থাকেন।'

ধ্রুবের ঐ প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া ও শ্রীহরিভজনে তাঁহার দৃঢ় সঙ্কল্পের কথা জানিয়া ভক্তরাজ নারদ বিশেষ প্রীত হইলেন। তিনি প্রথমতঃ ধ্রুবের নিষ্ঠা পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে হরিভজন হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু 'শ্রীহরির পাদপদ্ম লাভ না করিয়া কিছুতেই গৃহে প্রত্যা-বর্ত্তন করিব না' এইরূপ তাঁহার সুদৃঢ় নিষ্ঠা দেখিয়া সুপ্রসন্ন অন্তঃকরণে কৃপা করিয়া বালক ধ্রুবকে কি ভাবে শ্রীহরির আরাধনা করিতে হইবে তাহার সহজ সাধন প্রণালী সম্বন্ধে উপদেশ করিতে লাগিলেন।

(ক্রমশঃ)

সাধুসঙ্গ

[কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নবভবনে শ্রীবিগ্রহগণের শুভবিজয়োপলক্ষে ধর্ম্মসভার প্রথম অধিবেশনে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ও বৈষ্ণবাচার্য্যগণের প্রদত্ত অভিভাষণের সারাংশ অবলম্বনে লিখিত।]

সাধুসঙ্গের কথা শুনে আধুনিক রুচিসম্পন্ন ব্যক্তি অনেকে ব'লতে পারেন, এ ত' সেকেলি কথা। বর্ত্তমান প্রগতিশীল যুগে এ প্রকার বিষয়ের আলোচনা নিরর্থক। এখন মনুষ্য সুসভ্য হয়েছে, অতি দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছে. আণবিক শক্তি, উপগ্রহোৎক্ষেপণ আদি নূতন নূতন আশ্চর্য্যজনক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দ্বারা প্রকৃতির উপর তার কর্ত্তৃত্ব ঘোষণা ক'রছে, বিজ্ঞানের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি নূতন ছাচে ঢেলে তৈরী হচ্ছে কিন্তু সর্ব্ব স্তরে এই ব্যাপক পরিবর্ত্তন ও উন্নতি পরিলক্ষিত হ'লেও বিশ্বের সুসভ্য জাতিগণ আজ এতটা আতঙ্কগ্রস্ত কেন, প্রাণিজগতকে দুনিয়া হ'তে নিশ্চিহ্ন ক'রে ফেল্‌বার জন্য নিত্য নূতন নূতন ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্রাদি আবিষ্কারের এত প্রতিযোগিতা, এত উদ্যম কেন, সমগ্র প্রাণিজগতের বোধহয় এ প্রকার বিপদ কখনও উপস্থিত হয় নাই, বিশ্বের শান্তি বোধহয় এ প্রকারে বিপদাপন্ন কখনও হয় নাই, দেশে, প্রদেশে, জেলায়, গ্রামে সর্ব্বত্র সঙ্কীর্ণ স্বার্থের জন্য পরস্পর

সঙ্ঘাত ও অশান্তি দাবানলের ন্যায় প্রজ্জ্বলিত হ'য়ে উঠেছে, রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম্মনীতি ক্ষেত্রে বিপর্য্যয় দেখা যাচ্ছে, পারিবারিক জীবনেও অশান্তি, স্বামী স্ত্রী, পিতাপুত্র, ভ্রাতাতে ভ্রাতাতে প্রীতির অভাব ও স্বার্থের সঙ্ঘাত, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির অমর্য্যাদা, অনেক পুত্র কন্যা পিতামাতাকে অবজ্ঞা ক'রছে, ছাত্রগণের মধ্যে বহু অধ্যাপককে মান্‌ছে না, অধ্যাপকদের মধ্যে অনেকে অর্থলোলুপ হ'য়ে নিজ গুরু-দায়িত্ব অবহেলা ক'রছেন, সর্ব্বত্র অনিয়ন্ত্রিত ও অসংযত জীবন বিস্তৃত হয়ে দৈনন্দিন জীবন দুর্ব্বিষহ করে তুলেছে। এ প্রকার দুঃখকর অবস্থা হতে পরিত্রাণ লাভের উপায় সম্বন্ধে কল্যাণকামী সুধী ব্যক্তিগণ সকলেই চিন্তা ক'রছেন।

কতগুলি ব্যষ্টি মনুষ্যের সমষ্টিই বিশ্ববাসী বা দেশবাসী। এজন্য ব্যষ্টি মনুষ্যের উপর সমষ্টির কল্যাণ নির্ভর ক'রছে। সকলের কল্যাণকরভাবে মানব চরিত্র গঠিত হ'য়ে উঠলে পরস্পরের মধ্যে অশান্তি বহুলাংশে হ্রাস পাবে এবং সমাজ সুশৃঙ্খলা সংরক্ষিত হ'তে পারবে। জন্ম, কর্ম্ম ও সঙ্গ এ তিনটীর দ্বারা মানব চরিত্র গঠিত হয়। তন্মধ্যে চরিত্র গঠনে সঙ্গের প্রভাব অত্যধিক। দুঃসঙ্গের দ্বারা যত দ্রুত চারিত্রিক অধঃপতন ও লোকসান হয় বোধ হয় অন্য কোন ভাবে তদ্রূপ হয় না। শৈশবকাল হ'তে সুসঙ্গ লাভ ক'রে যদি মানুষ গড়ে উঠে তা' হলে তারা সুসংযত, ব্যবহারনিপুণ, পরোপকারী, গুরুজনে ও ঈশ্বরে শ্রদ্ধাযুক্ত, স্নিগ্ধস্বভাববিশিষ্ট এবং তাদের জীবনাদর্শ দেশহিত-ব্রতে উৎসর্গীকৃত হ'তে পারে।

'ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥'(ভাঃ ১১।২৬।২৬)

'অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ ক'রে সাধুসঙ্গ ক'রবেন। যেহেতু সাধুগণ উপদেশ দ্বারা মনের ইতর আসক্তির গ্রন্থিসমূহ ছেদন ক'রে দেন।'

এখন সাধুর তাত্ত্বিক স্বরূপ কি বুঝ্‌তে পারলে, প্রকৃত সাধু কে জেনে তাঁর সঙ্গ করা যায়। কাষায় অথবা গৈরিক বসন পরিহিত ব্যক্তিকেই সাধারণ লোক সাধু মনে করেন। ত্যক্তাশ্রমী সাধুগণ শাস্ত্রাজ্ঞানুসারে কাষায় বস্ত্র পরিধান করেন সত্য, কিন্তু যে কোন ব্যক্তি কাষায় বস্ত্র পরিধান ক'রলেই সাধু হবে ইহা বলা যায় না। কপট ব্যক্তিগণও উক্ত বেষের অমর্য্যাদা করে নিজ দুষ্টাভিপ্রায় সিদ্ধ ক'রতে পারে। রাবণ ত্রিদণ্ডীর বেষ গ্রহণ ক'রে সীতা হরণ করেছিল। এজন্য কেবল বেষকেই সাধু মনে ক'রলে প্রতারিত হবার আশঙ্কা আছে। 'সৎ' পরায়ণতার নাম সাধুতা। সাধু যে কোন আশ্রমে বা যে কোন বর্ণে অবস্থিত থাকতে পারেন। সৎ এ প্রীতিযুক্ত ও নির্ভরশীল যিনি তিনি সাধু, অসৎ এ প্রীতিযুক্ত ও নির্ভরশীল যিনি তিনি অসাধু। নিত্য প্রকাশমান বস্তুকে 'সৎ' বলে, জড়েন্দ্রিয় গ্রাহ্য পরিদৃশ্যমান জগৎ নিত্য প্রকাশ-শীল নহে বলে 'অসৎ'। সুতরাং নশ্বর শরীর, উহার পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ভোগ্য শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ জড়বিষয়সমূহ এবং শরীর সম্বন্ধীয় যাবতীয় বস্তু 'অসৎ'। জড়েন্দ্রিয়ের গ্রহণযোগ্য বস্তু নিত্য প্রকাশমান অর্থাৎ সৎ না হওয়ায়, 'সৎ' বস্তুর স্থিতি ইন্দ্রিয়জ্ঞানের সীমার বাহিরে, এজন্য উহাকে অতীন্দ্রিয় বলা হয়। বেদে 'সৎ' কে 'তৎ' ব'লে নির্দ্দেশ করেছেন। 'ওঁ-তৎ সৎ', 'তৎ' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত। তত্ত্ববিদ্গণ অখণ্ডজ্ঞানকেই নিত্য স্থিতিশীল বস্তু বলেছেন, উহার উৎপত্তি, পরিবর্তন বা ধ্বংস নাই, এ হেতু 'সৎ' ব'লতে অখণ্ডজ্ঞানকে বুঝায়, উহা অধোক্ষজ। উক্ত অখণ্ডজ্ঞানময় তত্ত্ব ইন্দ্রিয়াতীত ও নিরপেক্ষ হওয়ায় স্বপ্রকাশ ও স্বয়ং সম্পূর্ণতত্ত্ব। তাঁর কোন কারণ না থাকায় তিনি তৎস্বরূপ ব্যতীত অন্য কোন প্রকার চেষ্টার দ্বারা গ্রহণযোগ্য হ'তে পারেন না। তিনি নিজেকে নিজে প্রকাশ করেন ব'লে তাঁর প্রাকট্যের জন্য অন্য সমস্ত প্রকার প্রয়াস পরিত্যাগ ক'রে বেসর্ত্ত আত্মসমর্পণ প্রয়োজন।

"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥
(ভাঃ ১০।১৪ ৩)

"ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানাবলম্বনে ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু লাভের চেষ্টার নাম আরোহবাদ বা অশ্রৌতপন্থা, জ্ঞানের প্রয়াসকে দূরে নিক্ষেপ ক'রে যাঁরা নমস্কার বিধান করেন অর্থাৎ শরণাগত হন এবং নিজ যোগ্যস্থানে স্থিত হ'য়ে সাধুমুখ বিগলিত আপনার

কথা শ্রবণ করেন এবং কায়মনোবাক্যে ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত থেকে জীবন ধারণ করেন, তাঁদের দ্বারাই আপনি ত্রিলোকে অজিত হ'য়েও জিত হয়ে থাকেন।"

'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥
(কঠ ১।২।২৩)

'এই পরমাত্ম বস্তু বাগ্মীতা, মেধা বা পাণ্ডিত্যের দ্বারা জানা যায় না। যিনি ভগবানের পাদপদ্ম বরণ করেন বা আশ্রয় করেন তাঁর নিকটই পরমাত্মা স্বয়ংপ্রকাশ তনু প্রকটিত করেন।'

শরণাগতির তারতম্যানুসারে স্বয়ংপ্রকাশ তত্ত্বের বা সত্য বস্তুর প্রাকট্যের বা উপলব্ধির তারতম্য হয়ে থাকে। বাস্তব বস্তু অখণ্ডজ্ঞান সাধারণতঃ তিন প্রকারে প্রতীত হয়। "বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্। ব্রহ্মেতি, পরমাত্মেতি, ভগবানিতি শব্দ্যতে।' 'তত্ত্ব-বিদ্গণ অখণ্ডজ্ঞানকেই বাস্তব বস্তু বলেন। সেই তত্ত্ববস্তু ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান্ এই ত্রিবিধ সংজ্ঞায় কথিত হন।' ব্রহ্ম ব'লতে অখণ্ডজ্ঞানের বৃহত্ব রূপ চমৎকারিতার আবির্ভাব বুঝায়, পরমাত্মা ব'লতে অখণ্ডজ্ঞানের অণুত্বরূপ চমৎকারিতার এবং ভগবান্ ব'লতে বিভুত্ব ও অণুত্ব আদি ক্রোড়ীভূত করে মধ্যমত্বরূপ পরম চমৎকারিতার আবির্ভাব বুঝায়। ব্রহ্ম অখণ্ডজ্ঞানের অসম্যক অনুভব, পরমাত্মা উহার আংশিক অনুভব, ভগবান্ উক্ত তত্ত্বের পূর্ণানুভব। প্রকৃতির অন্তর্গত স্বরূপসমূহ সীমাবিশিষ্ট ও পরিবর্ত্তনশীল দেখে প্রকৃতির অতীত ভগবানের কোন স্বরূপ থাকতে পারে না, তিনি নির্ব্বিশেষ, আধ্যক্ষিক জ্ঞানিগণের এরূপ মনে হতে পারে। কিন্তু উক্ত ধারণা ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানেরই ব্যতিরেক প্রচেষ্টা হ'তে উত্থিত বলে ঠিক নহে, উক্ত ব্যতিরেক প্রচেষ্টার দ্বারা ভগবান্‌কে বুঝ্‌তে গেলে ভগবানের স্বয়ংপ্রকাশত্বকে হানি করা হয়। সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানে স্বরূপ, অরূপ, সবিশেষ, নির্ব্বিশেষ সর্ব্বপ্রকার বিরুদ্ধ গুণের সমাবেশ রয়েছে, উহাই বদ্ধজীবের স্থূল, সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় বোধের অতীত ভগবত্তার অচিন্ত্যস্বরূপ, উহার দ্বারাই ভগবানের অপ্রাকৃতত্ব সিদ্ধ হয়।

"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা স পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥
(শ্বেতাশ্বতর ৩।১৯)

"সেই পরমেশ্বর প্রাকৃত-পদ ও হস্তরহিত হ'লেও বেগবান্ এবং সর্ব্বগ্রাহী অর্থাৎ তিনি অপ্রাকৃত হস্তপদযুক্ত। তিনি নেত্রবিহীন হ'য়েও দর্শন করেন, কর্ণরহিত হ'য়েও শ্রবণ করেন অর্থাৎ তিনি অপ্রাকৃত চক্ষু ও কর্ণবিশিষ্ট। তিনি সর্ব্বসাক্ষিস্বরূপ, সকল জ্ঞেয়বস্তুকেই তিনি জানেন, কিন্তু তাঁকে মেপে নেবার কেহ নাই অর্থাৎ তিনি যে অপ্রাকৃত হস্তচরণচক্ষুঃ-কর্ণযুক্ত চিন্ময়রূপবিশিষ্ট হ'তে পারেন, ইহা জীবের সসীমবুদ্ধি ধারণা ক'রে উঠ্‌তে পারে না। ব্রহ্মবিদ্গণ তাঁকে সর্ব্বকারণ-কারণ, মহান্ পুরুষ ব'লে কীর্ত্তন করেন।"

বৈদিক দৃষ্টিতে পরিদৃশ্যমান প্রত্যেক জড় বস্তুর পশ্চাতে এক চিন্ময় সত্তার বা চিন্ময় ব্যক্তিত্বের অধিষ্ঠান স্বীকৃত হয়েছে। ইহা বৈদিক শিক্ষার এক প্রধান বৈশিষ্ট্য। চিচ্ছক্তির দ্বারাই সমস্ত জগৎ ধৃত হ'য়ে আছে, জড়ের কোন স্বতন্ত্র ক্রিয়াশীলতা নাই। সেই চিচ্ছক্তির ব্যক্তিত্ব রূপ বাস্তব অধিষ্ঠান রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা হয়েছে যেমন 'জল' একটী জড় বস্তু, কিন্তু উহার পশ্চাতে চিৎসত্তা রয়েছে, তিনি বরুণদেব, বায়ুর অধিষ্ঠাতৃ দেবতা পবনদেব, অগ্নির পশ্চাতে চিৎসত্তা অগ্নিদেব, সূর্য্যের অধিষ্ঠাতৃ সূর্য্যদেব প্রভৃতি, এমন কি দশ দিকের চেতন অধিষ্ঠাতৃগণ রয়েছেন। আবার চেতন অচেতন সমস্ত বস্তুর মূলকারণরূপে সর্ব্বাধিষ্ঠাতৃ অখণ্ড ব্যক্তিত্ব পরমেশ্বর রয়েছেন, তাঁহার ব্যক্তিত্ব অসীম।

নিত্যস্থিতিশীল অখণ্ড জ্ঞানময়তত্ত্ব ভগবান্ স্বভাবতঃ অনন্ত। অনন্ত ভগবান্ অনন্ত স্বরূপে অনন্ত লীলা করেন। শ্রীভগবানের প্রধান চারিটী স্বরূপ—ঐশ্বর্য্যস্বরূপে তিনি শ্রীনারায়ণ, মাধুর্য্যস্বরূপে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, মর্য্যাদাস্বরূপে শ্রীরামচন্দ্র এবং ঔদার্য্যস্বরূপে শ্রীগৌরহরি। সুতরাং সৎবস্তু ব'লতে শ্রীভগবান্‌ই মূল লক্ষিতব্য বিষয় হয় অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগৌরহরি, শ্রীরাম, শ্রীনারায়ণ আদি ভগবানের সর্ব্বশক্তিমৎতত্ত্ব অনন্ত স্বরূপকে লক্ষ্য করে। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীনারায়ণাদি ভগবত্তত্ত্বে প্রীতিযুক্ত ব্যক্তিই উত্তম সাধু। ভগবৎপরায়ণতাই সাধুতা।

পরিপূর্ণ সৎবস্তু মঙ্গলময় শ্রীহরির বিমুখতা হ'তেই অসৎ এবং অমঙ্গলময় বস্তুর সান্নিধ্য লাভ হয়। ভগবদ্বিমুখতার তারতম্যে অসাধু অবস্থা লাভের তারতম্য এবং ভগবদুন্মুখতার তারতম্যে সাধুত্ব লাভের অধিকারের তারতম্য হয়। অখিল কল্যাণগুণস্বরূপ শ্রীহরির প্রীত্যনুশীলন অভাবে সদ্গুণের যথার্থতঃ প্রাকট্য হয় না। অসৎ বস্তুর অনুশীলনে অসৎ গুণই বর্দ্ধিত হয়। অসৎ বস্তুকে আশ্রয় ক'রে যে আপাত প্রতীয়মান সদ্গুণের স্থূল প্রাকট্যের চেষ্টা করা হয়, উহা কপটতামাত্র। কপটতামূলে বাহ্য সৌজন্যাদির প্রকাশ যথার্থ গুণ নহে। অসৎ বস্তু আশ্রয়ে যে বিদ্যা বা শিক্ষা লাভ হ'য়ে থাকে উহার দ্বারা কাহারও প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হয় না। 'সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া।' সৎ বস্তু শ্রীভগবানে যদ্দ্বারা মতি হয় উহাই যথার্থ বিদ্যা। এজন্য ভারতীয় আর্য্য ঋষিবৃন্দ এমনভাবে সমাজনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি আদি সংস্কৃত ক'রবার চেষ্টা করেছিলেন যাতে জীবের চিত্ত ক্রমশঃ অসৎ বস্তু হ'তে উত্থিত হ'য়ে সৎবস্তু ভগবানেতে আকৃষ্ট হয়, লগ্ন হয়।

অধুনা দেশের দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণকে এবং অভিভাবকগণকে 'সঙ্গের' উপর অধিক গুরুত্ব দিতে দেখা যায় না, বরং অধিকাংশই এ বিষয়ে উদাসীন। কিন্তু উহার কি পরিণতি আমরা সকলেই ন্যূনাধিক অনুভব ক'রছি এবং ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি না ক'রলে আরও ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন হ'তে হবে। দুঃসঙ্গের দ্বারা অসদ্রুচির প্রশ্রয় দেওয়া হ'লে পরস্পরের মধ্যে অশান্তি মনোমালিন্য অনিবার্য্যরূপে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হবে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সঙ্গ হয়। মুহূর্ত্তকালের জন্যও কুদৃশ্য দেখ্‌লে, ইতর কথা শুন্‌লে, কু-বিষয়ে লিপ্ত হ'লে তার পরিণতি ভয়াবহ হ'তে পারে। ক্ষণকালের জন্য অসৎসঙ্গ করায় কান্যকুব্জদেশীয় ব্রাহ্মণ অজামিলের ভীষণ দুর্গতি হ'য়েছিল। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত প্রসঙ্গ বর্ণিত আছে। অজামিল প্রথম জীবনে নিষ্ঠাবান্ সদাচারসম্পন্ন সর্ব্ব সদ্গুণে বিভূষিত ব্রাহ্মণ ছিলেন; কিন্তু পিতার আদেশে একদিন তিনি বনে কুশ.পুষ্প.ফল.সমিধ আহরণ ক'রতে গিয়েছিলেন, ফিরবার পথে একটী বারাঙ্গনার সহিত কোন কামাতুর ব্যক্তিকে কামলিপ্ত অবস্থায় দর্শন করে তার চিত্তের বৈক্লব্য উপস্থিত হয়, বহু চেষ্টা করেও তিনি চিত্তকে সংযত ক'রতে সমর্থ হ'লেন না, বেশ্যার চিন্তা ক'রতে ক'রতে ক্রমশঃ তাতে আসক্ত হ'য়ে প'ড়লেন.পিতার সমস্ত ধন নষ্ট ক'রলেন, পরে পিতা মাতা নিজ বিবাহিতা পত্নীকে পর্য্যন্ত পরিত্যাগ ক'রে চুরি বাটপাড়ি দ্যূতক্রীড়া সমস্ত প্রকার অসদুপায়ের দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন ক'রে বেশ্যার তৃপ্তি বিধান ক'রতে লা'গলেন। সুতরাং দেখুন ক্ষণকাল কুসঙ্গের দ্বারা চরিত্রবান ধার্ম্মিক ব্যক্তিরও কি প্রকার অধঃপতন হ'য়ে থাকে। এজন্য কল্যাণকামী ব্যক্তি মাত্রেরই কর্ত্তব্য কুবিষয় শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ ও দর্শনাদি হ'তে বিরত থাকা। জগতের অধিকাংশ লোক আপাত ইন্দ্রিয়সুখ লাভে সচেষ্ট। ইন্দ্রিয় তর্পণের দ্বারা ক্ষণকালের জন্য সুখানুভব হয়, ভাল লাগে বটে কিন্তু পরিণামে ভাল হয় না। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নিঃশ্রেয়ার্থী ব্যক্তিগণ আপাত রমণীয় প্রেয়ঃপথ পরিত্যাগ ক'রে শ্রেয়ঃ পথ অবলম্বন ক'রে থাকেন। শ্রেয়ঃপথ আপাততঃ ক্লেশকর মনে হ'লেও পরিণামে নিত্যসুখদ। যাহা আমাদের ইন্দ্রিয়ে ভাল লাগে তাহাই আমরা ক'রব এবং আমাদের পুত্র কন্যা পরিজনবর্গকে উক্ত ইন্দ্রিয় তর্পণ বিষয়ে সাহায্য ক'রব, উহার পরিণাম চিন্তা ক'রব না, তা' হলে মঙ্গললাভ সুদূরপরাহত হবে, ধ্বংসের দিকে আমাদিগকে এগিয়ে যেতে হবে। আমরা জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে বহু প্রকারে কুবিষয়ে লিপ্ত হ'য়ে থাকি, এবং উহার ইন্ধন দিয়ে থাকি সেজন্য ব্যক্তিগত চারিত্রিক বল নষ্ট হ'তে চলেছে এবং সমষ্টিগত নৈতিক সংহতি ও শক্তির অভাব হ'য়ে প'ড়েছে। বর্ত্তমানযুগে ব্যাপকাকারে যে সিনেমার প্রচলন দেখা যায়, উহা বহু বালক বালিকাগণের চারিত্রিক দুর্ব্বলতায় ইন্ধন প্রদানের অন্যতম হেতু ব'লে মনে হয়। সাধারণতঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবসায়িগণ সিনেমাকে অর্থোপার্জ্জনের উপায়রূপে গ্রহণ করায় কামপ্রবণ ব্যক্তিগণকে আকর্ষণ ক'রবার জন্য কুদৃশ্যাদিযুক্ত ফিল্ম দেখিয়ে থাকেন, কিন্তু উহার পরিণাম যে কি ভয়াবহ তাহা তাঁহারা একবারও চিন্তা করেন না। শাসক বিভাগের দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণের কর্ত্তব্য সমাজের বাস্তব কল্যাণের কথা চিন্তা ক'রে কানুন ক'রে উক্ত কুদৃশ্যাদিযুক্ত সিনেমার প্রচলন বন্ধ করা,

তজ্জন্য যদি কিছু আর্থিক ক্ষতি স্বীকার ক'রতে হয়,তাহাও করা কর্ত্তব্য। অবশ্য সুশিক্ষাপূর্ণ সিনেমা দোষাবহ নহে, উহার দ্বারা সমাজের প্রচুর কল্যাণ সাধিত হ'তে পারে। জগতে প্রত্যেকটীরই উপযোগিতা আছে যদি উহা সদুদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়!

যেরূপ ক্ষণকাল অসৎসঙ্গের দ্বারা অধঃপতন হ'য়ে থাকে, তদ্রূপ আবার ক্ষণকাল সৎসঙ্গ প্রভাবে সমস্ত অশুভ নষ্ট হ'য়ে গিয়ে প্রচুর মঙ্গল লাভ হ'তে পারে। 'সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।' 'শ্রীল শঙ্করাচার্য্যপাদও বলেছেন—'ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা।' ক্ষণকালের জন্য সাধুসঙ্গ ভব সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়ার পক্ষে নৌকা সদৃশ। সৎসঙ্গ প্রভাবে মানুষের কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হ'য়ে থাকে, তার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। স্কন্দপুরাণে এবিষয়ে একটী সুন্দর ঘটনার কথা উল্লিখিত আছে। এক সময় নারদ ত্রিবেণীতে স্নানের অভিলাষে প্রয়াগ যাত্রাকালে বনপথে যাচ্ছিলেন। যেতে যেতে পথে দে'খতে পেলেন একটী হরিণ বাণবিদ্ধ অবস্থায় যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ ক'রছে। কিছুদূর এগিয়ে একটী শূকরকেও ঐভাবে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় ছট্‌ফট্ ক'রতে দেখ্‌তে পেলেন, তারপর একটী শশকেরও ঐরূপ অবস্থা দেখ্‌লেন। নিরীহ প্রাণিগুলোর নিদারুণ কষ্ট দেখে নারদ অত্যন্ত ব্যাকুল হ'য়ে প'ড়লেন। 'কে এমন নিষ্ঠুরভাবে প্রাণিগুলোকে কষ্ট দিচ্ছে?'— নারদ চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করে লক্ষ্য ক'রলেন একটী শ্যামবর্ণ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ব্যাধ আরক্তনেত্রে বৃক্ষের অন্তরাল হ'তে বিচরণশীল কতগুলো হরিণের মধ্যে একটীকে লক্ষ্য ক'রে শর সন্ধান ক'রছে। তিনি ব্যাধের সম্মুখে এগিয়ে গেলেন, তাঁর পায়ের নীচে শুকো পাতার মচ্‌মচ্ শব্দে হরিণগুলো পালিয়ে গেল। শিকার পালিয়ে যাওয়ায় ব্যাধ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হ'ল, কিন্তু নারদকে দেখে তা'র ক্রোধ প্রশমিত হ'য়ে গেল, বল্‌লে,— 'ঠাকুর, তুমি পথ ছেড়ে এদিকে এলে কেন, শিকারগুলো পালিয়ে গেল।' নারদ বল্‌লেন—'তোমার কাছে একটী ভিক্ষা চাইতে এসেছি।' ব্যাধ—'কি ভিক্ষা চাও বল, আমার কাছে হরিণের চামড়া, বাঘের চামড়া আছে, দিতে পারি!' নারদ বল্‌লেন 'আমি ওসব চাই না। আমার এই প্রার্থনা, তুমি প্রাণিগুলোকে যখন মার্‌বে, একেবারে মেরে ফেল্‌বে, আধমরা ক'রে রে'খো না।' ব্যাধ—'গোসাঞিজী, তুমি বুঝ্‌ছো না, প্রাণিগুলো যখন আধমরা অবস্থায় ছট্‌ফট্ করে তখন আমার বড় আনন্দ হয়।' নারদ—'তুমি ব্যাধ, জীব হত্যা কর, ইহা তোমার উপজীবিকা, কিন্তু অযথা তুমি যে প্রাণিগুলোকে কষ্ট দিয়ে মার, এর ফল ভয়াবহ জান্‌বে। তুমি যে ভাবে নিষ্ঠুরতার সহিত নিরীহ প্রাণিগুলোকে কষ্ট দিচ্ছ, প্রতিক্রিয়ায় তোমাকেও তদ্রূপ কষ্ট পে'তে হবে। যতবার যত সংখ্যক প্রাণিকে তুমি মেরেছ, ততবার তোমার জন্ম হবে এবং ঐ ভাবে কষ্ট পে'য়ে মরতে হবে।' মহাভাগবত নারদের সঙ্গ লাভ ক'রে ব্যাধের চিত্ত পরিষ্কৃত হয়েছিল, তাই তার ভয় হলো, নারদের চরণে নিপতিত হয়ে প্রার্থনা কর্‌তে লাগল— 'হে প্রভো! আমি বাল্যকাল হ'তে বহু প্রাণিকে ঐরূপ কষ্ট দিয়ে হত্যা করেছি, তারা ভীষণ যন্ত্রণা পেয়ে মরেছে, তদ্রূপ যন্ত্রণা ত' আমি সহ্য ক'রতে পারবো না। প্রভো! এ অধম পামরকে কৃপা করে বলুন কি উপায়ে এই নিদারুণ দুঃখের হাত হ'তে নিস্তার পে'তে পারি।' নারদ বল্‌লেন—'দেখ, আমি মুক্তির উপায় বলে দিচ্ছি কিন্তু আমার কথা মত চল্‌তে হবে। সর্ব্বাগ্রে তোমার ধনুক ভেঙ্গে ফেল এবং তোমার পাপের দ্বারা অর্জ্জিত যাবতীয় অর্থ ব্রাহ্মণ, সাধুগণকে দান কর, পরে স্বামী স্ত্রী উভয়ে তোমরা এই বনে চ'লে এসো। এখানে একটী কুটীর নির্ম্মাণ করে নিরন্তর হরিনাম ক'রবে এবং তুলসী মণ্ডপ রচনা ক'রে প্রত্যহ প্রণাম ক'রবে ও তাঁর সেবা করবে। ধনু ভেঙ্গে ফেল্‌লে কি ক'রে জীবিকা নির্ব্বাহ হবে, তজ্জন্য কিছুমাত্র চিন্তা ক'রবে না। আমি প্রত্যহ প্রচুর খাদ্য পাঠাব, কিন্তু যতটুকু প্রয়োজন মাত্র ততটুকু গ্রহণ ক'রবে।

নারদের উপদেশ মত ব্যাধ নিজ ব্যাধবৃত্তি পরিত্যাগ ক'রলেন এবং অর্জ্জিত যাবতীয় অর্থ দান ক'রে স্বামী স্ত্রী উভয়ে বনে কুটীর নির্ম্মাণ ক'রে নিরন্তর কৃষ্ণনাম জপ ও কীর্ত্তন ক'রতে লা'গলেন। ব্যাধ সাধু হয়েছে সর্ব্বত্র এই সংবাদ প্রচারিত হওয়ায় বহু ব্যক্তি প্রত্যহ প্রচুর দ্রব্যাদি ল'য়ে দর্শনের জন্য আ'স্‌তে লাগ্‌লেন। একদিন নারদ পর্ব্বতমুনিকে সঙ্গে নিয়ে ঐ পথে আস্‌ছেন। ব্যাধ দূর হ'তে গুরুদেবকে দর্শন ক'রে

ছুটে আস্‌তে লাগ্‌লেন কিন্তু পথে সতর্কতার সহিত পদবিক্ষেপ ক'রছেন যাতে কোন ক্ষুদ্র কীট, পিপীলিকা পায়ের নীচে পড়ে কষ্ট না পায়, সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত ক'রবার সময়ও স্থানটী বস্ত্রের দ্বারা ঝেড়ে তবে প্রণাম ক'রছেন। নারদ ব্যাধের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন দেখে চমৎকৃত হয়ে বল্‌লেন,--

"এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ
হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ।"(স্কান্দবচন)

"হে ব্যাধ, তোমার যে অহিংসাদি গুণ হ'য়েছে, তা অদ্ভুত নয়, কেন না যারা হরিভক্তিতে প্রবৃত্ত হয়, তারা অন্যের ক্লেশদ হয় না।"

অতঃপর ব্যাধ তাঁ'দিগকে আসন প্রদান ক'রে ভক্তিপূর্ব্বক পাদ্য, অর্ঘের দ্বারা পূজা ক'রলেন এবং তাঁ'দের পাদ প্রক্ষালন ক'রে পাদধৌতিজল স্বামী স্ত্রী উভয়ে মস্তকে ধারণ ক'রলেন। কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন ক'রতে ক'রতে উভয়ের শরীরে কম্প পুলকাশ্রু নানা ভাবোদ্গম হ'তে লাগল, প্রেমে বাহু তুলে নৃত্য ক'রতে লাগলেন। ভক্ত ব্যাধের অদ্ভুত প্রেম দে'খে পর্ব্বত মুনি বিস্মিত হ'লেন এবং নারদকে বল্লেন—'নারদ, তুমি স্পর্শমণি। তোমার সঙ্গ প্রভাবে নিষ্ঠুর ব্যাধও ব্যাধবৃত্তি পরিত্যাগ ক'রে সাধুত্তম হ'য়েছে।'

"অহো ধন্যোঽসি দেবর্ষে কৃপয়া যস্য তৎক্ষণাৎ।
নীচোঽপ্যৎপুলকো লেভে লুব্ধকো রতিমচ্যুতে ॥"—
স্কন্দপুরাণ।

"হে দেবর্ষে, তুমিই ধন্য, তোমার কৃপায় নীচলুব্ধক অর্থাৎ ব্যাধও উৎপুলক হ'য়ে কৃষ্ণে রতি লাভ করেছে।"

—সম্পাদক

প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ, বর্দ্ধমান ঃ—বর্দ্ধমান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজের আহ্বানে উক্ত মঠের নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দির ও শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-গোবিন্দ জীউ শ্রীবিগ্রহগণের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে আয়োজিত ১৪ বৈশাখ, ২৭ এপ্রিল বৃহস্পতিবার হইতে ১৭ বৈশাখ, ৩০ এপ্রিল রবিবার পর্য্যন্ত দিবসচতুষ্টয়-ব্যাপী মহতী ধর্ম্মানুষ্ঠানে যোগদানের জন্য শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ সংকীর্ত্তন পার্টিসহ ১৩ বৈশাখ, ২৬ এপ্রিল বুধবার বর্দ্ধমান সহরে শুভবিজয় করেন। ১৫ বৈশাখ, ২৮ এপ্রিল শুক্রবার পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজের পৌরোহিত্যে শ্রীমন্দির ও শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-গোবিন্দ জীউ শ্রীবিগ্রহগণ সঙ্কীর্তন-সহযোগে পূর্ব্বাহ্নে মহাসমারোহে প্রতিষ্ঠিত হন। শ্রীবিগ্রহগণের বিশেষ ভোগ-রাগ ও আরাত্রিকান্তে সমাগত প্রায় দুই সহস্র নরনারীকে মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়। ১৪ বৈশাখ শ্রীহরিসভা প্রাঙ্গণে সান্ধ্য ধর্ম্মসভার প্রথম অধিবেশনে, ১৫ বৈশাখ শ্রীমঠের নাট্যমন্দিরে ধর্ম্মসভার দ্বিতীয় অধিবেশনে এবং ১৬ এবং ১৭ বৈশাখ বর্দ্ধমান টাউনহলে ধর্ম্মসভার তৃতীয় ও চতুর্থ অধিবেশনে শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্ত্যালোক পরমহংস মহারাজ, শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দেবশর্ম্মা, বিদ্যালঙ্কার বিভিন্নদিনে সারগর্ভ অভিভাষণ প্রদান করেন।

নবদ্বীপ শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা দিবসে সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন।

শ্রীপান্নাময়ী দে শ্রীমন্দির, নাট্যমন্দিরাদি নির্ম্মাণ-সেবায় এবং শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহগণ প্রতিষ্ঠা উৎসবে পূর্ণানুকূল্য করিয়া সাধুগণের প্রচুর আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন।

ধানবাদে (বিহার) শ্রীচৈতন্য বাণী প্রচার ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ সংকীর্তন-সঙ্ঘসহ দেরাদুন, সাহারাণপুর (উত্তর প্রদেশ) অমৃতসর, জগদ্ধ্রী (পাঞ্জাব), রাজস্থান এ বিপুলভাবে শ্রীচৈতন্য বাণী প্রচারান্তে শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় করতঃ তথা হইতে

কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তনের পথে ধানবাদ নাগরিকগণের বিশেষ আমন্ত্রণে ৯ই মাঘ, ১৩৬৭, ২৩শে জানুয়ারী, ১৯৬১ সোমবার মধ্যাহ্নে ধানবাদ সহরে প্রথমবার শুভপদার্পণ করেন এবং লালা ধরমচাঁদজীর বাসভবনে ছয়দিবস কাল অবস্থান করেন। সহরবাসিগণের পক্ষ হইতে পৌরপ্রধান, বিহার বিধান সভার সদস্য, জেলা জজ-সাহেব এবং লালা ধরমচাঁদজী, লালা ঝরিয়া রাজ শিবপ্রসাদ কলেজ, হিরাপুর হরিমন্দির, লিওসে ক্লাব, ঝরিয়া শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে এবং গোবিন্দপুর কস্তুরী বাই সর্ব্বোদয় আশ্রমে বিভিন্ন দিনে অভিভাষণ প্রদান করেন। ভাষণের আদি ও অন্তে ব্রহ্মচারিগণ সুমধুর কীর্ত্তন করেন। মনুষ্যগণের যাবতীয় সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়রূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু প্রচারিত প্রেমধর্ম্মের

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ধানবাদ ষ্টেশনে পৌঁছিলে সহরের বিশিষ্ট নাগরিকগণ বিপুল সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের সম্মুখে দণ্ডায়মান মাননীয় জেলাজজ ও পৌর প্রধান।

জিয়নদাসজী প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট নাগরিকগণ এবং ধানবাদ সঙ্কীর্ত্তন-পার্টি ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া শ্রীল আচার্য্যপাদকে বিপুল সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। জেলাজজ, জেলাধীশ, বিহার বিধান সভার সদস্য, পৌরপ্রধান, বার-লাইব্রেরীর প্রেসিডেন্ট, নিউ স্কেচ পত্রিকার সম্পাদক প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের আহ্বানে শ্রীল আচার্য্যদেব জেলাজজ বাসভবনে, ধানবাদ রোটারী ক্লাবে, ধানবাদ পি কে মেমোরিয়েল কলেজ, সর্ব্বোৎকর্ষতা সম্বন্ধে স্বামীজী মহারাজের সুযুক্তিপূর্ণ সারগর্ভ ভাষণ শ্রবণ করিয়া ধানবাদ সহরের শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন। জেলাজজ শ্রীকৃষ্ণশরণ পাণ্ডে মহোদয়ের স্বভাবসুলভ বৈষ্ণবোচিত দৈন্য ও শ্রীভগবদ্ভক্তিতে অনুরাগ দর্শনে শ্রীল আচার্য্যদেব বিশেষ পরিতুষ্ট হন।

লালা ধরম চাঁদজী ও শ্রীপাদ শুদ্ধভক্তিশরণ দাসাধিকারীর হার্দ্দী সেবাচেষ্টা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

নিয়মাবলী

১। প্রতি মাসে পূর্ণিমা তিথিতে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৪'৫০ (ভি, পি যোগে ৫৲), ষাণ্মাসিক ২'২৫ (ভি, পি যোগে ২'৭৫), প্রতি সংখ্যা '৩৭। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। তৃতীয় সংখ্যা হইতে প্রাপ্তব্য। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন হইলে এবং কোন সংখ্যা ইংরাজী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৭এ, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা—২৬

ফোন—৪৬-৫৯০০

বিজ্ঞাপনের হার—

প্রতিবার ১ পৃষ্ঠা—৪০৲ (চল্লিশ টাকা), অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা ১ কলম—২২৲ (বাইশ টাকা), সিকি পৃষ্ঠা বা অর্দ্ধ কলম—১২৲ (বার টাকা), সিকি কলম—৭৲ (সাত টাকা), ⅛ কলম ৪৲ (চার টাকা)। দীর্ঘ কালের জন্য বিজ্ঞাপন দিলে ভিক্ষা স্বতন্ত্র। তাহা সাক্ষাদ্ভাবে অথবা পত্রদ্বারা জ্ঞাতব্য।

নিবেদক—
কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির
৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ
কলিকাতা-২৬

বর্ত্তমান সভ্যতার তথাকথিত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সারা বিশ্বে নিরীশ্বরবাদ, দুর্নীতি ও অধর্ম্মের প্রাবল্য দেখা যাইতেছে। আমাদের দেশ ও সমাজেরও ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া সুধী ব্যক্তিমাত্রই অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। ইহার সংশোধনের একমাত্র উপায় শিক্ষার মাধ্যমে মানব চরিত্র গঠন। কোমলমতি শিশুগণ যাহাতে ভগবদ্‌বিশ্বাস, পিতৃমাতৃভক্তি, গুরুজনে শ্রদ্ধা প্রভৃতি ধর্ম্ম ও নীতির অতি সাধারণ শিক্ষাগুলি লাভ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিলে চরিত্র গঠনের সহায়ক হয়। এই উদ্দেশ্যকে কার্য্যকারী করিবার প্রয়াসে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির নামে একটী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউস্থ শ্রীমঠে ৭ই বৈশাখ ১৩৬৮, ২০শে এপ্রিল, ১৯৬১ তারিখে স্থাপন করা হইয়াছে। উহাতে শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিকা ও কিন্ডার গার্টেন (K. G.) শিক্ষা পদ্ধতি অনুসারেই শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে বালকবালিকাদিগকে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথাগুলি ও আচরণ শিক্ষা দেওয়া হইবে। বর্ত্তমানে শিশুশ্রেণী হইতে ৪র্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীমঠের শুভানুধ্যায়িগণের আগ্রহে ঐ সঙ্গে ১৮ই মে ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ বিদ্যামন্দিরে হস্তশিল্পাদি শিক্ষার জন্য চারুশিল্প বিভাগও খোলা হইয়াছে। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী নিম্নঠিকানায় অনুসন্ধান করুন ঃ—

১। সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৭এ, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

২। ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ, এম্-এ, ২০, ফার্ণ প্লেস, কলিকাতা-১৯, ফোন নং ৪৬-৪২২০।

৩। শ্রী এম্, কে, মুখার্জ্জি, ৮এ, তারা রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন নং ৪৬-৭১২৮।

৪। শ্রী এস্, এন্, ব্যানার্জ্জি, বি-এ, ২৯, পার্ক সাইড রোড, কলিকাতা-২৬। ফোন ৪৬-৫৯৩১।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

স্থান ঃ— শ্রীগঙ্গা ও শ্রীসরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিসেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র সুপণ্ডিত অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

(১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ। পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া।

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ। ৩৭এ, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা—২৬।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

শ্রীচৈতন্য বাণী

আষাঢ়—১৩৬৮

১ম বর্ষ] ত্রিবিক্রম, ৪৭৫ শ্রীগৌরাব্দ [৫ম সংখ্যা

শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক :—

শ্রীকৃষ্ণবল্লভ ব্রহ্মচারী বিদ্যানিধি, এম্‌-এ।

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ, এম্-এ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-পুরাণতীর্থ, ভক্তিশাস্ত্রী। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্।

২। শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ, সাহিত্যবিনোদ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ।

৫। শ্রীগোপীরমণ দাস, বিদ্যাভূষণ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বি-এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ

আকর মঠ ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

১। (ক) শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।
(খ) ৩৭এ, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬।

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।

৩। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, বৃন্দাবন (মথুরা)।

৫। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা।

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্রপ্রদেশ)।

৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম)।

৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)।

১০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)।

মুদ্রণালয় ঃ—

'রাজলক্ষ্মী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্'—৪৩, রূপনারায়ণ নন্দন লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা-২৫।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণম্
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১ম বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, আষাঢ়, ১৩৬৮। ২৯ ত্রিবিক্রম, ৪৭৫ শ্রীগৌরাব্দ; ১৩ আষাঢ়, বুধবার; ২৮ জুন, ১৯৬১। | ৫ম সংখ্যা

শ্রীনামভজন

"শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণকালে কৃষ্ণের অনুশীলন হইতে থাকে এবং কর্ম্মফলভোগ ও ব্রহ্মজ্ঞানাদি মুক্তি-পিপাসার অনর্থ দূর হইতে থাকে; জীবের সকল অনর্থই ক্রমশঃ বিদূরিত হয়। শ্রীনামই স্বয়ং কৃষ্ণ; কেবল স্বয়ং নহে, স্বয়ংরূপই নাম। আমাদের দুর্দ্দৈবের অপনোদনের জন্য অন্য কোনও উপায় নাই—শ্রীনামভজন ব্যতীত। বহির্জ্জগতের নাম হইতে পৃথক বৈকুণ্ঠনাম প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়া আমাদের কর্ণবেধ-সংস্কার করায়। সংস্কৃত কর্ণ কৃষ্ণনাম শ্রবণের অধিকারী হন। বৈকুণ্ঠ নাম শ্রুত হলে বৈকুণ্ঠ রূপের জ্ঞান, অবস্থান ও তদুত্থিত আনন্দ আমাদিগকে জড়ানন্দ অর্থাৎ ভোগচিন্তা হইতে রক্ষা করে। কৃষ্ণভোগ্য আমি, আমার নিত্যরূপে কৃষ্ণ প্রীত হইয়া আমাকে আকর্ষণ করিলে আমি তাঁহার নিত্যরূপে মুগ্ধ হই। এই প্রকার কৃষ্ণগুণ ন্যূনাধিক উদিত হইলে আমি নাম-রূপ-সহ আমার নিত্যগুণগুলির দ্বারা অখিল চিদ্গুণ কৃষ্ণের গুণের পক্ষপাতী হই। তিনিও তখন আমার স্বরূপগত গুণের প্রশংসা করিতে থাকেন। উহাতে আমার উৎসাহ বৃদ্ধি হয়। আমার বন্ধু-বান্ধব-স্বজনগণ ভগবদ্পরিকরগণ-সেবোন্মুখ থাকায় আমিও তাঁহাদের স্বরূপের সেবা করিতে পারি। তখনই কৃষ্ণ-ক্রীড়ায় আমার লোভ উৎপত্তি করায়। তাঁহার লীলাসেবনোপযোগী স্বরূপগত নাম, রূপ, স্বগুণ আমাকে "স্বশব্দোন্মানাভ্যাঞ্চ" বেদান্তসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় পাদের ২২ সূত্র বুঝিবার অবকাশ দেয়। আমিও তখন "যা শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ" এই ভাগবত শ্লোকের ব্যাখ্যা বুঝিয়া সেবামগ্ন হই।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীভগবৎ প্রেম লাভের উপায়

(বিধিমার্গ ও রাগমার্গ)

"গাঢ়রূপে বিচার করিলে দেখা যায় যে, কৃষ্ণপ্রেমসাধনের দুইটী মাত্র উপায় অর্থাৎ বিধি ও রাগ। রাগ বিরল। রাগের উদয় হইলে বিধির আর বল থাকে না। যেকাল পর্য্যন্ত রাগের উদয় না হয়, সে পর্য্যন্ত বিধিকে আশ্রয় করাই মানবগণের প্রধান কর্ত্তব্য। অতএব শাস্ত্রে দুইটী মার্গের উল্লেখ আছে, অর্থাৎ বিধিমার্গ ও রাগমার্গ। রাগমার্গ নিতান্ত স্বতন্ত্র; অতএব তাহার বিশেষ ব্যবস্থা নাই। যাঁহারা অত্যন্ত ভাগ্যবান্ ও উচ্চ অধিকারী তাঁহারাই কেবল ঐ মার্গে চলিতে সমর্থ। এতন্নিবন্ধন কেবল বিধিমার্গের ব্যবস্থা পদ্ধতি-ক্রমে লিখিত হইয়াছে।

দুর্ভাগ্যবশতঃ যাহারা পরমেশ্বরকে স্বীকার করে না, তাহারাও জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য কতকগুলি বিধির ব্যবস্থা করিয়া থাকে। সে সকল বিধিকে নীতি বলা যায়। যে নীতিতে পরমেশ্বরের চিন্তার ব্যবস্থা নাই, সে নীতি, অন্য প্রকারে সুন্দর হইলেও, মানব-জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে সমর্থ নয়। সে নীতি নিতান্ত বহির্ম্মুখনীতি। ঈশ্বর-বিশ্বাস এবং ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য-কর্ম্মের ব্যবস্থাযুক্ত হইলে, সে নীতিই মানব-জীবনের বিধি বলিয়া আদৃত হয়। বিধি দুই প্রকার মুখ্য ও গৌণ।

ঈশ্বরের তুষ্টিসাধনই যখন জীবনের একমাত্র তাৎপর্য্য, তখন যে বিধি উক্ত তাৎপর্য্যকে অব্যবহিতরূপে লক্ষ্য করে, সে বিধির নাম মুখ্যবিধি। যে বিধি কিছু ব্যবধানের সহিত সেই তাৎপর্য্যকে লক্ষ্য করে, সে বিধি গৌণ। একটী উদা-হরণ দিলেই এ বিষয় স্পষ্ট হইবে। প্রাতঃস্নান একটী বিধি। প্রাতঃস্নান করিয়া শরীর স্নিগ্ধ রোগশূন্য হইলে মন স্থির হয়। মন স্থির হইলে ঈশ্বরোপাসনা করা যায়। এ স্থলে জীবনের তাৎপর্য্য যে ঈশ্বরোপাসনা, তাহা ব্যবধানশূন্য হইল না, যেহেতু স্নানের ব্যবধান-শূন্য ফল শরীরের স্নিগ্ধতা। শরীরের স্নিগ্ধতারূপ ফল যদি ঐ বিধির চরম ফল বলিয়া গৃহীত হয়, তবে আর ঈশ্বর-উপাসনারূপ ফল লাভ হয় না। ঈশ্বর-উপাসনা-রূপ ফল এবং স্নানবিধির মধ্যে অন্যান্য ফল থাকায়, ঐ সকল অন্যান্য ফলগুলি ব্যবধানস্বরূপ রহিল। যে স্থলে ব্যবধান থাকে, সে স্থলে ব্যাঘাতেরও সম্ভাবনা।

মুখ্য-বিধির সাক্ষাৎ ফলই ভগবদুপাসনা। বিধি ও উপাসনার মধ্যে অবান্তর ফল নাই। হরিকীর্ত্তন বা হরিকথা শ্রবণকে মুখ্যবিধি বলা যায়। যেহেতু তাহাতে বিধির সাক্ষাৎ ফলই ভগবদুপাসনা। হরিভক্তি যে মুখ্যবিধি তাহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়াও গৌণবিধি অবলম্বন না করিলে শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না এবং শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ না হইলে জীবন থাকে না। জীবন না থাকিলে হরিভজনরূপ মুখ্যবিধি কিরূপে অবলম্বিত হইবে? গৌণবিধির সহজ লক্ষণ এই যে, উহা নরজীবনের অলঙ্কারস্বরূপ সমস্ত পার্থিব বিদ্যা, শিল্প ও কারুকর্ম্ম, তথা সভ্যতা, পারিপাট্য ও ব্যবসায় এবং শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক নীতিসমূহকে ক্রোড়ীভূত করিয়া নর-জীবনকে অকপটরূপে ভগবচ্চরণামৃত সেবন করাইতে অঙ্গীকার করে। বস্তুতঃ মুখ্যবিধির অনুচর হইয়া স্বীয় অধিশ্বরীর কৃপায় সেই চরণামৃত দ্বারা নর-জীবনকে সাধন ও ফলকালে পরমানন্দময় করিয়া থাকে।

বন্যজীবন, সভ্যজীবন, জড়বিজ্ঞানসম্পন্ন জীবন, নিরীশ্বর নৈতিক জীবন, সেশ্বর নৈতিক জীবন, বৈধভক্ত জীবন ও প্রেমভক্ত জীবন, এবংবিধ নানাপ্রকার নর-জীবন পরিলক্ষিত হইলেও সেশ্বর নৈতিক জীবন হইতে প্রকৃত নর-জীবনের আরম্ভ স্বীকার করা যায়। সেশ্বর না হইলে নর-জীবন (যতদূর সভ্য হউক না কেন, যতদূর জড়বিজ্ঞানসম্পন্ন হউক না কেন, যতদূর নৈতিক হউক না কেন) কখনও পশুজীবন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না। প্রকৃত নরজীবন সেশ্বর নৈতিক জীবনের বিধি নিষেধ লইয়া কার্য্য করে।"

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার

[শ্রীসুজনানন্দ দাসাধিকারী, এম্-এ]

শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার প্রসঙ্গে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অবতারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে, কারণ শ্রীকৃষ্ণ ও মহাপ্রভু এক অভিন্ন পরতত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা ও মহাপ্রভুর নবদ্বীপলীলা একই লীলা-প্রবাহের দুইটী অংশমাত্র। যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ গত দ্বাপরে লীলা প্রকট করেন, উহার আরম্ভ দ্বাপরে ব্রজ-লীলায় এবং পরিসমাপ্তি বর্ত্তমান কলিতে মহাপ্রভুর নবদ্বীপ-লীলায়। ব্রজলীলায় যাহা অপূর্ণ ছিল, নবদ্বীপলীলায় তাহাই পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এজন্য মহাপ্রভুর অবতার প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অবতারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথমে আলোচনা করা হইতেছে।

শ্রীচৈতন্যবাণীর ২য় ও ৩য় সংখ্যায় শ্রীকৃষ্ণ-অবতারের দুই মুখ্য কারণ বলা হইয়াছে—(১) প্রেমরসনির্য্যাস আস্বাদন ইচ্ছা ও (২) রাগমার্গে ভক্তি প্রচারের ইচ্ছা। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী এই দুই ইচ্ছারও মূল কারণ বলিতেছেন—"রসিক-শেখর কৃষ্ণ পরমকরুণ। এই দুই হেতু হইতে ইচ্ছার উদ্গম।" (চৈঃ, চঃ, আদি ৪।১৬)। শ্রীকৃষ্ণ রসিকশেখর। শ্রুতি বলেন 'রসো বৈ সঃ'—তিনিই রসস্বরূপ। তিনি অদ্বয়তত্ত্ব,সুতরাং রসিক হিসাবেই তিনি ভেদশূন্য, আবার তিনি পরব্রহ্ম—'ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ', "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্"—সর্ব্ব বিষয়ে বৃহৎ বা শ্রেষ্ঠ। সুতরাং রসাস্বাদন ব্যাপারেও তাঁহার মধ্যে পরাকাষ্ঠা। 'রস' শব্দের প্রকৃতিগত অর্থ হিসাবেও তিনি রস্যতে (আস্বাদ্যতে ইতি রসঃ)—তিনি আস্বাদ্যরস এবং রসয়তি (আস্বাদয়তি ইতি রসঃ)—তিনি আস্বাদন করেন অর্থাৎ রসিক। এখানে আস্বাদনকারী রসিক হিসাবেই শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে।

আবার শ্রীকৃষ্ণ পরমকরুণ। কারুণ্য তাঁহার স্বরূপ-গত গুণ। এই গুণের বশীভূত হইয়াই তাঁহার জীবকে উদ্ধারের চেষ্টা, "লোকনিস্তারিব এই ঈশ্বর স্বভাব" (চৈঃ চঃ অন্ত্য ২।৬),এইজন্যই তাঁহার জীবের মধ্যে রাগমার্গে ভক্তি-প্রচারের ইচ্ছা। করুণা তাঁহার স্বরূপগত গুণ বলিয়াই তিনি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে বহির্ম্মুখ জীবকে উদ্ধারের ইচ্ছা করেন—অপ্রকট লীলাকালে বেদপুরাণাদি শাস্ত্র প্রকট করিয়া, যুগাবতারাদিরূপে জীবের সাক্ষাতে অবতীর্ণ হইয়া, আবার ব্রহ্মার এক কল্পে একবার স্বয়ংরূপে অবতীর্ণ হইয়া রাগমার্গে ভক্তিপ্রচার দ্বারা এবং পরবর্ত্তী কলিতে ঔদার্য্যময় বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া আপামর সাধারণকে অকুণ্ঠভাবে প্রেমভক্তি দিয়া, সর্ব্বকালে জীবহৃদয়ে অন্তর্যামী চৈত্ত্যগুরুরূপে এবং তাঁহার অতিমর্ত্ত্য করুণার মূর্ত্তবিগ্রহ মহান্তগুরুরূপে তিনি জীবকে উদ্ধারের ইচ্ছা করিতেছেন।

অবশ্য প্রেমরসনির্য্যাস আস্বাদন তাঁহার নিজকার্য্য—'রসিক-শেখর কৃষ্ণের সেই কার্য্য নিজ' (চৈঃ চঃ আদি ৪।১০৩)—এই রসনির্য্যাস আস্বাদনস্পৃহা পূরণের আনুষঙ্গিকভাবেই রাগমার্গে ভক্তিপ্রচার সাধিত হইয়াছে। "এই সব রসনির্য্যাস করিব আস্বাদ। এই দ্বারে করিব সব ভক্তেরে প্রসাদ॥ ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি' ভক্তগণ। রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি' ধর্ম্ম-কর্ম্ম॥" (চৈঃ চঃ আদি ৪।৩২-৩৩)।

ভক্তের কিরূপ প্রেমরস আস্বাদনের জন্য রসিকশেখর কৃষ্ণের লালসা, তাহা বলিতেছেন "ঐশ্বর্য্য জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত। ঐশ্বর্য্যশিথিল-প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥" জগতের জীবের চিত্তে তাঁহার ঐশ্বর্য্য ও মহিমাজ্ঞানই প্রবল, তাহাতে তাহাদের প্রেম সঙ্কুচিত হইয়া যায়, এরূপ প্রেমে তিনি সর্ব্বতোভাবে প্রীতিলাভ করিতে পারেন না। নিতান্ত মদীয়তাভাব না থাকিলে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে নিতান্ত আপনজন মনে করিতে না পারিলে, তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে সুখী করার ইচ্ছা পূর্ণ হইতে পারে না। প্রাণমনঢালা সেবার মধ্যে যদি কোনওরূপ সঙ্কোচ বা ভীতি আসিয়া পড়ে, তখন সে ইচ্ছা

বাধাপ্রাপ্ত হইয়া যায়—প্রেম স্তিমিত হইয়া পড়ে। বাল্যবন্ধু দরিদ্র সুদামা বিপ্র শ্রীকৃষ্ণকে দ্বারকায় দেখিতে যাইবার সময় বন্ধুর জন্য কয়েক মুষ্টি চিড়া নিজ মলিন ছিন্ন বস্ত্রে বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছিলেন; দ্বারকার ঐশ্বর্য্য দেখিয়া উহা শ্রীকৃষ্ণকে দিতে সাহসী হন নাই,—ঐশ্বর্য্য দেখিয়া প্রীতি সঙ্কুচিত হইয়া গেল। কংসবধের পর রামকৃষ্ণ যখন দেবকী-বসুদেবকে কারামুক্ত করিয়া তাঁহাদের চরণে প্রণিপাত করিতেছেন, তখন দেবকী-বসুদেব শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা প্রকটনকালীন ঐশ্বর্য্যের কথা স্মরণ করায় তাঁহাদের বাৎসল্য সঙ্কুচিত হইয়া গেল, কৃষ্ণ-বলরাম প্রণাম করিলে তাঁহাদিগকে কোলে তুলিয়া লইতে শঙ্কিত হইলেন (ভাঃ ১০।৪৪।৫০-৫১)। মহিষী রুক্মিণীদেবীকে শ্রীকৃষ্ণ যখন পরিহাসচ্ছলে বলিলেন যে, জরাসন্ধাদি প্রবল প্রতাপ বীরগণকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহাকে বিবাহ করা সঙ্গত হয় নাই, বিশেষতঃ তিনি আত্মারাম, স্ত্রীপুত্রাদিতে অনাসক্ত ইত্যাদি কথায় শ্রীকৃষ্ণ যে কোন সময় তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে পারেন, এই আশঙ্কায় তাঁহার হস্ত হইতে ব্যজন পতিত হইয়া গেল এবং নিজে বাতাহত কদলীবৃক্ষের ন্যায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন (ভাঃ ১০।৬০ অঃ)। এখানে ভয়ে ও দুঃখে রুক্মিণীদেবীর কান্তা-প্রেম শিথিল হইয়া গেল।

সুতরাং ঐশ্বর্য্যজ্ঞানাত্মিক প্রেমের রস আস্বাদনে শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হন না। তিনি এমন প্রেমরস আস্বাদন করিতে চাহেন যাহাতে প্রেমিকের তিনি অধীন হইয়া পড়িতে পারেন। এজন্য তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন, "অহং ভক্তপরাধীন"—আমি ভক্তের অধীন। তিনি যে ভক্তিদ্বারা বশীভূত হন শ্রুতিও তাহা বলিতেছেন "ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষঃ, ভক্তিরেব ভূয়সী"।

যে প্রেমিক তাঁহার ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন মদীয়তাপূর্ণ শুদ্ধভক্তি দ্বারা প্রেমাস্পদ শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার সম, এমন কি তাঁহা অপেক্ষা হীন মনে করিয়া তাঁহাকে পুত্র, সখা বা প্রাণপতিরূপে মনে করিতে পারেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহারই অধীন হইয়া পড়েন।

পূর্ব্বপক্ষ বলিতে পারেন ইহাতে কি শ্রীকৃষ্ণের পক্ষপাতিত্বরূপ বৈষম্য দৃষ্ট হয় না? ইহার উত্তরে তিনি গীতায় বলিয়াছেন—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্॥
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥ (গী-৪।১১)

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—হে পার্থ, যাহারা যে ভাবে আমার ভজন করে, আমি তাহাদিগকে সেই ভাবেই অনুগ্রহ করিয়া থাকি। মনুষ্যগণ সর্ব্বপ্রকারে (অর্থাৎ কর্ম্মমার্গেই হউক, জ্ঞানমার্গেই হউক, কিংবা অন্য যে কোন মার্গেই হউক) আমার ভজনমার্গেরই অনুসরণ করে। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদাই ভক্তের প্রার্থনানুরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি যদি কাহাকেও তাঁহার ভাবানুরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ না করিতেন তাহাতে তাঁহার পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পাইত। যে সমস্ত ভক্ত **কর্ম্মমার্গকে আশ্রয়** করিয়া আমাতে প্রপন্ন হয়, তাহাদিগকে আমি কর্ম্মফলদাতা ঈশ্বররূপে তাহাদিগের অভীষ্ট ফল দিয়া থাকি। যে সকল **জ্ঞানমার্গের সাধক** আমার বিগ্রহকে মায়াময় এবং আমার জন্মকর্ম্মাদিকে নশ্বর মনে করিয়া আমাকে আশ্রয় করে, আমিও তাহাদিগকে পুনঃপুনঃ নশ্বর জন্মকর্ম্মশীল মায়াপাশে পতিত করিয়া তাহাদিগের প্রতিফল অর্থাৎ জন্মমৃত্যুদুঃখ দান করি। আবার যে সকল জ্ঞানমার্গের সাধক আমার জন্মকর্ম্ম নিত্য, আমার বিগ্রহ সচ্চিদানন্দ মনে করে, কিন্তু স্ব স্ব স্থূল ও লিঙ্গদেহের ধ্বংসবাঞ্ছা করিয়া আমার নির্ব্বিশেষ স্বরূপের সহিত সাযুজ্য কামনায় আমাতে প্রপন্ন হয়, সেই মুমুক্ষুদিগকে ব্রহ্মানন্দ দান করিবার নিমিত্ত আমার নির্ব্বিশেষ স্বরূপের সহিত সাযুজ্য দান করিয়া তাহাদের জন্মমৃত্যু ধ্বংস করি।"—(শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকার মর্ম্ম)। যাহারা আমার জন্মকর্ম্মাদিকে নিত্য মনে করিয়া **ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের সহিত** আমাকে ভজন করে, আমিও তাহাদিগকে জন্মকর্ম্মাদির নিত্যত্ব বিধানের জন্য আমার ঐশ্বর্য্যময় বিগ্রহের নিত্যলীলাস্থল ঐশ্বর্য্যপ্রধান বৈকুণ্ঠধামে চতুর্ব্বিধ মুক্তি দিয়া থাকি এবং তাহাদিগকে নিজ পার্ষদ করিয়া যথাসময়ে অবতীর্ণ হইয়া ও অন্তর্দ্ধান করিয়া তাহাদের ভজনফল প্রেমই দান করি। আবার আমার যে সকল শুদ্ধ ভক্তগণ **ঐশ্বর্য্যজ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া**

আমাকে তাহাদের আপনজন জ্ঞানে প্রীতিপূর্ব্বক আমার সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের নিত্যসেবা করিয়া আমাকে সর্ব্বতোভাবে সুখী করিতে চান, আমিও তাহাদিগকে সচ্চিদানন্দময় দেহ দিয়া আমার মাধুর্য্যময় ব্রজধামের পরিকররূপে মাধুর্য্যময়ী লীলাতে প্রবিষ্ট করাইয়া তাহাদিগকে নিত্যকাল সেবার অধিকারী করতঃ পরমানন্দ দান করিয়া থাকি। যাহারা **যোগমার্গে অবস্থিত** হইয়া আমাতে প্রপন্ন হন, আমি তাহাদিকে আমার বিভূতি অর্থাৎ কৈবল্য প্রদান করিয়া থাকি। *

পূর্ব্বোক্ত ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন মদীয়তাময় স্বসুখবাসনাশূন্য শুদ্ধ প্রেমময় ভক্ত জগতে দুর্লভ। সেজন্য শ্রীকৃষ্ণ অনাদি-কাল হইতে যে সকল শুদ্ধ প্রেমবান্ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের পরিকরসহ গোলোকে নিত্যলীলা করিতেছেন, সেই সকল নিত্যপরিকরদিগকে সঙ্গে লইয়া বর্ত্তমান বৈবস্বত

---

* "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে······" এই শ্লোকটীর আশ্রয় করিয়া কেহ কেহ মহাভ্রমাত্মক বিচার করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, যে কেহ কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ বা ভক্তি যে কোন সাধনপন্থা কিংবা শাক্ত, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ, শৈব, শাঙ্কর যে কোন মতবাদই অবলম্বন করুন না কেন একস্থানেই পেঁ াছিবেন। ইহাদ্বারা তাঁহারা আধুনিক বহুল প্রচারিত 'যত মত তত পথ' কিংবা 'সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয়' এই বিচারধারা আশ্রয় করিয়া সকলকেই সন্তুষ্ট করিয়া জনসমাজে বাহবা পাইতে ব্যগ্র। কিন্তু ইহার ফল 'To please everybody is to please nobody' এবং বাস্তব সত্য হইতে দূরে সরিয়া যাওয়া মাত্র। 'পথ' বলিতে যদি ভগবৎ প্রাপ্তির পথ লক্ষ্য হয়, তবে কি তাঁহাদের বিচারধারা অবম্বন করিলে যে কোন পথেই শ্রীভগবান্‌কে পাওয়া যায় ?

গীতায় ঐ শ্লোকের তাৎপর্য্য 'সর্ব্ব কর্ম্মের এক ফল' ইহা হইতে পারে না। ঐ শ্লোকে বলা বলা হইয়াছে যাঁহারা শ্রীভগবানে প্রপন্ন, তাঁহাদিগের প্রপত্তির তারতম্যানুসারেই তিনি ফল-বিধান করেন, কিন্তু অপ্রপন্ন ও প্রপন্নের একই ফল তাহা বলা যাইতে পারে না। আবার যাঁহারা প্রপন্ন, তাঁহারা কি সকলে একই উদ্দেশ্য লইয়া প্রপন্ন হন ? কর্ম্মী ইহকাল বা পরকালে ফলভোগের আশায়, জ্ঞানী ও যোগী মুক্তি ও সিদ্ধিলাভের আশায় এবং শুদ্ধ ভক্ত কেবল শ্রীভগবানের সেবা প্রাপ্তির আশায় তাঁহার প্রপন্ন হন। সকলেরই আশয় বিভিন্ন। সুতরাং সকলে এক ফল পাইবেন—এক স্থানে পৌছিবেন, ইহা কিরূপে বলা যায় ?

"মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ"—মনুষ্যগণ সর্ব্বপ্রকারে আমার বর্ত্ম (পথ) অনুবর্ত্তন করে। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ভক্তি সবই তাঁহারই সৃষ্ট বা প্রকাশিত পথ এবং মনুষ্য তৎসৃষ্ট পথে চলিলে তাঁহারই পথের অনুর্ত্তন করে, ইহা সত্য, কিন্তু যিনি যেরূপ পথের অনুবর্ত্তন করিবেন তিনি সেই পথের ফল না পাইয়া সকল পথে এক ফল পাইবেন ইহা বলা যাইতে পারে না—পথভেদে ফলভেদ ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। তদ্ভিন্ন শাক্ত, বৈষ্ণব, মায়াবাদী, শুদ্ধ ভক্ত, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি সব এক ইহা বলা যাইতে পারে না। ইহাদের সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন বিচার বিভিন্ন। সকলে যখন একই বিষয়ের প্রার্থনা ও তদনুরূপ সাধন করেন না, তখন সকলেই একফল পাইবেন, তাহা বলা যায় না। শাক্তগণ ধনজনাদির বিষয়ভোগ প্রার্থনা করেন, ব্রহ্মবাদী ব্রহ্মে লয় প্রার্থনা করেন, বৌদ্ধগণ প্রকৃতির লয় প্রার্থনা করেন, শৈবগণ মোক্ষের প্রার্থনা করেন—'শিবোঽহম্' হইবার প্রার্থনা করেন। আবার বৌদ্ধগণ বেদ মানেন না, বৈদান্তিকগণ বেদকেই অপৌরুষেয় বাণী বলিয়া থাকেন, শাক্তগণ জড় মহামায়াকেই আদ্যাশক্তি বা মূল কারণ বলিয়া মনে করেন, শৈবগণ তদ্রূপ শিবকে মূল কারণ বলিয়া থাকেন। সুতরাং এই সকল বিভিন্ন মতাবলম্বীদিগের বিচার বিভিন্ন, সাধন বিভিন্ন, সুতরাং প্রাপ্ত ফলও বিভিন্ন হইবে।

মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষভাগে ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। †

এই পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণের মুখ্য বা গূঢ় কারণ বলা হইল। শাস্ত্রে কৃষ্ণ অবতারের আরও একটী কারণ উল্লিখিত আছে। ভাগবত ১০ম স্কন্ধে প্রথম পরিচ্ছেদে উক্ত আছে যে, অসুরপ্রকৃতি রাজগণের উৎপীড়নে পৃথিবী উৎপীড়িতা হইয়া প্রতীকার লাভের জন্য গাভীরূপ ধারণ করতঃ ব্রহ্মার নিকট উপনীতা হইয়া নিজ দুঃখ কাহিনী জানাইলে, ব্রহ্মা শঙ্কর ও অন্যান্য দেবগণের সঙ্গে ক্ষীর সমুদ্রতীরে গিয়া সমাহিত চিত্তে শ্রীনারায়ণের স্তব করিতে লাগিলেন। তখন আকাশবাণীতে ব্রহ্মা অবগত হইলেন যে, ভূভার হরণের জন্য স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বসুদেব-গৃহে জন্মলীলা প্রকট করিবেন। তদনুসারে শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু "স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম নহে ভার হরণ। স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু করেন জগৎ পালন॥" (চৈঃ চঃ আদি, ৪।৮)। পৃথিবীর ভার হরণ কার্য্য স্বয়ং ভগবানের নহে। তাঁহার স্বাংশাবতার ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর উপরই তিনি এই কার্য্য ন্যস্ত করিয়াছেন। বিষ্ণুই সাক্ষাৎ-ভাবে জগতের পালনকর্ত্তা, অসুর সংহারাদি দ্বারা পৃথিবীকে রক্ষা করা তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট কার্য্য। গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকট বলিতেছেন—

'যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥'

(গী-৪।৭)

কিন্তু আবার শাস্ত্রে উক্ত আছে যে স্বয়ং ভগবান্ ব্রহ্মার এক কল্পমধ্যে একবারমাত্র অর্থাৎ কোটি কোটি যুগ পরে একবারমাত্র মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হন। যুগে যুগে বা প্রতিযুগে অবতীর্ণ হন না। যুগে যুগে যিনি অবতীর্ণ হন, তিনি যুগাবতার। ভূভার হরণের জন্য যুগাবতারই অবতীর্ণ হন, স্বয়ং ভগবানের অবতীর্ণ হওয়ার প্রয়োজন হয় না। "সম্ভবামি যুগে যুগে"—উহার তাৎপর্য্য যুগে যুগে তিনি যুগাবতাররূপেই অবতীর্ণ হন, স্বয়ংরূপে নহে। যুগাবতার তাঁহারই এক স্বরূপ, এজন্য গত দ্বাপরের শ্রীকৃষ্ণের অবতারকে তাঁহার অবতারের বহিরঙ্গ কারণ বলা হইয়াছে। ভূভার হরণের সহিত যদি তাঁহার সাক্ষাৎভাবে কোন সম্পর্ক না থাকে তবে তাঁহার অবতরণকে বহিরঙ্গ কারণই বা বলা হইল কেন?

---

† স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অবতার কাল ঃ—

ব্রহ্মার একদিনে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ একবারমাত্র মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া প্রকট লীলা করেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, এই চারি যুগে এক **দিব্যযুগ** হয়। ৭১ দিব্যযুগে অর্থাৎ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি একাত্তর বার অতিবাহিত হইতে যে সময় লাগে তাহাকে এক **মন্বন্তর** বলা হয়—ঐ পরিমাণ কাল এক মনুর অধিকার থাকে। এইরূপ ১৪টী মন্বন্তরে ব্রহ্মার একদিন বা এক কল্প বলা হয়। এইরূপ ৩০ কল্পে ব্রহ্মার ১ মাস এবং ১২ মাসে এক বৎসর হয়। এই পরিমাণের ১০০ বৎসর ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল। তাহা হইলে ব্রহ্মার একদিনের মধ্যে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই প্রত্যেকের ৯৯৪টী যুগ আছে। বিষ্ণুপুরাণমতে ব্রহ্মার একদিনে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি প্রত্যেকের ১০০০ যুগ আছে। প্রতি কল্পে (ব্রহ্মার এক দিনে) ব্রহ্মার ১৪জন পুত্র মনু নামে খ্যাত হন। ১৪জন মনুর নাম—(১) স্বায়ম্ভুব, (২) স্বারোচিষ, (৩) উত্তম, (৪) তামস, (৫) রৈবত, (৬) চাক্ষুষ, (৭) বৈবস্বত, (৮) সাবর্ণি, (৯) দক্ষ সাবর্ণি, (১০) ব্রহ্ম সাবর্ণি, (১১) ধর্ম্ম সাবর্ণি, (১২) রুদ্র সাবর্ণি, (১৩) দেব সাবর্ণি এবং (১৪) ইন্দ্র সাবর্ণি। বর্ত্তমান কালে ছয় মনুর রাজত্বকাল (৬ মন্বন্তর) অতীত হইয়াছে, ৭ম মনু বৈবস্বতের রাজত্বকাল চলিতেছে। মনুষ্যমানে মোটামুটিভাবে কলিযুগের পরিমাণ ৪,৩২০০০ বৎসর, দ্বাপরের পরিমাণ কলিযুগের দ্বিগুণ, ত্রেতাযুগের পরিমাণ কলিযুগের তিনগুণ এবং সত্যযুগের পরিমাণ কলিযুগের চতুর্গুণ।

ইহার উত্তরে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন—পৃথিবীর ভার হরণের জন্য যখন যুগাবতারের অবতীর্ণ হওয়ার সময় হইল, ঠিক সেই সময়ে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরও অবতীর্ণ হওয়ার সময় হইয়াছিল। যখন পূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হন, তখন পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ, দ্বারকাচতুর্ব্যূহ, পরব্যোম চতুর্ব্যূহ, পুরুষাদি অংশাবতারগণ, রাম, নৃসিংহ, বরাহ, মৎস্তকূর্ম্মাদি লীলাবতারগণ, যুগাবতারগণ, মন্বন্তর অবতারাদি সকল ভগবৎস্বরূপই শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া অবতীর্ণ হয়েন—স্বতন্ত্র বিগ্রহে নহে। শ্রীকৃষ্ণই পূর্ণ ভগবান্। যখনই কোন পূর্ণ বস্তু প্রকাশিত হন তখন সমস্ত অংশই ঐ বস্তুর সহিত সম্মিলিত থাকে, নতুবা তাঁহাকে পূর্ণ বলা যায় না। "পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে। আর সব অবতার তাতে আসি মিলে" ॥ (চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ পঃ ১০)। শ্রীকৃষ্ণ কংসাদি অসুরগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন—উহাতে বুঝিতে হইবে জগতের রক্ষাকর্ত্তা বিষ্ণুই শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহমধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া ঐ কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন।

"অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে। বিষ্ণুদ্বারে কৃষ্ণ করে অসুর সংহারে॥" শ্রীকৃষ্ণকে কংসারি বলা হয় কারণ তিনিই মূলস্বরূপ। ব্রহ্মাদি দেবগণের প্রার্থনায় যে তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাহাও নহে, কারণ আকাশবাণীতে এই কথাই বলা হইয়াছিল "পুরৈব পুংসাবধৃতো ধরাজ্বরঃ" ভাঃ—১০।১।২২। দেবকীগর্ভে শ্রীকৃষ্ণ অবস্থিত থাকাকালে ব্রহ্মা যে স্তব করিয়াছিলেন (ভাঃ ১০।২।৩৯) তাহার টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিতেছেন "অস্মদ্বিজ্ঞাপিতোঽস্মদাদি পালনার্থমবতীর্ণোঽসি ইত্যস্মাকমভিমান এব"—আমাদের রক্ষার জন্যই আপনি অবতীর্ণ হইয়াছেন ইহা মনে করিলে আমাদের অভিমানই প্রকাশ পাইবে এই ভাব।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতরণের প্রয়োজনীয়তা

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপরের লীলা অপ্রকট করিয়া চিন্তা করিতেছেন—বহুকাল পূর্ব্বে (অর্থাৎ পূর্ব্ব কল্পের দ্বাপরে যখন আমি স্বয়ংরূপে একবার অবতীর্ণ হইয়াছিলাম তাহার পরবর্ত্তী কলিতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে) আমি জগৎবাসীকে প্রেমভক্তি দান করিয়াছিলাম। তারপর অনেককাল (কোটি কোটি যুগ) অতীত হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব প্রদত্ত প্রেমভক্তিও কালপ্রভাবে প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। জগতে ভক্তিমার্গের যে অনুষ্ঠান আছে, উহা বিধিভক্তির অনুষ্ঠানমাত্র, উহাতে ব্রজে শ্রীকৃষ্ণসেবা পাওয়া যায় না। প্রেমভক্তি ব্যতীত জীবের সংসার গতাগতির অবসান হয় না, জীব আত্যন্তিকী স্থিরতা লাভ করিতে পারে না। মায়াবদ্ধ জীব মায়িক বস্তুতে অভিনিবেশবশতঃ নানা যোনি ভ্রমণ করিয়া অশেষ দুঃখকষ্ট পায়, স্বরূপে অবস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার নিত্য অবস্থানের উপায় নাই, অথচ ভক্তির অনুষ্ঠান ব্যতীত উহা হওয়া সম্ভব নহে—'ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান' (চৈঃ চঃ আদি ৩।১৪)। [ভক্তিমার্গ ভিন্ন জ্ঞানমার্গ, যোগমার্গ অবলম্বন করিয়াও জীব মোক্ষলাভ করিতে পারে বটে, কিন্তু ভক্তির সাহায্য ব্যতীত তাহাও অসম্ভব। "ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক কর্ম্মযোগজ্ঞান" (চৈঃ চঃ মধ্য ২২।১৭)। আবার ভক্তির সাহায্যে যোগজ্ঞানাদির দ্বারা মোক্ষলাভ করিলেও তাহাতে জীবের আত্যন্তিকী স্থিতি নাই—মুক্ত জীবও নিজের অবস্থায় পরিপূর্ণ তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণসেবার জন্য তাঁহাদের ভজনের কথা শুনা যায়। "মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে" (নৃসিংহ—তাপনী)।

সাধারণভাবে ভক্তিমার্গের সাধনেও জীবের আত্যন্তিকী স্থিরতালাভের সম্ভাবনা নাই। জগতে বিধিভক্তির অনুষ্ঠান আছে, কিন্তু এই বিধিভক্তি শুধু শাস্ত্রানুশাসনের ভয়েই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। স্বধর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে নরক-যন্ত্রণা হইতে উদ্ধারের সম্ভাবনা নাই। চারি বর্ণাশ্রমীও যদি স্বধর্ম্ম করিয়া কৃষ্ণভজন না করে, তবে নরকযন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি নাই—ইত্যাদি শাস্ত্রাদেশ শুনিয়া নরকযন্ত্রণাদির ভয়ের সঙ্গে কর্ম্মফলদাতা শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য ও মহিমার কথা চিত্তে জাগরূক থাকে। পাপকর্ম্মজনিত নরকযন্ত্রণা, পুণ্যকর্ম্মজনিত স্বর্গাদি সুখভোগের সকলেরই কর্ম্মফলদাতা তিনি এবং এই সকল কর্ম্মফল হইতে একমাত্র তিনিই নিষ্কৃতি দিতে পারেন—এই ভাব হৃদয়ে ধারণ করতঃ তাঁহার কৃপাপ্রার্থনা করিয়া জীব

ঈশ্বরের আরাধনা করেন। এইরূপ বিধিমার্গের ভজনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধি ঐশ্বর্য্যময় ভগবদ্ধামই সাধকের প্রাপ্য হইতে পারে, সার্ষ্টি আদি চতুর্বিধ মুক্তিও হয়ত লাভ করিতে পারেন "ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে বিধিভজন করিয়া। বৈকুণ্ঠকে যায় চতুর্বিধ মুক্তি পাঞা ॥"(চৈঃ চঃ আদি ৩।১৭)। কিন্তু এই বিধিমার্গের ভক্তি অনুষ্ঠানেও সাধকের আত্যন্তিকী স্থিতি লাভ হয় না। যত সময় শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বচিত্তহর মাধুর্য্য আস্বাদন করা না যায়, ততসময় যাঁহারা মুক্তিলাভ করিয়া বৈকুণ্ঠে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাদের পূর্ণ পরিতৃপ্তি নাই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এমন কি পরব্যোমস্থিত শ্রীভগবানের স্বরূপগণও এবং তাঁহাদের লক্ষ্মীগণও শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য ও শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলারস আস্বাদনের লোভে চঞ্চল হইয়া পড়েন—"ব্রহ্মাণ্ডোপরি পরব্যোম, তাঁহা যে স্বরূপগণ, তাঁ সবার বলে হরে মন। পতিব্রতাশিরোমণি, যাঁরে কহে বেদবাণী, আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ।" চৈঃ চঃ মধ্য ২১।১০৬।

স্বতরাং যেরূপ ভজনে ব্রজের প্রেমসেবা লাভ করা যাইতে পারে তাহা অর্থাৎ রাগানুগভাবে প্রেমভক্তি লাভের শিক্ষা দিবার জন্য তিনি সঙ্কল্প করিলেন। বর্ত্তমান কল্পে দ্বাপরে তিনি যখন আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখনও তিনি প্রেমভক্তি-লাভের উপদেশাদি দিয়াছিলেন। তিনি অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া উপদেশ দিয়া গিয়াছেন যে তাঁহাতে শরণাগতি ও তাঁহাতে বিশুদ্ধা অনন্যা বা কেবলা ভক্তিই তাঁহার প্রাপ্তির একমাত্র উপায়। গীতায় বিভিন্ন অধ্যায়ে কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগের কথা থাকিলেও প্রতি সাধনে ভক্তিই প্রধানীভূতা। ভক্তিই কর্ম্ম ও জ্ঞানের পরমাশ্রয়। 'ভক্ত্যা মামভিজানাতি।' (গী।১৮।৫৫)। 'ভক্ত্যা তু অনন্যয়া শক্যঃ' গী।১১।৫৪—ইত্যাদি শ্লোকে বিশুদ্ধা অনন্যা কেবলা ভক্তিই জীবের চরম উদ্দেশ্য এবং অনন্য ভক্তিমান্ ভক্তের ভক্তিতে তিনি বশীভূত। "অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং"……(গী ৯।২২) ইত্যাদি বলিয়াছেন। এই অনন্যা ভক্তি কিরূপে সাধন করিতে হইবে তাহাও বলিয়াছেন "সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং"……(গী ৯।১৪)—আমার নাম, রূপ, গুণ ও লীলাকীর্ত্তন অর্থাৎ নববিধা ভক্তির যাজন। সর্ব্বগুহ্যতম উপদেশও দিয়াছেন—"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু। মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥" (গী ১৮।৬৫)। এবং সর্ব্বপ্রকার দাম্ভিকতা, পাণ্ডিত্য, আত্মকর্ত্তৃত্ব ত্যাগ করিয়া তাহাতেই শরণাগতির কথা—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥" (গী ১৮।৬৬)।

কিন্তু শুধু মৌখিক উপদেশ শুনিয়া ভজনে অনভিজ্ঞ জীব যথাযথভাবে ভজনে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। পরমকরুণ শ্রীভগবান্ সেজন্য সাধক ভক্তের ভাব অঙ্গীকার করিয়া নিজে আচরণ করিয়া জীবকে প্রেমভক্তিলাভের শিক্ষা দিতে সঙ্কল্প করিলেন। [জীবের স্বরূপগত ভাব কৃষ্ণদাসত্ব বা সেবকত্ব, শ্রীভগবানের স্বরূপগত ভাব সেব্যত্ব—তথাপি করুণাময় শ্রীভগবান্ জীবকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য ভক্তভাব গ্রহণ করিতে সঙ্কল্প করিলেন]।

[ক্রমশঃ]

বাসনা

[শ্রীপাদ রাধামোহন দাসাধিকারী]

হে দয়াল ঠাকুর !
আমি অভাজন, অতি দীন-হীন,
নাহি জানি, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের
অশুভ-নাশন-চরণ-বন্দন। .
ডাকিবে যখন, যাইব তখন,
পারি না পারি সেবিতে শ্রীচরণ ॥

অযোগ্য বলিয়া, না কর উপেক্ষা,
(ওহে) দয়াল ঠাকুর পতিত-পাবন।
এই দীন-দাস, সদা-করে আশ,
কবে মিলিবে ঐ চরণ-দর্শন ॥

কুকুর বলিয়া, দূরে না তাড়িয়া,
নিকটে রাখিয়া পালিবে যখন।
কত আনন্দেতে, নাচিতে নাচিতে,
চরণে লুটিয়া পড়িব তখন ॥

এই মোর,—
অন্তিম প্রার্থনা, না কর বঞ্চনা,
কৃপা করি চরণেতে দিও স্থান।
এই ত' বাসনা, সদা এ ভাবনা,
'রাধা-কৃষ্ণ' বলে যায় যেন প্রাণ ॥

দুঃসঙ্গ

(শ্রীগোপীরমণ দাস বিদ্যাভূষণ)

"'দুঃসঙ্গ' কহিয়ে 'কৈতব' আত্মবঞ্চনা'।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-ভক্তি বিনা অন্য কামনা ॥'—(চৈঃ চঃ)

আত্মবঞ্চিত বদ্ধজীব কায়িক, বাচিক এবং মানসিক এই ত্রিবিধ দুঃসঙ্গ করিয়া থাকে। কায়িক দুঃসঙ্গ —অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ ও কৃষ্ণাভক্ত সঙ্গ। 'অসৎ সঙ্গ ত্যাগ, এই বৈষ্ণব আচার। স্ত্রীসঙ্গী —এক অসাধু, 'কৃষ্ণাভক্ত' আর ॥'

'সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধির্হ্রীঃ শ্রীর্যশঃক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎ সঙ্গাদ্ যাতি সংক্ষয়ম্ ॥
তেষ্বশান্তেষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু।
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু চ ॥'
—(ভাঃ ৩।৩১।৩৩-৩৪)

বাচিক দুঃসঙ্গ—অসতের সহিত গ্রাম্য বাক্য আলাপন, যাহা কায়িক স্ত্রীসঙ্গ অপেক্ষা অধিক বন্ধনজনক।

'ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্য প্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎ সঙ্গাদ্ যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ ॥'
—(ভাঃ ৩।৩১।৩৫)

মানস দুঃসঙ্গ – অসৎ চিন্তা। আত্মার সহিত মনের নিকট সম্বন্ধ। বদ্ধজীবের মন আত্মার সহজ চিন্তা ধারাকে বিকৃত করিয়া প্রকাশ করে। অতএব মানস দুঃসঙ্গকে কৈতব বলা হইয়াছে। কিতব + ষ্ণ্য = কৈতব ॥ কিতব — ছল-ধূর্ত্ত, যাহা আত্মাকে বঞ্চিত করে।

'অজ্ঞানতমের নাম কহিয়ে কৈতব। ধর্ম্ম অর্থ কাম বাঞ্ছা আদি এই সব ॥ তার মধ্যে মোক্ষ বাঞ্ছা কৈতব প্রধান। যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান ॥ কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম। সেই এক জীবের অজ্ঞানতমো ধর্ম্ম।"—চৈঃ চঃ। শ্রীমদ্ভাগবত মঙ্গলাচরণে 'ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত কৈতবোহত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং' বাক্যে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীবগণকে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষরূপ মানস দুঃসঙ্গ বর্জ্জন করাইয়াছেন।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে যে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ বৈদিক ধর্ম্ম। জগৎ এই চতুর্বর্গে শৃঙ্খলিত। অতএব তাহা কি প্রকারে আত্মবঞ্চনপর দুঃসঙ্গ হইতে পারে। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষের দ্রব্যময় প্রকাশ ব্রহ্মাণ্ডে আত্মার সহজ চিন্তাধারা মনোময় আধারে সূক্ষ্মরূপ গ্রহণ করিয়া স্থূল আধার চক্রে মাত্রা, স্বর, বর্ণ অর্থাৎ ছন্দময় বেদরূপে প্রকাশ পাইয়াছে।

'স এষ জীবো বিবর-প্রসূতিঃ প্রাণেন ঘোষেণ গুহাং প্রবিষ্ট।
মনোময়ং সূক্ষ্মমুপেত্য রূপং মাত্রা স্বরো বর্ণ ইতি স্থবিষ্ঠঃ॥'
— ভাঃ ১১।১২।১৭

অতএব ছন্দময় ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ প্রতিপাদক ব্রহ্মাণ্ডের সহিত প্রকাশিত বেদ প্রাকৃত গুণাভিজ্ঞাপক মাত্র।

'দ্বে অস্য বীজে শতমূলস্ত্রিনালঃ পঞ্চস্কন্ধঃ পঞ্চরসপ্রসূতিঃ।
দশৈক শাখো দ্বিসুপর্ণনীড়স্ত্রিবল্কলো দ্বিফলোঽর্কং প্রবিষ্টঃ ॥
অদন্তি চৈকং ফলমস্য গৃধ্রাগ্রামেচরা একমরণ্যবাসাঃ।
হংসা য একং বহুরূপমিজ্যৈর্মায়াময়ং বেদ স বেদ বেদম্ ॥'
—ভাঃ ১১।১২।২২-২৩

ছন্দোময় বা শব্দময় বেদের প্রকাশ স্থূল দ্রব্যময় ব্রহ্মাণ্ড তত্ত্ব বস্তুর হেয় বা ছায়াময় অতএব বিলক্ষণ প্রকাশ বিশেষ। গীতায় (১৫।১) বলা হইয়াছে,—

'উর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিদ্ ॥'

'ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে গুহাম্প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে।
ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ ॥'
—(কঠ ৩।১)

অর্থাৎ ছান্দোগ্য উপনিষদের ১।১।৩ 'পরমে পরার্দ্ধে' উক্ত পরম ব্রহ্মের বা রাধাকৃষ্ণের উন্নত উজ্জ্বল মধুর রসের বিলাস হইতে এই ব্রহ্মাণ্ড ছায়া বা প্রতিবিম্বরূপে প্রকাশ পাইয়াছে।

শ্রুতি শাস্ত্রে (মুঃ উঃ ১।১।৪-৫) কথিত হইয়াছে –'তস্মৈ

স হোবাচ দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ ॥ তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥' অর্থাৎ অক্ষর ব্রহ্ম অধিগম্যময় বেদই পরা বা তত্ত্ববেদ উপনিষদ্ বা বেদান্ত ধর্ম্ম। বেদের ধর্ম্ম অর্থ কামাদিরূপ কর্ম্মকাণ্ডাত্মক ব্যাপার অপরা, তত্ত্ববেদের ছায়া বা বিকৃত প্রকাশ যাহা অণুচিৎ জীবকে বঞ্চিত করিয়া কর্ম্ম-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছে। অতএব ধর্ম্ম অর্থ কামাদি বাঞ্ছা জীবের পক্ষে কৈতব বিশেষ। ইহা মানস দুঃসঙ্গ। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষের আলোচনা বাচিক দুঃসঙ্গ এবং এই চতুর্বর্গের উপাসকদিগের সঙ্গ কায়িক দুঃসঙ্গ। কায়িক বাচিক এবং মানস দুঃসঙ্গ উত্তরোত্তর অধিক বন্ধনজনক। কেহ কেহ আবার বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীহরির ভজনে অতি শীঘ্র অভীষ্ট লাভ হয় ভাবিয়া ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ সিদ্ধির জন্য শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিয়া থাকে। তাহারা নাম অপরাধী। তাহাদিগের সঙ্গ নিঃশ্রেয়ার্থীর অতি সাবধানে ত্যাগ করা উচিত। নতুবা নামাপরাধ স্পর্শ করিবে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব যাহাকে বিদ্যাবধূ বলিয়াছেন, তাহাই হইতেছে শ্রুতির কথিত অথ 'পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে'। ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপাদিকা শ্রুতি বা উপনিষদ্ শাস্ত্রে অক্ষরকে বা প্রণবকে ব্রহ্মের সুস্পষ্ট বিগ্রহ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। মাণ্ডুক্যোপনিষদ্ ১।১—

'ওমিত্যেদক্ষরমিদং সর্ব্বং তস্যোপব্যাখ্যানম্।
ভূতং ভবদ্ভবিষ্যদিতি সর্ব্বমোঙ্কার এব।
যচ্চান্য ত্রিকালাতীতং তদপ্যোঙ্কার এব ॥'

ছান্দোগ্য উপনিষদে কথিত হইয়াছে ১।১।১ 'ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীত। ওমিতি হ্যুদ্গায়তি তস্যোপব্যাখ্যানম্ ॥'

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বলিয়াছেন,—'প্রণব যে মহাবাক্য ঈশ্বরের মূর্ত্তি। প্রণব হৈতে সর্ব্ববেদ জগতে উৎপত্তি ॥' বেদান্তেও কথিত হইয়াছে 'শ্রুতিস্তু শব্দমূলত্বাৎ', শব্দ অর্থাৎ প্রণবমূলত্বাৎ ॥ অতএব উপনিষদ্ বা বেদান্ত কথিত ব্রহ্ম প্রণব-প্রতিষ্ঠাময় সর্ব্ব বৃহত্তম তত্ত্ববস্তু। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বলিয়াছেন—'ব্রহ্ম শব্দে মুখ্য অর্থে কহে ভগবান্। চিদৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ অনূর্দ্ধ সমান ॥' পুনশ্চ :—'ব্রহ্ম শব্দের অর্থ তত্ত্ব সর্ব্ববৃহত্তম। স্বরূপ ঐশ্বর্য্য করি নাহি যাঁর সম ॥' বিষ্ণুপুরাণ (১।১২।৫৭) কথিত হইয়াছে,—

'বৃহত্ত্বাদ্ বৃংহণত্বাচ্চ তদ্‌ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ।
তস্মৈ নমস্তে সর্ব্বাত্মন্ যোগিচিন্ত্যাবিকারি যৎ ॥'

ব্রহ্ম কেবল স্বয়ং বৃহদ্ তত্ত্বই নহেন তাঁহার উপাসকগণের ধর্ম্মও সদা অধিবৃদ্ধিময়, উল্লাসময়, আনন্দময় এবং বৃহত্তম। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম তত্ত্ব বস্তুর একদেশিক ভাব এবং অণোরণীয়ান্‌রূপ পরমাত্মা তত্ত্ব বস্তুর অপরদেশিকভাব। এই উভয় ভাবকে ক্রোড়ীভূত করতঃ যে সত্তা তাহাই ভগবান্। চিল্লীলামিথুনরূপে প্রকাশিত রাধাকৃষ্ণ। 'রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা, দুই রূপ ধরি'। অন্যোন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি ॥' (চৈঃ চঃ)। এই বিলাসী রসব্রহ্ম স্বয়ংসিদ্ধ রস বা স্বয়ম্ভূত রস বা আদিরসময়বিগ্রহ। শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে (তৈত্তিরীয় উপনিষদ ২।৭) 'যদ্বৈ তৎ সুকৃতম্। রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়তি ॥' অর্থাৎ প্রাণন ধর্ম্মী জীবমাত্রই রস-ব্রহ্মের বা আনন্দ ব্রহ্মের বা শৃঙ্গার রসরাজ মূর্ত্তিধর ব্রহ্মের সহিত আদি রস সম্বন্ধে প্রকাশিত। 'স এষ জীবো বিবর-প্রসূতিঃ প্রাণেণ ঘোষেণ গুহাং প্রবিষ্টঃ।'—ভাগবত বাক্যে বিলাসী রস ব্রহ্মের বা শৃঙ্গার রসরাজ ব্রহ্মের জীব বিবর বা দহর বা হৃদয় প্রবিষ্ট প্রেম-বৈচিত্র্যময় বিরহজনিত দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরা বেদ বা বেদন শাস্ত্ররূপে জগতে প্রকাশিত। যাহার অনুশীলনে জীবের বাস্তব কৃষ্ণ সেবাপর স্বরূপ অবগতির বিষয় হয় এবং ব্রজে আহিরী গোপের গৃহে তনয়ারূপে জন্মলাভ করিয়া চিল্লীলামিথুন রাধাকৃষ্ণের পরস্পরের বিলাসের বা পরতমতত্ত্বের বিষয়-আশ্রয়ময়ী লীলার পরিচর্য্যা লাভ হয়, যাহাকে বেদে বলা হইয়াছে (ছাঃ উঃ ৮।১৩।১) 'শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামংপ্রপদ্যেঽশ্ব ইব রোমাণি বিধূয় পাপং চন্দ্র ইব রাহোর্মুখাৎ প্রমুচ্য ধূত্বা শরীরমকৃতং কৃতাত্মা ব্রহ্মলোকমভি-

সম্ভবামীত্যভিসম্ভবামীতি ॥' অতএব স্বরূপে অবস্থিত হইয়া রাধাকৃষ্ণের পরিচর্য্যা এবং তাঁহাদিগের বিলাসের শ্রদ্ধায় শ্রবণ এবং শ্রুতবস্তুর শ্রদ্ধায় অনুকীর্ত্তনই জীবের স্বভাব ধর্ম্ম। তদ্ব্যতীত সমস্তই, এমন কি নারায়ণের সালোক্য সামীপ্যাদি প্রাপ্তিরূপ বৈকুণ্ঠ ধর্ম্মও পরিপূর্ণ আত্মনিবেদনময় উপনিষদ্ বা বেদান্ত ধর্ম্ম নহে। কারণ নারায়ণে সার্দ্ধ দ্বিরস ব্যতীত অন্যান্য রসের অধিবৃদ্ধি দূরের কথা স্থিতিও নাই, দ্বারকেশ এবং মথুরেশ স্বরূপেও সখ্য বাৎসল্য এবং মধুর রসের অধিবৃদ্ধি নাই। অতএব তত্তৎ স্বরূপের বিলাস উপনিষদের বা বেদান্তের প্রতিপাদ্য রস ব্রহ্মের বিলাসের বাচক হইতে পারে না। সেবা স্তব্ধতা আছে। শ্রীনন্দনন্দন কৃষ্ণসেবায় সেই সেবা স্তব্ধতা নাই। সেই সেবা সদা অধিবৃদ্ধিময়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বলিয়াছেন,—'গোপীভাব দরপণ, নব নব ক্ষণে ক্ষণ, তার আগে কৃষ্ণের মাধুর্য্য। দোঁহে করে হুড়াহুড়ি, বাড়ে মুখ নাহি মুড়ি, নব নব দোঁহার প্রাচুর্য্য ॥' — চৈঃ চঃ। শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাসের পরিচর্য্যা এবং অনুকীর্ত্তনই জীবের স্বরূপ ধর্ম্ম। অতএব শ্রীভগবদ্ প্রেমধর্ম্ম ব্যতীত ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ বাঞ্ছা আদি সমস্তই আত্মবঞ্চনপর বা কৈতব ধর্ম্ম, দুঃসঙ্গ বিশেষ। (ছাঃ উঃ ১।১।৬-৭) 'তদেতন্মিথুনমোমিত্যেতস্মিন্নক্ষরে সংসৃজ্যতে যদা বৈ মিথুনৌ সমাগচ্ছত আপয়তো বৈ তাবন্যোন্যস্য কামম্। আপয়িতা হ বৈ কামানং ভবতি য এতদেবং বিদ্বান্ অক্ষরমুদ্গীথমুপাস্তে ॥

ভক্ত ধ্রুব

[৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর]

নারদ বলিলেন,—'বৎস ধ্রুব, তোমার নিষ্ঠা পরীক্ষার জন্য আমি এতাবৎকাল বহু কথা বলিয়াছি। কিন্তু তোমার দৃঢ়তা দেখিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমার জননী সুনীতিদেবী তোমাকে যে উপদেশ করিয়াছেন, উহা সর্ব্বোত্তম জানিবে। শ্রীবাসুদেবে ভক্তিই চরম কল্যাণ লাভের একমাত্র সহজ পথ। তিনি জীবের সকল বাঞ্ছা পূর্ণ করিতে সমর্থ। যিনি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম কিংবা মোক্ষ বাঞ্ছা করিবেন, তাঁহার শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মই একমাত্র সেব্য, ইহা ছাড়া অন্য উপায় নাই। অতএব বৎস ধ্রুব, আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি তোমার মঙ্গল হউক। তুমি যমুনার তটস্থিত শ্রীহরির প্রিয় স্থান মধুবনে গমন কর। তথায় কালিন্দীর নির্ম্মল সলিলে নিত্য ত্রিসন্ধ্যা স্নান করতঃ কর্ত্তব্য-কর্ম্ম সমাপনান্তে আসন রচনা করিয়া তাহাতে উপবেশন করিবে ও রেচকপূরককুম্ভকযুক্ত প্রাণায়ামদ্বারা প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও মনের চাঞ্চল্য নিরাশ করিয়া স্থিরচিত্তে জগদ্গুরু শ্রীবাসুদেবকে ধ্যান করিবে।' ধ্রুব শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করতঃ তদ্রূপই আরাধনা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলে নারদ তাহাকে শ্রীহরির ধ্যান ও মন্ত্র উপদেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—'তুমি শ্রীহরির রূপ এইরূপ চিন্তা করিয়া ধ্যান করিবে—শ্রীহরির বদন ও অবলোকন প্রসন্ন যেন তিনি সর্ব্বদাই কৃপা করিবার জন্য উন্মুখ, তাঁহার নাসিকা সুন্দর, ভ্রূযুগল মনোহর ও গণ্ডস্থল অতিশয় শোভাযুক্ত; তিনি সমস্ত দেবতাগণের মধ্যে পরম সুন্দর পুরুষ, তরুণ বয়স, অঙ্গ কমনীয়, ওষ্ঠ ও নয়ন অরুণবর্ণ; তিনি শরণাগত ব্যক্তিগণের পরমাশ্রয় এবং সর্ব্ব পুরুষার্থের আকরস্বরূপ; তিনিই একমাত্র শরণ্য ও করুণার নিধি; তিনি শ্রীবৎসলাঞ্ছন (বক্ষঃস্থলে দক্ষিণাবর্ত্ত লোমাবলীর চিহ্ন যিনি ধারণ করেন) ও নব মেঘের ন্যায় ঘনশ্যামবর্ণ; তাঁহার গলদেশে বনমালা, তিনি শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজরূপে প্রকাশিত; তাঁহার মস্তকে কিরীট (মুকুট), কর্ণে কুণ্ডল (কর্ণভূষণ), বাহুতে কেয়ূর (বাহুর অলঙ্কার—বাজু) ও বলয় (বালা) এবং কণ্ঠ কৌস্তুভরত্ন (শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থিত মণি) আভরণে সুশোভিত; তাঁহার পরিধানে পীতবর্ণ পট্টবস্ত্র, নিতম্বদেশ মেখলা (কোমরের তাগা, কটিভূষণ) দ্বারা পরিবেষ্টিত, চরণে উজ্জ্বল স্বর্ণ নূপুর; দর্শনীয় বস্তুর মধ্যে তিনি সর্ব্বোত্তম, তাঁহার রূপ ভক্তগণের শুদ্ধ মন ও

সেবোন্মুখ নয়নের আনন্দবর্দ্ধনকারী; তিনি নখমণি সুশোভিত পদযুগলদ্বারা হৃৎপদ্মের মধ্যভাগ অধিকার করিয়া সেবকের আত্মার মধ্যে অবস্থান করিতেছেন এবং মৃদুমন্দ হাস্য ও অনুরাগরঞ্জিত দৃষ্টিদ্বারা ভক্তগণকে সর্ব্বদাই কৃপা করিতেছেন। হে বৎস ধ্রুব, বরদাতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীহরিকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সুসংযত একাগ্রচিত্তে বিশেষরূপে ধ্যান করিবে। এইরূপে ভগবানের মঙ্গলপ্রদ রূপ ধ্যান করিতে করিতে শীঘ্রই তোমার মন পরম শান্তাবস্থা লাভ করিবে এবং তুমি তাঁহার ধ্যান হইতে কখনও বিচ্যুত হইবে না। হে নৃপনন্দন, তোমাকে ইহা ছাড়া পরম গুহ্য মন্ত্রও উপদেশ করিতেছি। 'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়' এই মন্ত্র সপ্তরাত্র সুষ্ঠুভাবে জপ করিলে পুরুষ গগনবিহারী ভগবৎপার্ষদগণের দর্শনলাভ করিতে পারেন। দেশ ও কাল সম্বন্ধে অভিজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি উপরোক্ত মন্ত্রদ্বারা বিবিধ দ্রব্য প্রদান পূর্ব্বক ভগবান্ বাসুদেবের দ্রব্যময়ী অর্চ্চনা করিবেন। পবিত্র জল, মাল্য, বনজাত ফলমূলাদি, প্রশস্ত দূর্ব্বাঙ্কুর, ভূর্জ্জত্বকরূপ পট্টবস্ত্র (ভোজপাতার গাছের কোমল বল্কলরূপ পট্টবস্ত্র) এবং ভগবৎপ্রিয় তুলসী প্রভৃতি পূজোপকরণদ্বারা বাসুদেবের অর্চ্চনা করিবে। শ্রীভগবানের অর্চ্চ্য শ্রীমূর্ত্তি পাওয়া গেলে তাঁহাতেই পূজাবিধান করা কর্ত্তব্য, নতুবা তদভাবে মৃত্তিকা-জলাদিতে ভগবান্ নারায়ণের অর্চ্চনা করিবে। অর্চ্চনকারী অবশ্য সংযতচিত্ত, শান্ত, মননশীল, সংযতবাক্, পরিমিত সাত্ত্বিক আহার-বিশিষ্ট হইবেন। শ্রীভগবান্ তাঁহার অচিন্ত্য স্বরূপ শক্তির দ্বারা স্বতন্ত্রেচ্ছাবশে যে যে অবতার ও লীলা (ধরাহাদি……) প্রপঞ্চে প্রকট করিয়া থাকেন, উত্তমশ্লোক ভগবানের সেই সেই অবতার ও মনোহর চরিত্রসমূহকে ধ্যান করিবে। গন্ধ-চন্দন-তাম্বুল-ছত্র-চামরাদি বিবিধ দ্রব্যের দ্বারা শ্রীভগবানের যতপ্রকার পরিচর্য্যার বিষয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনগণ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রদ্বারা তৎসমুদয়ই মন্ত্রমূর্ত্তি শ্রীভগবানের প্রতি প্রয়োগ করিতে হইবে।

উপরোক্ত আরাধনার প্রণালী অনুসারে কায়-মনোবাক্যদ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক পরিচর্য্যা করিলে শ্রীভগবান্, অদাম্ভিক পুরুষগণকে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষের মধ্যে তাঁহাদের যে কোন অভীষ্টফল প্রদান করিয়া থাকেন, কিন্তু যাঁহারা শুদ্ধ ভাগবত গুরুর পদাশ্রয়পূর্ব্বক সম্যকপ্রকারে শ্রীভগবানের অর্চ্চন করেন, ভগবান্ তাঁহাদিগকে মুক্তি হইতেও শ্রেষ্ঠ প্রেমভক্তি প্রদান করেন। যিনি ধর্ম্মার্থকাম-রূপ ইন্দ্রিয়তর্পণ, এমন কি মোক্ষেও বিরক্ত, তিনি জ্ঞান-কর্ম্মাদি ব্যবধানশূন্য ঐকান্তিক ভক্তিযোগ অবলম্বন করিয়া সাক্ষাৎ প্রেমভক্তি লাভের জন্য শ্রীহরির ভজনা করিবেন।'

দেবর্ষি নারদের নিকট হইতে শ্রীহরির আরাধনার সাধন-প্রণালী সম্বন্ধে উপদিষ্ট হইয়া ধ্রুব শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রণত হইলেন এবং তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া শ্রীহরির পদাঙ্কপূত মধুবনে গমন করিলেন। ধ্রুব তপোবনে গমন করিলে নারদ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া উত্তানপাদ রাজার অন্তঃ-পুরে প্রবেশ করিলেন। রাজা দেবর্ষিকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া আসন প্রদান করিলেন এবং পাদ্য অর্ঘ্যের দ্বারা পূজা করিলেন। অতঃপর নারদ সুখে উপবিষ্ট হইয়া রাজাকে কহিতে লাগিলেন,—'হে রাজন্, আপনি ম্লানমুখে দীর্ঘকাল যাবৎ কি চিন্তা করিতেছেন? আপনার ধর্ম্ম নাশ হইয়াছে কি, কিংবা অর্থ নষ্ট হইয়াছে অথবা কাম-পূরণে বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে, আপনার কোন গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে কি?'

রাজা কহিলেন,—'হে ব্রহ্মন্, আমি আমার পঞ্চম বর্ষীয় সুবোধ বালকপুত্র ধ্রুবের কথা চিন্তা করিতেছি। হায়! আমি কি নিষ্ঠুর হৃদয়, স্ত্রীর বশীভূত হইয়া শিশু বালককে জননীর সহিত নির্ব্বাসিত করিয়াছি! হে প্রভো, সেই সুশীল অনাথ বালককে এখন কে দেখিবে, কে তাহাকে রক্ষা করিবে, পালন করিবে। সে কণ্টকাকীর্ণ বনপথে ভ্রমণ করিয়া কতই না ব্যথা অনুভব করিতেছে। হায়! সেই বনে তাহার আহারের ব্যবস্থা কে করিবে, হে দেবর্ষে, সেই ক্ষুধার্ত্ত ম্লানবদন পুত্রের কথা চিন্তা করিয়া আমি স্থির থাকিতে পারিতেছি না। প্রভো! বলুন এখন পর্য্যন্ত সে জীবিত আছে কি? সেই অসহায় বালককে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জানোয়ার এতদিন ভক্ষণ করে নাই ত? অহো, আমি কি প্রকার দুর্ব্বৃত্ত আপনারা দেখুন, শিশু ধ্রুব প্রেমবশতঃ আমার ক্রোড়ে উঠিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু আমি এমনই

নরাধম যে স্ত্রীর বশীভূত হইয়া তাহাকে আদর করিয়া একটী কথাও বলি নাই। হে দেবর্ষে, পুত্র ধ্রুব আমার অতি সুশীল, তাহার জন্য আমার হৃদয় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে।' শ্রীনারদ কহিলেন,—'হে প্রজানাথ, আপনি পুত্রের জন্য কেন বিলাপ করিতেছেন। আপনার পুত্রের কোন অমঙ্গল হয় নাই, তাহাকে দেবতারা রক্ষা করিতে-ছেন। শীঘ্রই আপনি দেখিতে পাইবেন আপনার পুত্রের যশঃ জগতে পরিব্যাপ্ত হইবে। আপনি তাহার মহিমা জানেন না, এজন্য বৃথা শোক করিতেছেন। হে মহারাজ, লোকপালগণেরও পক্ষে যাহা সুদুষ্কর, সেই শ্রীভগবদা-রাধনারূপ তপস্যা করিয়া আপনার যশোবিস্তারপূর্ব্বক ধ্রুব অচিরেই প্রত্যাগমন করিবেন।' ভূপতি উত্তানপাদ নারদের নিকট হইতে পুত্রের মহিমাসূচক কথা শ্রবণ করিয়া কেবলমাত্র পুত্রের চিন্তায়ই বিভোর হইয়া পড়িলেন, রাজলক্ষ্মীর প্রতি অনাদরযুক্ত হইয়া তাহার চিন্তাও পরি-ত্যাগ করিলেন।

এদিকে ধ্রুব কালিন্দীর জলে অবগাহন করিয়া সেই রাত্রি উপবাসী থাকিয়া পবিত্র ও সংযতভাবে একাগ্রচিত্তে দেবর্ষি নারদের উপদেশানুসারে পুরুষোত্তম শ্রীহরির আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি অতি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। প্রথম এক মাসকাল তিনি প্রতি তিন দিবস অন্তর কেবলমাত্র কপিত্থ (কয়েত বেল) ও বদরীফল (কুল) ভক্ষণ করিয়া কোন প্রকারে শরীর-যাত্রা নির্ব্বাহ-করতঃ শ্রীহরির অর্চ্চনা করিলেন। দ্বিতীয় মাস আরম্ভ হইলে সামান্য ফল ভক্ষণও বন্ধ করিয়া প্রতি ষষ্ঠ দিবসে বৃক্ষ হইতে স্বয়ং পতিত শুষ্ক তৃণপত্রাদি আহার করিয়া শ্রীভগবানের সেবা করিতে লাগিলেন। অতঃপর তৃতীয় মাসে প্রতি নয় দিবস অন্তর জলমাত্র পান করিয়া একাগ্র-চিত্তে উত্তমঃশ্লোক শ্রীভগবানের আরাধনায় নিবিষ্ট হইলেন। চতুর্থ মাস আরম্ভ হইলে প্রত্যেক দ্বাদশ দিবসে বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া শ্বাস জয় করতঃ শ্রীনারায়ণকে ধ্যানদ্বারা আরাধনা করিতে লাগিলেন। পঞ্চম মাসে জিত প্রাণ রাজনন্দন ধ্রুব এক পদে স্থাণুর ন্যায় নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান হইয়া পরব্রহ্মের ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও তাহাদের বিষয় শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধের বিশ্রাম স্থান মনকে বিষয় হইতে সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত করতঃ হৃদয়মধ্যে আকর্ষণ করিয়া কেবলমাত্র ভগবদ্রূপ চিন্তায় সমাধিস্থ হওয়ায় ধ্রুব ভগবানের রূপ ব্যতীত বাহ্য বিষয় আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। এইরূপে ধ্রুব প্রকৃতি ও পুরুষের ঈশ্বর পরম ব্রহ্মকে ধ্যান করিলে ত্রিভুবন তাঁহার তেজঃ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া কম্পমান হইয়া উঠিল। একপদে অবস্থানকালে রাজপুত্র ধ্রুবের পদাঙ্গুষ্ঠের পীড়নে ধরিত্রী নিপীড়িতা হইয়া অর্দ্ধ-নমিত হইয়া পড়িলেন। গজরাজ ক্ষুদ্র নৌকায় আরোহণ করিয়া দক্ষিণ ও বামপদের দ্বারা একবার এদিক্ ওদিক্ করিলে যেমন নৌকা টলটলায়মান হইয়া উঠে, তদ্রূপ ধরণী মুহুর্মুহুঃ প্রকম্পিত হইতে লাগিল। ধ্রুব যখন প্রাণ ও প্রাণদ্বারা নিরোধপূর্ব্বক বিশ্বাত্মা শ্রীবিষ্ণুকে সম্যক প্রকারে ধ্যান করিতে লাগিলেন, তখন লোকপালসহিত নিখিল লোকের শ্বাসরুদ্ধ হইল এবং তাঁহারা নিরতিশয় কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন। দেবতাগণ এই ক্লেশের কারণ বুঝিতে না পারিয়া শ্রীহরির শরণাপন্ন হইলেন এবং ক্লেশের হাত হইতে মুক্তির জন্য প্রার্থনা জানাইয়া বলিতে লাগিলেন,—'হে ভগবন্, আমরা চরাচর নিখিল প্রাণীর এই প্রকার প্রাণরোধ পূর্ব্বে আর কখনও অনুভব করি নাই। আপনি শরণাগতপালক। আমরা আপনার শরণাগত হইতেছি, আপনি আমাদিগকে এই প্রাণনিরোধ-জনিত ক্লেশ হইতে উদ্ধার করুন।' শ্রীভগবান্ তাঁহাদের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া কহিলেন,—'হে দেবগণ, যে বালক হইতে তোমাদের এই প্রাণ নিরোধ হইয়াছে, আমি তাহাকে এখনই তপস্যা হইতে নিবৃত্ত করিতেছি। আমি বিশ্বাত্মা। তোমরা অবগত নও উত্তানপাদনন্দন ধ্রুব একান্ত-ভাবে মদ্গতচিত্ত হইয়া আমার ধ্যান করিতেছে; সুতরাং তাহা হইতে তোমাদের কোনও ভয়ের কারণ নাই। তোমরা নিজ নিজ ধামে গমন কর।'

(ক্রমশঃ)

পরা শান্তি

[শ্রীললিতাচরণ ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।]

আমরা চরাচর বিশ্বে যাহা দেখিয়াছি শুনিয়াছি, দেখিতেছি শুনিতেছি ও দেখিব শুনিব প্রায় তৎসমুদয়ই জড় বা জড়প্রসূত। সুতরাং উক্ত জড়বিষয়গুলিরই আমরা রোমন্থন করি মাত্র। অধিকাংশ চিন্তাশীল মানবগণ তাঁহাদের ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া সীমাবিশিষ্ট বুদ্ধির সাহায্যে মানুষের বিবিধ সমস্যা সমাধানের একটা নূতন পথের সন্ধান প্রদান করিতে প্রযত্ন করেন এবং তদ্দরুণ নিজেকে ধন্য ও গর্ব্বিত অনুভব করেন।

তাঁহাদের প্রদেয় বহুবিধ হইলেও প্রদেয়ের উদ্দেশ্য প্রায় সকলেরই এক—দুঃখ দূর ও সুখ লাভ। উক্ত দুঃখ দূর ও সুখ লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহারা একাকী কিংবা যৌথভাবে প্রযত্ন করেন। কেহ বেদাদি শাস্ত্র, কেহ গতানুগতিক মার্গ অবলম্বন করিয়া, কেহ বা স্বীয় প্রতিভার সাহায্যে প্রযত্ন করেন। যাঁহারা শাস্ত্র অবলম্বনে সমাধানের চেষ্টা করেন, তাঁহারা তাঁহাদের বিচিত্র রুচি অনুসারে শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপথ, জ্ঞানপথ, যোগপথ কিংবা ভক্তিপথ অবলম্বন করিয়া থাকেন। নিজ মনীষার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিগণ জড়বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে সমাধানের চেষ্টা করিতে গিয়া পৃথক্ পৃথক্ মতবাদ স্থাপন করেন এবং রাজনৈতিক কিংবা সমাজনৈতিক বিভিন্ন দলের সৃষ্টি করেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ শ্রীভগবানের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী, কেহ বা সন্দেহবাদী। কতকব্যক্তি শ্রীভগবানের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার না করিলেও তদ্বিষয়ে অধিক মনোনিবেশ করা নিরর্থক মনে করেন। তাঁহাদের ধারণা মানুষ স্বীয় যোগ্যতা ও চেষ্টার দ্বারা সব কিছু বুঝিয়া লইতে পারে ও আয়ত্তের মধ্যে আনিতে পারে, সুতরাং অপ্রত্যক্ষ ভগবদ্বিষয়েতে লিপ্ত থাকিয়া ব্যবহারিক কার্য্যে নিষ্ক্রিয় থাকা মূর্খতা বা বৃথা সময় নষ্ট করা মাত্র।

বর্ত্তমান জগতে দেখিতে পাওয়া যায় অধিকাংশ ব্যক্তি পরহিত-ব্রতে আত্মোৎসর্গের নামে নিজ বাহাদুরী খ্যাপন করিতে এবং নিজ অপস্বার্থ সিদ্ধির জন্য প্রয়াসশীল। জড়ীয় সুখ-সমৃদ্ধিকেই উন্নতির মাপকাঠি বিচার করিয়া ব্যক্তিগত, পরিবারগত, সমাজগত, প্রদেশগত কিংবা দেশগত উন্নতির জন্য বিশ্বের সর্ব্বত্র প্রবল উদ্যম চলিতেছে এবং সেই তথাকথিত উন্নতির নামে দেশে দেশে, প্রদেশে প্রদেশে, জাতিতে জাতিতে, পরিবারে পরিবারে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সঙ্কীর্ণ স্বার্থ লইয়া পরস্পরের মধ্যে কলহ, অশান্তি, দ্বেষ, হিংসা প্রবল হইতে প্রবলতর হইতেছে। সুসভ্য বলিয়া অভিমানী মনুষ্যগণ তথা কথিত জড়োন্নতি, দেশ-প্রেম, প্রদেশ-প্রেম, পরিবার-প্রেম লাভের জন্য মরিয়া হইয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। অথচ তাঁহাদের মধ্যে অনেকে বিশ্বে শান্তি সংস্থাপিত হউক, সকলে মিলিয়া মিশিয়া সুখ শান্তিতে থাকুক ইত্যাদি অনেক বড় বড় কথা বলিয়া থাকেন। কিন্তু যতদিন প্রেমের ছাপ মারিয়া ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কামকে আমরা ইন্ধন প্রদান করিতে থাকিব, ততদিন বাস্তব শান্তি লাভের কোন আশা নাই। 'আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা তারে বলি কাম। কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম।' নিজের দেহ, পরিবার, গ্রাম, জেলা, প্রদেশ, দেশ ইত্যাদিকে কেন্দ্র করিয়া যে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ স্বার্থ সিদ্ধির চেষ্টা করা হয়, তৎসমুদয়ই কাম। কিন্তু পূর্ণবস্তু শ্রীভগবানের প্রীতি চেষ্টা হইলে শ্রীভগবানের সহিত সকল প্রাণীর সম্বন্ধ থাকায়, তাঁহার কোন প্রতিপক্ষ না থাকায়, দেবতা, যক্ষ, কিন্নর, মনুষ্য, পশু, পক্ষী সকল প্রাণীরই সন্তোষ হইয়া থাকে, উহাই বিশুদ্ধ প্রেমসংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। স্বার্থের কেন্দ্র ভিন্ন ভিন্ন হইলে সঙ্ঘাত অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু পূর্ণ বস্তু শ্রীভগবান্ বা তৎপ্রীতি স্বার্থের একমাত্র কেন্দ্র হইলে পরস্পরের মধ্যে সঙ্ঘাতের কোন সম্ভাবনা থাকিবে না।

ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাই রাজা মহারাজা, ধনী নির্ধন, পণ্ডিত মূর্খ সকলেই নিজ নিজ সুখ সুবিধার জন্য কিম্বা দেশ-দশের স্বার্থে আত্মাহুতি প্রদান

করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের কি সুখ বা সুবিধা হইয়াছিল তাহার অনুসন্ধান আমরা করি না। কারণ আমরাও ঐ দলেরই অন্তর্ভুক্ত। গতানুগতিক মার্গে আমরা চলিতে থাকিব, ইহার সুবিধা অসুবিধার কথা চিন্তা করিব না, অনুসন্ধান করিব না, তাহা হইলে মরীচিকায় জলভ্রমে তৃষ্ণাতুরা হরিণীর মৃত্যুবরণের ন্যায় আমাদিগকেও আশা-গ্রন্থী হৃদয়ে বাঁধিয়া কালের করাল কবলেই প্রবিষ্ট হইতে হইবে। এই ভাবে কত জন্ম জন্মান্তর আমাদের কাটিয়া যাইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

"জলজা নবলক্ষাণি স্থাবরা লক্ষবিংশতিঃ,
ক্রময়ো রুদ্রসংখ্যকাঃ পক্ষিণাং দশলক্ষকম্।
ত্রিংশল্লক্ষাণি পশবঃ চতুর্লক্ষাণি মানবাঃ॥"

চার্বাক-নীতি অবলম্বনকারী ব্যক্তিগণ হয়ত শাস্ত্রোক্ত ৮৪ লক্ষ যোনি ভ্রমণের কথা বিশ্বাস করিবেন না। মৃত্যু হইলে আবার পুনর্জন্ম হয় কে দেখিয়াছে, সুতরাং যতদিন জীবিত আছ সুখে থাক, ঋণ করিয়া ঘি খাও। "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ। ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ।" কিন্তু তাহারা একবার ভাবিয়া দেখেন না মৃত্যু কার? আত্মা না শরীরের? আত্মা চেতন, চেতনের ধ্বংস বা মৃত্যু নাই। ইচ্ছা, ক্রিয়া, অনুভূতিযুক্ত সত্তাকে চেতন বলে। শরীরের ইচ্ছা, ক্রিয়া, অনুভূতি নাই, সুতরাং জড়, উহা পঞ্চমহাভূতের দ্বারা গঠিত। "ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥ অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥"—(গীঃ ৭।৪-৫)। এমন কি মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারাত্মক সূক্ষ্ম শরীরটীকেও শ্রীকৃষ্ণের অপরা প্রকৃতি সম্ভূত বলা হইয়াছে। কিন্তু জীব শ্রীকৃষ্ণের অপরা প্রকৃতি হইতে পৃথক পরাপ্রকৃতি সম্ভূত বা পরাপ্রকৃতিতেই উহার সত্তা। এই পরা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠা বা চেতনা প্রকৃতিই জগৎকে ধারণ করিয়া আছে। আত্মা নিত্য, অবিনাশী, দেহ নষ্ট হইলেও আত্মা নষ্ট হয় না। "ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ। অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥" "বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি। তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥"—গীতা। আমি বলিতে আত্মাকেই বুঝায়। সুতরাং আত্মার পক্ষেই আত্মাই প্রয়োজন, অনাত্ম-বস্তু বা জড় কখনও আত্মাকে সুখ দিতে পারে না। 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্ম' (তৈত্তরীয়)। ব্রহ্ম হইতে জীবের উৎপত্তি, ব্রহ্মের দ্বারাই জীবের সংরক্ষণ পোষণ এবং ব্রহ্মেতেই গতি।

জীবের প্রকৃত প্রয়োজন কি ও তৎপ্রাপ্তির উপায় কি এ সম্বন্ধে প্রাচীন যুগের মুনিঋষিবৃন্দ ও মনীষিগণ বহুবিধ শ্রেয়ের কথা বলিয়াছেন। শ্রীভগবান্ও যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। এই বিবদমান কলিযুগের জীবগণ অজিতেন্দ্রিয়, কামাতুর, নানা রোগগ্রস্ত ও অল্পায়ু। কলিহত জীবগণের দুর্দ্দশাগ্রস্ত অবস্থা দেখিয়া তাহাদের উদ্ধারকল্পে স্বয়ং অবতারী শ্রীকৃষ্ণ ঔদার্য্যলীলাময়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সুতরাং নিঃশ্রেয়ার্থী ব্যক্তিমাত্রই কলিযুগপাবনাবতারী পরম করুণাময় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা বুঝিবার প্রযত্ন করিবেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর 'কে আমি, কেনে আমায় জারে তাপত্রয়। ইহা নাহি জানি—কেমনে হিত হয়॥' —এই প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন "জীবের 'স্বরূপ' হয় কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'। কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি, ভেদাভেদ প্রকাশ॥" জীব কৃষ্ণদাস এই বিশ্বাস করিতে পারিলে তার কোন দুঃখ আর থাকে না। মহাভারত উদ্যোগপর্ব্বে 'কৃষ্ণ' শব্দের অর্থ এইরূপ বর্ণিত আছে—'কৃষি'ভূর্বাচকঃ শব্দো 'ণ'শ্চ নির্বৃতিবাচকঃ তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে'। 'কৃষ্' ধাতু ভূ অর্থাৎ সত্তাবাচক; 'ণ' শব্দ নির্বৃতি অর্থাৎ আনন্দবাচক। 'কৃষ্' ধাতুতে 'ণ' প্রত্যয় করিয়া তদুভয়ের ঐক্যে 'কৃষ্ণ' শব্দে শ্রুতি কথিত 'আনন্দং ব্রহ্ম' প্রতিপাদিত হইয়াছে। 'কৃষ্' ধাতু কর্ষণ বা আকর্ষণ অর্থে 'কৃষ্ণ' শব্দে সর্ব্বাকর্ষক ও সর্ব্বানন্দদায়ক বিচারিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণে অণুত্ব, বিভুত্ব, মধ্যমত্ব, সর্ব্বত্ব আছে, না থাকিলে তিনি সর্ব্বাকর্ষক হইতে পারেন

না। "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্।"—ব্রহ্মসংহিতা। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ কৃষ্ণই পরমেশ্বর; তিনি স্বয়ং অনাদি ও সকলের আদি এবং সর্ব্বকারণের কারণ। তাহার অনন্ত শক্তি থাকিলেও তিন শক্তি প্রধানা,—চিৎশক্তি, অচিৎশক্তি ও তটস্থা শক্তি। চিৎ শক্তি হইতে চিজ্জগৎ ও তাঁহার চিদ্বৈভব, অচিৎ শক্তি হইতে অচিজ্জগৎ ও তাঁহার অচিদ্বৈভব বা জড় জগৎ, তটস্থাশক্তি হইতে এই জৈব জগৎ বা জীবসমূহ। 'চিৎ' ও 'অচিৎ' এই দুইয়ের মধ্যস্থ 'তট'। এই হেতু জীবের মায়াবশযোগ্যতা আছে। এই জীব দ্বিবিধ—বদ্ধ ও মুক্ত। বদ্ধ ও মুক্তকে কেহ কেহ নিত্যবদ্ধ ও নিত্যমুক্ত আখ্যা দেন। কিন্তু নিত্য বদ্ধ হইলে সাধন নিরর্থক হয়। সুতরাং এখানে নিত্য শব্দ মায়িক কালের। নিত্যমুক্ত জীব বৈকুণ্ঠগত, বদ্ধজীব এই মায়িক জগতের। কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ হইয়া যখন জীব মায়িক জগতে মায়িক ভোগ-বাসনায় আসে, তখন তদ্রূপ দেহ লাভ করিয়া নিজেকে কর্ত্তা ভোক্তা মনে করিয়া কার্য্যে তৎপর হয়। "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥" গীতা। প্রকৃতির গুণে বিমোহিত হইয়া কর্ত্তা ভোক্তা অভিমানে দেহ-সর্ব্বস্ব বাদী হইয়া কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীব নিজ ইন্দ্রিয় সুখলাভে ও পরিজনবর্গের সুখোৎপাদনে ব্যস্ত হয়। কিন্তু 'আমি কে'? নিজস্বরূপ সম্বন্ধে তাহার একবারও প্রশ্ন জাগে না। যদি কোন জীবের কোন সুকৃতিক্রমে এই প্রশ্ন জাগে, তখনই শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণীর সারমর্ম্ম উপলব্ধির বিষয় হয়। সেই ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসারূপ ভূমিকাতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলেই পরাশান্তি লাভের সম্ভাবনা হয়। 'তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্'-(কঠ ২।২।১৩)। 'যে পণ্ডিতগণ সেই পরমাত্মাকে আত্মস্বরূপে দর্শন করেন, তাঁহাদেরই নিত্যানন্দ লাভ হয়, অপরের তাহা লাভ হয় না।' সম্বন্ধ জ্ঞান না হইলে সাধনভক্তি বা ভজন আরম্ভ হয় না। সাধন না হইলে প্রয়োজনীয় বস্তু লাভ হইবে কি করিয়া? 'সাধন বিনা সাধ্য বস্তু কেহ নাহি পায়।' আবার অন্য দিক দিয়া বিচার করিলে জীবের স্বরূপ সম্বন্ধজ্ঞান না হইলে সঠিক প্রয়োজন বোধ নির্ণয় হয় না এবং প্রয়োজনবোধ নির্ণীত না হইলে তৎসাধন বা অভিধেয় নির্ণীত হইতে পারে না। সুতরাং উক্ত বাস্তব সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনজ্ঞান-রহিত ব্যক্তিগণের দ্বারা বিশ্বশান্তি সম্মেলন, রাষ্ট্রসঙ্ঘ, নিরস্ত্রীকরণ বৈঠক প্রভৃতি বহুবিধ পন্থা অবলম্বিত হইলেও বিশ্বে শান্তি আনয়ন বা পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ ও বিবাদ-বিসম্বাদ নিবারণ সম্ভব নয়।

সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হইলেই মঙ্গললাভের সূচনা হয়। সুকৃতিবান্ ব্যক্তিরই সাধুসঙ্গক্রমে সম্বন্ধজ্ঞান লাভ হয়।

"কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধু সঙ্গ করয়॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ-কীর্ত্তন।
সাধনভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থ-নিবর্ত্তন॥
অনর্থ নিবৃত্তি হৈলে ভক্তি 'নিষ্ঠা' হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে 'রুচি' উপজয়॥
রুচি ভক্তি হৈতে হয় 'আসক্তি' প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীতাঙ্কুর॥
সেই রতি গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম-নাম।
সেই প্রেমা 'প্রয়োজন' সর্ব্বানন্দ-ধাম॥"
—(চৈঃ চঃ মধ্য ২৩।৯-১৩)

ঐ সকল ভূমিকায় উপনীত হইবার সহজ উপায় সম্বন্ধে বলিতে গিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত বাণীতে শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তনের জয়গান করিতেছেন,—

'চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণম্
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥'

আমরা যদি প্রেমের ঠাকুরের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণীতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি অর্থাৎ কীর্ত্তন-যজ্ঞে সম্যকপ্রকারে আহুতি দিতে পারি, তাহা হইলে সকল সমস্যার সমাধান হইবে, পরাশান্তি লাভ হইবে। কি ভাবে কৃষ্ণ-কীর্ত্তন করিলে দ্রুত অভীষ্ট ফল লাভ করা যায় তদ্বিষয়ে ঠাকুর পুনরায় বলিতেছেন—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

শ্রীভাগবতালোকে অবতারবাদ

[শ্রীযুগল কিশোর দে]

শ্রীভগবান ও তৎসম্বন্ধীয় বিষয়কে পরমার্থ কহে, তন্মধ্যে অবতার তত্ত্ব অন্যতম। কেননা, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ও তাঁহার অধিদেবতা শ্রীজগন্নাথকে প্রাপ্তির দিক হইতে জীবের পক্ষে অবতার তত্ত্বটি সর্ব্বাধিক প্রয়োজনীয়। জীব-জগৎ ও জগন্নাথের মধ্যে এক অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। জীবের দিক হইতে জগন্নাথের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করিবার যত রকম উপায় আছে অবতার তত্ত্বের মাধ্যমেই হইল তাহার অন্যতম উপায়। সুতরাং জীবের পক্ষে যাহা অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায় এবং সর্ব্বাধিক প্রয়োজন সেই শ্রীভগবানের এই জগতে অবতার গ্রহণের বিষয়টিকে সম্যক্ বুঝিতে হইলে শ্রীভগবৎ কৃপার ও শাস্ত্র কৃপার প্রয়োজন।

শ্রীভগবৎ তত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা বেদ পুরাণাদিতে আলোচনা দেখিতে পাই। কিন্তু "অবতার"এর সংবাদ আমরা স্পষ্টতঃ গীতাতেই পাই। এই গ্রন্থে শ্রীভগবান্ স্বয়ংই শ্রীমুখে তাঁহার অবতার গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু কোন্ যুগে কোন্ সময়ে এবং কি নামে শ্রীভগবানের অবতরণ হয়, তাহার কোন আলোচনা গীতায় নাই। ইহা আমরা পাই অন্যান্য পুরাণাদিতে এবং গীতারই বাণীর মত তাহাকেও আমরা স্বীকার করি—নয়তো গীতার কথার দ্বারা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকেই অবতার মানিয়া লইতে হয়। শ্রীরাম, নৃসিংহ, বামন, বুদ্ধ ইত্যাদিকে যে আমরা অবতার বলিয়া স্বীকার করি, ইঁহাদের নাম কিন্তু গীতায় নাই, বিশেষতঃ গীতায় যিনি "পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্" বলিয়া পরিচয় দিলেন তিনি তো শ্রীকৃষ্ণ এবং যে যুগে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন সেই যুগেই তাঁহাকে দেখি অন্যান্য যুগে তো তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ রূপে দেখি না—দেখি শ্রীরাম, নৃসিংহ, পরশুরাম, বামন প্রভৃতি রূপে। ইঁহারা যে সেই গীতা বক্তারই বিভিন্ন অবতরণ, ইহার প্রমাণ কোথায়? গীতায় কিন্তু নাই, অথচ অবতার বলিয়া স্বীকার করি। তাহা হইলে আমরা দেখিতেছি, এই সকল স্বরূপকে যে সেই শ্রীকৃষ্ণেরই বিভিন্ন অবতরণ বা অবতার রূপে মানিয়া লইয়াছি তাহা কিন্তু অপরাপর শাস্ত্রাদির প্রমাণে এবং লক্ষণে।

নিখিল শাস্ত্ররাজির মধ্যে গীতা সর্ব্বদেশ-কাল স্বীকৃত। সেই গ্রন্থে কথিত অবতার তত্ত্বটিও সেই হিসাবে সর্ব্বদেশ-কাল স্বীকৃত, সেই তত্ত্বটি বলিতেছেন শ্রীকৃষ্ণ। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ মুখপঙ্কজ বিনিঃসৃত হইয়াই সর্ব্বপ্রথম অবতার তত্ত্বটি প্রস্ফুটিত হইয়াছে এবং তাঁহারই নির্দ্দেশে অবতারবাদ স্বীকৃত হইতেছে। তাহা হইলে দেখিতেছি সর্ব্ব অবতার ও অবতারের স্বীকৃতি তাঁহারই অপেক্ষমাণ্। এই জন্যই তাঁহাকে "সর্ব্ব অবতারাবলীবীজ" (লঘু ভাঃ) বলা হয়, এই জন্যই তাঁহাকে "স্বয়ং ভগবান্" বলা হয়, "যার ভগবত্তা হইতে অন্যের ভগবত্তা। 'স্বয়ং ভগবান্' শব্দের তাহাতেই সত্তা॥" (চৈঃ, চঃ, আদি ২।৮৮)। "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" (ভাঃ)। গীতাও তাই বলিয়াছেন "মত্তঃপরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়॥"

তাহা হইলেও কিন্তু শ্রীরাম-নৃসিংহাদি রূপে যিনি, মৎস্য-কূর্ম্মাদি রূপে যিনি, বুদ্ধ-কল্কি প্রভৃতি রূপে যিনি তিনিই যে শ্রীকৃষ্ণ বা গীতা বক্তারই বিভিন্ন অবতরণ বা বিভিন্ন রূপ তাহার কোন পরিচয় তো তিনি গীতায় বলেন নাই, তথাপি যে রাম-নৃসিংহাদিকে আমরা অবতার বলিয়া মানিয়া লইতেছি তাহার একমাত্র কারণ অপরাপর শাস্ত্র প্রমাণ। অপরাপর শাস্ত্র প্রমাণ যদি গীতারই মত মান্য ও প্রামাণ্য না হইতেন তাহা হইলে গীতার বাক্যের দ্বারা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই কেবল অবতার হইতেন, একথা আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপেই অবতরণ না করিলেও, তাঁহারা যে সেই শ্রীকৃষ্ণেরই অবতরণ,—শ্রীরাম, নৃসিংহ যে রূপেই বা যে স্বরূপেই আসুন না কেন তাঁহারা যে তাঁহারই বিভিন্ন অবতরণ—ইহা যেমন আমরা গীতার বা

অপরাপর শাস্ত্র প্রমাণ দ্বারাই মানিয়া হইয়াছি ঠিক সেই প্রকার শ্রীভগবানের সকল অবতারই শাস্ত্রের প্রমাণে প্রমাণিত ও গ্রাহ্য হওয়া দরকার।

আলোচনায় আমরা বুঝিলাম কেবল গীতার অবতার লক্ষণেই অবতার স্বীকৃত হইবে না, যতক্ষণ না তাহা অন্যান্য শাস্ত্রের দ্বারা প্রমাণিত হইতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ যে "স্বয়ং ভগবান্" ইহাও গীতা হইতে অন্য শাস্ত্র, যথা শ্রীমদ্ভাগবত দ্বারাই সবিশেষভাবে প্রমাণিত হইতেছে। সুতরাং কোন্ যুগে, কি নামে, কোন্ প্রয়োজনে, কোন্ অবতার—তাহা নির্দ্ধারিত আছে অন্যান্য শাস্ত্রে। নয়তো গীতা বাক্যে কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণই অবতাররূপে গণ্য হইতে পারেন. রাম নৃসিংহাদি নহে অথবা গীতা বাক্যদ্বারা যাহাকে তাহাকে অবতার দাঁড় করানো যায়, অথবা যে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বপূর্ণ প্রতিভাকেই অবতার বলিয়া ভ্রান্তপথে চালিত হইবার সম্ভাবনা। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে যে, তাহাই আজকাল হইতেছে এবং হইাও দেখা যায় যে, এই সুবিধাটুকুর জন্যই আজকাল অবতার প্রচারে গীতার বাণীকেই প্রামাণ্য বলিয়া ধরা হয়—অন্য শাস্ত্র প্রমাণ নহে। অবতারবাদ ব্যক্তি প্রাধান্যে নহে। মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহ ইঁহাদের বিশেষ উপাসক আছে বলিয়া শুনা না গেলেও ইঁহারাও অবতার বলিয়া শাস্ত্রগ্রাহ্য, কিন্তু গীতা বাক্যের সমর্থন ছাড়াই। আজকাল সামাজিক বা রাজনৈতিক কোন ব্যক্তি-প্রধানের আচার্য্য বা গুরু হইলেই অথবা সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন হইলেই তিনি অবতার হইয়া যাইতেছেন। এই বিষয়ে কৃপাময় সুধী পাঠকগণকে আমরা অবহিত হইতে অনুরোধ করি। সাধু পাঠকগণ একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পারিবেন, এইভাবে স্বপ্রয়োজন সাধন উদ্দেশ্যে শুধু গীতাবাক্যকে সম্মুখে রাখিয়া যে কোন সামাজিক বা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বা ব্যক্তিত্বশালীর গুরুগণই গত দেড় শতাব্দী হইতে প্রতিভা বা ব্যক্তিত্বকেই মূলধন করিয়া অবতার-রূপে প্রচারিত হইতেছে। এইভাবে কলিযুগের প্রারম্ভেই বহু অবতারের আবির্ভাবের কথা শুনিতেছি। যদি ইহাই হইতো তবে তো শাস্ত্র ইহার জন্যই কলিযুগকে স্তুতি করিতেন, এই যুগকে এত নিকৃষ্ট ও অশেষ দোষের আকর বলিতেন না। শাস্ত্রে অবশ্য কলিযুগের একটি বিশেষত্বের কথা কথিত আছে তাহা কিন্তু বহুল অবতারে ধন্য বলিয়া নহে, "শ্রীনাম সংকীর্ত্তন" দ্বারাই শ্রীহরি আরাধিত হন বলিয়া।

"কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ॥"

(ভাঃ ১২।৩।৫১)

এই নাম সংকীর্ত্তন রূপ এক "মহান্ গুণ" কে লক্ষ্য করিয়াই শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় তাঁহার অমিয়-মধুর কণ্ঠে গাহিয়াছেন—

"প্রণমহ কলিযুগ সর্ব্বযুগ সার।
হরিনাম সংকীর্ত্তন যাহাতে প্রচার॥"

তাহা হইলে জানা গেল, নাম সংকীর্ত্তনের জন্যই কলিযুগ ধন্য, কিন্তু বহুল অবতারের জন্য নহে। একথা বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখা আবশ্যক, কেননা এই জাতীয় কল্পিত অবতারবাদের প্লাবনের ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়াই আজ মনুষ্য সমাজ হইতে শাস্ত্র নির্দ্ধারিত শ্রীভগবৎ অবতার অনাদৃত ও উপেক্ষিত হইয়া স্বকপোলকল্পিত ও ব্যক্তি-বিশেষের প্রচারিত তথাকথিত ঈশ্বরগণ অবতারের দাবী লইয়া মানব সমাজের দ্বারে সমুপস্থিত হইতেছেন। অবিদ্যার কি কঠোর পরিহাস? শাস্ত্র নির্দ্ধারিত যথার্থ অবতার ও তন্মধ্যে যিনি সর্ব্বাবতারী স্বয়ং ভগবান্ তিনিই উপেক্ষিত হইতেছেন, আর শাস্ত্রলক্ষণ বহির্ভূত দেহধারী জীব তাহারাই ব্যক্তি বিশেষের প্রচার দুন্দুভি নিনাদে অযোগ্য অবতারের দাবী লইয়া মান্য হইতেছেন, অথচ শ্রীভগবানের শ্রীমুখনির্গলিত উপদেশ লইতেছেন না। শাস্ত্রবেদ্য শ্রীভগবান্ বা শ্রীভগবানের অবতার হইবার দাবী লইতেছি, কিন্তু শ্রীভগবানের উপদেশ লইতেছি না। তিনিতো কোথাও শ্রীভগবান্ বা অবতার হইতে বলেন নাই বরং অবতার হইয়াও নিজেই ভক্ত হইবার সাধ করেন এবং ভক্ত হইতেই বলেন। শাস্ত্রে শ্রীভগবানের কথাও আছে আবার তৎসঙ্গে শ্রীভগবানের আদেশ পালনের কথাও আছে, কিন্তু কি কঠোর ধৃষ্টতা যে, কেহ কেহ ভগবান্ হইবার দাবী লইতেছেন, আর কেহ কেহ বা নিজ নিজ

আচার্য্যকেই শ্রীভগবানরূপে দাঁড় করাইয়া এবং নিজে তৎ-পার্ষদ হইয়া জাগতিক সর্ব্ববিধ সুখ ও সুবিধা ভোগ করিতেছেন এবং তাহারই জন্য এই অশাস্ত্রীয় অবতার-বাদ প্রচার দ্বারা মানবের পারমার্থিক ভাগ্যকে প্রতারিত করিতেছেন। ইহা হইতে নাস্তিকতা আর কি হইতে পারে? মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের সত্তানুসন্ধান যেমন পবিত্রতম দৃষ্টিভঙ্গীর লক্ষণ, ঠিক ততোঽধিক পাষণ্ডতার পরিচয় দেওয়া হয় যদি জীবেই ঈশ্বর বুদ্ধি হয়। "যেই মূঢ় কহে,—জীব ঈশ্বর হয় 'সম'। সেইত 'পাষণ্ডী' হয়, দণ্ডে তারে যম॥" —চৈঃ চঃ মধ্য ১৮।১১৫

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগৌরভক্তাষ্টক

(শ্রীগারুচন্দ্র পাকড়াশী, ভক্তিশাস্ত্রী)

দোষনিধি কলিযুগে বিনাশিতে পাপতমঃ
নববিধাভক্তিদীপ জ্বালাইয়া অনুপম;
নবদ্বীপে কেন্দ্র করি উজলিল যে অবনী
বন্দিয়ে শ্রীগৌরভক্ত শুদ্ধাভক্তিরসখনি। ১

নিত্যানন্দ গদাধর শ্রীবাসাদি শ্রীঅদ্বৈত
তাঁ সবার আনুগত্যে নিত্য ইষ্টসেবারত,
যুগধর্ম্ম হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে সদাগ্রণী
বন্দিয়ে শ্রীগৌরভক্ত শুদ্ধাভক্তিরসখনি। ২

ধর্ম্ম-কর্ম্ম-জপ-তপঃ যত কিছু সদাচার
নামাশ্রয়ে সব মিলে নামই সাধন সার,
অযাচিত দেন যিনি নাম-সুধা সঞ্জীবনী
বন্দিয়ে শ্রীগৌরভক্ত শুদ্ধাভক্তিরসখনি। ৩

শ্রীচৈতন্যদয়ানিধি অগাধ জলধি সম
তাঁহারে সেবিয়া লভি প্রেমরত্ন সর্ব্বোত্তম,
ঘরে ঘরে বিলাইয়া সবে কৈল প্রেমধনী
বন্দিয়ে শ্রীগৌরভক্ত শুদ্ধাভক্তিরসখনি। ৪

অমানী মানদ যিনি সকলের বন্ধুপ্রিয়
নিজগুণে জগজনে পবিত্র করেন যিঁহ,
অবিচারে কৃপা যাঁর উচ্চ নীচ নাহি গণি
বন্দিয়ে শ্রীগৌরভক্ত শুদ্ধাভক্তিরসখনি। ৫

গৌরাঙ্গ বলিতে যাঁর পুলকে পূর্ণিত দেহ
ভাবাবেশে উথলিত না মানে ধৈরজ যেহ,
সঙ্গদানে ভাবাবিষ্ট করে সবে স্পর্শমণি
বন্দিয়ে শ্রীগৌরভক্ত শুদ্ধাভক্তিরসখনি। ৬

চৈতন্যচরিতামৃত শুদ্ধসিন্ধু সুনির্ম্মল
বৃন্দাবন রসধারা তরঙ্গেতে ঝলমল,
সে তরঙ্গে সদারঙ্গে সুনিপুণ সন্তরণী
বন্দিয়ে শ্রীগৌরভক্ত শুদ্ধাভক্তিরসখনি। ৭

সুমধুর ব্রজলীলা সদা স্মৃতিপথে যাঁর
গোপত গোকুল কথা বর্ণে সুখে অনিবার,
নিরবধি কণ্ঠে যাঁর "হা গৌরাঙ্গ" জয়ধ্বনি
বন্দিয়ে শ্রীগৌরভক্ত শুদ্ধাভক্তিরসখনি। ৮

ভজ শ্রীগৌরাঙ্গভক্ত যদি চাই শুদ্ধাভক্তি।
গৌরাঙ্গ ভকত মাত্র প্রেম দিতে ধরে শক্তি॥
পাত্রাপাত্র ভেদ নাই বঞ্চনা না করে কারে।
পতিতপাবন ত্রাতা হেন কেবা এ সংসারে॥
হাতে ধরি সাথে করি যেজন লইয়া যায়।
ব্রজপ্রেমসুধানিধি শ্রীগৌরাঙ্গপদছায়॥
জয় শ্রীগৌরাঙ্গ হরি জয় গৌরভক্তবৃন্দ।
জয় গৌরপরিকর মূর্ত্তনামপ্রেমানন্দ॥

গৌরভক্তাষ্টক গাহি সদা মনে এই আশ।
ভাগবত সেবক কবে হবে দাস অনুদাস॥

ভক্তির মহিমা

[শ্রীঈশ্বরীপ্রসাদ গোয়েঙ্কা]

ভক্তিই একমাত্র সাধন যাহাতে মনুষ্যমাত্রেরই অধিকার আছে এবং যাহা সকলের পক্ষেই সহজ ও সুগম। এই কলিযুগে ইহা ছাড়া আর উদ্ধার লাভের অন্য কোনও উপায় নাই, কারণ জ্ঞান, যোগ, তপ, যজ্ঞাদি এই সময়ে সিদ্ধিলাভের উপযোগী নয়। এইজন্য মানবমাত্রেরই কেবলমাত্র ঈশ্বর-ভক্তি সাধনে তৎপর হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। সুষ্ঠুভাবে বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় পৃথিবীতে যাঁহারা ধর্ম্মকে মানেন তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই ঈশ্বরভক্তিতেই অনুরাগবিশিষ্ট। দেবর্ষি নারদের ভক্তিসূত্র ও মহর্ষি শাণ্ডিল্য বাক্যে আমরা জানিতে পারি শ্রীকৃষ্ণে পরানুরক্তিই শুদ্ধা ভক্তি, উহা অমৃতস্বরূপ। ঈশ্বরভক্তি অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা. এজন্য আয়ু, রূপ, বিদ্যা ধন, জাতি, বল ইত্যাদিকে অপেক্ষা রাখে না। শ্রীভগবান্ পার্থিব সদাচার ও সদ্‌গুণের দ্বারা বশীভূত হন না, বিশুদ্ধপ্রেমের দ্বারাই বশীভূত হন। অবশ্য ইহার দ্বারা ইহা বুঝিতে হইবে না যে শাস্ত্রবিহিত সদাচার ও সদ-গুণাবলীর কোন আবশ্যকতা নাই। হরিভক্তে যাবতীয় সদগুণাবলী ভক্তির আনুষঙ্গিকফলরূপেই স্বয়ং প্রকাশ পাইয়া থাকে। 'যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ। হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা মনোরথেনা-সতি ধাবতো বহিঃ॥'—(ভাঃ ৫।১৮।১২)। শ্রীভগবানে যাঁহার অকিঞ্চনা ভক্তি বর্ত্তমান তাঁহাতেই সমস্ত গুণ সম্যকরূপে অবস্থান করে। হরির অভক্তের মহৎ গুণ কোথায়? মনোধর্ম্মের দ্বারা সে অসৎ বহির্বিষয়ে ধাবিত হয়।

ভক্তির প্রধান দুইটী স্তর আছে—সাধনভক্তি ও প্রেম-ভক্তি। সাধনভক্তি দুই প্রকার বৈধী ও রাগানুগা। বৈধী সাধনভক্তির মধ্যে নববিধা ভক্তি প্রধান। নববিধা ভক্তি সাধনের দ্বারা সাধ্য শ্রীভগবদ্‌প্রেম লাভ হয়। নিজ ইষ্ট শ্রীভগবানে অন্যাভিলাষশূন্য অনন্যভাবযুক্ত ভক্তি দ্বারা হৃদয় স্বচ্ছ ও পবিত্র হয়। উহাতে শ্রীভগবৎপ্রীতি ব্যতীত অন্য কোনও প্রকার ভাবনার সংমিশ্রণ নাই। ভোগের অভিলাষ ত' দূরের কথা মোক্ষের অভিলাষও শুদ্ধভক্তিতে থাকে না। মুক্তিবাঞ্ছা আসিলে তাহাকেও বিশুদ্ধ ভক্তি লাভে বাধাস্বরূপ বলিয়া জানিতে হইবে। অন্যভাবসংস্পর্শশূন্যা অব্যভি-চারিণী সুনির্ম্মলা ভক্তি অবাধগতিবিশিষ্টা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের দিকে অবিচ্ছিন্ন ধারায় নিরন্তর প্রবাহিতা হইয়া থাকে। ভক্তির মহিমাসূচক কয়েকটী শ্লোক শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করা হইল :—

'যেষাং চিত্তে বসেদ্ ভক্তিঃ সর্ব্বদা প্রেমরূপিণী।
ন তে পশ্যন্তি কীনাশং স্বপ্নেঽপ্যমলমূর্ত্তয়ঃ॥'

—(ভাঃ মাহাত্ম্য ২।১৬)

যাঁহাদের হৃদয়ে সর্ব্বদা প্রেমভক্তি বিরাজ করে সেই শুদ্ধান্তঃকরণ পুরুষগণ স্বপ্নেও কখনও যমরাজ দর্শন করেন না অর্থাৎ যমালয়ে যান না।

"দান-ব্রত-তপো-হোম-জপ-স্বাধ্যায়-সংযমৈঃ।
শ্রেয়োভির্বিবিধৈশ্চান্যৈঃ কৃষ্ণে ভক্তির্হি সাধ্যতে॥"

—(ভাঃ ১০।৪৭।২৪)

ভক্তগণ দান, ব্রত, তপ, হোম, জপ, বেদ অধ্যয়ন, সংযম এবং অন্যান্য বিবিধ মঙ্গলানুষ্ঠানদ্বারা কৃষ্ণভক্তির সাধন করিয়া থাকেন।

'দেহং ভৃতামিয়ানর্থো হিত্বা দম্ভং ভিয়ং শুচম্।
সন্দেশাদ্ যো হরের্লিঙ্গদর্শনশ্রবণাদিভিঃ॥'

—(ভাঃ ১০।৩৮।২৭)

দেহধারী জীবের পরম লাভ কি তাহা বলিতেছেন, জীব-মাত্রেরই কর্ত্তব্য দম্ভ, ভয়, শোক ত্যাগ করিয়া শ্রীহরির লিঙ্গ (শ্রীমূর্ত্তি, শ্রীভগবদ্ভক্ত, লীলাস্থান) দর্শন ও শ্রবণ করা।

'ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্॥'

—(ভাঃ ১১।২।৪২)

ভোজন করিবার কালে প্রতি গ্রাসেই যেরূপ তৃপ্তি

অথবা সুখ, জীবনীশক্তির সঞ্চার ও ক্ষুধা নিবৃত্তি রূপ—তিন কার্য্য এক সঙ্গেই হইয়া থাকে সেইরূপ সাধক ভগবচ্চরণাশ্রয় করিয়া শ্রীভগবদ্‌ভজন আরম্ভ করিলে তাহার ভজনের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্ষণে শ্রীভগবানে প্রেম, প্রেমাস্পদ ভগবৎস্বরূপের অনুভব এবং ইতর বস্তুতে বৈরাগ্য এই তিনটী একই সঙ্গে হইয়া থাকে।

প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান ও প্রচার বার্ত্তা

দক্ষিণ কলিকাতাঃ—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বর্দ্ধমানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারান্তে তথা হইতে ১৮ বৈশাখ, ১ মে সোমবার যাত্রা করিয়া ২ মে নবদ্বীপ শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠে, ৩ মে শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ আকর মঠ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় করিয়া তথায় সপ্তাহকাল, তৎপর নদীয়া জেলার প্রধান শহর কৃষ্ণনগরস্থ শাখা মঠে তিন দিবসকাল অবস্থান করতঃ ৩১ বৈশাখ, ১৪ মে রবিবার কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে (৩৭এ, সতীশ মুখার্জ্জি রোড) শুভাগমন করেন। তিনি ৫ আষাঢ়, ২০ জুন মঙ্গলবার পর্য্যন্ত কলিকাতা মঠে অবস্থান করিয়া প্রত্যহ সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা ও ভাষণ প্রদান করেন।

কলিকাতা, বড়বাজারঃ—শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতপারায়ণ মহাযজ্ঞ সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীবল্লভ সম্প্রদায়ের আচার্য্য কর্ত্তৃক আহূত হইয়া শ্রীল আচার্য্যদেব ৫নং স্যার হরিরাম গোয়েঙ্কা ষ্ট্রীট বড়বাজারস্থ সুবিশাল সৎসঙ্গভবনে ৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৭মে বুধবার রাত্রি ৮ ঘটিকায় শ্রীমদ্ভাগবত ধর্ম্ম সম্বন্ধে অভিভাষণ প্রদান করেন।

বেহালাঃ—বেহালা হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভার সভ্যবৃন্দের পক্ষ হইতে বিশেষভাবে আহূত হইয়া শ্রীল আচার্য্যদেব ২০ জ্যৈষ্ঠ, ৩ জুন শনিবার ও ২১ জ্যৈষ্ঠ, ৪জুন রবিবার প্রত্যহ রাত্রি ৮ ঘটিকায় হরিসভার কীর্ত্তন ভবনে দুইটী মহতী ধর্ম্মসভায় প্রেমভক্তি সম্বন্ধে অভিভাষণ প্রদান করেন। ব্রহ্মচারিগণ বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তন করেন। বেহালায় শ্রীচৈতন্য বাণী প্রচারে হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভার সভাপতি, সম্পাদক ও সভ্যবৃন্দের উৎসাহ এবং শ্রীঅজিত কুমার মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের বিশেষ আগ্রহের জন্য শ্রীমঠের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়।

কৃষ্ণনগরঃ—শ্রীল আচার্য্যদেব কতিপয় ব্রহ্মচারিগণ সমভিব্যাহারে কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া ২১ জুন বুধবার কৃষ্ণনগরস্থ শাখা প্রচারকেন্দ্র শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় করিয়াছেন।

শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, বালিয়াটি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সেবাপরিচালনাধীন অন্যতম প্রচারকেন্দ্র পূর্ব্ব পাকিস্তান ঢাকা বালিয়াটীস্থ শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠের বার্ষিক উৎসবোপলক্ষে ২৮ বৈশাখ, ১১ মে বৃহস্পতিবার হইতে ৩১ বৈশাখ, ১৪ মে রবিবার পর্য্যন্ত দিবসচতুষ্টয়ব্যাপী বিশেষ ধর্ম্মানুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়। শ্রীমৎ যজ্ঞেশ্বর দাস বাবাজী মহারাজ প্রত্যহ সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় বক্তৃতা করেন ও মঠস্থ ব্রহ্মচারী ও ভক্তবৃন্দ কীর্ত্তন করেন। ৩০ বৈশাখ, ১৩ মে শনিবার শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর আবির্ভাব তিথিতে তাঁহার মহিমাবলী আলোচিত হয় ও অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় নগর সঙ্কীর্ত্তন বাহির হয় এবং পরদিবস মহোৎসবে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারীর অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাচেষ্টা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, হায়দ্রাবাদ

—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সহ-সম্পাদক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, বি-এস্ সি, ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীজগন্নাথদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী সহ ২৫ বৈশাখ, ৮ মে সোমবার কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া ২৭ বৈশাখ, ১০ মে বুধবার শ্রীমঠের অন্যতম প্রচারকেন্দ্র হায়দ্রাবাদস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে পৌঁছেন। হায়দ্রাবাদের বিভিন্ন স্থানে তাঁহারা শ্রীচৈতন্য বাণী প্রচার করিতেছেন।

বিরহ-সংবাদ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্যতম একনিষ্ঠ সেবক শ্রীপাদ রসরাজ ব্রজবাসী প্রভু বিগত ১২ই বৈশাখ, ২৫শে এপ্রিল মঙ্গলবার প্রায় ষষ্টি বৎসর বয়ঃক্রমকালে নবদ্বীপ তেঘরিপাড়া শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের শ্রীচরণাশ্রয় করিয়া ইনি শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গমনোঽভীষ্ট সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। ইনি বহু বিষয়ে কৃতী ব্যক্তি ছিলেন। ইঁহার ন্যায় সুযোগ্য ব্যক্তির নির্য্যাণে সারস্বত গৌড়ীয় বৈষ্ণব মাত্রই বিরহ-সন্তপ্ত।

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত শ্রীপাদ কৃষ্ণচরণ দাস বাবাজী প্রায় ষট্পঞ্চাশৎ বয়ঃক্রমকালে শ্রীধাম বৃন্দাবনে (কালিয়াদহ) শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠে বিগত ৫ই মে, ১৯৬১ স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের বহু বিশিষ্ট বৈষ্ণবগণ তাঁহার নির্য্যাণ সময়ে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার শেষ কৃত্য সম্পন্ন করেন। তিনি বহুবিধ ভাবে শ্রীমঠের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিয়োগে আমরা সকলেই দুঃখানুভব করিতেছি।

সম্পাদকীয়

মৃত্যুর পরে হরিনাম

অধুনা বৈজ্ঞানিক সভ্যতার প্রগতির যুগে, শারীরিক ও মানসিক সৌখ্যবিধান ও সমৃদ্ধিই যে যুগের একমাত্র চরম লক্ষ্য এবং উক্ত সমৃদ্ধির মাপকাঠির দ্বারাই যখন মনুষ্য-সভ্যতার উন্নতির বিচার, সে সময় পারমার্থিক মঙ্গলের উদ্দেশ্যে যাবতীয় কৃত্যাদির প্রতি অনাদর বা সেই সকল শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট ঋষি প্রণীত কৃত্যাদিকেও পার্থিব সমৃদ্ধির বা শারীরিক সৌখ্যবিধানের উদ্দেশ্যেই বিহিত বলিয়া আধুনিক চিন্তাধারায় ঢালিয়া বুঝিবার চেষ্টা বা তাহাদের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে লঘুত্ববোধ কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। বাহ্য চাকচিক্যময় পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রভাবে সম্প্রতি ভারতবর্ষে ভোগবাদের বিচার প্রাধান্য লাভ করিতে চলিয়াছে এবং পারমার্থিক মঙ্গলকর ধর্ম্মীয় কৃত্যাদির প্রতি ঔদাসীন্য প্রবল হইতে প্রবল-তর হইতেছে। কিন্তু এই প্রকার জড়বাদের বিপুল পরাক্রম সত্ত্বেও এখনও ভারতে সনাতনধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুগণের আচরণের মধ্যে বৈদিক কৃষ্টির সংস্কারসমূহ সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া যায় নাই। জীবদ্দশায় ভোগোন্মত্ততাবশতঃ পারমার্থিক কৃত্য সম্বন্ধে উদাসীন থাকিলেও পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা প্রভৃতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত প্রিয়জনগণের মৃত্যুতে তাঁহাদের সদ্গতি কামনায় শ্রীতুলসী, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আদি ধর্ম্মগ্রন্থ আশ্রয় কিংবা শবযাত্রাকালে 'বল হরি, হরি বোল', 'রাম নাম সত্য হ্যায়' ইত্যাদি শ্রীভগবন্নাম গ্রহণের প্রথা অদ্যাপিও প্রাত্যহিক ঘটনারূপে আমরা প্রচলিত দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু জীবিত থাকাকাল পর্য্যন্ত যে ব্যক্তি শ্রীতুলসী, শ্রীগীতা কিংবা শ্রীভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিল না, শ্রীভগবন্নাম গ্রহণে পরাঙ্মুখ থাকিল, মৃত্যুকালে দেহত্যাগ করিয়া সেই ব্যক্তির জীবাত্মা অন্যত্র চলিয়া গেলে তাহার পরিত্যক্ত মৃতদেহকে তুলসীর আশ্রয়ে আনিলে, গীতা স্পর্শ করাইলে, মৃতদেহের সম্মুখে ভগবন্নাম করিলে, তাহার কতটা বাস্তব কল্যাণ সাধিত হইতে পারে বুঝা কঠিন। অবশ্য 'নাই মামার চাইতে কানা মামা ভাল' বিচারে উক্ত সনাতনধর্ম্মের কৃষ্টি সম্বন্ধীয় যে সংস্কারের গন্ধ এখনও সমাজে প্রচলিত আছে তাহাকে গর্হণ করা হইতেছে না, কিন্তু যখন চরমে শ্রীভগব-ন্নামাশ্রয় ব্যতীত আমাদের অন্য কোন গতি নাই দেখিতেছি, তখন তাহা জীবদ্দশায় গ্রহণ না করিয়া, কেবলমাত্র ভোগ-বিলাসে জীবন অতিবাহিত করিয়া মৃত্যুর সময় বা পরে হরিনামের অভিনয়ের দ্বারা কি মঙ্গল লাভ হইতে পারে? বরং অধিকাংশক্ষেত্রে দেখা যায় উহা প্রহসন মাত্রে পর্য্য-

বসিত হয়। তথাপি মৃত্যুকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীভগবন্নাম গ্রহণের কিংবা শ্রীতুলসী ও শ্রীগীতা আদি শাস্ত্রগ্রন্থ আশ্রয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যে তাৎকালিক উদ্দীপনা লাভ হয়, তাহা মন্দের ভাল। সুতরাং উপরোক্ত সমালোচনার দ্বারা ইহা বুঝিতে হইবে না যে যাহা কিছু সামান্য সনাতন ধর্ম্মের কৃষ্টি এখনও আছে উহাও ছাড়িয়া দিতে হইবে, কিন্তু উক্ত আনুষ্ঠানিক কৃত্যসমূহের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিয়া তদুদ্দেশ্যে অধিক হইতে অধিকতররূপে আত্মনিয়োগের যত্ন করা বাঞ্ছনীয়। শ্রীভগবৎপ্রীতির উদ্দেশ্যে যাঁহারা হরিনাম করেন বা শ্রীতুলসীর অথবা শ্রীভগবদ্‌বাণী শ্রীগীতা ও শ্রীভাগবত আদির আশ্রয় করেন বা করান তাঁহাদের উক্ত প্রচেষ্টা হইতে মৃত ব্যক্তির আত্মার বাস্তব কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে। ভক্তের বাঞ্ছা ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ পূর্ণ করিয়া থাকেন। তজ্জন্য মৃত ব্যক্তিকে বহনকারী বা দাহনকারী সজ্জ ভক্ত হইলে এবং মৃত ব্যক্তির আত্মার কল্যাণের নিমিত্ত শ্রীভগবানের কৃপা প্রার্থনা করিলে শ্রীভগবান্ তাঁহাদের প্রার্থনানুসারে মৃত ব্যক্তির আত্মার কল্যাণ বিধান করিতে পারেন। মৃত্যুর পরে মৃত ব্যক্তির আত্মার কল্যাণের জন্য এই জাতীয় প্রচেষ্টা অবশ্য ভাল, কিন্তু উক্ত ব্যক্তির মৃত্যুর পূর্ব্বে জ্ঞান থাকাকালে তাহার চিত্ত শ্রীবৈকুণ্ঠবিষয়ে অভিনিবিষ্ট করাইবার জন্য সাহায্য তদপেক্ষা অধিকতর সুফলপ্রসূ হয়।

শ্রীভগবন্নামানুশীলনকারীর নাম, নামাভাস ও নামাপরাধ তিনটী বিষয় জানা আবশ্যক। পার্থিব কোন উদ্দেশ্য লইয়া শ্রীভগবন্নাম করিলে নামের প্রকৃত ফল শ্রীভগবৎপ্রেম বা পরানন্দ লাভ হয় না, উহাকে নামাপরাধ বলে। পদ্মপুরাণে দশবিধ নামাপরাধের কথা উল্লিখিত আছে। স্বল্প নামাপরাধের ফলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ত্রিবর্গ অর্থাৎ নশ্বর ভোগ লাভ হয়, কিন্তু উহার দ্বারা পাপ-পুণ্যের বন্ধন, জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসার হইতে মুক্তি হয় না। গুরুতর নামাপরাধ (সাধুনিন্দা, গুর্ব্ববজ্ঞা আদি) হইলে নরকগতি হয়। শ্রীভগবৎ সম্বন্ধ বোধ জাগ্রত হয় নাই আবার পার্থিব কোন উদ্দেশ্যও নাই অর্থাৎ নামাপরাধ না থাকিলে এইরূপ অবস্থায় শ্রীহরিনাম করিলে নামাভাস হয়। নামাভাসের ফল মুক্তি, কোটি কোটি জন্মের পাপ ধ্বংস হইয়া যায়। কিন্তু সম্বন্ধবোধের সহিত অপরাধ বর্জ্জিত হইয়া শ্রীভগবৎ প্রীতির উদ্দেশ্যে শ্রীভগবন্নাম করিলে শুদ্ধ নামের উদয় হয়। শুদ্ধ নামের উদয়েই সাক্ষাৎ শ্রীভগবদনুভব বা দর্শন হয়। এজন্য নামাপরাধ কীর্ত্তনের দ্বারা বাস্তব মঙ্গলের উদয় হয় না। অতএব নামাপরাধ পরিত্যাগের জন্য যত্ন করা নিঃশ্রেয়ার্থীর অবশ্য কর্ত্তব্য। শুদ্ধ নামপরায়ণ সাধুর সঙ্গেতেই সর্ব্ব শুভোদয় হয়। পণ্ডিত শ্রীজগদানন্দ তাঁহার 'প্রেমবিবর্ত্ত' গ্রন্থে শ্রীনাম সাধন প্রণালী সম্বন্ধে উপদেশ করিয়া বলিয়াছেন,—

"অসাধু সঙ্গে ভাই, কৃষ্ণনাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে, তবু নাম কভু নয়॥
কভু নামাভাস হয়, সদা নাম অপরাধ।
এ সব জানিবে ভাই, কৃষ্ণভক্তির বাধ॥
যদি করিবে কৃষ্ণনাম, সাধুসঙ্গ কর।
ভুক্তিমুক্তি সিদ্ধিবাঞ্ছা দূরে পরিহর॥
'দশ অপরাধ' ত্যজ মান-অপমান।
অনাসক্ত্যে বিষয় ভুঞ্জ আর লহ কৃষ্ণনাম॥"

কলিযুগে শ্রীভগবদারাধনার উপায় সম্বন্ধে শ্রীনামসংকীর্ত্তনই প্রশস্ত বলিয়া শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। "হর্ষে প্রভু কহেন,— শুন স্বরূপ-রামরায়। নামসঙ্কীর্ত্তন – কলৌ পরম উপায়॥"

—চৈঃ চঃ অ ২০।৮

'কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ॥
কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ'

(ভাঃ ১২।৩।৫১-৫২)

"হে রাজন্, দোষনিধি কলির একটী মহৎ গুণ আছে, কলিযুগে কৃষ্ণকীর্ত্তন হইতেই জীব অত্যন্তবন্ধ হইতে মুক্তি লাভ করেন। সত্যযুগে বিষ্ণুকে ধ্যান করিয়া, ত্রেতাযুগে যজ্ঞদ্বারা যজন করিয়া এবং দ্বাপরযুগে অর্চ্চনাদি করিয়া যে ফল লাভ হইত, কলিকালে হরিকীর্ত্তন হইতে সে সব ফললাভ হয়।"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের অতিশয় দুর্দ্দৈব দেখিয়া খেদে বলিতেছেন—

'নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা-নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥'

'হে ভগবন্, তোমার নামই জীবের সর্ব্বমঙ্গল বিধান করেন, এইজন্য তোমার 'কৃষ্ণ', 'গোবিন্দাদি' বহুবিধ নাম তুমি বিস্তার করিয়াছ। সেই নামে তুমি স্বীয় সর্বশক্তি অর্পণ করিয়াছ এবং সেই নাম-স্মরণের কালাদি নিয়ম (বিধি বা বিচার) কর নাই। প্রভো, জীবের পক্ষে এরূপ কৃপা করিয়া তুমি তোমার নামকে সুলভ করিয়াছ, তথাপি আমার নামাপরাধরূপ দুর্দ্দৈব এরূপ করিয়াছে যে, তোমার সুলভ নামেও আমার অনুরাগ জন্মিতে দেয় না॥'

আমরা জীবিত থাকাকালে যে সকল ভোগ্য বিষয়ের চিন্তায় অভ্যস্ত হই, তাহাই মৃত্যুকালে আমাদের স্মরণপথে আসে, সুতরাং সেই সময় শ্রীভগবন্নাম আমাদের চিত্তে রেখাপাত করিতে পারে না। মৃত্যুকালে যে প্রকারের চিন্তা হয় মৃত্যুর পরে তদ্ভাবোচিত গতি লাভ হয়। সুতরাং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বাস্তব মঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তি পূর্ব হইতেই শ্রেয়ঃ সাধনে সচেষ্ট হইবেন। কেবল মাত্র মৃত ব্যক্তির সদ্গতি কামনায় শ্রীভগবন্নাম গ্রহণ করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মের শেষ হইল মনে না করিয়া, জীবদ্দশায়ই স্বয়ং শ্রীভগবন্নামানুশীলন করিলে শ্রীমদ্ভাগবত, গীতাদি শাস্ত্রগ্রন্থ শ্রদ্ধায় পাঠ ও আলোচনা করিলে, শ্রীতুলসীর আশ্রয় গ্রহণ ও সেবা করিলে জন্ম সার্থক হইতে পারে।

কলির ভবিষ্যৎ আচার

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে নবদ্বীপের অবস্থা সম্বন্ধে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর লিখিয়াছেন,—

'রমা দৃষ্টিপাতে সর্ব্বলোক সুখে বসে।
ব্যর্থ কাল যায় মাত্র ব্যবহার রসে॥
কৃষ্ণ রাম-ভক্তিশূন্য সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য আচার॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক সবে এই মাত্র জানে।
মঙ্গল চণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥
দম্ভ করি' বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তলি বিভা দিতে দেয় বহু ধন॥
ধন নষ্ট করে পুত্র কন্যার বিভায়।
এই মত জগতের ব্যর্থ কাল যায়॥'

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় নবদ্বীপ ভারতের সংস্কৃত শিক্ষার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল। মিথিলা ও উত্তর ভারতের বারাণসী আদি স্থান হইতে বহু সন্ন্যাসী ও কৃতবিদ্য অধ্যাপকগণ নবদ্বীপে নব্যন্যায় ও বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আসিতেন। লক্ষ্মীদেবীর অনুগ্রহে ঐশ্বর্য্যপূর্ণ নবদ্বীপ সকল লোকের সুখের আগার হইলেও সাংসারিক ভোগসুখে উন্মত্ত জনগণ গ্রাম্য-ব্যবহার রসে বৃথা কালাতিপাত করিতেন। কলির প্রারম্ভেই ভবিষ্যৎকলিযুগোচিত ভীষণ অনাচারসমূহের লক্ষণগুলি পরিদৃষ্ট হইতেছিল এবং সংসার শ্রীভগবদ্ভক্তিশূন্য হইয়াছিল। সেই সময় 'জড়বিদ্যা এতদূর প্রবল হইয়াছিল যে, হরিসেবাবিহীন বিচারকেই পাণ্ডিত্য বলিয়া লোকের ভ্রম হইতেছিল। সাধারণ লোক মঙ্গলচণ্ডীর গান গাহিয়া ও শুনিয়া সাংসারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বর্দ্ধনকেই ধর্ম্মানুশীলনের চরম আদর্শ বলিয়া বিশ্বাস করিত।' কেহ কেহ ধনমদে মত্ত হইয়া সমারোহে মনসাদেবীর পূজায় প্রচুর অর্থ ব্যয় করিত, কেহ বা 'দম্ভপূর্ব্বক বানর-বানরী, বিড়াল-বিড়ালী, পুতুল-পুতুলীর বিবাহাদি তুচ্ছ ও বৃথা উৎসব-কার্য্যে অনর্থক অর্থব্যয় করিয়া ভগবদ্বৈমুখ্য সঞ্চয় করিত মাত্র।' শ্রীমন্মহাপ্রভু আবির্ভূত হইয়া উচ্চ নীচ নির্ব্বিশেষে কলিহত জীবমাত্রকেই শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমভক্তি প্রদান করিয়া উদ্ধার করেন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের পর পুনরায় কলির অনাচারসমূহ প্রবল হইতে প্রবলতররূপে বিক্রম প্রকাশ করিয়া প্রাদুর্ভূত হইতেছে। বর্ত্তমানে জড়রসে উন্মত্ত কোন কোন ব্যক্তিকে কুকুরের শ্রাদ্ধ, বিড়ালের বিবাহ ইত্যাদিতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে দেখা যাইতেছে। আনন্দবাজার পত্রিকার ২৭ জ্যৈষ্ঠ, ১০ জুন শনিবারের সংখ্যায় 'বিড়ালের বিবাহ' শিরোনামায় প্রকাশিত প্রত্যক্ষ ঘটনাটিতে শাস্ত্রের বাক্য যে মিথ্যা নয় তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। সংবাদটী এইরূপ—'এতদিন জীবজগতে মানুষেরই বিবাহের কথা শুনিয়াছি, কিন্তু ইহার ব্যতিক্রম হইয়াছে। মদনপুর রেল ষ্টেশনের বুকিং ক্লার্ক মহাশয় তাহার ফুলকুমারী নামক একটী বিড়ালের সহিত উক্ত ষ্টেশনের সহকারী ষ্টেশন মাষ্টারের বিড়ালের শুভ পরিণয় ৪ঠা জুন রবিবার মদনপুরস্থ রেল কোয়ার্টারে বিশেষ ধুমধামের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, এই বিবাহ অনুষ্ঠানে স্থানীয় ব্যক্তি ভুরিভোজন করিয়াও তৃপ্তি লাভ করেন। এই ব্যাপারে বর ও কন্যা পক্ষের বেশ কিছু খরচও হয়।'

নিয়মাবলী

১। প্রতি মাসে পূর্ণিমা তিথিতে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৪'৫০ (ভি, পি যোগে ৫৲), ষান্মাসিক ২'২৫ (ভি, পি যোগে ২'৭৫), প্রতি সংখ্যা '৩৭। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। তৃতীয় সংখ্যা হইতে প্রাপ্তব্য। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন হইলে এবং কোন সংখ্যা ইংরাজী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৭এ, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা—২৬

ফোন—৪৬-৫৯০০

বিজ্ঞাপনের হার—

প্রতিবার ১ পৃষ্ঠা—৪০৲ (চল্লিশ টাকা), অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা ১ কলম—২২৲ (বাইশ টাকা), সিকি পৃষ্ঠা বা অর্দ্ধ কলম—১২৲ (বার টাকা), সিকি কলম—৭৲ (সাত টাকা), ⅛ কলম ৪৲ (চার টাকা)। দীর্ঘ কালের জন্য বিজ্ঞাপন দিলে ভিক্ষা স্বতন্ত্র। তাহা সাক্ষাদ্ভাবে অথবা পত্রদ্বারা জ্ঞাতব্য।

নিবেদক—কার্য্যাধ্যক্ষ

দক্ষিণ কলিকাতায় একমাত্র
নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত ফার্ণিচার
—বিক্রেতা—

দাস ব্রাদার্স এণ্ড কোং

৮৮।১এ, রাসবিহারী এভিনিউ
কলিকাতা-২৬
ফোন—৪৬-৩৮০১

আমাদের শো-রুমে চিত্তাকর্ষক বিভিন্ন সুন্দর সুন্দর ডিজাইনের চেয়ার, টেবিল, খাট, আলমারী ও কাঠের যাবতীয় ফার্ণিচার আছে। ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণকে পরিদর্শন করিয়া যাচাই করিয়া লইতে সাদর আহ্বান জানান হইতেছে।

নিউ আর্ট ফার্ণিচার

১৫৫, রাসবিহারী এভিনিউ
কলিকাতা-২৯

আধুনিক কালোপযোগী ও রুচিসম্পন্ন বিভিন্ন ডিজাইনের কাঠের আলমারী, চেয়ার, টেবিল, খাট ইত্যাদি পাওয়া যায়। সজ্জনগণের সহযোগিতা একান্ত প্রার্থনীয়। দক্ষ কারিগর ও উপযুক্ত পর্য্যবেক্ষকের দ্বারা পরিচালিত। সততাই আমাদের প্রধান সম্বল।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির
৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ
কলিকাতা-২৬

বর্ত্তমান সভ্যতার তথাকথিত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সারা বিশ্বে নিরীশ্বরবাদ, দুর্নীতি ও অধর্ম্মের প্রাবল্য দেখা যাইতেছে। আমাদের দেশ ও সমাজেরও ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া সুধী ব্যক্তিমাত্রই অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। ইহার সংশোধনের একমাত্র উপায় শিক্ষার মাধ্যমে মানব চরিত্র গঠন। কোমলমতি শিশুগণ যাহাতে ভগবদ্‌বিশ্বাস, পিতৃমাতৃভক্তি, গুরুজনে শ্রদ্ধা প্রভৃতি ধর্ম্ম ও নীতির অতি সাধারণ শিক্ষাগুলি লাভ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিলে চরিত্র গঠনের সহায়ক হয়। এই উদ্দেশ্যকে কার্য্যকারী করিবার প্রয়াসে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির নামে একটী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউস্থ শ্রীমঠে ৭ই বৈশাখ ১৩৬৮, ২০শে এপ্রিল, ১৯৬১ তারিখে স্থাপন করা হইয়াছে। উহাতে শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিকা ও কিন্ডার গার্টেন (K. G.) শিক্ষা পদ্ধতি অনুসারেই শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে বালকবালিকাদিগকে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথাগুলি ও আচরণ শিক্ষা দেওয়া হইবে। বর্ত্তমানে শিশুশ্রেণী হইতে ৪র্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীমঠের শুভানুধ্যায়িগণের আগ্রহে ঐ সঙ্গে ১৮ই মে ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ বিদ্যামন্দিরে হস্তশিল্পাদি শিক্ষার জন্য চারুশিল্প বিভাগও খোলা হইয়াছে। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী নিম্নঠিকানায় অনুসন্ধান করুন :—

১। সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৭এ, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

২। ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ, এম্-এ, ২০, ফার্ণ প্লেস, কলিকাতা-১৯, ফোন নং ৪৬-৪২২০।

৩। শ্রী এম্, কে, মুখার্জ্জি, ৮এ, তারা রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন নং ৪৬-৭১২৮।

৪। শ্রী এস্, এন্, ব্যানার্জ্জি, বি-এ, ২৯, পার্ক সাইড রোড, কলিকাতা-২৬। ফোন ৪৬-৫৯৩১।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

স্থান :— শ্রীগঙ্গা ও শ্রীসরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিসেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র সুপণ্ডিত অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

(১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া।

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।
৩৭এ, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা—২৬।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

শ্রীচৈতন্য বাণী

শ্রাবণ—১৩৬৮

১ম বর্ষ] বামন, ৪৭৫ শ্রীগৌরাব্দ [৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক :—

শ্রীকৃষ্ণবল্লভ ব্রহ্মচারী বিদ্যানিধি, এম্-এ।

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ, এম্-এ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-পুরাণতীর্থ, ভক্তিশাস্ত্রী। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্।
২। শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, সাহিত্যবিনোদ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ।
৫। শ্রীগোপীরমণ দাস, বিদ্যাভূষণ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বি-এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ

আকর মঠ ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

১। (ক) শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।
(খ) ৩৭এ, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬।
২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।
৩। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, বৃন্দাবন (মথুরা)।
৫। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা।
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাটি, হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্রপ্রদেশ)।
৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম)।
৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)।
১০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)।

মুদ্রণালয় ঃ—

'রাজলক্ষ্মী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্'—৪৩, রূপনারায়ণ নন্দন লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা-২৫।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণম্
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১ম বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রাবণ, ১৩৬৮। ২৯ বামন, ৪৭৫ শ্রীগৌরাব্দ; ১১ শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার; ২৭ জুলাই, ১৯৬১ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে সকলের অধিকার

"শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের অধিকারী সকলেই। কৃষ্ণে সর্ব্বশক্তি আছে—নামেও সর্ব্বশক্তি আছে। 'পুরুষ হরিভজন কর্‌বে, স্ত্রী কর্‌তে পারবে না; সুস্থ ব্যক্তি হরিভজন কর্‌বে, রুগ্ন ব্যক্তি কর্‌তে পারবে না; যা'র গায় খুব জোর নেই, সে হরিভজন কর্‌তে পারবে না'—এরূপ বিচার শ্রীনাম সংকীর্ত্তনে নাই। 'ও বালক, আমি বৃদ্ধ হ'য়ে ওর সঙ্গে হরিকীর্ত্তন কর্‌বো না; আমি পণ্ডিত, মূর্খের সঙ্গে হরিকীর্ত্তন কর্‌বো না; আমি কুলীন, নীচকুলজাত ব্যক্তির সঙ্গে হরিকীর্ত্তন কর্‌ব না'—এরূপ মনোধর্ম্ম ও দেহধর্ম্মের বিচার আত্মধর্ম্ম কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে নাই। 'মলমূত্র পরিত্যাগ-কালে অথবা পাপযুক্ত হৃদয়ে হরিনাম কর্‌তে পারি না', —এরূপ বিচারও শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনে নাই। মল-মূত্রত্যাগকালে 'হরিনাম' করা যায়, পাপিষ্ঠ-ব্যক্তিও হরিনাম কর্‌তে পারে; কিন্তু যা'রা 'হরিনাম ক'রে পাপ হজম কর্‌ব'—এরূপ কপটতার আশ্রয় করে, তারা—হরিনাম কর্‌তে পারে না; নাম-বলে পাপ কর্‌বার প্রবৃত্তি থাকলে হরিনাম হয় না।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রদ্ধাই হরিভজনের মূল

"শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা-মূল এই যে, কৃষ্ণপ্রেমই জীবের নিত্য ধর্ম্মধন। সেই ধর্ম্মধন হইতে জীব কখনও নিত্য বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। কিন্তু কৃষ্ণবিস্মৃতিক্রমে মায়ামোহিত হইয়া অন্য বিষয়ে অনুরাগ হওয়ায় ক্রমশঃ সেই ধর্ম্ম গুপ্তপ্রায় হইয়া জীবাত্মার অন্তঃকোষে লুক্কায়িত হইয়াছে। তাহাতেই জীবের সংসার দুঃখ। পুনরায় সৌভাগ্য ঘটনাক্রমে জীব যদি "আমি নিত্য কৃষ্ণদাস" এই কথাটী স্মরণ করেন, তবে উক্ত ধর্ম্ম পুনরুদিত হইয়া জীবের স্বাস্থ্য-বিধান অবশ্যই করিবে।

এই সত্যের প্রতি বিশ্বাসই সকল মঙ্গলের মূল। বিশ্বাস দুই প্রকারে উদিত হয় অর্থাৎ কোন কোন লোকের সংসার ক্ষয়োন্মুখ হইলে বহুজন্মের সুকৃতিক্রমে স্বভাবসিদ্ধ বিশ্বাসের উদয় হয়, যথা চরিতামৃতে, মধ্য ২৩শ অধ্যায় ৯ম সংখ্যা ;—

"কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয়॥"

শ্রদ্ধার অন্য নাম বিশ্বাস, চরিতামৃত মধ্য ২২শ অধ্যায় ৬২ সংখ্যা ;—

"শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়॥"

কৃষ্ণভক্তি করিলে জীবের সমস্ত কর্ম্ম কৃত হইল, এই সুদৃঢ় নিশ্চয়ের নাম শ্রদ্ধা। সুকৃতিজনিত আত্মপ্রসন্নতাক্রমে আত্মার নিত্যধর্ম্ম হইতে স্বতঃসিদ্ধ শ্রদ্ধার উদয় হয়। উদিত-শ্রদ্ধ পুরুষ উপযুক্ত সাধুসঙ্গে ভজনপ্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক স্বীয় অনর্থ বিনাশ করতঃ ক্রমশঃ নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও ভাব পর্য্যন্ত উন্নতি লাভ করেন।

স্বতঃসিদ্ধ শ্রদ্ধা প্রবলরূপে উদিত হইলে, স্বয়ং রাগমার্গে বিচরণ করে। আর শাস্ত্রযুক্তি বিধি ইত্যাদি অপেক্ষা না করিয়াই কৃষ্ণরতিরূপ ভাবপথে নির্ভয়ে আত্মোন্নতি-সাধনে সমর্থ হয়। কিন্তু ঐ উদিতশ্রদ্ধা যদি কোমল অবস্থায় থাকে, তখন সদ্গুরুর নিকট বিচার সাহায্য লাভ করিয়া উন্নত হয়। শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে বিশ্বাসলক্ষণই যখন শ্রদ্ধার পরিচয়, তখন সাধারণতঃ শাস্ত্রবিচার নিতান্ত প্রয়োজন। যথা—প্রভুবাক্যে চরিতামৃতে আদি সপ্তমে ;—

"প্রভু কহে শুন শ্রীপাদ ইহার কারণ।
গুরু মোরে মূর্খ দেখি করিল শাসন॥
মূর্খ তুমি তোমার নাহি বেদান্তাধিকার।
কৃষ্ণ নাম জপ সদা এই মন্ত্র সার॥
কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥
নামবিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্র সার নাম এই শাস্ত্রমর্ম্ম॥
এত বলি এক শ্লোক শিখাইল মোরে।
কণ্ঠে করি' এই শ্লোক করহ বিচারে॥
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥
*　　*　　*　　*"

এই প্রভু-বাক্যে আমরা একটী কথা সংগ্রহ করি। "কণ্ঠে করি' এই শ্লোক করহ বিচারে"—এই কথায় জানা গেল যে, শাস্ত্রবিচার দ্বারা শ্রদ্ধা পুষ্ট হইয়া উন্নতি লাভ করে। প্রভুর মতে শাস্ত্র অর্থাৎ বেদশাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ। কেবল তর্কাদি শাস্ত্র প্রমাণ নয়। যথা সন্ন্যাসিশিক্ষায় আদি সপ্তমে ১৩২ সংখ্যায়,—

"স্বতঃ-প্রমাণ বেদ প্রমাণশিরোমণি।"

পুনরায় মধ্য বিংশ অধ্যায়ে ১২২ সংখ্যায় সনাতন গোস্বামি-শিক্ষায় ;—

"মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি-জ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ॥"

স্পষ্ট বোধ হয় যে, শ্রদ্ধা দুই প্রকার অর্থাৎ কোমলশ্রদ্ধা ও দৃঢ়শ্রদ্ধা। দৃঢ় শ্রদ্ধা হইতে যে ভক্তির উদয় হয়, তাহাই অত্যন্ত বলবতী ও স্বভাবতঃ ভাবরূপা। তৎসম্বন্ধে প্রভুর উপদেশ সম্পূর্ণরূপে শ্রীশিক্ষাষ্টকে আছে। কোমলশ্রদ্ধা

সম্বন্ধে প্রভু সনাতনকে বলিয়াছেন –(চৈ, চ মধ্য ২৩ অধ্যায় ৯-১৩)

"কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয় ॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ-কীর্ত্তন ॥
সাধনভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থনিবর্ত্তন ॥
অনর্থনিবৃত্তি হ'লে ভক্তি নিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজয় ॥
রুচি হৈতে হয় তবে আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে প্রীত্যঙ্কুর ॥
সেই রতি গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম নাম।
সেই প্রেমা প্রয়োজন সর্ব্বানন্দধাম ॥"

দৃঢ় শ্রদ্ধায় শাস্ত্রযুক্তির কার্য্য নাই। কোমল শ্রদ্ধদিগের শাস্ত্র ও সাধুসঙ্গ ব্যতীত গতি নাই। এই শ্রেণীর শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির পক্ষে দীক্ষার নিতান্ত প্রয়োজন। সদ্‌গুরুর নিকট শাস্ত্রসিদ্ধান্ত লাভ, মন্ত্র গ্রহণ ও গুরূপদিষ্ট-মতে অর্চ্চনাদি সাধন করিতে করিতে তাঁহাদের ক্রমোন্নতি হয়। ইঁহাদের জন্য দশমূলশিক্ষা। প্রমাণ একটি মূল ও প্রমেয় অর্থাৎ যে বিষয়গুলি প্রমাণিত হইবে, তাহা নয় প্রকার।

দৃঢ়শ্রদ্ধ ভক্তের মনে স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসজনিত হরিনাম-মাত্র সাধনে সকল প্রমেয়গুলি নামের কৃপায় আপনা হইতে উদিত হয়। দৃঢ়শ্রদ্ধ পুরুষদিগের প্রমাণ আলোচনার প্রয়োজন নাই।

স্থতরাং কোমলশ্রদ্ধ পুরুষদিগের সম্বন্ধে প্রমাণ অবলম্বন ব্যতীত তাঁহারা দুষ্টসঙ্গে সত্বরই স্থানচ্যুত হইয়া পড়েন। ব্রহ্মবিস্তারস্বরূপ বেদই তাঁহাদের একমাত্র প্রমাণ। বেদ বিপুল এবং কর্ম্মী জ্ঞানী প্রভৃতি অধিকারীদিগের জন্য অনেক ব্যবস্থা বেদে থাকায় শুদ্ধভক্তদিগের প্রতি উপদেশ সহজে সংগৃহীত হয় না। বেদের মূল তাৎপর্য্য স্থানে স্থানে বেদশাস্ত্রের অভিধেয়রূপে বর্ণিত আছে, তাহা স্পষ্ট দেখাইয়া দিবার জন্য সাত্ত্বিক পুরাণসকলে প্রদত্ত হইয়াছে। সাত্ত্বিক পুরাণগণের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং বেদের সাত্ত্বিক তাৎপর্য্য ব্যাখ্যায় বিশারদ। স্থতরাং ভাগবতশাস্ত্র এবং তদনুগত পঞ্চরাত্রাদি তন্ত্রও প্রমাণমধ্যে গণিত।

সনাতন শিক্ষায় প্রভু কহিলেন চৈ, চ মধ্য ২০।১২৪-১২৫ ;—

"বেদশাস্ত্র কহে সম্বন্ধ, অভিধেয় প্রয়োজন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি সম্বন্ধ, ভক্তি প্রাপ্ত্যের সাধন ॥
অভিধেয় নাম ভক্তি প্রেম প্রয়োজন।
পুরুষার্থ শিরোমণি প্রেম মহাধন ॥"

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

ভগবজ্‌জ্ঞানপ্রদাতা কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ মহাজনই শ্রীগুরুদেব। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই নিজের সেবা শিক্ষা দিবার জন্য গুরুরূপে জগতে অবতীর্ণ হন। ভগবান্ শ্রীহরি গুরুরূপে, শাস্ত্ররূপে ও অন্তরে অন্তর্য্যামিরূপে জীবকে উপদেশ দিয়া রক্ষা করেন। শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণী শক্তি বা ভগবৎকৃপার মূর্ত্তবিগ্রহ হইলেন—শ্রীগুরুদেব। যাঁহারা নিষ্কপটে ভগবানের কৃপা ভিক্ষা করেন, করুণাময় ভগবান্ তাঁহাদিগকে গুরুরূপেই কৃপা করিয়া থাকেন –আশ্রয় দেন। তাই শাস্ত্র বলেন,—

"গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে ॥"

—(চৈঃ চঃ আদি ১।৪৫)

'কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্য্যামি-রূপে শিখায় আপনে ॥'

—(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৪৭)

'মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি-জ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈলা কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ ॥

শাস্ত্র-গুরু-আত্ম-রূপে আপনারে জানান।
'কৃষ্ণ মোর প্রভু, ত্রাতা'—জীবের হয় জ্ঞান॥'
—(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১২২-১২৩)

মদীয় ইষ্টদেব জগদ্গুরু শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদও বলিয়াছেন—

"সাক্ষাৎ ভগবান্‌কে যেরূপ বিচার ক'রবে, গুরুদেবকেও সেরূপ বিচার ক'রবে, কোনও অংশে কম মনে ক'রবে না। সাধুসকল—পণ্ডিতসকল—বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ-সকলের কর্ত্তব্য হ'চ্ছে—ভগবানের ন্যায় গুরুকে জানা—পূজা করা—সেবা করা—যদি তা' না করেন তবে শিষ্যস্থান হ'তে ভ্রষ্ট হ'য়ে যাবেন।

মহান্ত গুরুদেবকে ভগবান্ হ'তে অভিন্ন—ভগবানের প্রকাশ মূর্ত্তি না বল্লে কোনও দিন ভগবানের নাম মুখে উচ্চারিত হ'বে না। তিনিই শ্রুতির মর্ম্ম বুঝ্‌তে পারেন, যাঁ'র গুরু ও ভগবানে অভিন্ন-বুদ্ধি আছে।"

শ্রীমদ্ভাগবতেও (১১।১৭।২২) আমরা দেখিতে পাই—

'আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥'

ব্রহ্মচারিগণের ধর্ম্মনির্ণয় প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন,—ব্রহ্মচারিগণ নিজ নিজ বেদাধ্যাপক আচার্য্যকে সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়া জানিবে। মনুষ্যবুদ্ধিতে কখনও তাঁহার দোষ দর্শন করিবে না। এতৎ প্রসঙ্গে জগদ্গুরু শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু স্বকৃত ভক্তিসন্দর্ভগ্রন্থে (২১১ অনুচ্ছেদ) লিখিয়াছেন—"কর্ম্মিভিরপি স্বগুরৌ ভগবদ্দৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যা।"

কর্ম্মিগণেরই যখন নিজ কর্ম্মীগুরুর প্রতি ভগবদ্‌বুদ্ধি করা কর্ত্তব্য, তখন যিনি কৃপাপূর্ব্বক সংসার হইতে উদ্ধার করেন, ভগবজ্‌জ্ঞান প্রদান করিয়া অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করেন এবং কোটিচন্দ্র-সুশীতল নিত্যসুখময় শ্রীভগবৎপাদপদ্মে জীবকে পৌঁছাইয়া দেন, সেই প্রেমভক্তিদাতা কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ পারমার্থিক গুরুকে যে ভগবদ্‌বুদ্ধি করিতেই হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। শ্রীকৃষ্ণ সুদামাবিপ্রকে বলিয়াছেন—

'জ্ঞানদাতা গুরুরূপে আমি ভগবান্।'
*   *   *   *
উপদেশ করি আমি গুরুরূপ ধরি।
গুরু-উপদেশে লোক যায় ভব তরি'॥
গুরুকে সাক্ষৎ হেন ঈশ্বর করি' মানে।
সেই সে আমার প্রিয় সর্ব্বতত্ত্ব জানে॥'
—(শ্রীকৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিণী)

শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবান হইলেও তিনি ভোক্তা ভগবান নহেন। শ্রীকৃষ্ণ সেব্য ভগবান আর শ্রীগুরুদেব সেবক ভগবান। শ্রীকৃষ্ণ Predominating Absolute, আর শ্রীগুরুদেব Predominated Absolute. শ্রীকৃষ্ণ বিষয়-বিগ্রহ, আর শ্রীগুরুদেব আশ্রয়-বিগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণ গোপীনাথ, কিন্তু শ্রীগুরুদেব গোপী। শ্রীকৃষ্ণ শক্তিমান্, আর শ্রীগুরুদেব শক্তি—স্বরূপশক্তি, ইহাই বৈশিষ্ট্য। শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবান হইয়াও ভগবানের পরমভক্ত—ভক্তরাজ বা সেবাবিগ্রহ। শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়। তিনি কৃষ্ণের পার্ষদ ভক্ত—কৃষ্ণের নিত্য পরিকর। শ্রীকৃষ্ণ সূর্য্যসদৃশ, আর শ্রীগুরুদেব আলোস্বরূপ। যেমন আলো ও সূর্য্য, পূর্ণিমা ও পূর্ণচন্দ্র, সেইরূপ গুরু ও কৃষ্ণ।

শিষ্যমাত্রেরই শ্রীগুরুদেবকে ভগবদ্‌বুদ্ধি করা একান্ত কর্ত্তব্য। নতুবা ভগবৎ-প্রাপ্তির কোন আশা নাই। শ্রীগুরু-পাদপদ্মে ভগবদ্‌বুদ্ধিই সমস্ত মঙ্গলের নিদান। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ শ্রীগুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে বলেন—

'যো মন্ত্রঃ স গুরুঃ সাক্ষাদ্ যো গুরুঃ স হরিঃ স্বয়ম্।
গুরুর্যস্য ভবেৎ তুষ্টস্তস্য তুষ্টো হরিঃ স্বয়ম্॥'
—(বামনকল্পে ব্রহ্মবাক্য)

মন্ত্র সাক্ষাৎ গুরু এবং গুরু সাক্ষাৎ হরি; সুতরাং গুরু যাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হন স্বয়ং হরি তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন।

'বৈষ্ণবং জ্ঞানবক্তারং যো বিদ্যাদ্ বিষ্ণুবদ্ গুরুম্।
পূজয়েদ্ বাঙ্‌মনোকায়ৈঃ স শাস্ত্রজ্ঞঃ স বৈষ্ণবঃ॥'
—(শ্রীনারদ পঞ্চরাত্র)

ভগবজ্-জ্ঞান-প্রদাতা শ্রীগুরুদেবকে যিনি বিষ্ণুতুল্য জানিয়া কায়-মনো-বাক্যে তাঁহার পূজা করেন, তিনিই বাস্তবিক শাস্ত্রজ্ঞ এবং তিনিই প্রকৃত বৈষ্ণব বা শিষ্য।

'যস্য সাক্ষাদ্ভগবতি জ্ঞান-দীপ-প্রদে গুরৌ।
মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য সর্ব্বং কুঞ্জরশৌচবৎ ॥'
—(ভাঃ ৭।১৫।২৬)

ভগবজ্-জ্ঞান-প্রদাতা শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ ভগবান্। এই আচার্য্যরূপী প্রত্যক্ষ ভগবান্‌কে যে ব্যক্তি মরণশীল মানববুদ্ধি করে, সেই দুর্ভাগার শ্রীনাম-কীর্ত্তন, ভূয়সী সেবা, ভগবন্মন্ত্রাদি জপ, হরিকথা শ্রবণ-মনন এবং শাস্ত্রাধ্যয়ন প্রভৃতি হস্তিস্নানের ন্যায় ব্যর্থ হয়।

ঐ শ্লোকের টীকায় জগদ্গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলেন "সত্যাং ভূয়স্যামপি ভক্তৌ গুরৌ মনুষ্যবুদ্ধিত্বে সর্ব্বমেব ব্যর্থং ভবতীত্যাহ,—যস্যেতি। সাক্ষাদ্ভগবতীতি ভগবদংশবুদ্ধিরপি গুরৌ ন কার্য্যেতি ভাবঃ, যদ্বা, উপাস্যে ভগবত্যেব সাক্ষাদ্ বিদ্যমানে মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ মর্ত্ত্য ইতি দুর্ব্বুদ্ধিস্তস্য শ্রুতং ভগবন্মন্ত্রাদিকং শ্রবণমননাদিকঞ্চ ব্যর্থমিত্যর্থঃ।"

শ্রীগুরুদেব সাক্ষাদ্ ভগবান্। আমার নিত্য উপাস্য ভগবান্ গুরুরূপে কৃপাপূর্ব্বক আমার সম্মুখে সাক্ষাৎ বিদ্যমান। এই প্রত্যক্ষ ভগবান্—সাক্ষাৎ বিদ্যমান আচার্য্যরূপী ভগবান্‌কে ভগবদংশ বুদ্ধি করাও উচিত নয়। আর সেই ঈশ্বর বস্তু গুরুতে যদি মনুষ্য-বুদ্ধিরূপ দুর্ব্বুদ্ধি আসে, তাহা হইলে মঙ্গলের আশা কোথায়?

শ্রীহরিভক্তি বিলাসেও আমরা পাই:—

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুর্গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরংব্রহ্ম তস্মাৎ সংপুজয়েৎ সদা ॥ (মনু স্মৃতি)

শাস্ত্র আরও বলেন—

নারায়ণশ্চ ভগবান্ গুরুঃ প্রত্যক্ষ ঈশ্বরঃ।
সর্ব্বতীর্থাশ্রমশ্চৈব সর্ব্বদেবাশ্রয়ো গুরুঃ।
সর্ব্বদেবস্বরূপশ্চ গুরুরূপী হরিঃ স্বয়ম্ ॥ (ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত পুরাণ)

শ্রীগুরুপাদপদ্মে ভগবদ্বুদ্ধিই সকল মঙ্গলের আকর। শ্রীগুরুদেব স্বরূপতঃ ভগবান্ নহেন, তাঁহাতে ভগবদ্বুদ্ধি আরোপ করিতে হইবে, এরূপ নহে। পরন্তু তিনি বস্তুতঃ ভগবান্‌ই। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন—

'সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ-
রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য,
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥'(গুর্ব্বষ্টক ৭)

নিখিল শাস্ত্র যাঁহাকে সাক্ষাৎ শ্রীহরি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং সাধুগণ যাঁহাকে সেইরূপেই চিন্তা করিয়া থাকেন, তথাপি যিনি ভগবানের (একান্ত) প্রিয়, সেই শ্রীগুরুদেবকে আমি বন্দনা করি।

আমরা শুনিয়াছি, শ্রীগুরুদেব শ্রীনিত্যানন্দের অবতার বা সাক্ষাৎ শ্রীনিত্যানন্দ। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি পদ্মাবতী-নন্দন বা জাহ্নবাজীবন নহেন। শ্রীগুরুদেব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ন্যায় গৌরমনোঽভীষ্ট প্রচার করেন বলিয়া তাঁহাকে শ্রীনিত্যানন্দ বলা হয়। তিনি নিত্য আনন্দময় মূর্ত্তি বলিয়া তাঁহাকে নিত্যানন্দ এবং আনন্দময় কৃষ্ণকে আনন্দ দান করেন বলিয়া তাঁহাকে কৃষ্ণানন্দও বলা হয়।

শ্রীগুরুদেব আশ্রয়-বিগ্রহ। কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বিষয় বিগ্রহ। মদীয় শ্রীগুরুদেব মধুররসাচার্য্য শ্রীরাধার অবতার; কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীবলদেবের অবতার। শ্রীগুরুদেব স্বরূপশক্তিতত্ত্ব কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শক্তিমত্তত্ত্ব। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীচরণে তুলসী দেওয়া যায়, কিন্তু আশ্রয় বিগ্রহ বা শক্তিতত্ত্ব শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে তুলসী দেওয়া অপরাধ। আমাদের গৌড়ীয় গুরুবর্গ সকলেই নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসী—শ্রীরাধার অবতার। শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণের অভিন্নমূর্ত্তি; উভয়েই একাত্মা। গুরুরূপেই কৃষ্ণের জগদুদ্ধার লীলা। মদীশ্বর শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ এই বিষয়টী অতি সুস্পষ্টভাবে বুঝাইয়া বলিয়াছেন,—

"শ্রীগুরুদেবে রতিভেদে পাঁচ প্রকার বিচার প্রতিষ্ঠিত। যাঁরা মধুর রতিতে ভগবদ্ভজন করেন, তাঁরা গুরুপাদপদ্মকে অভিন্ন বার্ষভানবী ব'লেই জানেন। যাঁরা বাৎসল্য রসের প্রার্থী, তাঁরা শ্রীগুরুপাদপদ্মকে নন্দ যশোদাদির প্রকাশবিশেষ ব'লেই জানেন। যাঁরা সখ্যরসের প্রার্থী, তাঁরা শ্রীগুরুপাদ-পদ্মকে শ্রীদাম-সুদাম প্রভৃতি কৃষ্ণসখা ও তাঁদের প্রভু নিত্যানন্দের প্রকাশ-বিশেষ ব'লেই জানেন। যাঁরা দাস্য রসের সেবক, তাঁরা গুরুপাদপদ্মকে রক্তক, পত্রক, চিত্রকাদি

নন্দের ভৃত্যবর্গের প্রকাশ-বিশেষ ব'লেই জানেন। আর যাঁরা শান্তরসের সেবক, তাঁরা শ্রীগুরুপাদপদ্মকে যামুন-নীর, গো, বেত্র, বিষাণ বেণু প্রভৃতির প্রকাশ বিশেষ বলেই জানেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় জাতীয় প্রকাশ। কেহ মনে না করেন, তিনি মূল আশ্রয় বিগ্রহ বা বিষয় বিগ্রহ।"

"চণকের দ্বিদলের ন্যায় বিষয় জাতীয় কৃষ্ণ অর্দ্ধেকটা আর আশ্রয় জাতীয় কৃষ্ণ অর্দ্ধেকটা। এতদুভয়ের বিলাস বৈচিত্র্যই পূর্ণতা। বিষয় জাতীয় পূর্ণ প্রতীতি—কৃষ্ণ, আর আশ্রয় জাতীয় পূর্ণ প্রতীতি—আমার গুরুপাদপদ্ম। শ্রীকৃষ্ণ বিষয় জাতীয় ব্রহ্মবস্তু, আর শ্রীগুরুদেব আশ্রয়জাতীয় ব্রহ্মবস্তু। আমরা লঘু হইতেও লঘু, তদপেক্ষাও লঘু। আর শ্রীগুরু-পাদপদ্ম—যিনি বৃহতের সেবা করেন, তিনি বৃহৎ হইতেও বৃহৎ, তদপেক্ষাও বৃহৎ। শ্রীগুরুদেব মুকুন্দ প্রেষ্ঠ। শ্রীগুরু-পাদপদ্ম সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। শ্রীগুরুদেবকে আশ্রয় জাতীয় ভগবদ্‌বিচার কর্‌তে হ'বে।"

"যাঁহারা ভগবানকে চান, তাঁহারা প্রথমেই সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয় করিবেন, ইহাই শাস্ত্রোপদেশ। সর্ব্বাপেক্ষা পূজ্য—ভগবান্‌, আর সেই ভগবানের পূজার বা প্রেমের পাত্র প্রেমিক ভগবদ্ভক্ত; সেই ভগবদ্ভক্তের অগ্রণী হ'লেন শ্রীগুরু-পাদপদ্ম। ভগবানও যাঁহার পূজা করিয়া থাকেন, ভগবান যাঁহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসেন, সেই কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের পূজা করা বা তাঁহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসা যে আমাদের প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য, তাহা বলাই বাহুল্য।"

ভগবদ্ভজনে বা ভগবদ্দর্শনে শ্রীগুরুকৃপাই মূল। গুরুই কৃষ্ণপাদপদ্মের সহিত সাক্ষাৎকারের যোগসূত্র। গুরুই শিষ্যের জীবন, গুরুই শিষ্যের প্রাণাপেক্ষা প্রীতির পাত্র, গুরুই জীবের সর্ব্বস্ব এবং গুরুই জীবের নিঃস্বার্থ অকপট বন্ধু। গুরুদেবতাত্মা হইয়া ভগবদ্ভজনই ভগবৎ-প্রাপ্তির একমাত্র উপায়। "গুরোরনুগ্রহেনৈব পুমান্‌ পূর্ণপ্রশান্তয়ে" (ভাঃ ১০।৮০।৪৩) অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের কৃপাতেই জীব পূর্ণ শান্তি লাভ করিতে পারে। শাস্ত্রে বলেন—

'ন গুরোশ্চ প্রিয়শ্চাত্মা ন গুরোশ্চ প্রিয়ঃ সুতঃ।
ধনং প্রিয়ঞ্চ ন গুরোর্ন চ ভার্য্যা প্রিয়া তথা॥
ন গুরোশ্চ প্রিয়ো ধর্ম্মো ন গুরোশ্চ প্রিয়ং তপঃ।
ন গুরোশ্চ প্রিয়ং সত্যং ন পুণ্যঞ্চ গুরোঃ পরম্‌॥
গুরোঃ পরো ন শাস্তা চ ন হি বন্ধু গুরোঃ পরঃ।
দেবো রাজা চ শাস্তা চ শিষ্যাণাঞ্চ সদা গুরুঃ॥'

—(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ)

আত্মা বা প্রাণই জীবের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু। কিন্তু শ্রীগুরুদেব শিষ্যের প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তম। তাই সৎ-শিষ্য গুরুসেবার জন্য প্রাণ দিতেও পশ্চাৎপদ হন না। **স্ত্রী, পুত্র,** ধন, ধর্ম্ম, সত্য প্রভৃতি কোন কিছুই গুরু অপেক্ষা প্রিয় নহে বা হইতে পারে না। গুরু অপেক্ষা নিঃস্বার্থ হিতকারী বন্ধু আর কেহ নাই। গুরুই শিষ্যের দেবতা, গুরুই শিষ্যের শাস্তা, গুরুই শিষ্যের রক্ষাকর্ত্তা, গুরুই শিষ্যের জীবন, গুরুই শিষ্যের প্রাণ, গুরুই শিষ্যের সব বা সর্ব্বস্ব।

গুরুতে ঈশ্বরবুদ্ধি ও প্রিয়বুদ্ধিই সমস্ত মঙ্গলের মূল। গুরু-নিষ্ঠাই সকল মঙ্গলের নিদান। গুরুতে নিষ্ঠা হইলে শ্রীভগবানে, ভগবন্নামে ও ভগবদ্ভক্তিতে নিষ্ঠা হইবেই। কিন্তু ভক্তিবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মে নিষ্ঠা না হইলে ভক্তিনিষ্ঠা হইতেই পারে না। কারণ গুরুভক্তিই কৃষ্ণভক্তিলাভের একমাত্র উপায়। শাস্ত্র "বলেন—

"তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥"

—(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।২৫)।

গুরুই শিষ্যের প্রাণাপেক্ষা প্রীতির পাত্র, গুরুই জীবের সর্ব্বস্ব, নিয়ামক, রক্ষক ও পালক। গুরুতে যাঁহার স্নেহ-প্রীতি আছে, তিনিই প্রকৃত ভক্ত, তিনিই প্রকৃত কৃষ্ণের প্রিয়। হৃদয়ে পাপ থাকিলে সদ্‌গুরুতে সদ্‌বুদ্ধি অর্থাৎ ঈশ্বর-বুদ্ধি হয় না। এই জন্যই শাস্ত্র বলেন—

যাবৎ পাপৈস্তু মলিনং হৃদয়ং তাবদেব হি।
ন শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধিঃ স্যাৎ সদ্‌বুদ্ধিঃ সদ্‌গুরৌ তথা॥
অনেকজন্মজনিতপুণ্যরাশিফলং মহৎ।
সৎসঙ্গ-শাস্ত্রশ্রবণাদেব প্রেমাদি জায়তে॥ (ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণ)

শ্রীগুরুপাদপদ্মে ঈশ্বরবুদ্ধিই সকল মঙ্গলের হেতু, আর শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রাকৃত বুদ্ধি বা মনুষ্যবুদ্ধি হইলে সর্ব্বনাশ

অবশ্যম্ভাবী—সংসার অনিবার্য্য। শ্রীগুরুদেবে মনুষ্যবুদ্ধি হইলে নরক হয়। "গুরুষু নরমতির্যস্য নারকী সঃ।" (পদ্মপুরাণ)। শাস্ত্র আরও বলেন—

'গুরৌ মানুষবুদ্ধিং তু মন্ত্রে চাক্ষরবুদ্ধিকম্।
প্রতিমাসু শিলাবুদ্ধিং কুর্ব্বাণো নরকং ব্রজেৎ॥' (তন্ত্র)

গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি, মন্ত্রে শব্দবুদ্ধি এবং শ্রীবিগ্রহে শিলা-বুদ্ধি করিলে নরকগামী হইতে হয়।

যাঁহার গুরুতে ঈশ্বরবুদ্ধি হইয়াছে, তাঁহার ভগবদ্বিগ্রহে, শ্রীমদ্ভাগবতে, কৃষ্ণনামে এবং কৃষ্ণমন্ত্রেও ভগবদ্বুদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ যাহার গুরুতে ঈশ্বর বুদ্ধি হয় নাই পরন্ত মনুষ্যবুদ্ধি বা প্রাকৃতবুদ্ধি আছে, তাহার শাস্ত্র, শালগ্রাম, নাম, তুলসী প্রভৃতি কিছুতেই ঈশ্বরবুদ্ধি হয় নাই জানিতে হইবে। তাহার অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। সাধু সাবধান! যদি কেহ প্রকৃত মঙ্গল চান, তিনি গুরুবিষয়ে সাবধান! নতুবা মঙ্গলের রাস্তা ধরিয়াও বঞ্চিত হইতে হইবে। ইষ্টকে ইষ্ট বলিয়া না জানিলে অনিষ্ট বা দুঃখ অনিবার্য্য। শাস্ত্র বলেন—

গুরুভক্ত্যা স মিলতি স্মরণাৎ সেব্যতে বুধৈঃ।
মিলিতোঽপি ন লভ্যতে জীবৈরহমিকাপরৈঃ॥
(ভক্তিসন্দর্ভ ২০৯ অনুচ্ছেদ ধৃত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ বাক্য)

গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি গুর্ব্ববজ্ঞা-রূপ মহা অপরাধ। দুর্ভাগ্য-বশতঃ শ্রীগুরুদেবে ঈশ্বরবুদ্ধি, প্রিয়বুদ্ধি, ইষ্টদেববুদ্ধি, আপনজ্ঞান বা প্রীতি না হইলে গুর্ব্ববজ্ঞা-রূপ নামাপরাধের জন্য কোন দিনই শুদ্ধনাম হইবে না। ঈশ্বরবস্তু গুরুতে প্রাকৃত বুদ্ধি থাকিলে গুরুকৃপাও হয় না এবং নামাচার্য্য শ্রীগুরুদেবের কৃপা না হওয়ার জন্য শ্রীনামের কৃপাও পাওয়া যায় না। এইজন্য ভাগ্যবান শিষ্য গুরুদেবতাত্মা হইয়া গুরু-কৃষ্ণের সুখের জন্য নিরন্তর শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে করিতে অনায়াসে সংসার হইতে মুক্ত হইয়া ভগবৎপাদপদ্ম লাভ করেন। গৌরপার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য প্রভু স্বকৃত শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী গ্রন্থে জানাইয়াছেন—

'গুরুরূপে জ্ঞান দাতা—প্রভু ভগবান্।
চিত্তে না করিহ গুরু মানুষ গেয়ান॥
গুরুতে যাবৎ যা'র থাকে নরবুদ্ধি।
তাবৎ না হয় তা'র কোন কর্ম্ম-সিদ্ধি॥
যেই গুরু, সেই হরি, দেখিব সমান।
গুরুভক্তি করিয়া ভজিব মতিমান্॥
বিনে গুরু ভজিলে না হয় পরিত্রাণ।
এ বোল বুঝিয়া গুরু ভজ মতিমান্॥'
(কৃঃ প্রেঃ তঃ ৭।৫।৩৭-৩৯, ৫০)

গুরুনিষ্ঠই নামনিষ্ঠ হইতে পারেন। গুরুর ভক্তই প্রকৃত কৃষ্ণভক্ত। গুরুর প্রিয়ই প্রকৃত কৃষ্ণ-প্রিয়। ভগবদ্-ভজনে শ্রীগুরুকৃপাই মূল। তাই গুরুকৃপাভিলাষী আমরা আজ পতিতপাবন শ্রীশ্রীলপ্রভুপাদের শ্রীচরণে পুনঃ পুনঃ কৃপা ভিক্ষা করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করিতেছি—

'যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎপ্রসাদো
যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ংস্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥' (গুর্ব্বষ্টক ৮)

একমাত্র যাঁহার কৃপাতেই ভগবদনুগ্রহ লাভ হয়, যিনি অপ্রসন্ন হইলে জীবের কোথাও গতি নাই, আমি ত্রিসন্ধ্যা সেই শ্রীগুরুদেবের কীর্ত্তি সমূহ কীর্ত্তন ও স্মরণ করিতে করিতে তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করিতেছি।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার

[শ্রীসুজনানন্দ দাসাধিকারী, এম্-এ]

শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যবাণীর পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যায় আমরা শ্রীকৃষ্ণের প্রপঞ্চে অবতরণের কারণ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছি। তাহার কারণ মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভিন্নপরতত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার উদ্দেশ্য মহাপ্রভুর নবদ্বীপলীলায় পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ অবতারের মুখ্য কারণ—(১) প্রেমরস নির্য্যাস আস্বাদন ও (২) রাগমার্গে ভক্তির প্রচার। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি ব্রজলীলা প্রকট করিয়া থাকেন। রাগানুগভাবে প্রেমভক্তি লাভের উপদেশাদিও তিনি প্রচুরভাবে শ্রীমদ্ভাগবতে দিয়াছেন। দ্বাপরের ব্রজলীলা অপ্রকটের পর তিনি দেখিলেন যে পূর্ব্ব প্রদত্ত প্রেমভক্তি কালপ্রভাবে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে, অথচ একমাত্র রাগানুগভাবে ভক্তিসাধনদ্বারা লভ্য ব্রজের প্রেমসেবা ব্যতীত জীবের আত্যন্তিকী স্থিরতা লাভ সম্ভবপর নহে। উক্ত স্থিরতা লাভ করিতে হইলে ব্রজের প্রেমসেবালাভ জীবের সাধ্যবস্তু হওয়া প্রয়োজন এবং উহার সাধন শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন। এই দুই বস্তুর শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি সাধকভক্তের ভাব অঙ্গীকার করিয়া নিজে উহা অনুষ্ঠান করিবেন এই সঙ্কল্প করিলেন—"আপনি করিমু ভক্তভাব অঙ্গীকারে। আপনি আচরি ভক্তি শিখামু সবারে॥" (চৈঃ চঃ আদি ৩।২০)। নিজে আচরণ করিবেন যেহেতু সাধারণ লোক সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগের আচরণের অনুকরণ করিয়া থাকে—

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥ (গী ৩।২১)

যুগধর্ম্মনামসঙ্কীর্ত্তন প্রচার দ্বারা শ্রীভগবান্ জীবের মধ্যে প্রেমভক্তির উন্মেষ করেন। এই কার্য্য যুগাবতারদ্বারাও সম্ভবপর হইতে পারে। কিন্তু দ্বিতীয় কার্য্যটী অর্থাৎ ব্রজপ্রেমরূপ ভক্তির পরমাবস্থা যাহা তাহা একমাত্র তিনি ভিন্ন তাঁহার কোন অংশাবতার দ্বারা সম্ভবপর নহে—"যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে। আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে॥" (চৈঃ চঃ আদি ৩।২৬)। * এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ স্থির করিলেন যে নিজ ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া তিনি স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া নানাবিধ লীলার যোগে অন্যের অদেয় ব্রহ্মাদি-বাঞ্ছিত 'ব্রজপ্রেম' অবিচারে মরজগতে বিপুলভাবে বিতরণ পূর্ব্বক তাঁহার পরমাশ্চর্য্য ঔদার্য্য প্রকাশ করিবেন। এই চিন্তা করিয়াই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে কলির প্রথমভাগে নদীয়ায় অবতীর্ণ হইলেন—তাঁহার কোন অংশাবতার যে গৌরসুন্দররূপে অবতীর্ণ হইলেন তাহা নহে।

[কেহ পূর্ব্বপক্ষ করিতে পারেন যে স্বয়ং ভগবান্ কখনও একাধিক হয়েন না, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যে স্বয়ং ভগবান্ ইহা কিরূপে হইতে পারে? তাহার উত্তর এই যে বেদাদি শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণই যে স্বয়ং ভগবান্ ও সর্ব্বাবতারী তাহা প্রমাণিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাঁহার বিশেষ আবির্ভাব হইতে পারে। একমেবাদ্বিতীয় শ্রীকৃষ্ণস্বরূপই আবির্ভাব বিশেষে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে প্রতিভাত হয়েন। তাঁহার

---

* 'সন্ত্ববতারা বহবঃ পঙ্কজনাভস্য সর্ব্বতো ভদ্রাঃ। কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি॥' (লঃ ভাঃ)। পদ্মনাভ শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ব প্রকারে মঙ্গলপ্রদ অনেক অবতার থাকুন, কিন্তু কৃষ্ণব্যতীত কেইবা লতাকে পর্য্যন্ত প্রেমদান করিয়া থাকেন?—অর্থাৎ আর কেহই নহে। শ্রীকৃষ্ণ যে শুধু মানুষকে প্রেমদান করেন, তাহা নহে। তিনি পশুপক্ষী, কীট, পতঙ্গ এমনকি লতাকে পর্য্যন্ত প্রেমদান করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়'—'ত্রৈলোক্যসৌভগম্....' ইত্যাদি ভাঃ ১০।২৯।৪০।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম ধারণেও তাঁহার আবির্ভাবের সার্থকতা বুঝা যায়—শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে পূর্ণজ্ঞান বা পরিপূর্ণ চেতনা এবং তৎ প্রাপ্তির প্রকৃষ্ট উপায় বিবিধ শাস্ত্রে উল্লিখিত থাকিলেও শ্রীচৈতন্য আবির্ভাবের পূর্ব্বে উহার যথাযথ স্বরূপ জগতে বিদিত ছিল না। শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণরূপে জানা শ্রীকৃষ্ণভিন্ন আর কাহারও সামর্থ্য নাই; তাই তাঁহারই অভিন্ন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এবার তাঁহাকে প্রকৃষ্টরূপে জানাইলেন ও তাঁহার প্রাপ্তির উপায়ও জানাইলেন—শুধু উপদেশদ্বারা নহে, স্বয়ং আচরণ করিয়া।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের নদীয়ায় অবতরণ সম্বন্ধেও কেহ পূর্ব্বপক্ষ করিতে পারেন যে শ্রীভগবানের প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে সংস্পর্শ কিরূপে হইতে পারে? উহার উত্তর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীভগবানের ধাম সম্বন্ধে বলিতেছেন—"সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু, কৃষ্ণতনুসমা। উপর্য্যধো ব্যাপিয়াছে, নাহিক সীমা॥" "ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ তার কৃষ্ণের ইচ্ছায়।" (চৈঃ চঃ আদি ৫।১৮।১৯)—শ্রীকৃষ্ণ যেমন বিভু, তাঁহার ধামসমূহও সেইরূপ বিভু (সর্ব্ব ব্যাপক)—সেজন্য যে কোন ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় তাঁহার ধামের সংক্রমণ হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অবতারকালে শ্রীভগবানের নিত্য চিন্ময় নবদ্বীপ ধামও পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের লীলাবসানের পরও উহার চিন্ময়ত্বের হানি হয় নাই।

সুতরাং শ্রীগৌরসুন্দর শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণেরই একটী আবির্ভাব বিশেষ—শ্রীকৃষ্ণের অভিন্ন স্বরূপ—'কৃষ্ণস্বরূপ' ('নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্')—"অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরম"—একই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। শাস্ত্রে উল্লিখিত শ্রীকৃষ্ণের 'আবেশাবতারগণ' বা 'স্বাংশাবতারগণ' (তদেকাত্মরূপ অবতারগণ) এমন কি স্বয়ংরূপ হইতে অভিন্ন 'প্রকাশ' মধ্যেও গৌরসুন্দর উক্ত হয়েন নাই—যেহেতু স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই আবির্ভাব বিশেষে শ্রীগৌরসুন্দররূপে প্রতিভাত হইয়াছেন।]

গৌরসুন্দররূপে আবির্ভাবের বিশেষত্ব ছন্নলক্ষণে শাস্ত্রাদিতে নিহিত আছে। শ্রীভগবান্ পরোক্ষ প্রিয় *—এজন্য তিনি নিজেও বেদাদি শাস্ত্রে অনাবৃতভাবে নির্দ্দিষ্ট হন নাই। সাধারণতঃ তাঁহার বেদাদি শাস্ত্রে উপলব্ধি দুর্লভ হইলেও গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে কতকটা স্পষ্টীকৃত করা হইয়াছে। অবতারী স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার অবতার সকলের প্রপঞ্চে অবতরণ প্রকাশ্যভাবেই হইয়া থাকে—এই সকল বিবরণ শাস্ত্রে কতকটা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত দেখা যায়। কিন্তু পরোক্ষপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের ভক্তরূপ গৌরকৃষ্ণ আবির্ভাবটী আরও পরোক্ষতার আবরণে প্রচ্ছন্ন, সেইজন্য প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁহাকে "ছন্নকলৌ" (ভাঃ৭।৯। ৩৮) বলিয়াছেন। তাঁহার অন্য কোন ভগবৎস্বরূপ এরূপ ছন্ন নহেন। এজন্য শাস্ত্রসকল তাঁহার ছন্নলক্ষণের ব্যতিক্রম না করিয়া তাঁহাকে কেবল বিশেষণের দ্বারাই সবিশেষভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। † ঐসকল কারণের জন্য শ্রীগৌরকৃষ্ণের উপলব্ধি শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে উপলব্ধি অপেক্ষাও সুদুর্লভ ও সাধু মহাজনদিগের কৃপাসাপেক্ষ। এমনকি সাক্ষাৎ বৃহস্পতিসম মহাপণ্ডিত শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যও তাঁহাকে প্রথমে বুঝিতে না পারার অভিনয় করিয়াছিলেন।

গৌরসুন্দররূপে অবতারের মূলকারণ—এখন শ্রীকৃষ্ণের গৌরসুন্দররূপে আবির্ভাবের কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে। পত্রিকার পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যায় আলোচনা করা হইয়াছে যে শ্রীকৃষ্ণের প্রপঞ্চে অবতরণের দুই মূল কারণ—(১) প্রেমরস নির্য্যাস আস্বাদন ও (২) রাগমার্গে ভক্তি প্রচার। শ্রীল কবিরাজগোস্বামী শ্রীগৌরসুন্দরের অবতরণেরও দুই মুখ্য কারণ বলিতেছেন—"দুই-

---

* 'বেদা ব্রহ্মাত্মবিষয়াস্ত্রিকাণ্ড বিষয়া ইমে। পরোক্ষবাদা ঋষয়ঃ পরোক্ষং মম চ প্রিয়ম্॥' ভাঃ ১১।২১।৩৫ —ত্রিকাণ্ডবিষয়ক এই বেদসকল ব্রহ্মাত্মবিষয়ক (আত্মার ব্রহ্মত্বই প্রতিপাদন করিতেছেন, সংসারিত্ব প্রতিপাদন তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে), ঋষিগণও পরোক্ষভাবেই (স্পষ্ট না বলিয়া অন্যভাবে) উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যেহেতু পরোক্ষভাবই আমার অভিপ্রেত।

† নিমি মহারাজের নিকট শ্রীকরভাজনের উক্তি কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং—ইত্যাদি ভাঃ ১১।৫।৩২।

হেতু অবতরি লঞা ভক্তগণ। আপনে আস্বাদে প্রেম-নাম-সঙ্কীর্ত্তন" ॥ (চৈঃ চঃ আদি ৪।৩৯)—**(১) প্রেম আস্বাদন ও (২) নামসঙ্কীর্ত্তন আস্বাদন**। প্রেম আস্বাদন ও নামসঙ্কীর্ত্তন আস্বাদন দুই প্রকারে হইতে পারে—(১) বিষয়জাতীয় আস্বাদন ও (২) আশ্রয় জাতীয় আস্বাদন। যিনি প্রেমের 'বিষয়' অর্থাৎ ভক্তগণ যাঁহাকে প্রেমসেবাদ্বারা সুখী করিতে চেষ্টা করেন, তিনি সেবিত হইয়া একরূপ সুখ আস্বাদন করেন—এখানে তিনি প্রেমের 'বিষয়'। শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন সর্ব্ব-সেব্য, সর্ব্বপ্রভু—"একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য" (চৈঃ চঃ আদি ৫।১৪২) ব্রজলীলায় সর্ব্বসেব্য শ্রীকৃষ্ণ 'বিষয়' রূপে প্রেমের আস্বাদন করেন। আবার এই প্রেমসেবাসুখ ভক্তের হৃদয়ে আসিয়া আশ্রয় করে, সেজন্য ভক্তগণ হইতেছেন সেই সুখের 'আশ্রয়'—তাঁহারা 'আশ্রয়' জাতীয় সুখের আস্বাদন করেন। ভক্তগণের প্রেম-সেবা প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ যে পরিমাণ সুখ আস্বাদন করেন, ভক্তগণ তাঁহাকে সেবা করিয়া তদপেক্ষা অনেক অধিক সুখ আস্বাদন করিয়া থাকেন। [প্রাকৃত জগতেও আমরা দেখিতে পাই জননীর ভালবাসা পাইয়া সন্তান (ভালবাসার 'বিষয়') যে পরিমাণ সুখ পায়, সেই সুখের 'আশ্রয়' জননী সন্তানকে ভালবাসিয়া তদপেক্ষা অধিক সুখ আস্বাদন করেন।] সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ বিষয় জাতীয় সুখের পরিপূর্ণ আস্বাদক হইলেও ব্রজলীলায় তিনি আশ্রয়রূপে প্রেমাস্বাদন করিতে পারেন নাই। এই আশ্রয়রূপে প্রেম আস্বাদন স্পৃহা তিনরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছিল, তাহা পূরণের ইচ্ছায়ই তিনি অবতরণ করিয়াছিলেন। এবিষয়ে পরে আলোচনা করা হইবে। নামসঙ্কীর্ত্তনের আস্বাদনও 'বিষয়' ও 'আশ্রয়' রূপে দুইভাবে হইতে পারে—ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণ বিষয়রূপে নামের আস্বাদন করিয়াছেন—ভক্তগণ তাঁহারই নামকীর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে সুখ দিয়াছেন। কিন্তু আশ্রয়রূপে (ভক্তভাবে) উহা আস্বাদন করিতে পারেন নাই—তাই নবদ্বীপলীলায় ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া (আশ্রয়রূপে ভক্তেরই প্রাপ্যসুখ) ব্রজপ্রেম ও নামসঙ্কীর্ত্তন আস্বাদন করিবার ইচ্ছা করিলেন।

কিন্তু আশ্রয় জাতীয় সুখ আস্বাদন করিতে হইলে কোন্ ভক্তের ভাব অঙ্গীকার করিবেন? দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরভাবের অনেক ভক্ত আছেন, কিন্তু তন্মধ্যে মধুরভাব বা কান্তাভাবই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, কারণ এই মধুরভাবের মধ্যে অন্যসকল ভাব অন্তর্ভুক্ত। নিত্যসিদ্ধ ব্রজগোপীগণ কোনরূপ শাস্ত্রানুশাসনের অপেক্ষা না করিয়া একমাত্র লালসার বশীভূত হইয়া বেদধর্ম্ম, আর্য্যধর্ম্ম, সমাজশাসন, অন্যকাহারও উপাসনা ও সমস্ত বিধিনিষেধের বন্ধন ছিন্ন করিয়া একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ সেবার জন্য প্রাণ মন উৎসর্গ করিয়াছেন—সেই রাগাত্মিকা মধুরভাবের আশ্রয়—তাঁহাদের মধ্যে শ্রীরাধিকাই সর্ব্বোত্তমা। ব্রজবধূগণের কান্তা প্রেমের চরমপরিণতি মাদনাখ্য মহাভাব। এই মহাভাবের আশ্রয় শ্রীরাধিকা। অন্যগোপীদের মধ্যে ইহা নাই—মাদন ব্যতীত প্রেমের অন্যান্য স্তর তাঁহাদের মধ্যে আছে। অন্য গোপীদিগের তুলনায় শ্রীরাধার প্রেমের ইহাই বৈশিষ্ট্য। একমাত্র শ্রীরাধিকার প্রেমদ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য পূর্ণতমরূপে আস্বাদিত হইতে পারে। সুতরাং সর্ব্বোত্তম প্রেমরস আস্বাদন করিতে সেই প্রেমের অধিকারিণী মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধিকারই ভাব গ্রহণ করিলেন। ভাব গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি শ্রীরাধিকার গৌরকান্তিও গ্রহণ করিলেন—যাহাদ্বারা তিনি তাঁহার স্বাভাবিক শ্যামকান্তিকে আচ্ছাদন করিয়া গৌরাঙ্গ হইলেন। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যরূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া নাম-প্রেম আস্বাদন করিতে সঙ্কল্প করিলেন।

কিরূপে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাব গ্রহণ করিলেন? সাধারণতঃ দেখা যায় একজনের ভাব আর একজন গ্রহণ করিতে পারে না; কিন্তু শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের এমনই বিশেষ সম্বন্ধ যাহাতে শ্রীরাধার ভাবটী শ্রীকৃষ্ণের গ্রহণ করার সম্পূর্ণ যোগ্যতা আছে,তাহা দেখানর জন্য কবিরাজ-গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গভক্ত স্বরূপদামোদর গোস্বামীর স্বরচিত একটী শ্লোক উদ্ধার করিতেছেন—

"রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।

চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥"

শ্রীরাধা কৃষ্ণপ্রেমের বিকার অর্থাৎ ঘনীভূত অবস্থা, সেজন্য তিনি শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি। * শক্তি ও শক্তিমনের অভেদ বশতঃ রাধা ও কৃষ্ণ একাত্মা। একাত্মা হইয়াও তাঁহারা অনাদিকাল হইতে গোলোকে পৃথক দেহে বিরাজ করিতেছেন। এক্ষণে (বর্ত্তমান কলিযুগে) সেই দুই দেহ (শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ) একীভূত হইয়া শ্রীচৈতন্য নামে প্রকটিত হইয়াছেন। শ্রীরাধার ভাব ও কান্তিযুক্ত কৃষ্ণ-স্বরূপ এই শ্রীচৈতন্যকে নমস্কার করি।

ভক্তভাবে প্রচ্ছন্নাবতার হইলেও ভক্তের প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিলোচনে সেই প্রচ্ছন্নত্ব আর থাকে না। তাই শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামীর অন্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকৃত স্বরূপ ধরা পড়িল। [দুই পৃথকতনু একীভূত হওয়ার মধ্যবর্ত্তী একটী অবস্থা (একীভূত হইয়া যাইতেছেন এইরূপ একটী অবস্থা) মহাপ্রভুর অন্যতম অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীরায়রামানন্দেরও প্রেমদৃষ্টিতে ধরা পড়িয়াছিল। মহাপ্রভুর সহিত সাধ্য সাধন সম্বন্ধে কথোপকথনের পর রায়রামানন্দ তাঁহাকে তাঁহার একটী সংশয়ের কথা বলিতেছেন। সর্ব্বপ্রথম মহাপ্রভুর সন্ন্যাসীরূপ ছিল, কিন্তু রামানন্দের প্রেমদৃষ্টিতে তিনি পর পর বিভিন্ন মূর্ত্তি দেখিতেছেন। **প্রথমদর্শনে** স্ফূর্ত্তি হইল—সন্ন্যাসরূপ স্থলে এক 'শ্যামগোপরূপ' অর্থাৎ শ্যামসুন্দর গোপবেশ শ্রীকৃষ্ণ। **দ্বিতীয় দর্শনে** স্ফূর্ত্তি হইল—শ্রীকৃষ্ণ এবং সন্নিকটে স্বর্ণ প্রতিমা-স্বরূপা শ্রীরাধিকা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সহিত পৃথকভাবে অবস্থিতা শ্রীরাধিকা। **তৃতীয় দর্শনে** যে রূপ স্ফূর্ত্তি হইল তাহা এইরূপ—স্বর্ণ গৌরাঙ্গী শ্রীরাধিকার গৌরকান্তি চ্ছটায় শ্রীকৃষ্ণের শ্যাম অঙ্গ আবৃত হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু তখনও শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবদনে বংশীটি সংলগ্ন রহিয়াছে এবং শ্রীকৃষ্ণের নানাভাববিলাসে তরঙ্গায়িত নয়নকমল তখনও চঞ্চল। রামানন্দরায়ের চক্ষুতে স্ফূরিত এইরূপটী শ্রীগৌরসুন্দরের নিজরূপের ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তীরূপ—শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রীগৌররূপে রূপান্তরিত হওয়ার মধ্যবর্ত্তীরূপ। তৃতীয় দর্শনের এইরূপটী দেখিয়া রামানন্দ বিস্মিত হইলেন। দ্বিতীয় দর্শনের (অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপ) রূপটী দেখিয়া তিনি বিস্মিত হন নাই, কারণ পূর্ব্বলীলায় বিশাখাস্বরূপে তাঁহার নিত্যসেব্য এইরূপটী তাঁহার চিরপরিচিত এবং ইহার দর্শনের আনন্দেও তিনি অভ্যস্ত। তৃতীয় রূপ দর্শনে (অপূর্ব্ব মিলনমুখী-রূপ) বিস্মিত হইয়া সংশয় দূরীকরণের জন্য মহাপ্রভুকে অনুরোধ করিলেন। ছন্ন অবতার মহাপ্রভু প্রথমতঃ আত্মগোপন করিবার জন্য বলিলেন যে রাধাকৃষ্ণে মহাপ্রেমবশতঃ তাঁহার হৃদয়ে এই মূর্ত্তি স্ফূর্ত্ত হইয়াছিল। রামানন্দ কিন্তু ছাড়িলেন না, তিনি প্রভুর এই 'ভারিভুরি' ছাড়িয়া গূঢ়কারণ জানিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিলেন। ভক্তের অভিমানের নিকট ভগবান পরাজিত হইলেন। তখন তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া নিজস্বরূপটী রায়কে দেখাইলেন। **চতুর্থ দর্শনে** রামানন্দ দেখিলেন—'রসরাজ, মহাভাব দুই একরূপ'—সাক্ষাৎ রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ এবং সাক্ষাৎ মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধিকা একীভূত হইয়া গৌরমূর্ত্তিতে রূপান্তরিত হইয়াছেন—এমন নিবিড়তম মিলন যে শ্রীরাধার ভাবটী তাঁহার অন্তরে পরিস্ফুট এবং অঙ্গকান্তিতে গৌরসুন্দরের অঙ্গ সমুজ্জ্বল। এরূপ দেখিয়া রামানন্দ আনন্দাধিক্য বশতঃ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং মহাপ্রভুর শ্রীকরস্পর্শে চেতনা ফিরিয়া পাইলেন। পরতত্ত্বের চরমতম অবস্থা যাহা তাহাই শ্রীগৌরসুন্দরে প্রকটিত হইল, এজন্য

---

* শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির তিনটী বৃত্তি—সন্ধিনী, সংবিদ্ ও হ্লাদিনী। হ্লাদিনীর ঘনীভূত বিলাসের নামই প্রেম, সেজন্য প্রেম ও প্রেমের চরম পরিণতি মহাভাবও স্বরূপতঃ হ্লাদিনীশক্তি। শ্রীরাধা মহাভাবস্বরূপিণী বলিয়াই শ্রীরাধা স্বরূপতঃ হ্লাদিনী শক্তি—হ্লাদিনীর মূর্ত্ত বিগ্রহরূপা—হ্লাদিনীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী। আনন্দিত করেন বলিয়া উহার নাম হ্লাদিনী। এই শক্তি শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দ আস্বাদন করান এবং ভক্তগণেরও আনন্দের পুষ্টিসাধন করেন। হ্লাদিনীর বিলাস-বিশেষের নাম ভক্তি।

শ্রীল কবিরাজগোস্বামী বলিয়াছেন—"ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ"—এই জগতে শ্রীচৈতন্যরূপ শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পরতত্ত্ব আর কিছুই নাই।]

মহাপ্রভুর অবতারের অন্তরঙ্গ কারণ—

মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামী তাঁহার কড়চায় অবতারের যে অন্তরঙ্গ কারণ বলিতেছেন তাহা এই—

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবাস্বাদ্যো
যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি
লোভাত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥

অন্তরঙ্গ কারণটীর তিনটী অঙ্গ—(১) শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা কিরূপ? (২) শ্রীকৃষ্ণের নিজের মাধুর্য্যই বা কিরূপ? এবং (৩) সেই মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধা যে সুখ পান তাহাই বা কিরূপ? —এই তিনটী আস্বাদন শ্রীকৃষ্ণ ব্রজলীলায় করিতে পারেন নাই। এই তিনটী লালসা পূর্ণ করিবার জন্যই শ্রীরাধার ভাবযুক্ত হইয়া কৃষ্ণচন্দ্র শচীদেবীর গর্ভরূপ সমুদ্রে প্রাদুর্ভূত হইলেন।

শ্রীচৈতন্য অবতারের মুলকারণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে (১) প্রেম আস্বাদন ও (২) নাম সঙ্কীর্ত্তন আস্বাদন। উহাতে বুঝা যায় বর্ত্তমান শ্লোকবর্ণিত তিনটী বাসনাপূরণের ইচ্ছা শ্রীকৃষ্ণের হার্দ্দ বা মুখ্যকারণ। "অনর্পিতচরীং···" শ্লোকেও বলা হইয়াছে শ্রীভগবান্ কলিতে উন্নতোজ্জ্বল রসময়ী প্রেমভক্তিসম্পৎ দান করিবার জন্য অবতীর্ণ হন। নামপ্রেম আস্বাদন বা বিতরণও সত্য কারণ সন্দেহ নাই। অন্তরঙ্গ উদ্দেশ্য সিদ্ধির আনুষঙ্গিক ভাবেই ঐসকল অন্য উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া যায়। সেজন্য ঐসকল কারণ গৌণ বা বহিরঙ্গ কারণ। মুখ্য বা অন্তরঙ্গ কারণ এখন বলা হইতেছে।

প্রথম বাসনা শ্রীরাধিকার প্রণয় মহিমা কিরূপ?—

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন আমি সমস্ত রসের আধার, পূর্ণানন্দময়, চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব আমার কোন অভাব নাই তথাপি রাধা-প্রেমের অদ্ভুত মহিমা আমাকে এত চঞ্চল করিয়াছে যে আমি যেন উন্মত্ত হইয়া যাই। 'না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল। যে বলে আমারে করে সর্ব্বদা বিহ্বল॥ রাধিকা প্রেমগুরু, আমি শিষ্যনট। সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট॥ (চৈঃ চঃ আদি ৪।১২৩,১২৪) শ্রীকৃষ্ণ নিত্যকাল রাধার প্রেমসেবাসুখ আস্বাদন করিতেছেন। তথাপি রাধাপ্রেম আস্বাদনের জন্য তিনি চঞ্চল কেন? তদুত্তরে কবিরাজ গোস্বামিপাদ বলিতেছেন 'শ্রীকৃষ্ণ রাধা-প্রেম আস্বাদন করেন বটে কিন্তু উহা প্রেমের বিষয়রূপে—আশ্রয়রূপে সেই আস্বাদনে কোটিগুণ সুখ বেশী। সেজন্য প্রেমের 'আশ্রয়' রূপে (শ্রীরাধার ন্যায়) তাঁহার প্রেমাস্বাদনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ এত ব্যাকুল।' "নিজপ্রেমাস্বাদে মোর হয় যে আহ্লাদ। তাহা হইতে কোটিগুণ রাধা-প্রেমাস্বাদ॥ ······সেই প্রেমার শ্রীরাধিকা পরম 'আশ্রয়'। সেই প্রেমার আমি হই কেবল 'বিষয়'॥······আশ্রয়জাতীয় সুখ পাইতে মন ধায়। যত্নে আস্বাদিতে নারি, কি করি উপায়॥ কভু যদি এই প্রেমার হইয়ে আশ্রয়। তবে এই প্রেমানন্দের অনুভব হয়॥" (চৈঃ চঃ আদি ৪)

দ্বিতীয় বাসনা নিজ মাধুর্য্য আস্বাদন—

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, 'আমার মধুরিমা অদ্ভুত, অনন্ত, পূর্ণ, ত্রিজগতে উহা সম্যকরূপে আস্বাদন করিতে কেহ সমর্থ নহেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে একমাত্র শ্রীরাধিকাই ('রাধিকা একলি') উহা সম্যকরূপে আস্বাদন করিতে সমর্থ। [কৃষ্ণ মাধুর্য্যের অদ্ভুত মহিমার কথা প্রসঙ্গে শ্রীরাধিকার প্রেমেরও অদ্ভুত মহিমা ব্যক্ত হইল] রাধাপ্রেম বিভু, অনন্ত, সেজন্য একমাত্র তিনিই অনন্ত কৃষ্ণ-মাধুর্য্য আস্বাদনে সমর্থ। শ্রীকৃষ্ণের অন্য পরিকরগণ তাঁহার মাধুর্য্য আস্বাদন করেন, কিন্তু উহা পরিপূর্ণ আস্বাদন নহে। কামগন্ধহীন বিশুদ্ধ রাধাপ্রেমের 'নির্ম্মল সৎপ্রেম-দর্পণে' শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য সম্যক্‌ভাবে প্রতিভাত হইতে পারে। রাধার প্রেম বিভু হইলেও প্রতিক্ষণেই উহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, উহার নিবৃত্তি নাই, সেজন্য মাধুর্য্য আস্বাদনের চমৎকারিতাও ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। তদ্ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য প্রতিক্ষণে নব নব বৈচিত্রীতে প্রতিভাত হয়—"আমার মাধুর্য্য নাহি বাড়িতে অবকাশে। এ-দর্পণের আগে

নব নব রূপে ভাসে" ॥ শুধু যে কৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদনে রাধার প্রেম বর্দ্ধিত হয় তাহা নহে—রাধাপ্রেমের আস্বাদনে কৃষ্ণ-মাধুর্য্যও বর্দ্ধিত হয়। রাধাপ্রেম ও কৃষ্ণমাধুর্য্য উভয়েই ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে—যেন পরস্পর প্রতিযোগিতা করিয়াই উহারা বর্দ্ধিত হইতে থাকে, কেহ কাহাকেও পরাজিত করিতে পারে না—"মন্মাধুর্য্য, রাধার প্রেম দোঁহে হোড় করি'। ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে দোঁহে, কেহ নাহি হারি ॥"

দর্পণ মণিভিত্তি প্রভৃতিতে নিজের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইলে শ্রীকৃষ্ণের নিজের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য আস্বাদনে লোভ জন্মে, কিন্তু তাঁহার নিজের আস্বাদনের উপায় নাই। শ্রীরাধার প্রেমই তাঁহার অসাধারণ মাধুর্য্য সম্যকরূপে আস্বাদনের একমাত্র উপায়, ইহা বিবেচনা করিয়া শ্রীরাধার ভাব গ্রহণ পূর্ব্বক রাধিকাস্বরূপ হইয়া স্বীয় মাধুর্য্য আস্বাদন করিবার জন্য তাঁহার ইচ্ছা হয়। শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় বাসনা পূরণের উপায় যে একমাত্র শ্রীরাধিকার ভাবগ্রহণ উহাই বুঝাইতেছে। দর্পণাদিতে নিজের মাধুর্য্য দর্শন করিয়া, উহা আস্বাদনের জন্য তাঁহার কেন এই বলবতী লালসা জন্মিল তাহার কারণ বলিতেছেন—তাঁহার অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যের স্বাভাবিকী শক্তি এমন যে উহা অন্য সমস্ত নরনারীকে তো আকর্ষণ করেই এমন কি স্বয়ং তাঁহাকেও আকর্ষণ করিয়া চঞ্চল করে—"কৃষ্ণ-আদি নরনারী করয়ে চঞ্চল" [কেবল যে ভাগ্যবান্ জীবকে আকর্ষণ করে তাহা নহে, অন্যত্র উক্ত আছে—"ব্রহ্মাণ্ডোপরি পরব্যোম, তাহা যে স্বরূপগণ, তাঁ সবার বলে হরে মন। পতিব্রতা শিরোমণি, যাঁরে কহে বেদবাণী, আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ" ॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ২১-১০৬)]। তাঁহার মাধুর্য্যের আরও বৈশিষ্ট্য এই যে, উহা অমৃত সদৃশ, সেজন্য উহার আস্বাদনের লালসা কখনও প্রশমিত হয় না—যত আস্বাদন করা যায় ততই আস্বাদনের লালসা বাড়িতে থাকে—"তৃষ্ণা-শান্তি নহে, তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তর"—তাই অতৃপ্তভক্ত শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য দর্শনের জন্য পলকবিহীন কোটি কোটি নেত্র পাইবার আকাঙ্ক্ষা করেন (প্রমাণ ভাঃ ১০।৩১।১৫, ১০।৮২।৩৯)। তাঁহার এমন যে অদ্ভুত অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য তাহা নিজে সম্যকরূপে আস্বাদন করিতে পারেন না, সেজন্য তাঁহার মনে ক্ষোভ থাকিয়া যায়, মাদনাখ্য মহাভাবই সম্যকরূপে উহা আস্বাদনে সমর্থ। এই ক্ষোভ নিবৃত্তির জন্যই মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধিকার ভাব গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতরণের হেতু।

চৈতন্যাবতারের অন্তরঙ্গকারণভূতা দ্বিতীয় বাসনার (স্বমাধুর্য্য আস্বাদন) কথা বলিয়া শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী এখন তৃতীয় বাসনার কথা বলিবেন।

[ক্রমশঃ]

—— o ——

ভক্ত ধ্রুব

[৫ম সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর]

ইন্দ্রাদি লোকপালগণ শ্রীহরির বাক্যে নির্ভয় হইলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। সহস্র-শীর্ষা শ্রীনারায়ণ নিজ ভক্ত ধ্রুবকে দর্শন করিবার অভিলাষে গরুড়পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া মধুবনে উপস্থিত হইলেন। ধ্রুব তীব্রযোগদ্বারা নিশ্চলাবুদ্ধির সহিত নিমীলিত নেত্রে শ্রীভগবানের রূপ ধ্যান করিতে করিতে সমাধিস্থ অবস্থায় হৃৎপদ্মে সহসা বিদ্যুৎ প্রভার ন্যায় শ্রীহরির রূপের স্ফূর্ত্তি অনুভব করিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই উক্তরূপ অন্তর্হিত হইলে তিনি চক্ষুরুন্মীলন করিলেন এবং অন্তরে যেরূপ দেখিয়াছিলেন ঠিক সেইরূপ বাহিরে প্রকাশিত দেখিতে পাইলেন। শ্রীভগবান্‌কে দর্শন করিয়া ধ্রুব সসম্ভ্রমে ভূমিষ্ঠ হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন এবং শ্রীভগবানের অপূর্ব্ব রূপ-লাবণ্যে মুগ্ধ

হইয়া এমনভাবে তাঁহার প্রতি অনিমেষ নেত্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রহিলেন যেন মনে হইল নেত্রদ্বারা তাঁহার রূপ-মাধুরী পান করিতেছেন, মুখদ্বারা চুম্বন ও বাহুদ্বারা শ্রীভগবানকে আলিঙ্গন করিতেছেন। শ্রীহরি সর্ব্ব জীবের হৃদয়ে অন্তর্য্যামী পরমাত্মরূপে অবস্থিত আছেন। সুতরাং তিনি ধ্রুবের হৃদয়ের ভাব বুঝিতে পারিলেন। পঞ্চমবর্ষীয় শিশু ধ্রুব বদ্ধাঞ্জলি হইয়া শ্রীভগবানের স্তব করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন অথচ নিজ-হৃদ্গত ভাব ব্যক্ত করিবার ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছেন না। দয়াময় শ্রীহরি ইহা বুঝিতে পারিয়া কৃপাপরবশ হইয়া বেদাত্মক শঙ্খ-দ্বারা ধ্রুবের গণ্ডদেশ স্পর্শ করিলেন। শঙ্খ-দ্বারা স্পৃষ্ট হওয়া মাত্রই ধ্রুবের জিহ্বায় অপূর্ব্ব বাক্‌শক্তি উদিত হইল এবং পরমাত্মা ও জীবাত্মা সম্বন্ধীয় গূঢ় তত্ত্ববিষয়ক জ্ঞান স্বাভাবিকরূপে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইল। ধ্রুব ভক্তিপরিপ্লুত হৃদয়ে ধীর মস্তিষ্কে বিপুলকীর্ত্তি শ্রীভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন—"যিনি অখিলশক্তিধর হইয়া নিজ চিচ্ছক্তি দ্বারা আমার অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হইয়াছেন এবং আমার সুপ্ত বাক্‌শক্তিকে ও হস্ত, পদ, কর্ণ, ত্বক প্রভৃতি অন্যান্য ইন্দ্রিয়সমূহকে সঞ্জীবিত করিতেছেন, সেই ভগবান্ অন্তর্য্যামী পুরুষ আপনাকে নমস্কার করিতেছি। হে ভগবন্! একমাত্র আপনিই আপনার ত্রিগুণাত্মক মায়ার-দ্বারা এই মহদাদি অশেষ বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া উহার অভ্যন্তরে অন্তর্য্যামীরূপে প্রবেশ করিয়াছেন এবং যে প্রকার একই অগ্নি বহুবিধ কাষ্ঠ আশ্রয় করিয়া নানারূপে প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ আপনিও উন্মুখ ও বিমুখ জীবের বিভিন্ন ইন্দ্রিয় আশ্রয় করিয়া বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হন। হে আর্ত্তবন্ধো! নিদ্রা হইতে উত্থিত ব্যক্তি যে প্রকার বিশ্বের যাবতীয় বস্তুর সাক্ষাৎ অনুভব ও দর্শন করিয়া থাকেন, তদ্রূপ শ্রীভগবচ্চরণে একান্ত শরণাগত ব্রহ্মা শ্রীভগবানের কৃপাশক্তি দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানরূপ জাগ্রত অবস্থা লাভ করিয়া বিশ্বের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হে নাথ, আপনার শ্রীপাদপদ্ম মুক্তকুলের আশ্রয়স্বরূপ অর্থাৎ আপনার শ্রীপাদপদ্মকে আশ্রয় করিয়াই পুরুষগণ মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। সুতরাং যাঁহারা আপনার দ্বারা সর্ব্বতোভাবে উপকৃত, সেই সকল মুক্তপুরুষ কি প্রকারে আপনার পাদপদ্ম বিস্মৃত হইবেন? আপনি জীবের সকল বাঞ্ছা পূরণ করিয়া থাকেন, এমন কি তাহাদিগকে জন্ম-মরণমালা হইতে মুক্ত করিয়া আপনার নিত্য সেবা পর্য্যন্ত আপনি প্রদান করিয়া থাকেন। সুতরাং এতাদৃশ কৃপাময় আপনাকে যাহারা আপনার নিত্য সেবা লাভ ব্যতীত অন্য কোন কামনার উদ্দেশ্যে আরাধনা করিয়া থাকেন, তাহারা মূঢ়, নিশ্চয়ই মায়া-বঞ্চিত; কারণ তাহারা শবতুল্য যে শরীর সেই জড় শরীরের জড়েন্দ্রিয়ের ভোগ্য বিষয়সমূহ ভোগের জন্য লালায়িত. যে সকল বিষয় ভোগ বা তজ্জনিত ইন্দ্রিয়সুখ প্রাণিগণের নরকেও লাভ হইয়া থাকে। হে নাথ, আপনার শ্রীচরণকমল ধ্যান এবং আপনার নিজ-জনের সহিত আপনার চরিত্র কথা শ্রবণ করিয়া যে আনন্দ লাভ হয়, ব্রহ্মানন্দেও সেইরূপ সুখ হয় না, অতএব স্বর্গাদি সুখের কথা আর কি বলিব, উহা অতি তুচ্ছ, কারণ কালরূপ খড়্গদ্বারা স্বর্গারোহণ যান খণ্ডিত হইলে দেবতাগণও মর্ত্ত্য-লোকে পতিত হইয়া থাকেন। হে অনন্ত, যে সকল শুদ্ধাত্মগণ নিরন্তর আপনাতেই ভক্তি করিয়া থাকেন সেই সকল মহৎ ব্যক্তিগণের সহিত আমার প্রকৃষ্ট সঙ্গ লাভ হউক, কারণ শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তগণের সঙ্গে আপনার অমৃতময় কথা শ্রবণ করিয়া আমি পরানন্দে নিমগ্ন হইতে পারিব এবং অতিশয় দুঃখপরিপূর্ণ এই ভীষণ ভবসমুদ্র অনায়াসেই উত্তীর্ণ হইতে পারিব। হে পদ্মনাভ, যাঁহারা আপনার পাদপদ্ম সৌগন্ধে লুব্ধহৃদয় মহাত্মাগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গ লাভ করেন, তাঁহাদের অত্যন্ত প্রিয় এই দেহ এবং দেহ-সম্বন্ধীয় স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, গৃহ বিত্তাদি বিষয়ক কথা কিছুই স্মরণপথে উদিত হয় না। হে অজ! হে পরমেশ! পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, পর্ব্বত, সরীসৃপ, দেবতা, দৈত্য, মনুষ্যাদি এবং পঞ্চমহাভূত ও শব্দাদি স্থূল সূক্ষ্ম পদার্থ ও উহাদের কারণ মহত্তত্ত্বাদির দ্বারা পরিব্যাপ্ত আপনার বিরাট রূপ আমি অবগত আছি, কিন্তু ইহা ছাড়া আপনার ঈশ্বর-স্বরূপ ও শব্দাদি-ব্যাপারশূন্য ব্রহ্মস্বরূপ আমি অবগত নহি। প্রলয়কালে যে পুরুষ নিজ উদরমধ্যে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডসমূহ গ্রহণ করিয়া শেষশায়ী অনন্তরূপে যোগনিদ্রাভিভূত হইয়া-ছিলেন এবং যাঁহার নাভিসমুদ্রে উৎপন্ন কাঞ্চনময় পদ্মগর্ভে

অতি তেজস্বী ব্রহ্মা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমি সেই ভগবান্ বাসুদেবকে প্রণাম করি।

হে দেব, আপনি নিত্যমুক্ত, জীব আপনার কৃপাতেই বন্ধনমুক্ত হইয়া স্বরূপে স্থিত হইতে পারে ; আপনি পরিশুদ্ধ, জীব মলিন ; আপনি সর্ব্বজ্ঞ, জীব অল্পজ্ঞ ; আপনি মায়াধীশ, জীব মায়াবশযোগ্য ; আপনি নির্ব্বিকার, জীব মায়াসংস্পর্শে বিকারী ; আপনি আদি পুরুষ, জীব আপনা হইতে জাত ; আপনি ভগবান্ অর্থাৎ পূর্ণৈশ্বর্য্যশালী, জীব ভগহীন অর্থাৎ স্বল্পৈশ্বর্য্যযুক্ত ; আপনি ত্রিগুণের অধীশ্বর, জীব গুণদ্বারা অভিভাব্য হওয়ার যোগ্য ; আপনি অখণ্ড চিন্ময় দৃষ্টিদ্বারা বুদ্ধির সমস্ত অবস্থাকেই দর্শন করিয়া থাকেন, আপনি যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুরূপে বিশ্বের পালক -সুতরাং আপনি জীব হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ। পরস্পর বিরুদ্ধ গুণযুক্ত বিদ্যা ও অবিদ্যা আদি শক্তিসমূহ যে অচিন্ত্যশক্তিস্বরূপ শ্রীভগবান্ হইতে নিরন্তর উদ্ভূত হইতেছে, সেই বিশ্বের কারণভূত অখণ্ড, অনন্ত, অনাদি, আনন্দস্বরূপ, অবিকার পরব্রহ্ম শ্রীভগবচ্চরণে আমি প্রপন্ন হইলাম। হে ভগবন্, যাঁহারা আপনাকে এক মাত্র পুরুষার্থ জানিয়া পরমানন্দস্বরূপ আপনার আরাধনা করেন, তাঁহাদের নিকট আপনার পাদপদ্ম রাজ্যাদি অপেক্ষা পরমার্থফলস্বরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু হে প্রভো! গাভী যে প্রকার বাৎসল্যযুক্ত হইয়া নবজাত বৎসকে দুগ্ধ পান করায় এবং তাহাকে হিংস্র জন্তু হইতে রক্ষা করে, তদ্রূপ ঐশ্বর্য্যশালী আপনিও স্নেহপরবশ হইয়া আমার ন্যায় সকাম ব্যক্তিদিগকেও সংসার ভয় হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন।"

ধ্রুবের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ তাহাকে তাহার অভীষ্ট বর প্রদান করিয়া বলিতে লাগিলেন, -"হে রাজনন্দন, হে সুব্রত,আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি তোমার মঙ্গল হউক। তোমার অভিলাষ কি তাহা আমি অবগত আছি। আমি তোমাকে এমন সমুজ্জ্বল পদ ও দুষ্প্রাপ্য স্থান প্রদান করিতেছি, যাহা কখনই ভ্রষ্ট হইবে না, উক্ত স্থান পৃথিবীতে ধ্রুবলোক নামে প্রসিদ্ধ হইবে। এপর্য্যন্ত অন্য কেহই সেই স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হন নাই। গ্রহ, নক্ষত্রাদি জ্যোতিশ্চক্র সর্ব্বদা তাহাতে সংলগ্ন আছে। যাহারা মেধীবদ্ধ বলীবর্দ্দসমূহের ন্যায় কল্পান্ত পর্য্যন্ত অবস্থান করিবেন, তাহারা বিনষ্ট হইলেও তোমার স্থান বিনষ্ট হইবে না। ধর্ম্ম, অগ্নি, কশ্যপ, ইন্দ্র, বানপ্রস্থ, মুনিবৃন্দ এবং সপ্তর্ষিগণ তারকাগণের সহিত নিরন্তর ঐ স্থানকে প্রদক্ষিণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছে। হে বৎস, তোমার পিতা সম্প্রতি তোমার উপর পৃথিবীর শাসনভার অর্পণ করিয়া বনে গমন করিবেন। তুমি ধর্ম্মকে সম্যকরূপে আশ্রয় করিয়া ধীর মস্তিষ্কে ছত্রিশ হাজার বৎসর পর্য্যন্ত রাজ্য রক্ষা করিবে। তোমার ভ্রাতা উত্তম মৃগয়া করিতে গিয়া নিরুদ্দেশ হইবে এবং উত্তমের মাতা সুরুচি পুত্রের অন্বেষণে গিয়া বনমধ্যে দাবানলে প্রবেশ করিবে। আমি স্বয়ং যজ্ঞমূর্ত্তি, অতএব তুমি যজ্ঞদ্বারা আমার আরাধনা করিবে এবং রাজোচিত ভাবে দক্ষিণা প্রদান করিবে, তাহা হইলে তুমি ইহলোকে উত্তম ভোগ লাভ করিতে পারিবে এবং অন্তে আমাকে স্মরণ করিয়া আমার ধামে গমন করিতে পারিবে। আমার ধাম সর্ব্বলোকপূজ্য এবং ঋষিগণের স্থান অপেক্ষা উপরিভাগে স্থিত। যতিগণ একবার ঐ স্থানে গমন করিলে কখনও বিচ্যুত হন না।"

গরুড়ধ্বজ শ্রীহরি বালক ধ্রুবকে উক্ত প্রকার বর ও উপদেশ প্রদান করিয়া নিজ ধামে গমন করিলেন।

যে পদসেবা লাভ হইলে জীবের যাবতীয় বহির্ম্মুখ সঙ্কল্পের সমাপ্তি হইয়া যায় ধ্রুব শ্রীহরির সেই অতি দুর্ল্লভ পাদপদ্মসেবা লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি নিজ মনোঽভীষ্ট বস্তু প্রাপ্ত হইয়াও চিত্তের সুপ্রসন্নতা লাভ করিতে পারেন নাই। অনন্তর তিনি শ্রীহরির আজ্ঞা প্রতিপালনের জন্য পিতৃভবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

(ক্রমশঃ)

চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত

বেদশাস্ত্রে, পুরাণে, পরমার্থ স্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাস ও অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রাদিতেও চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের কথা উল্লিখিত আছে। 'চাতুর্ম্মাস্যযাজীর অক্ষয় স্বর্গসুখ লাভ হয়' ইত্যাদি বহুবিধ ফলশ্রুতি কর্ম্মকাণ্ডীয় শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কেবল কর্ম্মকাণ্ডীয় বিচারে ফলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণের জন্যই চাতুর্ম্মাস্য ব্রত শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে এমন নহে, একদণ্ডী জ্ঞানিগণ ও ত্রিদণ্ডী ভক্তগণের জন্যও উক্ত ব্রত ধারণের বিধান রহিয়াছে। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থী ও সন্ন্যাসী এই চারিপ্রকার আশ্রমীর পক্ষেই চাতুর্ম্মাস্য ব্রত গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। ফলকামী কর্ম্মী ও নিষ্কাম ভক্ত উভয়ের মধ্যে ব্রতপালনে আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ায় কিছু পার্থক্য থাকিলেও ব্রতের সম্মান সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বী মাত্রই করিয়া থাকেন। কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত ত্রিবিধ সম্প্রদায়েই চাতুর্ম্মাস্যকালে ভোগত্যাগের কঠোরতা সমানভাবে আদৃত হইলেও সাধক ভক্তগণের ব্রত ধারণের মুখ্য উদ্দেশ্য সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে ভক্ত ও ভগবানের সেবায় আত্মনিয়োগ করা, তাঁহারা কর্ম্মিগণের ন্যায় লৌকিক ও পারত্রিক ফলের আকাঙ্ক্ষায় কিংবা জ্ঞানিগণের ন্যায় মোক্ষলাভের আশায় ব্রত ধারণ করেন না।

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্যে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে শ্রীব্যেঙ্কটভট্টের গৃহে চাতুর্ম্মাস্যকালে চারিমাসকাল অবস্থান করিয়াছিলেন এবং শ্রীক্ষেত্রেও চাতুর্ম্মাস্যকালে ভক্তগণের সঙ্গে কৃষ্ণকথায় দিনাতিপাত করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু লিখিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।

"এই মত মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে।
চাতুর্ম্মাস্য গোঙাইলা কৃষ্ণকথারঙ্গে॥"

যিনি চারিমাসকাল নিয়মসেবা পালন করিতে অসমর্থ, তিনি গৃহস্থই হউন অথবা ত্যক্তাশ্রমীই হউন, তাহার পক্ষে কেবল ঊর্জ্জাবিধি বা কার্ত্তিক মাসে নিয়মসেবা যাহা চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম পালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ভক্তগণ কেহ কেহ চাতুর্ম্মাস্য ব্রত গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়া কেবল দামোদর ব্রত গ্রহণ করেন, তাহা দেখিয়া ইহা বুঝিতে হইবে না যে ভক্তগণের জন্য চাতুর্ম্মাস্য বিধানের আবশ্যকতা নাই। চাতুর্ম্মাস্য ব্রত ধারণে অসমর্থের পক্ষে মাত্র উক্তপ্রকার ন্যূনকল্পে একমাসকাল ব্রতধারণের অনুকল্প বিধি দেওয়া হইয়াছে।

চাতুর্ম্মাস্যের কাল নির্ণয় সম্বন্ধে বরাহ পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে,—

"আষাঢ় শুক্লদ্বাদশ্যাং পৌর্ণমাস্যামথাপি বা।
চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতারম্ভং কুর্য্যাৎ কর্কট-সংক্রমে॥
অভাবে তু তুলার্কেঽপি মন্ত্রেণ নিয়মং ব্রতী।
কার্ত্তিকে শুক্লদ্বাদশ্যাং বিধিবত্তৎ সমাপয়েৎ॥"

আষাঢ় মাসে শুক্লা দ্বাদশী হইতে কার্ত্তিকের শুক্লাদ্বাদশী পর্য্যন্ত, অথবা আষাঢ়-পূর্ণিমা হইতে কার্ত্তিক পূর্ণিমা, অথবা কর্কট সংক্রান্তি অর্থাৎ সৌর-শ্রাবণ হইতে সৌর-কার্ত্তিক-শেষ পর্য্যন্ত চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের কাল। যাহারা চারিমাস-কাল চাতুর্ম্মাস্য ব্রত ধারণে অসমর্থ হইবেন, তাহারা নিয়ম-সেবা পালনপর হইয়া কার্ত্তিক মাসে স্বীয় মন্ত্রজপাদির দ্বারা বিধিপূর্ব্বক ব্রত গ্রহণ করিবেন।

"একাদশ্যান্তু গৃহ্লীয়াৎ সংক্রান্তৌ কর্কটস্য তু।
আষাঢ্যাং বা নরো ভক্ত্যা চাতুর্ম্মাস্যোদিতং ব্রতম্॥"
—হরিভক্তিবিলাসে উদ্ধৃত সনৎকুমার বাক্য

'ভক্তিমান্ হইয়া শয়নৈকাদশী বা কর্কটসংক্রান্তি অথবা আষাঢ়ী পৌর্ণমাসীতে চাতুর্ম্মাস্য ব্রত ধারণ করাই মানবের কর্ত্তব্য।'

চাতুর্ম্মাস্য ব্রত পালনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ভবিষ্য-পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

'যো বিনা নিয়মং মর্ত্ত্যো ব্রতং বা জপ্যমেব বা।
চাতুর্ম্মাস্য নয়েন্মূর্খো জীবন্নপি মৃতো হি সঃ।'

'নিয়ম বা ব্রত অথবা জপ ব্যতীত চাতুর্ম্মাস্য যাপন করিলে জীবিতাবস্থাতেও সেই মূর্খকে মৃততুল্য জানিবে।'

চাতুর্ম্মাস্য ব্রত পালনের কঠোর নিয়ম শাস্ত্রে ব্যবস্থাপিত আছে। ন্যূনপক্ষে সাধকগণের কর্ত্তব্য পটোল, সীম, বেগুণ, লাউ, বরবটী, কলমী শাক, পুঁইশাক, মাষকলাই চারিমাসের জন্যই বর্জ্জন করা। 'রুচ্যং তত্তৎকাল-লভ্যং ফলমূলাদি বর্জ্জয়েৎ।' কালোচিত ফল-মূল যাহার আস্বাদনে জীবের লোভ হয় এবং হরিবিস্মৃতি ঘটে, তাহা প্রচুর পরিমাণে সেবা করিলে জড় বস্তুতে অতিরিক্ত অভিনিবেশ হয়, এজন্য চাতুর্ম্মাস্যে রুচিকর খাদ্য বর্জ্জন করিয়া সর্ব্বক্ষণ হরি-কীর্ত্তন কর্ত্তব্য। এতদ্ব্যতীত শ্রাবণ-মাসে শাক, ভাদ্রমাসে দধি, আশ্বিনে দুগ্ধ ও কার্ত্তিকে আমিষ বর্জ্জনীয়।

'শ্রাবণে বর্জ্জয়েচ্ছাকং দধি ভাদ্রপদে তথা।
দুগ্ধমাশ্বযুজে মাসি কার্ত্তিকে চামিষং ত্যজেৎ॥'

—স্কন্দপুরাণ

কার্ত্তিক মাসে যে আমিষ বর্জ্জনের কথা বিহিত হইয়াছে, তাহার অর্থ ইহা নহে যে অন্য তিন মাসে আমিষ অর্থাৎ অমেধ্য (মৎস্যমাংসাদি) ভক্ষণ করা যাইতে পারে। কারণ চারিমাসকাল যখন সামান্য রুচিকর দ্রব্য গ্রহণই নিষিদ্ধ হইয়াছে, তখন অমেধ্য ভক্ষণ নিষিদ্ধ হয় নাই উহা অনুমান করা ভুল হইবে। বিশেষতো বৈষ্ণবগণ সর্ব্বদাই বিষ্ণুর প্রসাদ ব্যতীত অন্য কিছুই গ্রহণ করেন না, সুতরাং তাঁহাদের সম্বন্ধে এই প্রশ্ন সম্পূর্ণ নিরর্থক। 'আমিষ' শব্দের অর্থ এখানে 'ভোগ্যবস্তু' বা 'লোভনীয় বস্তু' বুঝিতে হইবে। এজন্য কার্ত্তিক ব্রতে ভোগ্যবস্তু বর্জ্জন সম্বন্ধে অধিক কঠোরতা অবলম্বিত হইতে দেখা যায়। কার্ত্তিক মাসে তৈলাদি ভক্ষণ ও মর্দ্দন পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ। জীবনধারণের জন্য অনেকে কার্ত্তিক ব্রতে চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয় চারি রস বর্জ্জনের অভিপ্রায়ে কেবলমাত্র সিদ্ধ অন্ন (আতপ তণ্ডুল) গ্রহণ করিয়া থাকেন, কেহ কেহ অবশ্য ঘৃত পক্ব ব্যঞ্জনাদিও গ্রহণ করেন।

'চাতুর্ম্মাস্যকালে সম্ভব হইলে ব্রতী একবার মাত্র প্রসাদ পাইবেন, প্রত্যহ স্নান করিবেন, হরিনিষ্ঠ হইবেন ও চারিমাস হরির অর্চ্চন করিবেন। হরি-শয়নকালে বিলাস শয্যাদি গ্রহণ নিষিদ্ধ, ভূমিশায়ী হওয়াই শ্রেয়ঃ।' হরি-শয়নে নখ-লোমাদির ক্ষৌরকার্য্য করিতে নাই। ক্ষৌরকার্য্যে ভদ্রতা বা বিলাসিতা আসিয়া উপস্থিত হয়।

যাহারা শারীরিক অপটুতা নিবন্ধন বা ব্যাধির নিমিত্ত আহারের ও অন্যান্য নিয়মগুলি কঠোরভাবে যথাযথ পালন করিতে পারিবেন না, তাহারা ন্যূনকল্পে প্রত্যহ একলক্ষ হরিনাম ও শ্রীভগবৎ কথা শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি যত্নের সহিত নিয়মিতভাবে করিবেন। ভক্তিপথে চাতুর্ম্মাস্যকালে শ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণব সেবা বিশেষভাবে করণীয়।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষের নির্দ্দেশক্রমে কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে ৮ শ্রাবণ, ২৪ জুলাই সোমবার শ্রীশয়নৈকাদশী তিথিবরা হইতে চাতুর্ম্মাস্য ব্রত পালন আরম্ভ হইয়াছে।

দুই বন্ধু

অদ্বৈতদাস—ভাই দিগম্বর আমার সম্প্রতি মনে হইতেছে বৈষ্ণবরাই প্রকৃত সভ্য।

দিগম্বর—হ্যাঁ হ্যাঁ জানা আছে তোমরা কি প্রকার সভ্য। 'তোমরা অন্য সমাজে যাওনা ; অত্যন্ত অসামাজিক ব্যবহার কর, মিষ্ট কথায় লোকরঞ্জন যে কি বস্তু, তাহা বৈষ্ণবেরা কখনই শিক্ষা করিলেন না ; লোক দেখিলেই বলিয়া থাকেন, হরিনাম কর ; কেন আর কি কোন সভ্য কথাবার্ত্তা নাই ? তোমাদের পরিচ্ছদ দেখিলে কেহ সহসা সভায় বসিতে দেয় না, মাথায় চৈতন্য ফক্কা, গলায় ঝুড়িকতক মালা, নেংটিপরা —এই ত পরিচ্ছদ ! খাওয়া কেবল শাক আর কচু ! তোমাদে কিছুই সভ্যতা নাই।'

অদ্বৈতদাস—'ভাই, যদি ক্রোধ না কর, তবে কিছু বলি।'

দিগম্বর—'তুমি আমার বাল্যবন্ধু ; তোমার জন্য আমি জীবন দিতে পারি ; তোমার একটা কথা কি সহিতে পারিব না ? আমরা সভ্যতা ভালবাসি, ক্রোধ হইলেও আমরা মুখে মিষ্ট থাকি ; ভিতরের ভাব যত গোপন রাখিতে পারা যায়, সভ্যতা ততই বৃদ্ধি হয়।'

অদ্বৈতদাস –'মনুষ্যজীবন অল্পদিন, তাহাতে আবার উপদ্রব অনেক ; এই স্বল্পজীবনের মধ্যে সরলতার সহিত হরিভজনই কর্ত্তব্য। সভ্যতা শিক্ষা করা কেবল আত্মবঞ্চনা। আমরা জানি, 'শঠতার' অন্য নাম 'সভ্যতা'। মনুষ্যজীবন যতদিন সত্যপথে থাকে, ততদিন সরল থাকে ; যখন অধিকতর অসত্য ব্যবহার স্বীকার করে, তখনই ভিতরে শঠ ও কুকার্য্য-রত হইয়া বাহিরে মিষ্ট বাক্যে লোকরঞ্জন করিয়া সভ্য হইতে চায়। সভ্যতা বলিয়া কোন গুণ নাই, সত্য ব্যবহার ও সরলতাই গুণ। ভিতরের দুষ্টতা আচ্ছাদন করিবার যে প্রথা, তাহারই বর্ত্তমান নাম 'সভ্যতা'। 'সভ্যতা' শব্দের অর্থ সভায় বসিবার যোগ্যতা—তাহা সরল ভদ্রতা। তোমরা ক্রমশঃ 'শঠতাকে'ই সভ্যতা বলিতেছ। বস্তুত সভ্যতা যখন নিষ্পাপ, তখন তাহা বৈষ্ণবদের মধ্যেই থাকে।'

—o—

কৃষ্ণনগর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে

শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ও শ্রীরথযাত্রা মহোৎসব।

পাঁচদিনব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান।

বিগত ১৬ই মাঘ, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ, ৩০শে জানুয়ারী ১৯৬০খৃষ্টাব্দ শনিবার নদীয়া জেলার প্রধান সহর কৃষ্ণনগরস্থ গোয়াড়ীবাজারে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নূতন শাখা প্রচার-কেন্দ্র শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যার্চ্চা শ্রীগিরিধারী ও শ্রীশালগ্রাম সেবা-প্রকটমুখে প্রথম প্রকাশিত হন। উক্ত শুভারম্ভা-নুষ্ঠানোপলক্ষে স্থানীয় টাউন হলে ১৭ই মাঘ, ৩১শে জানুয়ারী ও ১৮ই মাঘ, ১লা ফেব্রুয়ারী দুইটী বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। তৎপর ৭ই চৈত্র, ১৩৬৬, ২১শে মার্চ্চ, ১৯৬০ সোমবার হইতে ৯ই চৈত্র, ২৩শে মার্চ্চ বুধবার পর্য্যন্ত স্থানীয় এ, ভি, স্কুলে তিনদিবসব্যাপী এবং ১০ই চৈত্র, ২৪শে মার্চ্চ বৃহস্পতিবার হইতে ১৬ই চৈত্র, ৩০শে মার্চ্চ বুধবার পর্য্যন্ত সপ্তাহব্যাপী প্রত্যহ সন্ধ্যা ৬-৩০ টার স্থানীয় দুর্গাবাড়ী গেটরোডে বিরাট ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়। উহাতে নবদ্বীপ শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, দিল্লী শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ, শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, কাঁথি শ্রীভাগবত মঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, মথুরা শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ, দমদমস্থ শ্রীচৈতন্য মঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌধ আশ্রম মহারাজ প্রমুখ ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে আগত বিশিষ্ট ত্রিদণ্ডী যতিগণ এবং শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ অভিভাষণ প্রদান করেন। ১৩ই চৈত্র, ২৭শে মার্চ্চ রবিবার কৃষ্ণনগর সহরের প্রধান প্রধান রাজপথ দিয়া বিরাট নগর সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হয়। শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজের ভজন কীর্ত্তন ও

শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারীর উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্ত্তন ভক্তগণের উল্লাস বর্দ্ধন করে।

পূর্ব্বাহ্নে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ মহাভিষেক, হোম, প্রস্থানত্রয়পারায়ণ ও শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন সহযোগে শ্রীবিগ্রহগণের
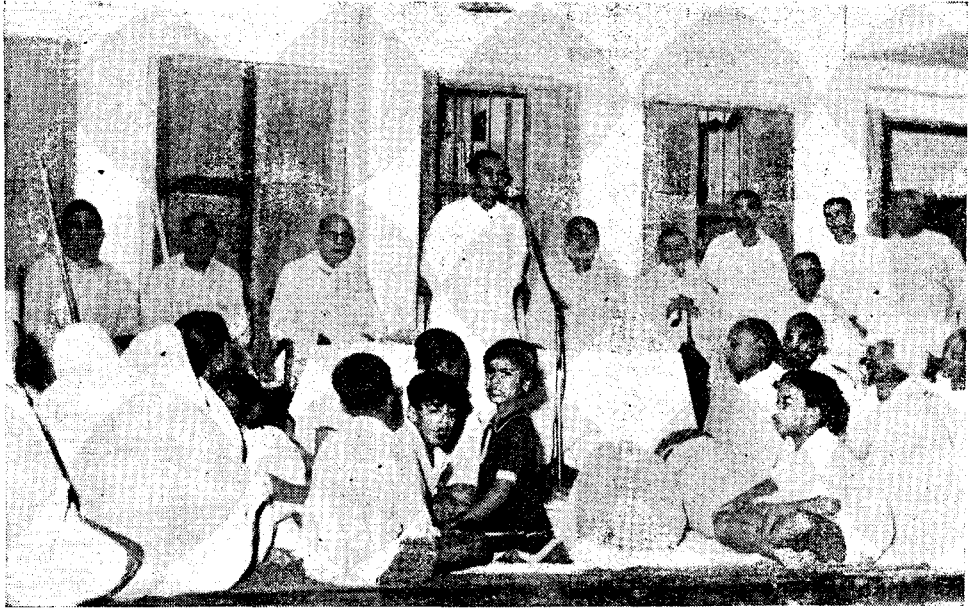
দুর্গাবাড়ীতে ধর্ম্মসভার তৃতীয় অধিবেশন
(২৬ মার্চ্চ শনিবার)
সভাপতি মহোদয় অধ্যাপক ডাঃ নীরদবরণ চক্রবর্ত্তী (দণ্ডায়মান), তাঁহার দক্ষিণপার্শ্বে উপবিষ্ট শ্রীমৎ গোস্বামী মহারাজ, শ্রীমৎ যাযাবর মহারাজ, শ্রীমৎ আশ্রম মহরাজ ও বামপার্শ্বে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ শ্রীমৎ মাধব মহারাজ, শ্রীমৎ শ্রীধর মহারাজ ও শ্রীমৎ গিরি মহারাজ।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষের-সেবা নিয়ামকত্বে কৃষ্ণনগর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে সম্প্রতি শ্রীগৌরাঙ্গ-শ্রীরাধা-গোপীনাথ নব শ্রীবিগ্রহগণ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ২৭শে আষাঢ়, ১২ই জুলাই বুধবার হইতে ৩১শে আষাঢ়, ১৬ই জুলাই রবিবার পর্য্যন্ত পাঁচ দিবসব্যাপী বিরাট ধর্ম্মানুষ্ঠান মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়। উড়িষ্যা হইতে আগত প্রাচীন সন্ন্যাসী ও শ্রীচৈতন্য সারস্বত আশ্রমের অধ্যক্ষ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজের মুখ্য নেতৃত্বে ও বর্দ্ধমান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠের অধ্যক্ষ শ্রীমদ্ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজের সহায়তায় ২৮শে আষাঢ়, ১৩ই জুলাই বৃহস্পতিবার প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পন্ন করেন। উক্ত দিবস মঠে সহস্র সহস্র দর্শনার্থী নরনারীর ভীড় হয় এবং সমস্ত দিবসব্যাপী মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসব হয়। সহরের বাহির হইতে নদীয়া, ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর প্রভৃতি বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে ও কলিকাতা হইতে বহু সংখ্যক নরনারী উৎসবে যোগদান করেন। ২৯শে আষাঢ়, ১৪ই জুলাই শুক্রবার শ্রীরথযাত্রাবাসরে শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে বিরাট সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহযোগে ভক্তগণের দ্বারা আকর্ষিত হইয়া কৃষ্ণনগরের প্রধান প্রধান রাজপথ পরিভ্রমণ করেন।

২৭শে আষাঢ়, ১২ই জুলাই বুধবার হইতে ৩১শে

আষাঢ়, ১৬ই জুলাই রবিবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ স্থানীয় গেট রোডস্থ দুর্গাবাড়ীর সুপ্রশস্ত হলে রাত্রি ৭-৩০ ঘটিকায় পাঁচটী ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। রায়বাহাদুর শ্রীনারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, নদীয়া জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীসমীরেন্দ্র নাথ সিংহরায়, কৃষ্ণনগর গভর্ণমেণ্ট কলেজের অধ্যাপক শ্রীশশীভূষণ দাস, এম্-এ বিভিন্ন দিনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। নদীয়া পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীনীহাররঞ্জন বসু শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠাবাসরে ধর্ম্মসভার দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজ, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ, শ্রীমঠের সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণবল্লভ ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, ভক্তিশাস্ত্রী, সাহিত্যবিনোদ সভায় বক্তৃতা করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌধ আশ্রম মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ শান্ত-মহারাজ উৎসবানুষ্ঠানে ও সভায় যোগদান করেন। 'শ্রীগীতার উপদেশ', 'শ্রীবিগ্রহসেবার আবশ্যকতা', 'জীবদুঃখের কারণ ও তৎপ্রতিকার', 'ধর্ম্ম ও নীতি', 'শ্রীচৈতন্যদেব ও প্রেমভক্তি' প্রভৃতি নির্দ্ধারিত বক্তব্যবিষয়গুলি সম্বন্ধে সভাপতি মহোদয়গণ, প্রধান অতিথি মহোদয় ও বক্তৃমহোদয়গণের শ্রীমুখ হইতে সারগর্ভ ভাষণ শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন। শ্রীললিতাচরণ ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীউপনন্দ ব্রহ্মচারীর সুললিত পদাবলী কীর্ত্তন বিশেষ চিত্তাকর্ষক হয়।

পাঁচ দিবসব্যাপী ধর্ম্মসভার উপসংহারে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ কৃষ্ণনগরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা অনুশীলন ও বিস্তারের জন্য শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের একটী শাখা প্রচারকেন্দ্র প্রকাশের উদ্দেশ্যে স্বধামগত শ্রীযোগেন্দ্র নাথ কুণ্ডু মহোদয়ের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী করুণাময়ী কুণ্ডু নিজ বাসভবন দান করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ সেবায় যে সর্ব্বতো-ভাবে আত্মনিয়োগ আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহার সৌভাগ্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং করুণাময় শ্রীগৌরহরির শ্রীপাদপদ্মে তাঁহার নিত্য কল্যাণ কামনা করেন। অতঃপর তিনি শ্রীবিগ্রহ প্রাকট্য সেবায় বিশেষভাবে সেবানুকূল্যকারী

উড়িষ্যা শ্রীচৈতন্য সারস্বত আশ্রমের অধ্যক্ষ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ।

স্থানীয় সজ্জনবর শ্রীতারাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীনন্দরাণী কুণ্ডু মহোদয়াকে এবং শ্রীবিগ্রহগণের সিংহাসন নির্ম্মাণ সেবায় আনুকূল্যের দরুণ ধানবাদনিবাসী শ্রী আর্, এন্ গণোরিওয়ালা মহোদয়কে ধন্যবাদ প্রদান করেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর বিমল প্রেমধর্ম্মের বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে শ্রীবিজয় কুমার দাস মহাশয়কে তাঁহার দুর্গাবাড়ীতে সভার কার্য্য সুসম্পন্ন করার সুব্যবস্থার জন্য ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে আন্তরিক সহানুভূতির জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। এতদ্ব্যতীত মহোৎসবে আনুকূল্যকারী সকল সজ্জনগণের এবং প্রসাদ পরিবেশনে ও রথযাত্রায় সাহায্যকারী গোয়াড়ীবাজারস্থ স্বেচ্ছাসেবকগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

শ্রীমঠপ্রকাশ ও শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠাকার্য্যে শ্রীবীরেন্দ্র চন্দ্র মল্লিক ও শ্রীসঙ্কর্ষণ দাসাধিকারীর (শ্রীসন্তোষকুমার মল্লিকের) আপ্রাণ চেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহাদের নিষ্কপট সেবাচেষ্টার দ্বারা তাঁহারা শ্রীগুরুদেবের ও সাধুগণের প্রচুর আশীর্ব্বাদ-ভাজন হইয়াছেন।

উৎসব সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নারায়ণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীললিতাচরণ ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীসৌরীন্দ্র নাথ খাঁ, শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দাসাধিকারী, শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীমধুমঙ্গল ব্রহ্মচারী, শ্রীউপনন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীসুদামা ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনমোহন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীভগবান্ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপুলিনবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীতমালকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীকানাইলাল ব্রহ্মচারী (বর্দ্ধমান), শ্রীগোপাল চন্দ্র মল্লিক (রাণাঘাট) প্রভৃতির সেবাচেষ্টা উল্লেখযোগ্য।

হায়দরাবাদে শ্রীচৈতন্য বাণী প্রচার

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে দাক্ষিণাত্য উড়িপীর মঠাধীশ, কর্পোরেশনের মেয়র ও মার্কিন অধ্যাপকবৃন্দ ।

বিগত ২৮ আষাঢ়, ১৩৬৮, ১৩ জুলাই, ১৯৬১ বৃহস্পতিবার শ্রীগুণ্ডিচা মন্দির মার্জ্জন তিথিবাসরে হায়দরাবাদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে উৎসবানুষ্ঠানের আয়োজন হয়। শ্রীমঠ ও সভামণ্ডপটী পত্র পুষ্প ও বৈদ্যুতিক আলোকমালায় সুসজ্জিত করা হয়। উক্ত দিবস রাত্রি ৭ ঘটিকায় শ্রীমঠে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশনে হায়দরাবাদ কর্পোরেশনের মেয়র শ্রীডুসাজ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ের আচার্য্য উড়িপীর পেজাবরা মঠের মঠাধীশ শ্রীমৎ বিশ্বেশতীর্থ শ্রীপাদাঙ্গলাবারু সশিষ্য উক্ত ধর্ম্মসভায় যোগদান করেন। মঠাধীশ অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল সংস্কৃত ভাষায় ভাষণ প্রদান করেন, পরে হিন্দীতে উহা অনুবাদ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে বুঝাইয়া দেওয়া হয়। তিনি তাঁহার ভাষণে ভক্তির মহিমার কথা বলেন এবং শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের বিচারের সহিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিচারধারার বহুলাংশে ঐক্যের কথা উল্লেখ করেন। অতঃপর অন্ধ্রপ্রদেশের একাউণ্টেণ্ট জেনারেল শ্রী আর্ এন্ চ্যাটার্জ্জি মহোদয়ের শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমভক্তি সম্বন্ধে সারগর্ভ ভাষণ শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন। তৎপর শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠের সহ-সম্পাদক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, বি-এস্ সি ও শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ শর্ম্মা ভাষণ প্রদান করেন। মেয়র মিঃ ডুসাজ তাঁহার সভাপতির অভিভাষণে বলেন,—'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিমল প্রেমধর্ম্মের বাণী শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করিয়া আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেছি। এই প্রকার বাণী পূর্ব্বে শ্রবণের আমার কখনও সুযোগ হয় নাই। আমার মনে হইতেছে আমি গঙ্গাস্নান করিলাম, আমি ত্রিবেণীস্নান করিয়া যাইতেছি, আমি বাড়ী পৌঁছিলে আমার সংস্পর্শে আমার গৃহেরও পবিত্রতা সাধিত হইবে।' তিনি পুনঃ

পুনঃ শ্রোতৃবৃন্দকে লক্ষ্য করিয়া বলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী দক্ষিণ দেশে সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়া দরকার এবং শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শাখা প্রচারকেন্দ্র দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন স্থানে যাহাতে প্রকাশিত হয় তজ্জন্য সকলকে সহযোগিতা করিতে আহ্বান জানান।

অতঃপর ব্রহ্মচারিগণের ভজন কীর্ত্তন ও শ্রীনাম সংকীর্ত্তন অন্তে সভা সমাপ্ত হইলে সমবেত শ্রোতৃবৃন্দকে মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়।

সহ-সম্পাদক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারীর বিশেষ প্রযত্নে ও অক্লান্ত পরিশ্রমে উৎসব অনুষ্ঠানটী সাফল্যের সহিত সম্পন্ন হয়। শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি, শ্রীজগ্গা রেড্ডি, শ্রীআচ্ছেয়া রেড্ডি প্রভৃতি স্থানীয় সজ্জনগণের এবং পণ্ডিত শ্রীদীননাথ বনচারী, শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীজগন্নাথদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি মঠবাসী ব্রহ্মচারিগণের সেবাচেষ্টা প্রশংসনীয়।

ভারত-পর্য্যটনকারী মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা বিভাগের অধ্যাপক মিঃ মেল্‌ভিন্ লেভিসন্, ধর্ম্ম বিভাগের অধ্যাপক মিঃ রবার্ট মেকেল্‌সেন্, উইলসন কলেজের অধ্যাপক মিঃ হেভিয় এম্ বাক্, পোমোনা কলেজের অধ্যাপক মিঃ চার্লস্ এম্ লেস্‌লি, ভারমোণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মিঃ অলজণ্ট এল্ সেডলার্, কোলগেট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মিঃ হাণ্টিঙ্গটন্ টেরেল্, ইণ্টার আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মিঃ লোরিয়ান্ কেসি এবং হায়দরাবাদ ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ পি শ্রীনিবাসাচারী, এম্-এ, পি এইচ্-ডি ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী গত ৪ শ্রাবণ, ২০ জুলাই বৃহস্পতিবার শ্রীমঠ দর্শনে আগমন করেন। শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, বি-এস্‌সি তাঁহাদিগকে স্বাগত সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন এবং ব্রহ্মচারিগণ শ্রীগৌরবিহিত ভজন কীর্ত্তন ও শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারা তাঁহাদের চিত্ত বিনোদন করেন। অতঃপর অধ্যাপকবৃন্দের সহিত ব্রহ্মচারীজীর শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবদান ও শিক্ষার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা হয়। তিনি বলেন, 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীভগবৎপ্রেমকেই জীবের চরম সাধ্য বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন এবং শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনই উক্ত সাধ্য বস্তু প্রাপ্তির একমাত্র উপায়। প্রেমাবতারী শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীকৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারা পশু পক্ষী মনুষ্য নির্ব্বিশেষে সকলকেই শ্রীকৃষ্ণপ্রেম বন্যায় প্লাবিত করিয়াছিলেন। এইরূপ প্রেমের ঠাকুর পূর্ব্বে কখনও অবতীর্ণ হইতে দেখা যায় নাই। জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে নৃমাত্রেরই শ্রীকৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তনে অধিকার আছে। সুতরাং উহাদ্বারা বিশ্বের সকল মানব এক নির্ম্মল প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারে।'

অতঃপর অধ্যাপকবৃন্দকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থ উপহার দিয়া ও শ্রীভগবৎপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান ও প্রচার-বার্ত্তা

শ্রীমায়াপুর, ঈশোদ্যান :—কৃষ্ণনগর মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে পাঁচ দিবসব্যাপী ধর্ম্মসভা ও মহোৎসবানুষ্ঠান অন্তে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ ১ শ্রাবণ, ১৭ জুলাই সোমবার ও ২ শ্রাবণ, ১৮ জুলাই মঙ্গলবার শ্রীমঠে অনুষ্ঠিত আরও দুইটী বিশেষ ধর্ম্মসভায় অভিভাষণ প্রদান করেন। তৎপর তিনি ৩ শ্রাবণ, ১৯ জুলাই বুধবার প্রাতে ব্রহ্মচারিগণ সমভিব্যাহারে কৃষ্ণনগর হইতে শুভযাত্রা করিয়া শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় করেন।

কলিকাতা :—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ কতিপয় ব্রহ্মচারিগণসহ ৪ শ্রাবণ, ২০ জুলাই বৃহস্পতিবার শ্রীধাম

মায়াপুর ঈশোদ্যান হইতে ৩৭এ, সতীশ মুখার্জ্জী রোডস্থ কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় করিয়া শ্রীমঠে ও কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা ও ভাষণ প্রদান করিতেছেন।

হায়দরাবাদ ঃ—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ সংকীর্ত্তন-পার্টিসহ আগামী ১৪ শ্রাবণ, ৩০ জুলাই রবিবার হায়দরাবাদ শুভযাত্রা করিবেন। তিনি তথায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে (পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ-২, অন্ধ্র প্রদেশ) ন্যূনাধিক পক্ষকাল অবস্থান করিবেন।

শ্রীগুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন ও শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা ঃ—২৮ আষাঢ়, ১৩ জুলাই বৃহস্পতিবার পুরীধামে শ্রীগুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন ও ২৯ আষাঢ়, ১৪ জুলাই শুক্রবার শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে ও ভারতব্যাপী তৎশাখামঠসমূহে সংকীর্ত্তন মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ হইতে শ্রীগুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন ও শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা প্রসঙ্গ পাঠ হয়।

['জগদ্গুরু মহাপ্রভু এই গুণ্ডিচা-মার্জ্জনলীলার দ্বারা এই শিক্ষা দিতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণকে যদি কোন সৌভাগ্যবান্ জীব স্বীয় হৃদয়-সিংহাসনে বসাইতে ইচ্ছা করেন, তবে সর্ব্বাগ্রে তাঁহার হৃদয়ের মল ধৌত করা উচিত, হৃদয়টীকে নির্ম্মল, শান্ত ও ভক্ত্যুজ্জ্বল করা আবশ্যক। হৃদয়ক্ষেত্রে কণ্টকপূর্ণ তৃণ বা আগাছা, ধূলি ও কঙ্করাদিরূপ অনর্থ কিছুমাত্র থাকিলেও পরমসেব্য ভগবান্‌কে বসান যায় না। হৃদয়ের ঐ মল বা আবর্জ্জনাগুলি অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগচেষ্টাদি ব্যতীত আর কিছুই নয়।' শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং আচরণমুখে উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিয়া সাধকগণকে হৃদয়মার্জ্জন করতঃ স্বরাট্ কৃষ্ণের স্বচ্ছন্দ বিহারস্থল করিবার জন্য শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীজগন্নাথদেব স্নানযাত্রার পর এক পক্ষকাল নিভৃতে থাকেন, তাহাকে অনবসর কাল বলে, তৎপর তিনি লক্ষ্মীর অনুমতি লইয়া রথে গমন করিয়া থাকেন। শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলদেব ও শ্রীসুভদ্রা পাণ্ডুবিজয়ের সহিত রথারূঢ় হইলে ভক্তগণের দ্বারা আকর্ষিত হইয়া শ্রীনীলাচল হইতে সুন্দরাচলে (শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরে) গমন করেন। 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভাব এই যে, ব্রজেন্দ্রনন্দন গোকুলবাসিনীদিগকে ত্যাগ করিয়া পৌরলীলায় মত্ত হইয়াছিলেন, পরে কুরুক্ষেত্রমিলনে তাঁহাদের সঙ্গ লাভ করেন। এস্থলে, ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপ শ্রীজগন্নাথদেবকে রাধাভাবসুবলিত শ্রীগৌরসুন্দর ঐশ্বর্য্য-লীলাক্ষেত্র শ্রীক্ষেত্র নীলাচল হইতে মাধুর্য্যলীলাভূমি গুণ্ডিচার (বৃন্দাবন) দিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতেছেন।']

শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ঃ—২৭ আষাঢ়, ১২ জুলাই বুধবার শ্রীগৌরশক্তি শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ও বর্ত্তমানযুগে শুদ্ধভক্তিমন্দাকিনী-প্রবাহের মূল পুরুষ সুপ্রসিদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব উপলক্ষে শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও তৎশাখামঠসমূহে তাঁহাদের পূত চরিত্র ও শিক্ষা কীর্ত্তন-মুখে সংকীর্ত্তন মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

সম্পাদকীয়

জনকল্যাণ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের প্রচারকবৃন্দ শ্রীচৈতন্যবাণীর সন্দেশ লইয়া গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগকে বিবিধ প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হয়, তন্মধ্যে একটী প্রশ্নবাণের দ্বারা তাঁহারা প্রায়শঃই আক্রান্ত হন—'শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠকে যে আমরা সাহায্য করিব তাঁহারা জন-হিতকর কার্য্য কি করিতেছেন ? অন্ন-বস্ত্রাভাবে ও বন্যাদির দ্বারা প্রপিড়ীত দুঃস্থ জনগণের ত্রাণের জন্য কি সেবা করিতেছেন, ব্যাধিক্লিষ্ট জনগণের সুচিকিৎসার কি ব্যবস্থা করিয়াছেন ? কেবল হরিনাম-প্রেম বিলাইলেই কি জনগণের অভাব অনটন দুঃখদৈন্য দূর হইবে, সমস্যার সমাধান হইবে ?'

সুবিবেচক সহৃদয় সজ্জনগণকে উপরোক্ত প্রশ্নের জবাবে আমাদের বক্তব্য-বিষয়টী বিশেষ প্রণিধানের সহিত ও গভীরভাবে চিন্তা করিতে অনুরোধ করিতেছি। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমভক্তি-শিক্ষা অনুশীলন ও বিস্তারের উদ্দেশ্যে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ বা তৎশাখামঠসমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এক একটী প্রতিষ্ঠান এক একটী উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন। প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়ার মূল উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য না করিলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতি অবিচার করা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে সাহিত্যচর্চ্চার উদ্দেশ্যে যে প্রতিষ্ঠান খোলা হইয়াছে, সেই প্রতিষ্ঠানকে যদি আমরা বিজ্ঞান-চর্চ্চা, দেহ-চর্চ্চা, সঙ্গীত-চর্চ্চা ইত্যাদি শিক্ষার কেন ব্যবস্থা নাই বলি ও আক্রমণ করি উহা যেমন চরম নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক হয়, ইহাও তদ্রূপ। কোন প্রতিষ্ঠান উহার মূল উদ্দেশ্য বা আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইলে যে উদ্দেশ্যে উহা স্থাপিত হইয়াছিল উহা নষ্ট হইয়া যায়। এজন্য সকল প্রতিষ্ঠানকে সকল কার্য্যে নিয়োগের প্রচেষ্টা মূঢ়তা মাত্র। তবে একটী প্রশ্ন তাঁহারা এখানে করিতে পারেন যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু জীব-কল্যাণের জন্য যে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন তাহাতে তাঁহারা একমত নহেন, উহাকে তাঁহারা প্রকৃত কল্যাণকর কার্য্য বলিয়া মনে করেন না। এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষার কথা এখানে বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নয়, তবে আমাদের 'শ্রীচৈতন্য বাণী' মাসিক পত্রিকায় তাহার শিক্ষা সম্বন্ধে প্রতি মাসেই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেছে ও হইবে, তাহা মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে পাঠকগণ তাঁহার শিক্ষার মহিমা ও তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিবেন আশা করি। সঙ্ক্ষেপতঃ বলিতেছি, জীবের স্বরূপ নির্ণয়ের উপর প্রয়োজন বিচার নির্ভর করে এবং প্রয়োজন বিচারের উপর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ধর্ম্মাধর্ম্ম ইত্যাদি নির্ভর করে। যাঁহারা স্থূল শরীরকে ব্যক্তি মনে করেন, তাঁহারা স্থূল শরীরের প্রয়োজনকে মুখ্য প্রয়োজন মনে করিয়া অন্ন বস্ত্রের সমাধান বা শারীরিক সৌখ্যাদির প্রতি অধিক মনোনিবেশ করেন এবং অপর মনুষ্যগণের শারীরিক কল্যাণবিধানে যত্নবান্ হন; অবশ্য এই স্বার্থপর জগতে বিশেষতো বর্ত্তমান কলিযুগে সেইরূপ শরীরসম্বন্ধীয় পরোপকারী ব্যক্তিও পাওয়া দুর্ল্লভ, তথাকথিত জনকল্যাণকামী অভিমানী ব্যক্তি অনেক সময়ে জনগণের রক্ষকের বেশে ভক্ষক হইতে দেখা যায়। যাঁহারা মনোময় সূক্ষ্ম শরীরকে ব্যক্তি মনে করেন, তাঁহারা বিদ্যানুশীলনকেই প্রাধান্য দেন এবং শারীরিক কৃচ্ছ্রতা স্বীকার করিয়াও, এমন কি প্রয়োজন হইলে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াও জ্ঞানার্জ্জনে ব্রতী হন, শরীর-রক্ষা তাঁহারা গৌণভাবে বিদ্যার্জ্জনের অনুকূলে করেন এবং অপর মনুষ্যগণকে জ্ঞানার্জ্জনে প্রবুদ্ধ করিয়া থাকেন। তদ্রূপ আত্মস্থ ব্যক্তিগণ স্থূল-সূক্ষ্মদেহদ্বয়ের অতিরিক্ত তাহাদের কারণরূপে অবস্থিত শুদ্ধ জ্ঞানময় পদার্থ আত্মাকে ব্যক্তি বলিয়া জানেন এবং আত্মা বা জ্ঞানসত্তা ব্যতীত দেহমনের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না, উহারা আত্মাপেক্ষী এইরূপ জানেন। সুতরাং আত্মার প্রয়োজন পরমাত্মানুশীলনে তাঁহারা মুখ্যভাবে ব্রতী হন এবং আত্মানুশীলনের অনুকূলে গৌণভাবে স্থূল শরীরের প্রয়োজনীয় অন্ন-বস্ত্রাদি সরবরাহ করেন ও সূক্ষ্মদেহ বা মনাদির প্রয়োজনীয় প্রাকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞানাদির চর্চ্চা করিয়া থাকেন। তাঁহারা জন্ম-মৃত্যু ব্যাধি হইতে সম্যকপ্রকারে নির্ম্মুক্তি ও নিত্য বাস্তব কল্যাণ লাভের জন্য স্বয়ং আত্মানুশীলন করেন এবং জনগণকেও তদ্বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করিবার যত্ন করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু অনন্ত অণু জীবচৈতন্যের কারণরূপে অখণ্ড বা পূর্ণ চৈতন্য বস্তু শ্রীভগবানকে এবং শ্রীভগবানের সর্ব্বাকর্ষক মাধুর্য্য লীলাময়স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে চরম তত্ত্ব বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন এবং জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে বলিয়াছেন উহা শ্রীকৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ও তাঁহার নিত্য দাস। শ্রীকৃষ্ণ বিস্মৃতিই জীবের দুঃখের কারণ। শ্রীকৃষ্ণ বিস্মৃত হইয়া জীব কাঙ্গালের ন্যায় জাগতিক সুখ দুঃখের দ্বারা নিষ্পেষিত হইয়া কর্ম্মচক্রে ভ্রমণ করিতেছে। জীব-দুঃখকাতর ঔদার্য্যলীলাময় বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু তাই 'কৃষ্ণ, কৃষ্ণ' বলিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে সকল প্রাণিকে কৃষ্ণান্বেষণ স্পৃহায় উদ্বুদ্ধ করিয়া পশু পক্ষী বৃক্ষলতা মনুষ্য নির্ব্বিশেষে সকলকে কৃষ্ণপ্রেমবন্যায় প্লাবিত করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগত ভক্তগণও তাঁহাদের প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের আজ্ঞাক্রমে তাই গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে যান এই ভিক্ষা চাইতে—"প্রভুর কৃপায় ভাই মাগি এই ভিক্ষা। বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণশিক্ষা॥"

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৭এ, সতীশ মুখার্জ্জি রোড
কলিকাতা-২৬

২৯ বামন, ৪৭৫ শ্রীগৌরাব্দ ;
১১ শ্রাবণ, ১৩৬৮ ; ২৭ জুলাই, ১৯৬১ ।

বিপুল সম্মান পুরঃসর নিবেদন,—

শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রিয় পার্ষদ ও অধস্তন এবং শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও তৎশাখামঠসমূহের অধ্যক্ষ **পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের** সেবানিয়ামকত্বে **শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলন-যাত্রা, শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী, শ্রীরাধাষ্টমী** প্রভৃতি বিবিধ উৎসবানুষ্ঠান উপলক্ষে আগামী ২৬ শ্রীধর, ৫ ভাদ্র, ২২ আগষ্ট মঙ্গলবার হইতে ২৯ হৃষীকেশ, ৭ আশ্বিন, ২৪ সেপ্টেম্বর রবিবার পর্য্যন্ত মাসাধিকব্যাপী প্রাত্যহিক কৃত্য শ্রীবিগ্রহগণের সেবা-পূজাদি, প্রাতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা, অপরাহ্নে ইষ্টগোষ্ঠী এবং সন্ধ্যারাত্রিকান্তে কীর্ত্তন ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ব্যতীত পর পৃষ্ঠায় বর্ণিত উৎসব-পঞ্জী অনুযায়ী শ্রীহরিস্মরণ মহোৎসবাদি হইবে। এতদুপলক্ষে ভারতের নানা স্থান হইতে বিশিষ্ট মঠাধ্যক্ষগণ ও সাধু সজ্জনবৃন্দ শুভাগমন করিবেন।

৬ হৃষীকেশ, ১৫ ভাদ্র, ১ সেপ্টেম্বর শুক্রবার শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব অধিবাস বাসরে শ্রীমঠ হইতে অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় **নগর সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা** বাহির হইবে। শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উপলক্ষে ১৫ ভাদ্র, ১ সেপ্টেম্বর শুক্রবার হইতে ১৯ ভাদ্র, ৫ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় শ্রীমঠের সভামণ্ডপে **পাঁচটী বিরাট ধর্ম্মসভার অধিবেশন** হইবে।

মহাশয়, কৃপাপূর্ব্বক সবান্ধব উপরি উক্ত ভক্ত্যনুষ্ঠানসমূহে যোগদান করিলে পরমোৎসাহিত হইব।

ইতি।
নিবেদক—
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দ

দ্রষ্টব্য :—উৎসবোপলক্ষে কেহ ইচ্ছা করিলে সেবোপকরণ বা প্রণামী আদি শ্রীমঠের সম্পাদক শ্রীপাদ কৃষ্ণবল্লভ ব্রহ্মচারী, এম্‌-এ, বিদ্যানিধি, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ের নামে পাঠাইতে পারেন।

উৎসব-পঞ্জী

৫ ভাদ্র, ২২ আগষ্ট মঙ্গলবার **শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা আরম্ভ**। শ্রীএকাদশীর উপবাস। রাত্রি ৭-৩০টায় বিশেষ ধর্ম্মসভা।

৬ ভাদ্র, ২৩ আগষ্ট বুধবার—শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিত গোস্বামীর তিরোভাব। রাত্রি ৭-৩০টায় বক্তৃতা।

৯ ভাদ্র, ২৬ আগষ্ট শনিবার—**শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা সমাপ্তা। শ্রীশ্রীবলদেবাবির্ভাব পৌর্ণমাসীর** উপবাস। রাত্রি ৭-৩০টায় শ্রীবলদেব-তত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা।

১৫ ভদ্র, ১ সেপ্টেম্বর শুক্রবার—শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব অধিবাস। অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় **নগর সংকীর্ত্তন**। সন্ধ্যা ৭টায় পাঁচ দিবসব্যাপী **ধর্ম্মসভার প্রথম অধিবেশন**।

১৬ ভাদ্র, ২ সেপ্টেম্বর শনিবার—**শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ব্রতোপবাস**। সমস্ত দিবসব্যাপী শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ পারায়ণ। সন্ধ্যা ৭টায় **ধর্ম্মসভার দ্বিতীয় অধিবেশনে** শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা, রাত্রি ১১টার পরে ১২-৩০টা পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা-প্রসঙ্গ পাঠ, শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন, রাত্রি ১২টার পরে শ্রীকৃষ্ণের মহাভিষেক, পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিক।

১৭ ভাদ্র, ৩ সেপ্টেম্বর রবিবার—**শ্রীশ্রীনন্দোৎসব**। সর্ব্বসাধারণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ। সন্ধ্যা ৭টায় **ধর্ম্মসভার তৃতীয় অধিবেশন**।

১৮ ভাদ্র, ৪ সেপ্টেম্বর ও ১৯ ভাদ্র, ৫ সেপ্টেম্বর—সন্ধ্যা ৭টায় **ধর্ম্মসভার চতুর্থ ও পঞ্চম অধিবেশন**।

২০ ভাদ্র, ৬ সেপ্টেম্বর বুধবার—পক্ষবর্দ্ধিনী মহাদ্বাদশীর উপবাস।

২৯ ভাদ্র, ১৫ সেপ্টেম্বর শুক্রবার—শ্রীঅদ্বৈতপত্নী শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব।

৩১ ভাদ্র, ১৭ সেপ্টেম্বর রবিবার—শ্রীললিতাসপ্তমী।

১ আশ্বিন, ১৮ সেপ্টেম্বর সোমবার—**শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী**। রাত্রি ৭-৩০টায় শ্রীরাধা-তত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা।

৪ আশ্বিন, ২১ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার—পার্শ্বৈকাদশী ও বামনদ্বাদশীর উপবাস। শ্রীল জীব গোস্বামীর আবির্ভাব।

৫ আশ্বিন, ২২ সেপ্টেম্বর শুক্রবার—**শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব**। রাত্রি ৭-৩০টায় ঠাকুরের অবদান সম্বন্ধে বক্তৃতা।

৬ আশ্বিন, ২৩ সেপ্টেম্বর শনিবার—শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব। শ্রীঅনন্তচতুর্দ্দশী ব্রত। রাত্রি ৭-৩০টায় ঠাকুরের পূত চরিত্র সম্বন্ধে বক্তৃতা।

৭ আশ্বিন, ২৪ সেপ্টেম্বর রবিবার—শ্রীবিশ্বরূপ মহোৎসব।

নিয়মাবলী

১। প্রতি মাসে পূর্ণিমা তিথিতে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৪'৫০ (ভি, পি যোগে ৫৲), যান্মাসিক ২'২৫ (ভি, পি যোগে ২'৭৫), প্রতি সংখ্যা '৩৭। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে-কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। তৃতীয় সংখ্যা হইতে প্রাপ্তব্য। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন হইলে এবং কোন সংখ্যা ইংরাজী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৭এ, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা—২৬

ফোন—৪৬-৫৯০০

বিজ্ঞাপনের হার—

প্রতিবার ১ পৃষ্ঠা—৪০৲ (চল্লিশ টাকা), অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা ১ কলম—২২৲ (বাইশ টাকা), সিকি পৃষ্ঠা বা অর্দ্ধ কলম—১২৲ (বার টাকা), সিকি কলম—৭৲ (সাত টাকা), ⅛ কলম ৪৲ (চার টাকা)। দীর্ঘ কালের জন্য বিজ্ঞাপন দিলে ভিক্ষা স্বতন্ত্র। তাহা সাক্ষাদ্‌ভাবে অথবা পত্রদ্বারা জ্ঞাতব্য।

নিবেদক— কার্য্যাধ্যক্ষ

দক্ষিণ কলিকাতায় একমাত্র
নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত ফার্ণিচার
——বিক্রেতা——
দাস ব্রাদার্স এণ্ড কোং
৮৮।১এ, রাসবিহারী এভিনিউ
কলিকাতা-২৬
ফোন—৪৬-৩৮০১

আমাদের শো-রুমে চিত্তাকর্ষক বিভিন্ন সুন্দর সুন্দর ডিজাইনের চেয়ার, টেবিল, খাট, আলমারী ও কাঠের যাবতীয় ফার্ণিচার আছে। ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণকে পরিদর্শন ও যাচাই করিয়া লইতে সাদর আহ্বান জানান হইতেছে।

নিউ আর্ট ফার্ণিচার
১৫৫, রাসবিহারী এভিনিউ
কলিকাতা-২৯

আধুনিক কালোপযোগী ও রুচিসম্পন্ন বিভিন্ন ডিজাইনের কাঠের আলমারী, চেয়ার, টেবিল, খাট ইত্যাদি পাওয়া যায়। সজ্জনগণের সহযোগিতা একান্ত প্রার্থনীয়। দক্ষ কারিগর ও উপযুক্ত পর্য্যবেক্ষকের দ্বারা পরিচালিত। সততাই আমাদের প্রধান সম্বল।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ

কলিকাতা-২৬

বর্ত্তমান সভ্যতার তথাকথিত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সারা বিশ্বে নিরীশ্বরবাদ, দুর্নীতি ও অধর্ম্মের প্রাবল্য দেখা যাইতেছে। আমাদের দেশ ও সমাজেরও ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া সুধী ব্যক্তিমাত্রই অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। ইহার সংশোধনের একমাত্র উপায় শিক্ষার মাধ্যমে মানব চরিত্র গঠন। কোমলমতি শিশুগণ যাহাতে ভগবদ্‌বিশ্বাস, পিতৃমাতৃভক্তি, গুরুজনে শ্রদ্ধা প্রভৃতি ধর্ম্ম ও নীতির অতি সাধারণ শিক্ষাগুলি লাভ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিলে চরিত্র গঠনের সহায়ক হয়। এই উদ্দেশ্যকে কার্য্যকারী করিবার প্রয়াসে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির নামে একটী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউস্থ শ্রীমঠে ৭ই বৈশাখ ১৩৬৮, ২০শে এপ্রিল, ১৯৬১ তারিখে স্থাপন করা হইয়াছে। উহাতে শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিকা ও কিন্‌ডার গার্টেন (K. G.) শিক্ষা পদ্ধতি অনুসারেই শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে বালকবালিকাদিগকে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথাগুলি ও আচরণ শিক্ষা দেওয়া হইবে। বর্ত্তমানে শিশুশ্রেণী হইতে ৪র্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছে। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী নিম্নঠিকানায় অনুসন্ধান করুন :—

১। সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৭এ, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ফোন নং ৪৬-৫৯০০।
২। ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ, এম্-এ, ২০, ফার্ণ প্লেস, কলিকাতা-১৯, ফোন নং ৪৬-৪২২০।
৩। শ্রী এম্, কে, মুখার্জ্জি, ৮এ, তারা রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন নং ৪৬-৭১২৮।
৪। শ্রী এস্, এন্, ব্যানার্জ্জি, বি-এ, ২৯, পার্ক সাইড রোড, কলিকাতা-২৬। ফোন ৪৬-৫৯৩১।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ... াজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ
স্থান :— শ্রীগঙ্গা ও শ্রীসরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিসেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আস্বধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

(১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া।

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।
৩৭এ, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা—২৬।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

শ্রীচৈতন্য বাণী

ভাদ্র—১৩৬৮

১ম বর্ষ]　　শ্রীধর, ৪৭৫ শ্রীগৌরাব্দ　　[৭ম সংখ্যা

শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক :—

শ্রীকৃষ্ণবল্লভ ব্রহ্মচারী বিদ্যানিধি, এম্‌-এ।

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ, এম্-এ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-পুরাণতীর্থ, ভক্তিশাস্ত্রী।
২। শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, সাহিত্যবিনোদ।
৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্।
৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ।
৫। শ্রীগোপীরমণ দাস, বিদ্যাভূষণ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বি-এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ

আকর মঠ ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

১। (ক) শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।
(খ) ৩৭এ, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬।
২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।
৩। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, বৃন্দাবন (মথুরা)।
৫। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা।
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্রপ্রদেশ)।
৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম)।
৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)।
১০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)।

মুদ্রণালয় ঃ—

'রাজলক্ষ্মী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্'—৪৩, রূপনারায়ণ নন্দন লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা-২৫।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্ ।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

১ম বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ভাদ্র, ১৩৬৮। ৩০ শ্রীধর, ৪৭৫ শ্রীগৌরাব্দ ; ৯ ভাদ্র, শনিবার ; ২৬ আগষ্ট, ১৯৬১ | ৭ম সংখ্যা

শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব

'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্' (ছাঃ ৬।২।১)—সে বস্তুটী নির্ব্বিশিষ্ট নন বা সবিশিষ্ট থাকার দরুণ নির্ব্বিশিষ্ট ভাব যে তাঁ হ'তে নিরস্ত হ'য়েছে, এরূপও নয়। ব্রহ্মে অণুত্ব-ভাবাভাব আছে—এরূপ ভাব নয়। আবার অণুত্বে অবস্থিত হ'য়ে তাহা বৃহত্ত্ব ধারণ ক'রতে পারেন না—এ কথাও নয়। ঐরূপ ব্যাপার অচিজ্জগতে অসম্ভব। অচিৎ এর পরমাণুর অভ্যন্তরে বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড থাক্তে পারে না। কিন্তু ইহা অচেতন-শাখার চিন্তাস্রোতঃ মাত্র। চেতন-শাখাতে এরূপ বিচার চেতনতার উপলব্ধির পূর্ণতার অন্তরায় মাত্র। শ্রুতি বলেন, (শ্বেতাশ্বঃ ৫।৯)

'বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে ॥'

চেতনের অণুর মধ্যে অনন্তের সেবা ক'রবার সামর্থ্য আছে। চেতনের গঠন এরূপ নয় যে, 'অণু' হ'লে সে অনন্তের সেবা ক'রতে পার্বে না। উদাহরণ—বিস্ফুলিঙ্গ আধারপ্রাপ্ত হ'লে সমগ্র জগৎ পুড়িয়ে ভস্মীভূত ক'রে দিতে পারে।

আমি, অবিদ্যার—অস্মিতার অনুভূতিতে 'সার্দ্ধত্রিহস্ত-পরিমিত আমি', 'মনোধর্ম্মযুক্ত আমি' ব্রহ্মবস্তুকে যে প্রকার নির্দ্দেশ ক'রবার চেষ্টা করি, কৃষ্ণ তাহা নহেন। 'ভগবৎ' শব্দের দ্বারা তাদৃশ নির্দ্দেশের মধ্যেই কৃষ্ণ বিষয়টীকে জান্বার সুবিধা হয়। কিন্তু 'ব্রহ্ম' ও 'পরব্রহ্ম' শব্দের দ্বারা 'মনোধর্ম্মযুক্ত আমি' বস্তুর সম্যক্ অভিধান করিতে সমর্থ হই না।

'ব্রহ্ম' ও 'পরমাত্ম' শব্দ 'ভগবৎ' শব্দের অন্তর্ভুক্ত মাত্র। 'কৃষ্ণ' শব্দটী পরম পরিপূর্ণ বস্তু। তাঁহারই প্রকাশ বলদেব—যাঁ' হ'তে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্যূহ প্রকাশিত হ'য়েছেন, যাঁ' হ'তে মহা-বৈকুণ্ঠে মহা-সঙ্কর্ষণ প্রকাশিত হ'য়েছেন—যাঁ' হ'তে অর্ণবত্রয়ে ত্রিবিধ পুরুষাবতার প্রকাশিত। এই সকলেরই মূলবস্তু শ্রীবলদেব। আবার বলদেবের মূল স্বয়ংরূপ যে বস্তুটী, সেটী 'কৃষ্ণ' বা 'স্বয়ং ভগবান্' ব্যতীত অন্য-সংজ্ঞায় কথিত হইতে পারেন না।

'কৃষ্ণাবির্ভাব' জিনিসটী প্রত্যেক জীবহৃদয়ে যে শুদ্ধ-চেতনের ভাব আছে, তাহাতেই পূর্ণ-চেতনের পূর্ণপ্রকাশ। বর্ত্তমানে আমরা অচিদ্বিষয়ে অভিনিবিষ্ট আছি, যদি সে অচিদ্ভাবটী সঙ্কুচিত ক'রতে পারি, তবেই আমাদের মেপে-নেওয়া ধর্ম্ম হ'তে ছুটী হ'য়ে যায়। 'আমি'—অচিৎ ক্ষুদ্র পদার্থ নহি, 'আমি'—চিন্ময় ক্ষুদ্র পদার্থ।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন

সনাতন শিক্ষায় প্রভু কহিলেন চৈঃ, চঃ মধ্য ২০।১২৪-১২৫ ;—

"বেদশাস্ত্র কহে, সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি সম্বন্ধ, ভক্তি প্রাপ্ত্যের সাধন॥
অভিধেয়, নাম ভক্তি প্রেম প্রয়োজন।
পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেম মহাধন॥"

সম্বন্ধ—চিৎ (জীব), অচিৎ ও ঈশ্বর এই তিনটী বস্তুর মধ্যে পরস্পর যে সম্বন্ধ, তাহাই সম্বন্ধ শব্দে উল্লিখিত হইয়াছে। বস্তুতঃ কৃষ্ণই এক বস্তু। সেই বস্তুর দুই শক্তি—অচিৎ ও জীব। অচিচ্ছক্তির পরিণামে অচিৎ জগৎ এবং জীবশক্তির পরিণামে জৈব জগৎ। সম্বন্ধ বিচার করিলে জীবের কৃষ্ণ-দাস্য পুনঃপ্রাপ্তির নাম সম্বন্ধ স্থাপন। যথা সার্ব্বভৌম-শিক্ষায়,—

"স্বরূপ-ঐশ্বর্য্য তাঁর নাহি মায়াগন্ধ।
সকল বেদের হয় ভগবান্ সে সম্বন্ধ॥"

পুনঃ চরিতামৃত মধ্য ২০।১২৪ শ্রীসনাতন-শিক্ষায়,—

"কৃষ্ণপ্রাপ্তি সম্বন্ধ, ভক্তি প্রাপ্তির সাধন।"

এই সম্বন্ধতত্ত্ব বিচারে সাতটী বিষয় প্রমেয়স্বরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে, অর্থাৎ ১ কৃষ্ণ বিচার; ২ কৃষ্ণশক্তি বিচার; ৩ রসতত্ত্ব বিচার; ৪ জীবতত্ত্ব বিচার, ৫ জীবের সংসার বিচার; ৬ জীবের নিস্তার বিচার এবং ৭ অচিন্ত্য ভেদাভেদ বিচার। এই সাতটী প্রমেয় পৃথক্ পৃথক্ বিচার করিয়া সম্বন্ধ জ্ঞান লব্ধ হয়।

অভিধেয়—শব্দসকল বিন্যস্ত হইয়া একটী রচনা হয়। সহজ শব্দার্থ যে শক্তিদ্বারা বোধ হয়, তাহার নাম শব্দের অভিধাশক্তি। যথা, দশটী হাতী বলিলে সহজে দশ সংখ্যক হাতীকে অনুভব করা যায়। এই সহজ অর্থকে অভিধেয় বলা যায়। লক্ষণানামক শব্দের আর একটী শক্তি আছে; যেমন, "গঙ্গায় ঘোষ পল্লী"। জলে ঘোষ পল্লী হয় না বলিয়া লক্ষণাশক্তির দ্বারা জলের ধারে ঘোষ পল্লী বুঝা যায়। যে স্থলে লক্ষণার প্রয়োজন, সেখানে অভিধাশক্তির কার্য্য চলে না। সহজে স্বাভাবিক অর্থ হয়, এরূপ স্থলে কেবল অভিধাই কার্য্য করে।

বেদশাস্ত্রে অভিধাদ্বারা যে অর্থ পাওয়া যায়, তাহাই গ্রাহ্য। বেদশাস্ত্রের যথার্থ অর্থ বেদশাস্ত্রের অভিধেয়। তাহাই আমাদের জানা কর্ত্তব্য। সর্ব্ববেদ বিচার করিলে দেখা যায় যে, ভগবদ্ভক্তিই বেদশাস্ত্রের অভিধেয়। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ইত্যাদি অভিধেয়ের অবান্তর সম্বন্ধ, মুখ্য সম্বন্ধ নয়। অতএব কৃষ্ণপ্রাপ্তির যে মুখ্য উপায় ঐ শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাই সাধনভক্তি। এই একটি প্রমেয়।

প্রয়োজন—যাহার উদ্দেশ্যে উপায় অবলম্বন করিতে হয়, তাহাই প্রয়োজন। জীবের প্রেমসিদ্ধিরূপ প্রয়োজন একটি প্রমেয়। একত্রে নয়টী প্রমেয় উপস্থিত হইল। অতএব শ্রীসনাতন শিক্ষায়;—

"এই ত কহিল সম্বন্ধ-তত্ত্বের বিচার।
বেদশাস্ত্রে উপদেশে—কৃষ্ণ এক সার॥
এবে কহি শুন অভিধেয়-লক্ষণ।
যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণ, কৃষ্ণপ্রেমধন॥"

এই প্রণালীতে মহাপ্রভু জৈবধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছেন।

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রমোদ পুরী মহারাজ]

লীলাময় শ্রীভগবানের যে সময়ে ব্রজলীলা প্রপঞ্চে প্রকট করিবার ইচ্ছা হইয়াছে, সেই সময়ে পৃথিবীর ভার-হরণকালও আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাই সেই ধরাভার হরণ ব্যপদেশেই শ্রীভগবানের জন্মলীলা বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীবিষ্ণুপত্নী জগজ্জননী ধরিত্রীদেবী সর্ব্বংসহা হইয়াও আজ ভগবদ্‌বিমুখ ছলরাজরূপধারী অসংখ্য অসুরসৈন্যের পদভারে আক্রান্তা হইয়া জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মার শরণাপন্না হইয়াছেন। মা আজ বড়ই অসহিষ্ণু হইয়া একটি গাভীরূপ ধারণপূর্ব্বক অতীব কাতরস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে ব্রহ্মার নিকট আসিয়া নিজ দুর্ভাগ্যের কথা নিবেদন করিলেন। জগদ্‌গুরু ব্রহ্মা তাঁহার ক্লেশবৃত্তান্ত শ্রবণপূর্ব্বক চিন্তা করিলেন— শ্রীভগবান্ আমাকে বিশ্বসৃষ্টির ভার এবং রুদ্রকে ধ্বংসের ভার দিলেও শ্রীক্ষীরোদকশায়ী মহাবিষ্ণুই জগতের পালনকর্ত্তা, সুতরাং তাঁহার নিকট গিয়াই ধরণীর দুঃখের কথা নিবেদন করিব। ইহা স্থির করিয়া ধরিত্রী দেবীকে লইয়া ত্রিলোচন ও দেবরাজ ইন্দ্র সমভিব্যাহারে ক্ষীরসমুদ্রতটে গমন করিলেন। ভগবদভিপ্রায়ানুসারে পৃথ্বী পালন কার্য্যে দেবরাজ ইন্দ্রের এবং দৈত্যসংহরণকার্য্যে রুদ্রের প্রয়োজনীয়তা থাকিতে পারে, ইহা চিন্তা করিয়াই বোধ হয় ব্রহ্মা ঐ দুইজনকে সঙ্গে লইলেন। যাহা হউক ক্ষীর সমুদ্রতটে গিয়া ব্রহ্মা অচঞ্চলচিত্তে পুরুষসূক্ত (সহস্র-শীর্ষ প্রমুখ ১৬ সূক্ত) দ্বারা বাঞ্ছাকল্পতরু ব্যথাহারী দেবদেব জগন্নাথ ক্ষীরোদকশায়ী মহাবিষ্ণুর উপাসনা করিলেন। শ্রীভগবান্‌কে এই ভাবে ব্যাকুল প্রাণে আর্ত্তিভরে একাগ্র-চিত্তে ডাকিতে হয়, তবেই তাঁহার কৃপা পাওয়া যায়। ব্রহ্মা তাঁহার সমাধিমধ্যেই সমুচ্চারিতা আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া তথায় অবস্থিত—দেবতাগণকে জানাইলেন—"হে দেবগণ, তোমরা আমার নিকট হইতে পৌরুষী বাণী অর্থাৎ ক্ষীরোদশায়ী মহাপুরুষের বাণী শীঘ্র শ্রবণ কর এবং অনতিবিলম্বেই তদনুযায়ী কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। সেই মহাপুরুষের বাণী এই যে—স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ("রামাদিমূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্ নানাবতারমকরোৎ ভুবনেষু কিন্তু। **কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃপুমান্ যো** গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"—ব্রহ্মসংহিতা) আমাদের নিবেদনের পূর্ব্বেই ধরণীর দুঃখ জানিতে পারিয়াছেন। সেই ঈশ্বরেশ্বর (ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদি র্গোবিন্দঃ সর্ব্ব কারণ কারণম্॥—ব্রহ্মসংহিতা) ভগবান্ স্বীয় কালশক্তি দ্বারা ধরাভার হরণ কার্য্যে যৎকালাবধি ধরাতলে বিচরণ করিবেন অর্থাৎ প্রপঞ্চে প্রকটলীলা করিবেন, তৎ কালপর্য্যন্ত তোমরা ভগবদংশভূত উদ্ধব সাত্যকি প্রভৃতি পার্ষদবর্গের সহিত যদুকুলে এবং তদুপলক্ষণে পাণ্ডবকুলেও পুত্র পৌত্রাদিরূপে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার (অর্থাৎ শ্রীভগবানের) নিকট অবস্থান কর। প্রকট সর্ব্বৈশ্বর্য্যযুক্ত পরম পুরুষ ভগবান্ শ্রীবাসুদেব বসুদেবগৃহে স্বয়ংই আবির্ভূত হইবেন। দেবপত্নীগণ তত্তোষণার্থ তাঁহার নিত্য প্রিয় সখীগণের প্রিয়সখীরূপে ব্রজে অবতীর্ণ হউন। যিনি ভগবান্ বাসুদেবের প্রথম অংশ—আদি কায়ব্যূহ—প্রকাশবিগ্রহ শ্রীসঙ্কর্ষণ, দেশ কাল সীমাদি রহিত বলিয়া যিনি 'অনন্ত' নামে কীর্ত্তিত, নানা অবতার প্রকটকারী বলিয়া যিনি অংশে 'শেষ' নামধারী সহস্রবদন, সেই স্বরাট্—স্বতঃ প্রকাশ মূল সঙ্কর্ষণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবনেচ্ছায় অগ্রজরূপে অগ্রেই আবির্ভূত হইবেন। আর যে মায়া (উন্মুখমোহিনী মায়া গোকুলেশ্বরী অন্তরঙ্গা-শক্তি 'যোগমায়া' নামে খ্যাতা আর বিমুখবিমোহিনী মায়া অখিলেশ্বরী বহিরঙ্গা গুণময়ী মায়া নামে কীর্ত্তিতা। গোকুলেশ্বরী মায়া দ্বারা অপ্রাকৃত জগৎ এবং অখিলেশ্বরী মায়াদ্বারা প্রাকৃত জগৎ মোহপ্রাপ্ত হয়। একই মায়ার এই দ্বিবিধ স্বরূপ)-দ্বারা অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত উভয় বিধ জগৎ মোহপ্রাপ্ত হয়, সেই ভগবচ্ছক্তি বিষ্ণুমায়া ভগবদাদেশে তাঁহার স্বাংশভূতা বহিরঙ্গা মায়ার সহিত কার্য্যার্থে অর্থাৎ

উন্মুখ মোহিনী যোগমায়া স্বরূপ দ্বারা দেবকীর সপ্তমগর্ভ আকর্ষণপূর্ব্বক রোহিণী গর্ভে স্থাপন, যশোদার নিদ্রানয়ন প্রভৃতি কার্য্য এবং বিমুখবিমোহিনী জড় মায়া স্বরূপদ্বারা কংসাদি অসুর বঞ্চনরূপ কার্য্য সম্পাদনার্থ প্রাদুর্ভূত হইবেন।

দক্ষাদি প্রজাপতিগণেরও পতি মহা ঐশ্বর্য্যশালী ব্রহ্মা দেবতাগণকে এইরূপে ভগবদাদেশ জ্ঞাপনপূর্ব্বক ধরিত্রী দেবীকে বিবিধ বাক্যে সান্ত্বনা দিয়া নিজ পরমধামে গমন করিলেন।

এস্থলে পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে—ব্রহ্মা পরমোগ্র তপস্যা-দ্বারাও যে ক্ষীরোদকশায়ী তৃতীয় পুরুষাবতারের সাক্ষা-দ্দর্শন লাভ করিতে পারেন নাই, কেবলমাত্র গগনে সমুচ্চারিতা বাণী অর্থাৎ আকাশবাণীই শ্রবণ করিলেন আর সেই পরমাংশী পরংব্রহ্ম সাক্ষাৎ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ প্রকট-লীলা আবিষ্কারপূর্ব্বক প্রাপঞ্চিক লোক মাত্রেরই দৃষ্টির বিষয়ীভূত হইলেন, ইহার কারণ কি? তদুত্তরে শ্রীভগবানের নিরতিশয় কৃপাতিশয্যকেই ইহার একমাত্র হেতু বলা যাইতে পারে।

শ্রীভগবান্ ক্ষীরোদকশায়ী মহাবিষ্ণু পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার নিকট স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শীঘ্র প্রপঞ্চাবতরণ লীলা প্রাকট্যের কথা দৈববাণীরূপে বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

এদিকে শ্রীভগবানের আবির্ভাবকাল নিকটবর্ত্তী হইল। পুরাকালে যাদবপতি শূরসেন মথুরানগরে বাস করিয়া মাথুর ও শূরসেন নামক দেশসমূহ শাসন করিতেন, তদবধি মথুরাই যদুবংশীয় নৃপতিগণের রাজধানী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল। এই মধুপুরীতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিত্য বিরাজমান —"মথুরা ভগবান্ যত্র নিত্যং সন্নিহিতো হরিঃ।" এক-সময়ে শূরবংশোদ্ভূত বসুদেব কংসপিতা উগ্রসেনের ভ্রাতা দেবক-কন্যা দেবকীকে সেই মথুরা নগরে বিবাহ করিয়া নবোঢ়াভার্য্যার সহিত স্বগৃহে গমনার্থ রথে আরোহণ করিলেন। কংস কনিষ্ঠা ভগিনী দেবকীর প্রতি স্নেহ নিদর্শন স্বরূপ রথের অশ্বরজ্জু স্বহস্তে ধারণ করিল। দেবকীর পিতা কন্যা জামাতাকে সুবর্ণমালা বিভূষিত চারিশত হস্তী, দশসহস্র অশ্ব, অষ্টাদশশত রথ এবং তৎসহ বিবিধ অলঙ্কার বিভূষিতা দুইশত নবযৌবনা দাসী যৌতুক স্বরূপ প্রদান করিলেন। যাত্রাকালে শঙ্খ, তূর্য্য, মৃদঙ্গ, দুন্দুভি প্রভৃতি মাঙ্গলিক বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল। রথ চলিতেছে, এমন সময় পথিমধ্যে অশরীরী অর্থাৎ দৈববাণী কংসকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"রে মূর্খ তুই যাহাকে বহন করিতেছিস্, তাহার অষ্টমগর্ভ তোর প্রাণহন্তা—'অস্যাস্বা-মষ্টমো গর্ভো হন্তা যাং বহসেঽবুধ'।" ভোজকুল কলঙ্ক পাপাত্মা ক্রূর প্রকৃতি কংস এই দৈববাণী শ্রবণ মাত্রেই তাহার সমস্ত স্নেহ মায়া মমতা বিসর্জ্জন দিয়া এক হস্তে ভগিনীর কেশবন্ধ, অপর হস্তে খড়্গ উত্তোলন পূর্ব্বক ভগিনীকে বধ করিতে উদ্যত হইল। তখন মহাত্মা বসুদেব অসুরের সহিত বল প্রয়োগ শুভকরী হইবে না বিচার করিয়া সাম নীতি অবলম্বন পূর্ব্বক তাহাকে স্তত্যাদি দ্বারা সান্ত্বনা প্রদান করিতে লাগিলেন। বসুদেব আরও কহিতে লাগিলেন মানুষের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুও উৎপন্ন হইয়া থাকে। অদ্য বা শতবর্ষান্তে মৃত্যু দেহধারী জীবের পক্ষে অবশ্যম্ভাবী। জীব স্বীয় অবিদ্যাকল্পিত দেহ ও মন প্রভৃতিতে আসক্ত হইয়া বিমোহিত হয়। দেহ ও চিদাভাস মনের ধর্ম্ম আত্মাতে আরোপ করিয়া দেহাত্মবোধে শুভা-শুভ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, কর্ম্মানুযায়ী জন্মলাভান্তে পুনরায় পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফল ভোগে প্রবৃত্ত হয়। (ভেদনীতি অবলম্বন করিয়া বলিতেছেন) সুতরাং অসৎকর্ম্মই যখন অশুভ-দেহের জনক, তখন শুভাশুভ মতিমান পুরুষ যিনি নিজের মঙ্গল কামনা করেন, তিনি কাহারও হিংসা করিবেন না। পরদ্রোহে ইহলোকে লোকনিন্দা প্রভৃতি এবং পরলোকে যমযাতনাদি নানা অশান্তি ভোগ অনিবার্য্য। বিশেষতঃ মৃত্যু ভবিতব্য থাকিলে তাহা হইতে কখনই নিষ্কৃতি লাভের সম্ভাবনা নাই। তবে মার্কণ্ডেয়ের ন্যায় মৃত্যু প্রতীকারার্থ সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠেয়। বসুদেব এই প্রকারে শাস্ত্রবচনাদি দ্বারা মিত্রতা প্রকাশ ও পারলৌকিক ভীতি প্রকাশদ্বারা ভয় প্রদর্শন করিলে কংস যখন কিছুতেই স্বসংকল্প হইতে বিচলিত হইল না, তখন ভগ্নীবধে তাহার আগ্রহাতিশয্য

চিন্তা করিয়া উপস্থিত কালের প্রতীকারার্থ বসুদেব স্থির করিলেন—"আমি মৃত্যুরূপী কংসকে দেবকীর গর্ভজাত সন্তান মাত্রকেই সমর্পণ করিবার অঙ্গীকার করিয়া সম্প্রতি এই দেবকীকে আসন্ন মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করি। বিধাতার ব্যবস্থা খণ্ডন করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই। আমার পুত্রের হস্তে উহার মৃত্যু নির্দ্ধারিত থাকিলে তাহা অবশ্যই সাধিত হইবে।" এইরূপ নিশ্চয় করিয়া শ্রীবসুদেব হৃদয়ে বিষাদ থাকিলেও কংসের প্রত্যয় উৎপাদনার্থ, প্রফুল্ল বদন কমলে কংসকে বলিলেন—"হে সৌম্য দৈববাণী অনুসারে দেবকী হইতে ত' তোমার ভয়ের কারণ নাই। অষ্টমগর্ভ হইতেই তোমার ভয়ের কারণ। আচ্ছা—আমি দেবকীর পুত্র মাত্রকেই তোমার হস্তে সমর্পণ করিব।"

তখন কংস সত্যনিষ্ঠ বসুদেবের বাক্যের সারবত্তা বা সুযৌক্তিকতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ভগিনীবধ সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত হইল। বসুদেবও সন্তুষ্ট হইলেন এবং কংসকে প্রশংসা করিয়া স্বগৃহে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে প্রসবকাল উপস্থিত হইলে সর্ব্বদেবতাময়ী দেবকী প্রতিবৎসর একটি করিয়া ৮টি পুত্র ও সুভদ্রা নাম্নী একটি কন্যা প্রসব করিলেন। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গরূপ অসত্যভয়ে ভীত হইয়া বসুদেব অতিকষ্টে কীর্ত্তিমান নামক তাঁহার প্রথম পুত্রকে কংস হস্তে সমর্পণ করিলেন।

কিং দুঃসহং নু সাধূনাং বিদুষাং কিমপেক্ষিতম্।
কিমকার্য্যং কদর্য্যাণাং দুস্ত্যজং কিং ধৃতাত্মনাম্॥

—ভাঃ ১০।১।৫৮

—অর্থাৎ সত্যসন্ধ সাধুগণের নিকট দুঃসহ কিছুই নাই। যাঁহারা একমাত্র শ্রীভগবান্‌কেই বাস্তব বস্তু বলিয়া জানেন-তাঁহাদিগের আবার পুত্রাদি কোন্ বিষয়ের অপেক্ষা আছে? কিন্তু যাহারা কদর্য্য স্বভাব, তাহাদিগের পক্ষে অকার্য্য কিছুই নাই। আর যাঁহারা শ্রীভগবানে আত্মা সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে দুস্ত্যাজ্যও কিছু নাই।

এস্থলে পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে, শ্রীবসুদেব না হয় সত্য-ভঙ্গ ভয়ে ভীত হইতে পারেন, কিন্তু নিজের সাক্ষাতে পুত্রবধ কি প্রকারে সহ্য করিলেন? এজন্য বলা হইয়াছে, সত্যনিষ্ঠ সাধুগণের পক্ষে সত্য সংরক্ষণ ব্যাপারে অসহনীয় কিছুই নাই। যদি বল অষ্টম পুত্র হইতে কংসের মৃত্যুভয়, সেক্ষেত্রে বসুদেব অষ্টম গর্ভজাত পুত্রটিই না হয় নিজ ভার্য্যার প্রাণরক্ষার্থ কংসহস্তে সমর্পণ করিবার প্রস্তাব করুন, কিন্তু কংসের আজ্ঞা ব্যতীত—কংস কিছু না বলিতেই বসুদেবের স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া নিখিল পুত্রার্পণ প্রতিজ্ঞা কি করিয়া সম্ভব হইল? গৃহস্থ তিনি, পুত্রমাত্রকেই উপেক্ষা, তাঁহার পক্ষে যুক্তি যুক্ত হয় না। তাহাতে বলা হইয়াছে—বসুদেব সাধারণ ফলভোগাকাঙ্ক্ষী কর্ম্মিলোকের মত অবিদ্বান্ নহেন, ভক্তি-জ্ঞান-বৈরাগ্যের মহাসমুদ্র তিনি, তাঁহার পুত্রমাত্রা-পেক্ষায় কি প্রয়োজন? যদি বল, বসুদেব না হয় তাঁহার পুত্রকে স্বপ্রতিজ্ঞারক্ষার্থ বধার্থ আনয়ন করুন, কিন্তু কংস কি করিয়া কোন্ প্রাণে সেই শিশু পুত্রকে হত্যা করিতে সমর্থ হইল? আহা তাহার প্রাণে কি একটুও দয়া মায়ার উদয় হইল না? তাহার কঠোর হৃদয়খানি কি একটুও কৃপার্দ্র হইল না? তাহাতে বলিতেছেন—কদর্য্য প্রকৃতি অসাধুর পক্ষে অকরণীয় আর কি থাকিতে পারে? তাহারা তাহাদের অপস্বার্থ সিদ্ধির জন্য না করিতে পারে এমন কোন কার্য্য নাই! যদি বল, তাহাহইলে সর্ব্বদোষ পরিহারের নিমিত্ত বসুদেব গার্হস্থ্যাশ্রমই কেন না ত্যাগ করিলেন? তাহাহইলে ত' আর কংসের দেবকী হইতে পুত্রজন্মের কোন আশঙ্কা থাকিত না? তাহাতে বলিতেছেন —হাঁ, তাঁহাদের পক্ষে দুস্ত্যাজ্য কিছুই নাই, তিনি অনায়াসেই গার্হস্থ্যাশ্রম ত্যাগ করিতে পারিতেন, কেবল 'আহা আমার পুত্ররূপে আবির্ভূত সেই শ্রীহরির বদন-কমল আমি কবে দর্শন করিবার সৌভাগ্য পাইব?' এই মনোঽভীষ্ট সিদ্ধির অভিপ্রায়েই তাঁহার গৃহাবস্থান-সঙ্কল্প এবং পুত্ররূপী শ্রীহরিতেই তাঁহার আত্মা সর্ব্বতোভাবে সমর্পিত বলিয়া পুত্রান্তরে তাঁহার স্নেহ-শৈথিল্য সম্ভব হইয়াছে। বসুদেব 'অষ্টম পুত্রের আবির্ভাব শীঘ্র শীঘ্র হউক' এইরূপ অত্যুৎকণ্ঠায় প্রতিবর্ষ এক একটি গর্ভ আধান করিতেছেন এবং বালবধে তাঁহার অনুমন্তৃত্বলক্ষণাত্মক পাপও স্বীকার করিতেছেন।

যাহা হউক, কংস বসুদেবের সমস্ত অর্থাৎ শত্রুমিত্রে

সমদৃষ্টি এবং সত্যে এইপ্রকার বিশেষভাবে অবস্থিতি দর্শন করিয়া তাৎকালিকভাবে একটু সহানুভূতির অভিনয় প্রকাশ করিয়া বলিল—হে বসুদেব, তোমাদের অষ্টম পুত্র হইতেই আমার মৃত্যু নির্দ্ধারিত, ইহা হইতে ত' আমার কোন ভয়ের কারণ নাই। সুতরাং ইহাকে লইয়া যাও। বসুদেব অব্যবস্থিত চিত্ত কংসের এই সমদর্শনে বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিলেও পুত্রটিকে গৃহে লইয়া গেলেন।

এদিকে ভক্তবর দেবর্ষি নারদ দেখিলেন, অসুরপ্রকৃতি কংস যত শীঘ্র ধ্বংস হয় এবং সেই কংসবধার্থ যত শীঘ্র ভগবান্ প্রকট লীলা আবিষ্কার করেন, ততই জগতের মঙ্গল। এজন্য একদিন তাহার নিকট আসিয়া তাহার পরমহিতা-কাঙ্ক্ষী বান্ধবরূপে তাহাকে নিভৃতে ডাকাইয়া জানাইলেন— দেখ বৎস কংস, আমি নন্দন কানন, চৈত্ররথবন তথা ব্রহ্মপুরাদি স্বর্লোক সমূহ ভ্রমণ করিতে করিতে সূর্য্যসখা বিশাল সুমেরু পর্ব্বতে গিয়াছিলাম। সেখানে দেবতারা অনেকেই আমার সহগামী হইয়াছিলেন। আমরা অনেক তীর্থ ভ্রমণ করিয়া ত্রিপথগামিনী ত্রিধারা গঙ্গা দর্শন করিলাম। একদিন ব্রহ্মা দেবতাগণকে লইয়া সেই সুমেরুপর্ব্বতে সভা করিলেন। ভগবদিচ্ছায় দৈবক্রমে আমি বীণাবাদন করিতে করিতে সেই সভায় উপস্থিত হইয়া শুনিলাম—তাঁহারা নিজ অনুচরবর্গের সহিত তোমার এবং পৃথিবীর ভারভূত দৈত্য-গণের নিদারুণ বধোপায় বিষয়ে পরামর্শ করিতেছেন। ব্রজে নন্দাদি গোপগণ এবং ঐ সকল গোপের পত্নীগণ, বসুদেবাদি বৃষ্ণিবংশীয়গণ, দেবকী প্রভৃতি যদুকুলললনাগণ, ঐ নন্দ ও বসুদেবের জ্ঞাতি, বন্ধু ও সুহৃদ্বর্গ এবং যাঁহারা বাহ্যতঃ তোমার অনুগত—সকলেই দেবতাতুল্য। আর তুমি জন্মান্তরে কালনেমি নামক দুর্দ্দান্ত অসুর ছিলে, তখন বিষ্ণুই তোমার বধ সাধন করিয়াছিলেন।''

এই সমস্ত কথা বলিয়া দেবর্ষি নারদ প্রস্থান করিলে কংস যাদবগণকে তাহার চিরশত্রু দেবতা এবং দেবকীর গর্ভসম্ভূত বিষ্ণুই তাহার মৃত্যুকারণ জানিয়া দেবকী বসু-দেবকে কারাগারে কঠিন শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিল। জীবের ন্যায় প্রাকৃত জন্মরহিত বিষ্ণুর প্রাকৃত জন্ম ও তাহা হইতে তাহার মৃত্যু আশঙ্কা করিয়া যেমন এক একটি করিয়া সন্তান আবির্ভূত হইতে থাকিল, সেও অমনি এক একটি করিয়া তাহার সংহারে প্রবৃত্ত হইল এবং যাদবগণের সহিত নানাভাবে বিরোধাচরণ করিতে লাগিল। যদু, ভোজ ও অন্ধকগণের অধিপতি নিজ পিতা উগ্রসেনকেও কারারুদ্ধ করিয়া প্রবল পরাক্রান্ত সেই কংস নিজেই শূরসেন নামক দেশসমূহ উপভোগ করিতে লাগিল।

"মাতরং পিতরং ভ্রাতৄন সর্বাংশ্চ সুহৃদস্তথা।
ঘ্নন্তি হ্যসুতৃপো লুব্ধা রাজানঃ প্রায়শো ভুবি॥''

এই পৃথিবীতে ভোগলোভগ্রস্ত আত্মেন্দ্রিয় তর্পণপরায়ণ নৃপতিগণ প্রায়ই নিজের মাতা, পিতা, ভ্রাতা ও সর্ব্বসুহৃদ্ বর্গকে বিনাশ করিয়া থাকে।

প্রকৃত 'স্ব' বলিতে আত্মা, সেই আত্মার অর্থ বা প্রয়োজন একমাত্র ভগবৎসেবা, দেহাত্মবোধের বশবর্ত্তী হইয়া এই 'স্ব' বলিতে যখন প্রাকৃত দেহ মন লক্ষিত হয়, তখনই তাহার প্রয়োজনবিচারে সঙ্কীর্ণতা আসিয়া স্ব পর ভেদ বুদ্ধি-জন্য বৈষম্য এবং তজ্জন্য অপস্বার্থে অপস্বার্থে সংঘর্ষ হইতে জগদ্ধ্বংসকর প্রবল বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া থাকে।

কংস তাহার শ্বশুর (অস্তি ও প্রাপ্তিনাম্নী তাহার পত্নী-দ্বয়ের পিতা) প্রবল পরাক্রান্ত মগধরাজ জরাসন্ধের আশ্রয়ে পরাক্রান্ত হইয়া প্রলম্ব, বক, চাণুর, তৃণাবর্ত্ত, অঘাসুর, মুষ্টিক, অরিষ্ট, দ্বিবিদ, পূতনা, কেশী, ধেনুক, বাণ, নরক এবং অন্যান্য অসুর রাজগণের সহিত মিলিত হইয়া যাদব-গণের নির্য্যাতনে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহারা কুরু, পাঞ্চাল, কেকয়, শাল্ব, বিদর্ভ, নিষধ, বিদেহ ও কোশল প্রদেশ সমূহে আত্মগোপন করিয়া রহিলেন, কেবল অক্রূরাদি কএকজন জ্ঞাতিমাত্র শ্রীকৃষ্ণাবতার দর্শনোৎকণ্ঠায় বাহ্যে কংসের চিত্তানুবর্ত্তনে তাহার আজ্ঞাবর্ত্তী হইয়া তাহার সমীপে থাকিলেন।

এদিকে উগ্রসেননন্দন কংস একে একে দেবকীর ছয়টি পুত্র বিনাশ করিলে দেবকীর হর্ষ ও শোক বর্দ্ধনকারী (হর্ষ—যেহেতু সাক্ষাৎ আনন্দ স্বরূপ ভগবান্ আমার কুক্ষিগত, শোক—হায় কংস তাহাকে বধ করিবে, এই

বুদ্ধিতে) কৃষ্ণাংশ সপ্তমগর্ভ প্রকাশিত হইলেন। অভিজ্ঞগণ তাঁহাকে অনন্ত বা কৃষ্ণের দ্বিতীয় দেহ মূল সঙ্কর্ষণ বলিয়া থাকেন। সর্ব্ববিশ্বের অন্তর্যামিভগবান্‌ও নিজজন যাদবগণের কংসজন্য ভয় উপস্থিত হইয়াছে জানিতে পারিয়া নিজলীলা শক্তি যোগমায়াকে আদেশ করিলেন —"হে দেবি, তুমি গোপ, গোপী ও গোগণালঙ্কৃত ব্রজধামে গমন কর। তথায় নন্দ গোকুলে বসুদেবমহিষী রোহিণী দেবী অবস্থান করিতেছেন। বসুদেবের অন্যান্য পত্নীও কংসভয়ে ভীতা হইয়া সেইস্থানে আত্মগোপন করিয়া আছেন। তুমি সেই স্থানে গিয়া দেবকীর উদরে মামকংধাম অর্থাৎ মদংশভূত বলদেব স্বরূপ, যিনি অংশে শেষ আখ্যায় আখ্যাত হইয়া থাকেন, তাঁহাকে অক্লেশে (দেবকীমাতার কোন কষ্ট না হয়, এইভাবে) আকর্ষণপূর্ব্বক অন্যের অলক্ষিতভাবে রোহিণীর উদরে সংস্থাপন কর। অতঃপর আমি (অংশ ভাগেন অর্থাৎ অংশানাং ভাগো ভজনং প্রবেশঃ যত্র তেন পূর্ণরূপেণ) দেবকীর পুত্রত্ব স্বীকার করিব এবং তুমিও নন্দরাজমহিষী যশোদার গর্ভে আবির্ভূত হইবে—

"অথাহমংশভাগেন দেবক্যাঃ পুত্রতাং শুভে।
প্রাপ্স্যামি ত্বং যশোদায়াং নন্দপত্ন্যাং ভবিষ্যসি॥"

সর্বকামবরেশ্বরী সর্বকামবরপ্রদা তোমার বিমুখবিমোহিনী স্বরূপকে নশ্বর ফলাভিলাষী প্রাকৃত মনুষ্যগণ ধূপদীপ নৈবেদ্যাদি বিবিধ উপকরণে পূজা করিবে। ভূতলে নরগণ তোমার বিভিন্ন স্থান নির্দ্দেশ করিবে এবং দুর্গা, ভদ্রকালী, বিজয়া, বৈষ্ণবী, কুমুদা, চণ্ডিকা, কৃষ্ণা, মাধবী, কন্যকা, মায়া নারায়ণী, ঈশানী শারদা ও অম্বিকা প্রভৃতি নামকরণ করিবে। আর দেবকীর গর্ভাকর্ষণ হেতু রোহিণীনন্দন সঙ্কর্ষণ নামে অভিহিত হইবেন। গোকুলবাসিগণের আনন্দবিধান হেতু তিনি 'রাম' এবং বলাধিক্য হেতু তিনি 'বলভদ্র' নামেও অভিহিত হইবেন। দেবী যোগমায়া ভগবদাদেশ শিরোধার্য্য করিয়া ভগবান্‌কে প্রদক্ষিণপূর্বক নন্দ গোকুলে আগমন করিলেন এবং তন্নির্দেশানুযায়ী দেবকীর সপ্তম গর্ভ আকর্ষণপূর্ব্বক রোহিণীগর্ভে সংস্থাপন করিলেন। যোগমায়ার এই কার্য্যরহস্য না জানায় দেবকীর শুভানুধ্যায়িগণ তৎপ্রতি স্নেহবশতঃ 'হায় হায় দেবকীর এই গর্ভটিও নষ্ট হইল' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের ধারণা হইল কংস কোন প্রকার মন্ত্রৌষধাদি উপায় অবলম্বনে এই গর্ভটিকে নষ্ট করিয়াছে।

এদিকে ভক্তগণের অভয়ঙ্কর, সমগ্রবিশ্বের প্রেমাস্পদ ভগবান্‌ও পূর্ণ স্বরূপে ('অংশ ভাগেন'—পুরুষাদ্যবতারবৃন্দেন সহ ভাগেন ভগসমূহেন ষড়ৈশ্বর্য্যেণ সহিত এব) অর্থাৎ পুরুষাবতারাদি অংশ ও ষড়ৈশ্বর্য্যের সহিত 'আনক দুন্দুভি' বিশুদ্ধসত্ত্ব বসুদেবের চিত্তে আবির্ভূত হইলেন। শ্রীভগবান্‌কে হৃদয়ে ধারণ করিয়া বসুদেব কংসাদি অসুরের নিকট দুরাসদ ও অতি দুর্দ্ধর্ষ অপূর্ব্ব তেজোময় কলেবর হইলেন। অতঃপর পূর্ব্বদিক যেমন আনন্দপ্রদ চন্দ্রকে ধারণ করে শুদ্ধসত্ত্বময়ী দেবকীদেবীও তদ্রূপ বসুদেব দ্বারা বৈধদীক্ষাবিধানে সমর্পিত জগন্মঙ্গল অক্ষয় ঐশ্বর্য্যশালী সর্ব্বমূলস্বরূপ সর্ব্বাত্মা বিষ্ণুকে মনের দ্বারা ধারণ করিলেন। সর্ব্বজগতের আশ্রয় স্বরূপ ভগবানেরও আশ্রয় স্বরূপিণী ('সর্ব্বজগন্নিবাস নিবাস ভূতা') হইয়া দেবকী দেবীও অপূর্ব্বরূপ ধারণ করিলেন। কিন্তু হায় ঘটাদি মধ্যগত প্রদীপশিখা বা জ্ঞানবঞ্চক জনে বিদ্যাদেবীর ন্যায় কংস-কারারুদ্ধা দেবকী দেবীর সেই শোভা সর্ব্বজনের আনন্দ দায়িনী হইতে পারিল না। দেবকী দেবীর অন্তরে অজিত ভগবান্ বিরাজিত থাকায় তাঁহার প্রভাদ্বারা সেই অন্ধকারময় কারাগৃহ সর্ব্বদা আলোকিত হইয়া থাকিত, দেবকী দেবীর বদনও সর্ব্বদা ভগবদানন্দে সুপবিত্র হাসিমাখা থাকিত। কংস দেবকী দেবীকে এই প্রকার তেজোময়ী ও সদা হাস্যোৎফুল্লবদনা দেখিয়া বলিতে লাগিল—"নিশ্চয়ই আমার প্রাণবিনাশক হরি এই দেবকীর গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, কেননা ইহাকে ত' ইতঃপূর্ব্বে এই প্রকার প্রভাবতী দেখা যায় নাই! তাহা হইলে এক্ষণে আমার আশু কর্ত্তব্য কি? সেই দেবকার্য্যপ্রধান হরি আমার বধ বিষয়ে অবশ্যই তাঁহার পরাক্রম প্রকাশ করিবেন। কিন্তু দেবকী স্ত্রীজাতি, আমার ভগিনী, তাহাতে আবার গুরুমতী অর্থাৎ গর্ভিণী। এমতাবস্থায় ইহাকে বধ করিলে আমার যশঃ, শ্রী ও আয়ু সবই নষ্ট হইবে। তাহা ছাড়া যে ব্যক্তি

নিষ্ঠুরস্বভাব, সে জীবন ধারণ করিয়াও মৃততুল্য, কেননা সে যতদিন জীবিত থাকিবে, লোকে তাহাকে অভিশাপ প্রদান করিতে থাকিবে, আর মৃত্যুর পরও ঐ দেহাভিমানী জীবের অন্ধতমঃ নরকগতি লাভ হইবে।" এইরূপ চিন্তা করিয়া কংস স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়াই গর্ভনাশাদিরূপ ঘোর তম ভাব হইতে নিবৃত্ত হইয়া শ্রীভগবানে চিরবিদ্বেষ পোষণ করিতে করিতে তাঁহার জন্মপ্রতীক্ষায় অবস্থান করিতে লাগিল। সিংহাসনাদিতে উপবেশন সময়ে, শয্যাদিতে শয়নাবস্থায়, ভূতলে অবস্থিতিকালে, ভোজন সময়ে, পৃথিবীপর্য্যটনকালে শ্রীভগবান্ হৃষীকেশের চিন্তারত হইয়া কংস সমগ্র জগৎকে তন্ময় দেখিতে লাগিল।

এদিকে ব্রহ্মা শিবাদি দেবতা, নারদাদি মুনিগণ সকলেই দেবকী গৃহে আসিয়া একত্রে বিবিধ জ্ঞানগর্ভ বাক্যে ভক্তি-ভরে দেবকীগর্ভস্থ লীলামৃতবর্ষী ভগবান্ শ্রীহরিকে স্তব করিতে লাগিলেন। ইহাই 'গর্ভস্তুতি' নামে প্রসিদ্ধ। দেবতারা কহিলেন—"হে ভগবন্ অবাস্তব সংসারে আপনিই একমাত্র বাস্তব সত্য, সত্যই আপনাকে পাইবার একমাত্র উপায়, আপনার নাম রূপ গুণ লীলা, ধাম, পরিকর,অবতার —সকলই সত্য, আপনি ভক্তজন গম্য স্বভক্তপালনৈকব্রত-ধারী। সত্যস্বরূপ আপনা হইতে এই জগৎ উদ্ভূত হওয়ায় ইহার তাৎকালিক সত্যতা অবশ্যই স্বীকার্য্য, কিন্তু সার্ব্ব-কালিকভাবে ইহা সত্য নহে, যেহেতু ইহা কালচ্ছেদ্য। আপনি কালাতীত, ইহার সৃষ্টি স্থিতি লয় আপনারই ইচ্ছা-ধীন। জীব মায়াবশযোগ্য, আপনি মায়াধীশ, আপনাকে ভুলিয়াই জীব সংসার লাভ করেন, মহজ্জনের আদরণীয় আপনার পদতরণী অবলম্বনপূর্ব্বক মহদানুগত্যে জীব এই অসীম ভবসমুদ্রকে গোবৎস পদতুল্য জ্ঞান করিয়া অনায়াসে উত্তীর্ণ হন। আপনার চরণাশ্রিত মহজ্জনগণ সর্ব্বভূতে কৃপাপরবশ হইয়া আপনার চরণাশ্রয়ে এই অসীম ভবসমুদ্র স্বয়ং উত্তীর্ণ হইয়াও পরবর্ত্তিকালের জন্য ইহলোকে আপনার পদতরণী শ্রৌতপারম্পর্য্যরূপে স্থাপনকরিয়া যান। ভক্তি ব্যতীত জ্ঞানাদি অন্য কোন পন্থায় আপনাকে পাওয়া যায় না। আপনার চরণাশ্রিত, আপনাতে প্রীতি সম্বন্ধযুক্ত ঐকান্তিক ভক্তবৃন্দ কখনও সুপথ ভ্রষ্ট হন না। আপনাতে শরণাগত তাঁহারা সর্ব্বতো-ভাবে সর্ব্বকালে আপনা কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া সর্ব্বত্র নির্ভয়ে নির্ব্বিঘ্নে বিচরণপূর্ব্বক আপনার কৈঙ্কর্য্য করিয়া থাকেন। আপনি বিশুদ্ধ সত্ত্বময় এই অপ্রাকৃত বপু প্রকট না করিলে জগতে বেদধর্ম্ম—বেদক্রিয়া, যোগ, তপস্যাদি লুপ্ত হইয়া যাইত। অজ্ঞান ও তজ্জনিত ভেদনিবর্ত্তক অপরোক্ষজ্ঞান সম্ভব হইত না। গুণ জন্ম ক্রিয়ানুসারে আপনার প্রকটিত স্বরূপের অপ্রাকৃতত্ব কখনই অনুমিতি বা তর্কপন্থা গম্য নহে—ভক্ত শ্রৌতপন্থানুসংগে ভজনপ্রভাবে আপনার কৃপায় আপনার অচিন্ত্য স্বরূপের অপ্রাকৃতত্ব উপলব্ধি করিয়া থাকেন। "ঈশ্বরের কৃপালেশ হয়ত যাঁহারে। সেই ত' ঈশ্বর তত্ত্ব জানিবারে পারে॥" হে ভগবন্, আপনার পদযুগলে আবিষ্ট চিত্ত হইয়া যিনি সর্ব্বকার্য্যে আপনার পরমমঙ্গলময় নাম ও রূপ গুর্ব্বানুগত্যে শ্রবণ, কীর্ত্তন ও চিন্তনপর হন এবং অন্যকেও স্মরণ ও চিন্তন করাইয়া থাকেন, তাঁহাকে আর সংসার লাভ করিতে হয় না। হে হরে, আমাদের ভাগ্যক্রমে সর্ব্বজগন্নিয়ন্তা আপনার পাদপদ্মের আবির্ভাব মাত্রই আজ ধরাভার অপনোদিত হইল। আপনার পরম শুভ ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশাদি পদচিহ্ন ধরণী দেবী তাঁহার বক্ষে ধারণের সৌভাগ্য লাভ করিলেন। আমরাও সুরলোককেও আপনার পাদপদ্ম দ্বারা অনুকম্পিত দেখিতে পাইব। হে ঈশ, জন্মরহিত আপনার জন্মকারণ লীলা ব্যতীত আর কিছুই ধারণা করিতে পারি না। কেননা হে অভয়াশ্রয়—নিত্যমুক্ত জীবাত্মারও যে জন্মাদি তাহা আপনাতে অপাশ্রিতা অবিদ্যা দ্বারাই সংঘটিত হইয়া থাকে। হে ভগবন্, আপনি পূর্ব্বে মৎস্য, হয়গ্রীব, কূর্ম্ম, নৃসিংহ, বরাহ, হংস, ক্ষত্রিয় (রামচন্দ্র), বিপ্র (পরশুরাম) ও দেবতা (বামন দেব) গণের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া আমা-দিগকে ও ত্রিভুবনকে যে ভাবে পালন করিয়াছেন, অধুনাও সেইরূপ অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর ভার হরণ ও আমাদিগকেও পালন করুন। হে যদূত্তম, আপনাকে বন্দনা করি।"

শ্রীভগবান্‌কে এইপ্রকার স্তুতি করিয়া দেবতাগণ দেবকী

মাতাকে বলিতে লাগিলেন, —হে মাতঃ, ভাগ্যক্রমে আমাদের মঙ্গল নিমিত্ত সাক্ষাৎ পরম পুরুষ ভগবান্ শ্রীবলদেবের সহিত আপনার কুক্ষিগত হইয়াছেন। সুতরাং মুমূর্ষু কংস হইতে আপনার কোন ভয় নাই, আপনার এই পুত্র যদুকুলের রক্ষক হইবেন।

দেবতারা এই প্রকারে স্তবস্তুতি করিয়া ব্রহ্মা শিবকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া সুরলোকে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর শ্রীভগবানের সর্ব্ব শুভগুণোপেত পরম মনোহর আবির্ভাবকাল উপস্থিত হইল। গ্রহ, নক্ষত্র, তারকা সকলেই শান্তভাব ধারণ করিল। শ্রীভগবানের জন্মনক্ষত্র রোহিণী সমাগত হইল। দিক্‌সকল প্রসন্ন হইল, নির্ম্মল আকাশ নক্ষত্রগণখচিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল, ভূতলস্থ নগর, গ্রাম, গোষ্ঠ, খনিসমূহ মঙ্গলপ্রচুর হইল, দিবাভাগের গুণ রাত্রে, শরতের গুণ বর্ষায়, প্রকটিত হইল—নদীসকল শরতের গুণ প্রাপ্ত হইয়া স্বচ্ছসলিলা হইল, দিবাভাগেই পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়, বিহঙ্গের কূজন ও ভ্রমরের গুঞ্জন সম্ভাবিত হয়. কিন্তু কৃষ্ণাবির্ভাবকালে কৃষ্ণসুখ বিধানার্থ—আজ দিনের গুণ রাত্রে প্রকাশিত হইয়া প্রকৃতির বৈপরীত্য সাধিত হইল। উপবনাদি পত্র-পুষ্প-গুচ্ছে শোভিত হইল। পুণ্যগন্ধবাহী সুখস্পর্শ নির্ম্মল মৃদুমন্দ বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের নির্ব্বাণপ্রায় যজ্ঞানল দক্ষিণাবর্ত্তক্রমে পুনরুদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। ইহাতে ত্রেতার গুণ আজ দ্বাপরে প্রকাশ পাইল। এইরূপে পরম শুভক্ষণে শুভলগ্নে শ্রীভগবান্ অবতরণোন্মুখ হইলে অসুরগণ কর্ত্তৃক দ্রোহ বশতঃ সাধুগণের অপ্রসন্ন চিত্ত অকস্মাৎ প্রসন্ন হইয়া উঠিল এবং যুগপৎ মাঙ্গলিক বাদ্য দুন্দুভি নিনাদিত হইতে লাগিল। কিন্নর ও গন্ধর্ব্বগণ মঙ্গলগীতি গাহিতে লাগিল, সিদ্ধ ও চারণগণ স্তব স্তুতি এবং বিদ্যাধরীগণ অপ্সরোগণের সহিত পরম হর্ষভরে নৃত্য করিতে লাগিল। দেবতা ও মুনিবৃন্দ পরমানন্দে পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রগাঢ় অন্ধকারময় নিশীথ সময়ে (মধ্যরাত্রে) শ্রীভগবান্ জনার্দ্দন শ্রীকৃষ্ণ অবতরণোদ্যত হইলে গগনমণ্ডল ক্রমে মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল, মেঘসকল সাগরানুকরণে গুরুগম্ভীর গর্জ্জন করিতে লাগিল, এমন সময়ে পূর্ব্বদিকে সমুদিত পুষ্কল অর্থাৎ সর্ব্বাংশকলা বা ষোলকলা পরিপূর্ণ পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় দেবতারূপিণী—শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপিণী—সচ্চিদানন্দরূপিণী দেবকীর গর্ভ হইতে সর্ব্বজীবের হৃদয়গুহায় বিরাজমান্ শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ আবির্ভূত হইলেন। 'আহা, আমার বংশ আজ আমার প্রভুর আবির্ভাবদ্বারা কৃতকৃতার্থ হইল', এই আনন্দাতিশয্যে অষ্টমীর চন্দ্র অপুষ্ট হইয়াও আজ সর্ব্বাংশকলা পরিপূর্ণরূপে উদিত হইলেন। গর্ভকাল অসম্পূর্ণ অবস্থায় অষ্টম মাসে আবির্ভাব-লীলা কংসাদি অসুর বঞ্চনার্থই প্রকটিত হইয়াছে। খমাণিক্য নামক জ্যোতির্গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের জন্মপত্রী প্রকাশিত আছে। ভাদ্রমাসে নিশীথ সময়ে অষ্টমী তিথিতে রোহিণীনক্ষত্রে বুধবারে পরম শুভক্ষণে পরংব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-লীলা প্রকটিত। হরিবংশে দেবকী ও যশোদা উভয়ের সমকালে পুত্র প্রসবের কথা আছে। যশোদা দেবী পুত্রের সঙ্গে সঙ্গে একটি কন্যাও প্রসব করেন, ইনিই যোগমায়া—শ্রীভগবানের লীলাপুষ্টিকারিণী চিচ্ছক্তি। ইঁহারই ছায়াশক্তি ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী গুণময়ী মায়া।

কারাগৃহই আজ সূতিকাগৃহ। সাধারণ জীবের ন্যায় শ্রীভগবানের ধাতুসম্বন্ধ লইয়া জন্ম নহে। শ্রীবসুদেব-দেবকীর বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য স্বয়ং ভগবান্ আজ পরমৈশ্বর্য্য প্রকট করিয়া অবতীর্ণ। শ্রীবসুদেব দেখিলেন আহা এ যে এক পরম অদ্ভুত বালক, ইঁহার কি সুন্দর কমল নয়ন, ইনি চতুর্ভুজ, শঙ্খগদাদি অস্ত্রধারী, ইঁহার বক্ষঃস্থল শ্রীবৎস চিহ্নাঙ্কিত, গলদেশে কৌস্তুভ বিরাজিত, পরিধানে পীতাম্বর সুশোভিত, বর্ণ নবজলধর সদৃশ, মস্তকে মহামূল্য বৈদূর্য্যমণিশোভিত কিরীট, কর্ণভূষণ কুণ্ডলদ্বয়ের ছটায় তাঁহার অপরিমিত কেশদাম সমুজ্জ্বল, তিনি অতিশয় দীপ্তিশালী মেখলা, কেয়ূর ও বলয় প্রভৃতি অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া কি সুন্দর শোভা ধারণ করিয়াছেন! বসুদেব সবিস্ময়ে দৈন্যসহকারে চিন্তা করিতে লাগিলেন—আহা, মহামুক্ত মুনীন্দ্রগণেরও দুর্লভদর্শন সাক্ষাৎ পরমেশ্বর

আজ আমার ন্যায় একটি অবিদ্যাবদ্ধ জীবের নিকট, তাহাতে আবার আর এক অবিদ্যাবদ্ধ জীব কংস কর্ত্তৃক বাহিরেও কারারুদ্ধ আমার এই কারাগৃহেই আবির্ভূত হইয়া দৃগ্‌গোচর হইলেন! সর্ব্বব্যাপক পরংব্রহ্মও আজ কিনা মানুষগর্ভে জন্মগ্রহণের লীলা আবিষ্কার করিলেন! অহো শুধু তাহাই নহে, বিবিধাস্ত্র-বস্ত্র-কটক-কুণ্ডল-কিরীটাদি অলঙ্কারবিশিষ্ট রূপেই এই বালক গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন! সাক্ষাৎ মহাভয়েরও ভয়প্রদ—মহাকালেরও কালস্বরূপ আদিপুরুষ ভগবান্ কিনা আজ কংসভয়ভীত আমাকেই তাঁহার পিতৃরূপে অঙ্গীকার করিলেন! বসুদেব সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীহরিকে তাঁহার পুত্ররূপে আবির্ভূত দেখিয়া যুগপৎ হর্ষ ও বিস্ময়ে উৎফুল্ল হইয়া কৃষ্ণজন্ম মহোৎসবের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি ভাবিলেন—লোকে সামান্য বালকের জন্মেই কত দান ধ্যানাদি উৎসব করিয়া থাকে, আর আমি আজ সাক্ষাৎ পরংব্রহ্মকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়া কোন উৎসব করিতে পারিব না? হস্তপদাদি শৃঙ্খলিত অবস্থায় বসুদেব মনে মনেই আনন্দসমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া ব্রাহ্মণগণকে দশ সহস্র ধেনু দান করিলেন, অতঃপর "এই বালক সাক্ষাৎ পরম পুরুষ নারায়ণ" ইহা চিন্তা করিয়া ভগবৎপ্রভাববিৎ বসুদেব নির্ভয় হইলেন এবং অবনতশরীরে কৃতাঞ্জলি হইয়া ভগবদ্ বুদ্ধিসহকারে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন—"হে ভগবন্! আপনি যে প্রকৃতির অতীত পরম পুরুষ, সর্ব্বান্তর্যামী, কেবলানুভবানন্দস্বরূপ, সর্ব্বসাক্ষী, সাক্ষাৎ ভগবান্, তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি। আপনি অপরিচ্ছিন্নস্বরূপ, গর্ভাদি ব্যপদেশে আপনি পরিচ্ছিন্নের ন্যায় প্রতীত হন মাত্র। বস্তুতঃ আপনি অধোক্ষজ বস্তু, প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নহেন, গুণাতীত—মায়াতীত স্বরূপ আপনি। হে অখিলেশ্বর, আপনি মর্ত্ত্যলোকের রক্ষণেচ্ছায় আমার গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন, অসুরকোটিযূথপতি ক্ষত্রিয় নামধারী রাজন্যবর্গকে তাহাদের অসুরসৈন্যসহ ধ্বংস করিয়া আপনি ধরাভার অপনোদন করিবেন। যদিও আপনার কৃপায় আপনার সর্ব্বমহৈশ্বর্য্য বুঝিতে পারিতেছি, তথাপি (এখানে ভগবদিচ্ছায় বসুদেবের পুত্রবাৎসল্য প্রবল হইয়া কংস জন্য ভয় আসিয়া পড়ায় বলিতে লাগিলেন) অবিবেকসমুদ্র আমার পক্ষে দুস্তর, যেহেতু সম্প্রতি মহাদুষ্ট কংসের দৌরাত্ম্য আপনাকে না জানাইয়া পারিতেছি না। যদি বলেন—'আমার এই অলৌকিক রূপ-মাধুর্য্য নিমগ্ন হইয়া কংস আমাকে প্রহার করিবে না, পরন্তু প্রীতিই করিবে, তাহাতে বলি—সে যে 'অসভ্য', রসময় আপনার রসাস্বাদ-সৌভাগ্য যে তাহার নাই। অতি দুর্জ্জন সেই কংস আমাদের গৃহে আপনার শুভাবির্ভাব হইবে জানিয়া ইতঃপূর্ব্বেই আপনার পূর্বজাত ভ্রাতৃগণকে বধ করিয়াছে, সম্প্রতি তাহার ভৃত্যগণ আপনার জন্মবার্ত্তা তাহার নিকট জ্ঞাপন করিবামাত্র সে এখনই অস্ত্রধারণ করিয়া এখানে উপস্থিত হইবে।"

শ্রীদেবকী দেবীও পতির কংসজন্য ভয় লক্ষ্য করিয়া বড় ভীতা হইয়া পড়িলেন। তিনি পুত্ররূপী কৃষ্ণকে মহাপুরুষ লক্ষণ যুক্ত দেখিয়া সবিস্ময়ে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। দেবকী বলিলেন—"বেদ যাঁহাকে নিরাকার, নির্ব্বিশেষ, জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন, আপনি সাক্ষাৎ সেই বিষ্ণু, জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্ম আপনারই শ্রীঅঙ্গকান্তি। আপনি অক্ষয় অব্যয় নিত্য সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, মহাপ্রলয়ের পরেও আপনিই বর্ত্তমান থাকেন। বিশ্বনিয়ন্ত্রণকারী কাল আপনারই শক্তি, আপনি কালাধীশ আপনি সর্ব্বেশ্বর ও সর্ব্ব মঙ্গল কারণ। এই মর্ত্ত্যলোক মৃত্যুসর্প ভয়ে ভীত হইয়া নির্ভয় আশ্রয়লাভার্থ নিখিল ভুবন পরিভ্রমণ করিয়াও কোথায়ও নির্ভয় হইতে পারেনা। কেবল যদৃচ্ছাক্রমে মহৎকৃপালব্ধ ভক্তি বলে আপনার অশোকাভয়ামৃতাধার শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করিয়াই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে পারে—সুস্থ ভাবে থাকিতে পারে, মৃত্যুভয় তাহার নিকট হইতে দূরে পলায়ন করে। সুতরাং আপনি যখন 'ভৃত্যবিত্রাসহা' (ভৃত্যজনের ভয়হারী), তখন সেই মহা ভীষণ প্রকৃতি কংসভয়ে ভীত আমাদিগকে রক্ষা করুন। হে ভগবন্, আপনার এই ধ্যানধিষ্ণ্য (ধ্যানগম্য) ভগবদ্রূপ, অপ্রাকৃতরূপ দর্শনের অযোগ্য মাংসদৃগ্‌গণের অজ্ঞান-

ময় চর্ম্মচক্ষুর গোচরীভূত করিবেন না। হে মধুসূদন, চঞ্চলবুদ্ধি আমি, আজ আপনার জন্যই কংসভয়ে বড়ই উদ্বিগ্ন হইতেছি, যাহাতে পাপী কংস আমার গর্ভে আপনার জন্মগ্রহণ-কথা জানিতে না পারে, তাহার কোন উপায় বিধান করুন। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনার শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম সুশোভিত এই অলৌকিক চতুর্ভুজরূপ উপসংহার করুন। আপনি পরমপুরুষ, যিনি প্রলয়কালে চরাচরাত্মক এই বিশ্বকে নিজতনুতে অসঙ্কীর্ণভাবে ধারণ করেন, সেই ভগবান্ বিষ্ণু আজ আমার গর্ভগত হইয়াছেন, ইহা মনুষ্য জনের ধারণাতীত বলিয়া উপহাসাস্পদ।"

শ্রীভগবান্ দেবকী বসুদেবের এইরূপ স্তবস্তুতি শ্রবণে বলিলেন—"আমি পূর্বে পৃশ্নি সুতপা হইতে পৃশ্নিগর্ভ ও অদিতি কশ্যপ হইতে বামনরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলাম। তাঁহারা অর্থাৎ পৃশ্নিসুতপা ও অদিতিকশ্যপ নিত্যসিদ্ধ তোমাদেরই অংশ স্বরূপ। তত্তদবতারে অংশরূপে, এবার তোমাদের নিকট পূর্ণ স্বরূপে অবতীর্ণ হইয়াছি। আমার পূর্বজন্ম স্মরণের জন্যই তোমাদের নিকট এই চতুর্ভুজরূপ প্রকট করিয়াছি। তোমরা নিরন্তর পুত্রভাবে ও ভগবদ্ভাবে চিন্তা করিতে করিতে অনুরাগযুক্ত হইয়া পরমা গতি লাভ করিবে।"

শ্রীভগবান্ এই কথা বলিয়া মৌন অবলম্বন করিলেন এবং দেখিতে দেখিতে তাঁহাদের সমক্ষেই প্রাকৃত শিশুর মত রূপ ধারণ করিলেন "পিত্রোঃ সম্পশ্যতোঃ সদ্যো বভুব প্রাকৃতঃ শিশুঃ"। অবশ্য এই 'প্রাকৃত শিশু'রূপ তাঁহার প্রকৃতি বা স্বভাব-সিদ্ধ নিজরূপ। এই মর্ত্ত্যলিঙ্গ দ্বিভুজ-রূপই তাঁহার নিত্য নরাকৃতি পরব্রহ্মস্বরূপ।

অতঃপর শ্রীবসুদেব ভগবৎপ্রচোদিত হইয়া বালককে ক্রোড়ে ধারণপূর্বক যখন সূতিকাগৃহ হইতে বহির্গমনের ইচ্ছা অন্তরে পোষণ করিলেন, ঠিক এই সময়েই শ্রীযশোদা-দেবী শ্রীভগবানের আত্মশক্তিস্বরূপিণী অজা যোগমায়াকে প্রসব করিলেন। আমরা ইতঃপূর্বে শ্রীহরিবংশবাক্যানুসারে দেবকী ও যশোদার একই সময়ে পুত্র প্রসবের কথা জানাইয়াছি। এক্ষণে কিঞ্চিৎক্ষণাবসরে কন্যা প্রসবের কথা উক্ত হইল। এইজন্য শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখিতেছেন—"দেবকী চ যশোদা চ সুষুবাতে সমং তদেতি হরিবংশবাক্যে সমং সহ সমকালমেব সুষুবাত ইতি তত্রাবগমাদত্র তু দেবকীপ্রসবোত্তরকাল এব যশোদা-প্রসবদর্শনাদুভয়োরেব শাস্ত্রবাক্যয়োরতিপ্রামাণ্যাদেবমবসীয়তে—যদৈব দেবকী কৃষ্ণং সুষুবে তদৈব যশোদাপি কৃষ্ণং সুষুবে তদনন্তর সময়ে যোগমায়াঞ্চ সুষুবে ইতি কালভেদেন তস্যা দ্বিঃ প্রসব এবেত্যত এব অদৃশ্যতানুজা বিষ্ণোঃ সায়ুধাষ্টমহাভুজেতি বক্ষ্যতে। কিঞ্চ যশোদাপ্রসূতস্য কৃষ্ণস্য চতুর্ভুজত্বাদ্যনুক্তের্নরাকৃতি পরব্রহ্মত্বাচ্চ দ্বিভুজত্বমেব বুদ্ধ্যেত ইতি।"

অর্থাৎ দেবকী ও যশোদা সমকালে—একই সময়ে পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। ইহা দেবকী-পুত্র-প্রসবকালে হরিবংশ-বাক্যে অবগত হওয়া গিয়াছে। এক্ষণে ভাগবত-বাক্যে দেবকীর প্রসবোত্তর কালে যশোদার কন্যা-প্রসব দর্শিত হওয়ায় উভয় শাস্ত্রবাক্যেরই অর্থাৎ হরিবংশ ও শ্রীভাগবতের অতি প্রামাণ্য হেতু ইহাই নির্দ্ধারিত হয় যে, যৎকালে দেবকী কৃষ্ণকে প্রসব করেন, তৎকালে যশোদাও কৃষ্ণকে প্রসব করিয়াছিলেন, তদনন্তর কন্যা যোগমায়াকেও তিনি প্রসব করিয়াছিলেন। সুতরাং কালভেদে মা যশোদার পুত্র ও কন্যা—দুই প্রসবই সিদ্ধান্তিত হয়। এজন্য "ভগবান্ বিষ্ণুর কনিষ্ঠা যোগমায়াদেবী কংস হস্ত হইতে উর্দ্ধে উৎপতিত হইয়া ধনুঃশূলাদি অস্ত্রযুক্তা অষ্টমহাভুজ-শালিনীরূপে লক্ষিতা হইলেন" (ভাঃ ১০।৪।৯) ইত্যাদি উক্তিতে 'শ্রীভগবানের কনিষ্ঠা ভগিনী' এইরূপ বলা হইয়াছে। আরও যশোদাপ্রসূত কৃষ্ণের চতুর্ভুজত্বাদি উক্ত না হওয়ায় 'নরাকৃতিপরব্রহ্মত্ব' হেতু তাঁহার দ্বিভুজত্বই বিচার করিতে হইবে।

শ্রীভগবান্ বসুদেব-হৃদয়ে প্রেরণা দিলেন—"যদি তোমরা কংস হইতে ভয় পাও, তাহা হইলে আমাকে গোকুলে মা যশোদার নিকট রাখিয়া আইস, আমার মায়া-রূপিণী তাঁহার কন্যাকে আনিয়া দেবকীর ক্রোড়ে দাও।" শ্রীবসুদেব এই প্রেরণা লাভ করিয়া নিজ পাদশৃঙ্খল আপনা হইতেই উন্মুক্ত দেখিয়া যেমনই বহির্গমনের ইচ্ছা পোষণ

করিলেন, ঠিক সেই সময়েই মা যশোদা যোগমায়াকে প্রসব করিলেন। সেই যোগমায়ার অংশভুতা ছায়াশক্তি গুণময়ী মায়া-দ্বারা (যেহেতু চিচ্ছক্তি রজস্তমোগুণাচ্ছন্ন অসুরকে স্পর্শ করেন না) কংস-কারাগারের দ্বাররক্ষকগণ ও পৌরজন গভীর নিদ্রাভিভুত হইয়া পড়িল। সূর্য্যোদয়ে যেমন অন্ধকার আপনা হইতেই তিরোহিত হয়,তদ্রূপ বসুদেব কৃষ্ণকে ক্রোড়ে ধারণপূর্ব্বক দ্বারদেশে আসিবামাত্র সেই লৌহকীলকসংযুক্ত সুদৃঢ় শৃঙ্খলাবদ্ধ বৃহৎ কপাটাবৃত দুরতিক্রমণীয় দ্বারসকল আপনা হইতেই উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল। এদিকে মেঘ মন্দ মন্দ গর্জ্জন সহকারে বারি বর্ষণ করিতে লাগিল। অনন্তদেব দ্বারদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া ফণা দ্বারা বারি নিবারণ করিতে করিতে বসুদেবের অনুগমন করিলেন। নিরন্তর বারিবর্ষণফলে ভাদ্রের ভরা যমুনা উত্তাল তরঙ্গসমাকুলা হইলেও সমুদ্র যেমন রামচন্দ্রকে পথ প্রদান করিয়াছিলেন, বসুদেবকেও তদ্রূপ পথ প্রদান করিলেন। বসুদেব নির্ব্বিঘ্নে নন্দালয়ে উপস্থিত হইলেন। এখানেও গোপগণকে গভীর নিদ্রাচ্ছন্ন দেখিয়া স্বচ্ছন্দে মা যশোদার সুতিকাগারে প্রবিষ্ট হইলেন। দেখিলেন যশোদা গভীর নিদ্রাচ্ছন্না, বাসুদেব কৃষ্ণ বসুদেবের বুদ্ধির অগোচরে যশোদাক্রোড়ে শায়িত নন্দনন্দন কৃষ্ণে প্রবিষ্ট হইলেন, বসুদেব বুঝিলেন, তাঁহার পুত্রই যশোদাক্রোড়ে শায়িত থাকিলেন। তত্ত্বও পৃথক্ নহে। বসুদেব শিশুকে যশোদাশয্যায় স্থাপন করিয়া শ্রীযশোদার যোগমায়ারূপিণী কন্যাকে লইয়া পুনরায় কংসকারাগারে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কন্যাকে দেবকী ক্রোড়ে সংরক্ষণপূর্ব্বক বসুদেব পূর্ব্ববৎ শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় অবস্থান করিলেন। নন্দালয়েও মা যশোদা পরিশ্রান্তা (প্রসবেন ক্লান্তা) হইয়া যোগমায়াবলে গভীর নিদ্রাচ্ছন্না হওয়ায় স্মৃতিশক্তিশূন্যা হইয়া কেবলমাত্র সন্তান প্রসূত হইয়াছে, ইহাই জানিতে পারিলেন। পুত্র বা কন্যা কি প্রসব করিয়াছেন, তাহা জানিতে পারেন নাই।

এদিকে পুরদ্বারসকল এবং কারাগৃহের কপাট ভিতর ও বাহির উভয় দিক হইতে বন্ধ হইয়া গেল। এই সময় হইতে বিমুখবিমোহিনী মায়ার বঞ্চনাক্রিয়াও আরম্ভ হইল। দেবকীক্রোড়ে কন্যাটি এতক্ষণ পরে কাঁদিয়া উঠিলেন, সদ্যোজাত শিশুর ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণে কারারক্ষক জাগ্রত হইয়াই কংসকে সংবাদ দিল। কংস তজ্জন্য উৎকণ্ঠিতভাবে বিনিদ্র রজনী যাপন করিতেছিল। শ্রবণমাত্রই কংস শয্যা হইতে উথিত হইয়া 'এই শিশুই আমার মৃত্যুস্বরূপ' এই চিন্তায় বিহ্বল হইয়া পড়িল এবং স্খলিতপদে মুক্তকেশে তৎক্ষণাৎ অতি ত্বরান্বিত হইয়া সুতিকাগৃহে আগমন করিল। দেবকী দীনভাবাপন্না হইয়া কংসসমীপে 'শিশুটি স্ত্রীজাতীয়া, তাঁহারই ভাবী পুত্রবধূযোগ্যা' ইত্যাদি বলিয়া অতীব করুণস্বরে প্রাণভিক্ষা চাহিতে লাগিলেন,কিন্তু এত কাতর প্রার্থনায়ও নৃশংস কংসের চিত্ত বিন্দুমাত্র দ্রবীভুত হইল না। সে বলপূর্ব্বক কন্যাটিকে দেবকীর ক্রোড় হইতে কাড়িয়া লইয়া তাহার পদযুগল ধরিয়া একটি শিলাপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিবামাত্রই শ্রীবিষ্ণুর কনিষ্ঠা ভগিনী যোগমায়াদেবী কংসহস্ত হইতে উর্দ্ধদিকে উৎপতিত হইয়া তৎক্ষণাৎ আকাশমার্গে গমনপূর্ব্বক দিব্যবস্ত্রাভরণমণ্ডিতা এবং ধনুঃ, শূল, বাণ, চর্ম্ম, খড়্গ, শঙ্খ-চক্র-গদাদি দিব্য অস্ত্রযুক্তা অষ্টমহাভুজশালিনীরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া কংসকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন—

কিং ময়া হতয়া মন্দ জাতঃ খলু তবান্তকৃৎ।
যত্র ক্ব বা পূর্ব্বশত্রুর্মা হিংসীঃ কৃপণান্ বৃথা॥

—ভাঃ ১০।৪।১২

—"রে মূঢ়, আমাকে বধ করিয়া তোর কি ফল হইবে? যিনি তোর পূর্ব্বশত্রু ও বিনাশক, তিনি কোনও স্থানে উৎপন্ন হইয়াছেন। অতএব নিরর্থক শিশুগণকে হত্যা করিস্ না।"

ভগবচ্ছক্তি মায়াদেবী কংসকে এইরূপ বলিয়া ভুতলে বারাণসী প্রভৃতি বহু নামধারিক্ষেত্রে অন্নপূর্ণাদি বহু নামে খ্যাতা হইলেন। সেই দেবীবাক্য শ্রবণে কংস পরম বিস্মিত হইল যে, মানুষীগর্ভে কিনা দুর্গাদেবী উদ্ভুতা হইলেন আর দৈববাণীও মিথ্যা হইয়া গেল! যাহা হউক তাৎকালিকভাবে সে তাহার নৃশংসকৃত্যজন্য অনুতপ্ত হইয়া

বহু অনুনয় বিনয় সহকারে দেবকী-বসুদেবকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল। দেবকী-বসুদেবও প্রসন্ন হইয়া নিষ্কপট বাক্যে কংসকে সম্ভাষণ করিলে কংস তাঁহাদের অনুমতি লইয়া গৃহে প্রবেশ করিল।

রাত্রিটি মাত্র গত হইলেই প্রভাতে দুষ্ট অসুর মন্ত্রিগণের পরামর্শানুসারে অব্যবস্থিতচিত্ত কংস আবার প্রবল উদ্যমে বিষ্ণুবৈষ্ণবদ্রোহে প্রবৃত্ত হইল। তাহার অসুরানুচরগণ তাহাকে বুঝাইল—মহারাজ, যদি আপনার পূর্ব্বশত্রু বিষ্ণু সম্প্রতি কোথায়ও জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনি আদেশ করুন, আমরা সর্ব্বত্র দশদিনের অধিক ও অনধিক সমস্ত শিশুই বিনাশ করিয়া ফেলিব। তবে বিষ্ণুই আপনার চিরশত্রু, কিন্তু তাঁহাকে পাওয়া কঠিন, তিনি সর্ব্বদা সকলের নিভৃত অন্তঃকরণে বাস করেন, তিনিই সমস্ত দেবতাগণের মূল। দেবতাগণকে যদিও আপনার ভয় করিবার কোন কারণ নাই, যেহেতু ইন্দ্রাদি দেবতা সর্বদা সমর-ভীরু, ব্রহ্মা তপস্যা লইয়া ব্যস্ত, শিবও বনবাসী, তথাপি দেবতাগণকে উপেক্ষা করা ঠিক নয়। বেদ, গো, বিপ্র, তপস্যা ও দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞাদিই সনাতন ধর্ম্মের মূল স্বরূপ, যেখানে সেই অনাদিসিদ্ধ বেদপ্রসিদ্ধ সনাতনধর্ম্ম, সেখানেই সেই বিষ্ণু অবস্থান করেন। সুতরাং আমরা সর্ব্বতোভাবে সেই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, যাজ্ঞিক তপস্বী যজ্ঞীয় হবিঃ প্রদায়িনী ধেনুগণকে বিনাশ করিব। ব্রাহ্মণ, ধেনু, বেদ, তপস্যা, সত্য, দম, শম, শ্রদ্ধা, দয়া, সহিষ্ণুতা এবং যজ্ঞ—এই সমস্ত বিষ্ণুর শরীর স্বরূপ। ব্রহ্মাশিবাদি সমস্ত দেবতা সেই বিষ্ণুকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান। সুতরাং গো ব্রাহ্মণাদির হিংসা সেই বিষ্ণুর বধের প্রকৃষ্ট উপায়। কালপাশে আবদ্ধ দুর্ম্মতি কংস কালপ্রেরিত দুষ্ট মন্ত্রিগণের এইপ্রকার পরামর্শকে তাহার হিতসাধক বিচার করিয়া পরপীড়নকারী বিভিন্ন রূপধারণে সমর্থ দানবগণকে সজ্জনহিংসা আদেশ করিয়া গৃহে গমন করিল।

আয়ুঃশ্রিয়ং যশোধর্ম্মং লোকানাশিষ এব চ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ॥

—ভাঃ ১০।৪।৪৬

—"মহদতিক্রম হইতে মহদুল্লঙ্ঘনকারীর আয়ুঃ, সৌভাগ্য, যশঃ, ধর্ম্ম (পুণ্য), স্বর্গাদি লোক, কল্যাণ সমূহ এবং সর্ব্ববিধ শ্রেয়ঃ বা শুভবিষয় বিনষ্ট হইয়া থাকে"।

এদিকে শ্রীনন্দ মহারাজ অতি প্রত্যুষে মা যশোদার পুত্রাবির্ভাবের সংবাদ শ্রবণমাত্র আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। স্নাত, শুদ্ধ ও অলঙ্কৃত হইয়া বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে আহ্বানপূর্ব্বক তাঁহাদের দ্বারা স্বস্তিবাচন পুরঃসর যথাবিধি পুত্রের জাতকর্ম্ম, দেবতা ও পিতৃপুরুষের অর্চ্চনাদি সম্পাদন করাইলেন। ব্রাহ্মণগণকে বস্ত্রালঙ্কারবিভূষিত বিংশতিলক্ষ ধেনু এবং রত্নসমূহ ও সুবর্ণরসসিক্ত বস্ত্রাবৃত সাতটী তিলের পর্ব্বত দান করিলেন। যেহেতু "কালের দ্বারা ভূমি প্রভৃতি দ্রব্য, স্নানদ্বারা দেহাদি, শৌচদ্বারা অপবিত্র বস্তু-লিপ্ত দ্রব্যাদি, সংস্কার সকলদ্বারা গর্ভাদি, তপস্যাদ্বারা ইন্দ্রিয়াদি, পূজা দ্বারা ব্রাহ্মণাদি, দানদ্বারা দ্রব্য সকল, সন্তোষদ্বারা মনঃ এবং আত্মবিদ্যা অর্থাৎ স্বরূপজ্ঞান বা ভগবদ্‌ভক্তিদ্বারা আত্মা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে"—

"কালেন স্নান শৌচাভ্যাং সংস্কারৈস্তপসেজ্যয়া।
শুধ্যন্তি দানৈঃ সন্তুষ্ট্যা দ্রব্যাণ্যাত্মাত্মবিদ্যয়া॥"

—ভাঃ ১০।৫।৪

এদিকে ব্রাহ্মণগণ সুমঙ্গলসূচক স্বস্তিবচন পাঠ করিতে লাগিলেন, সূত (অর্থাৎ পৌরাণিক বৃত্তান্ত কথক), মাগধ (অর্থাৎ রাজগণের বংশ কীর্ত্তনকারী), বন্দী (অর্থাৎ উপস্থিত বিষয় বর্ণনকারী) ও গায়কবৃন্দ স্তবাদি কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ভেরী ও দুন্দুভি প্রভৃতি মাঙ্গলিক বাদ্য বাজিতে লাগিল। ব্রজপুরের গৃহদ্বার প্রাঙ্গণ তোরণ বিচিত্র ধ্বজা পতাকাদি সুশোভিত, রাজপথ সুবাসিত জল সিক্ত হইল, ব্রজবাসী স্থাবর জঙ্গম আবালবৃদ্ধ বনিতা আজ আনন্দসাগরে মগ্ন, গোপ গোপীগণ উত্তম উত্তম বস্ত্রালঙ্কার বিমণ্ডিত হইয়া দলেদলে পরমানন্দে নন্দনন্দন-যশোদাদুলালকে দেখিতে আসিতেছেন। গোপনারীগণ তৈল হরিদ্রাচূর্ণযুক্ত জলদ্বারা গোপালকে অভিষেক করিতেছেন, আর চিরকাল রাজা হইয়া প্রজাপালন কর ইত্যাদি আশীর্বাদ প্রদান করিতেছেন। গোপগণ আনন্দাতিশয্যে একে অন্যকে দধি ক্ষীর ঘৃত ও

জলদ্বারা সেচন ও নবনীত দ্বারা বিলেপন করিতে করিতে নর্ত্তন কীর্ত্তন পরায়ণ হইয়া মহানন্দে ভূতলে লুণ্ঠিত হইতেছেন। আনন্দময়ের আগমনে আজ ব্রজের আনন্দসমুদ্র উদ্বেলিত-উচ্ছলিত হইয়া উঠিতেছে। ব্রজরাজ আজ কল্পতরু হইয়া গোপ গোপীগণকে প্রাণ ভরিয়া বস্ত্র অলঙ্কার ও ধেনু দান করিতেছেন। আর নিরন্তর ভগবচ্চরণে সন্তানের মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছেন।

শ্রীরোহিণী দেবী পতির দুঃখে সর্বদা দুঃখিতা হইয়া এযাবৎ একখানি ভাল বস্ত্র বা অলঙ্কার পরিধান করেন নাই, কিন্তু আজ তিনি নন্দ মহারাজ কর্ত্তৃক সম্মানিতা হইয়া দিব্য বস্ত্রাভরণ মণ্ডিতা হইয়া কৃষ্ণ জন্মোৎসবে সমাগতা স্ত্রীগণের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। নন্দমহারাজ উৎসবে সমাগত সকলকেই যথোপযুক্ত বস্ত্রাভরণ সুবর্ণ ধেনু প্রভৃতি দান করিয়া সকলের সন্তোষ বিধানপুর্বক তাঁহার সন্তানের কল্যাণ প্রার্থনা করিতেছিলেন। আহা নন্দব্রজ ভগবজ্জন্মাবধি লক্ষ্মী দেবীর বিহারস্থল হইয়া সকল সম্পদে সমৃদ্ধিমান্ হইল। আজ দেবতা ও দেবপত্নীগণও অলক্ষিতে ব্রাহ্মণা ব্রাহ্মণী-আদি রূপ ধারণ করিয়া কৃষ্ণজন্মোৎসবে যোগদান করতঃ নন্দযশোদার কৃপা ভিক্ষা করিতেছেন, আর পুনঃ পুনঃ ব্রজরজঃ মস্তকে ধারণ করিতেছেন। শ্রীনন্দনন্দন সকলেরই প্রাণসর্বস্ব। যাঁহাদের প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া আজ স্বয়ং ভগবান্ ব্রজভূমে আত্মপ্রকাশ করিলেন, সেই শ্রীনন্দ মহারাজ ও যশোদা মাতার কৃপাই তাঁহাদের প্রেমবশ্য গোপালের কৃপা প্রাপ্তির একমাত্র উপায়, তাই ভক্তরাজ রঘুপতি উপাধ্যায় বলিয়াছিলেন--

"শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে ভজন্তু ভবভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম॥"

অর্থাৎ ভবভয়ে ভীত হইয়া কেহ শ্রুতি, কেহ স্মৃতি, কেহবা মহাভারত পুরাণাদির আরাধনা করেন করুন, আমি কিন্তু সেই নন্দ মহারাজের চরণারবিন্দ বন্দনা করি যাঁহার প্রেমাকৃষ্ট হইয়া আজ পরংব্রহ্ম—পরমপরাৎপর তত্ত্ব—স্বয়ং ভগবান্ তাঁহার অলিন্দে হামাগুড়ি দিয়া তাঁহাকে আনন্দ দান করিবার জন্য কতই না তৎপর হইয়াছেন।

জয় শ্রীনন্দ মহারাজকি জয়! জয় শ্রীযশোদা মাইকি জয়! জয় শ্রীগোকুল মহাবনকি জয়! শ্রীব্রজ ধাম কি জয়, সপরিকর ব্রজবাসী কি জয়, ব্রজের স্থাবর জঙ্গম কি জয়! শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী ও শ্রীনন্দোৎসবকি জয়!! 'তৎপদং দর্শিতং যেন' সেই সপার্ষদ শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম কি জয়!

কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার মোচন

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

যাহা মনোধর্ম্মী জীবকে সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক মননধর্ম্ম হইতে—প্রাকৃত চিন্তাস্রোতঃ হইতে রক্ষা করে, তাহাই মন্ত্র। মন্ত্রজপের ফলে জড়-অহঙ্কার, প্রাকৃত-অভিমান, কর্ত্তৃত্বাভিমান বা ভোক্তাভিমান দূর হয়। মন্ত্রপ্রভাবে জীব মনোধর্ম্ম হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইবার সৌভাগ্য পায়। এইজন্যই শাস্ত্র বলেন—

'মননাৎ ত্রায়তে যস্মাত্তস্মান্ মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।'

ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবও বলিয়াছেন—

কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥
(চৈঃ চঃ আদি ৭।৭৩)

কৃষ্ণমন্ত্র পূর্ণ চেতনবস্তু। মন্ত্র, মন্ত্রদাতা ও মন্ত্রদেবতা একই বস্তু—পরস্পর অভিন্ন। দুঃখময় সংসার হইতে উদ্ধার করিবার শক্তি মন্ত্রের আছে। এই কৃষ্ণমন্ত্র কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ

ভক্তশ্রেষ্ঠ সদ্‌গুরুর নিকট হইতে ভাগ্যক্রমে লাভ হয়। যাঁহারা সংসার হইতে নিষ্কৃতি চান, মঙ্গলময় ভগবান্‌ই গুরু-রূপে মন্ত্রদিয়া তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিয়া থাকেন। এইজন্যই গুরুকে বিষ্ণুপাদ, ভগবৎপাদ, প্রভুপাদ প্রভৃতি বলা হয়। এই 'পাদ' শব্দ গৌরবার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

যিনি কৃপাপূর্ব্বক মন্ত্র দেন, সেই করুণাময় শ্রীগুরুদেবকে দীক্ষাগুরু বা মন্ত্রগুরু বলে। মন্ত্র, গুরু ও কৃষ্ণে যাহার ভেদ-বুদ্ধি আছে বা ঈশ্বরবুদ্ধি নাই, তাহার মঙ্গল হওয়া অসম্ভব। শ্রীহরিভক্তিবিলাস (১৭।৩০) বলেন—

মন্ত্রাত্মা দেবতা জ্ঞেয়া দেবতা গুরুরূপিণী।
তেষাং ভেদো ন কর্ত্তব্যো যদীচ্ছেদিষ্টমাত্মনঃ॥

শাস্ত্র আরও বলেন –

'যো মন্ত্রঃ স গুরুঃ সাক্ষাৎ যো গুরুঃ স হরিঃ স্বয়ম্।'
(ভক্তিসন্দর্ভ ২৩৭ অনুচ্ছেদ ধৃত বামন কল্প-বাক্য)

মন্ত্র সাক্ষাৎ গুরু, যিনি গুরু তিনিই স্বয়ং হরি। মন্ত্র, মন্ত্রদেবতা ও মন্ত্রদাতা গুরু—এ তিনটী বাস্তববস্তু পরস্পর অভিন্ন। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি ইহাতে ভেদবুদ্ধি করিবেন না। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে (১৭।৩০) আমরা আরও পাই—

যস্য দেবে চ মন্ত্রে চ গুরৌ ত্রিষ্বপি নিশ্চলা।
ন ব্যবচ্ছিদ্যতে বুদ্ধিস্তস্য সিদ্ধিরদূরতঃ॥

মন্ত্র-দেবতা, মন্ত্র ও গুরুতে অচলা ভক্তি থাকিলে শীঘ্রই সিদ্ধি হয়। "শিষ্য গুরু, কৃষ্ণ ও মন্ত্র—এ তিনটী অভেদ জানিয়া মন্ত্র জপ করিবেন। যথা—গুরুশ্চ দেবতা চ মন্ত্রশ্চ তেষাং ঐক্যং চিন্তয়ন্ মন্ত্রং উচ্চারয়েৎ।"

(হঃ ভঃ বিঃ ২।৮৬ টীকা)

সদ্‌গুরুর নিকট হইতে প্রাপ্ত মন্ত্রের দ্বারা ভগবানের সহিত সাধকের সম্বন্ধবিশেষ স্থাপিত হয়—সম্বন্ধজ্ঞান লাভ হয়। "অহং প্রভোর্জনঃ সেবকোঽস্মি, সেব্যো মে প্রভু-র্ভগবান্, সপরিকর এব।" (শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর) —ইহাই সম্বন্ধজ্ঞান। শ্রীকৃষ্ণই আমার নিত্যপ্রভু, আমি তাঁহার নিত্যসেবক। সপরিকর শ্রীকৃষ্ণের সেবাই আমার নিত্য ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্য — এই দিব্যজ্ঞান সাধু-গুরুর কৃপাতেই লাভ হয়। এই জন্যই গুরু-প্রণাম-মন্ত্রে পাই —

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

ভগবজ্‌জ্ঞান প্রদান করিয়া যিনি অজ্ঞানান্ধ আমার দিব্যচক্ষু উন্মীলিত করেন, সেই শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করি।

দীক্ষা কাহাকে বলে,—এ সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন —

দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥

(বিষ্ণুযামল)

যাহা হইতে পাপের সম্যক্ ক্ষয় হয় এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে দিব্য অর্থাৎ অপ্রাকৃত ভগবৎ সম্বন্ধজ্ঞান উদিত হয়, তাহাকেই দীক্ষা বলে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু স্বকৃত ভক্তিসন্দর্ভ-গ্রন্থে (২৮৩ অনুচ্ছেদে) বলিয়াছেন— "দিব্যং জ্ঞানং হ্যত্র শ্রীমতি মন্ত্রে ভগবৎস্বরূপজ্ঞানং তেন ভগবতা সহ সম্বন্ধবিশেষ-জ্ঞানঞ্চ।" অর্থাৎ দিব্যজ্ঞান বলিতে মন্ত্রে সাক্ষাৎ ভগবদ্‌বুদ্ধি এবং ভগবানের সহিত সম্বন্ধবিশেষ জ্ঞান বুঝায়।

মন্ত্র ভগবন্নামাত্মক। নামের সহিত চতুর্থী বিভক্তি ও 'নমঃ'শব্দ যোগ হইলে এবং তাহা 'প্রণব' বা 'বীজ'-পুটিত হইলে মন্ত্র হয়। নমঃ-শব্দের অর্থে পদ্মপুরাণ বলেন—

অহঙ্কৃতি 'ম'-কারঃ স্যান্নকারস্তন্নিষেধকঃ।
তস্মাত্তু নমসা ক্ষেত্রি স্বাতন্ত্র্যং প্রতিষিধ্যতে॥
ভগবৎ পরতন্ত্রোঽসৌ তদায়ত্তাত্মজীবনঃ।
তস্মাৎ স্বসামর্থ্য-বিধিং ত্যজেৎ সর্ব্বমশেষতঃ॥
ঈশ্বরস্য তু সামর্থ্যাৎ নালভ্যং তস্য বিদ্যতে।
তস্মিন্ন্যস্তভরঃ শেতে তৎকর্ম্মৈব সমাচরেৎ॥

'নমঃ'-শব্দের 'ম'-কার অহঙ্কার বাচক এবং 'ন'-কার তাহার নিষেধক; সুতরাং 'নমঃ'-শব্দের দ্বারা জীবের স্বাতন্ত্র্য নিষিদ্ধ হইয়াছে। জীব সর্ব্বতোভাবে ভগবানের অধীন বলিয়া নিজ সামর্থ্যের প্রতি আস্থা একেবারেই পরি-ত্যাগ করিবেন। ঈশ্বরের কৃপায় তাঁহার কোন বস্তুই অলভ্য হইবে না। অতএব ভগবানের প্রতি সর্ব্বভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্তে তাঁহার সেবা করিবেন।

ভগবানের হইয়া—নিজেকে ভগবৎসেবক জানিয়া ভগ-

বানের সুখের জন্য ভগবৎসেবা করার নামই শুদ্ধভক্তি। প্রাকৃত-অভিমান বিদূরিত হইয়া শুদ্ধ-অভিমান— অপ্রাকৃত গুরুকৃষ্ণদাসাভিমান না জাগিলে শুদ্ধ ভজন কি করিয়া হইবে? 'ভজনে কৃষ্ণসুখে তাৎপর্য্যং ন তু স্বসুখে।' সুতরাং নিষ্কাম না হইতে পারিলে—গুরুদাসাভিমানে প্রতিষ্ঠিত না হইলে শুদ্ধ ভজন হওয়া সম্ভব নয়। এইজন্যই শাস্ত্র বলেন—

"অনন্যা ভক্তির্হি কৃত্বাপি ন ভগবত্যর্প্যতে, কিন্তু ভগবত্যর্পিতৈব ক্রিয়তে।" (গীতা ৯।২৭ শ্রীচক্রবর্ত্তী-টীকা)

জগদ্গুরু শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদও 'শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্'—এই ভাগবতীয় (ভাঃ ৭।৫।-২৩-২৪) শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন--'ভগবতি বিষ্ণৌ ভক্তি ক্রিয়েত, সা চার্পিতৈব সতী যদি ক্রিয়তে ন তু কৃতা সতী পশ্চাদর্প্যেত।"

স্বতন্ত্র জীব গুরুকৃষ্ণের আশ্রিত হইয়া নিজের স্বতন্ত্রতা—জড়-অহঙ্কার অর্থাৎ 'অহং করোমি'—এই জড়-অভিমান বা কর্ত্তাভিমান পরিত্যাগ করে। এইজন্য সেই শরণাগত গুরুদেবতাত্মা স্নিগ্ধ গুরুভক্তের সংসার হইতে অনায়াসে মুক্তি হয়। কিন্তু যাহারা মন্ত্রগ্রহণ করিয়াও দুর্ভাগ্য বশতঃ স্বতন্ত্রতা পরিত্যাগ করিতে পারে না, তাহাদের প্রকৃত দীক্ষা না হওয়ায় সংসার হইতে মুক্তি হয় না। মদীশ্বর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—"বদ্ধজীবের জড় অহঙ্কাররূপ ভোগ-নিবৃত্তির জন্য মন্ত্রসিদ্ধির আবশ্যকতা। 'নমঃ'-শব্দের 'ম' কারের অর্থ অহঙ্কার, 'ন'-কারের অর্থ তন্নিবৃত্তি অর্থাৎ মন্ত্রসিদ্ধি বলে জীবের অপ্রাকৃত অনুভূতি লাভ।"

মন্ত্রগ্রহণের দ্বারা মুক্তি লাভ সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন--

দীক্ষামাত্রেণ কৃষ্ণস্য নরা মোক্ষং লভন্তি বৈ।
কিং পুন র্যে সদা ভক্ত্যা পূজয়ন্ত্যচ্যুতং নরাঃ॥
(ব্রহ্মপুরাণ)

তপস্বিনঃ কর্ম্মনিষ্ঠাঃ শ্রেষ্ঠাস্তে বৈ নরা ভুবি।
প্রাপ্তা যৈস্তু হরে দীক্ষা সর্বদুঃখবিমোচিনী॥
(স্কন্দপুরাণ)

যাঁহারা হরি-দীক্ষা লাভ করেন তাঁহারাই তপস্বী, তাঁহারাই বাস্তবিক সৎকর্ম্মনিষ্ঠ এবং তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ। কারণ কৃষ্ণমন্ত্র-দীক্ষা সর্বদুঃখ বিনাশ করে—মুক্তি দান করে।

'বৃহদ্ভাগবতামৃত' বলেন—

"ভগবন্মন্ত্রজপমাত্রেণৈব মুক্তিঃ সুষ্ঠু সিধ্যতি। সদ্গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণপূর্বক যথাবিধি মন্ত্র জপ করিলে শীঘ্রই মন্ত্র-সিদ্ধি হয়। কিন্তু যথাবিধি মন্ত্র জপ না করিলে মন্ত্রবিষয়ে জ্ঞানাদি কিছুই শীঘ্র সম্পন্ন হয় না। মন্ত্রজপের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়—অনর্থ নিবৃত্তি অর্থাৎ কামক্রোধাদি মল দূর হয়। মন্ত্র সিদ্ধি হইলে সংসার হইতে মুক্তি হয়। যাঁহার মন্ত্রসিদ্ধি হইয়াছে, তিনিই মুক্ত বা শুদ্ধভক্ত।"

গাণপত্য, শৈব, শাক্ত, সৌর প্রভৃতি সমস্ত মন্ত্রের মধ্যে বৈষ্ণবমন্ত্রই শ্রেষ্ঠ ও অভীষ্টপ্রদ। বিষ্ণুমন্ত্র অপেক্ষা রামমন্ত্র শ্রেষ্ঠ। অবতারী শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া শ্রীনৃসিংহ রামাদি অবতারগণের মন্ত্র অপেক্ষা কৃষ্ণমন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব ও অসীমশক্তিশালিত্ব। আবার দ্বারকানাথাদি কৃষ্ণের মন্ত্র অপেক্ষা গোপলীলাকারী নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্র আরও শ্রেষ্ঠ। দ্বাদশাক্ষর, দশাক্ষর ও অষ্টাক্ষরাদি কৃষ্ণমন্ত্র অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্ররাজ সর্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীহরিভক্তিবিলাস (১বিঃ ৮৫-৮৬) বলেন

সর্ব্বেষু মন্ত্রবর্গেষু শ্রেষ্ঠং বৈষ্ণবমুচ্যতে।
গাণপত্যেষু শৈবেষু শাক্তসৌরেষ্বভীষ্টদম্॥
বৈষ্ণবেষ্বপি মন্ত্রেষু রামমন্ত্রাঃ ফলাধিকাঃ।
গাণপত্যাদি-মন্ত্রেষু কোটি-কোটী-গুণাধিকাঃ॥
(অগস্ত্য সংহিতা)

মন্ত্রাস্তু কৃষ্ণদেবস্য সাক্ষাদ্ভগবতো হরেঃ।
সর্ব্বাবতার বীজস্য সর্ব্বতো বীর্য্যবত্তমাঃ॥

তথাচ বৃহদ্গৌতমীয়ে—

সর্ব্বেষাং মন্ত্রবর্য্যানাং শ্রেষ্ঠো বৈষ্ণব উচ্যতে।
বিশেষাৎ কৃষ্ণমনবো ভোগমোক্ষৈক-সাধনম্॥
তত্রাপি ভগবত্তাং স্বাং তন্বতো গোপলীলয়া।
তস্য শ্রেষ্ঠতমা মন্ত্রাস্তেস্বপ্যষ্টাদশাক্ষরঃ॥

শ্রীসনাতন টীকা—তত্র তে শ্রীদ্বারকানাথদেবতাদি মন্ত্রেষ্বপি মধ্যে তস্য শ্রীকৃষ্ণদেবস্যৈব গোপলীলয়া নিজাং

ভগবত্তাং তত্ত্বতঃ বিস্তারয়তঃ সতো যে মন্ত্রাস্ত এব শ্রেষ্ঠতমাঃ। তেম্বপি মধ্যে অষ্টাদশাক্ষরঃ সম্মোহনাখ্যয়া প্রসিদ্ধঃ শ্রেষ্ঠঃ ইত্যর্থঃ।

অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রই গৌড়ীয় বৈষ্ণব আমাদের নিত্য উপাস্য। শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণই ইঁহার দেবতা।

'ত্রৈলোক্য সম্মোহন'-তন্ত্রে শ্রীশিবজী পার্বতীকে বলিতেছেন—"হে দেবি, অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র পরিজ্ঞাত হইলে মানব সর্বজ্ঞ হইতে পারে। এই মন্ত্র জপ করিয়া পুত্রার্থী পুত্র প্রাপ্ত হয়, ধনার্থী ধন লাভ করে, মানব সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইতে পারে। ইঁহার প্রভাবে ত্রিভুবন বশীভূত করিতে পারে, সকলকে মোহিত করিতে সমর্থ হয়, রিপুকুল সংহারে সক্ষম হয় মুক্তিও অনায়াসে লাভ হয়। মণির মধ্যে যেমন চিন্তামণি, গো-মধ্যে যেরূপ কামধেনু, নারীগণ মধ্যে যেমন সতী, বর্ণমধ্যে যেমন ব্রাহ্মণ, নদীমধ্যে যেমন গঙ্গা, সমস্ত মন্ত্রের মধ্যে সেইরূপ অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র শ্রেষ্ঠ। অখিল শাস্ত্রের মধ্যে যেমন বৈষ্ণবশাস্ত্র শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ এই মন্ত্ররাজ অন্য সমস্ত মন্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

অতো ময়া মহেশানি প্রত্যহং জপ্যতে মনুঃ।
নৈতেন সদৃশঃ কশ্চিজ্জগত্যস্মিন্ চরাচরে॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১।৮৮-৮৯ ধৃত)

"হে দেবি, এজন্য আমি প্রত্যহ এই মন্ত্র জপ করি। ইঁহার তুল্য মন্ত্র এই চরাচর জগতে আর নাই।"

গৌতমীয়তন্ত্রেও আমরা পাই—শ্রীনারদ গৌতমকে বলিতেছেন—"হে গৌতম, অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রসকল মন্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং ইহা গুহ্য হইতেও গুহ্যতর। এই মন্ত্র চিন্তামণির ন্যায় সকল বাঞ্ছা পূর্ণ করেন। ইহা সকৃৎ উচ্চারণের দ্বারা সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ ও গঙ্গাদি নিখিল তীর্থ স্নানের ফল লাভ হয়। হে গৌতম, আমি সত্য করিয়া বলিতেছি—এই মন্ত্রপ্রভাবে মানব ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ সমস্তই অনায়াসে লাভ করিতে পারে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।"

'ব্রহ্মসংহিতা' গ্রন্থে আমরা পাই—ভগবান্ সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মাকে এই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র প্রদান করেন।

শ্রুতিতে (গোপালপূর্ব্বতাপন্যুপনিষৎ) ব্রহ্মাও বলিয়াছেন—"আমি প্রণত হইলে গোপরূপী শ্রীকৃষ্ণ কৃপাপূর্ব্বক আমাকে অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র প্রদান করিলেন।"

তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

যাঁর ধ্যান নিজলোকে করে পদ্মাসন।
অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রে করে উপাসন॥

(চৈঃ চঃ আদি ৫।২২১)

শ্রীহরিভক্তিবিলাস আরও বলেন—"এই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র যাবতীয় মন্ত্র অপেক্ষা সমধিক বীর্য্যশালী। ইহা সর্ব্বার্থ সাধক ও বাঞ্ছিত ফলপ্রদ এবং মোক্ষের একমাত্র সাধন। এই মন্ত্র জপমাত্র সকল প্রকার ঈপ্সিতবস্তু লাভ করা যায়। এই মন্ত্রে কি গৃহী, কি সন্ন্যাসী, কি ব্রহ্মচারী, কি বানপ্রস্থ, কি স্ত্রীজাতি, কি শূদ্রাদি সকলেরই অধিকার আছে।

"অষ্টাদশাক্ষর গোপালমন্ত্রে কোন দোষ নাই, কোন বিচার নাই। এই মন্ত্র আশু অজ্ঞানতা দূর করে। ইহা স্বর্গ-মোক্ষফলপ্রদ, সর্ব্বপাপনাশন ও সর্ব্বকামপ্রদ। এই মন্ত্রের মাহাত্ম্য অবর্ণনীয় ও অনির্ব্বচনীয়।

"বলিত্বাৎ কৃষ্ণমন্ত্রাণাং সংস্কারাপেক্ষণং নহি।" কৃষ্ণমন্ত্র বলশালী বলিয়া এই মন্ত্রে সংস্কারাদি করার দরকার হয় না।

"যিনি প্রত্যহ নিয়মিতভাবে মন্ত্র জপ করেন, মন্ত্রদেবতা শ্রীহরি তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন এবং তাঁহাকে বিপুল ভোগ ও বৈকুণ্ঠে স্থান প্রদান করেন। শ্রীভগবান্ মনে করেন যে, এই ব্যক্তি আমার মন্ত্র জপ-পরায়ণ, অতএব আমার প্রিয়।"

মন্ত্র-জপ-সম্বন্ধে বৃহদ্ভাগবতামৃত বলিতেছেন—"মন্ত্র জগদীশ্বর-সাধক ও তৎপ্রসাদপ্রাপক বলিয়া আদরের সহিত মন্ত্রজপ করিতে হইবে। মন্ত্রজপকে ভগবৎসেবা বলিয়া জানিবে। প্রথমে গুরুবাক্যে বিশ্বাস, তৎপরে অনুভূতি লাভ। গুরুবাক্যে সুদৃঢ় বিশ্বাস ব্যতীত মন্ত্রজপাদি শক্তিশালী সাধনসমূহও নিষ্ফল হয়। এইজন্য আদৌ শ্রদ্ধার কথা। 'শ্রদ্ধয়া বিশ্বাসেন প্রীত্যা বা।'

বৃহদ্ভাগবতামৃত (২।১।১১৩-১১৬ টীকা, ২।২।৮৩টীকা) আরও বলেন—

"সিদ্ধমন্ত্রোঽপি পূতাত্মা ত্রিসন্ধ্যং দেবমর্চ্চয়েৎ।
নিয়মৈনৈকসন্ধ্যং বা জপেদষ্টোত্তরং শতম্॥

"ন কদাচিৎ জপং ত্যজেৎ।" কখনও জপ ত্যাগ করিবে না। যাঁহাদের মন্ত্রসিদ্ধি হইয়াছে, সেই মুক্তপুরুষগণও পবিত্র হইয়া ত্রিসন্ধ্যা অথবা একবার মন্ত্রজপ অবশ্যই করিবেন। মুক্তেরই যখন মন্ত্রজপ প্রত্যহ করণীয়, তখন দীক্ষাপ্রাপ্ত সাধকমাত্রেরই যে আদরের সহিত ত্রিসন্ধ্যা মন্ত্রজপ করা কর্ত্তব্য, তাহা বলাই বাহুল্য। মন্ত্র ত্রিসন্ধ্যা যথাবিধি জপ না করিলে মন্ত্র, মন্ত্র-দেবতা ও মন্ত্রদাতা গুরুর চরণে অপরাধ হয়। শ্রীগুরুদেবের গৌরব রক্ষার্থ মন্ত্র ত্রিসন্ধ্যা প্রীতির সহিত অবশ্য জপ করিতে হইবে। তদুল্লঙ্ঘনে শাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়।"

জপের নিয়ম সম্বন্ধে শ্রীহরিভক্তিবিলাস বলিতেছেন—"অঙ্গুষ্ঠ ব্যতীত মন্ত্র জপ করিলে তাহা সফল হয় না। কনিষ্ঠা, অনামিকা ও তর্জ্জনী এই অঙ্গুলিত্রয়ের তিন তিন পর্ব্ব ও মধ্যমার এক পর্ব্ব এই দশ পর্ব্বে জপ করা উচিত। জপ সময়ে মধ্যমার নিম্ন অন্য পর্ব্বদ্বয় বর্জ্জন করিবে। মধ্যমার পর্ব্বদ্বয়কে মেরু বলিয়া জানিবে। ব্রহ্মা স্বয়ং ইহাকে দূষিত করিয়া রাখিয়াছেন।

"অনামিকার মধ্য হইতে আরম্ভ করতঃ তর্জ্জনীর মূল পর্য্যন্ত দশপর্ব্বে জপ করিবে। অঙ্গুলি পরস্পর পৃথক্ রাখিতে নাই। অঙ্গুলি সমূহ পরস্পর বিযুক্ত হইলে তন্মধ্যগত ছিদ্রদ্বারা জপ স্রাবিত হয়। তজ্জন্য জপের ফল সুষ্ঠু হয় না।

"অঙ্গুল্যগ্রে জপ করিলে, সুমেরু লঙ্ঘনপূর্ব্বক জপ করিলে অথবা সংখ্যা না রাখিয়া জপ করিলে তাহা বিফল হইয়া থাকে। একবস্ত্রে মন্ত্র জপ করিতে নাই। জপকালে অন্য চিন্তা করিবে না, সেই সময় মন্ত্রার্থ চিন্তনীয়। মন্ত্র কদাপি কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না। অপবিত্র হস্তে, নগ্নাবস্থায়, কথা বলিতে বলিতে জপ করিলে তাহা বিফল হয়। অন্য চিন্তা করিতে করিতে মন্ত্র জপ করিলে মন্ত্রসিদ্ধি হইবে না।

"কর আবরণ করিয়া জপ করিতে হইবে। মস্তক আচ্ছাদিত করিয়া জপ করিতে নাই। ক্ষুধার্ত্ত হইয়া, অন্যমনা হইয়া, বিনা আসনে, শয়ন করিয়া, দণ্ডায়মান হইয়া বা অন্ধকারে মন্ত্রজপ করা অনুচিত। প্রকাশ্যভাবে জপ করিলে তাহা বিফল হয়।

"গুপ্তভাবে স্পষ্ট করিয়া প্রত্যহ জপ করিবে। দ্রুত বা অতিধীরে জপ করিতে নাই। ন্যূন বা অধিক জপও করিতে নাই। প্রত্যহ যথাশক্তি সমসংখ্যায় মন্ত্র জপ করিবে। টীকা—শক্ত্যা যথাশক্তি যা নিয়তা নিত্য নিয়মিত জপসংখ্যা তয়ৈব নিত্যজপং কুর্য্যাৎ, ন ন্যূনং নাধিকং বা জপং কুর্য্যাৎ দিনে দিনে।"

শাস্ত্র আরও বলেন—"গুরুসন্তোষমাত্রেণ মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেদ্ ধ্রুবম্"। (গৌতমীয় তন্ত্র)

ততো মন্ত্রপ্রসিদ্ধ্যর্থং গুরুং সম্পূজ্য তোষয়েৎ।
এবঞ্চ মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্যাৎ দেবতা চ প্রসীদতি॥
অথবা দেবতারূপং গুরুং ধ্যাত্বা প্রতোষয়েৎ।
তস্য ছায়ানুসারী স্যাদ্ভক্তিযুক্তেন চেতসা॥
গুরু মূলমিদং সর্ব্বং তস্মান্নিত্যং গুরুং ভজেৎ।
পুরশ্চরণহীনোঽপি মন্ত্রী সিদ্ধ্যেন্ন সংশয়ঃ॥

টীকা—কেবল শ্রীগুরুপ্রসাদেনৈব পুরশ্চরণসিদ্ধিঃ স্যাৎ।
(হঃ ভঃ বিঃ ১৭।১২৮,১৩০)

মন্ত্রসিদ্ধির জন্য সর্ব্বস্বদিয়া বা প্রাণ দিয়া গুরুসেবা করিবেন। তবেই মন্ত্রসিদ্ধি হইবে এবং ভগবান্‌ও প্রসন্ন হইবেন। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যে গুরুই মূল। এজন্য ভক্তিযুক্ত চিত্তে প্রত্যহ শ্রীগুরুদেবের সেবা করিতে হয়। পুরশ্চরণাদি-হীন হইলেও প্রীতি পূর্ব্বক গুরুসেবা দ্বারাই সাধক সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন।

শাস্ত্র পাঠে জানা যায়—শ্রীগুরুদেবের নিকট প্রথমে 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্র লাভ করিয়া কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ করিতে হইবে। নতুবা নরক হইবার সম্ভাবনা। শাস্ত্র বলিতেছেন—

শিষ্যস্যোদণ্ডমুখস্থস্য হরের্নামানি ষোড়শ।
সংশ্রাব্যৈব ততো দদ্যান্মন্ত্রং ত্রৈলোক্যমঙ্গলম্॥
(জ্ঞানামৃতসার)

শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে প্রথমে ষোড়শনামাত্মক 'হরে কৃষ্ণ' মহামন্ত্র দান করিয়া তৎপরে ত্রৈলোক্যমঙ্গল কৃষ্ণমন্ত্র প্রদান করিবেন।

শাস্ত্র আরও বলেন—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
দ্বাত্রিংশদক্ষরাণ্যেব কলৌ নামানি সর্ব্বদম্।
এতন্মন্ত্রং স্মৃতশ্রেষ্ঠ প্রথমে শৃণুয়ান্নরঃ॥
শ্রুত্বা গুরুমুখাৎ পুত্র দক্ষকর্ণে তপোধন।
দীক্ষাংকুর্য্যুঃ স্মৃতশ্রেষ্ঠ মহাবিদ্যাস্থ সুন্দর॥
হরিনাম্না বিনা পুত্র দীক্ষা চ বিফলা ভবেৎ।
নারী বা পুরুষো বাপি তৎক্ষণান্নারকী ভবেৎ॥

(শ্রীরাধাতন্ত্র)

আদৌ গুরুমন্ত্র ও গুরুগায়ত্রী জপ করিয়া তৎপরে গৌরমন্ত্র ও গৌরগায়ত্রী জপ করিতে হইবে। তদনন্তর কৃষ্ণমন্ত্র ও কামগায়ত্রী জপ করা শাস্ত্রবিধি। ভগবান্ বলিয়াছেন—

প্রথমন্তু গুরুং পূজ্য ততশ্চৈব মমার্চ্চনম্।
কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্নোতি হ্যন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ॥

(ভক্তিসন্দর্ভ ২৩৭ অনুচ্ছেদ)

সাধক প্রথমে শ্রীগুরুদেবের পূজা করিয়া অনন্তর আমার (ভগবানের) পূজা করিলেই সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন, অন্যথা পূজা নিষ্ফল হয়।

শ্রীগুরুমন্ত্রের কথা বৃহদ্‌ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে সূত-শৌনক-সংবাদে এবং শ্রীগুরুগায়ত্রীর কথা পদ্মপুরাণে বর্ণিত আছে। শ্রীগৌরমন্ত্রের কথা উর্দ্ধাম্নায়তন্ত্রে দৃষ্ট হয়। যথা—তত্র শ্রীব্যাসং প্রতি শ্রীনারদবাক্যম্—

"অহো গূঢ়তমঃ প্রশ্নো ভবতা পরিকীর্ত্তিতঃ।
মন্ত্রং বক্ষ্যামি তে ব্রহ্মণ্ মহাপুণ্যপ্রদং শুভম্॥
'ক্লীঁ গৌরায় নমঃ' ইতি সর্ব্বলোকেষু পূজিতঃ।
মায়ারমানঙ্গবীজৈর্বাগ্‌বীজেন চ পূজিতঃ।
ষড়ক্ষরকীর্ত্তিতোঽয়ং মন্ত্ররাজঃ সুরদ্রুমঃ॥"

শ্রীগৌরমন্ত্র সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও আমরা পাই—

"গৌরগোপাল মন্ত্র তোমার চারি অক্ষর।"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ২।৩১)

শ্রীচৈতন্যভাগবতও বলেন—

"যাঁর মন্ত্রে সকল মূর্ত্তিতে বৈসে প্রাণ।
সেই প্রভু—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র নাম॥"

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ২।৩০৫)

অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের কথা গোপাল-পূর্ব্বতাপন্যুপনিষৎ, ব্রহ্মসংহিতা, সনৎকুমারকল্প, বৃহদ্‌গোতমীয় তন্ত্র ও ত্রৈলোক্য-সম্মোহনতন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রে আছে। কামগায়ত্রীর কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে ও শ্রীসনৎকুমার সংহিতায় পাওয়া যায়। যথা—

বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীনমদন।
কাম গায়ত্রী কামবীজে যাঁর উপাসন॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ৮।১৩৭)

জপেদ্ যঃ কামগায়ত্রীং কামবীজ সমন্বিতাম্।
তস্য সিদ্ধির্ভবেৎ প্রেম রাধাকৃষ্ণস্থলং ব্রজেৎ॥
এতাং পঞ্চপদীং জপ্ত্বা শ্রদ্ধয়াঽশ্রদ্ধয়াঽসকৃৎ।
বৃন্দাবনে তয়োর্দাস্যং গচ্ছত্যেব ন সংশয়ঃ॥

(সনৎকুমার সংহিতা)

মন্ত্রার্থ-জ্ঞান ব্যতীত সহসা মন্ত্রসিদ্ধি হয় না সত্য; কিন্তু মন্ত্রার্থ অতিশয় গোপ্য ও গুরুমুখে শ্রোতব্য বলিয়া এখানে তাহা প্রকাশ করা সম্ভবপর হইল না। জগদ্‌গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ও অন্যান্য মহাজনগণ বিভিন্ন গ্রন্থে কৃপাপূর্ব্বক মন্ত্রার্থ বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিয়াছেন।

শ্রীবলদেব তত্ত্ব

(শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ, এম, এ,)

[পরব্রহ্ম নিত্যকাল সচ্চিদানন্দ পুরুষমূর্ত্তি]

শ্রুতির বাক্য হইতে এরূপ জানা যায় যে পর ব্রহ্মের বিগ্রহ বা আকার নিত্য। তিনি যে সৃষ্টিলীলার জন্য বিগ্রহবান্ হইলেন তাহা নহে। সৃষ্টির পূর্ব্বেও তিনি বিগ্রহবান্ ছিলেন। শ্রুতিতে যেখানে তাঁহাকে 'অরূপ', 'অমূর্ত্ত' বলা হইয়াছে তাহার অর্থ এই যে তাঁহার আকার 'মায়িক' নহে এজন্য মানবের বুদ্ধি-মন-ইন্দ্রিয়-বর্গের দ্বারা গ্রাহ্য নহে। শ্রুতিতে ইহাও জানাযায় যে সৃষ্টির পুর্ব্বে তাঁহার বিগ্রহ ছিল অনন্ত। সৎ, চিৎ, আনন্দও অনন্ত—এই তিনটি অনন্তবস্তুর সমবায় তাঁহার সচ্চিদানন্দ পুরুষমূর্ত্তি। সৃষ্টির পূর্ব্বে তিনি ভিন্ন আর কিছুই ছিল না "আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ সোঽনুবীক্ষ্য নান্যদাত্মনোঽপশ্যৎ।" (বৃহদারণ্যক)। তখন তাঁহার অনন্ত পুরুষমূর্ত্তিই ছিল। যখন তিনি লীলা করিতে ইচ্ছা করিলেন তখন তিনি তাঁহার অনন্ত সৎ, চিৎ, আনন্দকে ঘনীভূত করিয়া নরমূর্ত্তির যে পরিমাণ সেই পরিমাণ হইলেন ইহাই তাঁহার সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ। শ্রুতি বলিতেছেন "স বৈ নৈবরেমে, তস্মাদেকাকী ন রমতে। স দ্বিতীয়-মৈচ্ছৎ। স হৈতাবানাস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিষ্বক্তৌ। স ইমমেবাত্মানং দ্বেধাঽপাতয়ৎ" (বৃহদারণ্যক) —অর্থাৎ তিনি (পরব্রহ্ম) একাকী থাকিয়া আনন্দ পাইলেন না। তিনি দ্বিতীয় ইচ্ছা করিলেন। তিনি এই পরিমাণ হইলেন, যেমন পরস্পর আলিঙ্গিত স্ত্রীপুরুষে হয়। তিনি এই আপনাকেই দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন। এই শ্রুতিবাক্যে বুঝা যাইতেছে যে পরব্রহ্ম আনন্দলীলা করিতে ইচ্ছা করিলেন—তাঁহার একাকীত্ব তাঁহাকে আনন্দ দিতে পারে না। তাঁহার অনন্ত পুরুষমূর্ত্তি সমগ্র বিশ্ব ব্যাপিয়া রহিয়াছে একাকী লীলা সম্ভব নয় সেজন্য লীলা করিবার জন্য তাঁহার লীলাপরিকর আবশ্যক। এজন্য তাঁহার অনন্ত পুরুষমূর্ত্তিকে সান্দ্রীকরণের দ্বারা নিজেকে মানবপরিমাণ ক্ষুদ্রাকার করিয়া যে সমগ্র স্থান তিনি অনন্ত পুরুষমূর্ত্তিতে ব্যাপিয়া ছিলেন সেই স্থানকে তিনি শূন্য করিলেন। সৃষ্টির পূর্ব্বে এই স্থান অনন্ত পুরুষমূর্ত্তির দ্বারা ব্যাপ্তছিল সেজন্য এই স্থান অনন্ত।

[তিনি নরাকার সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ]

এই অনন্তশূন্যস্থানের মধ্যে সচ্চিদানন্দঘন-বিগ্রহ পরব্রহ্ম তাঁহার সন্ধিনীশক্তিকে বিস্তার করিয়া অপ্রাকৃত পরব্যোম প্রকাশ করিলেন, এই অপ্রাকৃতপরব্যোমেই শ্রীভগবানের ত্রিপাদ বিভূতি প্রকাশিত। ত্রিপাদ বিভূতি প্রকাশের পর শূন্যস্থানের মধ্যেই তাঁহার মায়াশক্তির পরিণামভূত বিস্তারের দ্বারা প্রাকৃত বিশ্বের সৃষ্টি করিলেন। এই প্রাকৃতবিশ্বে তাঁহার একপাদ বিভূতি প্রকাশিত। পরব্যোম, গোলক বৈকুণ্ঠাদি ধামের আকাশ—ইহা সন্ধিনীশক্তির প্রকাশরূপ বলিয়া ইহা চিন্ময় বস্তু। এই ব্যোম অর্থাৎ আকাশ প্রকৃতির অতীত বলিয়া ইহাকে পরব্যোম বা মহাকাশ বলা হয়। প্রাকৃতবিশ্বে যে আকাশ আমরা দেখিতে পাই উহা মায়াশক্তির পরিণাম, সেজন্য উহা প্রাকৃত জড়বস্তু।

পরব্রহ্ম লীলার জন্য সচ্চিদানন্দঘন-বিগ্রহ হইবার পূর্ব্বে কতকাল একাকী অনন্ত পুরুষরূপে ছিলেন তাহা বলা যায় না, কারণ মায়াশক্তির গতিই কাল। প্রাকৃত সৃষ্টিলীলার পর হইতে মায়াশক্তির ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে তখন হইতে কালের আরম্ভ। শ্রুতিতেও এই তত্ত্বসূচক বাক্য রহিয়াছে "ন হ পুরাততঃ সংবৎসর আস" (বৃ-আ)—প্রাকৃত সৃষ্টির পূর্ব্বে সংবৎসর অর্থাৎ কাল ছিলনা। পরব্রহ্মের অনন্তরূপের পরিচয় আমরা এইভাবে পাইতেছি—সৃষ্টির পূর্ব্বে তাঁহার অনন্ত পুরুষমূর্ত্তি অনন্তস্থান ব্যাপিয়া ছিলেন, সৃষ্টিলীলার জন্য তিনি তাঁহার অনন্ত পুরুষমূর্ত্তিকে সান্দ্রীকরণের

দ্বারা সচ্চিদানন্দঘন-বিগ্রহ নরাকার পুরুষমূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইলেন, তাঁহার সন্ধিনীশক্তির প্রকাশরূপ অপ্রাকৃত পরব্যোম এবং সেখানে তাঁহার স্বরূপগণের প্রকাশ, স্থাবর জঙ্গমসহ প্রাকৃতবিশ্ব তাঁহার মায়াশক্তির পরিণাম সুতরাং তাঁহার অনন্তরূপের পরিচায়ক।

[অপ্রাকৃত ধামসমূহ প্রকাশ]

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে অনন্ত পুরুষমূর্ত্তি লীলা করিবার জন্য সান্দ্রীকরণের দ্বারা সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহরূপে নরাকৃতি হইয়াছিলেন। এই আকারটি কিরূপ ? শ্রুতি বলেন "গোপবেশম্ অভ্রাভং তরুণংকল্পদ্রুমাশ্রিতম্" (গোপালতাপনী) এই শ্রুতিই অন্যস্থানে বলিতেছেন "সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্। দ্বিভুজং জ্ঞানমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্" — এই সবিশেষরূপটী গোপবেশ, দ্বিভুজ, নিত্যকিশোর (তরুণং), মেঘবর্ণ (মেঘাভং), বিদ্যুতেরন্যায় পীতবর্ণ বসন পরিহিত (বৈদ্যুতাম্বরং), কমলনয়ন (সৎপুণ্ডরীকনয়নং), বনমালাধারী (বনমালিনং) ইত্যাদি। পদ্মপুরাণ বলেন — "নরাকৃতিং পরংব্রহ্ম" —পরমব্রহ্ম নরাকৃতি। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

[পরব্রহ্মের নরাকার কিরূপ ?]

যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্॥ ভাঃ ৩।২।১২

"ভগবান্ প্রপঞ্চ-জগতে স্বীয় যোগমায়াবলে স্বীয় শ্রীমূর্ত্তি প্রকটিত করিয়াছেন। সেই মূর্ত্তি নর লীলার উপযোগী। তাহা এত মনোরম যে তাহাতে কৃষ্ণের নিজেরও বিস্ময়োৎপাদন হয়, তাহা সৌভাগ্যাতিশয়ের পরাকাষ্ঠা এবং সমস্ত ভূষণের ভূষণ অর্থাৎ সমস্ত লৌকিক দৃশ্যের মধ্যে পরম অলৌকিক"। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত বলিতেছেন—

কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা,
নর বপু তাহার স্বরূপ।
গোপবেশ, বেণুকর, নবকিশোর, নটবর,
নরলীলার হয় অনুরূপ॥

কৃষ্ণের গোকুললীলা, বাসুদেবসঙ্কর্ষণাদি পরব্যোমলীলা, কারণার্ণবশায়ী প্রভৃতি পুরুষবতার লীলা, মৎস্যকূর্ম্মাদি অবতার-লীলা, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম প্রভৃতি অনন্তক্রীড়াময় শ্রীভগবানের ক্রীড়াসমূহের মধ্যে তারতম্য বিচারে নরলীলাই শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণস্বরূপ নরলীলার সদৃশ কিন্তু হেয়, মর্ত্ত্য, অনিত্য, অনুপাদেয়, সসীম, অবচ্ছিন্ন প্রভৃতি প্রাকৃত দোষ বিশিষ্ট নহে।

এই সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ নরাকৃতি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপে সৎ, চিৎ, আনন্দ এই তিনটী মূলবস্তু। তাঁহার স্বরূপের যেমন এই তিনটী মূলবস্তু, তাঁহার স্বরূপশক্তিতেও সেইরূপ তিনটি বিভেদ আছে—'সৎ' অংশের অধিষ্ঠাত্রী শক্তি সন্ধিনী, 'চিৎ' অংশের অধিষ্ঠাত্রীশক্তি 'সম্বিদ্' এবং 'আনন্দ' অংশের অধিষ্ঠাত্রী শক্তি 'হ্লাদিনী'। অনাদিকাল হইতে এই সচ্চিদানন্দতত্ত্বের শক্তির বিকাশ কোন আবির্ভাবে আংশিকভাবে ব্যক্ত, এবং কোন আবির্ভাবে পূর্ণতমভাবে ব্যক্ত। যে আবির্ভাবে ঐ সকল শক্তির পূর্ণতম বিকাশ তাহাই তাঁহার স্বয়ংসিদ্ধ অনাদি সবিশেষ স্বরূপ। তাঁহার এই স্বরূপের মধ্যে 'সৎ'—'চিৎ' ও 'আনন্দ' দ্বারা অনুস্যূত, চিৎ 'আনন্দ' দ্বারা অনুস্যূত এবং 'আনন্দ' 'চিৎ' এর দ্বারা অনুস্যূত— এইরূপ অনুস্যূত সৎ-চিৎ-আনন্দ পরস্পরের মধ্যে থাকিলেও একটী সম্মিলিত বস্তু। এজন্য তাঁহার বিগ্রহের সর্ব্বাংশেই জ্ঞানশক্তিযুক্ত চিৎ, এবং হ্লাদিনী শক্তিযুক্ত আনন্দ আছে এবং তাঁহার সকল অঙ্গ সর্ব্বেন্দ্রিয়যুক্ত। যে কোন অঙ্গের দ্বারাই তিনি যে কোন ইন্দ্রিয়ের কার্য্য করিতে পারেন। এই সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহই তাঁহার নরাকার স্বরূপ। কিরূপ আকার তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

আবার শ্রুতি বলিতেছেন 'রসো বৈ সঃ', (তৈত্তিরীয়)। 'রস' বলিতে তিনি আস্বাদক (রসয়তি-আস্বাদয়তি)

—তিনি ভক্তের প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদন করেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও তাঁহাকে রসিক শেখর বলিয়াছেন—"কৃষ্ণ রসিকশেখর। রস আস্বাদক রসময় কলেবর" (মধ্য) তাঁহার স্বরূপস্থিত হ্লাদিনীশক্তিও তাঁহাকে পূর্ণতমরূপে আনন্দ আস্বাদন করাইয়া থাকেন। তিনি নিজেই অনন্দঘনমূর্ত্তি 'অখিল রসামৃতসিন্ধু' বলিয়া পরম আস্বাদ্য বস্তুও তিনি (রস্যতে আস্বাদ্যতে ইতি রসঃ)।

[তিনি রসস্বরূপ]

তিনি লীলাপরায়ণ—নিজে আত্মারাম হইয়াও তিনি হ্লাদিনীর প্রেরণায় আনন্দাতিশয্যে সর্ব্বদা লীলা পরায়ণ। শ্রুতিতে বলিয়াছেন "কৃষ্ণো বৈ পরমদৈবতম্" (গো-তা)—দিব্ ধাতু অর্থে দ্যুতি বা ক্রীড়া দুইই বুঝায়, তিনি দ্যুতি বিস্তার করেন অর্থাৎ তাঁহার কলেবর জ্যোতির্ম্ময়। তিনি ক্রীড়া (লীলা, কেলি) করেন—"লোকবত্তু লীলা কৈবল্যম্"। সুতরাং আমরা পাইলাম দ্বিভুজ, গোপবেশ, বেণুকর, নিত্যকিশোর নবজলধর-শ্যামবর্ণ নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্যামসুন্দর পরম জ্যোতির্ম্ময় এবং পরম ক্রীড়াপরায়ণ। "স একাকী ন রমতে"—একাকী ক্রীড়া করিয়া তিনি আনন্দ পান না। তাহাতে বুঝিলাম তাঁহার লীলার জন্য পরিকর আবশ্যক। তিনি ও তাঁহার ক্রীড়া যখন অনাদি, তাঁহার লীলাপরিকরগণও অনাদি,—অনাদিকাল হইতে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় চিচ্ছক্তির ক্রিয়ায় নিজস্বরূপকে বিস্তার করিয়া তাঁহার লীলাপরিকর স্বরূপে নিজেকে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির পক্ষে অসম্ভব নহে। শ্রুতি বলিতেছেন "একোঽপি সন্ যো বহুধা বিভাতি" (গো-তা)—তিনি এক (অদ্বিতীয়) হইয়াও নিজেকে বহুরূপে প্রকাশিত করেন। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুরাদি সমস্ত রসের আশ্রয় তিনি "সর্ব্বরসঃ" (ছান্দোগ্য), সেজন্য এই বিভিন্ন রস আস্বাদনের জন্য তাঁহার পিতা, মাতা, সখা কান্তা প্রভৃতি বিভিন্ন রসাস্বাদনোপযোগী বিভিন্ন লীলা-পরিকর আবশ্যক। মধুর রসের মধ্যে সর্ব্ববিধ রস অনুস্যূত থাকায় যেখানে সেইরসের পূর্ণতম ভাবে অভিব্যক্তি সেই ব্রজধামই সর্ব্বরস কৃষ্ণের প্রধান লীলাস্থান। সেজন্য তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করিতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলিয়াছেন—"অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন"। যদি কেহ বলেন পরব্রহ্ম নরাকার হইলে সীমাবদ্ধ হয়েন কি না? তাহার উত্তর তাঁহার অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে তিনি সমস্ত বিরুদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয়। বিভুত্ব তাঁহার স্বরূপের ধর্ম্ম—তিনি 'সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু"—হইলেও তিনি ক্ষুদ্রাকার, মধ্যমাকার, বিরাটাকার সবই হইতে পারেন। শ্রুতি বলিয়াছেন, "অণোরণীয়ান্, মহতো মহীয়ান্"—সমস্ত ক্ষুদ্রাকার বস্তুর মধ্যে তিনি ক্ষুদ্রতম এবং সমস্ত বিশালাকার বস্তুরমধ্যে তিনি বৃহত্তম। সুতরাং দ্বিভুজ, গোপবেশ, বেণুকর, নিত্যতরুণ শ্যামসুন্দরের নরাকার হওয়া কিছুই অসম্ভব নহে এবং তাহাতে তাঁহার বিভুত্বের হানি হয় না।

[তিনি লীলাপরায়ণ]

লীলার জন্য অনন্ত চিদৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ভগবত্তার বিস্তার করিলেন "তপসা চীয়তে ব্রহ্ম" (মুণ্ডক)—পরব্রহ্ম লীলার জন্য স্বীয় জ্ঞানশক্তির পরিচালনা করিয়া—অর্থাৎ কিরূপে আপনাকে বিস্তার করিলে সুষ্ঠুভাবে লীলাকার্য্য হইতে পারে তাহা স্থির করিয়া লইয়া নিজের বিস্তার সাধন করিলেন।

[লীলার জন্য স্বরূপের বিস্তার]

তাঁহার সর্ব্ব প্রথম বিস্তার—পূর্ব্বে উল্লিখিত "স বৈ নৈব রেমে" এই শ্রুতিবাক্য অনুযায়ী পরস্পর আলিঙ্গিত স্ত্রীপুরুষের ন্যায় নরাকৃতি। এই তত্ত্বটীর বিশ্লেষণ পূর্ব্বক পুরাণাদি স্মৃতি শাস্ত্র যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে বুঝাযায় যে আনন্দরস আস্বাদনের জন্য এবং উহা বিতরণ জন্য তিনি তাঁহার স্বরূপে অবস্থিত হ্লাদিনী শক্তিকেই মূর্ত্তিমতী করিয়া দ্বিতীয়রূপে প্রকাশ করিলেন- অর্থাৎ সেই হ্লাদিনীকেই ঘনীভূত করিয়া মূর্ত্তিমতী করিলেন, শ্রীরাধিকাই তাঁহার সেই দ্বিতীয় মূর্ত্তি। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামীর উপলব্ধিভূত ঐরূপ উক্তি—"রাধা-কৃষ্ণ প্রণয়বিকৃতি হ্লাদিনীশক্তিরস্মাদেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ" শ্রীরাধিকার স্বরূপ এই যে তিনি কৃষ্ণ-প্রেমের পরিণতি হ্লাদিনীশক্তি—এই হ্লাদিনীশক্তি

[প্রথম বিস্তার—রাধাকৃষ্ণ যুগলমূর্ত্তি]

কৃষ্ণের সহিত একীভূত ছিল, পরে কৃষ্ণ হইতে ভিন্নমূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়া রাধামূর্ত্তি হইলেন। সুতরাং সৃষ্টির পূর্ব্বে শ্রীভগবানের ভগবত্তার প্রথম বিস্তার তাঁহার রাধাকৃষ্ণ যুগলমূর্ত্তি—স্ত্রীপুরুষের ন্যায় পরস্পর আলিঙ্গিত মূর্ত্তি।

শ্রীভগবান তাঁহার স্বীয় হ্লাদিনীশক্তিকে শ্রীরাধিকারূপে ভিন্নমূর্ত্তিতে প্রকাশ করিলেও স্বয়ং হ্লাদিনী-শক্তিহীন হইলেন না, কারণ তাঁহার হ্লাদিনী শক্তি অনন্ত, অনন্ত হইতে অনন্ত বিয়োগ করিলেও অনন্তই অবশিষ্ট থাকে "পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে" (বৃ-অ)। শ্রীরাধিকারূপে প্রকাশ করিবার পরও শ্রীভগবানের মধ্যে অনন্ত হ্লাদিনীশক্তি বিদ্যমান রহিল। এখন শ্রীরাধিকা ও কৃষ্ণ পারস্পরিক লীলাদ্বারা উভয়ে আনন্দ আস্বাদন করিতে লাগিলেন। অতঃপর লীলাবিস্তার জন্য শ্রীভগবান তাঁহার সন্ধিনীশক্তিকে অপ্রাকৃত পরব্যোম এবং উহার ঊর্দ্ধতম দেশে 'কৃষ্ণলোক'রূপে নিজধাম প্রকাশ করিলেন। এই কৃষ্ণলোকের অন্তর্গত গোলোক বা গোকুল নামক নিজধামে

[অন্যান্য লীলাপরিকর গণ]

তিনি শ্রীরাধিকাসহ নিত্য আনন্দ সম্ভোগ করিতেছেন। লীলার পরিপুষ্টি সাধন জন্য শ্রীরাধিকা তাঁহার কায়ব্যূহস্বরূপ সখীবৃন্দকে প্রকাশ করিলেন, শ্রীকৃষ্ণও আপনাকে বিস্তার করিয়া তাঁহার কায়ব্যূহস্বরূপ তাঁহার সখাবৃন্দকে তাঁহার 'তদেকাত্মরূপ' (বিলাস ও স্বাংশ) এবং তাঁহার আবেশঅবতারগণকে প্রকাশ করিয়া বিলাস করিতে লাগিলেন, এই গোলোকেই শ্রীকৃষ্ণের 'দ্বিতীয় দেহ' শ্রীবলরাম মূলসঙ্কর্ষণরূপে নিত্যকাল তাঁহার লীলার সহায়তা করিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলার স্থানগুলিকে গোলোক, গোকুল, ব্রজ, বৃন্দাবন, শ্বেতদ্বীপ প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ, শ্রীগোপালচম্পূ এবং হরিবংশে উহার যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিবরণ দেওয়া আছে তাহার সারমর্ম্ম এই—

পরব্যোমের উর্দ্ধে সহস্রদল পদ্মাকৃতি একটী ধাম আছে তাহার নাম **গোকুল** (**ব্রজধামও** বলা হয়)। উক্তপদ্মের কর্ণিকার স্থলে (পদ্মমধ্যস্থ বীজ কোষকে কর্ণিকার বলা হয়) **শ্রীকৃষ্ণের মহদন্তঃপুর**—এখানে শ্রীকৃষ্ণ নন্দ-যশোদাদি ও শ্রীরাধিকাদি কান্তাগণের সহিত বাস করেন। ঐ পদ্মের কিঞ্জল্কস্থানে (পদ্মের কেশর বা পুষ্পরেণু যেখানে থাকে) পরম প্রেমভাজন গোপগণ বাস করেন। ঐ পদ্মের পত্রস্থানীয় অংশে অর্থাৎ গোকুলের শেষসীমায় গোপসুন্দরীগণের উপবন সমূহ (এই সকল উপবনকে **কেলিবৃন্দাবন** বলা হয়)। উক্ত পদ্মাকৃতি গোকুলের বহির্মণ্ডলভাগে গোকুলের আবরণস্বরূপ একটী চতুষ্কোণ ধাম—উহার বহির্মণ্ডলকে (**শ্বেতদ্বীপ** (বা গোলোক) এবং অভ্যন্তর মণ্ডলকে **বৃন্দাবন** (অর্থাৎ গোকুলের অব্যবহিত পরের অংশ) বলা হয়—অর্থাৎ গোকুলের বাহিরে চতুষ্পার্শ্বে বৃন্দাবন এবং বৃন্দাবনের বাহিরে চতুষ্পার্শ্বে শ্বেতদ্বীপ বা গোলোক। কেহ কেহ বৃন্দাবন, শ্বেতদ্বীপ এবং গোকুল এই তিন নামে এক গোকুল ধামকেই অভিহিত করেন—"সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল—ব্রজলোকধাম। শ্রীগোলোক, শ্বেতদ্বীপ, বৃন্দাবন নাম॥" চৈঃ চঃ আদি ৫।১৭—অপ্রকট লীলায় শ্রীব্রজেন্দ্র নন্দন এই তিন ধামেই লীলা করেন। 'গো-গোপাবাস' এই অর্থে গোলোক নাম। হরিবংশের মতে শ্রীবৃন্দাবন প্রকট ও অপ্রকটউভয়লীলারই স্থিতি, কিন্তু গোলোকে কেবল অপ্রকট লীলারই স্থিতি। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় সর্ব্বোর্দ্ধ গোলোক গোকুলে অবতরণ করেন।

স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের বিস্তার— পূর্ব্বে বলা হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিজধাম কৃষ্ণলোকের অন্তর্গত গোকুলে স্বয়ংরূপে বিলাস করিতেছেন। এখানে তাঁহার কায়ব্যূহস্বরূপ তাহার 'দ্বিতীয় দেহ' শ্রীবলরাম (মূল সঙ্কর্ষণ) ও মাতা, পিতা ও সখাবৃন্দকে প্রকাশ করিয়া এবং শ্রীরাধিকা তাঁহার কায়বূহস্বরূপ সখীবৃন্দকে প্রকাশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপে বিলাস করিতেছেন।

[দ্বারকা চতুর্ব্ব্যূহ —আদিব্যূহ]

এখন নানাবিধ লীলা বৈচিত্র্যী সাধনের জন্য তিনি নিজেকে বিস্তার করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণলোকের অন্তর্গত মথুরা ও দ্বারকাতে তিনি চতুর্ব্ব্যূহরূপে আত্মপ্রকট করিলেন। ইহাই তাঁহার আদি চতুর্ব্ব্যূহ। এই চতুর্ব্ব্যূহের **প্রথম ব্যূহ শ্রীবাসুদেব**— ইনি দেবকী-গর্ভজাত বসুদেব পুত্র এবং ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশরূপ। স্বয়ং কৃষ্ণই বাসুদেব, তিনি কৃষ্ণের অংশ নহেন, এজন্য ইনি পূর্ণতত্ত্ব। ব্রজেন্দ্রনন্দন দ্বিভুজ, গোপবেশ ও গোপঅভিমান। বাসুদেব কখনও দ্বিভুজ, কখনও চতুর্ভুজ—তাঁহার ক্ষত্রিয়বেশ ও ক্ষত্রিয় অভিমান।

[মূল সঙ্কর্ষণ শ্রীবলরাম]

দ্বিতীয় ব্যূহ সঙ্কর্ষণ— যে বলরাম স্বয়ংরূপে ব্রজে 'মূল সঙ্কর্ষণ'রূপে শ্রীকৃষ্ণের লীলার সহায়তা করেন, তিনিই সঙ্কর্ষণরূপে দ্বারকা-মথুরায় বাসুদেবের লীলার সহায়তা করিতেছেন। বর্ণে ও অঙ্গসন্নিবেশে ব্রজবিলাসী বলরামে ও দ্বারকা-মথুরাবিলাসী সঙ্কর্ষণে কোন পার্থক্য নাই— উভয়ই দ্বিভুজ, শ্বেতবর্ণ। কিন্তু তাঁহাদের ভাবের পার্থক্য আছে—ব্রজে বলরামের গোপভাব, দ্বারকা-মথুরায় ক্ষত্রিয়ভাব। [অপ্রকট লীলায় গোকুল, মথুরা ও দ্বারকা এই তিন ধামের প্রত্যেকটীতে শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীবলরামের পৃথক পৃথক বিগ্রহ নিত্য বিরাজিত। প্রকটলীলায় একধামে যখন তাঁহারা লীলা করেন অন্যধামে তাঁহাদের তখন কোন প্রকটরূপ থাকে না]

তৃতীয় ব্যূহ প্রদ্যুম্ন—ইনি শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণী দেবীর গর্ভজাত পুত্র—সুতরাং শ্রীকৃষ্ণেরই অবির্ভাব বিশেষ।

চতুর্থ ব্যূহ অনিরুদ্ধ—ইনি শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র, প্রদ্যুম্নের পুত্র ; সুতরাং ইনিও শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাব।

এই দ্বারকা চতুর্ব্ব্যূহ অন্য চতুর্ব্ব্যূহাদির মূল (সর্ব্ব চতুর্ব্ব্যূহঅংশী), অন্যান্য চতুর্ব্ব্যূহ ইহারই অংশ।

[গোকুল, দ্বারকা, ও মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের শুধু লীলাময় স্বরূপের বিস্তার]

গোকুলে, মথুরায় ও দ্বারকায় "এই তিন লোকে কৃষ্ণ কেবল লীলাময়"—অর্থাৎ এই তিন লোকে শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়াব্যতীত সৃষ্টিকার্য্যাদি অন্য কোন কার্য্য নাই, স্বীয় পরিকরগণের সহিত অনাদি-কাল হইতে অবিচ্ছিন্নভাবে তিনি ক্রীড়া করিতেছেন। শুধু লীলারসের বৈচিত্র্যী সাধনের জন্যই তিনটী বিভিন্ন ধামে লীলা করেন।

[এই তিনটি ধামের লীলাতেই ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য প্রকাশিত, কিন্তু উহার তারতম্য আছে। দ্বারকায় ঐশ্বর্য্য প্রধান, সেখানে যে মাধুর্য্য আছে উহা ঐশ্বর্য্যের অনুগত ; মথুরায় ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য সমভাবে প্রকাশিত। কিন্তু ব্রজধামে মাধুর্য্যই প্রধান, সেখানে যদি কখনও ঐশ্বর্য্যের ভাব দেখা যায় তাহা মাধুর্য্যের অনুগত। প্রকৃতপক্ষে মাধুর্য্যই সমস্ত ঐশ্বর্য্যে সারবস্তু—"মাধুর্য্যই ভগবত্তাসার"। পরিকরদিগের প্রেমবিকাশের তারতম্যানুসারে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবশ্যতা। ব্রজধামে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতম প্রেমবশ্যতা এজন্য এখানে তিনি পূর্ণতম, মথুরায় পূর্ণতর এবং দ্বারকায় পূর্ণ।]

[ক্রমশঃ]

শ্রীশ্রীবলরাম আবির্ভাব পূর্ণিমা

[শ্রীগোপীরমণ দাস বিদ্যাভূষণ]

"সহস্রবদন বন্দোঁ। প্রভু বলরাম।
যাঁহার সহস্র-মুখে কৃষ্ণ-যশোধাম॥
মহারত্ন থুই যেন মহাপ্রিয় স্থানে।
যশোরত্ন-ভাণ্ডার শ্রীঅনন্ত-বদনে॥
গায়েন অনন্ত, শ্রীযশের নাহি অন্ত।
জয়ভঙ্গ নাহি কারু, দোঁহে-বলবন্ত॥"

কি আরে, রাম-গোপালে বাদ লাগিয়াছে।
ব্রহ্মা, রুদ্র, সুর, সিদ্ধ মুনীশ্বর, আনন্দে দেখিছে॥
লাগ্ বলি চলি' যায় সিন্ধু তরিবারে।
যশের সিন্ধু না দেয় কূল অধিক অধিক বাড়ে॥

— শ্রীচৈতন্য ভাগবত

শ্রীকৃষ্ণেচ্ছায় সন্ধিনীশক্তিমদ্‌বিগ্রহ শ্রীবলরামের সন্ধিনী শক্তির শুদ্ধাংশের বিকাররূপে (বিলাস) শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহের, তদীয় পরিকরগণের তথা শয্যাসন, বসন, ভূষণ, ধাম, ছত্রাদির সত্ত্বা সম্বিৎ শক্তির স্বতঃপ্রকাশ ধর্ম্মে প্রকাশিত। অংশতঃ শ্রীবলরাম পরব্যোমস্থ সঙ্কর্ষণ, মহাবিষ্ণু, গর্ভোদক-শায়ী বিষ্ণু, ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা এবং তিনি সহস্র বদনে শ্রীকৃষ্ণলীলার উদ্গাতা ভূ-ধারী শ্রীঅনন্ত-দেবের অংশী। বিভিন্ন স্বরূপে তিনি শ্রীকৃষ্ণলীলা ও সেবা বিস্তারকারী এবং শ্রীকৃষ্ণলীলার আদি উদ্গাতারূপে তিনি জগদ্‌গুরু। "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ" ভগবদ্‌ বাক্যের বাচক এই শ্রীবলরামরূপী শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে উক্ত হইয়াছে :—

মূর্ত্তিভেদে আপনে হয়েন প্রভু-দাস।
সে-সব লক্ষণ অবতারেই প্রকাশ॥
সখা, ভাই, ব্যজন, শয়ন, আবাহন।
গৃহ, ছত্র, বস্ত্র, যত ভূষণ, আসন॥
আপনে সকল-রূপে সেবেন আপনে।
যারে অনুগ্রহ করেন, পায় সেই জনে॥

'অনন্ত সংহিতা'য় উক্ত হইয়াছে :—

নিবাসশয্যাসনপাদুকাংশুকোপধানবর্ষাতপবারণাদিভিঃ।
শরীর ভেদৈস্তব শেষতাং গতৈর্যথোচিতং শেষ
ইতীরিতে জনৈঃ॥

শ্রীবলরামের তত্ত্ব বেদ-গুহ্য, তথাপি বেদশাস্ত্রে তাঁহার তত্ত্ব বিষয়ে কিছু কিছু ইঙ্গিত পরিদৃষ্ট হয়। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে কথিত হইয়াছে (৬।৮)—

ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ
দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান বল
ক্রিয়া চ॥

অর্থাৎ পরতর-তত্ত্ব-বস্তু সমানাধিকরহিত বা বৃহত্তম বস্তু ব্রহ্ম বা ঐশ্বর্য্যাদিষড়্‌গুণশালী ভগবান্ এই স্বরূপ লক্ষণে উপলক্ষিত। সর্ব্ব বৃহত্তম তত্ত্ব হওয়ায় তিনি আদি-অন্তরহিত তথা কারণান্তর রহিত। অর্থাৎ তিনি নিজেই নিজের কারণ। তাঁহার কারণও নাই কিংবা তিনি কাহারো কার্য্যও নহেন। সর্ব্ব বৃহত্তমবিধায় তিনি সর্ব্বস্বের কারণ—আকর্ষক—বা আরাধ্য অতএব বিদ্বদ্‌রূঢ়ি বৃত্তিতে তিনি বেদে লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণরূপে প্রথিত। বেদ বলিয়াছেন (তৈঃ উঃ ২।৭) — 'যদ্বৈতৎ সুকৃতম্। রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়তি॥' এই স্বতঃসিদ্ধ রসিক ব্রহ্ম বা শৃঙ্গার রসরাজ লীলা-পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত বিচিত্র শক্তি বা অবিচিন্ত্য শক্তিমান্। বেদান্তেও বলা হইয়াছে (২।১।১৮) 'আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি।' নিশ্চিতার্থে 'হি' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই অবিচিন্ত্য বিবিধ বা আনন্দ শক্তিবলে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় স্বরূপানুবন্ধিনী শক্তিগণকে বিভিন্ন স্বরূপে এবং বিভিন্ন বিষয়ে প্রেরণ করেন। শক্তি শক্তিমতোরভেদঃ—

অর্থাৎ শক্তি এবং শক্তিমৎ তত্ত্ব অভেদ হইলেও বেদান্তে (১।১।১৭) 'ভেদব্যপদেশাচ্চ' সূত্রে শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিষয়ে শক্তিগণের সহিত ভেদ স্বীকৃত হইয়াছে। লীলা বা বিলাস অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় স্বরূপানুবন্ধিনী শক্তি 'জ্ঞান' বা কৃষ্ণে ভগবত্তাজ্ঞান বিধানকারী সম্বিৎ শক্তিকে বাসুদেবরূপে, 'বল' বা সন্ধিনী বা চিদচিৎ সত্তাবিস্তারিণী শক্তিকে বলদেব-রূপে এবং "ক্রিয়া" বা কার্য্য অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সেবানন্দয়তি কার্য্য বা ইচ্ছার অভিব্যক্তিরূপ রস বিস্তার দ্বারা সর্ব্বস্বের আহ্লাদন কার্য্যরূপ হ্লাদিনী শক্তিকে রাধিকারূপে প্রকটিত করেন। বেদে কথিত হইয়াছে (বৃঃ আঃ ৫।১) 'ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ওঁ।' অর্থাৎ পরতরতত্ত্ববস্তু পূর্ণতম। পূর্ণতম বস্তু হইতে পূর্ণতম বস্তু অপসৃত হইলেও পূর্ণতম বস্তুর পূর্ণতমত্বের হানি বা ক্ষয় হয় না। অতএব বিলাস অনু-রোধে পৃথক্কৃত শ্রীকৃষ্ণের স্বভাবসিদ্ধ শক্তি 'জ্ঞান' 'বল' এবং "ক্রিয়া" বাসুদেব বলরাম এবং রাধিকাস্বরূপে পরিপূর্ণ কৃষ্ণরূপে প্রকটিত হইলেও স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণই সকলের উপাস্য। অর্থাৎ প্রকাশবিশেষে বাসুদেব ও কৃষ্ণ, বলরাম ও কৃষ্ণ এবং রাধিকা ও কৃষ্ণ -তবে স্বয়ংরূপে -'একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য। যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য ॥'

ক্রিয়া বা কার্য্যই শক্তিমানের শক্তির পরিচয়। অতএব ক্রিয়া বা কার্য্যেই শ্রীকৃষ্ণের পরিচয় এবং তাঁহার শক্তি-গণেরও পরিচয় অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের কার্য্যরূপা বা ক্রিয়ারূপা শক্তিতেই তাঁহার জ্ঞান বলাদি শক্তির প্রতিষ্ঠা। অতএব শ্রীকৃষ্ণের রস বিস্তারিণী বা হ্লাদিনী বা আরাধিকা ক্রিয়া-শক্তিই বাসুদেব, বলরাম, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ প্রভৃতি সর্ব্বস্বের আরাধ্যা বা রাধিকারূপে বেদে প্রতিষ্ঠিতা এবং নারদ ও ব্যাসাদি মুনিগণদ্বারা সঙ্কীর্ত্তিতা। রাধিকাই শ্রীকৃষ্ণের পরি-চয়ের কারণ বিধায় রাধাকৃষ্ণই আরাধ্যতত্ত্ব। পরিপূর্ণ-রসে একলা কৃষ্ণ আরাধ্য নহেন। 'বাচারম্ভণঃ' (ছাঃ ৬।১।৪) বেদ মন্ত্র এবং 'তদনন্যত্বমারম্ভন শব্দাদিভ্যঃ' (২।১।১৪) বেদান্ত সূত্র হইতে আমরা অবগত হই—কারণ কার্য্যের সহিত অভিন্ন হইলেও কার্য্য কারণ নহে, কারণ্ হইতে ভিন্ন। অতএব শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা হইতে কার্য্যরূপে প্রকটিত বাসুদেব, বলরাম, রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভেদ কৃষ্ণ হইলেও তাঁহারা কিন্তু স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ নহেন। অর্থাৎ তাঁহাদিগের শ্রীবিগ্রহে শ্রীকৃষ্ণের বিলাস বা ভোগসিদ্ধ হইলেও শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহে তাঁহাদিগের ভোগসিদ্ধ হয় না। শ্রীকৃষ্ণই সকলের ভোক্তা, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের ভোক্তা নহেন। শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীকে শিক্ষাদান উপলক্ষ্যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বলিয়াছেন—" 'স্বয়ংরূপ' 'স্বয়ংপ্রকাশ', —দুইরূপে স্ফূর্ত্তি। স্বয়ংরূপে এক 'কৃষ্ণ' ব্রজে গোপমূর্ত্তি ॥ 'প্রাভব' 'বৈভব'-রূপে দ্বিবিধ প্রকাশে। এক-বপু বহুরূপ যৈছে হৈল রাসে ॥ সেই বপু, সেই আকৃতি পৃথক্ যদি ভাসে। ভাবাবেশ-ভেদে নাম বৈভবপ্রকাশে ॥ বৈভব-প্রকাশ কৃষ্ণের—শ্রীবলরাম। বর্ণমাত্র-ভেদ, সব কৃষ্ণের সমান ॥ প্রাভববিলাস—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ। প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, — মুখ্য চারিজন ॥" অর্থাৎ গোপবেশ বেণুকর স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের দ্বিবিধ প্রকাশ প্রাভব এবং বৈভব। ব্রজে গোপ অভিমানী বলরাম বর্ণমাত্র ভেদে শ্রীকৃষ্ণের বৈভব প্রকাশ এবং পুরদ্বয়ে ক্ষত্রিয় অভিমানী বলরাম, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের প্রাভব বিলাস বিগ্রহ। অনুরূপভাবে রাধিকাও বৈভব প্রকাশে ব্রজে গোপঅভিমানী বলরামের পরিকর গোপীগণ এবং পুরদ্বয়ে প্রাভব বিলাসে শ্রীকৃষ্ণের প্রাভব বিলাসরূপ ক্ষত্রিয় অভিমানী বলরাম বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধাদির মহিষী রেবতী, রুক্মিণী, সত্যভামা, রতি, ঊষা প্রভৃতি স্বরূপা হইয়াও তাঁহাদিগের অংশিনী বা কারণ বিধায় উপাস্যা। (চৈঃ চঃ আদি ৪। ৭৩-৮২)।

অতএব শ্রীমদ্ভাগবতে যে শ্রীকৃষ্ণের বৈভবপ্রকাশ-স্বরূপ শ্রীবলরামের রাসের উল্লেখ আছে (ভাঃ ১০।৬৫। ১৭-১৮)

'দ্বৌ মাসৌ তত্র চাবাৎসীন্মধুং মাধবমেব চ।
রামঃ ক্ষপাসু ভগবান্ গোপীনাং রতিমাবহন্ ॥
পূর্ণচন্দ্রকলামৃষ্টে কৌমুদীগন্ধবায়ুনা।
যমুনোপবনে রেমে সেবিতে স্ত্রীগণৈর্বৃতঃ ॥'

শ্রীবলরাম দেহে শ্রীকৃষ্ণেরই রাস এবং শ্রীবলরামের রাসরসিকা গোপীগণ শ্রীমতী রাধিকার বৈভবপ্রকাশ স্বরূপা। শ্রীকৃষ্ণের রাসবিলাসের অধীশ্বরী শ্রীমতী রাধিকা এবং তাঁহার কায়ব্যূহরূপা ললিতা বিশাখাদি সখীগণ কদাপি শ্রীবলরামের রাসের পরিকর নহেন। তাঁহারা বলরাম এবং তাঁহার পরিকরগণের উপাস্যা। শ্রীবলরামের ব্রজপরিকরগণেরও শ্রীকৃষ্ণের রাসে প্রবেশ অধিকার নাই, অনুরূপভাবে পুরের মহিষীগণ শ্রীকৃষ্ণের ভোগ্যাযোষা হইলেও তাঁহারা রাধিকার সহিত রাস-বিলাসের যোগ্যা নহেন। কার্য্যকারণ ব্যপদেশে উপাস্য এবং উপাসক সম্বন্ধ।

বর্ত্তমান বৈবস্বত-মন্বন্তরের অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগীয় দ্বাপরের শেষ সন্ধ্যায় শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডে লীলা করিতে ইচ্ছা করিয়া যোগমায়া প্রভাবে স্বীয় নিত্য শ্রীগোলোক বৃন্দাবনকে ভৌম ব্রজে অবতীর্ণ করাইয়া প্রথমেই গুরুবর্গকে অবতীর্ণ করান। বৈধভক্তির প্রাপ্তিরূপ শ্রীকৃষ্ণের মথুরা ধামেরও সঙ্গে সঙ্গে আবির্ভাব হয়। বাৎসল্যরসের সেবক বসুদেব কংসভগিনী দেবকীকে— পৃশ্নি, অদিতি, কৌশল্যাদি সর্ব্ব মাতৃরূপিণী দেবকীকে বিবাহ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন কালে রথ-চালন-রত কংস দৈববাণীতে শুনিল তোমার এই ভগিনীর অষ্টম গর্ভের সন্তানই তোমার মৃত্যুর কারণ হইবে। কংস ইহা শুনিয়া ভগিনীকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলে বসুদেব তাঁহার সদ্যজাত সন্তানগণকে কংসের হস্তে অর্পণ করিবেন এই প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইয়া দেবকীকে রক্ষা করেন। কংস পিতা উগ্রসেন প্রভৃতির সহিত বসুদেব দেবকীকেও কারারুদ্ধ করিয়া রাখে। সেই অবস্থায়, পিতামহ ব্রহ্মার বিক্রিয়া দর্শনে হাসিয়াছিলেন বলিয়া পিতামহের নিকট অপরাধী ব্রহ্মার ছয় পৌত্র শ্রীকৃষ্ণের ভ্রাতৃ সম্বন্ধে অপরাধ মুক্ত হইবার আশায় একে একে ছয় বৎসরে দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হন এবং কংসের হস্তে অর্পিত হইলে কংস সকলকে হত্যা করে। দেবকীর সপ্তমগর্ভে শ্রীবৈষ্ণবধাম শ্রীবলরামকে আবির্ভূত করাইয়া শ্রীকৃষ্ণ পিতা বসুদেব এবং দেবকীকে উদ্বিগ্ন অবগত হইয়া যোগমায়াকে দেবকীর গর্ভ হইতে আকর্ষণ করিয়া ব্রজে কংসভয়ে অবস্থিতা বসুদেবের অন্যতমা ভার্য্যা মাতা রোহিণীর গর্ভে স্থাপন করিতে আদেশ করেন। দেবকীর গর্ভ হইতে আকর্ষিত হইয়া এই শ্রীবৈষ্ণবধাম গোকুলে মাতা রোহিণীর গর্ভে সংস্থাপিত হইয়াছিলেন বলিয়া ভূলোকে সঙ্কর্ষণ এবং সন্ধিনী-শক্তি সারসমবেত শক্তিমান্ বিগ্রহ এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদাতা গুরু বলিয়া বলরাম নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীমদ্ভাগবত ১০।২।৫-৮, ১৩—

'সপ্তমো বৈষ্ণবং ধাম যমনন্তং প্রচক্ষতে।
গর্ভো বভূব দেবক্যা হর্ষশোকবিবর্দ্ধনঃ॥
ভগবানপি বিশ্বাত্মা বিদিত্বা কংসজং ভয়ম্।
যদূনাং নিজনাথানাং যোগমায়াং সমাদিশৎ॥
গচ্ছ দেবি ব্রজং ভদ্রে গোপগোভিরলঙ্কৃতম্।
রোহিণী বসুদেবস্য ভার্য্যাস্তে নন্দগোকুলে।
অন্যাশ্চ কংসসংবিগ্না বিবরেষু বসন্তি হি॥
দেবক্যা জঠরে গর্ভং শেষাখ্যং ধাম মামকম্।
তৎ সন্নিকৃষ্য রোহিণ্যা উদরে সন্নিবেশয়॥
* * * *
গর্ভসঙ্কর্ষণাৎ তং বৈ প্রাহুঃ সঙ্কর্ষণং ভুবি।
রামেতি লোকরমণাদ্বলভদ্রং বলোচ্ছ্রয়াৎ॥'

রোহিণীর গর্ভ হইতে লোকগুরু শ্রীবলরাম শ্রাবণী পৌর্ণমাসীতিথি অবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বাৎসল্যাশ্রিত সখ্যরসের সেবক জ্যেষ্ঠভ্রাতারূপে নন্দগোকুলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই পৌর্ণমাসী-তিথি জয়যুক্ত হউন।

হায়দরাবাদে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ

বালাজী ভবনে ধর্ম্মসভা

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ সঙ্কীর্ত্তন-সঙ্ঘসহ বিগত ১৪ শ্রাবণ, ১৩৬৮, ৩০ জুলাই, ১৯৬১ রবিবার কলিকাতা হইতে শুভযাত্রা করিয়া ১৬ শ্রাবণ, ১ আগষ্ট মঙ্গলবার মধ্যাহ্নে হায়দরাবাদ ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করেন। বিশিষ্ট নাগরিকগণ ষ্টেশনে শ্রীল আচার্য্যদেবকে বিপুল সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন।

হায়দরাবাদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ এবং বিশিষ্ট নগরবাসিগণের উদ্যোগে স্থানীয় হিমায়তনগরস্থিত প্রসিদ্ধ বালাজি ভবনে গত ২০ শ্রাবণ, ৫ আগষ্ট শনিবার হইতে ২২ শ্রাবণ, ৭ আগষ্ট সোমবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ সন্ধ্যা ৬-৩০ ঘটিকায় বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। উক্ত ধর্ম্মসভায় হায়দরাবাদ নিজামের প্রাক্তন আইন মন্ত্রী রাজা বাহাদুর শ্রীআরাবামুদা আইঙ্গার, হায়দ্রাবাদ কর্পোরেশনের মেয়র শ্রীবেদপ্রকাশ ডুসাজ, হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রী পি, চন্দ্র রেড্ডী যথাক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ 'শ্রীগীতার শিক্ষা', 'শ্রীনামের মহিমা', 'বিশ্ব শান্তি সমস্যা সমাধানে শ্রীচৈতন্যদেব' নির্দ্ধারিত আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে অতিশয় হৃদয়গ্রাহী ও সারগর্ভ অভিভাষণ প্রদান করেন। তাঁহার অভিভাষণসমূহের সারাংশ এই,—'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণী, সুতরাং অপৌরুষেয় বাণী। প্রাকৃত মন বুদ্ধির সাহায্যে গীতার প্রকৃত অর্থবোধ সম্ভব নহে। শরণাগতের হৃদয়ে শ্রীভগবান্ ও শ্রীভগবৎ কথিত বাণী স্বয়ং প্রকটিত হইয়া থাকেন। অশরণাগত ব্যক্তি প্রাকৃত অভিজ্ঞানের সাহায্যে আরোহপন্থায় শ্রীভগবত্তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন না। 'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥' —(কঠ ১।২।২৩)। পরমাত্মতত্ত্ব বাগ্মীতা, মেধা, শাস্ত্রজ্ঞানের দ্বারা লভ্য হয় না, শরণাগতির দ্বারাই লভ্য হয়। শ্রীগীতার বক্তা শ্রীকৃষ্ণ। বক্তার হৃদয়ে যিনি যতটা প্রবেশ করিতে পারেন তিনিই ততটা বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার হৃদ্‌গতভাব বুঝিতে সমর্থ হন। ঐকান্তিক শরণাগত ভক্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রীত্যনুশীলনের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-হৃদয়ে প্রবেশ করেন। ভক্তির তারতম্য হেতু শ্রীকৃষ্ণ-হৃদয়ে প্রবেশের তারতম্যানুসারে শ্রীভগবদ্বাণী বোধের তারতম্য হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ রসের ভক্তগণের মধ্যে ব্রজগোপীগণ সর্ব্বোত্তম; সুতরাং তাঁহারা কিংবা তাঁহাদের কিঙ্কর বা কিঙ্করীগণ শ্রীকৃষ্ণের হৃদ্দেশের অন্তরতম স্থলে প্রবিষ্ট হইয়া অতিশয় গোপ্যভাবসমূহ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারায় শ্রীকৃষ্ণকথার গূঢ় তাৎপর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বুঝিতে সমর্থ এবং ত্রিভুবনপবিত্রকারী শ্রীকৃষ্ণকথা গান করিতে তাঁহারাই অধিকারী। অশরণাগত অভক্তের নিকট শাস্ত্রার্থ সম্পূর্ণ অপ্রকাশিত, প্রাকৃত বুদ্ধি দ্বারা তাহারা শাস্ত্রের বাহ্য মায়িক দিকটা অনুভব করেন মাত্র। কর্ত্তৃত্বাভিমানের দ্বারা, পাণ্ডিত্যের দ্বারা তাহারা বদ্ধজীবের মোহনকারী বহু প্রকার শাস্ত্রার্থ করিলেও উহা স্বকপোলকল্পিত হওয়ায় কখনও বাস্তবমঙ্গলপ্রদ হয় না।

শ্রীগীতাশাস্ত্রে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্বরূপে নিরূপিত হইয়াছেন। 'মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।', 'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ। শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥', 'অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।', 'যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ। অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥', 'সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ। বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্॥', 'ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।......', 'ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।...' ইত্যাদি গীতার বহু শ্লোক শ্রীকৃষ্ণকেই পরতমতত্ত্বরূপে সুনিশ্চিতভাবে নির্দ্দেশ করে। জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া গীতাশাস্ত্র উহাকে শ্রীকৃষ্ণের পরাশক্তি সম্ভূত অংশরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সুতরাং জীব স্বরূপতঃ

শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস। 'ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥ অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥' 'মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।' শ্রীভগবানের অপরাশক্তির আটটী বৈভ বক্ষিতি,অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার— উহার অপর নাম অজ্ঞানশক্তি বা মায়াশক্তি। মায়াবদ্ধ জীব শ্রীভগবানে প্রপন্ন হইলে মায়ার কবল হইতে মুক্তিলাভ লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ। তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচার॥' সর্ব্বকর্ম্মদহনকারী জ্ঞানযোগের প্রচুর প্রশংসা করিয়া চরমে বাসুদেবে প্রপত্তির জন্য প্রেরণা দেওয়া হইয়াছে। 'বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।' শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই তুলনামূলক বিচার প্রদর্শন করিয়া দেখাইয়াছেন তপস্বী, কর্ম্মী ও জ্ঞানী অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্ব প্রকার যোগিগণ অপেক্ষাও কৃষ্ণভক্ত সর্ব্বোত্তম। 'তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ। কর্ম্মিভ্য-

সভাপতি প্রধান বিচারপতি শ্রী পি, চন্দ্র রেড্ডি ও দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ অভিভাষণ প্রদান করিতেছেন।
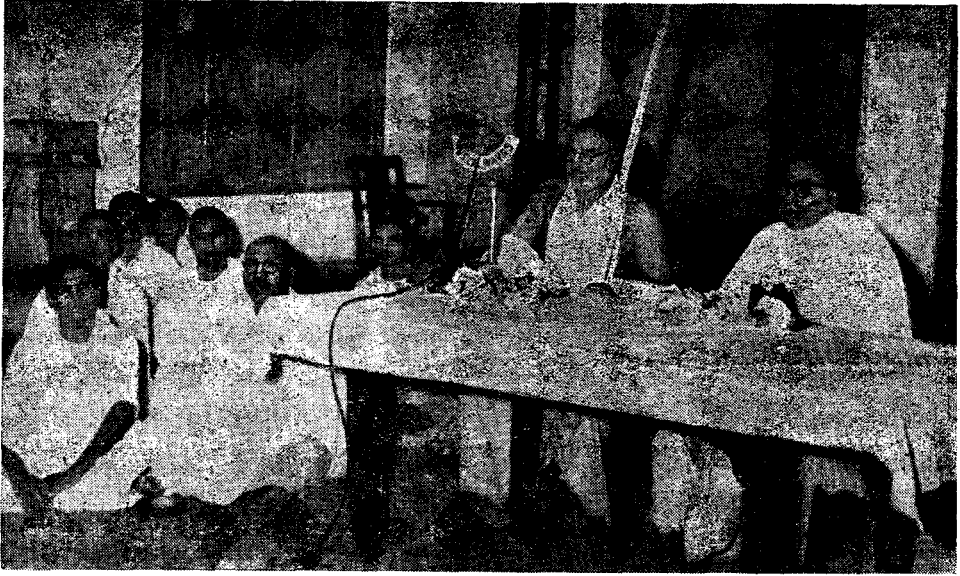
করিয়া থাকে। 'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥' গীতাশাস্ত্রে জীবের অধিকার অনুসারে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ভক্তি প্রভৃতি বিবিধ সাধনপথের কথা উপদিষ্ট হইলেও নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে দেখা যায় চরমে ভক্তিই উদ্দিষ্ট হইয়াছে। যে স্থলে কর্ম্মের প্রশংসা করা হইয়াছে একটু ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে চরমে শ্রীভগবদুদ্দেশ্যে কর্ম্ম করিতেই প্রেরণা দেওয়া হইয়াছে। 'যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র শ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন॥ যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা। শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥' গীতার সর্ব্বগুহ্যতম উপদেশেও চরমে শ্রীভগবৎ শরণাপত্তিই উপদিষ্ট হইয়াছে। 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥'

ভক্তি দুই প্রকার বৈধী ও রাগানুগা। রাগানুগা ভক্তি সুদুর্ল্লভা। সাধারণতঃ নিঃশ্রেয়ার্থীর বৈধী সাধন-

ভক্তি অনুশীলনই কর্ত্তব্য। তন্ত্রশাস্ত্রে সহস্রপ্রকার বৈধী সাধনভক্তির কথা বর্ণিত আছে। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ৬৪ প্রকার সাধনভক্তির কথা উল্লিখিত আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দন, পাদসেবন, অর্চ্চন, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন নবধাভক্তি উপদিষ্ট হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু সহস্র প্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত শ্রবণ, মথুরাবাস, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীমূর্ত্তির সেবন এই পাঁচটী ভক্ত্যঙ্গ উত্তম বলিয়াছেন এবং তন্মধ্যে শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন সর্ব্বোত্তম। কলিকালে শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন ব্যতীত মঙ্গললাভের আর দ্বিতীয় কোন উপায় নাই। 'হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥' 'কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ। দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ' ॥ (ভাঃ ১২।৩।৫২) সত্যযুগে ধ্যানদ্বারা, ত্রেতাযুগে যজ্ঞদ্বারা ও দ্বাপরযুগে পরিচর্য্যাদ্বারা যে পুরুষার্থ লাভ হয়, কলিতে কেবল হরিকীর্ত্তনদ্বারাই তাহা লাভ হইয়া থাকে। সত্যযুগে সত্ত্বগুণের প্রাধান্যহেতু জ্ঞানের উৎকর্ষতা থাকায় বিষয়ের হেয়তা ও নশ্বরতা উপলব্ধিজনিত বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য স্বাভাবিকরূপে ছিল; সুতরাং বিষয়াবেশজনিত চিত্তের চাঞ্চল্য না থাকায় সাধারণের পক্ষে সেইযুগে ধ্যান সম্ভব ছিল। কিন্তু ত্রেতাযুগে যখন জীবের চিত্ত অধিকতররূপে বিষয়াবিষ্ট হইল তখন চিত্ত চাঞ্চল্য হেতু সাধারণের পক্ষে ধ্যান সম্ভব না হওয়ায় যে দ্রব্যসমূহে জীবের চিত্ত আসক্ত হইল উক্ত দ্রব্যসমূহদ্বারা বিষ্ণুতে আহুতি প্রদানরূপ যজ্ঞ বিহিত হইল। আসক্তির বস্তু যে দিকে নিয়োজিত হয় চিত্তও সেই বস্তুর প্রতি স্বাভাবিকরূপে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং ক্রমমার্গে জীবের চিত্তকে শ্রীভগবানেতে আবিষ্ট করিবার জন্য দ্রব্যময় যজ্ঞ ত্রেতায় যুগধর্ম্মরূপে ব্যবস্থাপিত হইল। কিন্তু দ্বাপরে জীবের চিত্ত অধিকতররূপে বিষয়াবিষ্ট ও চঞ্চল হইলে এবং ইন্দ্রিয়তর্পণলালসা বৃদ্ধি হইলে যজ্ঞও সাধারণের পক্ষে সম্ভব না হওয়ায় সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা শ্রীভগবানের পরিচর্য্যা বিহিত হইল। জীব
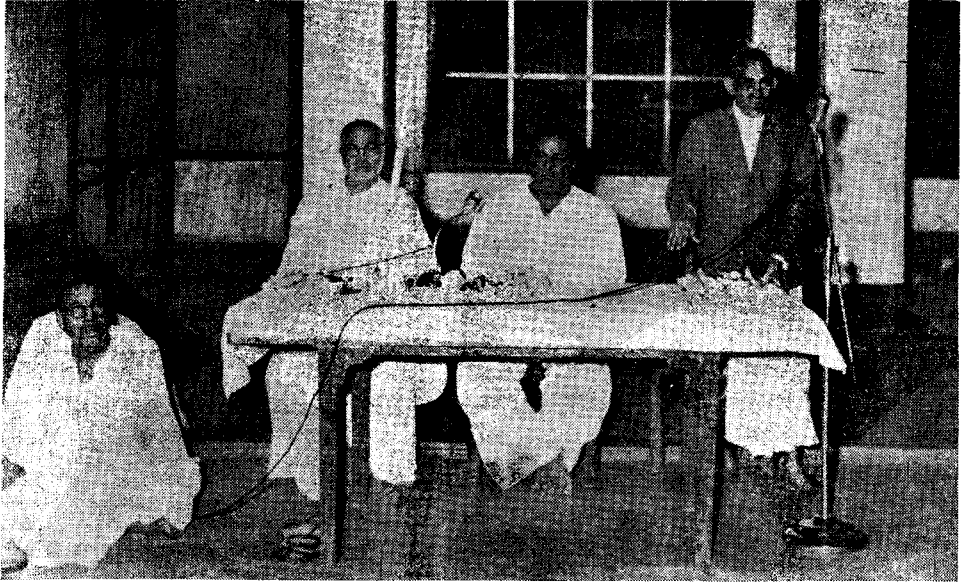
সভাপতি মেয়র শ্রীবেদপ্রকাশ ডুসাজ, বামপার্শ্বে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ও দক্ষিণপার্শ্বে দণ্ডায়মান শ্রীজগন্নাথম পাস্তনু গারু বক্তৃতা করিতেছেন।

ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা বিভিন্ন বিষয়ে আকৃষ্ট হইলে উক্ত ইন্দ্রিয়সমূহকে শ্রীভগবানের সেবায় নিয়োজিত করিয়া কেন্দ্রীভূত বা একাগ্র করিবার জন্য দ্বাপরে অর্চ্চন যুগধর্ম্মরূপে নিরূপিত হইয়াছে। কলিযুগে জীব অত্যন্ত বিষয়াবিষ্ট, চঞ্চল, অজিতেন্দ্রিয় ও নিরন্তর ব্যাধিক্লিষ্ট ; সুতরাং চিত্তের চাঞ্চল্য হেতু ধ্যান, অজিতেন্দ্রিয়তা হেতু যজ্ঞ এবং নিরন্তর ব্যাধিক্লিষ্টতা হেতু অর্চ্চন এই যুগে জীবের পক্ষে সম্ভব নয়। ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি পরিচর্য্যার অনধিকারী। এজন্য কলিযুগের জীবের পক্ষে শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন যুগধর্ম্মরূপে নিরূপিত হইয়াছে। ব্যাধি অত্যন্ত গুরুতর হওয়ায় তাহার প্রতিষেধকরূপে শ্রীভগবন্নাম্ কীর্ত্তনরূপ শক্তিশালী ঔষধ প্রয়োগের ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু প্রচারিত প্রেমভক্তি অনুশীলনের দ্বারা জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে বিশ্ববাসীর মধ্যে যথার্থ ঐক্য ও প্রীতি সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে। অহিংসা অপেক্ষাও প্রেম অধিক শক্তিশালী। হিংসা হইতে নিবৃত্তিকে অহিংসা বলা হয়, কিন্তু প্রেমে কেবলমাত্র হিংসা বা অপরের অনিষ্ট সাধন হইতে নিবৃত্তি বুঝায় না, পরন্তু অপরের হিতসাধন বা সুখোৎপাদন চেষ্টাও তাহাতে বিদ্যমান। বস্তুতঃ জগতে স্বল্প হিংসাকেই অহিংসা বলা হয় কারণ সাক্ষাৎভাবে হিংসাকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইলেও অপরের অনিষ্ট সাধন ব্যতীত কোন প্রাণী জীবিত থাকিতে পারে না। প্রত্যেকটী প্রাণীর বাস্তব সুখের উদ্দেশে নিজ সত্তা সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গীকৃত হইলে যথার্থ অহিংসা সম্ভব। প্রত্যেকটী প্রাণী পূর্ণের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত আপেক্ষিকতত্ত্ব হওয়ায় তাহাদের বাস্তব সুখ নির্ভর করে পূর্ণ প্রীতিতে। যেমন বৃক্ষের মূলে জল সেচন করিলে সমস্ত শাখা প্রশাখার তুষ্টি হয়, প্রাণে আহার দিলে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি হয়. তদ্রূপ সর্ব্বকারণকারণরূপে সর্ব্বপ্রাণীর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব সর্ব্বব্যাপক অচ্যুত শ্রীহরির সেবারদ্বারা সর্ব্বপ্রাণীর সেবা বা তৃপ্তি হইয়া থাকে। 'যথা তরোর্ম্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখা। প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥' (ভাঃ ৪।৩১।১৪)।

বিশুদ্ধ প্রেম পূর্ণকেন্দ্রিক বা ভগবৎকেন্দ্রিক। পূর্ণকে কেন্দ্র না করিয়া প্রীতি দেহ, পরিবার, সমাজ, প্রদেশ, দেশ, বিশ্ব প্রভৃতি ক্ষুদ্র বা বৃহদংশ কেন্দ্রিক হইলে অপর দেহ, অপর পরিবার, অপর সমাজ, প্রদেশ, দেশ, বিশ্ব প্রভৃতির সহিত সঙ্ঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। বিভিন্ন কেন্দ্র অবলম্বন করিয়া বৃত্ত অঙ্কিত হইলে যেমন পরিধিসমূহ পরস্পর কর্ত্তিত হয় তদ্রূপ স্বার্থের কেন্দ্র ভিন্ন ভিন্ন হইলে পরস্পরের মধ্যে সঙ্ঘাত অনিবার্য্য। পূর্ণকেন্দ্রিক চেষ্টা হইলে পূর্ণের সমকক্ষ আর কেহ না থাকায় তথায় সঙ্ঘর্ষের কোন সম্ভাবনা থাকে না। পূর্ণ প্রীতিদ্বারা সর্ব্বাংশের প্রসন্নতা হইয়া থাকে। 'তস্মিস্তুষ্টে জগত্তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ।' সুতরাং শ্রীভগবৎপ্রেমানুশীলনের দ্বারা সকল প্রাণীর প্রতি যথার্থ প্রীতি সাধিত হইয়া থাকে। পরমেশ্বর সম্বন্ধরহিত প্রীতির অপর নাম কাম উহাই হিংসা দ্বেষ অশান্তির কারণ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণকে পরতত্ত্ব এবং জীবকে শ্রীকৃষ্ণের তটস্থা শক্তির অংশ, ভেদাভেদ-সম্বন্ধযুক্ত নিত্যদাস বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অতুলনীয় মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্যের দ্বারা জীবসমূহকে আকর্ষণ করেন, এমন কি সমস্ত অবতারগণকেও আকর্ষণ করিয়া থাকেন, এজন্য শ্রীকৃষ্ণই প্রেমের সর্ব্বোত্তম আস্পদ। শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি অনুশীলনের দ্বারা জীবহৃদয়ে বিশুদ্ধ প্রেমের সুকোমল ভাবসমূহ স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া থাকে। উক্ত শ্রীকৃষ্ণভক্তি অনুশীলনের সর্ব্বোত্তম সাধন কলিযুগে শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন। শ্রীভগবন্নাম কীর্ত্তনে মনুষ্য মাত্রেরই অধিকার থাকায় উক্ত নাম সংকীর্ত্তনধর্ম্মে বিশ্বের সকল দেশবাসী একত্রিত হইয়া বিশুদ্ধ প্রেমৈকসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারে।

মেয়র মিঃ ডুসাজ ধর্ম্মসভার দ্বিতীয় অধিবেশনে বলেন,— আমরা যদি বাস্তব শান্তি লাভের অভিলাষী হই তাহা হইলে আমাদের কর্ত্তব্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা অনুধাবন করা। শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ মিলিত হইয়াই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন। জড়বাদ কিংবা কেবলমাত্র ত্যাগের দ্বারা বাস্তব আনন্দ লভ্য হয় না, সেবাদ্বারাই উহা লভ্য হয়। শ্রীচৈতন্যদেব প্রেমভক্তিকেই

বাস্তব শান্তি লাভের একমাত্র উপায়রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

প্রধান বিচারপতি মিঃ রেড্ডি ধর্ম্মসভার তৃতীয় অধিবেশনে বলেন,—'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু জগতে অবতীর্ণ হইয়া ভারতীয় প্রাচীন বৈদিক সাংস্কৃতিক কৃষ্টির পুনরুদ্ধার ও পুনঃ প্রবর্ত্তন করেন। যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয় মনুষ্যগণকে পশুজীবন হইতে উদ্ধার করিয়া আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য শ্রীভগবান অবতীর্ণ হন। স্বামীজী মহারাজের নিকট অদ্য শ্রীচৈতন্যদেবের পূত চরিত্র ও শিক্ষা সম্বন্ধে অপূর্ব্ব জ্ঞানগর্ভ হৃদয়গ্রাহী ভাষণ শ্রবণের সুযোগ লাভ করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি।'

অন্ধ্র প্রদেশের একাউন্টেন্ট জেনারেল শ্রীআর এন্ চেটার্জ্জি, শ্রীওয়াই জগন্নাথম পান্তলু গারু, বি-এ, উপদেশক, ভক্তিতিলক, শ্রীমঠের সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণবল্লভ ব্রহ্মচারী বক্তৃতা করেন।

শ্রীউপনন্দ ব্রহ্মচারীর ভজন কীর্ত্তন শ্রোতৃবৃন্দের বিশেষ চিত্তাকর্ষক হয়।

বিভিন্ন স্থানে ধর্ম্মসভা

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ রেড্ডি লাইব্রেরী আলিয়াবাদ, মালেকপেট, সেকেন্দ্রাবাদ মেরেডপল্লী, কোঠি প্রভৃতি সহরের বিভিন্ন স্থানে আহূত হইয়া অভিভাষণ প্রদান করেন। ১৭ই আগষ্ট শনিবার সেকেন্দ্রাবাদ এ ও, সি সেণ্টার (মেরেড পল্লী) ধর্ম্মসভায় সমবেত সহস্রাধিক সৈন্যবিভাগীয় নরনারীর উদ্দেশে অভিভাষণে শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহাদের নিয়মানুবর্ত্তিতা ও দেশহিতৈষণার জন্য প্রশংসা করেন এবং পরস্পরের মধ্যে হৃদয়ের ঐক্য বিধায়ক সর্ব্বব্যাপক প্রেমভক্তি ও নীতি সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। অতঃপর ভাষণান্তে ফুল কমাণ্ডেণ্ট কর্ণেল ডাড্ওয়াল কর্ত্তৃক আহূত হইয়া তাঁহার গৃহে বহুক্ষণ শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করেন।

নগর সঙ্কীর্ত্তন

শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশক্রমে প্রত্যহ প্রভাতে শ্রীমঠ হইতে হায়দরাবাদের বিভিন্ন রাস্তা দিয়া নগর সঙ্কীর্ত্তন বাহির হইতেছে। শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারীর উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্ত্তন ও শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীর কীর্ত্তন সকলের উল্লাস বর্দ্ধন করিতেছে।

হায়দরাবাদে বিভিন্ন স্থানে ধর্ম্মসভার ব্যবস্থা এবং মঠের বহুমুখী সেবাকার্য্যের প্রধান উদ্যোক্তারূপে শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বি-এস্ সি-র হার্দ্দী প্রযত্ন মুখ্যরূপে উল্লেখযোগ্য এতদ্ব্যতীত পণ্ডিত শ্রীদীননাথ বনচারী, শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীজগন্নাথ দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি মঠবাসী সেবকগণের ও শ্রীশ্রীনিবাস শর্ম্মা, শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি ও শ্রীজগা রেড্ডি প্রভৃতি স্থানীয় সজ্জনগণের সেবাচেষ্টা প্রশংসনীয়।

সম্পাদকীয়

শ্রীবলদেব পূর্ণিমা ও শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উপলক্ষে তাঁহাদের মহিমাকীর্ত্তনমুখে শ্রীচৈতন্য বাণী পত্রিকার সপ্তম-সংখ্যা প্রকাশিত হইল। শ্রীকৃষ্ণভক্তির অনুকূল অনুশীলন ও বিস্তারের দ্বারা জগজ্জীবের বাস্তব মঙ্গল বিধানের জন্যই শ্রীচৈতন্য বাণীর আবির্ভাব। সর্ব্বাশুভনাশকারী সর্ব্বশুভদ শ্রীকৃষ্ণকথাকীর্ত্তনকারী সাধুগণই জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাতা, তাঁহাদের করুণার তুলনা নাই। জগতে অন্নের অভাব হইলে আমরা দুর্ভিক্ষ বলিয়া থাকি, কিন্তু বস্তুতঃ জগজ্জীব সর্ব্বসময়েই শ্রীহরিকথার দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত। শ্রীকৃষ্ণকথামৃতপরিবেশনকারী শুদ্ধ ভক্তবৃন্দ নিরন্তর দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত জীবসমূহের ত্রাণকার্য্য সাধন করিয়া তাহাদের কল্যাণ বিধান করিতেছেন। সেই পরম বান্ধব জীবদুঃখকাতর পতিত-পাবন শ্রীবলদেবাভিন্নবিগ্রহ শ্রীল গুরুদেব ও ভক্তবৃন্দের শ্রীপাদপদ্মে প্রণত হইয়া অহৈতুকী কৃপা প্রার্থনা করিতেছি, তাঁহারা অমায়ায় কৃপা করুন যাহাতে সকল কল্মষ বিদূরিত হইয়া হৃদয়টী অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের স্বচ্ছন্দ বিহারস্থলে পরিণত হয়।

শ্রীকৃষ্ণকথায় রুচিবিশিষ্ট শ্রীচৈতন্যবাণীর পাঠকবর্গও শ্রীকৃষ্ণের অহৈতুকী কৃপাপ্রাপ্ত। শ্রীকৃষ্ণকৃপাব্যতীত কাহারও শ্রীকৃষ্ণ কথা শ্রবণ কীর্ত্তনে রুচি হয় না। অতএব শ্রীভগবৎ কৃপাপ্রাপ্ত ভক্তবৃন্দের এবং সুকৃতিমান্ ব্যক্তিগণের ও ও শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করিতেছি, তাঁহারা সকলেই প্রসন্ন হউন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সমগ্র উত্তর ও পশ্চিম ভারত পরিক্রমার বিরাট আয়োজন

সাধুসঙ্গে সঙ্কীর্ত্তনমুখে ভারতের প্রধান প্রধান তীর্থস্থানসমূহ দর্শন

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ **পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের** সেবা-নিয়ামকত্বে আগামী শ্রীঊর্জ্জব্রত (শ্রীদামোদর ব্রত বা নিয়মসেবা) কালে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনকারী ভক্তগণের সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু পদাঙ্কপূত তীর্থস্থানসমূহ ও অন্যান্য বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থানসমূহ দর্শন ও তাঁহাদের মাহাত্ম্যাদি শ্রবণ করা হইবে।

"গৌর আমার যে সব স্থানে করল ভ্রমণ রঙ্গে
সে সব স্থান হেরব আমি প্রণয়ী ভকতসঙ্গে।"

দেহ গেহ কলত্র পুত্র বিত্তাদিকে কেন্দ্র করিয়া যত্ন করিলে বা পরিক্রমা করিলে যেমন তত্তদ্বিষয়ে বা বস্তুতেই আবেশ বা আসক্তি বর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ শ্রীভগবান্ শ্রীভগবদ্ভক্ত বা শ্রীভগবদ্ধামকে কেন্দ্র করিয়া তদুদ্দেশ্যে যত্ন করিলে বা পরিক্রমা করিলে তত্তৎ বৈকুণ্ঠবস্তুতেই আবেশ বা আসক্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে এবং আনুষঙ্গিকভাবে তদিতর বিষয়ে বিরক্তি হয় বা মুক্তিলাভ হয় এবং শুদ্ধপ্রেমার অধিকারী হওয়া যায়। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণভক্তিপিপাসু সজ্জনদিগকে আমরা সাদর আহ্বান জানাইতেছি যে তাঁহারা যেন গৃহকর্ম্মাদি হইতে অন্ততঃ নিয়মসেবাকালের জন্য অবসর লইয়া একান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলনের উদ্দেশ্যে শুদ্ধ সাধু-ভক্তবৃন্দের আনুগত্যে ও সঙ্গে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণাদি নববিধা ভক্তির অনুশীলন করিয়া নিজ নিজ পারমার্থিক উন্নতি বিধানের এই বিশেষ সুযোগ গ্রহণ করেন।

শুভযাত্রা ঃ—আগামী ২৯ পদ্মনাভ, ৪৭৫ শ্রীগৌরাব্দ, ৬ কার্ত্তিক, ১৩৬৮, ২৩ অক্টোবর, ১৯৬১ সোমবার শ্রীকৃষ্ণের শারদীয় রাসযাত্রা তিথি শুভবাসরে রিজার্ভ বগীতে হাওড়া ষ্টেশন হইতে যাত্রা করা হইবে। মাসাধিক-ব্যাপী দুইবেলা শ্রীভগবৎপ্রসাদসেবন (আহার), তৃতীয় শ্রেণীতে যাতায়াত রেলভাড়া, বাসভাড়া, প্রাথমিক চিকিৎসাদির জন্য প্রত্যেক যাত্রীর ব্যয় বাবদ ৪০০৲ চারি শত টাকা ধার্য্য হইয়াছে।

দর্শনীয় স্থানসমূহ ঃ—(১) গয়া, (২) বারাণসী, (৩) প্রয়াগ (এলাহাবাদ), (৪) উজ্জয়িনী, (৫) ডাকোর, (৬) প্রভাস, (৭) সোমনাথ, (৮) সুদামাপুরী (পোরবন্দর), (৯) দ্বারকা, (১০) বেট দ্বারকা (ওখাপোর্ট), (১১) সিদ্ধপুর, (১২) শ্রীনাথদ্বারা, (১৩) পুষ্কর, সাবিত্রী, (১৪) জয়পুর, (১৫) মথুরা, (১৬) শ্রীবৃন্দাবন, গোকুলমহাবন, শ্রীরাধাকুণ্ড শ্রীশ্যামকুণ্ড, শ্রীগিরি গোবর্দ্ধন, শ্রীনন্দগ্রাম, শ্রীবর্ষাণ আদি, (১৭) হস্তিনাপুর (নিউদিল্লী), (১৮) কুরুক্ষেত্র, (১৯) শুকরতল (শুক পরীক্ষিতের সংবাদ স্থান), (২০) হরিদ্বার, (২১) হৃষীকেশ, (২২) নৈমিষারণ্য, (২৩) মিশ্রক (শ্রীসীতার পাতাল প্রবেশ স্থান), (২৪) অযোধ্যা, (২৫) মন্দার (শ্রীমধুসূদন), (২৬) কাটোয়া, (২৭) নবদ্বীপ-শ্রীমায়াপুর।

রিজার্ভ বগীতে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক আসন সংরক্ষিত থাকিবে। এজন্য পরিক্রমায় যোগদানেচ্ছু যাত্রিগণকে এখন হইতেই নাম রেজেষ্ট্রী করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। পরিক্রমার বিস্তৃত বিবরণ ও নিয়মাবলী সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৭এ, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় পত্রদ্বারা কিংবা সাক্ষাতে জ্ঞাতব্য।

নিয়মাবলী

১। প্রতি মাসে পূর্ণিমা তিথিতে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৪.৫০ (ভি, পি যোগে ৫৲), ষান্মাসিক ২.২৫ (ভি, পি যোগে ২.৭৫), প্রতি সংখ্যা .৩৭। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। তৃতীয় সংখ্যা হইতে প্রাপ্তব্য। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন হইলে এবং কোন সংখ্যা ইংরাজী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৭এ, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

ফোন-৪৬-৫৯০০

বিজ্ঞাপনের হার—

প্রতিবার ১ পৃষ্ঠা—৪০৲ (চল্লিশ টাকা), অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা ১ কলম—২২৲ (বাইশ টাকা), সিকি পৃষ্ঠা বা অর্দ্ধ কলম—১২৲ (বার টাকা), সিকি কলম—৭৲ (সাত টাকা), ⅛ কলম ৪৲ (চার টাকা)। দীর্ঘ কালের জন্য বিজ্ঞাপন দিলে ভিক্ষা স্বতন্ত্র। তাহা সাক্ষাদ্‌ভাবে অথবা পত্রদ্বারা জ্ঞাতব্য।

নিবেদক— কার্য্যাধ্যক্ষ

দক্ষিণ কলিকাতায় একমাত্র
নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত ফার্ণিচার
——বিক্রেতা——

দাস ব্রাদার্স এণ্ড কোং

৮৮।১এ, রাসবিহারী এভিনিউ
কলিকাতা-২৬
ফোন—৪৬-৩৮০১

আমাদের শো-রুমে চিত্তাকর্ষক বিভিন্ন সুন্দর সুন্দর ডিজাইনের চেয়ার, টেবিল, খাট, আলমারী ও কাঠের যাবতীয় ফার্ণিচার আছে। ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণকে পরিদর্শন ও যাচাই করিয়া লইতে সাদর আহ্বান জানান হইতেছে।

নিউ আর্ট ফার্ণিচার

১৫৫, রাসবিহারী এভিনিউ
কলিকাতা-২৯

আধুনিক কালোপযোগী ও রুচিসম্পন্ন বিভিন্ন ডিজাইনের কাঠের আলমারী, চেয়ার, টেবিল, খাট ইত্যাদি পাওয়া যায়। সজ্জনগণের সহযোগিতা একান্ত প্রার্থনীয়। দক্ষ কারিগর ও উপযুক্ত পর্য্যবেক্ষকের দ্বারা পরিচালিত। সততাই আমাদের প্রধান সম্বল।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির
৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ
কলিকাতা-২৬

বর্ত্তমান সভ্যতার তথাকথিত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সারা বিশ্বে নিরীশ্বরবাদ, দুর্নীতি ও অধর্ম্মের প্রাবল্য দেখা যাইতেছে। আমাদের দেশ ও সমাজেরও ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া সুধী ব্যক্তিমাত্রেই অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। ইহার সংশোধনের একমাত্র উপায় শিক্ষার মাধ্যমে মানব চরিত্র গঠন। কোমলমতি শিশুগণ যাহাতে ভগবদ্‌বিশ্বাস, পিতৃমাতৃভক্তি, গুরুজনে শ্রদ্ধা প্রভৃতি ধর্ম্ম ও নীতির অতি সাধারণ শিক্ষাগুলি লাভ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিলে চরিত্র গঠনের সহায়ক হয়। এই উদ্দেশ্যকে কার্য্যকরী করিবার প্রয়াসে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির নামে একটী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউস্থ শ্রীমঠে ৭ই বৈশাখ ১৩৬৮, ২০শে এপ্রিল, ১৯৬১ তারিখে স্থাপন করা হইয়াছে। উহাতে শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিকা ও কিন্ডার গার্টেন (K. G.) শিক্ষা পদ্ধতি অনুসারেই শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে বালকবালিকাদিগকে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথাগুলি ও আচরণ শিক্ষা দেওয়া হইবে। বর্ত্তমানে শিশুশ্রেণী হইতে ৪র্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছে। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী নিম্নঠিকানায় অনুসন্ধান করুন :—

১। সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৭এ, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ফোন নং ৪৬-৫৯০০।
২। ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ, এম্-এ, ২০, ফার্ণ প্লেস, কলিকাতা-১৯, ফোন নং ৪৬-৪২২০।
৩। শ্রী এম্, কে, মুখার্জ্জি, ৮এ, তারা রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন নং ৪৬-৭১২৮।
৪। শ্রী এস্, এন্, ব্যানার্জ্জি, বি-এ, ২৯, পার্ক সাইড রোড, কলিকাতা-২৬। ফোন ৪৬-৫৯৩১।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

স্থান :— শ্রীগঙ্গা ও শ্রীসরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিসেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

(১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ। পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া।

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ। ৩৭এ, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা—২৬।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

শ্রীচৈতন্য বাণী

আশ্বিন—১৩৬৮

১ম বর্ষ] হৃষীকেশ, ৪৭৫ শ্রীগৌরাব্দ [৮ম সংখ্যা

শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক :—

শ্রীকৃষ্ণবল্লভ ব্রহ্মচারী বিদ্যানিধি, এম্-এ।

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ, এম্-এ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-পুরাণতীর্থ, ভক্তিশাস্ত্রী। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্।

২। শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, সাহিত্যবিনোদ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ।

৫। শ্রীগোপীরমণ দাস, বিদ্যাভূষণ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বি-এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ

আকর মঠ ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

১। (ক) শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।
(খ) ৩৭এ, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬।

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।

৩। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, বৃন্দাবন (মথুরা)।

৫। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা।

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাটি, হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্রপ্রদেশ)।

৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম)।

৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)।

১০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)।

মুদ্রণালয় ঃ—

'রাজলক্ষ্মী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্'—৪৩, রূপনারায়ণ নন্দন লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা-২৫।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১ম বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, আশ্বিন, ১৩৬৮। ২৯ হৃষীকেশ, ৪৭৫ শ্রীগৌরাব্দ; ৭ আশ্বিন, রবিবার; ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৬১ | ৮ম সংখ্যা।

গোবিন্দ-মোহিনী শ্রীরাধা

"জগতে শোভা-সৌন্দর্য্য ও গুণের আধারস্বরূপ নানাপ্রকার বস্তু বিদ্যমান। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র—অখিল রসের ও শোভা-সৌন্দর্য্যাদি গুণের মূল সমাশ্রয়। তিনি—সমস্ত ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য ও জ্ঞানের মূল আশ্রয়তত্ত্ব। আবার, সেই পূর্ণতম ভগবান্—যাঁহার 'আশ্রয়' ও 'বিষয়', সেই স্বরূপটী যে কত বড়, তাহা মানব-জ্ঞানের, এমন কি, অনেক মুক্তপুরুষগণেরও ধারণার অতীত। যে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যে সমস্ত জগৎ লালায়িত ও মোহিত, যিনি নিজের মাধুর্য্যে নিজেই মোহিত, সেই ভুবনমোহন মদনমোহনও যাঁহাদ্বারা মোহিত হন, তিনি যে কত বড় বস্তু, তাহা ভাষা-দ্বারা অপর-লোককে বুঝান যায় না।

যদিও কৃষ্ণ বিষয়তত্ত্ব, তথাপি তিনি আশ্রয়েরই 'বিষয়'। জড়-জগতে যে-প্রকার পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে বস্তুতঃ পার্থক্য ও জড় সম্বন্ধ রহিয়াছে—উচ্চাবচ ভাব রহিয়াছে—পরস্পর ভেদ রহিয়াছে, শ্রীমতী রাধিকার ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে সেই প্রকার ভেদ ও সম্বন্ধ নাই। কৃষ্ণাপেক্ষা বৃষভানুনন্দিনী অশ্রেষ্ঠা নহেন। শ্রীকৃষ্ণই 'আস্বাদক' ও 'আস্বাদিত'রূপে নিত্যকাল দুই দেহ ধারণ করিয়া আছেন। যে কৃষ্ণের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে তিনি স্বয়ংই মুগ্ধ হন, সেই কৃষ্ণ অপেক্ষা যদি শ্রীমতী রাধিকার সৌন্দর্য্য বেশী না হয়, তবে মোহনকার্য্য হইতে পারে না। শ্রীমতী রাধা—ভুবনমোহন-মনোমোহিনী, হরিহৃদ্‌ভৃঙ্গ-মঞ্জরী, মুকুন্দমধুমাধবী, পূর্ণচন্দ্র কৃষ্ণের পূর্ণিমা-স্বরূপিণী এবং কৃষ্ণকান্তাগণের শিরোমণি-স্বরূপা অংশিনী। বৃষভানুনন্দিনীর তত্ত্ব জীবের বা জীব-সমষ্টির ভাষায় বুঝান যায় না। সেবকের এরূপ ভাষা নাই,—যাহা সেব্য-বস্তুকে সম্যক্ বর্ণন করিতে পারে। কিন্তু সেবকের তত্ত্ব বর্ণন করিতে সেব্যই সমর্থ; তাই ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং আমাদিগকে শ্রীমতী রাধারাণীর তত্ত্ব জানাইতে পারেন। আর একজন আছেন, তিনিও গোবিন্দনন্দিনীর তত্ত্ব আমাদের শুদ্ধাত্মার উপলব্ধির বিষয় করাইতে সমর্থ,—যিনি বৃষভানুসুতা ও কৃষ্ণের সাক্ষাৎ সেবা করেন অর্থাৎ শ্রীগৌর-সুন্দরের নিজ-জন শ্রীগুরুদেব বা গৌরশক্তিগণ। যে কৃষ্ণচন্দ্র "রাধা-ভাবদ্যুতিসুবলিত-তনু" হইয়াছেন অর্থাৎ রাধিকার ভাব ও দ্যুতি গ্রহণ করিয়াছেন, সেই কৃষ্ণচন্দ্রই প্রপঞ্চে শ্রীমতীর মহিমার কথা প্রকাশ করিতে পারেন। তাঁহার প্রিয়তম দাসগণও সেই পরম তত্ত্ব বলিতে পারেন, তদ্ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তিই সমর্থ নহেন।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব

"সচ্চিদানন্দবিগ্রহস্বরূপ কৃষ্ণই পরম ঈশ্বর। তিনি অনাদি। তিনি সকলের আদি। শাস্ত্রে তাঁহার নামান্তর গোবিন্দ—সকল কারণের কারণ। যথা, শ্রীসনাতনশিক্ষায়ঃ—

"কৃষ্ণের স্বরূপবিচার শুন সনাতন।
অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
সর্ব্ব-আদি সর্ব্ব-অংশী কিশোরশেখর।
চিদানন্দ দেহ, সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বেশ্বর॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ গোবিন্দ পর নাম।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ যাঁ'র গোলোক নিত্যধাম॥"
—(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১৫২-১৫৫)

জৈব জগতেই ঈশ্বরস্বরূপের অনুভূতি লক্ষিত হয়। পরমেশ্বর মানবকে যে অনুভব-বৃত্তি দিয়াছেন, তদ্দ্বারাই উচ্চ জীবসকল ঈশ্বরের স্বরূপ অনুভব করে। মানবের অনুভববৃত্তি তিন প্রকার—স্থূলদেহগত জ্ঞানেন্দ্রিয়, সূক্ষ্মদেহ বা মনোগত বোধশক্তি এবং জীবাত্মস্বরূপগত চিদ্দর্শনবৃত্তি। চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়। তদ্দ্বারা যে বাহ্য বোধ হয়, সে কেবল জড়জ্ঞানমাত্র। মনোগত জড়জ্ঞান-প্রতিফলিত চিন্তা, স্মরণ, ধ্যান, ধারণা প্রভৃতিদ্বারা জড়জ্ঞান ও চিদাভাসদর্শন-মাত্র ঘটে। সুতরাং এই দুই প্রকার জ্ঞান-বৃত্তিই প্রাকৃত। ঈশ্বরস্বরূপ চিদানন্দ-তত্ত্বানুভূতি ঐ দুই বৃত্তির দ্বারা সম্ভব হয় না। সুতরাং আত্মবৃত্তিকে আশ্রয় না করিলে আর ঈশ্বরস্বরূপ দর্শন হয় না। যে মানবগণ জড় জ্ঞানেন্দ্রিয়ের আশ্রয়ে ঈশ্বরস্বরূপ দর্শন করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান-ধারণাদি যোগাঙ্গের আশ্রয়ে ব্যতিরেক চিন্তা দ্বারা ঈশ্বরকে সৃষ্ট জগতের আত্মা বোধ করিয়া পরমাত্ম-দর্শনরূপ একটী সমাধি কল্পনা করেন। এ কার্য্যেও সম্পূর্ণরূপে অপ্রাকৃত দৃষ্টি প্রাপ্ত হন না। কেবল প্রাকৃতজ্ঞান নিষেধপূর্ব্বক একটী খণ্ডবোধ লাভ করেন। যে মানবগণ তদপেক্ষা অধিকতর ব্যতিরেক চিন্তাদ্বারা প্রাকৃত রূপাদির ধিক্কার করতঃ একটী নিরাকার নির্বিকার পরমেশ্বর-স্বরূপ কল্পনা করেন, তাঁহারাই ব্রহ্মদর্শন মনে করেন। বস্তুতঃ তাঁহাদের ব্রহ্মদর্শন ভাণমাত্র। অতএব সনাতনকে প্রভু বলিলেন,—"জ্ঞান, যোগ, ভক্তি—তিন সাধনের বশে। ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ ত্রিবিধ প্রকাশে॥" (চৈ চ মধ্য ২০। ১৫৭)। আবার বলিয়াছেনঃ—

"মুখ্য গৌণ বৃত্তি কিবা অন্বয় ব্যতিরেকে।
বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে॥"
(চৈ চ মধ্য ২০।১৪৬)

ফল কথা এই যে, জীব দ্রষ্টৃ স্বরূপে যখন ঈশ্বরদর্শন করিতে চান, তখন নিজে যে অধিকার হইতে বীক্ষণ করেন, সেই অধিকারের দ্রষ্টব্য ঈশ্বররূপ দেখেন। কর্ম্মযোগে পরমাত্মা, জ্ঞানযোগে ব্রহ্ম এবং ভক্তিযোগে ভগবান্ আমাদের সম্বন্ধে লক্ষিত হন। তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ অদ্বয়জ্ঞানস্বরূপতত্ত্বকেই তত্ত্ব বলেন। সেই অদ্বয় চিদ্বিগ্রহকে আপন আপন অধিকৃত যন্ত্র দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ দর্শন করেন। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ বস্তুতঃ একই তত্ত্ব। যিনি যেরূপ ও যতদূর দেখিতে পান, তিনি তাহাই দেখিয়া তাঁহাকেই সর্ব্বোত্তম বলিয়া স্থির করেন।

সেই ভগবান্ই শ্রীকৃষ্ণ। যাঁহারা কৃষ্ণকে সামান্য নরস্বরূপ ও নরবৎ বিলাসবান্ মনে করিয়া অবহেলা করেন, তাঁহাদের তত্ত্ববোধে বিশেষ ক্ষুদ্রতা লক্ষিত হয়। কৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান্, তৎসম্বন্ধে শ্রীভাগবতাদি গ্রন্থের মর্ম্মাবলম্বনপূর্ব্বক মহাপ্রভু সনাতনকে শিক্ষা দিয়াছেন, যথা,—

"ভক্ত্যে ভগবানের অনুভব পূর্ণরূপ।
একই বিগ্রহে তাঁ'র অনন্ত স্বরূপ॥
স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ, আবেশ নাম।
প্রথমেই তিনরূপে রহে ভগবান্॥
স্বয়ংরূপ স্বয়ংপ্রকাশ—দুইরূপে স্ফূর্ত্তি।
স্বয়ংরূপে এক কৃষ্ণ ব্রজে গোপমূর্ত্তি॥
প্রাভব বৈভব রূপে দ্বিবিধ প্রকাশে।"
—(চৈ চ মধ্য ২০।১৬৪-১৬৭)

"অবতার হয় কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ প্রকার।
পুরুষাবতার এক, লীলাবতার আর ॥
গুণাবতার আর মন্বন্তরাবতার।
যুগাবতার আর শক্ত্যাবেশাবতার ॥"

—(চৈ চ মধ্য ২০।২৪৫,৪৬)

"ব্রহ্মা শিব আজ্ঞাকারী ভক্ত-অবতার।
পালনার্থে বিষ্ণু কৃষ্ণের স্বরূপ-আকার ॥"

—(চৈ চ মধ্য ২০।৩১৭)

সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য—এই ছয়টী ভগ। যে পুরুষ তদ্‌যুক্ত, তিনিই ভগবান্। শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্, যেহেতু স্বভাবতঃ তাঁহাতেই সমস্ত ভগবত্তার চরম প্রকাশ। কৃষ্ণ অপেক্ষা উচ্চ বা কৃষ্ণের সমান আর কেহ নাই। কৃষ্ণ স্বয়ংরূপে গোলোকে নিত্য অবস্থান করেন। তদেকাত্ম পুরুষগণ কৃষ্ণের ইচ্ছায় কার্য্য করিয়া থাকেন। মহাবিষ্ণুই কৃষ্ণের প্রথম পুরুষাবতার। কারণসমুদ্রে তিনি শয়ন করেন। তাঁহার অংশ গর্ভোদকশায়ী ও ক্ষীরোদকশায়ী পুরুষদ্বয়। রাম-নৃসিংহাদি অবতার পুরুষের অংশকলা মাত্র। কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্, পুরুষাবতারের মূল। অচিন্ত্যশক্তিবলে কৃষ্ণ সর্ব্বোপরি থাকিয়াও যুগপৎ ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপে অবতীর্ণ হন। উপনিষদে যে ব্রহ্মের কথা আছে, সেই ব্রহ্ম কৃষ্ণের অঙ্গকান্তি। যোগশাস্ত্রে ও বেদে যে পরমাত্মার উল্লেখ আছে, সেই পরমাত্মা কৃষ্ণের এক অংশ। এই কথা দুইটীর শাস্ত্রপ্রমাণ বহুতর আছে এবং তর্কশাস্ত্রাদির যুক্তি সহজে ইহা বুঝিতে পারে না। সূর্য্যস্বরূপ হইতে যেরূপ আলোক সৌরজগতে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত, সেইরূপ চিদানন্দস্বরূপ অপ্রাকৃত সর্ব্ববিক্রমযুক্ত কৃষ্ণ-সূর্য্য হইতে তাঁহার অসীম কিরণ সর্ব্বগরূপে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া ব্রহ্মস্বরূপে ব্যতিরেকচিন্তাশীল পণ্ডিতদিগের চিত্তে নিরাকারাদি ব্যতিরেকধর্ম্ম দ্বারা প্রতিভাত হইয়াছেন। জড়জগৎ সৃষ্টি করিয়া তৎপ্রবিষ্ট কৃষ্ণাংশকে যোগিগণ পরমাত্মা বলিয়া অনুসন্ধান করেন। প্রাকৃত সত্ত্বগুণের বিকাররূপ নিরাকার নির্বিকার ধর্ম্মগুলি খণ্ডবিৎ পণ্ডিতদিগের উপাসনার বিষয় হইয়াছে। নরপূজা বা গুণপূজা পাছে আমাদিগকে অধিকার করে, এই আশঙ্কায় খণ্ডবিৎ পণ্ডিতাভিমানী পুরুষগণ নিরাকার নির্ব্বিকার আশ্রয় পূর্ব্বক অবশেষে প্রেমধনে বঞ্চিত হন।

অসৎসংস্কার হইতেই এরূপ পবিত্র জৈবধর্ম্মের বিপ্লব ঘটিয়া থাকে। কৃষ্ণমাহাত্ম্য ও কৃষ্ণসৌন্দর্য্য যাঁহাদের হৃদয়ে উদিত হয়, তাঁহারা নিরাকারাদি ব্যতিরেকবুদ্ধি হইতে উদ্ধৃত হইয়া অপ্রাকৃত রাজ্য দর্শন করেন। জীবের ভাগ্যফলে এরূপ অনন্ত সুখ লাভ হয়। দুর্ভাগ্যফলে সামান্য প্রাকৃত-বিজ্ঞানবঞ্চিতবুদ্ধি অপ্রাকৃত রাজ্যে প্রসারিত হইতে পারে না। কৃষ্ণ অনাদি অনন্ত অপ্রাকৃত কালে সর্ব্বোচ্চ গোলোকপতি হইয়াও নিজ অচিন্ত্যশক্তিক্রমে ভৌমজগতে স্বতন্ত্র স্বেচ্ছাক্রমে গোলোকস্থ ব্রজের সহিত আপনাকে আপনি অবতীর্ণ করিয়াও সর্ব্বদা শুদ্ধ সবিশেষ ধর্ম্মে বিচরণ করেন। এই সকল কৃষ্ণলীলা আত্মার বিশুদ্ধ সমাধি হইতে জীব অবগত হইয়া থাকেন। চর্ম্মচক্ষু ইত্যাদিতে উপলব্ধ হন না। কখন কখন কৃষ্ণ স্বীয় শক্তিদ্বারা চর্ম্মচক্ষে উদিত হইয়াও অনুদিত-প্রায় থাকেন। কৃষ্ণলীলা নিত্যা, প্রাকৃত দেশকালে অপরি-চ্ছিন্না। কেবল বিশুদ্ধ আত্মগত ভক্তিচক্ষুতে তাহা দেখা যায় এবং ভক্তিভাবিত মনে তাহা ধ্যাত হয়। যতদিন প্রাকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞানের অহঙ্কারে সেই পরমতত্ত্বের প্রতি চিত্ত ধাবিত হয়, ততদিন সেই তত্ত্ব সহজে দূরে অবস্থিতি করে। তৃণাদপি সুনীচচিত্তে যখন ব্যাকুল হইয়া কৃষ্ণকে ডাকেন, তখন ভাগ্যবান্ লোক তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার অসীম আনন্দ-ভোগ করেন। ভাগ্যক্রমে শ্রদ্ধোদয়ে আর প্রাকৃত অহঙ্কারে মুগ্ধ থাকিয়া নামাপরাধী হন না। কৃষ্ণানুশীলনে জাতি, বর্ণ, প্রাকৃতবিদ্যা, রূপ, বল, প্রাকৃত বিজ্ঞানাদি বল, উচ্চপদ, ধন, রাজ্য প্রভৃতি কিছুই কার্য্য করে না। এতন্নিবন্ধন বর্ণাভিমানী প্রভৃতির পক্ষে কৃষ্ণতত্ত্ব স্বভাবতঃ সুদূরবর্ত্তী। এই সকল হেতুবাদ বিচার করিলে বর্ত্তমান কৃষ্ণতত্ত্বের অবজ্ঞার কারণ সহজে প্রতীত হইবে।

প্রাকৃত বিজ্ঞানের দুর্দ্দশা এই যে, সে স্বীয় অধিকারাতীত সকল তত্ত্বই জানিতে চায়। অপ্রাকৃত তত্ত্বে তাহার অধিকার নাই, তথাপি নির্লজ্জভাবে তাহার প্রতি ধাবিত হইয়া নিতান্ত

অকিঞ্চিৎকর সিদ্ধান্তে আবদ্ধ হয়, শেষে নিজেও বিকৃত হইয়া নিরস্ত হয়। জীবের সৎসঙ্গজনিত দৈন্যে কৃষ্ণকৃপা উদয় হয়। তাহাতেই তাহার অপ্রাকৃত তত্ত্বে অধিকার জন্মে। কেবল জড়ীয় বিচারবলে কখনই কিছু অপ্রাকৃত জ্ঞান লাভ হয় না।"

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব উপলব্ধির উপায় কি ?

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥" —গীঃ ৪।৬

শ্রীভগবান্ স্বয়ংই তাঁহার জন্মলীলা-রহস্য বলিতেছেন—আমি সমস্ত ভূতের ঈশ্বর, অজ অর্থাৎ জন্মরহিত এবং অব্যয় অর্থাৎ অনশ্বরস্বরূপ হইয়াও স্বাং প্রকৃতিং অর্থাৎ নিজ সচ্চিদানন্দস্বরূপকে অবলম্বন করিয়া আত্মমায়া অর্থাৎ আত্মভূতা মায়া—যোগমায়া—চিচ্ছক্তিদ্বারা দেব মনুষ্য তির্য্যক্ প্রভৃতি লোকে আবির্ভূত হই।

জীবাত্মা স্বরূপতঃ অজ হইলেও মায়াবশ্যতানিবন্ধন কর্ম্মফলাধীন হইয়া বিভিন্ন যোনি স্বীকারে বাধ্য হয়, কিন্তু সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র স্বরাট্ পুরুষোত্তম লীলাময় শ্রীহরি স্বেচ্ছায় বা ভক্ত ইচ্ছানুসারে নিজ নিত্য সচ্চিদানন্দস্বরূপে প্রপঞ্চে আবির্ভূত হইয়া জগজ্জীবের নিত্য কল্যাণ বিধান করেন।

'স্বাং প্রকৃতিং' বলিতে শ্রীশ্রীধরস্বামিচরণ "শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতি" এবং শ্রীরামানুজাচার্য্যচরণ "প্রকৃতিং স্বভাবং স্বমেব স্বভাবমধিষ্ঠায় স্বরূপেণ স্বেচ্ছয়া সম্ভবামি" ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীমধুসূদন সরস্বতীপাদ বলিয়াছেন—"স্বস্বরূপমধিষ্ঠায় স্বরূপাবস্থিত এব সম্ভবামি দেহদেহিভাবমন্তরেণ এব দেহিবদ্ ব্যবহারমীত্যর্থঃ" অর্থাৎ স্বস্বরূপে অবস্থিত হইয়াই আবির্ভূত হই—দেহদেহিভাব ব্যতীতই দেহীর ন্যায় ব্যবহার করি।

কর্ম্মফলবাধ্য দেহধারী জীবের যেমন দেহ দেহীতে ভেদ থাকে, শ্রীভগবানে সেরূপ দেহ দেহী ভেদ নাই। শ্রীভগবান্ দেব তির্য্যক্ ঋষি নরাদি যে যে রূপ ধারণ করেন, তাহাতে তাঁহার পূর্ব্বপূর্ব্ব প্রাদুর্ভূত স্বরূপের অজ্ঞতা থাকে না। তাঁহার স্বস্বরূপের আবরণ প্রকাশনাদি কর্ম্ম তাঁহার চিচ্ছক্তিবৃত্তি যোগমায়াদ্বারাই সংঘটিত হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা তাঁহার পূর্ব্বকালাবতীর্ণ স্বরূপ পূর্ব্বেই আবৃত করিয়া বর্ত্তমান স্বরূপ প্রকাশ পূর্ব্বক সম্ভূত হন। 'আত্মমায়য়া' বলিতে 'আত্মজ্ঞানেন' অর্থ হয়। মায়া শব্দ জ্ঞানপর্য্যায়েও ব্যবহৃত হয়। স্বয়ং সম্বিচ্ছক্তিমত্তত্ত্ব ভগবান্ সর্ব্বদাই স্বস্বরূপ জ্ঞানবান্ এবং শরণাগত জনগণকেও সেই জ্ঞান প্রদানে সমর্থ।

সীমাবিশিষ্ট নশ্বর ফলকামী অল্পবুদ্ধি ["অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্" (গীঃ ৭।২৩)]। দেবতান্তর ভক্তগণের কথা দূরে থাকুক বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রদর্শিপণ্ডিত ব্যক্তিও পর্য্যন্ত ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানে অসমর্থ—মোহপ্রাপ্ত হন। এজন্য শ্রীব্রহ্মা বলিয়াছিলেন—

"অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয় প্রসাদ লেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরংবিচিন্বন্॥"

—ভাঃ ১০।১৪।২৯

—অর্থাৎ হে দেব, হে ভগবন্, যিনি আপনার পাদপদ্মযুগলের করুণা-কণা-মাত্র লাভ করিয়াছেন, একমাত্র তিনিই আপনার যথার্থ মাহাত্ম্য জানেন; তদ্ব্যতীত দীর্ঘকাল অনুসন্ধান করিয়াও কেহ তাহা জানিতে সমর্থ হয় না।

"জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ॥"

—ভাঃ ১০।১৪।৩৮

—অর্থাৎ হে প্রভো, আমার আর বাক্যাড়ম্বরের প্রয়োজন কি? যে সকল পণ্ডিতাভিমানিব্যক্তি আপনার মহিমা অবগত আছেন বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা ভবদীয় মহিমা জানুন

(অর্থাৎ তাঁহারা জানিতে পারেন না), কিন্তু আপনার বৈভব আমার কায়মনোবাক্যের গোচরীভূত নহে।

শ্রীভগবানের ঐকান্তিক ভক্ত ব্যতীত ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানে সকলেই অল্পবুদ্ধি—মোহগ্রস্ত হইয়া পড়েন। "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ" (ভাঃ ১১।১৪।২১), "ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যোঽহমেবংবিধোঽর্জ্জুন। জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥ (গীঃ ১১।৫৪)," "ভক্ত্যা মামভিজানাতি" (গীঃ ১৮।৫৫) ইত্যাদি বহু বহু বাক্যে ভগবৎ-সাক্ষাৎকার বা অনুভব বিষয়ে একমাত্র ভক্তিরই আবশ্যকতা জ্ঞাপিত হইয়াছে। ব্রহ্মসংহিতায় উক্ত হইয়াছে—

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েঽপি বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

—অর্থাৎ প্রেমাঞ্জনরঞ্জিত ভক্তিনেত্রদ্বারাই সাধুরা তাঁহাদের শুদ্ধ পূত হৃদয়ে যে অচিন্ত্যগুণস্বরূপ শ্যামসুন্দর যশোদানন্দনকে সর্ব্বদা দর্শন করিয়া থাকেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দদেবকে আমি ভজনা করি।

মাঠর শ্রুতি বলিয়াছেন—

"ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী।"

—অর্থাৎ ভক্তিই জীবাত্মাকে ভগবৎপাদপদ্মে লইয়া যান, ভক্তিই তাঁহাকে দর্শন করান, সেই ভগবান্ ভক্তিবশ্য, ভক্তিরই প্রশস্তি সর্ব্বশাস্ত্রে গীত হইয়াছে।

নতুবা বহুশাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়াও জীব ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানে বঞ্চিত হইয়া থাকেন। এজন্য শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥

—গীঃ ৭।২৪

—অর্থাৎ "যাহারা নির্ব্বিশেষ বুদ্ধিকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া এরূপ সিদ্ধান্ত করে যে, 'আমি—অব্যক্ত নির্ব্বিশেষস্বরূপ, কার্য্যবশতঃ ব্যক্ত হই,' তাহারা যতই বেদান্তাদি শাস্ত্র আলোচনা করুক, তথাপি নির্ব্বোধ; যেহেতু তাহারা আমার সর্ব্বোত্তম, অব্যয়, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, নিত্যবিশেষ-সম্পন্ন স্বরূপকে অবগত হয় নাই।"

এই প্রকার অল্পবুদ্ধি জনগণ মনে করেন—অব্যক্ত অর্থাৎ প্রপঞ্চাতীত নিরাকার ব্রহ্মস্বরূপই মায়িকাকার ধারণ পূর্ব্বক বসুদেবগৃহে ব্যক্তি অর্থাৎ জন্ম প্রাপ্ত হন। তাঁহারা শ্রীভগবানের পরমভাব অর্থাৎ মায়াতীত স্বরূপ—জন্মকর্ম্মলীলাদির অপ্রাকৃতত্ব (গীঃ ৪।৯) ধারণা করিতে পারেন না। শ্রীধরস্বামিপাদ 'ভাব' অর্থে 'স্বরূপ' এবং 'অব্যয়' অর্থে 'নিত্য-বিশুদ্ধোর্জ্জিতসত্ত্বমূর্ত্তি' এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

"নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥"

—গীঃ ৭।২৫

—এই শ্রীভগবদ্‌বাক্যের মর্ম্ম এই যে,—"আমি অব্যক্ত ছিলাম, সম্প্রতি এই সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্যামসুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছি, এরূপ মনে করিবে না। আমার শ্যামসুন্দরস্বরূপ নিত্য, ইহা চিজ্জগতের সূর্য্যস্বরূপে স্বয়ং ভাসমান হইয়াও যোগমায়ারূপ ছায়াদ্বারা সাধারণের চক্ষু হইতে গুপ্ত থাকে। এই কারণে মূঢ় লোকগণ অব্যয়স্বরূপ আমাকে জানিতে পারে না।"

শ্রীভগবান্ অপ্রাকৃত গুণলীলাপরিকরবিশিষ্ট হইয়া সর্ব্বদা বিরাজমান থাকিলেও সর্ব্বদেশকালবর্ত্তিজনগণের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন না। সূর্য্য যেমন সুমেরুশৈলাবরণবশতঃ সর্ব্বদা লোকচক্ষুর দৃষ্টির বিষয়ীভূত হন না, শ্রীকৃষ্ণসূর্য্যও সেইরূপ যোগমায়া সমাবৃত হইয়া সবসময়ে সকলের দৃগ্‌গোচর হন না। শ্রীশ্যামসুন্দরাকারে—শ্রীবসুদেবাত্মজরূপে যে তিনি মায়িক জন্মাদিশূন্য, ইহা তাঁহার মায়ামোহমুগ্ধ জীবসকল ধারণা করিতে পারেন না। এজন্য অনন্তকল্যাণগুণবারিধি স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণপাদপদ্মের ভজন ছাড়িয়া তাঁহার নির্ব্বিশেষ স্বরূপ ব্রহ্মোপাসনাদিতে প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হন।

বহুজন্ম ব্রহ্মাণ্ডে গতাগতির পর জীব শ্রীগুরুকৃষ্ণপ্রসাদে ভক্তিলতা বীজ 'শ্রদ্ধা' লাভ করেন। সেই শ্রদ্ধা-বীজকে হৃদয়ক্ষেত্রে বপন করত সাধুগুরুমুখনিঃসৃতবাণী-শ্রবণ-কীর্ত্তনজল-সিঞ্চন-ফলে তাহা অঙ্কুরিত পল্লবিত হইয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

ক্রমে আশ্রয়ানুসন্ধানে ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া বিরজা ব্রহ্মলোক অতিক্রম করত পরব্যোম পায়।" তবে যায় তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন। কৃষ্ণচরণ কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥ তাঁহা বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেমফল। ইঁহা মালী সেঁচে নিত্য শ্রবণ কীর্ত্তন জল॥''—চৈঃ চঃ ম১৯।১৫১—১৫৫

এই ভক্তিলতার বৃদ্ধিপথে বৈষ্ণবাপরাধরূপ মত্তহস্তী, উপশাখাস্বরূপ ভুক্তি-মুক্তিবাঞ্ছা, নিষিদ্ধাচার, কুটিনাটি (কৌটিল্যনাট্য বা কপটতা), জীবহিংসা, লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাদি যাহাতে কোনরূপে প্রশ্রয় না পায়, তদ্বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন না করিলে বৃন্দাবনে কৃষ্ণচরণকল্পবৃক্ষমূলে উপনীত হওয়া যাইবে না। এইজন্য শ্রীগুরুপাদপদ্মে লব্ধ-দীক্ষ সাধকের আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ, সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধ সাধু-সঙ্গ একান্ত প্রয়োজন। "সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম—এইমাত্র চাই। সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥"

"মালী হঞা সেই বীজ করে আরোপণ" এই বাক্যে সাধককে যে মালী হইবার কথা বলা হইয়াছে, তাহা না হইলে অর্থাৎ সাধন-ক্লেশ স্বীকার না করিলে হৃদয়ক্ষেত্র পরিষ্কৃতির দিকে—অনর্থ নিবৃত্তির দিকে দৃষ্টি না রাখিলে লব্ধদীক্ষ সাধকের হৃদয়ক্ষেত্রে রোপিত বীজ অঙ্কুরিত হইবে না, আবার অঙ্কুরিত পল্লবিত হইয়া ভক্তিলতার বৃদ্ধিপথেও নানা বিঘ্ন আসিয়া মূলশাখাকে স্তব্ধ করিয়া দিবে। সাধুগুরু কৃপায় বিঘ্নাদি উত্তীর্ণ হইয়া কৃষ্ণচরণকল্পবৃক্ষতলে পৌঁছিবার সৌভাগ্য উদিত হইলে জীব সেই কল্পবৃক্ষের সেবায় প্রবৃত্ত হইয়া পরম পুরুষার্থ প্রেমফলের নবনবায়মান রসমাধুর্য্য আস্বাদনের সৌভাগ্য লাভ করেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচলে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার পূর্ব্বদিবস গুণ্ডিচামন্দিরমার্জ্জনলীলা-দ্বারা আমাদিগের হৃদয়খানিকে কিপ্রকারে কৃষ্ণেতর বিষয়বাসনাত্মক 'অন্যাভিলাষ' রূপ কণ্টকময় 'তৃণাদি আবর্জ্জনা', কৃষ্ণকৈঙ্কর্য্য ব্যতীত অন্য কর্ম্মচেষ্টাদ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক সুখাভিলাষরূপ 'ধুলি', সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনাত্মক জ্ঞান ও ভক্তিযোগ ব্যতীত অন্য জ্ঞানযোগাদি রূপ 'কঙ্কর' এবং কুটিনাটি, প্রতিষ্ঠাশা, জীবহিংসা, নিষিদ্ধাচার, লাভপূজা প্রভৃতিরূপ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মল শূন্য করিয়া শুদ্ধ নির্ম্মল করিতে হইবে, তাহাই শিক্ষা দিয়াছেন। সাধুগুরুসকাশে তাঁহাদের শুশ্রূষামুখে কৃষ্ণনাম-রূপগুণলীলাত্মিকা কথা শ্রবণ করিতে করিতেই এই হৃদয়-গুণ্ডিচামার্জ্জন কার্য্য অনায়াসে ও সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হয়। সেই শুদ্ধ নির্ম্মল হৃদয়েই জীব শ্রীশ্রীকৃষ্ণের নিত্যাবির্ভাব—নিত্য কৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী—শ্রীশ্রীকৃষ্ণের পরম মনোহর শুদ্ধসচ্চিদানন্দ-স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন। তাহাতেই জীবন ধন্য হয়—সার্থক হয়। নতুবা কৃষ্ণাবির্ভাব উপলব্ধি ব্যতীত জীবন অধন্য—নিরর্থক হইয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী

[শ্রীগোপীরমণ দাস বিদ্যাভূষণ]

জয় জয় জহ্যজামজিত দোষ-গৃভীতগুণাং
ত্বমসি যদাত্মনা সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ।
অগজগদোকসামখিলশক্ত্যববোধক তে
ক্বচিদজয়াত্মনা চ চরতোঽনুচরেন্নিগমঃ॥

—ভা ১০।৮৭।১৪

বেদ শ্রীভগবানের চিচ্ছক্তি—যোগমায়া অবলম্বনে চিজ্জগতে মিথুনীভূত স্বরূপে চিল্লীলা এবং গুণময়ী মায়াতে ঈক্ষণপূর্ব্বক জগতের সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গাদি লীলা—এই উভয়বিধ লীলাই প্রতিপাদন করেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে—

"মুখ্য গৌণ বৃত্তি কিংবা অন্বয় ব্যতিরেকে।
বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২১।৪২-৪৩) উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন ঃ—

কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ।
ইত্যস্যাহৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্বেদ কশ্চন॥

মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতে ত্বহম্।
এতাবান্ সর্ব্ববেদার্থঃ শব্দ আস্থায় মাং ভিদাম্।
মায়ামাত্রমনূদ্যান্তে প্রতিষিধ্য প্রসীদতি ॥

অতএব শ্রুতি মন্ত্র রূঢ়ি ও লক্ষণা বৃত্তিতে, অন্বয় ও ব্যতিরেক বা মুখ্য অভিধা এবং গৌণভাবে একদিকে শ্রীভগবানের চিল্লীলা এবং অন্যদিকে ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্ট্যাদি লীলা—এই উভয় লীলাই প্রতিপাদন করেন। 'অর্দ্ধ কুক্কুটী' ন্যায় অনুসারে যাঁহারা শ্রুতিমন্ত্রে একদেশিক লীলা দর্শন করেন, তাঁহারা বেদের যথার্থার্থ অবগত হইতে পারেন না এবং তাঁহাদিগের বিচার সম্যক্ বা সম্পূর্ণ নহে। বরং তাহা বেদের অবমাননা বা বেদের নিন্দা বা শ্রুতিশাস্ত্রের নিন্দারূপ নামাপরাধ। সব সময়েই যে মুখ্য বৃত্তিতে বা অভিধা বৃত্তিতে বা বিদ্বদ্রূঢ়ি বৃত্তিতে শ্রুতিমন্ত্র কৃষ্ণলীলা প্রতিপাদন করেন এবং গৌণ বৃত্তিতে মায়াকে নিরস্ত করিয়া মুখ্যবৃত্তির সহায়তা করেন, এরূপ নহে। স্বরূপার্থ বাধাপ্রাপ্ত হইলে গৌণার্থ গ্রহণে আপত্তি নাই এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী মুখ্য গৌণ বৃত্তির উল্লেখ করিয়া তাহা স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীমধ্বমুনিও তাহা অস্বীকার করেন না। 'তত্ত্বমুক্তাবলী' গ্রন্থের ২০ শ্লোকে কথিত হইয়াছে—

মুখ্যার্থবাধে সহ তেন যোগে প্রয়োজনাদ্বাপ্যথ রূঢ়িতো বা।
বৃত্ত্যা যয়ান্যঃ খলু লক্ষ্যতেঽর্থঃ সা লক্ষণা স্যাত্রিতয়ঞ্চ হেতুঃ ॥

তবে অভিধা বা মুখ্য কিংবা গৌণ যে কোন ভাবেই হউক না কেন মায়িক ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট্যাদি ব্যাপার বেদের বিকল্প বা পরোক্ষ ব্যবস্থা। বেদের অন্বয় বিষয়বস্তু হইতেছেন—কৃষ্ণলীলা। বেদ মায়াকে লক্ষণা করিয়া বদ্ধ জীবকে কৃষ্ণতত্ত্ববোধে উদ্বুদ্ধ করত কৃষ্ণলীলায় প্রবেশ করাইয়া নিরস্ত হইয়াছেন। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে—শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্ট্যাদি ব্যাপারই বা লীলাই শ্রুতিশাস্ত্রের মুখ্য বা অভিধাবৃত্তি হউক এবং শ্রীকৃষ্ণের চিল্লীলাই শ্রুতিশাস্ত্রের গৌণ অভিপ্রায় হউক। দুইটি-লীলাই যখন নিত্য এবং সত্য এবং আমরা যখন এই ব্রহ্মাণ্ডের অধিবাসী,তখন আমাদিগের সম্বন্ধে ব্রহ্মাণ্ডাদি সৃষ্টিই শ্রীকৃষ্ণের মুখ্য লীলা বলিতে আপত্তি কি? তদুত্তরে বলা যায়—ইহা মায়িক বা মেপে লওয়া ধারণা—অধিরোহ বা বিবর্ত্তবাদ। পরতর তত্ত্ব নির্ণয়ে শ্রুতিশাস্ত্র বা বেদ শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ। শ্রুতির অন্তরালে তর্কের প্রবেশ স্বীকার করা হয় না। সেই জন্যই শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব বেদান্তের (১।১।১) 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' সূত্রে জৈমিনী, পতঞ্জলি, গৌতম, কণাদ, অষ্টবক্রাদির তর্কপন্থায় প্রবর্ত্তিত ষড়্‌দর্শনকে নিরস্ত করিয়া পরিপ্রশ্নমুখে ব্রহ্ম-তত্ত্বের অবতারণ পূর্ব্বক 'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ' (ব্রঃ সূঃ ২।১।১১) সূত্রে মহাজনানুগত আম্নায় স্বীকার করিয়াছেন। মন্ত্রার্থ দ্রষ্টা ঋষিগণও বলিয়াছেন—(তৈঃ উঃ ৩।১) "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্মেতি।" চতুঃশ্লোকী ভাগবতেও এই বিষয়ে সরল ভাষায় বলা হইয়াছে—(ভাঃ ২।৯।৩২)

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্‌যৎসদসৎপরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্ ॥

অতএব বেদোক্ত শ্রীভগবানের জগৎসৃষ্ট্যাদি ব্যাপারে গৌণ, পরোক্ষ, ব্যতিরেক বা লক্ষণা মাত্র এবং চিল্লীলা বিলাসাদি ব্যাপারই শ্রীভগবানের স্বরূপ লক্ষণ। একই বেদমন্ত্র অন্বয় এবং ব্যতিরেক ভাবে শ্রীভগবানের চিল্লীলা এবং নশ্বর ব্রহ্মাণ্ডাদির সৃষ্টি এই উভয় লীলা প্রতিপাদন করেন। "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" (ছাঃ উঃ ৬।২।১) মন্ত্রে অবগত হওয়া যায়, ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পূর্ব্বে 'আত্মনা সমবরুদ্ধ সমস্ত ভগঃ' বা 'এবং দেবো ভগবান্ বরেণ্যো যোনিস্বভাবানধিতিষ্ঠত্যেকঃ' (শ্বেঃ উঃ ৫।৪) অর্থাৎ লীলাময় শ্রীভগবান্ তাঁহার রাসাদি চিল্লীলায় চিল্লীলাবিলাসী স্বরূপে বা এক অদ্বিতীয় ভোক্তৃরূপে এবং অন্যান্য পরিকর সকলে তাঁহা হইতে অস্বতন্ত্র, তাঁহার ভোগ্য যোষা-স্বরূপে অবস্থিত ছিলেন। তাঁহার এই আদিরাস-বিলাসের সমর্থনে আমরা বেদান্তের (১।১।২) 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' সূত্র প্রাপ্ত হই। জন্মাদ্যস্য যতঃ অর্থাৎ (শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী এবং শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী) 'আদ্যস্য'—'শৃঙ্গাররসস্য' অর্থাৎ ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত 'স এষ রসানাং রসতমঃ পরমঃ' অর্থাৎ পরম চমৎকারময় উন্নত উজ্জ্বল রসে শ্রীকৃষ্ণভজনপ্রণালীর জন্ম অর্থাৎ প্রাদুর্ভাব বা

প্রাকট্য হইয়াছে, 'যতঃ' অর্থাৎ যে শ্রীরসিক ব্রহ্ম হইতে বা ,যাভ্যাং শ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং' যে শ্রীরাধা গোবিন্দ হইতে তিনি বিদ্বদ্রূঢ়ি বৃত্তিতে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার বিষয় বস্তু। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে কথিত (৫।৪) 'যোনি স্বভাবান্' মন্ত্রের এবং 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' (১।১।২) বেদান্ত-সূত্রের গৌণবৃত্তিতে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট্যাদি ব্যাপার প্রপঞ্চিত করা হইয়াছে। অনুরূপ-ভাবে বেদান্তের (১।১।৫) ঈক্ষতে-র্নাশব্দম্ সূত্রের এবং শ্রুতির 'স ঐক্ষত' (ঐতঃ ১।১) মন্ত্রের অভিধাবৃত্তিতে চিল্লীলা-ব্যাপারে কাম গায়ত্রীর উপাস্য অপ্রাকৃত কামদেব কৃষ্ণের অপাঙ্গ দৃষ্টিতে শ্রীরাধাকে কুঞ্জাদিতে প্রেরণ এবং 'তত্তু সমন্বয়াৎ' (ব্রঃ সূঃ ১।১।৪) সূত্রে বিহারার্থ বা বিলাসার্থ তাঁহার (কৃষ্ণের) শ্রীমতী রাধিকার অনুসরণের কথা যেরূপ অভিধাবৃত্তিতে বলা হইয়াছে, তদ্রূপ গৌণবৃত্তিতে শ্রীকৃষ্ণের সৃষ্টিকাম হইয়া মায়ার প্রতি ঈক্ষণ এবং প্রকৃতির ক্ষোভ উৎ-পাদন এবং চিৎ ও জড় পরমাণুকে নিজশক্তিতে সম্যগ্‌রূপে অন্বিত করিয়া ('তত্তু সমন্বয়াৎ') জড় সৃষ্ট্যাদি সম্পাদনের বিষয়ও অভিব্যক্ত করা হইয়াছে। এইরূপে প্রতিটী বেদমন্ত্রের এই উভয়বিধ অর্থের সঙ্গতি পরিদৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে গৌণবৃত্তির মুখ্য বৃত্তিতেই উপশম বা পর্য্যবসান জানিতে হইবে। কারণ শ্রুতি বলেন—'যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্মেতি' এবং শ্রীমদ্ভাগবতও বলেন 'যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্।' অনুরূপভাবে শব্দের অশেষ বৃত্তি পর্য্যালোচনা করতঃ ঋষিগণ তাহাদের যথার্থার্থ সংগ্রহ করিয়া 'জগৎ' শব্দের গম্ ধাতুর উত্তর কিপ প্রত্যয় করিয়া জগতের 'ব্রজগোলোকে' এবং জীবমাত্রেরই জন্ম 'ব্রহ্ম-লোকমভিসম্ভবামীত্যভিসম্ভবামীতি' (ছাঃ ৮।১৩।১)—ব্রজে কোন না কোন স্বরূপে জন্মলাভে উপশম প্রদর্শন করিয়াছেন। তার মধ্যে যিনি ব্রজে নানা ভাব রস ভেদে— 'কৃষ্ণকে করায় রাসাদিক লীলাস্বাদে', সেই শ্রীমতী রাধিকার নিত্য সখীর অনুগত গোপী-জন্মই পরম উপশান্তিময় জন্ম। কারণ শ্রীকৃষ্ণ নিত্য বা পরতর স্বরূপে গোপরূপ নব কিশোর স্বরূপবান্ (ঋক্ ১।২২।১৬৪) "অপশ্যং গোপামনিপদ্যমা নমা" এবং সেই নবকিশোর স্বরূপের প্রেয়সীগণ সকলেই গোপী-স্বরূপা। গোপী ব্যতীত তাঁহাকে প্রাপ্তির জন্য ব্রতধারিণী শ্রীলক্ষ্মী দেবীকেও তিনি অঙ্গীকার করেন না।

ব্রজে রসিকব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের জন্ম স্বভাবসিদ্ধ। শ্রুতিতেও কথিত হইয়াছে—"যদ্বৈতৎ সুকৃতম্। রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।" (তৈঃ উঃ ২।৭) এই 'সুকৃতম্' শব্দের শ্রুতিগত অর্থ হইতেছে—"তদাত্মনাস্বয়মকুরুত তস্মাৎ তৎ সুকৃতমুচ্যত ইতি" অর্থাৎ রসিক-ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংসিদ্ধ বা স্বতঃপ্রকাশ বা স্বপ্রকাশ স্বরূপবান্। অর্থাৎ শৃঙ্গার রসরাজ স্বরূপে তিনি আত্ম পর্য্যন্ত সমস্ত সত্তার চিত্তাকর্ষক বা উপাস্য এবং "স ইমমেবাত্মানং দ্বেধাঽপাতয়ৎ" (বৃঃ আঃ ১।৪।৩) মন্ত্রে নিজেকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া রাধাকৃষ্ণ-স্বরূপে আদিরসে ধীর-ললিত নায়ক রূপে সদা বিলাসশীল।

"বহু কান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস।" অতএব শ্রীমতী রাধিকা স্বয়ং বহু কায়ব্যূহ বিস্তার করিয়া বিবিধ ভাবময়ী স্বরূপে রসিকশেখর ধীর-ললিত-নাগর শ্রীকৃষ্ণকে রসপর্য্যাপ্তি-রূপ পারকীয় রসে বিলাস করান। শ্রীব্রজ-গোলোক-বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের বিলাসের অনুকূলে দাসদাসী সখাসখী পিতা মাতা আত্মীয় স্বজনাদি লইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সংসার। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পরিকর। বিভিন্ন রসে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ সেবার অনুষ্ঠান করেন। আমাদিগের জন্মের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের প্রাকৃত জন্ম নাই। তিনি স্বতঃসিদ্ধস্বরূপে বিভিন্ন রসের সেবার উপযোগী বিষয় বিগ্রহরূপে সেই অন্তঃপুর শ্রীব্রজ গোলোক বৃন্দাবনে সদা বিলাস করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (মধ্য ২১।৪৩-৪৪) উক্ত হইয়াছে— "অন্তঃপুর গোলোক শ্রীবৃন্দাবন। যাঁহা নিত্য স্থিতি পিতামাতা বন্ধুগণ॥ মধুর ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য কৃপাদি ভাণ্ডার। যোগমায়া দাসী যাহাঁ রাসাদি লীলাসার॥"

রাগাত্মিক ব্রজপরিকরগণের শ্রীকৃষ্ণভজনপ্রণালী জগতে প্রচার ছিল না। সার্দ্ধদ্বিরসে শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণ স্বরূপের সেবাই জগতে প্রচলিত ছিল এবং সেই স্বরূপের সাধকগণের বিষয়েই বলা হইত—"সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে"। গোলোকের নিত্যস্বকীয়ায় নিত্য পরকীয়ভাবে রাগমার্গে রাধাকৃষ্ণানুশীলন ছিল জগজ্জীবের পক্ষে দুর্বোধ্য। "পারকীয়

ভাবে অতি রসের উল্লাস। ব্রজবিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস।” ইহা ঈক্ষণ বা পর্য্যালোচনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ জগতের জীবগণের পক্ষে যাহাতে বোধগম্য হয়, সেই ভাবে এইজগতে ব্রজলীলা প্রকট করিতে ইচ্ছা করিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে তাই কথিত হইয়াছে—“পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেইকালে। আর সব অবতার তাঁতে আসি' মিলে॥ সবে আসি কৃষ্ণঅঙ্গে হয় অবতীর্ণ। ঐছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান্ পূর্ণ॥ অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে। বিষ্ণুদ্বারে কৃষ্ণ করে অসুর সংহারে॥ আনুষঙ্গ-কর্ম্ম এই অসুর-মারণ। যে লাগি অবতার, কহি সে মূল কারণ॥ প্রেমরস-নির্য্যাস করিতে আস্বাদন। রাগমার্গ ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ॥ রসিক-শেখর কৃষ্ণ পরম করুণ। এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদ্গম॥ ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত। ঐশ্বর্য্য-শিথিল-প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥ আমারে ঈশ্বর মানে, আপনাকে হীন। তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন॥ আমাকে ত' যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে। তারে সে সে ভাবে ভজি, এ—মোরস্বভাবে॥ মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি। এইভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধভক্তি॥ আপনাকে বড় মানে, আমারে সম-হীন। সেইভাবে হই আমি তাহার অধীন॥ মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন। অতিহীন-জ্ঞানে করে লালন পালন॥ সখা শুদ্ধসখ্যে করে, স্কন্ধে আরোহণ। তুমি কোন্ বড়লোক,—তুমি আমি সম॥ প্রিয়া যদি মান করি' করয়ে ভর্ৎসন। বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন॥ এই শুদ্ধাভক্তি লঞা করিমু অবতার। করিব বিবিধবিধ অদ্ভুত বিহার॥ বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে যে লীলার প্রচার। সে সে লীলা করিব, যাতে মোর চমৎকার॥ মো-বিষয়ে গোপীগণের উপপতি-ভাবে। যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে॥ আমিহ না জানি তাহা, না জানে গোপীগণ। দুঁহার রূপগুণে দুঁহার নিত্য হরে মন॥ ধর্ম্ম ছাড়ি' রাগে দুঁহে করয়ে মিলন। কভু মিলে, কভু না মিলে, দৈবের ঘটন॥ এই সব রসনির্য্যাস করিব আস্বাদ। এই দ্বারে করিব সব ভক্তেরে প্রসাদ॥ ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি' ভক্তগণ। রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি' ধর্ম্ম-কর্ম্ম॥” শ্রীমদ্ভাগবতও বলিতেছেন—(ভাঃ ১০।৩৩।৩৬)

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরোভবেৎ॥

জগতের হিতের জন্য জনগণের বাৎসল্যাদি রসের অমায়ায়-সেব্য-বিগ্রহরূপে শ্রীকৃষ্ণের যে প্রকাশ, তাহাই জগতে 'শ্রীকৃষ্ণের জন্ম' বলিয়া কথিত হয়। ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া এই তিথি 'শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী' রূপে পূজিত। মাতা যশোমতীর ক্রোড়-দেশের সেই সদ্যোজাত শিশুটী (কারণ মাতা যশোমতী বা দেবকী কাহারও কুক্ষিতে প্রাকৃত শিশুর ন্যায় তিনি জন্মান নাই, কংস-কারাগারে প্রকাশিত হইয়া নন্দালয়ে নীত হইয়াছিলেন মাত্র। যশোমতী স্বয়ং মহামায়াকে প্রসব করিয়াছিলেন) অন্যান্য প্রৌঢ়রসের যে বিষয় নহেন, এরূপ নহে। গোলোকে ভূত, ভবৎ এবং ভবিষ্যৎ কালের এরূপ ব্যবধান নাই। গোলোকের কাল সদা নিত্য এবং বর্ত্তমান। গোলোকের লীলা জগতে প্রকটিত হইলেও প্রাকৃত নহেন কিংবা জাগতিক কাল বিক্রমের অধীনও নহেন। ইহা প্রাকৃতকালের বিক্রমমুক্ত সদা বর্ত্তমান। অতএব শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বরসের বিষয় বস্তু। জাগতিক কালগণনায় যখন শ্রীকৃষ্ণ ছয়দিনের শিশুমাত্র, তখন তাঁহাতে অবস্থিত বিষ্ণুর পুতনা এবং অতি অল্পবয়সে অন্যান্য অসুরগণকে হনন করিবার শক্তির অভাব পরিদৃষ্ট হয় না। অনুরূপভাবে জাগতিক কাল গণনায় অতি শৈশবে তাঁহাতে বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর এবং যৌবন বয়স-সুলভ লীলা এবং বিলাসের কার্য্যাদি পরিদৃষ্ট হয়।

ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ ত্যাগ করিয়া কদাপি কুত্রাপি গমন করেন নাই। বিরহেই সম্ভোগের প্রাচুর্য্য। সেই সম্ভোগ-প্রাচুর্য্যময় দিব্যোন্মাদ দশায় শ্রীমতী রাধিকার মাদন এবং মোহনাদি ভাবের চেষ্টা সমূহ লক্ষ্য করিবার জন্য স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজেই অবস্থান করেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রথম কায়ব্যূহ শ্রীবাসুদেব শ্রীসঙ্কর্ষণের সহিত মথুরায় গমন করিলে যোগমায়া-প্রভাবে ব্রজবাসী সকলেই দর্শন করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গেলেন। বিশেষতঃ অতঃপর বলরামকে দর্শন না করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে অবস্থিতিকে সকলে শ্রীকৃষ্ণের

স্ফূর্ত্তি বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন এবং ভাবে ভাবে শ্রীরাধিকার সহিত সদা বিলাসের কোন বাধা রহিল না। সেই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়াছি বলিয়া শ্রীমতী রাধিকার যে প্রতীতি, তাহাই 'মাদন' এবং পাইয়াও হারাইয়া ফেলিবার আশঙ্কায় শ্রীমতী রাধিকার যে ভাব, তাহাই 'মোহন' নামে পরিচিত। শ্রীকৃষ্ণের প্রথম কায়ব্যূহ বাসুদেবই সঙ্কর্ষণের সহিত যখন কংস-রঙ্গালয়ে প্রবেশ করেন, তখন তিনি একই স্বরূপে সাকল্যে দ্বাদশরসের বিষয়রূপে প্রতিভাত হইয়াছিলেন। সুতরাং স্বয়ং ভগবান্ রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণ যে সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বরসের বিষয় রূপে প্রতিভাত হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি !

মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাম্
বৃষ্ণীণাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ ॥

— ভাঃ ১০।৪৩।১৭

প্রাকৃত গণনায় শ্রীকৃষ্ণ যে সময় মথুরায় গিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বয়স ৮ বৎসর, মতান্তরে ১২ বৎসর মাত্র। সেই অবস্থায় তাঁহার বিষয়ে বলা হইয়াছে—'মল্লানামশনিঃ' এবং 'স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্' এবং প্রৌঢ়যৌবনা মাথুরপুরস্ত্রীগণ ব্রজগোপীগণের ভাগ্যের প্রশংসা এবং নিজেদের মন্দভাগ্যের নিন্দা করিয়া বলিয়াছেন—

গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং
লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধম্।
দৃগ্ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপ-
মেকান্তধাম যশসং শ্রিয় ঐশ্বরস্য ॥

-- ভাঃ ১০।৪৪।১৪

সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস শ্রীকৃষ্ণের দেবকীগর্ভে জন্ম 'বাদ' মাত্র বলিয়াছেন—

জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো যদুবরপরিষৎ-
স্বৈর্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মম্।
স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিতশ্রীমুখেন ব্রজপুরবনিতানাং
বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্ ॥

—ভাঃ ১০।৯০ ৪৮

যশোদারও অপর নাম দেবকী অতএব যশোদা কিংবা দেবকীর কুক্ষিতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম এবং যাদবপরিষৎ অর্জ্জুনাদির সহিত ভূভার হরণ এবং ধর্ম্মসংস্থাপন 'বাদ' বিশেষ, বস্তুতঃ বাসুদেব কৃষ্ণ কংসকারাগারে চতুর্ভুজ পীতবসন গদাপদ্ম-শঙ্খচক্রাদি ধারণপূর্ব্বক আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এই বাসুদেবই ব্রজে শ্রীকৃষ্ণাঙ্গে অবস্থিত ছিলেন এবং তিনিই মথুরায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রীকৃষ্ণাঙ্গস্থিত বিষ্ণুই ভূভার হরণ করেন এবং তদঙ্গস্থিত শ্রীভগবান্ নারায়ণ ঋষিসখা পুরপরিষদ অর্জ্জুনের অঙ্গস্থিত নরঋষিই 'মামেকং শরণং ব্রজ'রূপ রাগ-মার্গের আ-মুখে গীতা-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করেন এবং উদ্ধবের দ্বারা বদরিকাশ্রম হইতে প্রচার করান। এই ধর্ম্মপ্রচারে মৈত্রেয় ঋষি এবং বিদুর উদ্ধবের সহায় ছিলেন। অতএব ইহাই হইতেছে সত্য যে, শ্রীকৃষ্ণ 'অগজগদোকসামখিলশক্ত্যববোধকঃ' অর্থাৎ যাঁহাকে বলা হইয়াছে—'স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ' অর্থাৎ স্থাবর জঙ্গম মধ্যে অবস্থিত জীব মাত্রেরই শ্রীকৃষ্ণ স্ববিষয়ক প্রেমাভ্যুদয়-বিধানকারী। কিংবা স্থিরা বা ধীরা মুগ্ধা দক্ষিণা নায়িকা চন্দ্রাবলী পদ্মা প্রভৃতি যাঁহাদিগের প্রেমের স্তব্ধতা আছে, তাঁহাদিগের এবং ধীরাধীরা প্রগল্ভা উত্তরা অর্থাৎ চলা রাধিকাদি নায়িকাগণের অর্থাৎ যাঁহাদিগের প্রেমে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যাদির স্ফূর্ত্তি বাধা প্রদান করিতে পারে না— কেবল বর্দ্ধমানা প্রেমবতী, সেই উত্তরা স্বভাবা নায়িকাগণের কাম গায়ত্রী কামবীজে উপাস্য অপ্রাকৃত নবীনমদনই হইতেছেন — ব্রজের শ্রীকৃষ্ণ। রসানুরূপ সেবা অঙ্গীকারের জন্য তিনি সদা স্ফূর্ত্তিশীল। বাৎসল্য রসে সেবা গ্রহণের জন্য এই ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের যে আবির্ভাব, তাহাই তাঁহার জন্ম নামে অভিহিত হইয়া থাকে। রাগ মার্গে স্বভজন-প্রবর্ত্তনাভিলাষী শ্রীকৃষ্ণের জগতে প্রাকট্য-তিথিই জন্মাষ্টমী নামে পূজিতা।

"স বৈ হ্লাদিন্যায়াঃ প্রণয়বিকৃতির্হ্লাদনরতঃ তথা সম্বিচ্ছক্তি-
প্রকটিত রহোভাবরসিতঃ।
তয়া শ্রীসন্ধিন্যা কৃতবিশদতদ্ধামনিচয়ে রসাম্ভোধৌ মগ্নো
ব্রজরসবিলাসী বিজয়তে ॥"

শ্রীবলদেব তত্ত্ব

(শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ, এম্, এ)

(পূর্ব্ব সংখ্যার ১৭৪ পৃষ্ঠার অনুসরণে)

গোকুলে, মথুরায় ও দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের লীলাময় স্বরূপের বিস্তার সাধন করিয়া তাঁহার অন্য স্বরূপের বিস্তার পরব্যোমে করিয়াছেন,—

পরব্যোমে শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণস্বরূপে তাঁহার নিজের আর একটী আবির্ভাব প্রকাশ করিলেন। এই নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভিন্ন—শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ। এখানে নারায়ণ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ মূর্ত্তি। শ্রীভগবানের তিনটি প্রধানা শক্তি শ্রী, ভূ ও লীলা শ্রীনারায়ণের চরণসেবা করিতেছেন [শ্রীশক্তি সৌন্দর্য্য ও সম্পত্তির অধিষ্ঠাত্রী—ইনি লক্ষ্মীরূপে বিবিধ সেবোপকরণদ্বারা শ্রীনারায়ণের চরণসেবা করিতেছেন, ইনি চতুর্ভুজা, স্বর্ণপ্রতিমা সদৃশী এবং নবযৌবনা, ইনি নারায়ণের বামপার্শ্বে অবস্থিতা ; ভূশক্তি জগতের সৃষ্টি-স্থিতির অধিষ্ঠাত্রী দেবী ; লীলাশক্তি শ্রীনারায়ণের লীলাবিধায়িনী ; ভূশক্তি ও লীলাশক্তি মূর্ত্তবিগ্রহরূপে লক্ষ্মীদেবীর উভয় পার্শ্বে সমাসীনা।] নারায়ণস্বরূপ প্রকাশের দুইটী উদ্দেশ্য—মুখ্য উদ্দেশ্য—তাঁহার ঐশ্বর্য্যাত্মিকা লীলার রস আস্বাদন এবং গৌণ উদ্দেশ্য—জীবের প্রতি কৃপাবশতঃ সালোক্যাদি মুক্তিদান করিয়া জীবকে উদ্ধার—"লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর স্বভাব।"

[পরব্যোম চতুর্ব্ব্যূহ]

পরব্যোমাধিপতি শ্রীনারায়ণের চতুষ্পার্শ্বে আদিচতুর্ব্ব্যূহের (দ্বারকা চতুর্ব্ব্যূহের) দ্বিতীয় বিকাশ **পরব্যোম চতুর্ব্ব্যূহ** প্রকাশিত হইলেন। এখানেও ব্যূহসকল বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ।

পরব্যোম চতুর্ব্ব্যূহের ১ম ব্যূহ বাসুদেব—পরব্যোমনাথ নারায়ণের বিলাস এবং সকলের অন্তর্যামী পরমাত্মা। ইঁহার জ্ঞানশক্তি প্রধান। ২য় ব্যূহ সঙ্কর্ষণ—ইনি বাসুদেবের বিলাস এবং সকল জীবের প্রাদুর্ভাবের আস্পদ, সেজন্য ইঁহাকে 'জীব'ও বলা হয়। ইনি ক্রিয়াশক্তিপ্রধান। এখানে ইঁহাকে 'মহাসঙ্কর্ষণ' বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তি, বাসুদেবের জ্ঞানশক্তি এবং মহাসঙ্কর্ষণের ক্রিয়াশক্তি এই তিন শক্তি মিলিত হইয়া সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদিত হয়। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন—

[এখানে দ্বিতীয় ব্যূহ 'মহাসঙ্কর্ষণ' রূপে শ্রীবলরাম]

ক্রিয়াশক্তি-প্রধান সঙ্কর্ষণ বলরাম।
প্রাকৃতাপ্রাকৃত-সৃষ্টি করেন নির্ম্মাণ॥
অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
গোলোক, বৈকুণ্ঠ সৃজে চিচ্ছক্তিদ্বারায়॥
যদ্যপি অসৃজ্য নিত্য চিচ্ছক্তিবিলাস।
তথাপি সঙ্কর্ষণ-ইচ্ছায় তাহার প্রকাশ॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ২০।২৫৫-৫৭)

ক্রিয়াশক্তি প্রয়োগে মহাসঙ্কর্ষণ প্রাকৃতসৃষ্টি অর্থাৎ অনন্তকোটি মায়িক ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন।

অপ্রাকৃত সৃষ্টি কিরূপে করিলেন তাহা বলিতেছেন—গোলোক বৈকুণ্ঠাদি ধামে শ্রীকৃষ্ণ লীলা করিবেন এই ইচ্ছা প্রকাশমাত্র অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা সঙ্কর্ষণ চিচ্ছক্তির বৃত্তি-বিশেষ সন্ধিনী শক্তি দ্বারা ঐসকল অপ্রাকৃত ধাম সৃষ্টি করিলেন। 'সৃষ্টি করিলেন' বলিতে সাধারণতঃ বুঝা যায় যাহা পূর্ব্বে ছিল না তাহা নির্ম্মাণ করিলেন। কিন্তু

ঐসকল অপ্রাকৃত ধাম সৃজ্য (সৃষ্টি করিবার যোগ্য) বস্তু নহে—উহারা অনাদি ও নিত্য। মহাপ্রলয়ে প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং প্রলয়ের অন্তে উহাদের পুনরায় সৃষ্টি হয় কিন্তু অপ্রাকৃতধাম কোনসময়েই ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না।—অনাদিকাল হইতে তাহারা বর্ত্তমান আছে। "সৃষ্টি করিলেন" অর্থে বুঝিতে হইবে যে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় সঙ্কর্ষণ তাঁহার ক্রিয়াশক্তিদ্বারা ঐসকল ধাম প্রকাশ করেন। অপ্রাকৃতধাম সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু—মায়িক ব্রহ্মাণ্ডেও উহাদের ব্যাপ্তি আছে কিন্তু মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে তাহারা অপ্রকট বা অপ্রকাশ্য অবস্থায় থাকে। মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের কোনস্থানে শ্রীকৃষ্ণ যদি লীলা করিতে ইচ্ছা করেন তখন সঙ্কর্ষণ ঐ সকলস্থানে লীলোপযোগী ধাম প্রকট বা প্রকাশ করেন।

পরব্যোম-চতুর্ব্ব্যূহান্তর্গত দ্বিতীয় বূহ সঙ্কর্ষণ শ্রীবলরামের এক স্বরূপ—"তাঁহা যে রামের রূপ—মহা-সঙ্কর্ষণ"। ইঁহাকে মহাসঙ্কর্ষণও বলা হয় [শেষাদিকেও সঙ্কর্ষণ বলা হয়। পরব্যোমের সঙ্কর্ষণ শেষাদি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—সেজন্য তাঁহাকে 'মহাসঙ্কর্ষণ' বলা হয়।]

['মহাসঙ্কর্ষণ, শ্রীবলরাম সমস্ত জীবের আশ্রয়]

শ্রীবলরামের এক স্বরূপ এই মহাসঙ্কর্ষণই সমস্ত জীবের আশ্রয়- "মহাসঙ্কর্ষণ—সব জীবের আশ্রয়। যাঁহা হৈতে বিশ্বোৎপত্তি, যাঁহাতে প্রলয়॥" (চৈঃ চঃ) লঘুভাগবতামৃতের প্রমাণা-নুসারেও এই সঙ্কর্ষণই সমস্ত জীবের প্রাদুর্ভাবের আস্পদ—অর্থাৎ ইহা হইতে সমস্ত জীব উদ্ভূত হয়, মহাপ্রলয়ে ইনিই সমস্ত জীবকে আকর্ষণ করিয়া ইঁহার (অন্যতমস্বরূপ কারণা-ব্ধিশায়ীর) মধ্যে আনয়ন করেন এজন্য ইঁহাকে সঙ্কর্ষণ বলা হয় *। তিনি জীবের আশ্রয়- সৃষ্টির প্রারম্ভে শ্রীসঙ্কর্ষণই কারণার্ণবশায়ী পুরুষরূপে নিজদেহ হইতে সমস্ত জীবকে বাহির করিয়া দেন এবং মহাপ্রলয়েও তিনিই কারণার্ণবশায়ীরূপে সকলকে স্বীয় দেহে আকর্ষণ করেন। সুতরাং শ্রীসঙ্কর্ষণই মূলতঃ বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ—সৃষ্টি আদি কার্য্যের মূল অধ্যক্ষ—কারণের কারণ।

[তিনিই কারণা-ব্ধিশায়ী প্রথম পুরুষের কারণ]

মহাসঙ্কর্ষণই কারণাব্ধিশায়ী পুরুষের কারণ— "সেই পুরুষের সঙ্কর্ষণ সমাশ্রয়।" পরব্যোমের বাহিরে যে 'সিদ্ধলোক'—তাহারও বাহিরে যে 'কারণার্ণব'—সেখানে শ্রীসঙ্কর্ষণ নিজের এক অংশরূপে শয়ন করিয়া আছেন—তাঁহার এই স্বরূপকে "কারণার্ণবশায়ী পুরুষ" বলা হয়। কারণার্ণবশায়ী পুরুষ হইলেন শ্রীসঙ্কর্ষণের অংশ (অর্থাৎ তাঁহার ক্রিয়াশক্তি শ্রীসঙ্কর্ষণের ক্রিয়াশক্তি অপেক্ষা কিছু কম), তিনিই সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত প্রকৃতিতে দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাতে শক্তিসঞ্চার করেন—তাহাতে প্রকৃতি বিকার প্রাপ্ত হইয়া মহত্তত্ত্ব, ইন্দ্রিয়াদি, পঞ্চতন্মাত্রাদি, পঞ্চভূতাদি এবং সর্ব্বশেষে জগতের পরিদৃশ্যমান বস্তুসমূহে পরিণত হইল এই করণার্ণবশায়ী পুরুষকে জগৎকর্ত্তা মহাবিষ্ণুও বলা হয়। মহাবিষ্ণুর অংশ 'গর্ভোদশায়ী পুরুষ' ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী এবং তাঁহার অংশ 'ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ' প্রত্যেক জীবের অন্তর্যামীরূপে বর্ত্তমান আছেন। সুতরাং সৃষ্ট্যাদি কার্য্যের মূল কর্ত্তা বা নিয়ামক সঙ্কর্ষণ।

তিনিই সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের প্রথম অবতার। তিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে এক এক মূর্ত্তিতে প্রবেশ করিলেন, "তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রবিশৎ"—শ্রুতি। সেই কারণার্ণবশায়ী

---

* শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।২।১৩ শ্লোকের ভাষ্যে বৈষ্ণবতোষণীকার শ্রীল সনাতন গোস্বামী সঙ্কর্ষণ নামের এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন - "প্রলয়াদৌ জগদাকর্ষণাদিতার্থঃ"। প্রকটলীলায়ও সঙ্কর্ষণ নামের সার্থকতা এই যে শ্রীকৃষ্ণের আদেশে যোগমায়া দেবকী গর্ভ হইতে শ্রীবলরামকে আকর্ষণ করিয়া নন্দালয়ে তাঁহার নিত্যজননী রোহিণীর গর্ভে স্থাপন করিয়াছিলেন।

[গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয় পুরুষ]

প্রথম পুরুষের দ্বিতীয় স্বরূপ হইলেন 'গর্ভোদশায়ী পুরুষ'। গর্ভোদশায়ীর নাভিপদ্ম হইতে ব্যষ্টিজীবের সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার উৎপত্তি। এবং ঐ নাভিপদ্মের নাল হইতে চতুর্দ্দশ ভুবনের উৎপত্তি। আমাদের এই ভূলোক বা পৃথিবী এই চতুর্দ্দশ ভুবনের অন্যতম। এই ভুবনে সাতটী সমুদ্র আছে উহার একটীর নাম ক্ষীরাব্ধি। এই ক্ষীর সমুদ্রে শ্বেতদ্বীপ নামে একটী দ্বীপ আছে, সেই শ্বেতদ্বীপ ব্রহ্মাণ্ডের পালনকর্ত্তা বিষ্ণুর ধাম। গর্ভোদশায়ী পুরুষের অংশ তৃতীয় পুরুষ 'ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু'। ইনি ব্যষ্টিজীবের পরমাত্মা—প্রত্যেক জীবের মধ্যে তিনিই এক এক রূপে অন্তর্য্যামী রূপে বিরাজিত। ইনিই জগতের পালনকর্ত্তা, যুগে যুগে, মন্বন্তরে মন্বন্তরে, অধর্ম্মের দূরীকরণ এবং যুগধর্ম্মাদির প্রবর্ত্তন ইঁহারই কার্য্য। এজন্য ইনি যুগাবতার ও মন্বন্তরাবতারের অংশী।

[তৃতীয় পুরুষাবতার ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু]

অনন্তদেব বা শেষও শ্রীবলরামের অংশ— অনন্তদেবকে ক্ষীরোদশায়ীর অংশবলা হয়। সেজন্য তাঁহাকে শ্রীভগবানের এক কলা বলা হয় "আস্তে যা বৈ কলা ভগবতঃ তামসী সমাখ্যাতা অনন্ত ইতি - ভাঃ ৫।২৫।১ —ভগবানের এক কলা (অংশ) আছে, তিনি তমোগুণের অধিষ্ঠাত্রী, তাঁহার নাম অনন্ত"। তিনি স্বীয় মস্তকে পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন। তাঁহার মস্তক এতই বিস্তীর্ণ এবং তাঁহার শক্তিও এত অধিক যে, এত বড় পৃথিবীটা (মহী) মাথায় কোন্‌স্থানে পড়িয়া আছে তাহা তিনি জানেন না। তাঁহার সহস্র ফণা; প্রত্যেক ফণাই অতি বৃহৎ, অতি বিস্তৃত। ফণায় যে সমস্ত মণি আছে তাহাদের জ্যোতিঃ এত উজ্জ্বল যে, সূর্য্যও তাহাদের নিকট পরাভব স্বীকার করেন। পৃথিবী দৈর্ঘ্য-বিস্তারে ৫০ কোটি যোজন। এত বড় পৃথিবীটা তাঁহার ফণায় যেন একটি সর্ষপের মত অবস্থান করিতেছে।

[অনন্তদেব বা শেষ]

অনন্তদেব ভক্ত অবতার— ভগবানের সেবাই তাঁহার কার্য্য। অনন্তদেবের একটী নাম শেষ (অংশ)—অর্থাৎ তিনি শ্রীভগবানের অংশ—'শিষ্যতে ইতি শেষোঽংশ'। শ্রীভগবানের শয্যারূপে তিনি সর্পাকৃতি *।

অনন্তদেব যে শুধু পৃথিবীকে মস্তকে ধারণ করিয়া শ্রীভগবানের সেবা করেন তাহা নহে। তিনি সহস্রবদনে অনবরত শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করিতেছেন তথাপি তাহার শেষ হইতেছে না। তাঁহার মুখে শ্রীভগবৎকথা শ্রবণ করিয়া চতুঃসন (সনক, সনাতন, সনন্দন ও সনৎকুমার) প্রেমানন্দে নিমগ্ন হয়েন। তিনি যে শুধু মুখে ভগবৎকথা কীর্ত্তনদ্বারা শ্রীভগবানের সেবা করেন তাহা নহে—তিনি শ্রীকৃষ্ণের ছত্র, চামর, পাদুকা, শয্যা, উপাধান, বসন, যজ্ঞসূত্র, সিংহাসনাদি সেবার উপকরণরূপে আত্মপ্রকট করিয়া শ্রীভগবানের সেবা করেন।

ঐ সকল ভগবৎস্বরূপগণ শ্রীকৃষ্ণেরই লীলাবিলাসের মূর্ত্তি ও তাঁহার সহিত অভিন্ন। এই সকল স্বরূপগণের নাম যে শুধু স্মৃতিশাস্ত্রেই উল্লিখিত আছে তাহা নহে, শ্রুতিতেও উহার উল্লেখ দেখা যায় যথা—

ওঁ কৃষ্ণায় প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধায় ওঁ তৎসৎ ভূর্ভুবঃ স্ব স্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ।
ওঁ কৃষ্ণায় রামায় ওঁ তৎ সৎ ভূর্ভুবঃ স্ব স্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ॥
(গোপালতাপনী)

বৈকুণ্ঠস্থ ঐ সকল ভগবৎস্বরূপগণ কৃষ্ণের লীলাময় প্রকাশরূপ। কিন্তু এই সকল প্রকাশরূপে কৃষ্ণ

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে (৫।২৫।৪-৫) জানা যায় তাহাতে তিনি সর্পাকার নহেন তাঁহার দুই চরণ,এক মস্তক এবং বলয়শোভিত অনেক ভুজ আছে, সেই সমস্ত ভুজে নাগকন্যাগণ অনুরাগবশতঃ অগুরু, চন্দন ও কুঙ্কুম লেপন করিয়া থাকেন; তাঁহার দেহ রজতধবল। ভাঃ ২।৭।৪১ শ্লোকে তিনি যে সহস্রবদন তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

আপনাকে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করেন নাই আংশিকভাবে প্রকাশ করিয়াছেন এজন্য ইহাঁদিগকে কৃষ্ণের স্বাংশ স্বরূপ বলা হয়। তাঁহারা সকলেই সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ। লীলার প্রয়োজনানুসারে কাহারও মধ্যে কোন শক্তির অভিব্যক্তির তারতম্য আছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বাসুদেব কৃষ্ণের অংশ নহেন—তিনি পূর্ণতত্ত্ব।

অবতার—স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ কিংবা তাঁহার বৈকুণ্ঠস্থ ভগবৎস্বরূপগণের মধ্যে কেহ যখন প্রাকৃত বিশ্বে অবতীর্ণ হয়েন তখন তাঁহাকে বা তাঁহার সেই ভগবৎস্বরূপকে অবতার বলা হয়। কোন বিশেষ কর্ম্মসম্পাদনের জন্য জগতের কোন সুযোগ্য মহাপুরুষে কৃষ্ণ কর্ম্মসাধনোপযোগী স্বীয় শক্তির আবেশ করেন। এইরূপ অবতারকে কৃষ্ণের 'আবেশাবতার' বলা হয়। কৃষ্ণের স্বয়ংরূপ অবতার ভিন্ন অন্য সকল কৃষ্ণের আংশিক প্রকাশ—"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" (ভাঃ)—কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, অন্য সকল অবতারগণ কৃষ্ণের অংশ বা কলা। এজন্য কৃষ্ণ সকল অবতারগণের আদি বা মূল।

[অবতার]

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীকৃষ্ণের এই অনন্তস্বরূপের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তিনরূপে বিলাস করেন।

(১) **স্বয়ংরূপ**—"অনন্যাপেক্ষি যদ্রূপং স্বয়ংরূপঃ স উচ্যতে" যে রূপ অন্য রূপের অপেক্ষা রাখে না তাহাকে 'স্বয়ংরূপ' বলা হয়। অন্য যেসকল ভগবৎস্বরূপ আছেন সকলের মূল শ্রীকৃষ্ণ; অন্যান্য ভগবৎ স্বরূপগণের অস্তিত্ব, কিংবা তাঁহাদের ভগবত্তার অস্তিত্ব শ্রীকৃষ্ণের উপর ও তাঁহার ভগবত্তার উপর নির্ভর করে। শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার ভগবত্তা অন্য কাহারও উপর নির্ভর করেন না—সেজন্য শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংসিদ্ধ, তাই শ্রীকৃষ্ণরূপ স্বয়ংসিদ্ধরূপ এবং শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। "যাঁর ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা। 'স্বয়ং ভগবান্'-শব্দের তাহাতেই সত্তা॥" "স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন", "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ কারণম্" (ব্রহ্ম সংহিতা)। অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দনই স্বয়ংরূপ। তাঁহার স্বয়ংরূপের আকার কিরূপ তাহা পূর্ব্বে বর্ণনা করা হইয়াছে—তিনি গোপবেশ, বেণুকর, নিত্যকিশোর, নবজলধর শ্যামবর্ণ, পীতাম্বরধারী, বনমালাশোভিত। লঘু ভাগবতামৃতের মতে স্বয়ংরূপ যখন লীলার প্রয়োজনে তদনুরূপ বিভিন্ন মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করেন তখন ঐ বহুমূর্ত্তিকে স্বয়ংরূপের 'প্রকাশ' বলা হয়। শ্রীল কবিরাজগোস্বামী এই প্রকাশ স্বীকার করিয়া প্রকাশের দুইটী বিভাগ করিয়াছেন—রাসলীলায় ও মহিষী বিবাহে প্রকটিত শ্রীকৃষ্ণের বহুমূর্ত্তি তাঁহার **প্রাভব প্রকাশ** এবং শ্রীবলরামে তাঁহার **বৈভব প্রকাশ** "বৈভব প্রকাশ কৃষ্ণের—শ্রীবলরাম। বর্ণমাত্র-ভেদ, সব—কৃষ্ণের সমান॥"—একই দেহে থাকিয়া যদি বর্ণ বা অঙ্গসন্নিবেশের কিছু পার্থক্য থাকে তবে তাহাকে বৈভব প্রকাশ বলা হয়। বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু বলিয়াছেন "প্রাভবেষু অল্পাঃ শক্তয়ঃ। বৈভবেষু তেভ্যোঽধিকাঃ"—প্রাভবে অল্পশক্তি, বৈভবে তদপেক্ষা বেশী শক্তি।

[শ্রীবলরাম কৃষ্ণের বৈভব প্রকাশ]

(২) **তদেকাত্মরূপ**—লঘুভাগবতামৃত বলিতেছেন—"যদ্রূপং তদভেদেন স্বরূপেণ বিরাজতে। আকৃত্যাদিভিরন্যাদৃক্ স তদেকাত্মরূপকঃ"॥ --স্বয়ংরূপের সহিত যে রূপের স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই, কিন্তু আকার (অঙ্গ সন্নিবেশ), ভাবাবেশাদির কিছু পার্থক্যবশতঃ সেরূপকে স্বয়ংরূপ হইতে অন্যরূপ বলিয়া মনে হয় (বস্তুতঃ অন্যরূপ নহে) তাহাকে 'তদেকাত্মরূপ' বলা হয়।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীও বলিতেছেন "সেই বপু ভিন্নাভাসে কিছু ভিন্নাকার। ভাবাবেশাকৃতি-ভেদে 'তদেকাত্ম' নাম তাঁর॥" চৈ, চ মধ্য ২০।১৮৩

তদেকাত্মরূপের আবার দুইটী ভেদ আছে—বিলাস ও স্বাংশ। ঐ দুইভেদ শক্তির তারতম্যানুযায়ী।

বিলাস—স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ কোন লীলাবিশেষের জন্য যদি অন্য আকারে প্রতিভাত হন এবং এই অন্য আকারের শক্তি যদি প্রায় স্বয়ংরূপের তুল্য হয় তবে এই অন্য আকারকে 'বিলাস' বলা হয়—যেমন শ্রীকৃষ্ণের বিলাস পরব্যোমনাথ শ্রীনারায়ণ।

স্বাংশ—'বিলাসের' ন্যায় স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভিন্ন হইয়াও 'বিলাস' অপেক্ষা অল্পশক্তি প্রকাশ করেন তাঁহাকে 'স্বাংশ' বলা হয়—যেমন স্বস্বধামে সঙ্কর্ষণাদি, পুরুষাবতার এবং মৎস্য, কূর্ম্মাদি লীলাবতারগণ।

(৩) আবেশ—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে কোন বিশেষ কর্ম্ম সম্পাদনের জন্য জগতের কোন সুযোগ্য মহাপুরুষে শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মসাধনোপযোগী স্বীয় শক্তির আবেশ করেন, তাঁহাদিগকে আবেশাবতার বলা হয়। যেমন নারদ, সনকাদি মুনিগণ।

এখন দেখা যাউক শ্রীবলরামের সহিত স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের কিরূপ সম্বন্ধ। **শ্রীবলরাম শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় দেহ**—"তাঁহার দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলরাম"—অর্থাৎ তত্ত্বতঃ শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ একই। শুধু লীলার প্রয়োজনের নিমিত্ত দুইরূপে প্রকাশ। পূর্ব্বে তদেকাত্মরূপের আলোচনায় বলা হইয়াছে যে স্বয়ংরূপের সহিত যে রূপের স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই কিন্তু আকার ও ভাববেশাদির কিছু পার্থক্য বশতঃ অন্যরূপ বলিয়া মনে হয় তাহাকে তদেকাত্মরূপ বলা হয়। এবং এই অন্য আকারের শক্তি যদি স্বয়ংরূপের তুল্য হয় তবে তাঁহাকে বিলাস বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম স্বরূপে অভিন্ন হইয়াও লীলাবিশেষের উদ্দেশ্যে শ্রীবলরামের বর্ণ ও বেশাদি ভিন্ন—শ্রীকৃষ্ণ শ্যামবর্ণ, পীতবসন এবং শ্রীবলরাম রজতশুভ্রবর্ণ ও নীলবসন—এই অর্থে শ্রীবলরাম শ্রীকৃষ্ণের বিলাস।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মধ্য ২০ পরিচ্ছেদে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী স্বয়ংরূপের বিবিধ **প্রকাশ** বর্ণন করিতে বলিয়াছেন—'স্বয়ংরূপ' একই বপুতে যখন বহুমূর্ত্তি হইয়া নিজেকে প্রকটিত করেন তখন তাঁহার 'প্রাভব প্রকাশ' (যেমন রাসলীলায় ও মহিষী বিবাহে) এবং যখন তাঁহার বর্ণ মাত্র ভেদে প্রকাশ তখন তাঁহার 'বৈভব-প্রকাশ'। 'বৈভব প্রকাশ কৃষ্ণের—শ্রীবলরাম। বর্ণমাত্র-ভেদ সব-কৃষ্ণের সমান॥' ব্রজে গোপস্বরূপে শ্রীবলরাম শ্রীকৃষ্ণের বৈভব-প্রকাশ এবং দ্বারকা ও মথুরায় ক্ষত্রিয়স্বরূপে তিনি 'প্রাভব-বিলাস'। 'বৈভব-প্রকাশে আর প্রাভব বিলাসে। একই মূর্ত্ত্যে বলদেব ভাব-ভেদে ভাসে॥'

[শ্রীবলরাম শ্রীকৃষ্ণের 'প্রাভব-বিলাস']

বেশ সম্বন্ধে শ্রীবলরামের ব্রজে ও দ্বারকায় কিছু পার্থক্য আছে—উভয়ধামেই তাঁহার একই দেহ ও বর্ণ কিন্তু ভাব ও বেশের পার্থক্য আছে 'ব্রজে গোপভাব রামের—পুরে ক্ষত্রিয় ভাবন। বর্ণ-বেশ-ভেদ, তাতে 'বিলাস' তাঁর নাম॥' বলদেব যখন ব্রজের ভাবে ও ব্রজের বেশে থাকেন তখন তাঁহার গোপভাব ও গোপবেশ এবং যখন তিনি মথুরা দ্বারকায় থাকেন তখন তাঁহার ক্ষত্রিয়ভাব ও ক্ষত্রিয়বেশ।

শ্রীবলরাম স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের আদ্যকায়ব্যূহ—"আদ্যকায়ব্যূহ—কৃষ্ণলীলার সহায়"। যখন কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে একদেহ হইতে এক বা ততোঽধিক দেহ প্রকটিত হয় তখন প্রকটিত দেহগুলিকে প্রথম দেহের কায়ব্যূহ বলা হয়। লীলার জন্য শ্রীকৃষ্ণ যেসকলরূপে নিজেকে প্রকটিত করিয়াছেন শ্রীবলরাম তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও ঘনিষ্ঠ, সেজন্য তাঁহাকে আদ্যকায়ব্যূহ বলা হইয়াছে। তিনি শ্রীকৃষ্ণের লীলার সহায়—লীলার সহায়তার জন্যই শ্রীবলরাম প্রকটিত। তিনি কিভাবে লীলার সহায়তা করিতেছেন শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তাহাও বর্ণনা করিতেছেন—

[শ্রীবলরাম শ্রীকৃষ্ণের 'আদি কায়ব্যূহ']

শ্রীকৃষ্ণ সেবার উদ্দেশ্যে শ্রীবলরাম সঙ্কর্ষণ, কারণতোয়শায়ী, গর্ভোদশায়ী, পয়োব্ধিশায়ী এবং শেষ এই পাঁচরূপে আত্মপ্রকটন করিয়াছেন। এই পাঁচ স্বরূপের মধ্যে সঙ্কর্ষণ—বলরামের অংশ, কারণাব্ধিশায়ী-আদি তাঁহার কলা (অংশের অংশ)।

শ্রীবলরাম হইতেছেন মূলসঙ্কর্ষণ—সঙ্কর্ষণ ইঁহারই অংশ। শ্রীবলরাম স্বয়ংরূপে

[শ্রীবলরামের 'কৃষ্ণলীলার সহায়'রূপে শ্রীকৃষ্ণ সেবা]

(মূলসঙ্কর্ষণরূপে) এবং তদ্ভিন্ন সঙ্কর্ষণাদি পাঁচরূপে (মোট ছয়রূপে) শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন। মূলসঙ্কর্ষণরূপে শ্রীবলরাম ব্রজে ও দ্বারকায় সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে থাকিয়া সাক্ষাৎভাবে শ্রীকৃষ্ণলীলার সহায়তা করেন। সৃষ্টি লীলাকার্য্যে চারিস্বরূপে শ্রীবলদেব লীলার সহায়তা করেন। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় শ্রীবলদেব সঙ্কর্ষণরূপে গোলোক, বৈকুণ্ঠাদি অপ্রাকৃত ভগদ্ধামসমূহের প্রকাশ করেন। শ্রীবলরামস্বরূপ সঙ্কর্ষণ মধ্যে ক্রিয়াশক্তি প্রধান সেজন্য এইসকল কার্য্য তিনিই করিয়া থাকেন। **কারণার্ণবশায়ী আদি তিনরূপে** শ্রীবলদেব প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডাদির সৃষ্টি করেন। এই সৃষ্টিলীলার সহায়তা দ্বারা কিরূপে শ্রীভগবানের সেবা হয়? শ্রীভগবান্ স্বয়ং স্বহস্তে সৃষ্টিকার্য্য করেন না। লীলার প্রয়োজনে সৃষ্টির নিমিত্ত তাঁহার ইচ্ছা হয়। সঙ্কর্ষণাদি তাঁহার সেই ইচ্ছা পূরণ করিয়া তাঁহার সুখসম্পাদন করেন। সুতরাং তাঁহার সুখ সম্পাদন—আজ্ঞাপালনরূপ কার্য্যের দ্বারা সঙ্কর্ষণাদি তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন।

শেষ বা অনন্তরূপে শ্রীবলদেব শ্রীকৃষ্ণের কিভাবে সেবা করিয়া থাকেন তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীবলদেব আবার স্বয়ংরূপে **গুরু, সখা, ভৃত্য,** এই তিনভাবে শ্রীকৃষ্ণের সহিত ক্রীড়া করেন—কভু গুরু, কভু সখা, কভু ভৃত্যলীলা। পূর্ব্বে যেন তিনভাবে ব্রজে কৈল খেলা॥ বৃষ হঞা কৃষ্ণসনে মাথামাথি রণ। কভু কৃষ্ণ করে তাঁর পাদসম্বাহন॥ আপনাকে ভৃত্যকরি' কৃষ্ণে 'প্রভু' জানে। কৃষ্ণের 'কলার কলা' আপনাকে মানে। চৈঃ চঃ (আদি ৫।১৩৫-৩৭)

[শ্রীবলরাম শ্রীকৃষ্ণের গুরু, সখা ও ভৃত্যরূপে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি সম্পাদন করেন]

উক্ত পয়ারে সখ্যভাবের প্রকাশ—ব্রজলীলায় কৃষ্ণ ও বলরাম কম্বলাদিদ্বারা নিজ নিজ দেহ আবৃত করিয়া হামাগুড়ি দিয়া চলিয়া বৃষ সাজিতেন, বৃষের ন্যায় শব্দ করিয়া মাথা নোঙাইয়া মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি করিতেন।

গুরুভাবের প্রকাশ কখনও শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবলদেবের পাদসংবাহন করিতেন।

ভৃত্যভাবের প্রকাশ—কখনও শ্রীবলদেব নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের ভৃত্য মনে করিতেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে প্রভুমনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণেরই পাদ সেবা করিতেন। নিজেকে কৃষ্ণের 'কলার কলা' অর্থাৎ অংশের অংশ মনে করিতেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ঐসকল ভাবব্যঞ্জক বহু শ্লোক রহিয়াছে।

শ্রীরামাবতারে বলদেবই অংশে লক্ষ্মণ—

[রামাবতারে শ্রীবলরামই লক্ষ্মণ]

রামাদি মূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্ নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

(ব্রহ্মসংহিতা)

উপরিউক্ত ব্রহ্মার উক্তিতে বলা হইল যে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় শক্তি নিয়ন্ত্রণের দ্বারা ('কলানিয়মেন'—কলা—শক্তি, নিয়ম—নিয়ন্ত্রণ) অর্থাৎ শক্তি বিকাশের তারতম্য বিধান করিয়া অনন্ত ভগবৎস্বরূপে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত। শ্রীকৃষ্ণে শক্তির পূর্ণতম বিকাশ, কিন্তু অন্যান্য ভগবৎ স্বরূপগণের মধ্যে উহার আংশিক বিকাশ। এজন্য রাম-নৃসিংহ-মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহাদি ভগবৎস্বরূপগণ স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন হইলেও তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ স্বরূপ। এজন্য রামাবতারে শ্রীরামচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের অংশ এবং লক্ষ্মণ শ্রীবলরামের অংশ। রামাবতারে শ্রীবলরাম লক্ষ্মণরূপে রামের কনিষ্ঠ হওয়ায় তাঁহার মনে রামচন্দ্রের প্রতি ঐশ্বর্য্যজনিত গৌরববুদ্ধি ছিল—মর্য্যাদা লঙ্ঘন অপরাধের ভয়ে তিনি দুঃখজনক কার্য্যে রামচন্দ্রকে প্রবৃত্ত হইতে দেখিলেও জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্রকে দুঃখজনক

কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে কিংবা সুখকর কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য উপদেশাদি দিতে পারিতেন না। শ্রীরামের দুঃখদর্শনে লক্ষ্মণ মর্ম্মাহত হইতেন কিন্তু স্বাতন্ত্র্য না থাকায় নীরবেই সহ্য করিতে হইত।

দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণাবতারে শ্রীবলদেব শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠভ্রাতা রূপে অবতীর্ণ হইয়া জ্যেষ্ঠ-অভিমান বশতঃ নিজের ইচ্ছামত সেবারদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান করিয়াছেন।

শ্রীবলরামে ক্রিয়াশক্তিই প্রাধান্য—শ্রীকৃষ্ণ লীলাময়, লীলাশক্তির সাহায্যে কেবল অন্তরঙ্গ লীলারস আস্বাদনেই নিমগ্ন। ক্রিয়াশক্তিমূলক অন্যান্য লীলাকার্য্য শ্রীবলরামস্বরূপেই তিনি নির্ব্বাহ করেন।

শ্রীবলরাম মূল ভক্তিতত্ত্ব—শ্রীকৃষ্ণের সেবকত্বের আবির্ভাবই শ্রীবলরাম। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন—"ভক্ত অভিমান মূল শ্রীবলরামে"। শ্রীকৃষ্ণের চিচ্ছক্তির পরিণাম-বিশেষই ভক্তি—যাহা সেবার প্রাণ। সুতরাং ভক্তি বা সেবার মূলই হইল চিচ্ছক্তি। এই চিচ্ছক্তি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপে অবস্থিত সুতরাং সেব্যতত্ত্ব ও সেবকতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণেরই মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের কৃপালাভ করিতে হইলে শ্রীবলরামের চরণাশ্রয় ব্যতীত উহা সম্ভব নহে।

শ্রীগৌরলীলায় শ্রীবলরামই শ্রীনিত্যানন্দ—

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন 'নিত্যানন্দ সাক্ষাৎ হলধর' (বলরাম) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ অংশ বলদেব, তিনিই নিত্যানন্দরূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অঙ্গ (অংশ) রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন—

[গৌরলীলায় শ্রীবলরামই নিত্যানন্দ]

শ্রীচৈতন্যের দুই অঙ্গ (অংশ) শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত। গৌর-অবতারে শ্রীনিত্যানন্দরূপে শ্রীবলরামকে 'পাষণ্ডদলনবানা' বলা হইয়াছে। যাহারা পাষণ্ড—অর্থাৎ বেদবিরুদ্ধ আচারবান্, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কীর্ত্তনাদির অলৌকিক প্রভাব দ্বারা তাহাদিগের পাষণ্ডত্ব দূরীভূত করিয়াছিলেন—তাহারা তাহাদের বেদবিরুদ্ধ আচার, নাস্তিক্যবাদ কিংবা অন্য কুমত পরিত্যাগ করিয়াছিল। সঙ্কর্ষণ, কারণার্ণবশায়ী পুরুষ, গর্ভোদশায়ী পুরুষ, ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ এবং অনন্তদেব (শেষ)—ইঁহারা শ্রীনিত্যানন্দেরই অংশ বা কলা এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। ত্রেতাবতারের লক্ষ্মণ শ্রীনিত্যানন্দের অংশ। শ্রীনিত্যানন্দ স্বয়ং-কৃষ্ণ গৌরভগবানের অঙ্গ—তাঁহার ভক্তস্বরূপ, শ্রীচৈতন্যের দাস-অভিমান—'কভু গুরু, কভু সখা, কভু ভৃত্যলীলা', তাঁহার বাৎসল্য, দাস্য ও সখ্যভাব—এই সমস্ত বিষয়ে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিয়াছেন।

ভক্ত ধ্রুব

[৬ষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিতাংশের পর]

বিমাতার দুর্বাক্যবাণে বিদ্ধ হৃদয় ধ্রুব উক্ত রূঢ় বাক্যসমূহ স্মরণ করিয়া মুক্তিপতি ভগবান্ শ্রীহরির নিকট তদীয়দাস্যরূপ মুক্তি প্রার্থনা করিতে না পারায় পিতৃভবনামুখে প্রত্যাবর্ত্তনকালে মনে মনে বিশেষ অনুতাপ করিতে ও নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন,—'অহো কি কষ্ট! সনক, সনন্দন, সনৎ কুমার আদি ঊর্দ্ধরেতা মুনিগণ বহু বহু জন্মের কঠোর তপস্যার দ্বারা যে পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন আমি মাত্র ছয়মাসে সেই পাদপদ্মছায়া প্রাপ্ত হইয়াও ভেদদর্শী হইয়া সেই পদ হইতে বিচ্যুত হইয়া পুনরায় সংসারে নিমগ্ন হইলাম? হায়! আমার কি দুর্দ্দৈব, কি মন্দভাগ্য, আমার মূঢ়তা সকলে দেখুন, আমি সংসার-বিনাশক শ্রীহরির পাদমূলে উপস্থিত হইয়াও নশ্বর রাজ্যসম্পদ প্রার্থনা

করিয়াছি? আমার মনে হইতেছে বোধহয় দেবতাগণ আমাপেক্ষা নীচুলোক প্রাপ্ত হইতেছিলেন বলিয়া অসহিষ্ণু হইয়া আমার বুদ্ধির বিপর্য্যয় সাধন করিয়াছে, নতুবা দেবর্ষি নারদের হিতকর উপদেশ আমি কেন অগ্রাহ্য করিলাম, আমার ন্যায় অসৎব্যক্তি আর নাই। নিদ্রিত ব্যক্তি যেমন ভেদদর্শন-নিবন্ধন স্বপ্নে ব্যাঘ্রাদি না থাকিলেও তাহা দেখিয়া বৃথা আতঙ্কগ্রস্ত হয় ও দুঃখ লাভ করে, তদ্রূপ আমিও দৈবমায়া বিমুগ্ধ হইয়া অদ্বয়জ্ঞান শ্রীভগবান্ ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তু কল্পনা করিয়া ভ্রাতাকে শত্রু মনে করিয়াছি এবং তজ্জন্য মনস্তাপে দগ্ধ হইতেছি। জগতের আত্মস্বরূপ সংসারভয়ত্রাতা শ্রীহরিকে তপস্যাদ্বারা প্রসন্ন করা দুঃসাধ্য। কিন্তু হায়! আমি তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়াও তাঁহার নিকট পুনরায় সেই অসৎ সাংসারই প্রার্থনা করিয়াছি। যে ব্যক্তির পরমায়ু শেষ হইয়াছে তাহার চিকিৎসা যেমন নিষ্ফল, তদ্রূপ আমার প্রার্থিত বস্তুও নিরর্থক হইল। মহারাজচক্রবর্ত্তী পৃথিবীপতির নিকট দরিদ্র ব্যক্তি যেরূপ সামান্য তুষযুক্ত তণ্ডুলকণা প্রার্থনা করে, তদ্রূপ আমি এমন দুষ্কৃতিশালী যে শ্রীহরির নিকট অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর ক্ষুদ্র বস্তু প্রার্থনা করিলাম। শ্রীহরি আমাকে তাঁহার পাদপদ্মসেবা প্রদানে অভিলাষী ছিলেন, কিন্তু আমি মূঢ়তাবশতঃ তাঁহার নিকট অভিমান প্রার্থনা করিয়াছি, হায়, আমাকে শত ধিক্।'

এদিকে পুত্র ধ্রুব গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছেন, এই সংবাদ রাজা উত্তানপাদের নিকট আসিয়া পৌঁছিলে তিনি প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। মৃত ব্যক্তি ফিরিয়া আসিতেছে ইহা শুনিলে কি কেহ বিশ্বাস করিতে পারে? তদ্রূপ রাজা মনে করিলেন, 'ধ্রুব পুনঃ ফিরিয়া আসিবে ইহা কি করিয়া বিশ্বাস করা যায়। আমি এমন কি ভাগ্য করিয়াছি যে তাহাকে ফিরিয়া পাইব। আমি অত্যন্ত অভদ্র। আমার মঙ্গলের সম্ভাবনা কোথায়?' এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে দেবর্ষি নারদের কথা রাজার স্মৃতিপটে উদিত হইল—'দেবর্ষি নারদ ত' বলিয়া গিয়াছিলেন যে আমার পুত্র শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিবে। তাহা হইলে এই সংবাদ সত্যও হইতে পারে।' পুত্র দর্শন সম্ভাবনায় রাজা আনন্দাতিশয্যে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন এবং পুত্রের প্রতি নিজের পূর্ব্বকৃত ব্যবহারের কথা স্মরণ করিয়া পুনঃ পুনঃ নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। অতঃপর অতিশয় প্রসন্ন চিত্তে উক্ত শুভসংবাদের জন্য রাজা বার্ত্তাবাহক দূতকে মহামূল্য হার পুরস্কার দিলেন।

মহারাজ উত্তানপাদ পুত্র দর্শনের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পরায় গৃহে স্থির থাকিতে পারিলেন না, অবিলম্বে উত্তম বেগবান্ সুন্দর অশ্বযুক্ত স্বর্ণমণ্ডিত রথ সজ্জিত করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। নৃপতি রথে আরোহণ করিয়া পুর হইতে দ্রুতগতি বহির্গত হইলে ব্রাহ্মণ, কুলবৃদ্ধগণ, অমাত্যবর্গ ও বন্ধুগণ সকলে শঙ্খ, দুন্দুভি, বেণু নিনাদ ও উচ্চ বেদ-ধ্বনি করিতে করিতে রাজার সঙ্গে চলিলেন। রাজা দ্রুতগতিতে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে উপবনের সন্নিকটে ধ্রুবকে দেখিতে পাইলেন। পুত্রদর্শনোৎকণ্ঠায় কাতর রাজা সুদীর্ঘ-কাল পরে পুত্রের দর্শন লাভ করিয়া স্নেহাতিশয্যবশতঃ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং রথ হইতে অবতরণ করতঃ বেগে ধাবিত হইয়া দুই বাহুদ্বারা পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন। ধ্রুবের তখন কোন রাগদ্বেষ ছিল না, শ্রীনারায়ণের পাদপদ্ম স্পর্শে তাঁহার যাবতীয় বন্ধন নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। উত্তানপাদ পুত্রকে প্রাপ্ত হইয়া তাহার মস্তক বারংবার আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন এবং আনন্দাশ্রুদ্বারা তাহার সর্ব্বাঙ্গ অভিষিক্ত করিয়া ফেলিলেন। সজ্জনশ্রেষ্ঠ ধ্রুবও প্রথমে পিতার চরণযুগল বন্দনা করিলেন। পিতা স্নেহভরে আশীর্ব্বাদ করতঃ কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বৎস ধ্রুব তুমি কুশলে আছ ত?' তৎপর ধ্রুব সুনীতি ও সুরুচি মাতৃদ্বয়কে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। সুরুচি নিজ চরণতলে প্রণত বালককে প্রীতিপূর্ব্বক উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং বাষ্প গদগদস্বরে অর্দ্ধস্ফুরিত বাক্যে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন,—'বাছা চিরজীবী হও।'

শ্রীহরি যাঁহার মৈত্রী প্রীতি সন্তোষ দয়াদি গুণে প্রসন্ন হন নিখিল জীবও নিম্নগামী সলিলধারার গতির ন্যায় তাঁহার নিকট অবনত ও তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকে।

অতঃপর ধ্রুব ও উত্তম পরস্পর মিলিত হইলে উভয়ে গাঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ হইলেন, উভয়ের শরীর পুলকভরে কণ্টকিত

হইল এবং উভয়ে মুহুর্মুহুঃ আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ধ্রুবের জননী সুনীতি প্রাণাপেক্ষা প্রিয় হারানিধি পুত্রকে পাইয়া কোলে তুলিয়া লইলেন. পুত্রের সুকোমল অঙ্গ স্পর্শসুখে দীর্ঘ দিনের সঞ্চিত বিরহবেদনা বিস্মৃত হইলেন, দুই নেত্র বহিয়া দরদর ধারায় স্নেহাশ্রু বর্ষিত হইতে লাগিল এবং অশ্রুদ্বারা অভিষিক্ত স্তনযুগল হইতে অবিরাম ধারায় দুগ্ধ ক্ষরিত হইতে লাগিল।

পুরবাসিগণ জননী ও পুত্রের অপূর্ব্ব মিলন সুখ দর্শন করিয়া পুলকিত হইলেন এবং রাজমহিষী সুনীতি দেবীকে কহিতে লাগিলেন—'হে রজ্ঞি! আপনার পুত্রের অলৌকিক মহিমা দেখুন। তাহার আগমনে আমাদের বহু দিনের সঞ্চিত সকল সন্তাপ বিলীন হইয়াছে। বহু বহু জন্মের সুকৃতিফলে আজ আপনি এই পুত্ররত্নকে ফিরিয়া পাইয়াছেন। আমাদের মনে হইতেছে আপনার এই পুত্র পৃথিবী পালন করিবেন। যোগিগণ যে শ্রীহরির পাদপদ্ম ধ্যান করিয়া সুদুর্জ্জয় মৃত্যুকেও জয় করিয়া থাকেন আপনি নিশ্চয়ই সেই ভক্তার্ত্তিহর শ্রীভগবানের অভয় শ্রীপাদপদ্ম আরাধনা করিয়া থাকিবেন। শ্রীভগবান্ শরণাগত ভক্তের সকল সন্তাপ হরণ করিয়া থাকেন।'

অনন্তর রাজা উত্তানপাদ ধ্রুবকে ভ্রাতা উত্তমের সহিত হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া সানন্দচিত্তে পুরাভিমুখে যাত্রা করিলে উপস্থিত সকলেই স্তুতি গান করিতে করিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন।

এদিকে উত্তানপাদতনয় ধ্রুবের আগমন সংবাদে পুরবাসিগণ আনন্দোল্লাসে প্রমত্ত হইয়া বিবিধ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে ব্যস্ত হইয়া পরিলেন। প্রত্যেক প্রাসাদের দ্বারদেশে তাঁহারা সুন্দর তোরণ নির্ম্মাণ করিলেন। ফলমঞ্জরীসহিত কদলীবৃক্ষ আম্রপল্লব, বস্ত্র. মাল্য, মুক্তাদাম, সারিসারি জলপূর্ণ কলস ও তৎসম্মুখে দীপাবলী প্রভৃতি সুসজ্জিত করিয়া রাখিলেন। চারিপার্শ্বের প্রাচীর, ফটক ও পুরদ্বারসমূহ স্বর্ণময় বস্ত্রাদির দ্বারা অতিশয় মনোরমভাবে বিভূষিত করিলেন। চত্বর, রাজপথ, উচ্চ অট্টালিকার উপরিভাগে নির্ম্মিত ভ্রমণস্থান এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পথসমূহ সমস্তই চন্দনজলের দ্বারা সিক্ত করিলেন এবং খই, যব, পুষ্প, ফল, তণ্ডুল, মিষ্টান্ন এবং বস্ত্র ভূষণাদি পূজোপহার দ্বারা সজ্জিত করিয়া রাখিলেন। ধ্রুব সেই সেই পথে গমন করিয়া পুরবাসিগণকে আনন্দ প্রদান করিলেন। পুরললনাগণ বাৎসল্যভরে তাঁহার মস্তকে শ্বেতসরিষা, যব, দধি, জল, দুর্ব্বা, পুষ্প ও ফলসকল উপহার প্রদনে করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। ধ্রুব তাঁহাদের মনোহর গীতি শ্রবণ করিতে করিতে মহামণিখচিত অতি উত্তম পিতৃভবনে প্রবেশ করিলেন।

অতঃপর ধ্রুব পিতা উত্তানপাদ কর্ত্তৃক লালিত ও পালিত হইয়া দেবতাদিগের ন্যায় সুখ ভোগ করিতে লাগিলেন। অতি শুভ্র হস্তিদন্ত নির্ম্মিত দুগ্ধ ফেননিভ শয্যা, সুবর্ণ রত্নবিমণ্ডিত পরিচ্ছদসমূহ, মহামূল্য আসন ও কাঞ্চন পাত্রাদির দ্বারা পিতৃভবন সুশোভিত ছিল। ইন্দ্রনীলমণিখচিত স্ফটিকময় প্রাচীর গাত্রে দিব্য নারীমূর্ত্তিসমূহ খোদিত ছিল এবং তাঁহাদের হস্তে মণিময় প্রদীপসমূহ দীপ্তি পাইতেছিল। প্রাসাদের সন্নিকটে মনোরম উদ্যানসমূহে দেববৃক্ষসমূহ বিরাজিত ছিল এবং তাহাতে বিহঙ্গগণ সুমধুর স্বরে কুজনধ্বনি ও মধুপানোন্মত্ত মক্ষিকাগণ গুন্ গুন্ স্বরে গান করিতেছিল। উদ্যানমধ্যে পুষ্করিণীর তটে বৈদূর্য্যমণি খচিত সোপানাবলী শোভা পাইতেছিল, জলমধ্যে পদ্ম, কুমুদরাজি প্রস্ফুটিত ছিল, তাহাতে হংস সারসাদি জলচর পক্ষিকুল বিহার করিয়া সরোবরের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিল। রাজর্ষি উত্তানপাদ নিজ পুত্রের অত্যাশ্চর্য্য প্রভাব দর্শন ও শ্রবণ করিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইলেন।

অনন্তর ধ্রুব রাজ্যনির্ব্বাহযোগ্য যৌবন প্রাপ্ত হইলে অমাত্যগণের সম্মতি লইয়া রাজা তাহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। প্রজাবর্গ ধ্রুবের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত আছেন দেখিয়া রাজা পরম সন্তোষ লাভ করিলেন। অতঃপর বার্দ্ধক্য আসিয়া উপস্থিত হইলে রাজা আত্মতত্ত্ব বিচার পুর্ব্বক বিষয় বিরক্তচিত্তে স্ত্রী পুত্রাদি রাজ্যসম্পদ পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যায় গমন করিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী মহোৎসব

বিভিন্ন মঠে অনুষ্ঠান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা ঃ—ঃ—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের সেবানিয়ামকত্বে কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে (৩৭এ, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬) শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বিগত ৬ হৃষীকেশ, ১৫ ভাদ্র, ১ সেপ্টেম্বর শুক্রবার হইতে ১০ হৃষীকেশ, ১৯ ভাদ্র, ৫ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ রাত্রি ৭-৩০ ঘটিকায় পাঁচটী বিরাট ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। কলিকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন মেয়র শ্রীবিজয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব প্রধান অধ্যাপক ডাঃ শ্রীসতীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতি শ্রীহিমাংশু কুমার বসু, শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ, কলিকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠানের মেয়র শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মজুমদার যথাক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং কাউন্সিলার ডাঃ শ্রীবীরেন্দ্র চন্দ্র বসু, শ্রীঈশ্বরীপ্রসাদ গোয়েঙ্কা, শ্রীজয়ন্তকুমার মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এল্ ও অধ্যাপক শ্রীনারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী যথাক্রমে প্রথম দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম অধিবেশনে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্ত্যালোক পরমহংস মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, ডাঃ এস্, এন্ ঘোষ, এম্-এ ও শ্রীমঠের সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণবল্লভ ব্রহ্মচারী বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন। 'জীবের নিশ্চিত শ্রেয়ঃ কি,' 'শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব,' 'শ্রীনন্দোৎসব', গার্হস্থ্যধর্ম্ম' 'ভাগবতধর্ম্ম' প্রভৃতি বক্তব্য বিষয়সমূহ যথাক্রমে আলোচিত হয়।

প্রথম দিন সভাপতির অভিভাষণে শ্রীবিজয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,—'বর্ত্তমানযুগে যে সময় ন্যায়পরায়ণতা, সততা, ধর্ম্মবিশ্বাস আদি পদদলিত হইতে চলিয়াছে, সেই সময় 'জীবের নিশ্চিত শ্রেয়ঃ কি' আলোচনা করার এবং চিন্তা করার আবশ্যকতা আছে বলিয়া আমি মনে করি। সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীভগবানে সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতা ও বিশ্বাস ব্যতীত বাস্তব মঙ্গললাভ হইতে পারে না, ইহা আমি বিশ্বাস করি। শ্রীভগবৎ-প্রেমই একমাত্র নিশ্চিত শ্রেয়ঃ পথ। ঈশ্বরকে বাদ দিয়া যে চেষ্টাই করা হউক না কেন উহা কখনই সুফলপ্রসূ হইতে পারে না।'

প্রধান অতিথি ডাঃ বসু তাঁহার ভাষণে জীবের শ্রেয়ঃ লাভের উপায় সম্বন্ধে স্বামিজীগণের শ্রীমুখ হইতে অতিশয় সারগর্ভ ভাষণ শ্রবণ করিয়া পরম সন্তোষ প্রকাশ করতঃ শ্রীমঠের প্রচারকার্য্যের ভুয়সী প্রশংসা করেন এবং সমাগত শ্রোতৃবৃন্দকে শ্রীমঠের বিবিধ সেবাকার্য্যে সর্ব্বতোভাবে সহযোগিতা করিবার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান।

দ্বিতীয় দিন ডাঃ চ্যাটার্জি সভাপতির অভিভাষণে তাঁহার স্বভাবসুলভ প্রাঞ্জল ভাষায় শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের গূঢ় তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়া দেন। প্রধান অতিথি শ্রীঈশ্বরীপ্রসাদ গোয়েঙ্কা শ্রীমদ্ভাগবত হইতে বহু প্রমাণ উল্লেখ করিয়া অবরোহপন্থা বা সম্পূর্ণ শরণাপত্তি ব্যতীত 'শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব' যে কখনও উপলব্ধির বিষয় হয় না, ইহা সরল ও সুন্দরভাবে বিবৃত করিয়া ভক্তগণের আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

তৃতীয় দিন সভাপতির অভিভাষণে মাননীয় প্রধান বিচারপতি শ্রীহিমাংশু কুমার বসু সুমধুর হৃদয়স্পর্শী ভাষায় বলেন,—

"অদ্যকার সভার আলোচ্য বিষয় ''শ্রীনন্দোৎসব''। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথিকে স্মরণীয় করিবার জন্য এই উৎসব। নন্দ মহারাজ ও মাতা যশোদা তাঁহাদের গৃহে

নবজাত শিশুকে দেখিয়া কিরূপ আনন্দে আত্মহারা হইয়াছিলেন ও ব্রজাঙ্গনাগণ ও ব্রজপুরবাসিগণ সেই "অধরং মধুরং বদনং মধুরং নয়নং মধুরং হসিতং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং" নন্দদুলালকে দেখিয়া কিরূপ হর্ষোৎফুল্ল ও ভাবাবেগাচ্ছন্ন হইয়াছিলেন তাহা এই নন্দোৎসবের মধ্যে প্রকটিত হয়। গোপ গোপীগণের হৃদয়ে এই আনন্দের আতিশয্য, গৃহে গৃহে দীপসজ্জা, শঙ্খ দুন্দুভির নিনাদ, নানারূপ এবং ইহারই প্রকাশ তাঁদের প্রতিটি কার্য্যকলাপের মধ্যে পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। প্রত্যেক গোপ গোপীগণ উপলব্ধি করিলেন যে, "আজ এ ধরণী ধন্য, তরুলতা ধন্য, তৃণগুল্ম ধন্য, পশুপক্ষী ধন্য।" আনন্দময়ের প্রকাশে তাঁহার সাহচর্য্যে সকলেই আনন্দিত, পুলকিত, কৃতার্থ। যে অষ্টমীর অর্দ্ধরাত্রে এই চন্দ্রোদয় হইয়াছিল সেই ঘটনাটি চিরন্তন করিবার জন্য, দুঃখভারাক্লিষ্ট মানবহৃদয়কে বেদনামুক্ত

মধ্যে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ, তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে সভাপতি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীহিমাংশু কুমার বসু ও বামপার্শ্বে প্রধান অতিথি শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায়।

মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে তৎপরতা ব্রজবাসিগণের কৃষ্ণপ্রেমের গভীরতা ও আন্তরিকতার পরিচায়ক। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবে তাঁহাদের হৃদয়ে স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রেরণার সঞ্চার হইয়াছিল, তাঁহারা যে যুগাবতারের স্পর্শ অনুভব করিয়াছিলেন তাহারই নিদর্শন এই উৎসব ও উচ্ছ্বাস। এই ধরায় যে দেবতার আবির্ভাব ঘটিয়াছে এবং "পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্" ও ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য যে এই শিশু আপনাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এই ভাব ভক্তব্রজবাসিগণের মনে উদয় হইল করিবার জন্য,-- মানব হৃদয়কে ভক্তিরসাপ্লুত করিবার জন্য এই শুভ জন্মতিথি উৎসব। কিন্তু উৎসব আর এখন কেবল ব্রজধামেই অনুষ্ঠিত হয় না। দেশ বিদেশে, সহরে সহরে, গ্রামে গ্রামে, এই উৎসব পালিত হয়। এই দুঃসহ বেদনাভরা পৃথিবীতে আনন্দ ও উদ্দীপনা সঞ্চারিত হয়। তাই একজন কবি বলিয়াছেন—

"শুধু কি হে মাত্র একবার জন্মেছিলে
মুছাইতে দুঃখ দগ্ধ বসুধার ভার?

আমি দেখি জন্মলীলা অভিনীত যুগে যুগান্তরে
অভিনীত অহরহঃ মানবের অন্তরে অন্তরে
অশ্রু বাষ্প মেঘে তুমি দাও দেখা ইন্দ্রধনু সম
বেদনা মৃণালবৃন্তে তুমি নীলপদ্ম মনোরম"।

ব্রজের গোপীগণের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কি অসীম ভক্তি ও একনিষ্ঠ প্রেমের সঞ্চার হইয়াছিল তাহা আমরা শ্রীকৃষ্ণের সখা ও পরম ভক্ত উদ্ধবের গোপীকাগণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন ও বন্দনা গীতি হইতে উপলব্ধি করিতে পারি—

"বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুং অভীক্ষ্ণশঃ।
যাসাং হরিকথোদ্গীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥"

প্রকৃত কৃষ্ণপ্রেম কি তাহা ভগবান নিজমুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন,—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"।

আমি আর বেশী কিছু বলিতে চাইনা। অনেক জ্ঞানী ও বরেণ্য ব্যক্তি এই সভায় উপস্থিত আছেন। তাঁহাদের ভাষণে আপনারা কৃষ্ণতত্ত্বের নূতন আলোক সম্পাত দেখিতে পাইবেন, যাহা আমার মত সাধারণ ব্যক্তিদ্বারা সম্ভব নয়। আপনাদিগকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও নমস্কার জানাইয়া আসন গ্রহণ করিতেছি।"

প্রধান অতিথি শ্রীমুখার্জ্জি তাঁহার অভিভাষণে শ্রীজন্মাষ্টমী আদি উপলক্ষে মহোৎসব ও ধর্ম্মসভাদির আয়োজন করিয়া জনসাধারণকে ধর্ম্মবিষয়ে অনুপ্রাণিত করিবার জন্য শ্রীমঠের হার্দ্দী বিপুল প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করতঃ শ্রীমঠের ধর্ম্ম-প্রচারকার্য্যের প্রশংসা করেন।

চতুর্থ দিন সভাপতির অভিভাষণে শ্রীমৎ গোস্বামী মহারাজ বলেন,—'গৃহস্থ দুই প্রকার পরমহংস ও বদ্ধ। বদ্ধের জন্য ক্রমমার্গে মঙ্গললাভের ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। শুদ্ধস্বরূপে জীব বর্ণী বা আশ্রমী নহে, শ্রীকৃষ্ণের দাসানুদাস। নিঃশ্রেয়ার্থী প্রত্যেক বর্ণী বা আশ্রমীর কর্ত্তব্য সাধুসঙ্গ, শ্রীভগবৎ কথা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও ষড়্‌বিধ শরণাপত্ত্যাদিভক্ত্যঙ্গ অনুশীলনের দ্বারা শ্রীহরিসেবা করা। সন্ন্যাসী, বনচারী ও ব্রহ্মচারিগণের সেবার সুযোগ থাকায় গৃহস্থগণের এক বিচারে শ্রেষ্ঠতা আছে। কিন্তু আদর্শ গৃহস্থ হওয়া কর্ত্তব্য, গৃহমেধী হওয়া উচিত নয়'।

পঞ্চম দিবস সভাপতির অভিভাষণে মেয়র শ্রী মজুমদার বলেন,—'আধুনিক জড়বিজ্ঞানে উন্নত পাশ্চাত্য জাতি-সমূহের মধ্যে পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার ও রেষারেষির দ্বারা যে গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, ভারতীয় ধর্ম্মাচার্য্যগণ বহু পূর্ব্বেই উহা অনুমান করিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহারা জড় সমৃদ্ধির পথ বহুমানন না করিয়া শ্রীভাগবতধর্ম্ম বা প্রেমধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছিলেন। শ্রীভগবচ্চরণে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে আত্মোৎসর্গ করিতে পারিলেই সকল সমস্যার সমাধান হইবে। আণবিক বোমাদি ভীষণ মারণাস্ত্রের ভয় হইতে নিস্তারের একমাত্র উপায় শ্রীভগবানে প্রপত্তি।

প্রধান অতিথি শ্রীনারায়ণচন্দ্র গোস্বামী বলেন—'ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে যে প্রীতি সম্বন্ধ উহাই ভাগবতধর্ম্ম। শ্রীভগবান্ পূর্ণানন্দস্বরূপ। 'সত্যং পরং আনন্দং ব্রহ্ম' বাস্তব সুখ সংসারে নাই, সংসারে সুখের ছায়া আছে। সংসারের দিক হইতে শ্রীভগবানে উন্মুখ হইতে হইবে, তবেই শ্রীভাগবতধর্ম্ম প্রকাশিত হইবে।'

বক্তৃতার আদি ও অন্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমৎ হৃষীকেশ মহারাজ ও শ্রীউপনন্দ ব্রহ্মচারীর সুমধুর ভজনকীর্ত্তন শ্রোতৃ-বৃন্দের সেবোন্মুখ কর্ণের তৃপ্তিদায়ক হয়।

১৫ ভাদ্র, ১ সেপ্টেম্বর শুক্রবার শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব অধিবাস বাসরে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে বিরাট নগর সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া লাইব্রেরী রোড, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, হাজরা রোড, শরৎবোস রোড, মনোহরপুকুর রোড, রাসবিহারী এভিনিউ, যতীনদাস রোড, লেক রোড, পরাশর রোড, রাজা বসন্ত রায় রোড, সতীশ মুখার্জি রোড প্রভৃতি দক্ষিণ কলিকাতার প্রধান প্রধান রাজপথ পরিভ্রমণান্তে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। নগর সঙ্কীর্ত্তনে শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী প্রভুর উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্ত্তন ও শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী প্রভুর উচ্চ কীর্ত্তন ভক্তবৃন্দের হৃদয়োল্লাসকর হয়। বেলুড়স্থিত শ্রীলালবাবার আশ্রমবাসী সঙ্কীর্ত্তন পার্টির সুমধুর কীর্ত্তনও বিশেষ চিত্তাকর্ষক হয়।

১৬ ভাদ্র, ২ সেপ্টেম্বর শনিবার শ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী তিথি দিবারাত্রব্যাপী উপবাস ও সঙ্কীর্ত্তন সহযোগে পালিত হয়।

সমস্ত দিবসব্যাপী শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ পারায়ণ, রাত্রি ১১টায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ কর্তৃক শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণজন্মলীলা প্রসঙ্গ পাঠ, তৎপর মহাভিষেক, ভোগরাগ, আরাত্রিকাদি অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীকৃষ্ণাভিষেক ও আরাত্রিকাদি দর্শনের জন্য সন্ধ্যা হইতে গভীররাত্রি পর্য্যন্ত কলিকাতা সহরবাসী বহু বিশিষ্ট সজ্জন ব্যক্তির বমাগম হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন ২৪ পরগণা, নদীয়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভক্তবৃন্দ উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

তৎপরদিবস শ্রীনন্দোৎসব বাসরে সমাগত সহস্র সহস্র নরনারীকে দ্বিপ্রহর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী মহোৎসব অনুষ্ঠানে যাঁহারা প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যের দ্বারা যে কোন ভাবে আনুকূল্য করিয়াছেন তাঁহাদের সকলের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। উৎসব সাফল্য-মণ্ডিত করার জন্য শ্রীপাদ উদ্ধারণ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী. শ্রীমদনমোহন দাস ব্রহ্মচারী. শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরহরি ব্রহ্মচারী. শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীনৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারী. শ্রীসুবলসখা দাসাধিকারী, শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর দাসাধিকারী প্রভৃতি মঠসেবকগণের সেবাচেষ্টা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

৫ ভাদ্র, ২২ আগষ্ট হইতে ৯ ভাদ্র, ২৬ আগষ্ট পর্য্যন্ত শ্রীরাধাগোবিন্দের অপূর্ব্ব হিন্দোলসেবা সন্দর্শনের জন্য শ্রীমঠে প্রত্যহ অগণিত নরনারীর সমাগম হয়। এতদুপলক্ষে পাঁচটী মহতী সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্ত্যা-লোক পরমহংস মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ মহারাজ, ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ, এম্-এ, শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী শ্রীকৃষ্ণবল্লভ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি বক্তৃমহোদয়গণ বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী ঃ — শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উপলক্ষে গৌহাটী (আসাম) শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে ১৫ ভাদ্র, ১ সেপ্টেম্বর শুক্রবার হইতে ১৭ ভাদ্র, ৩ সেপ্টেম্বর রবিবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ রাত্রি ৭-৩০ ঘটিকায় তিনটী বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশনে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীতীর্থনাথ শর্ম্মা, শ্রীবিপিন চন্দ্র গোস্বামী, কাব্য-ব্যাকরণ-বেদতীর্থ এবং শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর শ্রীদিবাকর গোস্বামী যথাক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং গৌহাটী পৌর-প্রতিষ্ঠানের পৌর প্রধান শ্রীদেবেন্দ্র নাথ শর্ম্মা ধর্ম্মসভার প্রথম অধিবেশনে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। বি বরুয়া কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক শ্রীব্রজেন্দ্র নাথ আচার্য্য, কটন কলেজের অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীকালীপদ বসু, শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি বিদ্যা-বিনোদ, শ্রীললিতাচরণ ব্রহ্মচারী বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন।

সভাপতি মহোদয়গণ, প্রধান অতিথি মহোদয় ও বিশিষ্ট বক্তৃমহোদয়গণের অভিভাষণে শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন।

১৬ ভাদ্র শনিবার শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী ব্রতোপবাস সমস্ত দিবসব্যাপী শ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণ ও সঙ্কীর্ত্তন সহযোগে পালিত হয়। রাত্রি ১২ টায় শ্রীমঠে শ্রীকৃষ্ণের মহাভিষেক বিশেষ পূজা. আরতি ভোগরাগাদি দর্শনের জন্য শত শত নরনারীর ভীড় হয়। শ্রীকৃষ্ণ-জন্মলীলা প্রদর্শনী অতীব মনোরম ও চিত্তাকর্ষক হয়।

১৭ ভাদ্র রবিবার শ্রীনন্দোৎসবে প্রায় পাঁচ সহস্র নরনারী মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। ডেপুটী কমিশনার শ্রীগণেশ চন্দ্র ফুকন, শ্রীহরেশ্বর গোস্বামী প্রভৃতি স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এবং বিভিন্ন জেলা হইতে বহু গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ উৎসবকালে শ্রীমঠে শুভাগমন করেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষাও এই বারের উৎসব অধিকতর সমারোহ ও সাফল্যের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া স্থানীয় সজ্জনগণ অভিমত প্রকাশ করেন।

৫ ভাদ্র, ২২ আগষ্ট মঙ্গলবার হইতে ৯ ভাদ্র, ২৬ আগষ্ট শনিবার পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা দর্শনের জন্য শ্রীমঠে প্রত্যহ সহস্র সহস্র নরনারীর সমাগম হয়। শ্রীরাধা-গোবিন্দের অপূর্ব্ব শৃঙ্গার-সজ্জা এবং বৈদ্যুতিক আলোর সাহায্যে প্রদর্শিত ব্রজভাবোদ্দীপক গোবর্দ্ধন, রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ডাদি মনোরম দৃশ্যাবলী দর্শকগণকে প্রচুর আনন্দ প্রদান করে।

মহোৎসব সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য শ্রীললিতাচরণ ব্রহ্মচারী, শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি বিদ্যাবিনোদ, শ্রীঅচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীবিষ্ণু দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীঘনশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরগোবিন্দ দাসাধিকারী প্রভৃতির সেবাচেষ্টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আলোক সজ্জায় শ্রীধীরেন্দ্র নাথ দাস ও মহোৎসবে পরিবেশনকার্য্যে গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ ও স্থানীয় বাজারের যুবক স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দের সেবাচেষ্টা প্রশংসনীয়।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, হায়দরাবাদ ঃ–

শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উপলক্ষে অন্ধ্রপ্রদেশের রাজধানী হায়দরাবাদস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে ১৬ ভাদ্র, ২ সেপ্টেম্বর শনিবার ও ১৭ ভাদ্র ৩ সেপ্টেম্বর রবিবার প্রত্যহ রাত্রি ৭-৩০ ঘটিকায় দুইটী বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। গবর্ণমেণ্ট লোকেল এড্মিনিষ্ট্রেশন ও পাব্লিক হেল্থের সেক্রেটারী শ্রীএল্ এন্ গুপ্ত, আই, এ, এস্ এবং অন্ধ্রপ্রদেশ লেজিস্লেটিভ্ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান শ্রীমাডপট্টী হনুমন্ত-রাও পদ্মভূষণ যথাক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীজয়করণদাসজী, শ্রীআনন্দীলালজী শাস্ত্রী, শ্রীরাধেশ্যামজী ব্যাস, শ্রীমঠের সহ সম্পাদক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, বি-এস্-সি, ভক্তিশাস্ত্রী বক্তৃতা করেন। শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ শর্ম্মা ও শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী সুমধুর ভজনকীর্ত্তনের দ্বারা শ্রোতৃ-বৃন্দের চিত্ত বিনোদন করেন। স্থানীয় তেলেগু ও মাড়োয়ারী বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। প্রত্যহ সমাগত শ্রোতৃবৃন্দকে সভান্তে মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়।

মিঃ গুপ্ত প্রথম দিন সভাপতির অভিভাষণে বলেন,— 'সমগ্র হিন্দুস্থানে আজ শ্রীকৃষ্ণগুণমহিমা কীর্ত্তিত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র এতই মধুর যে, যেদিক দিয়া যেরূপভাবেই গ্রহণ করা হউক না কেন তাহা পদে পদে অমৃতাস্বাদীই হইয়া থাকে। শ্রীরামলীলার মধ্যে অপূর্ণতা থাকিতে পারে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণলীলার মধ্যে কোন অপূর্ণতাই নাই।'

দ্বিতীয় দিন মিঃ হনুমন্তরাও তাঁহার অভিভাষণে মঠের ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

উৎসব সাফল্যমণ্ডিত করিতে শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, বি-এস্-সি, শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীজগবন্ধু ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীরামনিবাস শর্ম্মা, শ্রীব্যাঙ্কট রাও, শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি প্রভৃতির সেবাচেষ্টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর ঃ—

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা উপলক্ষে ৫ ভাদ্র মঙ্গলবার হইতে ৯ ভাদ্র শনিবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ শ্রীমঠে নরনারী নির্ব্বিশেষে বিপুলসংখ্যক দর্শনার্থীর সমাগম হয়।

শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উপলক্ষে ১৫ ভাদ্র, ১ সেপ্টেম্বর শুক্রবার হইতে ১৭ ভাদ্র, ৩ সেপ্টেম্বর রবিবার পর্য্যন্ত তিনটী বিশেষ সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় বক্তৃতা ও কীর্ত্তন হয়। বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে প্রদর্শিত শ্রীকৃষ্ণ-জন্মলীলার মনোরম দৃশ্যাবলী দর্শন করিয়া সমাগত সকলেই চমৎকৃত হন। ১৭ ভাদ্র শ্রীনন্দোৎসবে সহস্রাধিক নরনারী মহাপ্রসাদ সম্মান করেন।

উৎসব সাফল্যমণ্ডিত করিতে শ্রীপাদ মাধবানন্দ ব্রজবাসী ও শ্রীনারায়ণ দাস ব্রহ্মচারীর অক্লান্ত পরিশ্রম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মঠবাসী অন্যান্য ব্রহ্মচারিগণের সেবাচেষ্টাও প্রশংসনীয়।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, সরভোগ ঃ—

মঠরক্ষক শ্রীশিবানন্দ বনচারীর প্রচেষ্টায় শ্রীমঠে শ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা ও শ্রীজন্মাষ্টমী মহোৎসব সুসম্পন্ন হয়। নিকটবর্ত্তী বিভিন্ন গ্রাম হইতে বহু ভক্ত দর্শনার্থী শ্রীমঠে শুভাগমন করেন ও উৎসবে যোগদান করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

আর্য্যাবর্ত্ত পরিক্রমার বিরাট্ আয়োজন

সাধুসঙ্গে সঙ্কীর্ত্তনমুখে উত্তর, পশ্চিম, মধ্য ও পূর্ব্ব ভারতের প্রধান প্রধান তীর্থস্থানসমূহ দর্শন

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ **পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের** সেবা-নিয়ামকত্বে আগামী শ্রীঊর্জ্জব্রত (কার্ত্তিকমাসে শ্রীদামোদর ব্রত বা নিয়মসেবা) কালে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন-কারী ভক্তগণের সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর পদাঙ্কপূত তীর্থস্থানসমূহ ও অন্যান্য বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থানসমূহ দর্শন ও তাঁহাদের মাহাত্ম্যাদি শ্রবণ করা হইবে।

"গৌর আমার যে সব স্থানে করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে সব স্থান হেরব আমি প্রণয়ী ভকতসঙ্গে ॥"

দেহ গেহ কলত্র পুত্র বিত্তাদিকে কেন্দ্র করিয়া যত্ন করিলে বা পরিক্রমা করিলে যেমন তত্তদ্বিষয়ে বা বস্তুতেই আবেশ বা আসক্তি বর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ শ্রীভগবান্, শ্রীভগবদ্ভক্ত বা শ্রীভগবদ্ধামকে কেন্দ্র করিয়া তদুদ্দেশ্যে যত্ন করিলে বা পরিক্রমা করিলে তত্তৎ বৈকুণ্ঠবস্তুতেই আবেশ বা আসক্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে এবং আনুষঙ্গিকভাবে তদিতর বিষয়ে বিরক্তি হয় বা মুক্তিলাভ হয় এবং শুদ্ধপ্রেমার অধিকারী হওয়া যায়। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণভক্তিপিপাসু সজ্জন-দিগকে আমরা সাদর আহ্বান জানাইতেছি যে, তাঁহারা যেন গৃহকর্ম্মাদি হইতে অন্ততঃ নিয়মসেবাকালের জন্য অবসর লইয়া একান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলনের উদ্দেশ্যে শুদ্ধ সাধু-ভক্তবৃন্দের আনুগত্যে ও সঙ্গে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণাদি নববিধা ভক্তির অনুশীলন করিয়া নিজ নিজ পারমার্থিক উন্নতি বিধানের এই বিশেষ সুযোগ গ্রহণ করেন।

শুভযাত্রা ঃ—পূর্ব্ব বিজ্ঞাপিত যাত্রার তারিখ পরিবর্ত্তিত হইয়া আগামী ৭ দামোদর, ৪৭৫ শ্রীগৌরাব্দ ১৩ কার্ত্তিক, ১৩৬৮, ৩০ অক্টোবর, ১৯৬১ সোমবার রিজার্ভ বগীতে হাওড়া ষ্টেশন হইতে যাত্রা করা হইবে। মাসাধিক-ব্যাপী দুইবেলা শ্রীভগবৎপ্রসাদসেবন (আহার), তৃতীয় শ্রেণীতে যাতায়াত রেলভাড়া, বাসভাড়া, প্রাথমিক চিকিৎসাদির জন্য প্রত্যেক যাত্রীর ব্যয় বাবদ ৪০০৲ চারি শত টাকা ধার্য্য হইয়াছে।

দর্শনীয় স্থানসমূহ ঃ—(১) **গয়া**—ফল্গু নদীতে স্নান, শ্রীগদাধরবিষ্ণুপাদপদ্ম, অক্ষয়-বট প্রভৃতি। (২) **প্রয়াগ**—ত্রিবেণী স্নান, বিন্দুমাধব, দশাশ্বমেধঘাট (শ্রীরূপ গোস্বামীর শিক্ষাস্থলী), অক্ষয়বট প্রভৃতি। পূর্ণকুম্ভস্থান। ; (৩) **উজ্জয়িনী**—মোক্ষদায়িকা পুরী (অবন্তীনগর), সান্দীপনি মুনির আশ্রম, গোপালমন্দির,

সিদ্ধবট প্রভৃতি। পূর্ণকুম্ভস্থান ; (৪) **নাসিক** বিষ্ণুচক্রে সতীর নাসিকা পতিত হইয়াছিল বলিয়া ইহার নাসিক নাম। স্পূর্পনখার নাসিকা ছেদন স্থান। গোদাবরী স্নান, দণ্ডকারণ্য (শ্রীরামবনবাস স্থল), পঞ্চবটী, এ্যম্বকেশ্বর তপোবন ইত্যাদি। পূর্ণকুম্ভস্থান ; (৪) **বম্বাই** ; (৬) **ব্রোচ** (ভৃগুকচ্ছ)— নর্ম্মদা স্নান। ; (৭) **ডাকোর**—শ্রীরণছোরজীর মন্দির, গোমতী সরোবর। ; (৮) **প্রভাস**—তার্থে স্নান, এখান হইতে সরস্বতী নদী পশ্চিম বাহিনী হইয়া সাগর সঙ্গম লাভ করিয়াছে। ; (৯) **সোমনাথ**—সোমনাথ শিবের প্রাচীন (অহল্যাবাই নির্ম্মিত) ও নূতন মন্দির (ভারত সরকার নির্ম্মিত)। মহাকালীর মন্দির, সূর্য্যমন্দির, যাদবস্থলী, বাণতীর্থ প্রভৃতি। ; (১০) **সুদামাপুরী** (পোরবন্দর)— শ্রীসুদামা বিপ্রের ভবন। ; (১১) **দ্বারকা**—শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী, দ্বারকেশ দর্শন, গোমতী স্নান। ; (১২) **বেটদ্বারকা**—রুক্মিণী, সত্যভামা মহিষীগণের মন্দিররাজি ; (১৩) **সিদ্ধপুর**—শ্রীভগবান্ কপিলদেবের আবির্ভাবস্থান, বিন্দুসরোবর, কর্দ্দম ঋষির আশ্রম ; (১৪) **শ্রীনাথদ্বার**—গোবর্দ্ধনধারী শ্রীগোপালদেব (শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামী সেবিত) ; (১৫) **পুষ্কর** (আজমীর ষ্টেশন হইতে ৬ মাইল)—পুষ্কর সরোবর, ব্রহ্মার মন্দির, সাবিত্রী মন্দির, বিষ্ণুমন্দির, শিবমন্দির ; (১৬) **জয়পুর**—শ্রীগোবিন্দ জীউর মন্দির, শ্রীগোপীনাথ জীউর মন্দির, শ্রীরাধাদামোদর জীউর মন্দির প্রভৃতি, গল্‌তা পাহাড় ; (১৭) **মথুরা**—শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব স্থান, শ্রীকেশবজী মন্দির, শ্রীভূতেশ্বর মহাদেব, কংশবধস্থান, বিশ্রাম ঘাট, ধ্রুব ঘাট প্রভৃতি। (১৮) **বৃন্দাবন**—(শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে ছয় দিবস অবস্থান) শ্রীবৃন্দাবনের বিভিন্ন শ্রীমন্দির ও দর্শনীয় স্থানসমূহ দর্শন এবং এখান হইতে বাসযোগে গোকুলমহাবন, শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্রীশ্যামকুণ্ড, শ্রীগিরিগোবর্দ্ধন, শ্রীনন্দগ্রাম, শ্রীবর্ষাণ প্রভৃতি দর্শন। (১৯) **হস্তিনাপুর** (নিউ দিল্লী)—কৌরবদিগের রাজধানী, পঞ্চপাণ্ডবের পুরাণ কেল্লা ; (২০) **কুরুক্ষেত্র**—ব্রহ্মসরোবর (সমন্তপঞ্চকতীর্থ) ও দ্বৈপায়ন হ্রদে স্নান, যতীশ্বর (গীতা উপদেশের স্থান), বাণগঙ্গা, ভদ্রকালী, সোমতীর্থ প্রভৃতি। (২১) **শুকরতল**—শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় অধিবেশন স্থান (শুক-পরীক্ষিত সংবাদ) ; (২২) **হরিদ্বার**—ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান, হর কি প্যারী, মনসা মন্দির, মায়াপুর, দক্ষের যজ্ঞস্থলী, ভীমগোদা প্রভৃতি। পূর্ণকুম্ভ স্থান ; (২৩) **হৃষীকেশ**—ভরত মন্দির, গঙ্গাস্নান, লক্ষ্মণঝোলা, স্বর্গাশ্রম (ঋষিগণের তপোভূমি) ; (২৪) **নৈমিষারণ্য**—চক্রতীর্থ, শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় অধিবেশন স্থান (ষষ্টি সহস্র সৌনকাদি ঋষি ও সূত-গোস্বামী সংবাদ), গোমতীগঙ্গাস্নান, স্বায়ম্ভুব মনু ও শতরূপার সমাধিস্থান, শ্রীরামচন্দ্রের দশাশ্বমেধ যজ্ঞস্থান ; (২৫) **মিশ্রিক**—শ্রীসীতার পাতাল প্রবেশ ; (২৬) **অযোধ্যা**—শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাবভূমি ও বিভিন্ন মন্দির দর্শন, সরযূ স্নান। ; (২৭) **বারাণসী**—শ্রীবিশ্বেশ্বর, অন্নপূর্ণা, বিন্দুমাধব, মণিকর্ণিকা ঘাট, দশাশ্বমেধ ঘাট, হরিশ্চন্দ্র ঘাট প্রভৃতি। ; (২৮) **মন্দার**—শ্রীমধুসূদন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠ-মন্দির।

রিজার্ভ বগীতে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক আসন সংরক্ষিত থাকিবে। এজন্য পরিক্রমায় যোগদানেচ্ছু যাত্রিগণকে এখন হইতেই নির্দ্ধারিত ব্যয়ের সম্পূর্ণ কিংবা অন্ততঃ অর্দ্ধেক টাকা অগ্রিম জমা দিয়া নাম রেজেষ্ট্রী করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। পরিক্রমার বিস্তৃত বিবরণ ও নিয়মাবলী সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৭এ, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় পত্রদ্বারা কিংবা সাক্ষাতে জ্ঞাতব্য।

নিয়মাবলী

১। প্রতি মাসে পূর্ণিমা তিথিতে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৪'৫০ (ভি. পি যোগে ৫৲), ষান্মাসিক ২'২৫ (ভি, পি যোগে ২'৭৫), প্রতি সংখ্যা '৩৭। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। তৃতীয় সংখ্যা হইতে প্রাপ্তব্য। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন হইলে এবং কোন সংখ্যা ইংরাজী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৭এ, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

ফোন-৪৬-৫৯০০

বিজ্ঞাপনের হার—

প্রতিবার ১ পৃষ্ঠা—৪০৲ (চল্লিশ টাকা), অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা ১ কলম—২২৲ (বাইশ টাকা), সিকি পৃষ্ঠা বা অর্দ্ধ কলম—১২৲ (বার টাকা), সিকি কলম—৭৲ (সাত টাকা), ⅛ কলম ৪৲ (চার টাকা)। দীর্ঘ কালের জন্য বিজ্ঞাপন দিলে ভিক্ষা স্বতন্ত্র। তাহা সাক্ষাদ্‌ভাবে অথবা পত্রদ্বারা জ্ঞাতব্য।

নিবেদক— কার্য্যাধ্যক্ষ

দক্ষিণ কলিকাতায় একমাত্র
নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত ফার্ণিচার
——বিক্রেতা——

দাস ব্রাদার্স এণ্ড কোং

৮৮।১এ, রাসবিহারী এভিনিউ
কলিকাতা-২৬
ফোন—৪৬-৩৮০১

আমাদের শো-রুমে চিত্তাকর্ষক বিভিন্ন সুন্দর সুন্দর ডিজাইনের চেয়ার, টেবিল, খাট, আলমারী ও কাঠের যাবতীয় ফার্ণিচার আছে। ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণকে পরিদর্শন ও যাচাই করিয়া লইতে সাদর আহ্বান জানান হইতেছে।

নিউ আর্ট ফার্ণিচার

১৫৫, রাসবিহারী এভিনিউ
কলিকাতা-২৯

আধুনিক কালোপযোগী ও রুচিসম্পন্ন বিভিন্ন ডিজাইনের কাঠের আলমারী, চেয়ার, টেবিল, খাট ইত্যাদি পাওয়া যায়। সজ্জনগণের সহযোগিতা একান্ত প্রার্থনীয়। দক্ষ কারিগর ও উপযুক্ত পর্য্যবেক্ষকের দ্বারা পরিচালিত। সততাই আমাদের প্রধান সম্বল।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ

কলিকাতা-২৬

বর্ত্তমান সভ্যতার তথাকথিত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সারা বিশ্বে নিরীশ্বরবাদ, দুর্নীতি ও অধর্ম্মের প্রাবল্য দেখা যাইতেছে। আমাদের দেশ ও সমাজেরও ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া সুধী ব্যক্তিমাত্রই অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। ইহার সংশোধনের একমাত্র উপায় শিক্ষার মাধ্যমে মানব চরিত্র গঠন। কোমলমতি শিশুগণ যাহাতে ভগবদ্‌বিশ্বাস, পিতৃমাতৃভক্তি, গুরুজনে শ্রদ্ধা প্রভৃতি ধর্ম্ম ও নীতির অতি সাধারণ শিক্ষাগুলি লাভ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিলে চরিত্র গঠনের সহায়ক হয়। এই উদ্দেশ্যকে কার্য্যকরী করিবার প্রয়াসে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির নামে একটী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউস্থ শ্রীমঠে ৭ই বৈশাখ ১৩৬৮, ২০শে এপ্রিল, ১৯৬১ তারিখে স্থাপন করা হইয়াছে। উহাতে শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিকা ও কিন্ডার গার্টেন (K. G.) শিক্ষা পদ্ধতি অনুসারেই শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে বালকবালিকাদিগকে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথাগুলি ও আচরণ শিক্ষা দেওয়া হইবে। বর্ত্তমানে শিশুশ্রেণী হইতে ৪র্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছে। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী নিম্নঠিকানায় অনুসন্ধান করুন :—

১। সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৭এ, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

২। ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ, এম্-এ, ২০, ফার্ণ প্লেস, কলিকাতা-১৯, ফোন নং ৪৬-৪২২০।

৩। শ্রী এম্, কে, মুখার্জ্জি, ৮এ, তারা রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন নং ৪৬-৭১২৮।

৪। শ্রী এস্, এন্, ব্যানার্জ্জি, বি-এ, ২৯, পার্ক সাইড রোড, কলিকাতা-২৬। ফোন ৪৬-৫৯৩১।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

স্থান :— শ্রীগঙ্গা ও শ্রীসরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের আবির্ভা[illegible]মি শ্রীধাম মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল [illegible]শোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

[illegible] পার[illegible]র্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিসেবিত অতীব স্বাস্থ্[illegible] স্থান।

[illegible] মেধাবী [illegible]যোগ্য [illegible]দিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ[illegible]চরিত্র অধ্যাপ[illegible] অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

(১) প্র[illegible], শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া।

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।
৩৭এ, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা—২৬।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

শ্রীচৈতন্য বাণী

কার্ত্তিক—১৩৬৮

১ম বর্ষ] পদ্মনাভ, ৪৭৫ শ্রীগৌরাব্দ [৯ম সংখ্যা

শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক :—

শ্রীকৃষ্ণবল্লভ ব্রহ্মচারী বিদ্যানিধি, এম্‌-এ।

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ, এম্-এ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-পুরাণতীর্থ, ভক্তিশাস্ত্রী। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্।

২। শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, সাহিত্যবিনোদ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ।

৫। শ্রীগোপীরমণ দাস, বিদ্যাভূষণ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বি-এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ

আকর মঠ ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান. পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

১। (ক) শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।
(খ) ৩৭এ, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬।

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।

৩। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ. মথুরা রোড, বৃন্দাবন (মথুরা)।

৫। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা।

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্রপ্রদেশ)।

৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম)।

৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)।

১০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)।

মুদ্রণালয় ঃ—

'রাজলক্ষ্মী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্'—৪৩, রূপনারায়ণ নন্দন লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা-২৫।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১ম বর্ষ	শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, কার্ত্তিক, ১৩৬৮। ২৯ পদ্মনাভ, ৪৭৫ শ্রীগৌরাব্দ; ৬ কার্ত্তিক, সোমবার; ২৩ অক্টোবর, ১৯৬১	৯ম সংখ্যা

ভক্তের বিনাশ নাই

জগৎ বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু লোকের সংখ্যায় পরিপূর্ণ। মনোধর্ম্মযুক্ত জীবের আদর্শ—হয়, 'ভোগ', না হয় 'ত্যাগ'। কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর বলিলেন,—"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস। কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি, ভেদাভেদপ্রকাশ॥ কৃষ্ণভুলি' সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ। অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥" ত্যাগিকুল ভোগিকুলকে ঘৃণা করেন। ভোগিকুল ও ত্যাগিকুলের আদর্শ সম্পূর্ণ বিপরীত বোধ হইলেও উভয়েই সমান। ভোগী আপাতমধুর বিষমিশ্র পুষ্পান্নের লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া উহা গ্রহণপূর্ব্বক মৃত্যুর কবলে কবলিত হয়; আর ত্যাগী ঐ খাদ্য ত্যাগ করিয়া অনাহারে নিজেই নিজের বিনাশ সাধন করে। যেমন দুইটী ব্যক্তির ফোড়া হইয়াছে; ঐ দুই ব্যক্তি দুইজন ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎসকের নিকট গেলেন। একজন চিকিৎসক রোগীর ফোড়ায় বাতাস দিয়া (অর্থাৎ তাহাকে আপাতশান্তি প্রদান করিয়া) বিদায় দিলেন। অপর চিকিৎসক বলিলেন,—অস্ত্রোপচার করিলে তোমার পুনরায় ফোড়া হইতে পারে। অতএব যদি তোমার প্রাণ সংহার করা যায়, তাহা হইলে আর ফোড়ার সম্ভাবনা থাকিবে না,—এই বলিয়া রোগীর গলায় ছুরি বসাইয়া দিলেন অর্থাৎ চিরতরে রোগীর জীবন বিনাশ করিলেন। সেইরূপ কর্ম্মীর লভ্য—ইহকালে ও পরকালে ভোগ, নির্ব্বিশেষ জ্ঞানীর লক্ষ্য—নির্ব্বাণ। সেই নির্ব্বাণ দ্বিবিধ—বোধরাহিত্য নির্ব্বাণ ও বোধসাহিত্য নির্ব্বাণ। বোধরাহিত্য বা অচিৎপরিণতি—শাক্যসিংহের লক্ষ্য বস্তু। বোধসাহিত্য বা চিন্মাত্রোপলব্ধি—শাঙ্কর মায়াবাদিগণের লক্ষ্য। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ। আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥ তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ। ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো॥" 'হে কমললোচন কৃষ্ণ, যাঁহারা সাধন করিতে করিতে 'আমরা মুক্ত হইয়াছি, অতএব আর ভগবচ্চরণসেবার আবশ্যকতা নাই—সেব্য, সেবক ও সেবার নিত্য পৃথক্ পৃথক্ অবস্থানের প্রয়োজন নাই,—এইরূপ বুদ্ধি করিয়া তোমার শ্রীচরণে অনাদর করেন, তাঁহারা যোগাদি নানাপ্রকার কৃচ্ছ্র সাধ্য সাধন-দ্বারা অনেক উন্নত পদবী লাভ করিয়াও ভগবচ্চরণে অপরাধহেতু সেই উচ্চ পদবী হইতে অধঃপতিত হন। কিন্তু হে মাধব, যাঁহারা তোমার নিত্য সেবাপ্রার্থী ভক্ত, তাঁহারা তোমাতে পরিনিষ্ঠিতবুদ্ধি হওয়ায় সম্পূর্ণভাবে তোমার সহিত ঘনিষ্ঠ প্রেমযুক্ত, সুতরাং তাঁহারা সর্ব্বদা তোমাকর্ত্তৃক রক্ষিত হন এবং তজ্জন্য তাঁহাদের বিঘ্ন হওয়া ত' দূরের কথা, তাঁহারা বিঘ্নবিনাশকগণের মস্তকে পদার্পণ পূর্ব্বক নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া থাকেন।' ভক্তের বিনাশ নাই,—ভক্ত পরানন্দময়, সুতরাং কোন কালে 'ভক্তের বিনাশ নাই'—'ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি'—ইহা গীতার বাক্য।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

কৃষ্ণশক্তি

"কৃষ্ণশক্তি অনন্ত। অনন্ত জগতে কোন্ স্থানে কোন্ কোন্ শক্তির প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ক্ষুদ্র জৈবজ্ঞানে আমরা জানিতে পারি না। চিজ্জগতে অর্থাৎ বিরজার পারে বৈকুণ্ঠ ও তদুপরি গোলোক ব্রজ বিরাজমান। বৈকুণ্ঠে চতুর্ভুজ নারায়ণরূপে সমস্ত ঐশ্বর্য্য প্রকাশিত হইয়াছে। গোলোকে মাধুর্য্যপ্রধানপ্রকাশে সমস্ত ঐশ্বর্য্য নিহিত হইয়া থাকে। কৃষ্ণ স্বয়ং শক্তিমান্। তাঁহার স্বরূপের এক অবিচিন্ত্যা মহাশক্তি আছে। শাস্ত্রে অনেক স্থলে সেই শক্তিকে মায়া বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। "মীয়তে-অনয়া" ইতি মায়া, এই অর্থে মায়াকেই কৃষ্ণের বাহ্য পরিচয় বলা যায়। মায়া ব্যতীত কৃষ্ণের পরিচয় নাই। মায়াকেই তত্ত্ববিদ্‌গণ কৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি বলিয়া পরা ও অপরা বিভাগে চিচ্ছক্তি ও মায়াশক্তিকে ভিন্ন বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। বস্তুতঃ পরা শক্তিই কৃষ্ণের একমাত্র অবিচিন্ত্য শক্তি। তাহার ছায়াকেই অপরাশক্তি বলা হইয়াছে। জড় ব্রহ্মাণ্ডের অধিকর্ত্রীই সেই ছায়ারূপা মায়া। চিদ্বিষয়ে যে মায়াশক্তিকে দূষিত বলিয়া নিন্দা করা হয়, সে এই ছায়ারূপা মায়াশক্তি. —স্বরূপশক্তিরূপা মায়া নয়। এই জন্য প্রভু সনাতনকে বলিয়াছেন,—

"কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন শক্তি-পরিণতি।
চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি আর মায়াশক্তি ॥"

(চৈ চ মধ্য ২০।১১১)

পুনরায় বলিয়াছেন,—

"অনন্ত শক্তির মধ্যে কৃষ্ণের তিনশক্তি প্রধান।
ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, জ্ঞানশক্তি নাম ॥''

(চৈ চ মধ্য ২০।২৫২)

সার্ব্বভৌমকে প্রভু বলিয়াছেন,—

"সচ্চিদানন্দময় হয় ঈশ্বরস্বরূপ।
তিন অংশে চিচ্ছক্তি হয় তিন রূপ ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিত যারে কৃষ্ণজ্ঞান মানি ॥
অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি, তটস্থা জীবশক্তি।
বহিরঙ্গা মায়া, তিনে করে প্রেমভক্তি ॥"

(চৈ চ মধ্য ৬।১৫৮-১৬০)

ফলিতার্থ এই যে, কৃষ্ণের আত্মশক্তি বা স্বরূপশক্তি বা পরাশক্তি এক। সেই পরাশক্তির তিনটী বিভাব, তিনটী প্রভাব ও তিনটী অনুভাব কৃষ্ণেচ্ছায় বিকশিত হইয়াছে। চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি এই তিনটী বিভাব; ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি এই তিনটী প্রভাব; সন্ধিনী, হ্লাদিনী ও সম্বিৎ এই তিনটী অনুভাব। (১) ইচ্ছাশক্তিরূপ প্রভাবে চিচ্ছক্তি হইতে গোলোক, বৈকুণ্ঠ ইত্যাদি লীলাপীঠ, কৃষ্ণ, গোবিন্দ ইত্যাদি নাম, দ্বিভুজ, চতুর্ভুজ, ষড়্‌ভুজ প্রভৃতি বিগ্রহরূপ, গোলোক, বৃন্দাবন, বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি পার্ষদসহ লীলা, দয়া, দাক্ষিণ্য, ক্ষমা ইত্যাদি গুণ বিকশিত হইয়াছে। (২) জ্ঞানশক্তিরূপ প্রভাবে বৈকুণ্ঠ-গত ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, সৌন্দর্য্যাদি চিচ্ছক্তিদ্বারা উদিত হইয়াছে। কৃষ্ণ ব্যতীত ইচ্ছাশক্তি আর কাহাতেও নাই। জ্ঞানশক্তির অধিষ্ঠাতা বাসুদেব প্রকাশ। ক্রিয়াশক্তির অধিষ্ঠাতা বলদেবসংকর্ষণাদি প্রকাশ। জীবশক্তিরূপ তটস্থা শক্তিতে ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়াপ্রভাবে নিত্য পার্ষদ, অধিকৃত দেবতাবর্গ এবং নর, দৈত্য রাক্ষসাদি উদিত হইয়াছে। (৩) কৃষ্ণের ক্রিয়ানুভব সমুদয়ই স্বীয় ক্রিয়াশক্তিপ্রভাবে। চিচ্ছক্তিতে সন্ধিনী. সম্বিৎ ও হ্লাদিনী-বিচিত্রতা। এই সমস্ত মিলিত হইয়া পরম প্রয়োজনরূপ প্রেমলীলার অন্বয়-ব্যতিরেক ভাবসিদ্ধি হয়। কৃষ্ণের শক্তি অসীম, অনন্ত ও অপার। চিচ্ছক্তি-ক্রিয়াসমুদয়ই নিত্য। যথা সনাতনশিক্ষায়,—

"যদ্যপি অসৃজ্য নিত্য চিচ্ছক্তিবিলাস।
তথাপি সঙ্কর্ষণ-ইচ্ছায় তাহার প্রকাশ ॥"

(চৈ চ মধ্য ২০।২৫৭)

ছায়াশক্তির অন্যতম নাম জড়া প্রকৃতি, তৎসম্বন্ধে কথিত হইয়াছে,—

"মায়াদ্বারে সৃজে তেঁহো ব্রহ্মাণ্ডের গণ।
জড়রূপা প্রকৃতি নহে ব্রহ্মাণ্ডের কারণ॥
জড় হৈতে সৃষ্টি নহে ঈশ্বরশক্তি বিনে।
তাহাতেই সঙ্কর্ষণ করে শক্তির আধানে॥
ঈশ্বরের শক্ত্যে সৃষ্টি করয়ে প্রকৃতি।
লৌহ যেন অগ্নিশক্ত্যে পায় দাহশক্তি॥"

(চৈ চ মধ্য ২০।২৫৯-২৬১)

কৃষ্ণের ক্রিয়াশক্তির নামই সঙ্কর্ষণশক্তি। মায়াশক্তির নশ্বর পরিণাম জড়জগৎ।

* * * *

শ্রীকৃষ্ণ চতুঃষষ্টি অপ্রাকৃত গুণে স্বয়ং অখণ্ড রস। সেই চৌষট্টীগুণের মধ্যে পঞ্চাশটী গুণ বিন্দু বিন্দু-রূপে জীবে আছে। সেই পঞ্চাশ গুণ কিছু অধিক পরিমাণে ও আর পাঁচটী অধিক গুণ শিব, ব্রহ্মা, গণেশ, সূর্য্যাদি দেবে লক্ষিত হয়। তন্নিবন্ধন তাঁহারা বিভিন্নাংশ হইয়াও ঈশ্বর-নামে অভিহিত হন। সেই পঞ্চান্ন গুণ পূর্ণরূপে এবং আর পাঁচটী গুণও পূর্ণরূপে নারায়ণ বিষ্ণু এবং তদবতারগণে দেখা যায়। বিষ্ণুতত্ত্বের ষষ্টিগুণ এবং আর চারিটী পরম অপ্রাকৃত অসাধারণ গুণ কৃষ্ণে বিরাজমান। এই জন্য কৃষ্ণই একমাত্র সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বরসময় তত্ত্ব। স্বরূপশক্তির যত বৈচিত্র্য আছে, সেই সকল মূর্ত্তিমান হইয়া কৃষ্ণের শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য ও মধুর রসের উপকরণ। হ্লাদিনীসাররূপা শ্রীরাধা-ঠাকুরাণীই সর্ব্বপ্রধানা। গোলোক ব্রজে এই রসের নিত্য বসতি হইলেও কৃষ্ণেচ্ছা দ্বারা যোগমায়া চিচ্ছক্তি সেই রসকে অখণ্ডরূপে ভৌমব্রজে প্রকাশ করেন। যাঁহাদের বুদ্ধি প্রাকৃতগুণ অতিক্রম করিতে শক্তিলাভ করে নাই, তাঁহারা এই অপার রসতত্ত্বের মীমাংসা বা অনুভব করিতে পারিবেন না—কাজে কাজেই ব্রজরসকে প্রাকৃতজ্ঞানে অবহেলা করিবেন। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন যে, যাঁহারা শ্রদ্ধান্বিত হইয়া ব্রজরস বর্ণন করেন বা শ্রবণ করেন, তাঁহারাই অচিরে পরাভক্তিরূপ প্রেমলাভ ও জড়োদিত হৃদ্রোগ হইতে মুক্তিলাভ করেন। ইহাই মহাপ্রভুর চরম শিক্ষা।"

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ।

মহামন্ত্র

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

ষোলনাম-বত্রিশ-অক্ষরাত্মক ভগবন্নামই মহামন্ত্র। ভগবন্নাম সাক্ষাৎ ভগবান্। মন্ত্রও ভগবন্নামাত্মক। ভগবন্নামই মন্ত্রের জীবন। মন্ত্রের দ্বারা সংসার হইতে মুক্তি হয়; আর কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্রের দ্বারা সংসার হইতে মুক্তি ও ভগবৎ-প্রাপ্তি দুইই হইয়া থাকে। মন্ত্র অপেক্ষা মহামন্ত্র অধিক শক্তিশালী। এইজন্য শ্রীনামেই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইয়া থাকে। ভগবন্নাম ভগবানের অবতার। ভগবানই নামরূপে জগতে অবতীর্ণ। কলিকালে নামরূপী ভগবানই জীবের একমাত্র আশ্রয়। তদ্ব্যতীত নিত্যমঙ্গল লাভের অন্য কোন উপায় নাই। ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন—

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগৎ নিস্তার॥

(চৈঃ চঃ আদি ১৭।২২)

নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্রসার নাম এই শাস্ত্রমর্ম্ম॥
কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার-মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥

(চৈঃ চঃ আদি ৭।৭৪, ৭৩)

ভুবনমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনই কলিযুগধর্ম্ম। ষোল-নাম-বত্রিশ-অক্ষরাত্মক কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্র কীর্ত্তনই কলিহত জীবের একমাত্র ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্য। হরিনাম-সংকীর্ত্তন ব্যতীত কলিযুগবাসী জীবগণের নিত্যমঙ্গল লাভের অন্য কোন উপায় নাই। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই জীবগণকে উদ্ধার করিবার জন্য নিজগুণে কৃপা করিয়া নামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এইজন্য ভাগ্যবান্ সজ্জনগণ নামাচার্য্য সদ্গুরুর নিকট হইতে কৃষ্ণনাম

গ্রহণ পূর্ব্বক নামাশ্রিত হইয়া হরিনাম করিতে করিতে ধন্য ও কৃতার্থ হন।

মহামন্ত্রের কথা যজুর্ব্বেদীয় কলিসন্তরণোপনিষৎ, অথর্ব্ববেদীয় শ্রীচৈতন্য-উপনিষৎ, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ, পদ্মপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, ব্রহ্মযামল, রাধাতন্ত্র, সনৎকুমারসংহিতা ও অনন্তসংহিতা প্রভৃতি বিভিন্ন শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। তন্মধ্য হইতে আমরা নিম্নে কতিপয় বাক্য উল্লেখ করিতেছি।

যজুর্ব্বেদীয় কলিসন্তরণোপনিষদে পাই—

"হরিঃ ওঁ॥ দ্বাপরান্তে নারদো ব্রহ্মাণং জগাম, কথং ভগবন্ গাং পর্য্যটন্ কলিং সন্তরেয়মিতি। স হোবাচ ব্রহ্মা—'সাধু পৃষ্টোঽস্মি। সর্ব্বশ্রুতিরহস্যং গোপ্যং তচ্ছৃণু যেন কলি-সংসারং তরিষ্যসি। ভগবত আদি পুরুষস্য নারায়ণস্য নামোচ্চারণমাত্রেণ নির্ধূতকলির্ভবতি।' নারদঃ পুনঃ পপ্রচ্ছ—'তন্নাম কিমিতি'। স হোবাচ হিরণ্যগর্ভঃ—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
ইতি ষোড়শকং নাম্নাং কলিকল্মষনাশনম্।
নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ব্ববেদেষু দৃশ্যতে॥

—ইতি ষোড়শকলাবৃতস্য জীবস্যাবরণবিনাশনম্। ততঃ প্রকাশতে পরংব্রহ্ম মেঘাপায়ে রবিরশ্মিমণ্ডলীবেতি। পুনর্নারদঃ পপ্রচ্ছ কোঽস্য বিধিরিতি। তং হোবাচ—নাস্য বিধিরিতি।"

অর্থাৎ দ্বাপরযুগের শেষে শ্রীনারদ নিজ পিতা জগদ্গুরু ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে প্রভো! ঘোর কলিকাল উপস্থিত। পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে কি উপায়ে এই কলিদোষ হইতে নির্ম্মুক্ত হইব?' তদুত্তরে ব্রহ্মা কহিলেন—নারদ! উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। যাহা দ্বারা কলিকালে উদ্ধারলাভ করা যায় সেই সর্ব্বশ্রুতিরহস্য গোপ্য-কথা বলিতেছি শ্রবণ কর—'কেবল আদিপুরুষ ভগবান্ নারায়ণের নাম উচ্চারণ-দ্বারাই জীব কলিদোষ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া মঙ্গল লাভ করিতে পারে।' এই কথা শুনিয়া নারদ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—'প্রভো, সেই নাম কি?' তদুত্তরে ব্রহ্মা কহিলেন—'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥—এই ষোলনাম কলিকল্মষনাশন অর্থাৎ সর্ব্বপাপহারী। এই নাম কীর্ত্তন ব্যতীত মঙ্গল লাভের অন্য কোন শ্রেষ্ঠ উপায় বেদে দেখা যায় না। নামকীর্ত্তনের দ্বারা জীব মায়া-নির্ম্মুক্ত হইয়া পরব্রহ্ম শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করত ধন্য ও কৃতার্থ হয়।' এই কথা শ্রবণ করিয়া নারদ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—'প্রভো, এই নাম-কীর্ত্তনের কি বিধি?' তদুত্তরে ব্রহ্মা বলিলেন—'নারদ, শ্রীনাম-কীর্ত্তনে কোন বিধি নাই।'

অথর্ব্ববেদীয় 'শ্রীচৈতন্য-উপনিষদে'ও আমরা পাই—

"স এব মূল মন্ত্রং জপতি হরিরিতি কৃষ্ণ ইতি রাম ইতি। মন্ত্রো গুহ্যঃ পরমো ভক্তিবেদ্যঃ। নামান্যষ্টাবষ্ট চ শোভনানি, তানি নিত্যং যে জপন্তি ধীরাস্তে বৈ মায়ামতিতরন্তি নান্যঃ। পরমং মন্ত্রং পরমং রহস্যং নিত্যমাবর্ত্তয়তি।"

শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ংই 'হরি-কৃষ্ণ-রাম' অর্থাৎ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥—এই মূল মন্ত্র কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এই মহামন্ত্রই সর্ব্বসার, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও ভক্তিবেদ্য। এই আট আট যোল নাম পরম সুন্দর; যাঁহারা এই সকল নাম কীর্ত্তন করেন, সেই ধীর ব্যক্তিগণই মায়া উত্তীর্ণ হইতে পারেন, অপরে পারেন না। নিত্যসিদ্ধ মহাত্মাগণ এই পরমসার মহামন্ত্র সর্ব্বদা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে রাধাহৃদয়খণ্ডে রোমহর্ষণ সূতের প্রতি শ্রীব্যাসদেবের উক্তি—

"গ্রহণাদ্ যস্য মন্ত্রস্য দেহী ব্রহ্মময়ো ভবেৎ।
সদ্যঃপূতঃ সুরাপোঽপি সর্ব্বসিদ্ধিযুতো ভবেৎ॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
ইতি ষোড়শকং নাম্নাং ত্রিকালকল্মষাপহম্।
নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ব্ববেদেষু বিদ্যতে॥"

'হরে কৃষ্ণ' মহামন্ত্র কীর্ত্তনের দ্বারা যাবতীয় পাপ নষ্ট হয় এবং জীব মায়া হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া থাকে। মহাপাপী মদ্যপও এই নাম কীর্ত্তনের ফলে তৎক্ষণাৎ পবিত্র হয় এবং যাবতীয় সিদ্ধি লাভ করে। মহামন্ত্র ব্যতীত

নিত্যমঙ্গল লাভের অন্ত কোন শ্রেষ্ঠ উপায় বেদে দেখা যায় না। পদ্মপুরাণও বলেন—

দ্বাত্রিংশদক্ষরং মন্ত্রং নামষোড়শকান্বিতম্‌।
প্রজপন্‌ বৈষ্ণবো নিত্যং রাধাকৃষ্ণস্থলং লভেৎ॥

ষোলনামাত্মক মহামন্ত্র কীর্ত্তন-দ্বারা গোলোক-বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের পাদপদ্মসেবা লাভ হয়। অগ্নিপুরাণে—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
রটন্তি হেলয়া বাপি তে কৃতার্থা ন সংশয়ঃ॥"

যাঁহারা হেলার সহিতও হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন, তাঁহারাও অনায়াসে কৃতার্থ হইয়া থাকেন।

ব্রহ্মযামল বলেন—

"হরিং বিনা নাস্তি কিঞ্চিৎ পাপনিস্তারকং কলৌ।
তস্মাল্লোকোদ্ধারণার্থং হরিনাম প্রকাশয়েৎ॥
সর্ব্বত্র মুচ্যতে লোকো মহাপাপাৎ কলৌ যুগে।
হরে কৃষ্ণ পদদ্বন্দ্বং কৃষ্ণেতি চ পদদ্বয়ম্‌।
তথা হরে পদদ্বন্দ্বং হরে রাম ইতি দ্বয়ম্‌।
তদন্তে চ মহাদেবি! রাম রাম দ্বয়ং বদেৎ॥
হরে হরে ততো ব্রূয়াদ্ধরিনাম সমুদ্ধরেৎ।
মহামন্ত্রঞ্চ কৃষ্ণস্য সর্ব্বপাপপ্রণাশকমিতি॥"

হরিনাম কীর্ত্তন ব্যতীত কলিকালে মঙ্গল লাভের অন্য কোন উপায় নাই। অতএব লোক উদ্ধারার্থ জগতে হরিনাম মহামন্ত্র প্রচার করা কর্ত্তব্য। এই মহামন্ত্র দ্বারা যাবতীয় পাপ নষ্ট হয় এবং নিখিল মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। 'হরে কৃষ্ণ' দুইবার, তৎপরে 'কৃষ্ণ'—এই নাম দুইবার, তৎপরে 'হরে' পদ দুইবার, তদন্তে 'হরে রাম' দুইবার, পরে 'রাম'—এই নাম দুইবার এবং শেষে 'হরে' দুইবার অর্থাৎ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥—ইহাই সর্ব্বপাপনাশক ও অখিল কল্যাণদায়ক মহামন্ত্র। ইহা সর্ব্বত্র সর্ব্বাবস্থায় কীর্ত্তনীয়।

রাধাতন্ত্রেও পাই—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
দ্বাত্রিংশদক্ষরাণ্যেব কলৌ নামানি সর্ব্বদম্‌।
সর্ব্বশক্তিময়ং মন্ত্রং হরিনাম্নস্তপোধন॥"

দ্বাত্রিংশদক্ষরাত্মক হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্ত্তনের দ্বারা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ও প্রেম সবই লাভ হয়। এই নাম সর্ব্বশক্তিময়। সনৎকুমার সংহিতাতেও দেখি—

"হরে কৃষ্ণৌ দ্বিরাবৃত্তৌ কৃষ্ণ তাদৃক্‌ তথা হরে।
হরে রাম তথা রাম তথা তাদৃগ্‌ঘরে মনুঃ॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

অনন্ত সংহিতা বলেন—

ষোড়শৈতানি নামানি দ্বাত্রিংশদ্‌ বর্ণকানি হি।
কলৌ যুগে মহামন্ত্রঃ সম্মতো জীবতারণে॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
তারকং ব্রহ্মনামৈতদ্‌ ব্রহ্মণা গুরুণাদিনা।
কলিসন্তরণাদ্যাসু শ্রুতিষ্বধিগতং হরেঃ॥
প্রাপ্তং শ্রীব্রহ্মশিষ্যেন শ্রীনারদেন ধীমতা।
নামৈতদুত্তমং শ্রৌতপারম্পর্য্যেণ ব্রহ্মণঃ॥
উৎসৃজ্যৈতন্মহামন্ত্রং যে ত্বন্যৎ কল্পিতং পদম্‌।
মহানামেতি গায়ন্তি তে শাস্ত্রগুরু লঙ্ঘিনঃ॥"

হরে কৃষ্ণ নামই লোকনিস্তারার্থ কলিকালে মহামন্ত্র বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট। ইহা কলিকালের তারকব্রহ্ম নাম। কলি সন্তরণাদি শ্রুতিতে আছে—'আদিগুরু ব্রহ্মা এই মহামন্ত্র ভগবানের নিকট পাপ্ত হইয়া নিজশিষ্য শ্রীনারদকে বলিয়াছিলেন।' ব্রহ্মা হইতে শ্রৌত পারম্পর্য্যে ইহা জগতে প্রকাশিত। যাহারা দুর্ভাগ্যবশতঃ এই মহামন্ত্র কীর্ত্তন পরিত্যাগ করিয়া অন্য মনঃকল্পিত পদ মহানাম বলিয়া কীর্ত্তন করে, তাহারা শাস্ত্র ও গুরুলঙ্ঘনকারী অপরাধী।

কোন এক কুতার্কিক 'হরে কৃষ্ণ' মহামন্ত্রের পাঠক্রম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে, তদুত্তরে মদীয় ইষ্টদেব জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বলিয়াছেন—

"কলিসন্তরণ-উপনিষৎ, বৃহন্নারদীয় পুরাণ, অগ্নিপুরাণ, অনন্ত সংহিতা এবং সর্ব্বোপরি যাঁহার কৃপায় নিখিল বেদ প্রকাশিত হন, সেই ভগবান্‌ শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমুখোদ্গীর্ণ বাক্যে আমরা—

'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥"

এই তারকব্রহ্ম মহামন্ত্রের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি। কর্ণেল jacobi র যে অষ্টোত্তরশত উপনিষদের তালিকা আছে, তন্মধ্যস্থ কলিসন্তরণোপনিষৎ—যাহা বোম্বাই ও মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, সেই উপনিষৎ বিদ্ধ রামায়েদ্-গণের স্থান হইতে সংগৃহীত হওয়ায় মহামন্ত্রের পাঠ সংস্করণ বিশেষ বিপর্য্যস্ত হইলেও তাহার অর্থ ও পদ বিপর্য্যস্ত হইতে পারে নাই। স্বয়ং নামী শ্রীগৌরসুন্দর কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়া অনায়াসে কলিসন্তরণ ও প্রেম লাভের জন্য যে মহামন্ত্র প্রচার করিয়াছেন, সেই পাঠ ব্যতীত অন্য পাঠক্রম কোন সুধী ব্যক্তিই স্বীকার করেন না। যাহারা ভগবান্ শ্রীগৌর-সুন্দরের পাদপদ্ম অর্থাৎ শ্রৌতপ্রণালী হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া স্বতন্ত্র মতবাদ প্রচারে ব্যস্ত তাহারাই শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমুখোদ্গীর্ণ পাঠক্রম অপেক্ষা বিদ্ধ সম্প্রদায়ের মনঃকল্পিত পাঠ গ্রহণ করিয়া গুরু ও শাস্ত্র বিরোধ করিয়া থাকে। নামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাস শাস্ত্রোক্ত ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট পাঠক্রম স্বীকার পূর্ব্বক 'হরে কৃষ্ণ' মহামন্ত্র গ্রহণ করিতেন, কিন্তু নামাচার্য্যের শিষ্যাভিনয়কারী উৎকলের অতিবাড়ী পরবর্ত্তীকালে স্বতন্ত্র হইয়া পাঠ বিপর্য্যয় করেন। শ্রীগোপাল গুরু গোস্বামী নামার্থদীপিকায় মহামন্ত্রের যথার্থ পাঠ প্রচার ও মহামন্ত্রের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন। 'হরে রাম' বলিতেও হরা (শ্রীমতী রাধিকা) শব্দের সম্বোধনে 'হরে' পদ এবং রাম (রাধিকারমণ রাম) শব্দের সম্বোধনে 'রাম' পদ। 'রাম' শব্দ, 'হরি' শব্দ—সকলেই 'কৃষ্ণ'; 'কৃষ্ণ' ছাড়া আর কোন কথা নাই।"

শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনই সাধনশিরোমণি। এই যুগধর্ম্ম হরিনাম সংকীর্ত্তন প্রচারার্থ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই শচীনন্দন শ্রীগৌরাঙ্গরূপে জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু সংকীর্ত্তন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও আদি পিতা। তিনি নাম-প্রেমদাতা। শাস্ত্র বলেন—

কলিযুগে যুগধর্ম্ম নামের প্রচার।
তথি লাগি পীতবর্ণ চৈতন্যাবতার ॥
সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁরে ভজে, সেই ধন্য ॥

(চৈঃ চঃ আদি ৩।৪০,৭৬)

মহাপ্রভু নিজ জীবনে আচরণ করিয়া জগদ্বাসী সকলকে কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র অনুক্ষণ কীর্ত্তন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর শিক্ষাই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীবমাত্রের অবশ্য সাদরে গ্রহণীয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা এই—

হর্ষে প্রভু কহেন,--শুন স্বরূপ-রামরায়।
নাম সংকীর্ত্তন—কলৌ পরম উপায় ॥
সংকীর্ত্তনযজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ-আরাধন।
সেই ত' সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ ॥
নাম সংকীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থনাশ।
সর্ব্বশুভোদয় কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস ॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ২০।৮-৯,১১)

শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তগণকে মহামন্ত্র জপ করিতে বলিয়াছেন এবং অসংখ্যাতভাবে অনুক্ষণ কীর্ত্তন করিতেও উপদেশ দিয়াছেন। এইজন্য ভক্তগণ ইষ্টদেবের কৃপাদেশ শিরে ধারণ করিয়া শ্রীতুলসী মালিকাতে সংখ্যা রাখিয়া মহামন্ত্র জপ করেন এবং অনুক্ষণ অসংখ্যাতভাবে মহামন্ত্র কীর্ত্তনও করিয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

আপনে সবারে প্রভু করে উপদেশে।
"কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র শুনহ হরিষে—॥
'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে' ॥
প্রভু কহে, কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ' গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ ॥
ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল' ইথে বিধি নাহি আর ॥''

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৩।৭৫-৭৮)

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীতপন মিশ্রকেও বলিয়াছেন—

কলিযুগ-ধর্ম্ম হয় নাম-সংকীর্ত্তন।
চারিযুগে চারিধর্ম্ম জীবের কারণ ॥

অতএব কলিযুগে নামযজ্ঞ সার।
আর কোন ধর্ম্ম কৈলে নাহি হয় পার॥
রাত্রিদিন নাম লয় খাইতে শুইতে।
তাঁহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে॥
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব যে-কিছু সকল।
হরিনাম-সংকীর্ত্তনে মিলিবে সকল।

বৃহন্নারদীয় পুরাণে—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥'
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
এই শ্লোক নাম বলি' লয় মহামন্ত্র।
ষোল-নাম বত্রিশ-অক্ষর এই তন্ত্র॥
(চৈঃ ভাঃ আদি ১৪ শ অধ্যায়)

গৌরভক্ত শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয় কৃত শ্রীচৈতন্য-শতকে আমরা পাই—

বিষণ্ণ চিত্তান্ কলিঘোরভীতান্
সংবীক্ষ্য গৌরো হরিনামমন্ত্রম্।
স্বয়ং দদৌ ভক্তজনান্ সমাদিশৎ
কুরুধ্ব সংকীর্ত্তন-নৃত্যবাদ্যৈঃ॥

ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব জীবগণকে নানাবিধ দুঃখের দ্বারা আক্রান্ত কলিহত দেখিয়া স্বয়ং কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র দান করিয়াছেন এবং ভক্তগণকে বলিয়াছেন—হে ভক্তগণ, তোমরা সকলে নৃত্যবাদ্যাদি সহকারে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্ত্তন কর।

শ্রীকবিকর্ণপুর প্রভু কৃত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতমহাকাব্যেও (১১শ সর্গ ৫৪ শ্লোক) দেখিতে পাই—

"ততঃ শ্রীগৌরাঙ্গ সমবদদতীব প্রমুদিতো
হরে কৃষ্ণেত্যুচ্চৈর্বদ মুহুরিতি শ্রীময়তনুঃ।"

শ্রীগৌরসুন্দর অতীব হর্ষের সহিত বলিতেছেন—নিরন্তর উচ্চৈঃস্বরে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্ত্তন কর।

শ্রীমুরারিগুপ্ত প্রভুও স্বকৃত কড়চাতে বলিয়াছেন—

গৃহে বসন্ প্রেমবিভিন্ন ধৈর্য্যং
রুদত্যলং রৌতি মুহুর্মুহুঃ স্বনৈঃ।
সবেথু গদ্গদয়া গিরা লপত্য-
লং 'হরে কৃষ্ণ হরে' মুদা কচিৎ॥
(মুরারিগুপ্তের কড়্চা ১।১৬।১২)

ভক্তভাব বিভাবিত শ্রীগৌরাঙ্গদেব প্রেমবিহ্বল হইয়া কখনও রোদন করিতেছেন, কখনও বা গদ্গদবাক্যে সানন্দে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতেছেন।

শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে, যথা—

"হরে কৃষ্ণ নাম সেহ বলে নিরন্তর।"
"প্রসন্ন শ্রীমুখে হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি।
বিজয় হইলা গৌরচন্দ্র কুতূহলী॥"
"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বলি প্রেম সুখে।
প্রত্যক্ষ হইলা আসি অদ্বৈত সম্মুখে॥"

শ্রীচৈতন্যভাগবতও বলেন—

জয় জয় হরে কৃষ্ণ মন্ত্রের প্রকাশ।
জয় জয় নিজভক্তি-গ্রহণবিলাস॥
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ৬।১১৭)
সর্ব্বদা শ্রীমুখে হরে কৃষ্ণ হরে হরে।
বলিতে আনন্দ ধারা নিরবধি ঝরে॥
(ঐ অন্ত্য ১।১৯৯)

শ্রীগোবিন্দদাসের কড়চাতেও পাই—

"বাহু প্রসারিয়া প্রভু ব্রাহ্মণে তুলিলা।
তার ঘরে ভক্তি ভরে গান আরম্ভিলা॥
ব্রাহ্মণের ঘর যেন হৈল বৃন্দাবন।
হরিনাম শুনিবারে আইসে সর্ব্বজন॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

মহামন্ত্রে 'হরে', 'কৃষ্ণ' ও 'রাম'—এই তিনটী নাম আছে। ঐশ্বর্য্যপর ও মাধুর্য্যপর দ্বিবিধ ভক্তগণের নিকট মহামন্ত্রের অর্থ বিবিধভাবে প্রকাশিত হয়। জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ মহামন্ত্রের অর্থ সংক্ষেপে জানাইয়াছেন যে—

'হরে', 'কৃষ্ণ', 'রাম'—এই তিনটী পদ তারকব্রহ্মনামে দৃষ্ট হয়। লোকের সেবাবৃত্তির তারতম্যানুসারে উক্ত ত্রিবিধ পদের তাৎপর্য্যও ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়। কেহ

'হরি' শব্দ সম্বোধনে 'হরে' বিচার করেন ; যাঁহারা বিষয়-তত্ত্ব অপেক্ষা অধিকতর আশ্রয়তত্ত্বনিষ্ঠ অর্থাৎ যাঁহাদের সেবা-বৃত্তি অধিকতর প্রকাশিত, তাঁহারা 'হরা' শব্দের সম্বোধনে 'হরে' পদ বুঝিয়া থাকেন।"

"ঐশ্বর্য্যপর বিচারে যে সেবোন্মুখতা, তাহাতে যে 'হরে-রাম' শব্দ উচ্চারণ, তদ্দ্বারা দশরথনন্দনকেই বুঝায়। কিন্তু মাধুর্য্যপর ভক্তগণ গোপীরমণকেই 'রাম' বলিয়া জানেন। তিনি নন্দের নন্দন। যেখানে 'রাম' শব্দে রাধারমণের সেবা বিহিত হয়, সেই স্থলে 'হরা' শব্দের সম্বোধন পদেই পরাশক্তির আকর বিগ্রহ শ্রীবৃষাকপিতনয়াকেই বুঝায়।"

মহামন্ত্রের ঐশ্বর্য্যময়ী ব্যাখ্যা, মাধুর্য্যময়ী ব্যাখ্যা ও যুগল-স্মরণময়ী ব্যাখ্যা আছে। এতদ্ব্যতীত জগদ্গুরু শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু,শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু ও শ্রীল গোপাল গুরু গোস্বামী প্রভু মহামন্ত্রের আরও গূঢ় অর্থ বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা ভগবৎকৃপায় নিজ নিজ অধিকারানুসারে সাধুগুরুমুখে শ্রোতব্য।

নামসংকীর্ত্তনং যস্য সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
প্রণামো দুঃখশমনস্তং নমামি হরিং পরম্॥
—(ভাঃ ১২।১৩।২৩)

দেবকীর ষড়্গর্ভবিনাশ-রহস্য

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রী'হরিবংশ' (বিষ্ণুপর্ব্ব-২য় অধ্যায়) গ্রন্থে লিখিত আছে হংস, সুবিক্রম, ক্রাথ, দমন, রিপুমর্দ্দন ও ক্রোধহন্তা নামে বিখ্যাত ষড়গর্ভ দানব কালনেমির পুত্র। ইহারা পিতামহ হিরণ্যকশিপুর অজ্ঞাতসারে লোক-পিতামহ ব্রহ্মার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়া তীব্র তপস্যা করে। ব্রহ্মা ইহাদের তীব্র তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ইহাদের প্রার্থনানুযায়ী মৃত্যুনিষেধসূচক বর প্রদান করেন। পরে হিরণ্যকশিপু তাহাদের বরলাভ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ক্রোধসহকারে বলিল—"তোমরা আমাকে না জানাইয়া ব্রহ্মার আরাধনা করিয়াছ, তজ্জন্য দুর্ব্বিনীত তোমাদের প্রতি আমার স্নেহ নাই। তোমাদের পিতাই তোমাদিগকে বধ করিবে। পরবর্ত্তি জন্মে তোমরা ছয়জন দেবকীগর্ভে ও তোমাদের পিতা কালনেমি কংসরূপে জন্মগ্রহণ করিবে। সেই কংসই তোমাদের হন্তা হইবে।" হিরণ্যকশিপুর এই অভিশাপে তাহারা দেবকীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া কালনেমির অবতার কংসকর্ত্তৃক নিহত হয়।

ইহারা পূর্ব্বে মরীচি মুনির পুত্র 'স্মর' ইত্যাদি নামে প্রসিদ্ধ ছিল। লোকপিতামহ ব্রহ্মাকে স্বীয় কন্যার পশ্চাৎ ধাবিত হইতে দেখিয়া হাস্য করায় মহদতিক্রমাপরাধে ইহাদের অসুর জন্ম লাভ হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতেও (ভাঃ ১০।৮৫।৪৭-৫৭ দ্রষ্টব্য) মাতা দেবকীদেবীর প্রার্থনানুসারে শ্রীরামকৃষ্ণকর্ত্তৃক শ্রীবলিরাজের সুতলপুরী হইতে তাঁহার (দেবকীর) মৃত ষট্পুত্রকে জীবিতাবস্থায় আনয়ন প্রসঙ্গে লিখিত আছে—

আসন্ মরীচেঃ ষট্ পুত্রা ঊর্ণায়াং প্রথমেঽন্তরে।
দেবাঃ কং জহসুর্বীক্ষ্য সুতাং যভিতুমুদ্যতম্॥
তেনাসুরীমগন্ যোনিমধুনাবদ্যকর্ম্মণা।
হিরণ্যকশিপোর্জাতা নীতাস্তে যোগমায়য়া॥
দেবক্যা উদরে জাতা রাজন্ কংসবিহিংসিতাঃ।
সা তান্ শোচত্যাত্মজান্ স্বাংস্ত ইমেঽধ্যাসতেঽন্তিকে॥
ইত এতান্ প্রণেষ্যামো মাতৃশোকাপনুত্তয়ে।
ততঃ শাপাদ্বিনির্ম্মুক্তা লোকং যাস্যন্তি বিজ্বরাঃ॥
স্মরোদ্গীথঃ পরিষ্বঙ্গঃ পতঙ্গঃ ক্ষুদ্রভৃদ্ঘৃণী।
ষড়িমে মৎপ্রসাদেন পুনর্যাস্যন্তি সদ্গতিম্॥ ইত্যাদি

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ সুতলপুরে গিয়া দৈত্যরাজ বলিকে বলিতেছেন—'হে দৈত্যরাট্, স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে মহর্ষি মরীচির

ভার্য্যা উর্ণা দেবীর গর্ভে যে ছয়টি দেবসদৃশ পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রজাপতিকে স্বীয় (সরস্বতী নাম্নী) কন্যারমণোদ্যত দেখিয়া উপহাস করায় সেই পাপবশতঃ 'হিরণ্যকশিপোঃ সকাশাৎ কালনেমিক্ষেত্রে'—হিরণ্যকশিপুর পুত্র কালনেমির পুত্ররূপে অসুরজন্ম প্রাপ্ত হন। আবার তথা হইতে যোগমায়া কর্তৃক নীত হইয়া তাঁহারা দেবকীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিলে কংস কর্তৃক নিহত হন। দেবকীদেবী তাঁহাদিগকে নিজপুত্রজ্ঞানে তাঁহাদের জন্য শোক প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহারা সম্প্রতি তোমার নিকট অবস্থান করিতেছেন। 'আমরা মাতৃশোক অপনোদনার্থ তাঁহাদিগকে এস্থান হইতে তাঁহার (মাতার) নিকট লইয়া যাইব। অতঃপর তাঁহারা শাপবিমুক্ত ও সন্তাপশূন্য হইয়া দেবলোকে গমন করিবেন। স্মর, উদ্গীথ, পরিষঙ্গ, পতঙ্গ, ক্ষুদ্রভৃৎ এবং ঘৃণী নামক মরীচির ঐষট্ পুত্র আমার অনুগ্রহে পুনরায় সদ্গতি লাভ করিবেন। ইত্যাদি।

এক্ষণে পূর্ব্বপক্ষ এই যে, "শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা ভগবৎ-প্রকাশিকা মহাশক্তিস্বরূপিণী দেবকীদেবীতে প্রাকৃত ষড়্-গর্ভের প্রবেশ কিপ্রকারে সমীচীন হইতে পারে?'' শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরই এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া স্বয়ংই তাহার সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে—"সত্য, শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ শ্রীভগবানে সমষ্টি ও ব্যষ্টি জগৎ প্রবিষ্ট হইয়াও যেমন অপ্রবিষ্ট—তাঁহাতে উহাদের যোগ নাই, দেবকীগর্ভে ষড়গর্ভের প্রবেশও তদ্রূপ জানিতে হইবে। গীতায় ভগবদ্বাক্য এইরূপ—

মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্বস্থিতঃ।
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্॥

—গীঃ ৯।৪-৫

সমস্ত ভূতই চৈতন্যস্বরূপ আমাতে অবস্থিত, কিন্তু আমি তাহাতে অবস্থিত নহি; আবার আমার শুদ্ধস্বরূপেও ভূত-সকল অবস্থিত নহে। আমার যে মায়াশক্তিপ্রভাব, তাহাতেই সমস্ত অবস্থিত। ইহাই আমার অচিন্ত্য যোগৈশ্বর্য্য। জীববুদ্ধিদ্বারা ইহার সামঞ্জস্য হয় না। ভক্তিপারিপাট্য প্রদর্শনার্থ শ্রীভগবানের এই সকল অচিন্ত্য লীলা প্রকাশিত হয়। সুতরাং ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে—ভক্তজনে শ্রবণকীর্ত্তনাদি লক্ষণা ভক্তি অবস্থান করেন। তদ্গর্ভে তদানুষঙ্গিকফলস্বরূপে ছয়টি বিষয়ভোগ-স্পৃহাও (পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পঞ্চবিষয় ও মনের বিষয়) থাকে। 'হায়, এই সকলের দ্বারা সংসারান্ধকূপে পতিত হইব'—ভক্তের হৃদয়ে এইরূপ ভয়োদয়ে কালক্রমে সেই সকল বিষয়ভোগ-বাসনা বিনষ্ট হইয়া যায়। তখন ভগবদ্যশঃ শ্রবণকীর্ত্তন-পরিচর্য্যাদিময়ী ভক্তি অতিপ্রবৃদ্ধা হয়। সেই প্রবৃদ্ধা ভক্তিতেই রূপগুণলীলাবারিধি ভগবান্ প্রাদুর্ভূত হন। ভক্তি ভগবৎ-প্রকাশক শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপিণী। শ্রুতিবাক্যও তাহাই সমর্থন করিতেছেন—'ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি' ইত্যাদি অর্থাৎ ভক্তিই ভগবান্‌কে দর্শন করাইয়া থাকেন। 'মরীচি মন হইতে উদ্ভূত হন' এই শ্রুতিবাক্যে জানা যায়—মরীচি মনের অবতার। মরীচির ছয়টি পুত্র সুতরাং মনোভোগ্য ছয়টি বিষয়। দেবকী হইতে শ্রীভগবানের প্রাদুর্ভাব বলিয়া দেবকী ভক্তির অবতার —সাক্ষাৎ ভক্তিস্বরূপিণী। 'ভয়াৎ কংসঃ' এই শ্রুতিবাক্যানু-সারে ভয়ময়ত্ব-হেতু কংস ভয়ের অবতার। অতএব ভক্তিগর্ভগত ষড়্‌বিষয়ের যেমন সংসার ভয়ই নিবর্ত্তক, তদ্রূপ দেবকীষড়্‌গর্ভেরও কংস হন্তা। বিষয় নিবৃত্ত হইলে যেমন ভক্তিগর্ভে ভগবদ্যশঃ পরিচর্য্যাদিময়ী প্রেমভক্তির উদয় হয়, তদ্রূপ দেবকীর ষড়্‌গর্ভ নিবৃত্ত হইলে ভগবদ্ যশোনিবাস শয্যাসনচ্ছত্রাদিরূপ সপ্তমগর্ভ অনন্তদেবের আবির্ভাব জানিতে হইবে। প্রেমভক্তির আবির্ভাবানন্তর যেমন ভগবৎসাক্ষাৎকার ভক্তির অষ্টমগর্ভস্বরূপ, তদ্রূপ দেবকীরও অষ্টমগর্ভ শ্রীভগবান্। ইহাই দেবকীগর্ভে শ্রীভগবদাবির্ভাবতাৎপর্য্য॥''

'সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব শব্দিতং'—বিশুদ্ধসত্ত্বের নামই বসুদেব। এই বসুদেবেই ভগবান্ বাসুদেব আত্মপ্রকাশ করেন। শ্রীমদ্ভাগবত ১ম স্কন্ধ ২য় অধ্যায়োক্ত "শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ। হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্।'' "নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া। ভগ-বত্যুত্তমঃশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী॥'' "তদা রজস্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতি॥' "এবং প্রসন্নমনসো ভগবদ্ভক্তিযোগতঃ। ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানং

মুক্তসঙ্গস্য জায়তে॥”—ভাঃ ১।২।১৭-২০—এই সকল শ্লোক আলোচনা করিলে জানা যায়,—পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তন সজ্জনসুহৃৎ কৃষ্ণ তাঁহার নামরূপগুণলীলাকথা শ্রবণকারীর হৃদ্যন্তস্থ হইয়া তাহার হৃদয়ের সকল অভদ্র জড়বিষয় ভোগবাসনাত্মকপাপাদি দূর করিয়া দেন। ভক্তভাগবতের পরিচর্য্যাসহকারে সেই ভক্তমুখে গ্রন্থভাগবত শ্রবণ করিতে করিতে অনর্থ নিবৃত্তিক্রমে উত্তমঃ শ্লোক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে নৈষ্ঠিকী অর্থাৎ চিত্তবিক্ষেপ-রহিতা অচলা ভক্তির উদয় হয়। তখন রজস্তমোগুণজাত চিত্তবিক্ষেপাদি এবং কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্য প্রভৃতি ভজনবিঘ্ন—যাহা কৃষ্ণকথা শ্রবণাদিতে অরুচি উৎপাদক, তাহা দূরীভূত হইয়া কৃষ্ণকথা শ্রবণাদিতে রুচি উৎপাদন করে। সত্ত্বগুণপ্রাবল্যে জীবের নিত্যানিত্য বিবেকোদয়ে সাধুসঙ্গে কৃষ্ণানুশীলনক্রমে শুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তি ভগবানে আসক্তির উদয় হয়। মন শুদ্ধসত্ত্বে স্থিত হইয়া প্রসন্নতা লাভ করে। এইরূপে ভগবদ্ভজনপ্রভাবে প্রসন্নচিত্ত—‘মুক্তসঙ্গ’ অর্থাৎ কামাদিবাসনাশূন্য সাধকের ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞান বা ভগবৎসাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থকে। আসক্তিপূর্ব্বক প্রতিক্ষণ কৃষ্ণভজনপ্রভাবে রত্যুদয়ে চিত্ত বিষয়সংস্পর্শ-রহিত হইয়া প্রকৃত প্রসন্নতা লাভ করে। তদনন্তর প্রেমভক্তি-বৃদ্ধিক্রমে প্রেমের পরিপক্বাবস্থায় শ্রীভগবত্তত্ত্বের স্বরূপগুণ-লীলৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যের প্রকৃত বিজ্ঞান বা অনুভব হয়। এই বিজ্ঞান বা অনুভবকেই—শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ ‘সাক্ষাৎকার’ বলিয়াছেন ভাঃ ১।২।৭ শ্লোকে (“বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ। জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্॥) যে, ভক্তির বৈরাগ্য ও অহৈতুক জ্ঞানোৎপাদনের কথা বলিয়াছেন, তাহা উপরিউক্ত ভাঃ ১।২।২০ শ্লোকের মুক্ত-সঙ্গস্য অর্থাৎ উৎপন্নবৈরাগ্যস্য ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানং অর্থাৎ ভগবৎসাক্ষাৎকারঃ বাক্যের সহিত সঙ্গতি হইয়া থাকে। ভগবানে রত্যুদয়ে চিত্ত কিষয়-সংস্পর্শশূন্য—বিষয়বিরক্ত না হইলে ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞান বা ভগবৎ সাক্ষাৎকার সম্ভব হয় না—শ্রীশ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব হৃদয়ে উপলব্ধির বিষয় হয় না। কৃষ্ণাবির্ভাব উপলব্ধি ব্যতীত জীবের জীবনও বৃথা।

“অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি। সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগযুক্তম্॥”—শ্রীভাগবতের এই শ্লোকেও একই তাৎপর্য্য প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। সুতরাং ‘‘সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এইমাত্র চাই। ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পাই॥”

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় তাঁহার প্রার্থনার প্রারম্ভেই “আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে। সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে॥ বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন। কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন॥”—এই প্রার্থনা গাহিয়াছেন। নিখিল চিৎসত্তাবিস্তারিণী সন্ধিনী শক্তিমদ্বিগ্রহ শ্রীবলদেব—তদভিন্ন প্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মরূপে জীবকে কৃষ্ণকথা শুনাইয়া তাহার চিত্ত শুদ্ধ জড়বিষয়বিমুক্ত না করিয়া দিলে তথায় চিন্ময় বৃন্দাবনধাম ও সেই ধামেশ্বর কৃষ্ণপাদপদ্ম দর্শনের ব্যাকুলতাই জাগিবে না। “গুরুকৃপাজলে নিভাই বিষয়-অনল।” “বিষয় অনলে জ্বলিছে হৃদয়, অনলে বাড়ে অনল, সাধুসঙ্গ করি হরিভজে যদি অনলে পড়ে ত’জল॥” গুরুমুখ-নিঃসৃতা শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী বিষয়ানল নির্ব্বাপণের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের অন্তস্তল হইতে কাঁহা মোর বৃন্দাবন, কাঁহা রাধিকাচরণ, কাঁহা সেই রাধাপ্রাণধন গোপিকাজীবন শ্যামসুন্দর যশোদা-নন্দন বলিয়া ক্রন্দনের রোল উঠিবে। চিত্ত বিষয়মলিন থাকাকালে এই ক্রন্দন উঠে না। ক্রন্দন না উঠিলে—আকুলভাবে চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে বিপ্রলম্ভরসাবিষ্ট শ্রীমন্মহাপ্রভুর আনুগত্যে ‘কাঁহা কৃষ্ণ প্রাণনাথ মুরলীবদন। কাঁহা যাঙ কাঁহা পাঙ ব্রজেন্দ্রনন্দন’ বলিয়া প্রাণভরিয়া ডাকিতে না পারিলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। “ভক্তস্য ভজনোত্থা শ্রান্তিস্তদ্দর্শনোত্থা কৃষ্ণকৃপা”—এই দুই আঙ্গুল রজ্জু না পুরিলে তাঁহাকে বাঁধা যায় না।

গুরুকৃপা হি কেবলম্।

শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব

[শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ, এম্-এ]

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব প্রধানতঃ ব্রহ্মসংহিতার প্রথম শ্লোকে এইরূপ নিহিত আছে—

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥"

—"পরম ঈশ্বরই শ্রীকৃষ্ণ, তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, অনাদি, আদি, 'গোবিন্দ' তাঁহার একটী নাম, তিনি সর্ব্ব-কারণকারণ।" শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতন গোস্বামীকে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বলিতেছেন—

"কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার শুন সনাতন।
অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব, ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
সর্ব্ব-আদি, সর্ব্ব-অংশী, কিশোরশেখর।
চিদানন্দ দেহ, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বেশ্বর ॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১৫২-১৫৩)

—শ্রীকৃষ্ণ অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব, তাঁহার সর্ব্বপ্রকার মাধুর্য্য ঐশ্বর্য্য ব্রজলীলায় ব্রজেন্দ্রনন্দনস্বরূপে পূর্ণভাবে অভিব্যক্ত, তিনি সর্ব্ব-আদি, সর্ব্ব-অংশী, কিশোররূপ তাঁহার নিত্য-স্বরূপ, তাঁহার দেহ চিদানন্দময়, তিনি সর্ব্বাশ্রয় ও সর্ব্বেশ্বর।"

শ্রীমদ্ভাগবতে তাঁহার স্বরূপ-তত্ত্ব এইরূপ বর্ণিত আছে—

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥"
(ভাঃ ১।২।১১)

—যাহা অদ্বয়জ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ তাঁহাকেই তত্ত্ব বলেন। সেই তত্ত্বই ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—এই তিন নামে অভিহিত হন।"

ব্রহ্মসংহিতার শ্লোকটীর প্রথমাংশ 'ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ' —ইহাতে বুঝা যায় 'পরম ঈশ্বর' বলিতে শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদিতে যে তত্ত্বসমূহ নির্দ্দেশ করিয়াছেন সেই সকল তত্ত্বই শ্রীকৃষ্ণের পরিচায়ক।

পরিদৃশ্যমান সমগ্র বিশ্ব এবং উহার অতীত যাহা কিছু আছে বা থাকিতে পারে তাহার মূল যিনি, যিনি এই সমগ্র বিশ্বের সমস্ত বস্তুতে ওতপ্রোতভাবে বিরাজমান থাকিয়া সকল বস্তুকে নিয়ন্ত্রণ ও পালন করিতেছেন, প্রলয়-কালে যাঁহাতে এই সমগ্র বিশ্ব বিলীন হইয়া থাকে, সেই সর্ব্বকারণের কারণ, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অদ্বিতীয় তত্ত্বকে উপনিষৎ প্রভৃতি অধিকাংশস্থলে 'ব্রহ্ম', 'পরব্রহ্ম', 'পরাৎপরব্রহ্ম', 'পরতত্ত্ব' ইত্যাদি নামে অভিহিত করিয়া-ছেন। কোন কোন স্থলে তাঁহাকে 'ঈশ', 'ঈশ্বর' বা 'পরমেশ্বর'ও বলা হইয়াছে। "তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্। পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্ ॥" (শ্বেত) —অর্থাৎ যিনি বৈকুণ্ঠস্থ ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর, স্বর্গস্থ দেবতা-গণের পরম দেবতা, ব্রহ্মাদি প্রজাপতিগণের অধীশ্বর, বিশ্বব্যাপী পরমাত্মা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সেই স্বপ্রকাশ স্তবনীয় পরতত্ত্বকে আমরা ভুবনেশ্বর বলিয়া জানি। মোট কথা, যে নামই দেওয়া হউক, সেই নামে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব বা পরতত্ত্বকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

বেদে বহুস্থানে পরোক্ষভাবে, কোথাও সাক্ষাৎভাবে, কোথাও অন্বয়ভাবে, কোথাও বা ব্যতিরেকভাবে এই পরতত্ত্বের বর্ণন করিয়াছেন। সুতরাং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্বের অর্থ ব্যাপক বা মুখ্য বৃত্তিতে গ্রহণ করাই সঙ্গত হইবে। *

---

* অলঙ্কার শাস্ত্রানুসারে শব্দের তিনটী বৃত্তি আছে—মুখ্যা, লক্ষণা ও গৌণী। **মুখ্যা**—কোন একটী শব্দের স্বাভাবিক শক্তিদ্বারা যে অর্থ বোধ হয় অর্থাৎ শব্দটী উচ্চারণ করিলেই সাক্ষাৎভাবে উহার যে অর্থবোধ হয় তাহাকে ঐ শব্দের মুখ্য অর্থ বলা হয়। যে ধাতু ও প্রত্যয় যোগে শব্দটী নিষ্পন্ন হয়, সেই ধাতু ও প্রত্যয়ের অর্থানুসারে

এখন এই 'ব্রহ্ম', 'পরব্রহ্ম', বা 'পরমেশ্বর' বলিতে কি বুঝায়?

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম।" (তৈত্তি)

—অর্থাৎ যাঁহা হইতে ভূতসকল উৎপন্ন হইয়াছে, যাঁহাদ্বারা ভূতসকল জীবিত থাকে, যাঁহাতে ভূতসকল গমন করে এবং সৃষ্টিধ্বংসকালে ভূতসকল সূক্ষ্মরূপে লয়প্রাপ্ত হয় তাঁহার কথাই জিজ্ঞাসা কর, তিনিই ব্রহ্ম।

শব্দটীর অর্থই উহার মুখ্যার্থ—যেমন বিষ্ণু (বিষ্ ব্যাপিয়া থাকা—নুক্ ক)—যিনি সর্ব্বব্যাপী ; পাচক (পচ্—পাক করা + ণক্ কর্তৃবাচ্যে)—যিনি পাক করেন। মুখ্যাবৃত্তিকে অভিধাবৃত্তিও বলা হয়।

লক্ষণা—মুখ্যার্থের বাধা জন্মিলে অর্থাৎ মুখ্যার্থ করিলে বক্তা যাহা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছেন তাহা ঠিকমত বলা হয় না এরূপস্থলে বাচ্যসম্বন্ধবিশিষ্ট অন্য পদার্থের অর্থ গ্রহণ করিলে তাহাকে **লক্ষণা** বলে—যেমন 'গঙ্গায় ঘোষ বাস করে'—এখানে 'গঙ্গায়' বলিতে গঙ্গা নামক নদীর মধ্যে এই মুখ্যার্থসূচক অর্থ করিলে খাঁটি অর্থবোধ হয় না, কারণ গঙ্গানদীগর্ভে কোন লোক বাস করে বক্তা ইহা বলিতে চান নাই। এখানে গঙ্গা শব্দ সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট অন্য শব্দের অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে—অর্থাৎ গঙ্গায় ঘোষ বাসকরে = **গঙ্গাতীরে** ঘোষ বাস করে। এই অর্থটী শব্দের লক্ষণাবৃত্তিদ্বারা লব্ধ অর্থ। মুখ্যার্থের অসঙ্গতি হইলেই লক্ষণার আশ্রয় লইতে হয়, নতুবা মুখ্যার্থ গ্রহণ না করিয়া বক্তার নিজ উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করা শাস্ত্রানুমোদিত নহে।

গৌণী—যেখানে মুখ্যার্থ গ্রহণ করিলে প্রকৃত অর্থ বোধ হয় না, সেখানে মুখ্যার্থের কোন একটী সাদৃশ্যযুক্ত গুণ লইয়া যে অর্থ গ্রহণ করা হয় তাহাকে গৌণার্থ বলা হয় এবং যে বৃত্তিদ্বারা এই অর্থ গ্রহণ করা হয় তাহাকে গৌণী বৃত্তি বলে। যেমন "সিংহোঽয়ং দেবদত্তঃ"—এই দেবদত্ত একটী সিংহ। এখানে সিংহশব্দের মুখ্যার্থে প্রকৃত অর্থ বোধ হয় না, কারণ দেবদত্ত একজন মানুষ, তাহাকে সিংহনামক একটী চতুষ্পদ, রোম, লেজ, কেশরযুক্ত পশুবিশেষ বলিতে খাঁটি অর্থ বলা হইল না। এখানে মুখ্যার্থ না লইয়া সিংহের বিক্রমশালিত্ব গুণটীকে গ্রহণ করিয়া এইরূপ অর্থ করিতে হইবে যে 'দেবদত্ত সিংহের ন্যায় বিক্রমশালী'। কেহ কেহ গৌণীবৃত্তিকে পৃথক একটী বৃত্তি না বলিয়া উহাকে লক্ষণাবৃত্তিরই অন্তর্ভুক্ত করেন। কোন শব্দের তাৎপর্য্য বুঝাইতে হইলে অনেকসময় বাক্যের পরম্পরাক্রমে ঐ শব্দের অর্থ নির্ণয় করিতে হয়। ইহাকেও গৌণীবৃত্তি বলা হয়। যেমন শ্রুতিতে পাওয়া যায়—নচিকেতা ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করিলে যম তাঁহাকে বলিলেন—"সমস্ত বেদ যাঁহাকে প্রাপ্তব্য বলিয়া উপদেশ করেন, যাঁহাকে পাইবার নিমিত্ত সর্ব্বপ্রকার তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়, যাঁহাকে পাইবার জন্য গুরুগৃহে বাসরূপ ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করা হয়, সেই ব্রহ্মপদের কথা আমি তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি, সেই ব্রহ্মই 'ওঁকার।" গীতাতে জানা যায় শ্রীকৃষ্ণই 'ওঁকার। শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম। 'পিতামহস্য···বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কারঃ ঋক্ সাম যজুরেব চ॥ গী ৯।১৭। সুতরাং পরম্পরাক্রমে বলা হইল শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য।

লক্ষণা কিংবা গৌণী বৃত্তিতে যুক্তি ও কল্পনার সাহায্য লইতে হয়, কিন্তু মুখ্যাবৃত্তিতে উহার সাহায্য লইতে হয় না—সাক্ষাৎভাবেই উহার অর্থ বোধ হয়। অনেকসময় মানবরচিত গ্রন্থাদিতে ভ্রম-প্রমাদাদি দোষ থাকে, সেখানে গ্রন্থকারের মর্য্যাদা রক্ষণ করিবার জন্য বাক্যের অর্থ করিতে লক্ষণা বা গৌণীবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, কিন্তু বেদ উপনিষদাদি অপৌরুষেয় বলিয়া উহার বচনে ভ্রম-প্রমাদাদি দোষ থাকিতে পারে না, সেজন্য মুখ্যাবৃত্তিতেই ঐসকল বচনের অর্থ গ্রহণ করা সঙ্গত। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য অনেকসময় বেদান্তসূত্রের অর্থ করিতে গিয়া মুখ্যাবৃত্তি ত্যাগ করিয়া লক্ষণা বা গৌণীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে বাক্যের প্রকৃত অর্থ প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

উপনিষদের উক্তশ্লোক হইতে জানা যায় যে ব্রহ্মই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়াদির কারণ। সৃষ্টি-আদি সম্বন্ধে ব্রহ্মই অপাদান, করণ ও অধিকরণ কারক।

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে (ব্রহ্ম অপাদান কারক)—যাহা হইতে এই সকল প্রাণী উৎপন্ন হইয়াছে। শুধু পরিদৃশ্যমান জগৎ নহে, অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড এবং তদতীত যাহা কিছু আছে সমস্তই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন। জড়বিজ্ঞান জগতের বিভিন্ন বস্তুর উপাদান বিশ্লেষণ করিয়া

অন্বয়—'অন্বয়' অর্থ বিধি। শাস্ত্রে সাক্ষাৎভাবে যে আদেশ দেওয়া হয়, উহাকে অন্বয় বিধান বলে। সোজাসুজিভাবে অমুক কার্য্য কর এইরূপ যে আদেশ, যেমন—"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু" গী ১৮।৬৫

—আমাতে মন অর্পণ কর। অমার ভক্ত হও। আমার যাজন কর। আমাকে নমস্কার কর।

ব্যতিরেক—ইহার অর্থ নিষেধ। সোজাসুজি এই কার্য্য কর, ইহা না বলিয়া এই কার্য্য, না করিলে তাহার ফল এই হইবে, এইরূপভাবে প্রকারান্তরে কার্য্যটী না করাটা নিষেধ করা হয়; যেমন—

"য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্। ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥" (ভা ১১।৫।৩)

—'যাহারা আত্মার সাক্ষাৎ প্রভু ঈশ্বর বিষ্ণুকে ভজন করে না বা অবজ্ঞা করে, তাহারা স্বস্থানভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয়।' এখানে বিষ্ণুভজন না করাটা নিষেধ করিতেছেন, না করিলে যে ফল হয় তাহা জানাইয়া প্রকারান্তরে ভজন করিতেই আদেশ দেওয়া হইল।

পরোক্ষবাদ—যেস্থানে কোন শব্দ বা উক্তির অর্থ স্পষ্টভাবে না বলিয়া সাঙ্কেতিক শব্দে বা অস্পষ্টতার আবরণে, কোথাও বা হেয়ালিভাবে প্রকাশিত হয়, তখন তাহাকে পরোক্ষভাবে উক্ত বলা হয়। অনেক বেদবাণী এইভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। এই পরোক্ষবাদ শ্রীভগবানেরও অভিপ্রেত—"বেদা ব্রহ্মাত্মবিষয়াস্ত্রিকাণ্ডবিষয়া ইমে। পরোক্ষবাদা ঋষয়ঃ পরোক্ষঞ্চ মম প্রিয়ম্॥" (ভা ১১।২১।৩৫)—অর্থাৎ কর্ম্ম, দেবতা ও জ্ঞান—এই ত্রিকাণ্ডাত্মক সমস্ত বেদই ব্রহ্ম অর্থাৎ পরতত্ত্ব—পরমেশ্বরবিষয়ক হইলেও ঋষিগণ তদ্বিষয়ে পরোক্ষবাদী হইয়াছেন, অর্থাৎ উহার মুখ্যার্থ আচ্ছাদনপূর্ব্বক অস্পষ্টরূপে বলিয়াছেন, যেহেতু তদ্বিষয়ে পরোক্ষই আমার প্রিয়। শ্রীভগবান্ পরোক্ষপ্রিয় বলিয়া শ্রুতিসকল তাঁহার তত্ত্ব অধিকাংশস্থলে স্বরূপলক্ষণে প্রকাশ না করিয়া কিঞ্চিৎ আবরণপূর্ব্বক তটস্থলক্ষণে অর্থাৎ কেবল কার্য্যদ্বারা তাঁহার পরিচয় দিয়াছেন, যেমন 'তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং' ইত্যাদি। এই সকল অস্পষ্ট তত্ত্বগুলি সুস্পষ্টভাবে শ্রীগীতায় এবং অনাবৃত বেদস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বেদের কর্ম্মকাণ্ডের বাহ্য অর্থ—কর্ম্ম ও যজ্ঞাদি, কিন্তু গূঢ় বিশুদ্ধ অর্থ শ্রীকৃষ্ণ 'যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ'। দেবতাকাণ্ডে ইন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি প্রভৃতি দেবতাদিগকে নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহাদের স্তব মন্ত্রাদি বর্ণিত, কিন্তু ঐসকল দেবতার নাম ও তাঁহাদের উপাসনাদির নির্দ্দিষ্ট বস্তু শ্রীকৃষ্ণ। জ্ঞানকাণ্ডে বর্ণিত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মেরও মুখ্য অর্থ শ্রীকৃষ্ণ। "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্।"

পরোক্ষবাদ শ্রীভগবানের প্রিয় ইহার কারণ সম্ভবতঃ এই যে যাহারা ভজনে অধিকারী নহে, বহির্ম্মুখ ও উদাসীন তাহাদের নিকট পরমদুর্ল্লভ তাঁহার আরাধনা প্রচ্ছন্ন রাখিয়া বেদের ভোগপর ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে। ভক্তপ্রবর নারদও বলিয়াছেন—"যৎ পরোক্ষপ্রিয়ো দেবো ভগবান্ বিশ্বভাবনঃ" ভাঃ ৪।২৮।৬৫। বহির্ম্মুখজনের নিকট আত্মগোপন করা শ্রীভগবানের স্বভাব—"আপনা লুকাইতে কৃষ্ণ নানা যত্ন করে" (চৈঃ চঃ আদি ৩।৮৭)। এমন কি রুদ্রদেবকে তিনি মোহশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া তাঁহার স্বরূপ প্রকাশের বিরোধী অক্ষজ যুক্তিজাল দর্শন করাইতে আদেশ করিয়াছিলেন। শ্রীল শুকদেবও বলিয়াছেন—"মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্" ভাঃ ৫।৬।১৮। এইরূপ আত্মগোপনের চেষ্টা করিয়াও ভক্তের নিকট তিনি ধরা পড়েন—"তথাপি তাঁহার ভক্ত জানয়ে তাঁহারে" (চৈঃ চঃ আদি ৩।৮৭)। ভক্তকে কৃপা করিয়া তাঁহার প্রচ্ছন্ন তত্ত্ব সমূহ তাঁহার নিকট প্রত্যক্ষীভূত করেন। তাই ভক্ত অর্জ্জুনকে নিজ বিশ্বরূপ দেখাইয়া বলিলেন "যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্"—আমার যে রূপ তুমি ব্যতীত অন্য কেহ দেখে নাই।

কয়েকটি মুল উপাদানে পৌঁছিয়াছে, কিন্তু এই সমস্ত উপাদানেরও কারণ নিশ্চয়ই থাকিবে। আবার শুধু উপাদান থাকিলেও কোন দ্রব্য প্রস্তুত করিতে হইলে তাহার একজন নির্ম্মাতা থাকাও আবশ্যক। জড়বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত **মূল** উপাদানগুলি জড়, উহাদের প্রণালীবদ্ধভাবে **মিলন** এবং উহাদের বৈচিত্র্যীময় বস্তুরূপে প্রকাশ, ইহাতে কোন চেতনাশক্তি না থাকিলে সম্ভবপর হইতে পারে না। সুতরাং জগতের মূলকারণ নিশ্চয়ই অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন সর্ব্বজ্ঞ, চৈতন্যময় পরব্রহ্ম শ্রীভগবান্।

এই সৃষ্টিকার্য্য সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ আছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যদিগের মত—শ্রুতি বলেন "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্"—অর্থাৎ হে সৌম্য, সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সৎস্বরূপই ছিল। ইহাতে বুঝা যায় যে সৃষ্টির পূর্ব্বে কারণরূপে সদ্ব্রহ্মই ছিলেন। "আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ"—এই বেদান্ত সূত্র হইতে জানা যায় যে তিনিই জগৎরূপে পরিণত হয়েন। জগৎরূপ কার্য্যে পরিণত হইয়াও তিনি অবিকৃত থাকেন। তাঁহার বহিরঙ্গাশক্তি জড়রূপা মায়াই জগৎরূপে পরিণত হয়, শক্তি ও শক্তিমানের অভেদহেতু ব্রহ্মপরিণাম বলিতে তাঁহার শক্তিপরিণামই বুঝায়।

সাংখ্যবাদ—সাংখ্য ব্রহ্ম বা ঈশ্বর স্বীকার করেন না। এইমতে প্রকৃতিই পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া জগৎরূপে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু এই প্রকৃতি ব্রহ্মের কোন শক্তি নহে—উহা একটী স্বতন্ত্রতত্ত্ব। উহা স্বতঃপরিণামশীলা, সুতরাং উহা অচেতন হইলেও উহার স্বরূপগত ধর্ম্ম এই যে আপনা আপনিই পরিদৃশ্যমান জগতের বিভিন্ন বস্তু ও রূপে পরিণত হইতে পারে, তাহাতে অন্য কোন উপাদান বা নিমিত্ত কারণের সাহায্য লইতে হয় না। সুতরাং প্রকৃতিই জগতের উপাদানকারণ ও নিমিত্তকারণ। কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে ঐ মতবাদ যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া মনে হইবে না। প্রথমতঃ প্রকৃতির এই স্বতঃপরিণামশীলতা ধর্ম্ম থাকিতে পারে না, কারণ যদি তাহা থাকিত তবে মহাপ্রলয়ের পর সুদীর্ঘকাল (পুনরায় সৃষ্টি না হওয়া পর্য্যন্ত) উহার সাম্যাবস্থায় থাকিবার দরকার হইত না। তদ্ভিন্ন জগৎ অনন্ত বৈচিত্র্যীতে পূর্ণ—বিচারবুদ্ধির ফল ছাড়া এরূপ বৈচিত্র্যী সম্ভবপর হইতে পারে না। জড়বস্তুর বিচারবুদ্ধি থাকিতে পারে না, সুতরাং জড়াপ্রকৃতির ঐরূপ বৈচিত্র্যী বিধান করা সম্ভবপর নহে।

সৃষ্টির ব্যাপারে প্রকৃতির সাহচর্য্য আছে ইহা সত্য, কিন্তু ব্রহ্মের শক্তিব্যতীত প্রকৃতি কোন কার্য্য করিবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারে না। অগ্নির শক্তিপ্রাপ্ত হইয়া লৌহ দহন করিতে পারে, তাহার দহন করিবার নিজস্ব কোন শক্তি নাই, কিন্তু অগ্নির লৌহের সাহায্য না লইয়াই দহন করিবার শক্তি আছে। তদ্রূপ প্রকৃতির সৃষ্টিব্যাপারে উপাদানকারণরূপে বা নিমিত্তকারণরূপে কোন সহযোগিতা দৃষ্ট হইলেও উহা মুখ্য কারণ নহে, গৌণ কারণ মাত্র। ব্যাসদেব এই সাংখ্যমত নিরসন করিয়াছেন। সৃষ্টিকার্য্য সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে যে বিবৃতি আছে উহার অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইতেছে। সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্ম কারণার্ণবশায়ী পুরুষরূপে প্রকৃতিতে শক্তিসঞ্চার করেন, তাহারই ফলে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণান্বিতা প্রকৃতির সাম্যাবস্থা নষ্ট হয়, প্রকৃতি বিক্ষুব্ধা হইলে উহার প্রথম পরিণতি মহত্তত্ত্ব, মহতত্ত্ব হইতে অহঙ্কারতত্ত্ব, অহঙ্কার-তত্ত্ব বিকারপ্রাপ্ত হইলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ পঞ্চতন্মাত্র এবং উহার স্থূলরূপ ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চমহাভূত, মন, দশেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ, চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা-ত্বক্ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক্-পাণি-পাদ-পায়ু-উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলের উৎপত্তি হয়। এই বিকারসমূহের সম্মিলননিমিত্ত কারণার্ণবশায়ী পুরুষ উহাতে সংজননশক্তি সঞ্চার করেন। ক্রমে ক্রমে মহা-ভূতাদির সম্মেলনে একটী ভৌতিক হৈম অণ্ডের সৃষ্টি হয়। প্রকৃতিতে ঈক্ষণকার্য্য হইতে ভৌতিক হৈম অণ্ড সৃষ্টিপর্য্যন্ত কারণার্ণবশায়ী প্রথম পুরুষের কার্য্য। এখন সৃষ্টি ব্যাপারে গর্ভোদশায়ী পুরুষের কার্য্য বলা হইতেছে।

উক্ত হৈম অণ্ডকোষটী অপ্রকাশিত চেতন হইয়া বহু সহস্র বৎসর কারণার্ণব জলে অবস্থিত রহেন।

এই মূল অণ্ডটী হইতে অসংখ্য অণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছিল। "অগণ্য অনন্ত যত অণ্ডসন্নিবেশ। তত রূপে পুরুষ করে তাহাতে প্রবেশ॥" (চৈঃ চঃ) এইসকল অণ্ডের প্রত্যেকটীতে কারণার্ণবশায়ী পুরুষের অন্যস্বরূপ গর্ভোদশায়ী পুরুষ যত ব্রহ্মাণ্ড তত মূর্ত্তি হইয়া এক এক মূর্ত্তিতে এক এক ব্রহ্মাণ্ডে অন্তর্যামীরূপে প্রবিষ্ট হইলেন—"তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রবিশৎ" (শ্রুতি)। গর্ভোদশায়ীর নাভিপদ্ম হইতে প্রজাপতি ব্রহ্মা উদ্ভূত হইলেন, তিনি পরব্রহ্মের শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া ব্যষ্টি জীবের (অর্থাৎ জীবদেহের) সৃষ্টি করিলেন। প্রথম স্থাবরের সৃষ্টি, অতঃপর লোকপালগণের সহিত ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই ত্রিলোকের সৃষ্টি (ভাঃ ১১।২৪।১১)। স্বঃ (স্বর্গলোক) দেবগণের, ভুবর্লোক (অন্তরীক্ষ লোক) ভূতগণের, ভূর্লোক মনুষ্যপ্রভৃতির বাসস্থান হইল। এই ত্রিলোকের অতীত মহঃ, জন, তপঃ ও সত্যলোক (যোগ, তপস্যা ও সন্ন্যাসের তারতম্যানুসারে) কর্ম্মী, যোগী, ন্যাসী বা জ্ঞানিগণের প্রাপ্য (ভাঃ ১১।২৪।১২-১৪)। ব্রহ্মা ভূমির নিম্নদেশে অসুর ও নাগগণের আবাসস্থানরূপে অতলাদি সপ্তলোক নির্ম্মাণ করিলেন (ভাঃ ১১।২৪।১৩)। সর্ব্বশেষে জীবের ভোগায়তন দেহের সৃষ্টি হইল, যাহাতে জীব তাহার কর্ম্মফলানুযায়ী বিষয়ভোগ করিতে পারে। গর্ভোদশায়ীর অন্যস্বরূপ ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ প্রতি ব্রহ্মাণ্ডের এবং প্রতি ব্যষ্টি জীবের অন্তর্য্যামী পরমাত্মারূপে অবস্থিত থাকিয়া ব্রহ্মাণ্ড পালন করিতেছেন।

বৌদ্ধমত—সৃষ্টির পূর্ব্বে জগতের কারণরূপে অস্তিত্বও স্বীকার করেন না। বস্তুর উৎপত্তিতেই সত্তার আরম্ভ। 'অসৎ হইতে সৎ এর উৎপত্তি' —এই মতবাদ ব্যাসদেব খণ্ডন করিয়াছেন।

বিবর্ত্তবাদ—(শঙ্করাচার্য্য)—সৃষ্টি বলিয়া কিছু নাই। জগতের বাস্তবিক কোন সত্তাই নাই। রজ্জুতে যেমন সর্পভ্রম হয় তদ্রূপ ব্রহ্মে জগতের ভ্রম হয়—ব্রহ্মের বিবর্ত্তই জগৎ।

কোনও সত্যবস্তুতে যে অপর কোনও বস্তুর অস্তিত্বের মিথ্যা প্রতীতি, তাহাই হইতেছে বিবর্ত্ত। শঙ্করাচার্য্য একমাত্র ব্রহ্মকেই সত্যবস্তু বলিয়া স্বীকার করেন। জগৎ বলিতে যাহা কিছু উহা ব্রহ্মের বা ব্রহ্মশক্তির কোন পরিণাম নহে। সর্প দেখিয়া যেমন রজ্জুর ভ্রম হইতে পারে, ঐরূপ একমাত্র সত্যবস্তু ব্রহ্মে জগতের মিথ্যা প্রতীতি হয়। ভ্রম দূরীভূত হইলে ভ্রান্ত ব্যক্তি যেমন আর সর্পকে রজ্জু মনে করে না, তদ্রূপ জীবের অবিদ্যা বা অজ্ঞান দূরীভূত হইলে বুঝিতে পারে যে জগৎ বলিয়া বাস্তবিক কিছু নাই, আছেন একমাত্র ব্রহ্ম। ব্রহ্মেই তাহার জগৎ ভ্রম হইয়াছিল।

শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার প্রচারিত এই বিবর্ত্তবাদের কোন উপযুক্ত শাস্ত্র প্রমাণ দেন নাই। প্রকৃতপক্ষে শ্রুতি, স্মৃতি আদিতে এরূপ কোনও প্রমাণও নাই। শঙ্করাচার্য্য তাঁহার মতবাদের সমর্থনে সর্প-রজ্জু বা শুক্তি-রজত এইরূপ লৌকিক দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। কিন্তু অলৌকিক বিষয়ে লৌকিক দৃষ্টান্ত গ্রাহ্য হইতে পারে না—"শাস্ত্রযোনিত্বাৎ", "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ"। বিবর্ত্তবাদের কোন শ্রুতি প্রমাণ না থাকায় উহাকে শ্রৌত সিদ্ধান্ত রূপে স্বীকার করা যায় না। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন জগৎ ভ্রান্তিমাত্র নহে, উহার অস্তিত্ব আছে, তবে উহা নশ্বর।

'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে'—ব্রহ্ম হইতেই যে জগৎ উৎপন্ন, তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইল। জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করায় ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব ('একমেবাদ্বিতীয়ম্') ও ভেদরাহিত্ব ক্ষুণ্ণ হয় না, কারণ জগতের অস্তিত্ব এখানে স্বয়ংসিদ্ধ নহে। জগৎ ব্রহ্মাতিরিক্ত বা ব্রহ্মনিরপেক্ষ কোন পৃথকতত্ত্ব নহে—কারণরূপ ব্রহ্মেরই শক্তির অভিব্যক্ত কার্য্যরূপ জগৎ।

উপনিষদের যতো বা ইমানি শ্লোকের দ্বিতীয় অংশ **"যেন জাতানি জীবন্তি"—(ব্রহ্মই করণকারক)—** ব্রহ্মদ্বারাই ভূতসকল জীবিত থাকে। ব্রহ্ম শুধু স্রষ্টা নহেন, তিনি পালক। শ্রুতিতে অন্যস্থানেও আছে "স এব কালে ভুবনস্য গোপ্তা" (শ্বেত)। "তস্মিল্লোঁকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে" (কঠ)—অর্থাৎ বিশ্বসৃষ্টির পর ব্রহ্মই বিশ্বকে পালন করেন, নিখিল বিশ্ব ব্রহ্মে আশ্রিত।

শ্রুতিতে ভূতসকলের জীবিত থাকা সম্বন্ধে অন্য উক্তিও আছে—"অন্নেন জাতানি জীবন্তি"—ভূতসকল অন্নদ্বারাই

জীবিত থাকে (তৈত্তি); "প্রাণেন জাতানি জীবন্তি''— ভূতসকল প্রাণদ্বারা জীবিত থাকে (তৈত্তি); 'বিজ্ঞানেন জাতানি জীবন্তি'—ভূতসকল বিজ্ঞানদ্বারা জীবিত থাকে (তৈত্তি); 'আনন্দেন জাতানি জীবন্তি'—ভূতসকল আনন্দ দ্বারা জীবিত থাকে (তৈত্তি)। আবার ঐ একই উপনিষদ্ বলিতেছেন—'অন্নং ব্রহ্ম', 'প্রাণো ব্রহ্ম', 'মনো ব্রহ্ম', 'বিজ্ঞানং ব্রহ্ম', 'আনন্দং ব্রহ্ম'। সুতরাং 'অন্ন, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান, আনন্দ প্রত্যেকেই ব্রহ্ম হওয়ায় এককথায় ব্রহ্ম-দ্বারাই ভূতসকল জীবিত থাকে' বলার একই তাৎপর্য্য বুঝাইতেছে।

গীতায়ও শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন 'গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।' (গী ১৫।১৩)—অর্থাৎ বিশ্বে প্রবিষ্ট হইয়া আমি স্বীয় শক্তিদ্বারা ভূতগণকে ধারণ করিয়া থাকি। ব্রহ্মের পালনকার্য্যের বিপুলতা ও মহিমার দুই একটী উল্লেখ করা যাইতে পারে—এই বিশাল বিশ্বের অনন্ত সৌরমণ্ডলকে তিনি স্বীয় শক্তিদ্বারা স্ব স্ব স্থানে রক্ষা করিতেছেন, তিনি প্রাণরূপে সমস্ত জীবদেহের জীবন—জীবের প্রাণধারণোপযোগী খাদ্য পানীয় বিধান করিয়া জঠরাগ্নিরূপে ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক সাধন করিতেছেন, জীবের বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়ের চেতনা দান করিতেছেন, বিবেকরূপে পাপপুণ্যের সংস্কার করিতেছেন এবং ধর্ম্মরূপে জীবগণকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন; তিনি কালরূপে মাস, ঋতু এবং বৎসর হইয়া আছেন; বিশ্বের পালনের জন্য তাঁহারই ইচ্ছায় তাঁহার অনন্তশক্তিসমূহ বিবিধ কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। পালনকার্য্যের জন্য তিনিই যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া অধর্ম্মের বিনাশ ও ধর্ম্মসংস্থাপন করিতেছেন। এই সকল কর্ম্মে তাঁহার বিষয়াসক্তি নাই, কোন বন্ধনও নাই বা কর্ম্মফল ভোগও নাই—এ সকল তাঁহার দিব্যকর্ম্ম। 'ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা' (গীতা)। সমস্ত কর্ম্মই তাঁহার লীলা।

উপনিষদুক্ত 'যতো বা ইমানি'…শ্লোকের তৃতীয় অংশ—

"যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি" (অধিকরণকারক) —প্রলয়কালে ভূতসকল যাহাতে গমন করে এবং সূক্ষ্মরূপে লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তৈত্তিরিয় উপনিষদে অন্যত্র আছে—'নিলয়ঞ্চানিলয়ঞ্চ'-ব্রহ্মই বিশ্বের নিলয়ন অর্থাৎ আশ্রয়স্থল এবং অনিলয়ন্ অর্থাৎ প্রলয়কর্ত্তা। উপনিষদের 'যতো বা ইমানি…' শ্লোকে জানা গেল ব্রহ্ম বিশ্বের স্রষ্টা, পালক ও প্রলয়কর্ত্তা। যদি কেহ বলেন যে শাস্ত্রে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র বিশ্বের স্রষ্টা, পালক ও সংহারকর্ত্তারূপে বর্ণিত আছে। ইহার উত্তর এই যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র ইঁহারা ব্রহ্মেরই ত্রিবিধ ভাবের তিনটী রূপ। রাজা রাজ্য পালন করেন রাজকর্ম্মচারী নিয়োগদ্বারা—রাজকর্ম্মচারিগণ রাজার রাজশক্তির ভিন্ন ভিন্নরূপ। সেইরূপ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র এবং ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি দেবতাগণ পরব্রহ্মেরই বিবিধ শক্তির বিবিধরূপ। সকলেই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের "বিবিধাঃ ভাবাঃ"। ব্রহ্মার উক্তিতেও ইহা পাওয়া যায়—

> "সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
> বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্॥
>
> (ভাগবত—২।৬।৩২)

অর্থাৎ তাঁহার (ঈশ্বরের) নিয়োগে আমি বিশ্ব সৃজন করি, রুদ্র সংহার করেন, ত্রিশক্তিধারী পরমেশ্বর বিষ্ণুরূপে বিশ্ব পালন করেন।

[ক্রমশঃ]

ভক্ত-ধ্রুব

(৮ম সংখ্যায় প্রকাশিতাংশের পর)

মহাবল ধ্রুব রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া দুইটী কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। প্রথমা মহিষী প্রজাপতি শিশুমারের কন্যা ভ্রমি এবং দ্বিতীয়া মহিষী বায়ুর কন্যা ইলা। প্রথমা মহিষীর গর্ভে দুই পুত্রের জন্ম হইল, তাহাদের নাম কল্প ও বৎসর। দ্বিতীয়া মহিষী ইলার গর্ভে একটী পুত্র ও একটী কন্যার জন্ম হইল। পুত্রের নাম উৎকল,

কন্যাটী সৌন্দর্য্যে কামিনীকুলের রত্নস্বরূপা হইলেন। ধ্রুবের বৈমাত্রেয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা উত্তম দারপরিগ্রহ করিলেন না।

একদিন উত্তম হিমাচল পর্ব্বতে মৃগয়ায় গমন করিলেন। তথায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে যক্ষগণের কবলে পতিত হইলে তাহাদের সহিত কিয়ৎকাল ভীষণ যুদ্ধ হইল, কিন্তু প্রাণপণ করিয়াও নিজের জীবন রক্ষা করতি সমর্থ হইলেন না, এক বলবান্ যক্ষ কর্তৃক নিহত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে ধ্রুবের নিকট উক্ত দুঃসংবাদ পৌঁছিল 'তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা উত্তমকে যক্ষগণ নির্ম্মমভাবে হত্যা করিয়াছে।' ধ্রুব ভ্রাতৃবিয়োগে শোকে অধীর হইয়া পড়িলেন, যক্ষগণের নিষ্ঠুরাচরণের কথা চিন্তা করিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন,—'আমার ভ্রাতাকে দুর্ব্বল ও একাকী অবস্থায় কাপুরুষ যক্ষগণ নির্দ্দয়ভাবে হনন করিয়াছে, অহো বলদর্পে ইহারা কিরূপ মত্ত হইয়াছে, এখনই ইহার সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিতেছি।'—এই বলিয়া সারথিকে অবিলম্বে 'জয়শীল' নামক রথ সজ্জিত করিতে নির্দ্দেশ প্রদান করিলেন। রথ প্রস্তুত হইলে ধ্রুব তাহাতে আরোহণ করিয়া উত্তর দিকে যক্ষালয়াভিমুখে ধাবমান্ হইলেন। হিমালয় পর্ব্বতের সানুদেশে আসিয়া পৌঁছিলে দেখিতে পাইলেন যক্ষগণের অত্যাশ্চর্য্য অলকাপুরী, পুরীর চারিপার্শ্বে রুদ্রানুচর ভূত-প্রেতগণ রক্ষকরূপে অবস্থান করিতেছে। পুরীর সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া ধ্রুব ভীষণ শঙ্খধ্বনি করিলেন উহা পুরীমধ্যে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিলে যক্ষরমণীগণ অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া পড়িল। আচম্বিতে এই প্রকার অদ্ভুত শঙ্খধ্বনি শুনিতে পাইয়া মহাবলী কুবের সৈন্যগণ প্রথমতঃ হতভম্ব হইয়া পড়িল, পরে ধ্রুবকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া ক্রোধে "মার মার" শব্দে অস্ত্র শস্ত্র উত্তোলন পূর্ব্বক পুরী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। মহাধনুর্ধারী ধ্রুব যক্ষসৈন্যগণকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া এক এক জনকে তিন তিন বাণদ্বারা একই সময়ে সকলের ললাটদেশ বিদ্ধ করিলেন। ধ্রুবের অত্যদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া যক্ষসৈন্যগণ বিস্মিত হইল এবং তাৎকালিকভাবে নিজদিগকে পরাস্ত মনে করিয়া উক্ত কার্য্যের প্রশংসা করিতে লাগিল। কিন্তু সর্প যেমন পাদস্পর্শে আঘাত প্রাপ্ত হইলে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়, তদ্রূপ বাণদ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত ক্রোধে যক্ষসৈন্যগণ হুঙ্কার করিয়া উঠিল এবং ধ্রুবকে বিনাশ করিবার জন্য প্রত্যেকে একই সঙ্গে ছয়টী করিয়া বাণ নিক্ষেপ করিল, তৎপর রথ, সারথি ও ধ্রুবকে লক্ষ্য করিয়া একই সঙ্গে পরিঘ (মুগুরের ন্যায় কাষ্ঠনির্ম্মিত অস্ত্র কিন্তু মুখটি লৌহময়), নিস্ত্রিংশ (খড়্গ), প্রাস (ক্ষেপণাস্ত্র বিশেষ), শূল, পরশ্বধ (কুঠার), শক্তি (লৌহশাবল), ঋষ্টি (দুই দিকে ধার যুক্ত খড়্গ), ভূশুণ্ডি (লৌহকণ্টকযুক্ত উন্নত মারণাস্ত্র), বিচিত্র পক্ষবিশিষ্ট শরসমূহ অবিরামধারায় ঝড়ের মত নিক্ষেপ করিতে লাগিল, মনে হইল প্রবল বর্ষায় যেমন পর্ব্বত অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে আর দেখা যায় না, তদ্রূপ ভীষণ অস্ত্র বৃষ্টি ধারায় রথ সারথিসহ ধ্রুব আচ্ছাদিত হইয়া পড়িলেন, কেহই আর তাহাদিগকে দেখিতে পাইল না। সিদ্ধ পুরুষগণ স্বর্গ হইতে ধ্রুব ও যক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ দর্শন করিতেছিলেন। তাঁহারা ধ্রুবের ঐপ্রকার অবস্থা দেখিয়া হাহাকার করিয়া উঠিলেন,—'অহো মনুপৌত্র ধ্রুব সূর্য্যের ন্যায় যক্ষসাগরে নিমগ্ন হইলেন।' অস্ত্রবৃষ্টির দ্বারা ধ্রুব সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত হইয়াছে দেখিতে পাইয়া যক্ষসৈন্যগণ মহোল্লাসে জয়সূচক শব্দ উচ্চারণ করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। কিন্তু কি অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার, নীহারবিন্দু-দ্বারা আবৃত সূর্য্য যেমন নীহারকে ভেদ করিয়া উদিত হয়, তদ্রূপ ধ্রুবের রথ ভীষণ শরজাল ভেদ করিয়া প্রকাশিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে যক্ষসৈন্যগণের সকল আনন্দোল্লাস অন্তর্হিত হইল এবং তাহাদের চীৎকার স্তব্ধীভূত হইয়া গেল। ধ্রুব ধনুতে বারংবার ভীষণ টঙ্কার ধ্বনি দ্বারা যক্ষগণের মধ্যে ত্রাস উৎপাদন করিতে লাগিলেন। প্রবল বায়ু যে প্রকার মেঘসমূহ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে তদ্রূপ ধ্রুব তীব্র শরাঘাতের দ্বারা শত্রুপক্ষের সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তৎপর বজ্রদ্বারা যেমন পর্ব্বতগাত্রসমূহ বিদীর্ণ হয় তদ্রূপ ধ্রুবের বজ্রতুল্য সুতীক্ষ্ণ বাণসমূহ রাক্ষসগণের কঠিন বর্ম্ম ভেদ করিয়া শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। সেই সময় রণভূমি অর্দ্ধচন্দ্রাকার বাণদ্বারা বিদ্ধ যক্ষগণের

সুন্দর কুণ্ডল শোভিত মস্তক, তাহাদের স্বর্ণ তালবৃক্ষের ন্যায় উরুদেশ, মনোহর বলয়ভূষিত বাহুসকল, মহামূল্য হারপরিহিত গলদেশ, হস্তে বালা, মস্তকে মুকুট ও পাগ্ড়ী দ্বারা অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। ধ্রুবের তীব্র শরাঘাতে বহু যক্ষ প্রাণ হারাইল, যাহারা জীবিত রহিল তাহাদের মধ্যে অনেকে বাণাঘাতে বিকলাঙ্গ হইল, অবশিষ্ট যক্ষসৈন্যগণ সিংহ তাড়িত হস্তীর ন্যায় রণক্ষেত্র ছাড়িয়া পলায়ন করিতে লাগিল। অতি অল্পকালের মধ্যে ধ্রুব দেখিলেন একটী শস্ত্রধারী যক্ষও পুরীতে নাই, উহা সম্পূর্ণ জনশূন্য হইয়াছে। যক্ষপুরীর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইলেও ধ্রুব পুরীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে সাহসী হইলেন না। সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ ভাব দেখিয়া ধ্রুব শঙ্কিত হইলেন। তিনি জানিতেন যক্ষগণ অত্যন্ত মায়াবী, কখন কোন মায়া ধরে কেহ বলিতে পারে না। মানুষ যক্ষের মায়া বুঝিতে পারে না। ধ্রুব সারথির সহিত পরামর্শ করিয়া সাবধানে অবস্থান করিতে লাগিলেন, শত্রুগণ কখন কোন্ দিক হইতে আক্রমণ করে কিছুই বলা যায় না, চতুর্দ্দিকে সজাগ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া মেঘগর্জ্জনের ন্যায় গুরুগম্ভীর শব্দ শুনিতে পাইলেন, সঙ্গে সঙ্গে কোথা হইতে প্রবল বায়ু আসিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল, চতুর্দ্দিকে ধূলিরাশি উত্থিত হইল, আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল, ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাইতে লাগিল, মধ্যে মধ্যে ভীষণ বজ্রপাতের দ্বারা প্রাণিসমূহ ভীত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল, প্রবল বর্ষণ আরম্ভ হইল, কিন্তু জল বর্ষিত না হইয়া রক্ত, শ্লেষ্মা, পুঁজ, বিষ্ঠা, মূত্র ও মেদ বর্ষিত হইতে লাগিল, অসংখ্য ছিন্নমস্তক রক্তাক্ত দেহসমূহ পতিত হইতে লাগিল। কিয়ৎকাল এইরূপ বর্ষণের পরে আকাশে একটি পর্ব্বত দৃষ্ট হইল, তাহা হইতে অসংখ্য প্রস্তর চতুর্দ্দিকে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল এবং গদা, মুগুড়, খড়্গ, মুসলাদি অগণিত অস্ত্র পতিত হইতে লাগিল। পরক্ষণেই শৌর্য্যশূন্য ব্যক্তিগণের ভীতিপ্রদ বহু বিচিত্র ভয়ঙ্কর দৃশ্যাবলী পর পর পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল—ভীষণ সর্পসমূহ বজ্রনির্ঘোষ স্বরে নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে ও চক্ষুদ্বয় হইতে অগ্নি উদ্গীরণ করিতে করিতে ধ্রুবের দিকে দ্রুতগতি অগ্রসর হইতেছে, মদোন্মত্ত হস্তী, সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জানোয়ারসমূহ দলে দলে ধ্রুবের প্রতি ধাবমান হইতেছে, ভীষণ জলধিরাশি প্রলয়কালীন মহাভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিয়া সমস্ত পৃথিবী নিমজ্জিত করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে, উত্তাল তরঙ্গসমূহের আঘাতে ভীষণ গর্জ্জন শোনা যাইতেছে। ক্রূরপ্রকৃতি যক্ষগণ এই প্রকারে ধ্রুবকে বিবিধ আসুরী মায়াদ্বারা মোহিত করিবার চেষ্টা করিলেন। ধ্রুব অত্যদ্ভুত অথচ অতি ভয়ঙ্কর ঘটনাসমূহ পর পর দেখিতে পাইয়া বিহ্বল ও কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। তখন মুনিগণ কৃপাপরবশ হইয়া ধ্রুবের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাহার কল্যাণ প্রার্থনা করিয়া বলিতে লাগিলেন—'হে উত্তানপাদনন্দন ধ্রুব, যে শ্রীহরির নাম উচ্চারণ বা শ্রবণ মাত্রেই জীব দুর্নিবার মৃত্যুর হাত হইতে অনায়াসে পরিত্রাণ পাইতে পারে, সেই প্রণতজনার্ত্তিহর চক্রপাণি শ্রীনারায়ণ তোমার শত্রুকুলের নিধন সাধন করুন।' ঋষিগণের বাক্যের ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া ধ্রুব আচমনান্তে ধনুতে নারায়ণাস্ত্র যোজনা করিলেন। জ্ঞানের আবির্ভাবে যেমন রাগাদি অজ্ঞানরাশি দূরীভূত হয়, তদ্রূপ ধনুতে নারায়ণাস্ত্র যোজনার সঙ্গে সঙ্গে গুহ্যকগণ নির্ম্মিত মায়া অন্তর্হিত হইল এবং শত শত কলহংসের ন্যায় মনোহর পক্ষবিশিষ্ট শরসমূহ নারায়ণাস্ত্র হইতে নির্গত হইয়া শত্রুসেনার মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল যেন মনে হইল ময়ূরসমূহ দলবদ্ধ হইয়া ভীমরবে বনে প্রবেশ করিতেছে। তীক্ষ্ণধার বাণে জর্জ্জরিত যক্ষগণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। মৃত্যু আসন্ন জানিয়া মরিয়া হইয়া ফণাধর সর্পসমূহ যেমন ফণা উত্তোলন করিয়া গরুড়ের প্রতি ধাবিত হয়—তদ্রূপ গুহ্যকগণ মরিয়া হইয়া ক্রোধভরে অস্ত্র শস্ত্র উত্তোলন পূর্ব্বক ধ্রুবের দিকে ধাবিত হইল। যক্ষগণকে রণক্ষেত্রে পুনঃ অগ্রসর হইতে দেখিয়া ধ্রুব বাণদ্বারা কাহারও বাহু, কাহারও উরু, গ্রীবা, উদর ছেদন করিয়া ফেলিলেন, অনেক যক্ষ প্রাণ হারাইতে লাগিল। কিন্তু ধ্রুবের হস্তে নিহত হইয়া যক্ষগণ

এমন এক শ্রেষ্ঠ লোক প্রাপ্ত হইলেন যেখানে উর্দ্ধরেতা ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসিগণ তপস্যার দ্বারা সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া গমন করিয়া থাকেন।

মহাবল ধ্রুব অসংখ্য নিরপরাধ যক্ষগণকে বিনাশ করিতেছেন দেখিয়া পিতামহ মনু যক্ষগণের প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া ধ্রুবকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য মহর্ষিগণ সমভিব্যাহারে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং ধ্রুবকে কহিতে লাগিলেন—

(ক্রমশঃ)

কার্ত্তিক-ব্রত

"কার্ত্তিক-ব্রতই 'দামোদর' বা 'উর্জ্জব্রত, 'নিয়ম-সেবা' প্রভৃতি বিভিন্ন নামে কথিত হয়। দ্বাদশটি মাসের বিষ্ণুর দ্বাদশটি নিত্যবিগ্রহ তত্তদধিষ্ঠাতৃ দেব-রূপে নিত্যকাল বিরাজিত আছেন। কার্ত্তিকের দেবতা দামোদর। দামোদর কৃষ্ণের একটী নাম। যশোমতী বালকৃষ্ণের উদরে রজ্জুর একপ্রান্ত বন্ধন করিয়া অপর প্রান্ত একটি উদূখলে বাঁধিয়াছিলেন বলিয়া কৃষ্ণের নাম দামোদর হইয়াছে 'দাম' অর্থাৎ রজ্জু উদরে যাঁহার—এই অর্থে দামোদর। কার্ত্তিক মাসকে 'দামোদর' মাসও বলে। 'উর্জ্জ' শব্দও কার্ত্তিক মাসের নামান্তর। সুতরাং 'উর্জ্জব্রত' বলিতেও কার্ত্তিক-ব্রতই বুঝায়। 'উর্জ্জ' শব্দের অপর অর্থ—'উৎসাহ', 'বল' ইত্যাদি।

* * 'দ্বাদশ মাসের মধ্যে কার্ত্তিক মাসই কৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। এই মাসে অল্প মাত্র উপায়নে ভগবান্ সম্যগ্-রূপে পূজিত হইয়াই পূজককে বৈষ্ণবধাম প্রদান করেন, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। দামোদর শ্রীকৃষ্ণ যেমন সকলের নিকট 'ভক্তবৎসল' নামে বিখ্যাত, তদীয় এই মাসও তদ্রূপ, এই মাস স্বল্পসেবাকেও বহু করিয়া থাকে। দেহিগণের মধ্যে ক্ষণভঙ্গুর মানবদেহ দুর্ল্লভ, তন্মধ্যে আবার কৃষ্ণপ্রিয় কার্ত্তিক মাস অধিকতর দুর্ল্লভ। এই কার্ত্তিকমাসকে 'নিয়ম মাস'ও বলিয়া থাকে এবং কার্ত্তিক-ব্রত 'নিয়ম-সেবা' নামে কথিত হয়।' (হঃ ভঃ বিঃ ১৬ শ বি ২১ সংখ্যাধৃত পাদ্মবাক্য)। 'নিয়মেন বিনা চৈব যো নয়েৎ কার্ত্তিকং মুনে। চাতুর্ম্মাস্যং তথা চৈব ব্রহ্মহা স কুলাধমঃ॥' (হঃ ভঃ বিঃ ১৬।৮)। 'হে মুনে, বিনা নিয়মে চাতুর্ম্মাস্য বা কার্ত্তিক মাস অতিবাহিত করিলে 'কুলাঙ্গার' বা 'ব্রহ্মঘ্ন' বলিয়া অভিহিত হইতে হয়।'

যাহারা চারিমাসকাল চাতুর্ম্মাস্য যাজন করিতে অসমর্থ, তাহাদের পক্ষে দামোদর বা উর্জ্জব্রতের অন্ততঃ একমাস নিয়মপালন—অনুকল্প বিধি তুল্য। সেই অনুকল্পের নিয়ম প্রত্যেককেই রক্ষা করিতে হইবে। * * কার্ত্তিক মাসে বহুবিধ নিয়ম ও ফলশ্রুতি শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় যেমন,—হরির প্রীতির উদ্দেশ্যে সঙ্গীত চর্চ্চাদ্বারা কার্ত্তিক মাস যাপন করিলে আর পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। যিনি কার্ত্তিক মাসে হরিমন্দির পরিক্রমা করেন, পদে পদে তাঁহার অশ্বমেধযজ্ঞ-ফল লাভ হয়। কার্ত্তিক মাসে ভগবানের সম্মুখে ভক্তির সহিত নৃত্য, গীত ও বাদ্য করিলে অক্ষয় বিষ্ণুধামে গতি হয়। কার্ত্তিকমাসে যিনি শ্রীহরির সহস্র নাম-স্তোত্র ও গজেন্দ্র-মুক্তি পাঠ করেন, তাঁহাকে আর সংসারে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয় না। তবে কার্ত্তিকমাসে সকল নিয়মের উপর এক নিয়ম সকলকেই পালন করিতে হইবে এবং তাহাই সর্ব্বনিয়মের নিয়ামক হইবেন,—ইষ্টাপূর্ত্তাদি অখিল ধর্ম্ম বিসর্জ্জন পূর্ব্বক কার্ত্তিক মাসে একান্ত ভক্তির সহিত অকপট বৈষ্ণবগণের সঙ্গে সম্যগ্-রূপে বাস করিবে। সর্ব্ব-ধর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কেশবের সম্মুখে সাধুগণের মুখে পূত শ্রৌতবাণী শ্রবণ করিবে। (হঃ ভঃ বিঃ ১৬শ বিঃ ৩২, ৩৫, ৩৭) * *। 'ন গৃহে কার্ত্তিকে কুর্য্যাদ্বিশেষেণ তু কার্ত্তিকম্। তীর্থে তু কার্ত্তিকং কুর্য্যাৎ সর্ব্বযত্নেন ভাবিনি॥' (হঃ ভঃ বিঃ ১৬ বিঃ ৯০।) 'হে ভাবিনি! বিশেষতঃ কার্ত্তিকমাসে গৃহে কার্ত্তিক ব্রত করিতে নাই, সর্ব্বপ্রকারে সযত্নে তীর্থস্থলে অর্থাৎ যে-স্থানে অকপট আচার্য্য ও বৈষ্ণবগণ বাস করেন, সেইরূপ মথুরামণ্ডলাদি তীর্থস্থানেই উহার অনুষ্ঠান করিতে হয়।'

'কার্ত্তিকমাসে শ্রীরাধা-জনের আনুগত্যে শ্রীরাধা-দামোদরের সেবা করিতে হইবে। শ্রীরাধিকাই নিখিল গোপীগণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা, সুতরাং কার্ত্তিক মাসে দামোদর সমীপে শ্রীরাধিকার সেবাই কর্ত্তব্য। কার্ত্তিক মাসে দামোদরের পূজা করিয়া 'সত্যব্রত' নামক ঋষি কথিত দামোদরাষ্টক-স্তোত্র প্রত্যহ অধ্যয়ন করিবে। তাহা দামোদরদেবকে আকর্ষণ করিয়া থাকেন। (হঃ ভঃ বিঃ ১৬ বিঃ)।

শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা—শ্রীকৃষ্ণদাসবর্য্যোঽয়ং শ্রীগোবর্দ্ধন ভূধরঃ। শুক্ল প্রতিপদি প্রাতঃ কার্ত্তিকেঽর্চ্চ্যোঽত্র বৈষ্ণবৈঃ—হঃ ভঃ বিঃ ১৬শ বিঃ। কৃষ্ণদাসগণের মধ্যে শ্রীগোবর্দ্ধন গিরিরাজই শ্রেষ্ঠ। কার্ত্তিকী শুক্লা প্রতিপদের প্রভাতে গোবর্দ্ধনের পূজা করা বৈষ্ণবগণের কর্ত্তব্য।"

(শ্রীল প্রভুপাদ প্রকাশিত পাক্ষিক গৌড়ীয় আশ্বিন, ১৩৩৯ ১১শ খণ্ড ৮ম সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত)

কার্ত্তিক মাসে ভোগ্যবস্তু পরিহারে সাধক গণের প্রতি বিশেষ কঠোরতা অবলম্বনের নির্দেশ শাস্ত্রে আছে। ন্যূনপক্ষে তাঁহাদের কর্ত্তব্য পটোল, সীম, বেগুণ, লাউ, বরবটী, কলমীশাক, পুঁইশাক, মাষকলাই বর্জ্জন করা। তৈলাদি ভক্ষণ ও মর্দনও কার্ত্তিক মাসে নিষিদ্ধ। মৎস্য, মাংস, ডিম্ব প্রভৃতি অমেধ্য দ্রব্য ও পেঁয়াজ, মুসুরের ডালাদি ভক্ষণ সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ। এতৎপ্রসঙ্গে 'শ্রীচৈতন্য বাণী' ৬ষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত চাতুর্ম্মাস্য ব্রত শীর্ষক প্রবন্ধ আলোচ্য।

শ্রীউত্থানৈকাদশী—'কার্ত্তিকমাসে নিখিল কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীবিষ্ণুর প্রীতির জন্য সম্যগ্‌রূপে হরিবোধনী অর্থাৎ উত্থানৈকাদশীর উপবাস কর্ত্তব্য। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি দয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের শুভাবির্ভাব ও নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌর কিশোর দাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব তিথিকৃত্য শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও ভারতব্যাপী তৎশাখামঠ সমূহে শ্রীউত্থানৈকাদশী বাসরে (২ অগ্রহায়ণ, ১৮ নভেম্বর শনিবার) অনুষ্ঠিত হইবে এবং তৎপরদিবস মহোৎসব হইবে।

ত্রিদণ্ড বৈষ্ণব-সন্ন্যাস

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ তাঁহার শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোঽভীষ্ট—বিশ্বের সর্ব্বত্র শ্রীরূপ-রঘুনাথের বাণী প্রচারের আনুকূল্য বিধানের জন্য সুদীর্ঘকাল মঠবাসী, নিষ্কপট, স্নিগ্ধ, আকুমার নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী শিষ্যত্রয় শ্রীপাদ কৃষ্ণবল্লভ ব্রহ্মচারী এম,-এ, বিদ্যানিধি, ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ কৃষ্ণপ্রসাদ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ ললিতাচরণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীর প্রতি কৃপাশীর্ব্বাদ প্রদান স্বরূপে ২৯ পদ্মনাভ, ৬ কার্ত্তিক, ২৩ অক্টোবর সোমবার পূর্ণিমাতিথি শ্রীকৃষ্ণের শারদীয়া রাসযাত্রা দিবসে শ্রীধামনবদ্বীপ-মায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-মদনমোহন জীউর শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গনে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত বৈদিক ত্রিদণ্ডিযতির বেষ প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে যথাক্রমে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ আশ্রম মহারাজ ও পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ নামে ভূষিত করিয়াছেন।

উক্ত দিবসই তাঁহার অপর বর্ষিয়ান্ শিষ্য শ্রীযুক্ত তরুণকৃষ্ণ দাসাধিকারী মহোদয় দৈন্যভরে শ্রীগুরুপাদপদ্মে শ্রীক্ষেত্র-সন্ন্যাস প্রার্থনা করিলে তাঁহাকেও কৃপাপূর্ব্বক বৈষ্ণব বাবাজী বেষ প্রদান করতঃ শ্রীতরুণকৃষ্ণ দাস বাবাজী মহারাজ নাম প্রদান করিয়াছেন।

উক্ত শুভানুষ্ঠানে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীপাদ মুকুন্দদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীপাদ বনবিহারীদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ঘনশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নারায়ণদাস মুখার্জি, পণ্ডিত শ্রীপাদ লোকনাথ ব্রহ্মচারী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ-দর্শনাচার্য্য, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র মুখার্জি, শ্রীযুক্ত চৈতন্যচরণ দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত সঙ্কর্ষণ দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত এন, কে, চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত অজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী প্রভৃতি বহু বৈষ্ণব সজ্জনবৃন্দ ও বিভিন্ন শাখা মঠসমূহ হইতে ব্রহ্মচারিগণ আগমন করিয়াছিলেন।

হায়দরাবাদ রাজভবনে
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষের অভিভাষণ

অন্ধ্রপ্রদেশের গভর্ণর শ্রীভীমসেন সাচার মহোদয়ের আমন্ত্রণে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিগত ৩ ভাদ্র, ২০ আগষ্ট রবিবার হায়দরাবাদ রাজভবনে এক মহতী ধর্ম্মসভায় অভিভাষণ প্রদান করেন। তাঁহার দীর্ঘ অভিভাষণের সারমর্ম্ম ঃ—"আমি শ্রীভীমসেন সাচার মহোদয় ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর শ্রীভগবৎ কথা শ্রবণে অনুরাগ দেখিয়া সন্তোষ লাভ করিয়াছি। শাসনবিভাগে সর্ব্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হইয়া এই প্রকার ধর্ম্মানুরক্তি বর্ত্তমানযুগে বিরল। দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সুধীব্যক্তিমাত্রই অনুভব করিতেছেন। নিয়মানুবর্ত্তিতার অভাব হইলে কোন গঠনমূলক কার্য্যই সাফল্যের সহিত সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। স্বাধীনতা লাভের জন্য যে সকল নীতি তাৎকালিক প্রয়োজনবোধে অবলম্বিত হইয়াছিল, সেই সকল নীতিসমূহ অধুনা ব্যাপকভাবে নিজ নিজ সঙ্কীর্ণ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য প্রযুক্ত হইতেছে, যাহার অনিবার্য্য পরিণাম-স্বরূপ ভারতের অখণ্ডত্ব বিনষ্ট হইবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে পৃথক্ স্বার্থবোধ থাকার দরুণ পরস্পরের মধ্যে সঙ্ঘাতের সম্ভাবনায় বর্ত্তমান আণবিকযুগে বিশ্বপরিস্থিতিও সঙ্গীন হইয়া পড়িয়াছে। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইলে মানবের মানসিক চিন্তাস্রোতের আমূল পরিবর্ত্তন দরকার। উক্ত কার্য্যের জন্য মানবচরিত্রে বাস্তব ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার মর্য্যাদা অনুভূত হইয়া থাকে। শ্রীভগবান্ মানুষকে সদসদ্ বিবেচনাশক্তি প্রদান করিয়াছেন। মানুষের কর্ত্তব্য উক্ত বিবেকশক্তি প্রয়োগ করিয়া অসদ্ বস্তু পরিহার করতঃ সদ্বস্তু গ্রহণ করা, নিজ বাস্তব স্বরূপ ও উহার প্রয়োজন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা। স্থূলতঃ দেহকে ব্যক্তি বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও বিচার করিলে দেখা যায় ব্যবহারিকভাবেও কেহ দেহকে ব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করেন না। কোন দেশেই মৃতদেহের ব্যক্তিত্ব স্বীকৃত নাই। যে বোধসত্তার অস্তিত্বে দেহের ব্যক্তিত্ব এবং অনস্তিত্বে অব্যক্তিত্ব, উহাই প্রকৃত ব্যক্তি, যাহাকে শাস্ত্রীয় সংজ্ঞায় জ্ঞান বা আত্মা বলা হইয়াছে। জ্ঞানের কারণ জ্ঞান, জড় বা অজ্ঞান কখনও জ্ঞানের কারণ হয় না। সুতরাং অসংখ্য অণুচৈতন্যস্বরূপ জীবনিচয়ের কারণ অখণ্ডচেতন পরমাত্মা। ব্রহ্ম হইতেই প্রাণিসমূহের উৎপত্তি, ব্রহ্মের দ্বারাই তাহাদের সংরক্ষণ ও পোষণ এবং ব্রহ্মেতেই গতি। 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যদ্প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদেব ব্রহ্ম।'

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ও গভর্ণর শ্রীভীমসেন সাচার রাজভবন হইতে বহির্গত হইতেছেন।

জড়ীয় বিষয়সমূহ আত্মার পক্ষে প্রয়োজন নহে, পরমাত্মার অনাবৃত সান্নিধ্যই তাহার প্রয়োজন। উক্ত পরমাত্ম-রতি লাভের জন্য কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনকে কলিহত জীবের সাধনরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ, দ্বাপরে শ্রীহরির পরিচর্য্যা ও কলিযুগে শ্রীহরিকীর্ত্তন যুগধর্ম্মরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। 'কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ। দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥' —ভাঃ ১২।৩।৫২। শব্দের সাহায্য ব্যতীত দূরস্থিত বস্তুর সঙ্গ লাভ হয় না। সাক্ষাৎভাবে বস্তুর সান্নিধ্য লাভ না হইলেও যেরূপ শব্দের দ্বারা শব্দোদ্দিষ্ট বস্তুর সঙ্গ চিত্তে লাভ হইয়া থাকে, তদ্রূপ শ্রীভগবান্‌কে সাক্ষাৎরূপে অনুভব করিতে না পারিলেও শ্রীভগবন্নামোচ্চারণের দ্বারা শ্রীভগবদ্ভাব চিত্তকে স্পর্শ করে। বস্তুতঃ শ্রীভগবন্নাম ও নামীতে ভেদ না থাকায় শ্রীভগবন্নামানুশীলনই সাক্ষাৎ ভগবদনুশীলন, উহা সর্ব্বোত্তম, সরল ও দ্রুতফলপ্রদ। শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনে বয়স, স্বাস্থ্য, দারিদ্র্য, মূর্খতা, জাতি, বর্ণ কোনটিই প্রতিবন্ধক নয়। অতএব উচ্চ নীচ নির্ব্বিশেষে সর্ব্ব স্তরের মনুষ্যই একত্রিত হইয়া শ্রীভগবন্নামানুশীলনের দ্বারা অধ্যাত্ম ভূমিকায় প্রেমৈকসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারে।'

বক্তৃতার আদি ও অন্তে শ্রীউপনন্দ ব্রহ্মচারীর সুমধুর ভজন-কীর্ত্তন শ্রোতৃবৃন্দের চিত্ত বিনোদন করে।

সভান্তে গভর্ণর শ্রীভীমসেন সাচার বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত স্বামীজী মহারাজ প্রদত্ত প্রসাদনির্ম্মাল্য গ্রহণ করেন এবং গভর্ণরের তরফ হইতে আয়োজিত মিষ্টান্নাদি প্রসাদ সমবেত সজ্জনবৃন্দে বিতরিত হয়।
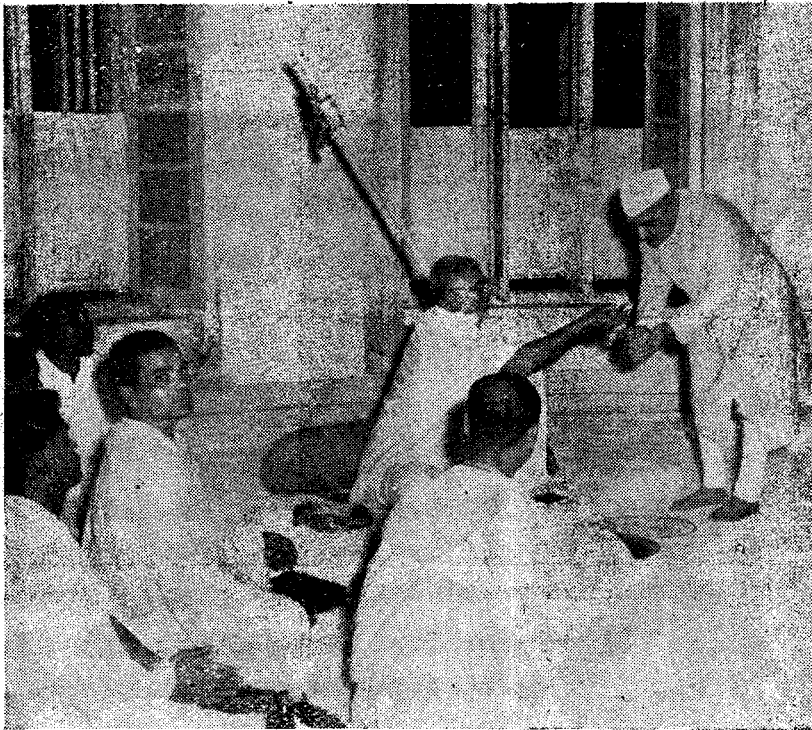
গভর্ণর শ্রীসাচার শ্রীল আচার্য্যদেব প্রদত্ত প্রসাদ-নির্ম্মাল্য শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতেছেন।

হায়দরাবাদে নগর সঙ্কীর্ত্তন ঃ—বিগত ১০ ভাদ্র, ২৭ আগষ্ট রবিবার হায়দরাবাদ সনাতন ধর্ম্মসভা ও সৎসঙ্গপ্রবন্ধক সমিতির উদ্যোগে অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় হায়দরাবাদ চারকামান হইতে বিরাট নগর সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হয়। নৃত্য কীর্ত্তনরত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ও ব্রহ্ম-চারিগণের অনুগমনে শোভাযাত্রা হায়দরাবাদ সহরের প্রধান প্রধান রাস্তা পরিভ্রমণ করিয়া বেগম-বাজার সনাতন ধর্ম্মসভায় পৌঁছিয়া সমাপ্ত হয়। মৃদঙ্গ করতালাদি সহযোগে উচ্চ শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত

হইয়া উঠিলে নরনারী নির্ব্বিশেষে নগরবাসিগণের হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের প্লাবন আসিয়া উপস্থিত হয়। সঙ্কীর্ত্তনকালে নগরবাসিগণ পুনঃ পুনঃ স্থানে স্থানে শ্রীল আচার্য্যদেবকে বেষ্টন করতঃ ধূপ ও কর্পূরাদি সহযোগে আরতি ও পূজা করিয়া তাঁহার কৃপাকটাক্ষ লাভের জন্য আর্ত্তি জ্ঞাপন করিতে থাকেন এবং শ্রীল আচার্য্যদেবের উদ্দেশ্যে ফল, মিষ্টান্নাদি দৃষ্টিভোগ প্রদান করিয়া উক্ত প্রসাদ গ্রহণে নিজদিগকে কৃতকৃতার্থ মনে করিতে থাকেন। ঐরূপ আবেগময়ী প্রচেষ্টার দ্বারা তাঁহারা সাধুর প্রতি তাঁহাদের অগাধ শ্রদ্ধার পরিচয় প্রদান করেন। বিপুল জনতা সনাতন ধর্ম্মসভায় পৌঁছিয়া সমবেত হইলে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ তাঁহাদের উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত নগর-সঙ্কীর্ত্তনের উপযোগিতা ও মহিমা সম্বন্ধে অভিভাষণ প্রদান করেন।
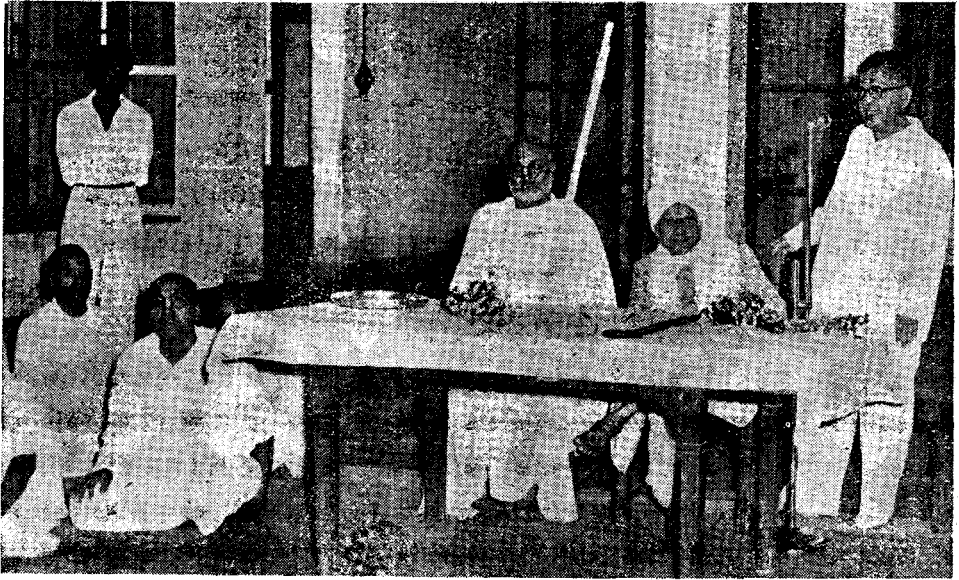
হায়দরাবাদ বালাজীভবনে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মসভার প্রথম অধিবেশন (২০ শ্রাবণ, ৫ আগষ্ট, শনিবার)। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষের পার্শ্বে উপবিষ্ট সভাপতি নিজামের প্রাক্তন আইন মন্ত্রী শ্রীআইঙ্গার। অন্ধ্র-প্রদেশের একাউণ্টেণ্ট জেনারেল শ্রীচ্যাটার্জ্জি বক্তৃতা করিতেছেন।

শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকং

(পদ্যানুবাদ)

[শ্রীচারুচন্দ্র পাকড়াশী, ভক্তিশাস্ত্রী]

সচ্চিদানন্দরূপে গোকুলবিলাসে ভোর
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে সুপ্রসিদ্ধ ননীচোর
যশোদার ভয়ে ধায় উদূখল হ'তে নামি,
গোপিকা ধরিল ছুটি সে ঈশ্বরে প্রণমামি ॥ ১

মাতৃকরে যষ্টি হেরি আতঙ্কে কাঁদিয়া সারা,
করযুগে নেত্রযুগমার্জ্জনে নয়নধারা
মুহুর্মুহুঃ শ্বাস কম্পে দোলে কণ্ঠলগ্ন মাল
বন্দি ভক্তিডোরে বদ্ধ দামোদর নন্দলাল ॥ ২

এনা চিত্রলীলানন্দ সরোবরে নিমজ্জিত
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গোপগোপী প্রেমাধীনে রহি নিত
ঐশ্বর্য্য প্রবীণ ভক্তে জানাইল লীলাচ্ছলে
প্রেমে শতাবৃত্তি বন্দি সে দেবতার পদতলে ॥ ৩
লীলাময় বিশ্বজনে বরদাতাগণস্বামী
মোক্ষপদাদিত ছার চাহি না বৈকুণ্ঠ আমি
ব্রজপুরে বাললীলা যে তব গোপালবেশে
সেরূপ নিয়ত যেন স্ফুরে মম এ মানসে ॥ ৪
নীলোৎপল মুখখানি চূর্ণালকগুঞ্জাবৃত
পক্কবিম্ব ওষ্ঠাধর শোভা তাহে কি অব্যক্ত
ভাগ্যবতী যশোমতী সতত চুম্বয়ে স্নেহে
নাহি চাই লক্ষ লাভ তাহা যেন চিত্তে রহে ॥ ৫
নমো নমঃ লীলাময় ওহে প্রভো দামোদর
হে অনন্ত সর্ব্বব্যাপী এ দাসে করুণা কর
দুঃখজালপারাবার নিমগ্ন এ অজ্ঞজনে
দেখা দাও পরমেশ কৃপাদৃষ্টি বরিষণে ॥৬
আপনি বন্ধনে রহি করুণায় মুক্ত করি
কুবের নন্দন দোঁহে ভক্তিযোগ দিলে হরি
আমি মোক্ষ নাহি চাই ওহে প্রিয় দামোদর
প্রেমভক্তিকণা দিয়া তব সেবাযোগ্য কর ॥ ৭
প্রণমামি দেব তব উজল বন্ধনডোরে
অখিল ব্রহ্মাণ্ড ধাম প্রণমামি তবোদরে
প্রণমামি শ্রীরাধিকা তব প্রিয়া শিরোমণি
অন্তহীনলীলারঙ্গী মনোহর ! তোমা নমি ॥ ৮
শ্রীপদ্মপুরাণে কথা রুক্মাঙ্গদ মোহিনী সংবাদে
সত্যব্রতমুনি যাহা বর্ণিলেন পরম আহ্লাদে
দামোদর কৃপাবর্ষী সুমধুর দামোদরাষ্টক
ভাষাছন্দে প্রকাশিল অকিঞ্চন ভাগবতসেবক ॥

প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, কৃষ্ণনগর :—নদীয়া জেলার সদর কৃষ্ণনগরস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বিগত ৫ ভাদ্র, ২২ আগষ্ট মঙ্গলবার হইতে ৯ ভাদ্র, ২৬ আগষ্ট শনিবার পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীরাধা গোবিন্দের ঝুলনযাত্রা মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যহ অগণিত নরনারী শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের অপূর্ব্ব শৃঙ্গার সজ্জা ও হিন্দোল-সেবা সন্দর্শনের জন্য শ্রীমঠে আগমন করেন। শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উপলক্ষে ১৬ ভাদ্র সমস্ত দিবসব্যাপী শ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণ হয় ও রাত্রিতে পণ্ডিত শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মলীলা প্রসঙ্গ পাঠ করেন। তৎপরদিবস শ্রীনন্দোৎসবোপলক্ষে সমাগত বহু শত নরনারীকে মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়।

উৎসব সাফল্যমণ্ডিত করিতে শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারী, শ্রীকানাইলাল ব্রহ্মচারী, শ্রীভগবান্‌দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীসঙ্কর্ষণ দাসাধিকারী, শ্রীমধুমঙ্গল ব্রহ্মচারী, শ্রীপুলিনবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীতমালকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীবীরেন্দ্র চন্দ্র মল্লিক প্রভৃতির হার্দ্দী সেবাচেষ্টা প্রশংসনীয়।

দিল্লীতে শ্রীচৈতন্য বাণী প্রচার—দিল্লী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় সঙ্কীর্ত্তনমণ্ডলীর উদ্যোগে বিগত ১ আশ্বিন, ১৮ সেপ্টেম্বর শ্রীরাধাষ্টমী তিথি-বাসরে নিউদিল্লী পাহাড়গঞ্জ আগরওয়ালা ধর্ম্মশালায় রাত্রি ৮টায় বিরাট ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। শ্রীবৃন্দাবনধাম হইতে আগত পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ সার মহারাজ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি মহোদয়, শ্রীবিশ্বম্ভরদাস ভক্তিকমল, শ্রীদীনবন্ধু ব্রহ্মচারী শ্রীরাধাতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ৩১ ভাদ্র, ১৭ সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণ ৪-৩০ টায় আগরওয়ালা ধর্ম্মশালা হইতে বিরাট নগর-সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া নিউদিল্লীর প্রধান প্রধান রাস্তা পরিভ্রমণ করে। সহস্র সহস্র নরনারী নগর সঙ্কীর্ত্তনে যোগদান করেন। এইরূপ বিরাট সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা উক্ত মহল্লায় কেহ নাকি পূর্ব্বে দেখেন নাই। শ্রীদীনবন্ধু ব্রহ্মচারীর উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্ত্তন সঙ্কীর্ত্তনকারী ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে প্রচুর উল্লাস বর্দ্ধন করে। শ্রীত্রৈলোক্যনাথ দাসাধিকারী ও শ্রীরামনাথ দাসাধিকারী অক্লান্ত পরিশ্রম ও হার্দ্দী প্রচেষ্টায় উৎসবানুষ্ঠানটী সাফল্যের সহিত সম্পন্ন হয়। বৃন্দাবন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে আগত শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীবীরভদ্র ব্রহ্মচারীর এবং দিল্লী সঙ্কীর্ত্তনমণ্ডলীর ভক্তবৃন্দের সেবাচেষ্টাও বিশেষ প্রশংসনীয়।

নিয়মাবলী

১। প্রতি মাসে পূর্ণিমা তিথিতে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৪'৫০ (ভি, পি যোগে ৫৲), যাণ্মাসিক ২'২৫ (ভি, পি যোগে ২'৭৫), প্রতি সংখ্যা '৩৭। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। তৃতীয় সংখ্যা হইতে প্রাপ্তব্য। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন হইলে এবং কোন সংখ্যা ইংরাজী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৭এ, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

ফোন-৪৬-৫৯০০

বিজ্ঞাপনের হার—

প্রতিবার ১ পৃষ্ঠা—৪০৲ (চল্লিশ টাকা), অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা ১ কলম—২২৲ (বাইশ টাকা), সিকি পৃষ্ঠা বা অর্দ্ধ কলম—১২৲ (বার টাকা), সিকি কলম—৭৲ (সাত টাকা), ⅛ কলম ৪৲ (চার টাকা)। দীর্ঘ কালের জন্য বিজ্ঞাপন দিলে ভিক্ষা স্বতন্ত্র। তাহা সাক্ষাদ্ভাবে অথবা পত্রদ্বারা জ্ঞাতব্য।

নিবেদক— কার্য্যাধ্যক্ষ

দক্ষিণ কলিকাতায় একমাত্র
নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত ফার্ণিচার
——বিক্রেতা——
দাস ব্রাদার্স এণ্ড কোং
৮৮।১এ, রাসবিহারী এভিনিউ
কলিকাতা-২৬
ফোন—৪৬-৩৮০১

আমাদের শো-রুমে চিত্তাকর্ষক বিভিন্ন সুন্দর সুন্দর ডিজাইনের চেয়ার, টেবিল, খাট, আলমারী ও কাঠের যাবতীয় ফার্ণিচার আছে। ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণকে পরিদর্শন ও যাচাই করিয়া লইতে সাদর আহ্বান জানান হইতেছে।

নিউ আর্ট ফার্ণিচার
১৫৫, রাসবিহারী এভিনিউ
কলিকাতা-২৯

আধুনিক কালোপযোগী ও রুচিসম্পন্ন বিভিন্ন ডিজাইনের কাঠের আলমারী, চেয়ার, টেবিল, খাট ইত্যাদি পাওয়া যায়। সজ্জনগণের সহযোগিতা একান্ত প্রার্থনীয়। দক্ষ কারিগর ও উপযুক্ত পর্য্যবেক্ষকের দ্বারা পরিচালিত। সততাই আমাদের প্রধান সম্বল।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির
৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ
কলিকাতা-২৬

বর্ত্তমান সভ্যতার তথাকথিত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সারা বিশ্বে নিরীশ্বরবাদ, দুর্নীতি ও অধর্ম্মের প্রাবল্য দেখা যাইতেছে। আমাদের দেশ ও সমাজেরও ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া সুধী ব্যক্তিমাত্রই অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। ইহার সংশোধনের একমাত্র উপায় শিক্ষার মাধ্যমে মানব চরিত্র গঠন। কোমলমতি শিশুগণ যাহাতে ভগবদ্‌বিশ্বাস, পিতৃমাতৃভক্তি, গুরুজনে শ্রদ্ধা প্রভৃতি ধর্ম্ম ও নীতির অতি সাধারণ শিক্ষাগুলি লাভ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিলে চরিত্র গঠনের সহায়ক হয়। এই উদ্দেশ্যকে কার্য্যকরী করিবার প্রয়াসে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির নামে একটী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউস্থ শ্রীমঠে ৭ই বৈশাখ, ১৩৬৮, ২০শে এপ্রিল, ১৯৬১ তারিখে স্থাপন করা হইয়াছে। উহাতে শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিকা ও কিন্ডার গার্টেন (K. G.) শিক্ষা পদ্ধতি অনুসারেই শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে বালকবালিকাদিগকে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথাগুলি ও আচরণ শিক্ষা দেওয়া হইবে। বর্ত্তমানে শিশুশ্রেণী হইতে ৪র্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছে। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী নিম্নঠিকানায় অনুসন্ধান করুন ঃ—

১। সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৭এ, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ফোন নং ৪৬-৫৯০০।
২। ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ, এম্-এ, ২০, ফার্ণ প্লেস, কলিকাতা-১৯, ফোন নং ৪৬-৪২২০।
৩। শ্রী এম্, কে, মুখার্জ্জি, ৮এ, তারা রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন নং ৪৬-৭১২৮।
৪। শ্রী এস্, এন্, ব্যানার্জ্জি, বি-এ, ২৯, পার্ক সাইড রোড, কলিকাতা-২৬। ফোন ৪৬-৫৯৩১।

সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ
স্থান :— শ্রীগঙ্গা ও শ্রীসরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিসেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আদর্শধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

(১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া।

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।
৩৭এ, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা—২৬।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

শ্রীচৈতন্য বাণী

অগ্রহায়ণ—১৩৬৮

১ম বর্ষ] দামোদর, ৪৭৫ শ্রীগৌরাব্দ [১০ম সংখ্যা

শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক :—

শ্রীকৃষ্ণবল্লভ ব্রহ্মচারী বিদ্যানিধি, এম্-এ।

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ, এম্-এ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-পুরাণতীর্থ, ভক্তিশাস্ত্রী। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্।

২। শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, সাহিত্যবিনোদ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ।

৫। শ্রীগোপীরমণ দাস, বিদ্যাভূষণ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বি-এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ

আকর মঠ ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

১। (ক) শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।
(খ) ৩৭এ, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬।

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।

৩। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, বৃন্দাবন (মথুরা)।

৫। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা।

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্রপ্রদেশ)।

৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম)।

৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)।

১০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)।

মুদ্রণালয় ঃ—

'রাজলক্ষ্মী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্'—৪৩, রূপনারায়ণ নন্দন লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা-২৫।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১ম বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, অগ্রহায়ণ, ১৩৬৮। ৩০ দামোদর, ৪৭৫ শ্রীগৌরাব্দ; ৬ অগ্রহায়ণ, বুধবার; ২২ নভেম্বর, ১৯৬১ | ১০ম সংখ্যা

প্রকৃত গুরু ও শিষ্য

[শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ]

"আমার অভাব-পূরণের জন্য আব্রহ্মস্তম্ব অনেক বিষয় হস্তগত করিতে আমি ব্যস্ত ছিলাম। মনে করিতাম, বিষয় পাইলেই আমার অভাব পূরণ হইবে। অনেক সময় অনেক দুর্লভ বিষয় লাভ করিলাম; কিন্তু আমার অভাব দূর হইল না। জগতে অনেক মহৎচরিত্র ব্যক্তি পাইলাম; কিন্তু তাঁহাদিগের নানা অভাব দেখিয়া তাঁহাদিগকে সম্মান দিতে পারিলাম না। এহেন দুর্দ্দিনে আমার শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া পরম কারুণিক শ্রীগৌরসুন্দর তদীয় প্রিয়তমদ্বয়কে আমার প্রতি প্রসন্ন হইবার অনুমতি করিলেন। আমি পার্থিব অহঙ্কারে প্রমত্ত হইয়া জড়ীয় আত্মশ্লাঘা করিতে করিতে নিজ মঙ্গল হারাইয়াছিলাম। কিন্তু প্রাক্তন-সুকৃতি-প্রভাবে আমার মঙ্গলময়-শুভাকাঙ্ক্ষিরূপে শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদকে পাইয়াছিলাম। তাঁহারই নিকট আমার প্রভু অনেক সময় শুভাগমন করিতেন এবং অনেক সময় তাঁহার নিকট থাকিতেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর দয়াপরবশ হইয়া আমার প্রভুকে দেখাইয়া দেন। প্রভুকে দেখিয়া অবধি আমার পার্থিব অহঙ্কার হ্রাস পাইতে থাকে। আমি জানিতাম, নরাকার ধারণ করিয়া সকলেই আমার ন্যায় হেয় ও অধম, কিন্তু আমার প্রভুর অলৌকিক চরিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমি ক্রমশঃ জানিতে পারিলাম যে, আদর্শ-বৈষ্ণব ইহ জগতে থাকিতে পারেন।

তাঁহাকে দেখিয়াও অনেক অর্ব্বাচীন, অনেক চতুর, সমীচীন, বালক, বৃদ্ধ, পণ্ডিত, মূর্খ, ভক্তাভিমানী ব্যক্তি তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারে নাই। এইটিই কৃষ্ণভক্তের ঐশী শক্তি। শত শত অন্যাভিলাষী তাঁহার নিকট নিজ নিজ ক্ষুদ্র অভিলাষের পরামর্শ পাইতেন সত্য; কিন্তু সেই উপদেশগুলিই তাঁহাদের বঞ্চনা-কারক। অসংখ্য লোক সাধুর বেষ গ্রহণ করে, সাধুর ন্যায় অনুষ্ঠান প্রদর্শন করে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সাধু হইতে বহুদূরে অবস্থান করিয়া থাকে। আমার প্রভু তাদৃশ কপট ছিলেন না, নির্ব্ব্যলীকতাই (অকপটতাই) যে সত্য, তাহা তাঁহার অনুষ্ঠানে অভিব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার নিষ্কপট স্নেহ—অতুলনীয়, যাহা বিভূতিলাভকেও ফল্গুত্বে প্রতিষ্ঠিত করে। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী বা বিরোধি-ব্যক্তির প্রতি কোন প্রকার বিতৃষ্ণা ছিল না, কৃপা-পাত্রের প্রতিও কোন বাহ্য অনুগ্রহ প্রদর্শন ছিল না। তিনি বলিতেন, 'আমার বিরাগভাজন বা প্রীতিভাজন জগতে কেহ নাই, সকলেই আমার সম্মানের পাত্র।' আরও এক অলৌকিক কথা এই যে, শুদ্ধভক্তিধর্ম্মবিরোধী ছলধর্ম্মপরায়ণ অনেকগুলি প্রাকৃতলোক কিছু না বুঝিয়া সর্ব্বদা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকিত এবং আপনাদিগকে তাদৃশ সাধুর স্নেহপাত্র জ্ঞান করিয়া কুবিষয়েই প্রমত্ত থাকিত। কিন্তু তিনি তাহাদিগকে প্রকাশ্যভাবে দূরে ত্যাগ করেন নাই, আবার তাহাদিগকে কোনপ্রকারে গ্রহণও করেন নাই।"

বদ্ধজীব ও মুক্তজীব

অবিচিন্ত্যশক্তিবিশিষ্ট ইচ্ছাময় কৃষ্ণচন্দ্র স্বীয় চিচ্ছক্তি-দ্বারা স্বাংশ ও বিভিন্নাংশভেদে বিবিধ বিলাস করেন। স্বাংশ-দ্বারা চতুর্ব্ব্যূহ ও অসংখ্য অবতারগণের বিস্তার করেন। বিভিন্নাংশ দ্বারা জীব-সমষ্টি বিস্তার করিয়াছেন। স্বাংশ-বিস্তারে পূর্ণ-চিচ্ছক্তির ক্রিয়া। সকলেই বিষ্ণুতত্ত্ব—সর্ব্ব-শক্তিমান্। পূর্ণ হইতে অংশসকল পূর্ণশক্তি প্রাপ্ত হন। যেমত এক মহাদীপ হইতে অনন্ত দীপ প্রজ্বলিত হইলেও মহাদীপের কিছু ক্ষয় হয় না, প্রত্যেক পৃথক্ দীপ মহাদীপের তুল্য; তদ্রূপ স্বাংশবিস্তারকে বুঝিতে হইবে। স্বাংশ-প্রকাশিত পুরুষসকল মহেশ্বর, এবং কর্ম্মফল ভোগ করেন না,—প্রায় কৃষ্ণতুল্য ইচ্ছাময় হইয়াও কৃষ্ণেচ্ছার অধীনমাত্র।

চিচ্ছক্তির অতি সূক্ষ্ম খণ্ডাংশসকল বিভিন্নাংশরূপে জীব হয়। ইহাকে তটস্থা শক্তি বলেন। চিচ্ছক্তি ও মায়াশক্তির মধ্যস্থিত তত্ত্বই তটস্থা শক্তি। তাহাতে মায়া-শক্তির কোন সত্তাপ্রকাশ নাই। অথচ তাহা ক্ষুদ্রতাবশতঃ মায়াপ্রবণ। কৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তি হইতেই এরূপ একটী শক্তির উদয় হইয়াছে। কৃষ্ণের নিরঙ্কুশ ইচ্ছাই ইহার মূল। বিভিন্নাংশ জীবসকল কর্ম্মফলভোগের যোগ্য। যতদিন স্বতন্ত্র ইচ্ছাক্রমে তাঁহারা কৃষ্ণসেবায় মন করেন, ততদিন তাঁহারা মায়া বা কর্ম্মের অধীন হন না। কিন্তু যে-ক্ষণে স্বতন্ত্র ইচ্ছার অপগতিক্রমে নিজ ভোগেচ্ছা হয় ও কৃষ্ণসেবা-ধর্ম্ম-বিস্মৃতি হয়, তখনই তাঁহারা মায়ামোহিত হইয়া কর্ম্ম-পরতন্ত্র হন। কৃষ্ণসেবা যে তাঁহাদের স্বধর্ম্ম, একথা যেই মনে পড়ে, তখনই মুক্তি আসিয়া তাঁহাদিগকে কর্ম্মবন্ধন ও মায়াপীড়া হইতে উদ্ধার করে। জড়জগতে আসিবার পূর্ব্বেই তাঁহাদের বন্ধন হওয়ায়, তাঁহাদের বন্ধনকে অনাদি বলেন। তাঁহারা নিত্যবদ্ধ নামে অভিহিত হন। যাঁহারা এরূপ বদ্ধ হন নাই, তাঁহারা নিত্যমুক্ত। যাঁহারা বদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা নিত্যবদ্ধ।

এই সকল কারণে ঈশ্বরস্বরূপ ও জীবস্বরূপে বিশেষ ভেদ দেখা যায়। ঈশ্বর মায়াধীশ ও জীব মায়াপ্রবণ এবং ফলতঃ মায়াবদ্ধ। কৃষ্ণরূপ বিভুচিৎস্বরূপের অংশ বলিয়া জীবকে বিচারস্থলে চিৎকণ ও কৃষ্ণ হইতে ভিন্ন তত্ত্ব বলা হয়। কিন্তু কৃষ্ণশক্তি বলিয়া জীবের অভিন্নত্বও বিচারিত হয়। সুতরাং প্রভু জীবকে ভেদাভেদ-প্রকাশ বলিয়া অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্বের শিক্ষা দিয়াছেন। সূর্য্যাংশু কিরণকণ ও অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ এই দুইটী তুলনা দিয়া জীবকে কৃষ্ণ হইতে নিত্য ভিন্ন বিভিন্নাংশ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাদি প্রাদেশিক বেদবাক্য দ্বারা জীবের পরব্রহ্মত্ব কখনও সিদ্ধ হয় না। কৃষ্ণ অর্থাৎ বিষ্ণুতত্ত্বই একমাত্র পরব্রহ্ম। চিত্তত্ত্ববিশেষ বলিয়া জীবকে বস্তুতঃ ব্রহ্ম বলা যায়। পরব্রহ্ম স্বরূপ কৃষ্ণের স্বরূপকান্তিরূপে ব্রহ্মতত্ত্ব জগন্মধ্যে পরমাত্মরূপে এক অংশ বিস্তার করেন এবং জগতের বাহিরে ব্যতিরেক অবস্থায় নির্ব্বিশেষ আবির্ভাবরূপ অচিন্ত্য, অদৃশ্য, অপ্রাপ্য ব্রহ্মরূপে প্রতিভা বিস্তার করিতেছেন। কৃষ্ণের অচিন্ত্য বিভিন্নাংশ দেব, নর, যক্ষ, রাক্ষস, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, ভূত, প্রেত ইত্যাদি বিবিধরূপে বিস্তৃত। সকল জীবের মধ্যে মানবই ভাল, কেন না কৃষ্ণভক্তি করিবার যোগ্য। মানব হইয়াও জীব কর্ম্মদোষে স্বর্গনরকাদি ভোগ করে। মায়াবশীভূত জীব কৃষ্ণ ভুলিয়া নানা আশাফলের অনুসন্ধান করে।

অণুচৈতন্য জীব স্বভাবতঃ পূর্ণ চৈতন্যরূপ কৃষ্ণের দাস। কৃষ্ণদাস্যই জীবের স্বরূপ। সেই নিজ নিত্যস্বরূপ ভুলিয়া জীব বদ্ধভাবে থাকেন। নিত্যস্বরূপ স্মৃতিপথে আসিলেই জীব মুক্তভাব প্রাপ্ত হন। চৈতন্যবস্তুর যে স্বাভাবিক শক্তিধর্ম্ম, তাহা অণুচৈতন্য জীবে অণুপরিমাণে অবস্থিত। তন্নিবন্ধন জীব প্রায় স্বভাবতঃ নিঃশক্তি, মুক্তাবস্থায় কৃষ্ণ-শক্তি প্রাপ্ত হইয়া তৎপরিমাণে শক্তিযুক্ত হন। 'আমি চৈতন্য বস্তু' ইহা অধ্যাস করিয়া জীবের শক্তিলাভ হয় না; অথচ তাহাতে যে মুক্তি হয়, তাহা নির্ব্বাণরূপা মুক্তি।

'আমি কৃষ্ণদাস' এই অধ্যাসে জীবের কৃষ্ণশক্তি দ্বারা নিত্যানন্দ পর্য্যন্ত লাভ হয়। মায়াধ্যাসরূপ ভয় দূরীভূত হইয়া যায়।

বদ্ধজীব নানা আকারে লক্ষিত হয়—সে কেবল নিজ কর্ম্মফলে। মায়িক কোন গুণ বা ধর্ম্ম লইয়া জীবের গঠন হয় না। মায়িক ধর্ম্মে জীবের গঠন হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিলে, মায়াবাদ আসিয়া স্থানলাভ করে। জীব বস্তুতঃ শুদ্ধ চিদ্বস্তু ও চিদ্ধর্ম্মে গঠিত। তটস্থ-ধর্ম্মবশতঃ জীব মায়িকধর্ম্মে আবদ্ধ হইবার যোগ্য। সেও কেবল কৃষ্ণদাস্যরূপ স্বধর্ম্ম ভুলিয়া ঘটিয়া থাকে। শুদ্ধজীবের সত্তা, আকার ও বিকার সকলই চিন্ময়। তবে জীব অণুচৈতন্য বলিয়া সে সকলই এরূপ অণু যে, যখন জীব মায়াবদ্ধ হন, তখন প্রথমে তাঁহার শুদ্ধ আকারকে মনোময় লিঙ্গদেহ আচ্ছাদন করে এবং কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া আবার স্থূলদেহ ঐ লিঙ্গদেহকেও আচ্ছাদন করিয়া জড় কর্ম্মোপযোগী করিয়া ফেলে। কিন্তু শুদ্ধস্বরূপের মায়িক বিকারই এই স্থূল ও লিঙ্গস্বরূপ। সুতরাং তাহাদের সৌসাদৃশ্য আছে। ভূমি, জল, অনল, বায়ু ও আকাশ এই কয়টী মায়িক স্থূল ভূত বদ্ধজীবের স্থূলদেহকে গঠন করে। মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই তিনটী লিঙ্গতত্ত্ব লিঙ্গ-দেহকে গঠন করে। এই দুইটী আচ্ছাদন দূর হইলে জীবের মায়ামুক্তি হয়। তখন জীবের আত্মময় চিচ্ছরীর প্রকাশ পায়। মুক্তপুরুষ স্বীয় আত্মশরীরের ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা কার্য্য করেন। স্থূল জগতের আহার, বিহার, স্ত্রীসঙ্গ, মলমূত্রত্যাগ, শারীরিক আঘাত, পীড়া, দূরতা-নিবন্ধন ক্লেশ ইত্যাদি চিচ্ছরীরে কিছুই নাই। জীবের দেহাত্মাভিমানরূপ বিবর্ত্ত-ধর্ম্মেই তাহারা স্থূল-শরীরে যে কার্য্য করে, তাহা জীব ভ্রমক্রমে স্বীকার করিয়া সুখ-দুঃখ বোধ করেন। মুক্ত পুরুষের এই সম্বন্ধে আর একটী গূঢ়তত্ত্ব আছে। মুক্ত হইয়াও যতদিন জড় জ্ঞানাভিমান থাকে বা জড়-ব্যতিরেক নির্ব্বাণবুদ্ধি থাকে, ততকাল ভক্ত্যুপযোগী ভাগবতী তনুলাভ হয় না। ভক্তসাধুসঙ্গফলে যে অবান্তর মুক্তিদশা উপস্থিত হয়, তাহাই ভাগবতী শুদ্ধ তনু উদয় করাইতে পারে। জ্ঞানিগণসঙ্গে যে মুক্তি হয়, তাহা মুক্ত্যভিমানমাত্র; তাহাও জীবের পক্ষে একটী দুর্দ্দশা মাত্র। এস্থলে সংক্ষেপে জীবের শুদ্ধস্বরূপ, বদ্ধস্বরূপ ও মুক্তস্বরূপের বিষয় আলোচিত হইল।

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

দেবতা ও ভগবান্

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি ময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপা ভিক্ষা করিয়া আজ আমরা দেবতা ও ভগবান্ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিবার আশা পোষণ করিতেছি। দেবতাগণ ভগবান্ নহেন, আর ভগবান্ দেবতাগণের অন্যতম সাধারণ দেবতা-বিশেষও নহেন। দেবতাগণ জীবতত্ত্ব—শক্তিতত্ত্ব। কিন্তু ভগবান্ শ্রীহরি ঈশ্বরতত্ত্ব—শক্তিমৎ-তত্ত্ব। শ্রীহরি জগদীশ্বর, সর্ব্বদেবেশ্বর। তাই তিনি সকলেরই উপাস্য, আরাধ্য ও পূজ্য। শাস্ত্র বলেন—'হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ' (পদ্মপুরাণ)। দেবতাগণ সংখ্যায় বহু। কিন্তু ভগবান্ শ্রীহরি এক, অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব, অদ্বিতীয়বস্তু। এই জন্যই মহাপ্রভু বলিয়াছেন—'অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।' (চৈঃ চঃ)

যে কোন জীব ভক্তিমিশ্রপুণ্যফলে ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র প্রভৃতি যে কোন দেবতা হইতে পারে। কিন্তু ভগবান্ হইবার সাধ্য কাহারও নাই। এইজন্য নিজেকে ভগবান্ মনে করার মত এমন অমার্জ্জনীয় অপরাধ আর কিছুই নাই। ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন—

> ভক্তিমিশ্রকৃতপুণ্যে কোন জীবোত্তম।
> রজোগুণে বিভাবিত করি' তাঁর মন॥
> গর্ভোদকশায়ীদ্বারা শক্তি সঞ্চারি'।
> ব্যষ্টি সৃষ্টি করে কৃষ্ণ ব্রহ্মা-রূপ ধরি'॥

নিজাংশ-কলায় কৃষ্ণ তমো-গুণ অঙ্গীকারে।
সংহারার্থে মায়া সঙ্গে রুদ্র-রূপ ধরে॥
মায়াসঙ্গ-বিকারে রুদ্র—ভিন্নাভিন্নরূপ।
জীবতত্ত্ব হয়, নহে কৃষ্ণের 'স্বরূপ'॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০ শ পরিচ্ছেদ)

জগদ্গুরু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুও (হরিভক্তি বিলাসের ১০।৬৯ শ্লোকের টীকায়) বলিয়াছেন—"(হে কেশব) যদা তুষ্টোঽসি তদৈব শ্বপচোঽপি ইন্দ্রাদির্ভবতি।" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হইলে যে কোন জীব ইন্দ্র, ব্রহ্মা বা শিবাদি হইতে পারেন।

নিজেকে ভগবান্ বলিয়া মনে করা মহা-অপরাধ বলিয়াই ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন—

প্রভু কহে,—'বিষ্ণু' 'বিষ্ণু', ইহা না কহিবা।
জীবাধমে 'কৃষ্ণ'-জ্ঞান কভু না করিবা॥
সন্ন্যাসী—চিৎকণ জীব, কিরণ-কণ-সম।
ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ কৃষ্ণ হয় সূর্য্যোপম॥
জীব, ঈশ্বর-তত্ত্ব—কভু নহে 'সম'।
জ্বলদগ্নিরাশি যৈছে স্ফুলিঙ্গের 'কণ'॥
যেই মূঢ় কহে,—জীব ঈশ্বর হয় 'সম'।
সেইত 'পাষণ্ডী' হয়, দণ্ডে তারে যম॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৮।১১১-১১৩, ১১৫)

জীবে 'বিষ্ণু' মানি—এই অপরাধ-চিহ্ন॥
জীবে 'বিষ্ণু' বুদ্ধি করে, যেই ব্রহ্মা-রুদ্র-সম।
নারায়ণে মানে, তার 'পাষণ্ডে' গণন॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২৫।৭৬-৭৭)

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ বা পরমেশ্বর, আর ব্রহ্মা-শিবাদি দেবতাগণ সকলেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত বা সেবক—ইহাই শাস্ত্রোক্তি। শাস্ত্র বলেন—

এক কৃষ্ণ—সর্ব্বসেব্য, জগৎ-ঈশ্বর।
আর যত সব,—তাঁর সেবকানুচর॥

(চৈঃ চঃ আদি ৬।৮১)

একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য॥

(ঐ আদি ৫।১৪২)

জগদ্গুরু ব্রহ্মাও স্বকৃত ব্রহ্মসংহিতা গ্রন্থে জানাইয়াছেন—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥

(ব্রহ্মসংহিতা ৫।১)

সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর। তিনি অনাদি অর্থাৎ তাঁহার আদি কেহ নাই। তিনি অনাদি এবং নারায়ণ-রাম-নৃসিংহাদি অবতারগণের ও অনন্তকোটি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের আদি অর্থাৎ মূল কারণ। তাঁহার একটী নাম গোবিন্দ। তিনি সর্ব্বকারণকারণ অর্থাৎ তাঁহা হইতেই সকলের উৎপত্তি।

নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্; তিনি সকল অবতারের অবতারী, অখিল রসামৃতমূর্ত্তি, সর্ব্বচিত্তাকর্ষক মদন-মোহন, এই ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণই সকলের একমাত্র আশ্রয়। তিনি অসমোর্দ্ধ বস্তু। তাঁহার সম বা তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই। এই রাধানাথ কৃষ্ণ কিশোরশেখর, সর্ব্বাশ্রয় ও সর্ব্বেশ্বর। এই কৃষ্ণই সকলের একমাত্র সেব্য বা আরাধ্য, আর সকলেই তাঁহার আশ্রিত, সেবক বা অনুচর। শ্রীকৃষ্ণই সকলের একমাত্র নিয়ামক। তাই শাস্ত্র তাঁহাকে সর্ব্বনিয়ন্তৃচূড়ামণীন্দ্র বলিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত বলেন—

পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্।
সর্ব্ব-অবতারী, সর্ব্বকারণ-প্রধান॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ, আর অনন্ত অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহাঁ,—সবার আধার॥
সচ্চিদানন্দতনু, ব্রজেন্দ্রনন্দন।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সর্ব্বশক্তি-সর্ব্বরস-পূর্ণ॥
পুরুষ, যোষিৎ, কিবা স্থাবর-জঙ্গম।
সর্ব্ব-চিত্তাকর্ষক, সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ৮।১৩৩-১৩৫, ১৩৮।)

কৃষ্ণ—এক সর্ব্বাশ্রয়, কৃষ্ণ—সর্ব্বধাম।
কৃষ্ণের শরীরে সর্ব্ব বিশ্বের বিশ্রাম॥

(চৈঃ চঃ আদি ২।৯৪)

পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাতে বড়, তাঁর সম কেহ নাহি আন॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ২১।৩৪)

সর্ব্ব-আদি, সর্ব্ব-অংশী, কিশোর-শেখর।
চিদানন্দ-দেহ, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বেশ্বর॥
(ঐ মধ্য ২০।১৫৩)

এক কৃষ্ণ—সর্ব্বসেব্য, জগৎ-ঈশ্বর।
আর যত সব,—তাঁর সেবকানুচর॥
(ঐ আদি ৬। ৮১)

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়।
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
(ঐ আদি ২।১০৬)

অথর্ব্ব বেদেও আমরা পাই—

মুনয়ো বৈ ব্রাহ্মণমূচুঃ—কঃ পরমো দেবঃ? কুতো মৃত্যুর্বিভেতি? কস্য বিজ্ঞানেনাখিলং বিজ্ঞাতং ভবতি? তদুহোবাচ ব্রাহ্মণঃ—কৃষ্ণো বৈ পরমং দৈবতং। গোবিন্দান্মৃত্যুর্বিভেতি। গোপীজনবল্লভজ্ঞানেনৈতদ্ বিজ্ঞাতং ভবতি। কৃষ্ণ এব পরমো দেবস্তং ধ্যায়েৎ, তং যজেৎ, তং রসেৎ, তং ভজেৎ।

(অথর্ব্ববেদীয় গোপালপূর্ব্বতাপুণ্যপনিষৎ)

মুনিগণ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—পরমেশ্বর কে? মৃত্যু কাহাকে ভয় করে? কি জ্ঞান লাভ করিলে সমস্ত জানা যায়? তদুত্তরে ব্রহ্মা বলিলেন—কৃষ্ণই পরমেশ্বর। মৃত্যু সেই গোবিন্দকেই ভয় করে। এই গোপীজনবল্লভ কৃষ্ণের সম্বন্ধে বিজ্ঞান লাভ হইলে সমস্তই অবগত হওয়া যায়। অতএব এই পরমেশ্বর কৃষ্ণকেই চিন্তা কর, তাঁহার পূজা কর, তাঁহার নাম কীর্ত্তন কর, তাঁহার ভজনা কর।

শাস্ত্র আরও বলিতেছেন—

একং শাস্ত্রং দেবকীপুত্র গীত-
মেকো দেবো দেবকীপুত্র এব।
কর্ম্মাপ্যকং দেবকীপুত্রসেবা
মন্ত্রোঽপ্যেকো দেবকীপুত্রনাম॥

যে শাস্ত্রে কৃষ্ণের কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে তাহাই শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র। কৃষ্ণই একমাত্র পরমেশ্বর, কৃষ্ণসেবাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ম্ম এবং কৃষ্ণমন্ত্রই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্র।

মহাভারতেও পাই—

কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দোণশ্চনির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥

'কৃষ্' ধাতুতে 'ণ' প্রত্যয় করিয়া 'কৃষ্ণ' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। কৃষ্ ধাতু আকর্ষক সত্তাবাচক; ণ-শব্দ নির্বৃতি অর্থাৎ আনন্দবাচক। শ্রীহরি আনন্দমূর্ত্তি ও সর্ব্বাকর্ষক বলিয়া তাঁহার নাম কৃষ্ণ। সেই কৃষ্ণই পরং ব্রহ্ম বা পূর্ণব্রহ্ম সনাতন।

গীতাতে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ॥
(গীতা ১০।৮)

ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—হে অর্জ্জুন, আমিই সকলের উৎপত্তিস্থান এবং আমা হইতেই সমস্ত প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ভাগ্যবান্ সজ্জনগণ ইহা জানিয়া প্রীতির সহিত আমার ভজনা করেন।

অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥
(গীতা ৯।২৪)

ভগবান্ আরও বলিতেছেন—আমিই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা ও ফলদাতা প্রভু। দুর্ভাগাগণ তত্ত্বতঃ ইহা জানে না বলিয়া অধঃপতিত হয়।

গ্রন্থরাজ শ্রীমদ্ভাগবতও (ভাঃ ১।৩।২৮) শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তাসম্বন্ধে বলিতেছেন—

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।"

নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। তিনি মাধুর্য্যবিগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণই চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া বৈকুণ্ঠে শ্রীনারায়ণরূপে বিরাজিত। নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি। কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু ও শ্রীরামনৃসিংহাদি অবতারগণ কেহবা শ্রীকৃষ্ণের অংশ, কেহবা শ্রীকৃষ্ণের কলা অর্থাৎ অংশের অংশ কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। এই

অবতারগণ শ্রীকৃষ্ণের অংশ হইলেও সকলেই ঈশ্বর— সকলেই পূর্ণব্রহ্ম। 'পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥' (বৃহদারণ্যক ৫।১)। শ্রীকৃষ্ণ বিভিন্ন লীলা করিবার জন্য বিভিন্ন মূর্ত্তিতে বিভিন্ন বৈকুণ্ঠে বিরাজমান। শ্রীনারায়ণ ও অন্যান্য অবতারগণ সকলেই ঈশ্বর বা ভগবান্, আর শ্রীকৃষ্ণ মহাভগবান্, পরমেশ্বর, অংশী-ভগবান্ বা স্বয়ং-ভগবান্। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত বলেন—(স্বয়ং ভগবান্ শব্দের অর্থ)

যাঁর ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা।
'স্বয়ং ভগবান্' শব্দের তাহাতেই সত্তা॥

(চৈঃ চঃ আদি ২।৮৮)

ব্রহ্মসংহিতা (৫।৪৫) বলেন—

রামাদিমূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্
নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু।
কৃষ্ণ স্বয়ং সম ভবৎ পরমঃ পুমান্ যো
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি॥

যে পরমপুরুষ কৃষ্ণ অংশাংশে রামাদি-মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক জগতে নানা অবতার প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

ব্রহ্মা শিবাদি দেবতাগণ ঈশ্বরতত্ত্ব নহেন, পরন্তু ভক্ততত্ত্ব। তাঁহারা অনুক্ষণ ভগবৎসেবায় ব্যস্ত। শ্রীহরিই তাঁহাদের জন্মদাতা পিতা বা উৎপত্তিস্থান। এ সম্বন্ধে যজুর্ব্বেদ (নারায়ণোপনিষৎ) বলেন—

"ওঁ অথ পুরুষো হ বৈ নারায়ণোঽকাময়ত প্রজাঃ সৃজেয়েতি প্রজাঃ সৃজেরন্। নারায়ণাদ্ব্রহ্মা জায়তে, নারায়ণাদিন্দ্রো জায়তে, নারায়ণাদ্দ্বাদশাদিত্যা রুদ্রাঃ, সর্ব্বাঃ দেবতাঃ সর্ব্বে ঋষয়ঃ সর্ব্বাণি ভূতানি নারায়ণাদেব সমুৎপদ্যন্তে।"

পরম পুরুষ নারায়ণ ইচ্ছা করিয়াছিলেন—'প্রজা সৃষ্টি করিব', তাহাতে প্রজাসমূহ সৃষ্ট হইল। নারায়ণ হইতে ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করেন, নারায়ণ হইতে ইন্দ্র উৎপন্ন হন; নারায়ণ হইতে দ্বাদশ আদিত্য, রুদ্রগণ, সকল দেবতা, সকল ঋষি ও সকল প্রাণী উদ্ভূত হন।

সামবেদেও (মহোপনিষৎ) পাই—

'একো হ বৈ নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা নেশানো নাপো নাগ্নীষোমৌ নেমে দ্যাবা পৃথিবী ন নক্ষত্রাণি ন সূর্য্যো ন চন্দ্রমাঃ।'

সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র নারায়ণই ছিলেন। তখন ব্রহ্মা ছিলেন না, শিবও ছিলেন না, তখন জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, পৃথিবী, নক্ষত্র, সূর্য্য ও চন্দ্র প্রভৃতি কিছুই ছিল না। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন—

ব্রহ্মা, শিব—আজ্ঞাকারী ভক্ত-অবতার।
পালনার্থে বিষ্ণু—কৃষ্ণের স্বরূপ-আকার॥
স্বরূপ—ঐশ্বর্য্যপূর্ণ, কৃষ্ণসম প্রায়।
কৃষ্ণ অংশী, তেঁহো অংশ, বেদে হেন গায়॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০শ ৩১৭, ৩১৫)

জগদ্গুরু ব্রহ্মার উক্তিতেও আমরা পাই—

সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্॥

(ভাঃ ২।৬।৩২)

ব্রহ্মা বলিতেছেন—আমি ভগবান্ শ্রীহরি কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া সৃষ্টি করি, শিব তাঁহার বশীভূত হইয়া তন্নির্দ্দেশক্রমে সংহার করেন, আর সেই সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীহরি নিজে বিষ্ণুরূপে জগৎ পালন করেন।

অহং ভবো দক্ষ-ভৃগুপ্রধানাঃ
প্রজেশ-ভূতেশ-সুরেশমুখ্যাঃ।
সর্ব্বে বয়ং যন্নিয়মং প্রপন্না
মূর্দ্ধ্ন্যর্পিতং লোকহিতং বহামঃ॥

(ভাঃ ৯।৪।৫৪)

আমি ব্রহ্মা, শিব, দক্ষ ও ভৃগু প্রভৃতি প্রজাপতি ভূতনাথ এবং দেবশ্রেষ্ঠগণ আমরা সকলেই অধীন হইয়া ভগবান্ শ্রীহরির লোকহিতকর আদেশ অবনত মস্তকে বহন করিতেছি।

শ্রীমদ্ভাগবত আরও বলেন—

অথাপি যৎপাদনখাবসৃষ্টং
জগদ্বিরিঞ্চোপহৃতার্হণাম্ভঃ।

সেশং পুণাত্যন্যতমো মুকুন্দাৎ
কো নাম লোকে ভগবৎপদার্থঃ ॥
(ভাঃ ১।১৮।২১)

ব্রহ্মাকর্তৃক অর্ঘ্যরূপে প্রদত্ত যাঁহার পদনখ-নিঃসৃত সলিল মহাদেবের সহিত সমস্ত জগৎ পবিত্র করিতেছেন, সেই মুকুন্দ ব্যতীত অন্য কে ভগবান্ হইতে পারেন ?

উক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু ও শ্রীশ্রীধর স্বামিপাদ বলিয়াছেন—'বিরিঞ্চোপহৃতং সেশমিত্যনেন শ্রীব্রহ্মা-শিবয়োরপ্যুপাসকত্বমুক্তম্। তস্মান্মুকুন্দাৎ ব্যতিরিক্তঃ কো নাম ভগবৎপদার্থঃ অভিধেয়ঃ। সর্ব্বেশ্বর স বিষ্ণুরেক এবেত্যর্থঃ।'

অর্থাৎ শ্লোকে ব্রহ্মা কর্তৃক অর্ঘ্যরূপে প্রদত্ত এবং শিবের সহিত সমস্ত জগৎ পবিত্রকারী বলাতে ব্রহ্মা, শিবও যে শ্রীহরির উপাসক অর্থাৎ ভক্ত বা সেবক—ইহা উক্ত হইল। অতএব মুকুন্দ ব্যতীত ভগবান্ বলিয়া কেহ নাই। সেই বিষ্ণুই একমাত্র সর্ব্বেশ্বর।

উপরি উক্ত বেদ-বেদান্ত পুরাণাদি শাস্ত্র হইতে জানা যায়—শ্রীহরিই সকলের মূল এবং শ্রীহরি হইতেই ব্রহ্মা, শিব ও অন্যান্য দেবতাগণের উৎপত্তি হইয়াছে। ব্রহ্মা-শিব প্রভৃতি সকলেই শ্রীহরির আজ্ঞা শিরে ধারণ করিয়া স্ব স্ব কার্য্য নিয়মিতভাবে করিতেছেন। গীতাতেও (১০।২) ভগবান্ বলিয়াছেন—'অহং আদির্হি দেবানাম্' অর্থাৎ আমিই সমস্ত দেবতার আদি অর্থাৎ মূল। অতএব জগদীশ্বর ভগবান্ শ্রীহরির সহিত তদধীনতত্ত্ব ব্রহ্মা-শিবাদি দেবতাগণকে সমান মনে করা যে কত বড় অজ্ঞতার পরিচায়ক, তাহা বলাই বাহুল্য। যাঁহারা এতাদৃশ অজ্ঞতা পোষণ করেন, তাঁহাদের অমঙ্গল অনিবার্য্য, নরক অবশ্যম্ভাবী। তাই শাস্ত্র বলেন—

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদি দৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥
(পদ্মপুরাণ)

যে ব্যক্তি ভগবান্ নারায়ণকে ব্রহ্মা-শিবাদি দেবতাগণের সহিত সমান মনে করে, সে নিশ্চয়ই পাষণ্ডী।

যে মোহাদ্বিষ্ণুমন্যেন হীনদেবেন দুর্ম্মতিঃ।
সাধারণং সকৃদ্ব্রূতে সোঽন্ত্যজো নান্ত্যজোঽন্ত্যজঃ ॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১।৭২ ধৃত পঞ্চরাত্র বাক্য)

হে দুর্ভাগা মোহ বশতঃ অন্য দেবতার সহিত ভগবান্ বিষ্ণুকে একবারও সমান মনে করে, সেই কুমতিবিশিষ্ট ব্যক্তি চণ্ডালসদৃশ।

অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধী গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ ॥
(পদ্মপুরাণ)

যে ব্যক্তি শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চাবিগ্রহে শিলাবুদ্ধি, গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, কলিমল-নাশকারী বিষ্ণু-বৈষ্ণব পাদোদকে জলবুদ্ধি, সকল পাপনাশক শ্রীবিষ্ণুর নাম ও মন্ত্রে শব্দসামান্যবুদ্ধি এবং সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুর সহিত অন্য দেবতাকে সমান মনে করে সে নারকী।

শ্রীশিবজী পার্ব্বতীদেবীকে বলিয়াছেন—

নাবৈষ্ণবায় দাতব্যং বিকল্পোপহতাত্মনে।
ভক্তিশ্রদ্ধাবিহীনায় বিষ্ণুসামান্যদর্শিনে ॥
ন যান্তি তৎপরং শ্রেয়ো বিষ্ণুং সর্ব্বেশ্বরেশ্বরম্।
সর্ব্বভাবৈরনাশ্রিত্য পুরাণং পুরুষোত্তমম্ ॥
তমেব তপসা নিত্যং ভজামি স্তৌমি চিন্তয়ে।
তেনাদ্বিতীয়মহিমা জগৎপূজ্যোঽস্মি পার্ব্বতি ॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১।৭৩-৭৫ টীকাধৃত বৃহৎসহস্রনামস্তোত্র)

যে ব্যক্তি বিষ্ণুকে আমার (শিবের) বা ব্রহ্মা প্রভৃতি অন্যান্য দেবতাগণের সহিত সমান মনে করে, তাদৃশ ভক্তিশ্রদ্ধাবিহীন অবৈষ্ণব দুর্ভাগাকে কোন কিছু দান করিবে না।

যাহারা সর্ব্বদেবপূজ্য পুরুষোত্তম শ্রীহরিকে অনন্যভাবে আশ্রয় করে না, তাহারা কোন দিনই পরম মঙ্গল লাভ করিতে পারে না। হে পার্ব্বতি, আমি জগদীশ্বর শ্রীহরিকে ভজনা করি, স্তুতি করি, চিন্তা করি। তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম-আরাধনাবলেই আমি এতাদৃশ শক্তিশালী ও জগৎপূজ্য হইয়াছি।

সেইখানেই বিষ্ণুসহস্রনাম মধ্যে আছে—

সর্ব্বদেবৈকশরণং সর্ব্বদেবৈকদৈবতম্।
সূর্য্যকোটি প্রতীকাশো যমকোটিদুরাসদঃ॥
ব্রহ্মকোটি-জগৎস্রষ্টা বায়ুকোটিমহাবলঃ।
কোটীন্দ্র জগদানন্দী শম্ভুকোটি মহেশ্বরঃ॥

(বৃহৎসহস্রনাম স্তোত্র)

তৎপরে শ্রীদুর্গাদেবী বলিতেছেন—

অহো সর্ব্বেশ্বরো বিষ্ণুঃ সর্ব্বদেবোত্তমোত্তমঃ।
জগদাদিগুরু র্মূঢ়ৈঃ সামান্য ইব বীক্ষ্যতে॥
অহো বত মহৎ কষ্টং সমস্ত সুখদে হরৌ।
বিদ্যমানেঽপি সর্ব্বেশে মূঢ়াঃ ক্লিশ্যন্তি সংসৃতৌ॥
যমুদ্দিশ্য সদানাথো মহেশোঽপি দিগম্বরঃ।
জটাভস্মানুলিপ্তাঙ্গস্তপস্বী বীক্ষ্যতে জনৈঃ।
ততোঽধিকোঽস্তি কো দেবো লক্ষ্মীকান্তান্মধুদ্বিষঃ॥

(বৃহৎ সহস্রনামস্তোত্র)

অহো সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বদেবোত্তমোত্তম ও জগতের আদিগুরু শ্রীবিষ্ণুকে মূঢ় সকল কি করিয়া অন্যান্য দেবতার সহিত সমান মনে করে? হায়! সর্ব্বসুখ প্রদাতা জগৎপতি শ্রীহরি বিদ্যমান থাকিতে অজ্ঞসকল তাঁহার পাদপদ্ম আশ্রয় না করিয়া এই দুঃখকর সংসারে কষ্ট ভোগ করিতেছে—ইহাই দুঃখ। আমার স্বামী শিবও যাঁহার আরাধনায় উন্মত্ত হইয়া অঙ্গে ভস্মলেপনপূর্ব্বক দিগম্বর, অবধূত, তপস্বীরূপে দৃষ্ট হন, সেই লক্ষ্মীকান্ত মধুসূদন হইতে আর কে শ্রেষ্ঠ আছে?

শ্রীহরিই একমাত্র সকলের মূল, সর্ব্বারাধ্য ও নিত্যানন্দ-প্রদাতা। শ্রীহরিই সমস্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। এ সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন—

ব্যামোহায় চরাচরস্য জগতস্তে তে পুরাণাগমা-
স্তাং তামেব হি দেবতাং পরমিকাং জল্পন্ত কল্পাবধি।
সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্ বিষ্ণুঃ সমস্তাগম-
ব্যাপারেষু বিবেচনব্যতিকরং নীতেষু নিশ্চীয়তে॥

(পদ্মপুরাণ)

চরাচর জগতের মোহ উৎপাদনের জন্য সেই সেই রাজস-তামসাদি পুরাণ ও আগম সকল তত্তদুদ্দিষ্ট দেবতাগণকে প্রধান বলিয়া কল্পাবধি জল্পনা করেন করুন। কিন্তু সেই সমস্ত আগমাদি শাস্ত্রসকল ভাল করিয়া দেখিলে সিদ্ধান্তস্থলে বিষ্ণুই একমাত্র ভগবান বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়া থাকেন।

আলোড্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ।
ইদমেকং সুনিষ্পন্নং ধ্যেয়ো নারায়ণঃ সদা॥

(স্কন্দ-পদ্ম ও লিঙ্গপুরাণ)

সমস্ত শাস্ত্র আদ্যোপান্ত দেখিয়া এবং পুনঃ পুনঃ বিচার করতঃ স্থির হইয়াছে যে—নারায়ণই জীবের নিত্যকাল ধ্যেয় অর্থাৎ আরাধ্য। শাস্ত্র আরও বলেন—

সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যমুৎক্ষিপ্য ভুজমুচ্যতে।
বেদাচ্ছাস্ত্রং পরং নাস্তি ন দেবঃ কেশবাৎ পরঃ॥

(নৃসিংহ পুরাণ)

বাহু উত্তোলনপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ ত্রিসত্য করিয়া বলিতেছি—বেদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র আর কিছু নাই এবং কেশব হইতে শ্রেষ্ঠ দেব আর কেহ নাই।

রুদ্রযামলে উত্তরখণ্ডে শ্রীশিবজীও বলিয়াছেন—

'ন শাস্ত্রং বৈষ্ণবাদন্যন্ন দেবঃ কেশবাৎ পরঃ।'

বিষ্ণুপর শাস্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র আর কিছু নাই এবং কেশব ব্যতীত আর শ্রেষ্ঠ কেহ নাই। ভগবানের **'কেশব'** নামের ব্যাখ্যায় মহাজনগণ বলিয়াছেন—কো ব্রহ্মা, ঈশো মহাদেবঃ, তাবপি বয়তে বশীকরোতি প্রশাস্তি ইতি কেশবঃ। (গীতা ৩।১ ও ভাঃ ১০।২৯।৪৮ শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকা) অথবা অস্ত্যর্থে বঃ তৌ সেবকোত্তমতয়া বিদ্যতে যস্যেতি পরমেশ্বরতোক্তা। (ভাঃ ১০।১।১০ বৈষ্ণবতোষণী)

'ক' অর্থে ব্রহ্মা, 'ঈশ' অর্থে মহাদেব, তাঁহাদিগকেও যিনি বশীভূত করিয়া নিজ শাসনে রাখিয়াছেন তিনিই কেশব। অথবা অস্তি-অর্থে 'ব' প্রত্যয়, ব্রহ্মা-শিবও যাঁহার সেব-কোত্তমরূপে বিদ্যমান আছেন, সেই পরমেশ্বরই কেশব।

হরিবংশে শ্রীশিবজীও শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন—

ক ইতি ব্রহ্মণো নাম ঈশোঽহং সর্ব্বদেহিনাম্।
আবাং তবাঙ্গসম্ভূতৌ তস্মাৎ কেশব নামভাক্।

'ক' ব্রহ্মার একটী নাম এবং সকলের নিকট আমি (শিব

'ঈশ' নামে প্রসিদ্ধ। হে কৃষ্ণ, আমরা তোমা হইতে উদ্ভুত হইয়াছি, তাই তোমার নাম 'কেশব'।

পদ্মপুরাণে শ্রীশিবজী শ্রীনারদকে বলিয়াছেন—

ভুবনে সর্ব্বলোকানাং নারাধ্যো বৈ হরিং বিনা।
ভবার্ণবছিন্নকোঽপি সর্ব্বকামদঃ কামদঃ ॥

ভববন্ধনছেদকারী সর্ব্বফলপ্রদ শ্রীহরি ব্যতীত জীবের আর আরাধ্য কেহ নাই। তিনিই সকলের একমাত্র উপাস্য। পদ্মপুরাণ আরও বলেন—

হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ।
ইতরে ব্রহ্মারুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন ॥

সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বর শ্রীহরিই সকলের আরাধ্য। এজন্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীমাত্রেরই তাঁহার আরাধনা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তদ্ভক্ত ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দেবতাগণকে কখনও অবজ্ঞা করা উচিত নহে। শাস্ত্র বলেন—

গোপালং পূজয়েদ্ যস্তু নিন্দয়েদন্যদেবতাম্।
অস্তু তাবৎ পরো ধর্ম্মঃ পূর্ব্বধর্ম্মোঽপি নশ্যতি ॥
(গৌতমীয় তন্ত্র)

যিনি গোপালের পূজা করেন অথচ অন্য দেবতার নিন্দা করেন, তাঁহার পরমধর্ম্ম ভক্তি লাভ দূরে থাকুক, পূর্ব্বধর্ম্মও বিনষ্ট হয়। শ্রীভগবানও স্বয়ং বলিয়াছেন—

যো মাং সমর্চ্চয়েন্নিত্যমেকান্তভাবমাশ্রিতঃ।
বিনিন্দন্ দেবমীশানং স যাতি নরকং ধ্রুবম্ ॥
(কূর্ম্মপুরাণ)

মদ্ভক্তঃ শঙ্করদ্বেষী মদ্বেষী শঙ্করপ্রিয়ঃ
উভৌ তৌ নরকৌ যাতৌ যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১৪।৬৫)

একান্তভাবে শ্রীহরির ভজনা করিয়াও যাহারা মঙ্গলময় শিবের নিন্দা করে তাহারা নিশ্চয়ই নরকে গমন করিয়া থাকে। যাহারা হরিভক্ত অভিমান করিয়া শিবের নিন্দা করে অথবা শিবভক্ত অভিমান করিয়া শ্রীহরির নিন্দা করে তাহারা উভয়েই নরকে গমন করে।

শ্রীচৈতন্য ভাগবতও (মধ্য ৩।১৭০) বলেন—

পূজয়ে গোবিন্দ যেন, না মানে, শঙ্কর।
এই পাপে অনেকে যাইব যম-ঘর ॥

[ক্রমশঃ]

শ্রীভাগবতালোকে অবতারবাদ

(পূর্ব প্রকাশিত ৫ম সংখ্যার ১২১ পৃষ্ঠার পর)

[শ্রীযুগলকিশোর দে]

"জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান।" বলিয়া যে শাস্ত্র শিক্ষা দিলেন সেই শাস্ত্রই আবার তারস্বরে জীবে ঈশ্বর বুদ্ধি করিতে নিষেধ করিয়াছেন। জগতের সম্মুখে তাই এক বিরাট প্রশ্ন আসিয়াছে শ্রীভগবৎ অবতার বলিয়া জগৎ কাহাকে গ্রহণ করিবে? সুধীগণকে গীতার "এবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ" (গী ৪।৯) কথাটি অনুধাবন করিতে অনুরোধ করি। ইহা ভুলিয়া মনুষ্য সমাজ অবতার-বাদের যে সকল স্বরূপকে গ্রহণ করিতেছেন—ইহা তাহাদিগের প্রতি শ্রীভগবানের শ্রীমুখোক্তি 'মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি' বাক্যেরই যথার্থ পরিচয় দিতেছে। অবতার-তত্ত্বের বিচারের উপর জীবনের হিসাব-নিকাশ নির্ভর করে। "যদি একটি অঙ্কের মূলে ভুল থাকে, অবশিষ্ট সমস্ত অঙ্ক নির্ভুল হইলেও ভুল ফলই যেমন তাহার পরিণাম, জীবনাঙ্কের মূলে এই একটিমাত্র ভুলের জন্যই, জীবনের-হিসাব নিকাশ কালে ব্যর্থতানদীর কূলে দাঁড়াইয়া কত বার যে কত জীবকে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই, আবার যে পর্য্যন্ত না ভুল সংশোধন হইতেছে, তাবৎ পুনঃ পুনঃ সেই ব্যর্থতাকেই বরণ করিতে হইবে।"

তাহা হইলে আমরা বুঝিলাম, পরতত্ত্বের কোন বিষয় বা অবতার তত্ত্বটিকে বুঝিতে হইলে কেবল মাত্র গীতা বাক্যকে অবলম্বন করিয়াই বুঝিতে যাওয়া ঠিক নহে, তৎসঙ্গে শ্রীভাগবতাদি অন্যান্য পুরাণও প্রয়োজন। গীতা স্বয়ংই এই কথার সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন "এবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ" এই কথার দ্বারা। গীতার এই "এবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ" এবং ভাগবতের "যজন্তি হি সুমেধসঃ" (ভাঃ ১১।৫।৩২) এই বাণী দুইটির দিকে কৃপাময় পাঠকগণকে লক্ষ্য রাখিতে অনুরোধ করি। পরতত্ত্ব সম্বন্ধীয় যাহা কিছু বিষয় তাহার সম্বন্ধে যদি অপরাপর শাস্ত্র প্রমাণ নাও দেখিবার সৌভাগ্য হয়, তাহা হইলেও অন্ততঃ এই দুই মহান্ গ্রন্থের সঙ্গে অবশ্যই মিলাইয়া লইয়াই বুঝিতে হইবে। কেননা, এই দুইখানা গ্রন্থ সম্বন্ধে অনান্য শাস্ত্রেও ভূয়সী প্রশংসা দেখিতে ও মাহাত্ম্য বর্ণনা শুনিতে পাওয়া যায় এবং এই সঙ্গে ইহাও স্মরণীয় যে, এই দুই গ্রন্থের আবির্ভাব সময়ের ঘটনাও অধিকতর চমৎকারিতাপূর্ণ। মহারণাঙ্গনের মাঝে যেন মোহাকৃষ্ট ও কর্ত্তব্যজ্ঞানে সন্দিগ্ধ-চিত্ত এইরূপ লীলাভিনয়কারী ভক্ত কুন্তীপুত্রের জীবনমরণ সমস্যাকে অবলম্বন করিয়া জীব শিক্ষার উদ্দেশ্যে শ্রীগীতার আবির্ভাব। অপর দিকে নিখিল শাস্ত্রকৃৎ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসমুনি মানসিক অপ্রসন্নতার লীলাভিনয় করিয়া নিজ গুরুদেব দেবর্ষি নারদের নিকট উপদিষ্ট হইয়া সমাধিস্থ হইলে তাঁহার হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণলীলার স্ফূর্ত্তি হয় এবং শ্রীমদ্ভাগবতের প্রাকট্য হয়। বস্তুর মাহাত্ম্য স্থাপিত হয় বিশেষ চিহ্নের দ্বারা। সিংহের পরিচিতি কেশরের দ্বারা। যে দুই গ্রন্থের আবির্ভাবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, তাঁহাদের অন্তরে সম্পূটিত বস্তুরাজী যে কত মাহাত্ম্যযুক্ত তাহা অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং দ্বিধাহীন চিত্তেই বলা যায়, নিখিল গ্রন্থের মধ্যে এই দুই গ্রন্থ হইতেছেন শীর্ষস্থানীয়! বিশেষতঃ বেদ-উপনিষদ প্রভৃতির প্রতিভূরূপে গীতাকে এবং পুরাণাদির প্রতিভূরূপে শ্রীভাগবতকে আমরা গ্রহণ করিতে পারি। গীতাকে বলা হইয়াছে "সর্ব্বোপনিষদো গাবো" আর শ্রীভাগবতকে বলা হইয়াছে "বেদার্থ পরিবৃংহিত" "গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ" "অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাম" "সর্ব্ববেদান্ত সারং" "ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ" প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য এই যে, গীতার উপরে বিভিন্ন টীকাকারের প্রায় ৭৫টী টীকা আছে, আর ভাগবতের উপরে আছে ১৩০টী। জগতের আর কোন দেশের ধর্ম্ম গ্রন্থের এইরূপ সমাদর হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় না।

আমরা বুঝিলাম পরতত্ত্বের বিষয় যাহা কিছু বুঝিতে হইবে তাহা শাস্ত্র প্রমাণেই এবং তন্মধ্যে এই দুই প্রমাণই প্রধান। বিশেষ করিয়া অবতারতত্ত্ব বা অবতারবাদটি শাস্ত্রযুক্তিমূলে বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক কারণ পরতত্ত্ব অনুশীলন সহজসাধ্য ও সুখসাধ্য হয় অবতারের সাহায্যে। পরতত্ত্ব যখন অবতার স্বরূপে অবতরণ করিয়া এই জীব জগতের সঙ্গে সমভূমিকতা স্থাপন করেন তখনই তাঁহাকে আরাধনা বা উপাসনা করা সহজ সাধ্য হয়। এক কথায় জীবের সমক্ষে অবতার স্বরূপটিই হইল উপাস্য বা আরাধ্যতম। যেখানে যত কিছু উপাসনা বা আরাধনা তাহা অবতার তত্ত্বের যে কোন একটি স্বরূপকে লইয়াই সাধিত হইয়াছে। প্রহ্লাদের আরাধনা শ্রীনৃসিংহদেবকে লইয়া, হনুমানের আরাধনা শ্রীরামচন্দ্রকে লইয়া, পাণ্ডব ও উদ্ধবাদির আরাধনা শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া অর্থাৎ প্রহ্লাদের উপাস্য বা আরাধ্যতত্ত্ব হইলেন শ্রীনৃসিংহ, হনুমানের উপাস্য বা আরাধ্যতত্ত্ব হইলেন শ্রীরাম এবং পাণ্ডব ও উদ্ধবাদির উপাস্য বা আরাধ্যতত্ত্ব হইলেন শ্রীকৃষ্ণ; তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণই হইলেন শাস্ত্র বিচারে "স্বয়ং ভগবান্ বা স্বয়ং ভগবৎতত্ত্ব— সর্ব্বাবতারী"। "তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরদৈবতম্" (গোঃ তাঃ উঃ) "কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্" '(ভাঃ)' 'বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেববেদ্যঃ' (গীতা) 'অথ সর্ব্বোপনিষদাং সোঽয়ং সোঽয়ং মহাপ্রভুঃ' (হরিভক্তি সুধোদয়) শ্রীধর স্বামিপাদ বলেন, 'শ্রীকৃষ্ণ ইত্যেষঃ আদ্যহরিঃ' সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান বলিয়া তাঁহারই শ্রীমুখ গীতিতে অবতারবাদটি স্বীকৃত। শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান বলিয়া এবং তাঁহারই সম্বন্ধে গীতায় বিশেষভাবে আলোচনা আছে বলিয়া গীতার এত সর্ব্ব-জন-প্রিয়তা। শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান বলিয়া তাহারই সম্বন্ধে সবিশেষরূপে আলোচনা আছে বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবত এইরূপ সর্ব্ব-জন-পূজ্য। শ্রীকৃষ্ণই

স্বয়ং ভগবান বলিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণেরই লীলা গাথা বলিয়া ভারতবর্ষের সর্ব্ব-সম্প্রদায়ের দার্শনিক আচার্য্যগণ গীতা, ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণকে তাঁহাদের স্ব স্ব বেদান্ত ভাষ্যে বিশেষভাবে অবলম্বন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান বলিয়া সর্ব্ব-সম্প্রদায়-শ্রদ্ধেয় পরমপূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী শ্রীকৃষ্ণ লীলা-গুণানুগাথা গীতা, ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণেরই টীকা করিয়াছেন, তন্মধ্যেও আবার শ্রীভাগবতেরই বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য হয়। তাই মন্দিরে-মন্দিরে, ঘরে-ঘরে আজ ভাগবতেরই পারায়ণ-পাঠ-কথকতা। তাই ভাগবত 'রসমালয়ং', 'ভারতার্থ বিনির্ণয়'। ভারতার্থ বিনির্ণয় বলিতে 'গীতার্থ বিনির্ণয়'। কেননা, গীতা মহাভারতেরই অন্তর্নিহিত নিধি। সুতরাং একথা অতি সহজেই বলা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বকে বক্ষনিধির মত সম্পুটিত করিয়াই গীতা ও ভাগবত নিখিল বিশ্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রহস্য গ্রন্থ। যেরূপ সর্ব্ব অবতারী স্বয়ং ভগবান অখিলরসামৃতমূর্ত্তি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থল ব্যতীত কৌস্তভমণি ও শ্রীবৎসচিহ্নকে আর কোথায়ও দেখা যায় না এবং কৌস্তভমণি ও শ্রীবৎসচিহ্নকে শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্যত্র দৃষ্ট হয় না, সেইরূপ গীতা ও ভাগবত এর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ, এবং শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধেই গীতা ও ভাগবত এক সুদৃঢ় সম্বন্ধে চির আবদ্ধ। তাই শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্ব-অবতাররূপ সরোরুহের সরসী।'

অবতারা হ্য সংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।
যথাবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ॥ (ভাঃ ১।৩।২৬)

তাই শ্রীধর স্বামিপাদ বলেন—

'দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহম্।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ॥'

শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার

[শ্রীসুজনানন্দ দাসাধিকারী, এম-এ]

(৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৩৯ পৃষ্ঠার অনুসরণে)

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে আবির্ভাবের কারণ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নরূপে বলা হইয়াছে। কোনস্থানে বলা হইয়াছে যুগধর্ম্ম নামসঙ্কীর্ত্তন প্রচারের জন্য, কোনস্থানে বলা হইয়াছে অনর্পিতচর উন্নতোজ্জ্বল রসময়ী প্রেমভক্তিসম্পৎ দান করিবার জন্য, আবার কোনস্থানে বলা হইয়াছে পাষণ্ডের অত্যাচার হইতে ধর্ম্মপ্রাণ ভক্তগণের উদ্ধার ও ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য মহাপ্রাণ শ্রীমদ্বৈতাচার্য্যের জল-তুলসী-সংযোগে করুণাময় শ্রীহরির নিকট আকুল আহ্বানে শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামী প্রভু বিদ্বৎ-অনুভবে যাহা বুঝিয়াছিলেন এবং যাহা তাঁহার স্বলিখিত কড়চায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহাতে বুঝা যায় মহাপ্রভুর অবতারের অন্তরঙ্গ বা মুখ্যকারণ অন্য-প্রকার। যুগধর্ম্ম নামসঙ্কীর্ত্তন প্রবর্ত্তন, জগতে প্রেমভক্তি দান বা শ্রীমদ্বৈতাচার্য্যের আকুল আহ্বানে সাড়া দেওয়া—এইগুলি ঐ অন্তরঙ্গ উদ্দেশ্য সাধনেরই অন্তর্ভুক্ত বা আনুষঙ্গিক গৌণ কারণ মাত্র।

আনন্দরসঘন-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ প্রকট ব্রজলীলায় যে প্রেমরস আস্বাদন করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার পরিপূর্ণ আস্বাদন হয় নাই। আস্বাদন দুই প্রকারে হইতে পারে—(১) বিষয় জাতীয় আস্বাদন ও (২) আশ্রয় জাতীয় আস্বাদন। এবিষয়ে পূর্ব্ব সংখ্যায় আলোচনা করা হইয়াছে। আশ্রয় জাতীয় সর্ব্বোত্তম প্রেমরস আস্বাদন করিবার জন্য রসলোলুপ শ্রীকৃষ্ণ মাদনাখ্য মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধিকার ভাব গ্রহণ করিলেন। ভাবগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরাধিকার গৌরকান্তিও গ্রহণ করিলেন, যাহাদ্বারা তিনি তাঁহার স্বাভাবিক শ্যামকান্তিকে আচ্ছাদন করিয়া রাধাভাবদ্যুতি-

সুবলিত শ্রীগৌরসুন্দররূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন। অবতীর্ণ হইয়া শৃঙ্গাররস-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ বিপ্রলম্ভরস-বিগ্রহ গৌরসুন্দররূপে নিজ মাধুর্য্য আস্বাদন (আশ্রয় জাতীয়) এবং ঔদার্য্যরসবিগ্রহরূপে নামপ্রেম আস্বাদন, যুগধর্ম্ম নাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রবর্ত্তন, উন্নতোজ্জ্বলরসময়ী প্রেমভক্তি দান, প্রেম-ভক্তিবিরোধী পাষণ্ডীদিগকে সংহার না করিয়া নামকীর্ত্তন-দ্বারা তাহাদের চিত্তের মলিনতা দূরীকরণপূর্ব্বক তাহা-দিগকে প্রেমসম্পত্তির অধিকারী করিলেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে আশ্রয়রূপে প্রেমরস আস্বাদন বাসনা তিনভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছিল— (১) শ্রীরাধার প্রেমমহিমা কিরূপ তাহা জ্ঞাত হওয়া (২) শ্রীরাধাকর্ত্তৃক আস্বাদিত নিজমাধুর্য্যই বা কিরূপ এবং (৩) তাঁহার মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধা যে সুখ পান সেই সুখই বা কিরূপ ? —এই তিনটী অপূর্ণ বাসনা পূরণ করিবার লালসায় শ্রীরাধার সহিত একীভূত ও তদ্ভাবকান্তিমণ্ডিত হইয়া তিনি শ্রীশচীগর্ভে শ্রীগৌরসুন্দররূপে আবির্ভূত হইলেন। এই বাসনা পূরণের দ্বারা প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদনই তাঁহার অবতারের মুখ্য কারণ। যখন তিনি এই বাসনা পূরণের সঙ্কল্প করিলেন তখনই যুগাবতারের সময় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং ঐ একই সময়ে অদ্বৈতা-চার্য্য শ্রীকৃষ্ণাবতারের জন্য আরাধনা করিতেছিলেন। সুতরাং যুগধর্ম্ম নামসঙ্কীর্ত্তন প্রবর্ত্তন ও প্রেম প্রচার বা অদ্বৈতাচার্য্যের আকুল আহ্বানে সাড়া দেওয়া—এইগুলি আনুষঙ্গিক বা গৌণ কারণ মাত্র। তাই শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকার বলিতেছেন—

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি ব্রজেন্দ্রকুমার।
রসময়মূর্ত্তি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার॥
সেই রস আস্বাদিতে কৈল অবতার।
আনুষঙ্গে কৈল সব রসের প্রচার॥"

(চৈঃ চঃ আদি ৪।২২২-২৩)

ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ অখিলরসামৃতসিন্ধু। তিনিই মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গার। ঐ শৃঙ্গার রসের সর্ব্ববিধ বৈচিত্রী আস্বাদন করাই তাঁহার স্বরূপানুবন্ধী ধর্ম্ম। ব্রজলীলায় শৃঙ্গার রসের আংশিক (বিষয় জাতীয়) আস্বাদন করিয়াছেন। অব-শিষ্ট (আশ্রয় জাতীয়) অংশটুকু আস্বাদন করিবার জন্য শ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকারপূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইলেন। সুতরাং উহাই তাঁহার অবতারের মুখ্য বা অন্তরঙ্গ কারণ। এই আশ্রয় জাতীয় শৃঙ্গার রসের অশেষ-বিশেষভাবে বৈচিত্রী আস্বাদন করিতে করিতে আনুষঙ্গিক-ভাবে অন্য সমস্ত রসের বিশেষতঃ কলিযুগধর্ম্ম নাম ও প্রেম প্রচার করিলেন।

[শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্যস্থানে শ্রীকৃষ্ণকে প্রেমের 'আশ্রয়'ও বলা হইয়াছে। এখানে তাঁহাকে প্রেমের 'বিষয়' বলা হইতেছে। সুতরাং এই পারিভাষিক দুইটী শব্দ 'আশ্রয়' ও 'বিষয়' সম্বন্ধে প্রকৃত অর্থ জানা আবশ্যক। যাহাতে প্রেম থাকে অর্থাৎ যিনি প্রেমাস্পদকে প্রেমের সহিত সেবা করেন বা প্রীতি করেন তিনি প্রেমের 'আশ্রয়' এবং যাঁহার প্রতি প্রেম প্রয়োগ করা হয় অর্থাৎ প্রেমের সহিত যাঁহাকে সেবা করা হয়—যাঁহাকে প্রীতি করা হয় বা মমতার সহিত ভালবাসা যায় সেই প্রেমাস্পদকে প্রেমের 'বিষয়' বলা হয়। যেমন মাতৃস্নেহ ও সন্তান—মাতার চিত্তে স্নেহ অবস্থিত থাকে উহা তিনি সন্তানের প্রতি প্রয়োগ করেন—এস্থলে মাতা স্নেহের 'আশ্রয়' এবং সন্তান স্নেহের 'বিষয়'। গোপীদিগের কিংবা শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য পরিকরদিগের চিত্তে প্রেমের অবস্থিতি—তাঁহারা ঐ প্রেমের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন, এখানে গোপিগণ বা পরিকরগণ প্রেমের 'আশ্রয়' এবং শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের 'বিষয়'।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীরাধিকার প্রেমবৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিতে 'মহাভাব' সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে। অনধিকারীর পক্ষে এই সকল রসবিচারের আলোচনা করিতে যাওয়া মূঢ়তা ও অপরাধজনক। এই সব তত্ত্ব অনুভবসাপেক্ষ—রসিক ভক্তগণের অনুভবে ইহা বেদ্য। তথাপি শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ তাঁহার উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে এবং শ্রীল কবিরাজগোস্বামিপাদ তাঁহার শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে যে কৃপা-শিক্ষা দিয়াছেন তদবলম্বনে উহার

কিঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শনমাত্র করা হইতেছে। পাঠকগণ এজন্য ক্ষমা করিবেন।

প্রেমবিকাশে 'স্নেহ', 'মান', 'প্রণয়', 'রাগ', 'অনুরাগ', 'ভাব' ও 'মহাভাব' এই কয়েকটী বিভিন্ন স্তর।

মহাভাবের আবার 'মোদন' ও 'মোহন' দুইটী বিভিন্ন ভাব আছে। 'মোদনে'র আবার দুইটী অবস্থা—(১) 'মাদন' ও 'মোহন'—

''অধিরূঢ়-মহাভাব—দুইত প্রকার।
সম্ভোগে 'মাদন', বিরহে 'মোহন' নাম তার॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ২৩।৫৪)।

'মাদন'—'মোদনে'র যে ভাবে শুধু সম্ভোগ বা মিলনানন্দ, তাহাকেই 'মাদন' বলা হয়। উহাতে বিরহের অভাব। শ্রীরাধিকার মধ্যে এই ভাব উদিত হইলে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়ের দেহেই সাত্ত্বিকাদি ভাবের প্রকাশ হয়। এই ভাবটী হ্লাদিনীর চরম পরিণতি। শ্রীরাধিকা ব্যতীত আর কাহারও মধ্যে এই ভাবটী নাই—ইহা শ্রীরাধার নিজস্ব সম্পত্তি। এই ভাবটী শ্রীরাধার যূথের অন্য কোন সখীরও নাই। এমনকি রসস্বরূপ ও রসের ভোক্তৃস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণও সম্পূর্ণরূপে মাদনের গতি জানিতে পারেন না। সমগ্র ভাবের সর্ব্বোৎকর্ষতা—মিলনানন্দের মত্ততাই ইহার বৈশিষ্ট্য।

'মোহন'—'মোদনে'র যে ভাবে বিরহাবস্থা—বিরহজনিত বিবশতা হেতু সুদ্দীপ্ত সু (সম্যক্‌রূপে) উদ্দীপ্ত (বৃদ্ধিপ্রাপ্ত) সাত্ত্বিকভাব (কম্প, স্বরভঙ্গ, বৈবর্ণ্য, পুলকাদি) প্রকাশিত হয়। উহাতে কেবল বিরহকাতরতা। শ্রীরাধিকাতে প্রায় (বাহুল্যে) এই মোহন ভাব প্রকাশিত হয়।

প্রেমবিকাশের স্নেহ হইতে মহাভাব পর্য্যন্ত যে স্তরের কথা উপরে উল্লিখিত হইয়াছে ঐ সকল স্তরের মধ্যে 'স্নেহ' হইতে 'মোহন' (মহাভাবের বিরহ অবস্থার ভাব), পর্য্যন্ত স্তরই শ্রীকৃষ্ণ এবং ব্রজগোপীদিগের মধ্যে আছে। ব্রজগোপিগণ এই সমস্ত বিভিন্ন স্তরের প্রেমের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ এই সমস্ত প্রেমের 'বিষয়'। আবার শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেই প্রেমের এই সমস্ত স্তর ('স্নেহ' হইতে 'মোহন' পর্য্যন্ত) আছে বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে উহার 'আশ্রয়'ও বলা যাইতে পারে। কিন্তু প্রেমবিকাশের সর্ব্বশেষ স্তর অর্থাৎ মহাভাবের 'মাদন'রূপ ভাবটী শ্রীকৃষ্ণে নাই। শ্রীরাধিকা ভিন্ন অন্য কাহারও মধ্যে এই ভাবটী নাই। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ এই মাদনাখ্য মহাভাবের 'আশ্রয়' নহেন। ঐ ভাবের একমাত্র অধিকারিণী শ্রীরাধিকা ঐ ভাবের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ এই মাদনাখ্য মহাভাবের 'বিষয়' মাত্র।

শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে ঐ মাদনাখ্য মহাভাবটী নাই অথচ তিনি অনুভব করিতেছেন যে ঐ মাদনাখ্য মহাভাবের আশ্রয় শ্রীরাধিকা ঐ প্রেমের দ্বারা তাঁহার সেবা করিয়া যে আনন্দ পান উহা তিনি সেবালাভ করিয়া (অর্থাৎ প্রেমের বিষয়রূপে) যে আনন্দ পান তদপেক্ষা কোটি কোটি গুণে অধিক। তাই এই আশ্রয় জাতীয় সুখ পাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের লোভ জন্মে। ব্রজলীলায় তাঁহার যে তিনটী বাসনা অপূর্ণ ছিল তাহার প্রথম বাসনা মাদনাখ্য প্রেমের আশ্রয় জাতীয় সুখ আস্বাদন। তাই এই বাসনা পূরণের জন্য শ্রীরাধার প্রেম মহিমা কিরূপ তাহা জানিবার লোভ প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যবাণীর ৬ষ্ঠ সংখ্যায় প্রথম দুই বাসনার কথা আলোচিত হইয়াছে। এখন **তৃতীয় বাসনা**—"সৌখ্যং চ অস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বা" —অর্থাৎ আমাকে অনুভব করিয়া (সেবাদ্বারা আমার সুখ বিধান করিয়া) শ্রীরাধার কিরূপ সুখলাভ হয়? —ইহার আস্বাদন।

শ্রীরাধিকার 'সৌখ্য' বলিতে কি বুঝায়? শ্রীরাধিকা স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপশক্তির বৃত্তি হ্লাদিনীর মূর্ত্তবিগ্রহরূপা। এই হ্লাদিনীর কার্য্য শ্রীকৃষ্ণকে (এবং ভক্তগণকেও) আহ্লাদিত করা। "কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম—হ্লাদিনী"—সেই শক্তিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ নিজে আনন্দ আস্বাদন করেন— "সেই শক্তিদ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি"। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের সুখ বিধান করাই শ্রীরাধিকার একমাত্র

স্বরূপগত কার্য্য। "হ্লাদিনীর সার—প্রেম"—অর্থাৎ হ্লাদিনীশক্তির শ্রেষ্ঠতম পরিণতিই 'প্রেম'। কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছাকে প্রেম বলে। "প্রেমসার—ভাব"—অর্থাৎ প্রেমের গাঢ়তম অবস্থাকে 'ভাব' বলা হয়। "ভাবের পরমকাষ্ঠা—নাম 'মহাভাব'"। উপরে বলা হইয়াছে যে প্রেম ক্রমশঃ গাঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া যথাক্রমে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ ও অনুরাগ—এই স্তরগুলি পার হইয়া 'ভাবে' পরিণত হয়। এই ভাবের গাঢ়তম পরিণতিকে 'মহাভাব' বলা হয়। অর্থাৎ প্রেমবিকাশের উচ্চতম স্তরের নাম 'মহাভাব'। এই মহাভাবই যাঁহার স্বরূপ তিনিই মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধিকা। প্রেম = প্রিয় + ইমন্। প্রিয়ের ভাব অর্থাৎ প্রিয়তা। সাধারণ ভাষায় ইহাকে 'ভালবাসা' বলা যাইতে পারে। কিন্তু যে ভালবাসায় প্রিয়ের সুখসাধন ভিন্ন অন্য কোন কামনা থাকে তাহাকে 'প্রেম' বলা যায় না।

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস,গন্ধাদি বিষয়ভোগের দ্বারা নিজের ইন্দ্রিয়সুখ বিধান করাকে 'কাম' বলা হয়। "আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলে 'কাম'।" যেখানে নিজের ইন্দ্রিয়সুখ কামনার লেশমাত্র নাই একমাত্র প্রিয়ের সুখ কামনাই অভিপ্রেত তাহাকেই বলে 'প্রেম'—প্রেমিক ভক্ত সেইরূপ-ভাবে প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের সুখ বিধান করেন "কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম"—ইহাকেই 'প্রেম' আখ্যা দেওয়া হয়। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীদিগের প্রেম এইরূপই। তাঁহাদের প্রেম "বিশুদ্ধ নির্ম্মল—অধিরূঢ় * ভাব"—অর্থাৎ স্বসুখ কামনারূপ মলিনতা শূন্য।

'কাম' ও 'প্রেমে' অনেক প্রভেদ।

হ্লাদিনীর সার—'প্রেম'। শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তিরই একটী বৃত্তি। শ্রীকৃষ্ণের সুখ বিধানই উহার একমাত্র উদ্দেশ্য। বিভুবস্তু শ্রীকৃষ্ণের সুখ সাধনে যেখানে যাহা কিছু আছে সকলেরই সুখ সাধিত হয়। "তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং। প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ"। সেজন্য এই সুখ বিধান অত্যন্ত ব্যাপক, উদার ও মহনীয়। 'কাম' --প্রাকৃত মনের একটী বৃত্তি, বহিরঙ্গা মায়াশক্তির বৃত্তি। নিজের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের সুখ বিধান করাই উহার উদ্দেশ্য —"আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা তারে বলে কাম"। সুতরাং উহা সঙ্কীর্ণ, অনুদার ও নিন্দনীয়।

"শ্রীকৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ"ই প্রেমের স্বরূপ লক্ষণ। 'রাগ' এর উৎকর্ষই 'অনুরাগ'। 'রাগ' বলিতে কি বুঝায়? "দুঃখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব ব্যজতে যতস্তু প্রণয়োৎ-কর্ষাৎ স রাগ ইতি কীর্ত্ত্যতে" (উঃ নীঃ মঃ)—অর্থাৎ যেখানে শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে সেখানে চিত্তে অত্যধিক দুঃখ পাইতে থাকিলেও প্রণয়ের উৎকর্ষহেতু ঐ দুঃখকে সুখ বলিয়া মনে হয়। ব্রজাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণকে সুখ দেওয়ার জন্য লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, সদাচার ত্যাগ ও আত্মীয় স্বজনের তাড়ন ভর্ৎসনে অশেষ দুঃখ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন এবং ঐসকল দুঃখ বরণের ফলে শ্রীকৃষ্ণসেবালাভ করায় ঐসকল দুঃখকেও পরম সুখ বলিয়া মনে করিতেন। "না গণি আপনদুঃখ, সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ, তাঁর সুখে—আমার তাৎপর্য্য। মোরে যদি দিয়া দুঃখ, তাঁর হৈল মহাসুখ, সে দুঃখ—মোর সুখবর্য্য" ॥ (চৈঃ চঃ অন্ত্য ২০।৫২) আবার এই রাগের উৎকর্ষ হইলে তাহাকে 'অনুরাগ' বলে। "সদানুভূতমপি যঃ কুর্য্যাৎ নব নবং প্রিয়ং। রাগোভবন্নবনবঃ সোঽনুরাগ ইতীর্য্যতে" ॥ (উঃ নীঃ)—যখন প্রিয়ের রূপ, গুণ, মাধুর্য্যাদি সর্ব্বদা অনুভূত

---

* 'অধিরূঢ়'—প্রেম যখন বর্দ্ধিত হইতে হইতে শেষ সীমায় উপস্থিত হয় যখন সেই অবস্থায় সাত্ত্বিকভাব সমূহ উদ্দীপ্ত হয়—অত্যল্প সময়ের জন্য শ্রীকৃষ্ণের অদর্শন অসহ্য বোধ হয়। চিত্ত বিলোড়িত হইয়া উঠে। মিলনে সুদীর্ঘ-সময়কে ক্ষণমাত্র অল্পপরিমিত এবং বিরহের ক্ষণকালকে সুদীর্ঘসময় বলিয়া মনে হয়। আনন্দের স্ফূর্ত্তিতে বিরহের আশঙ্কায় 'স্বেদ', 'কম্প' প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায় তখন যে ভাবের উদয় হয় তাহাকে 'রূঢ়' ভাব এবং এই রূঢ় ভাব যখন অনির্ব্বচনীয় বিশিষ্টতা লাভ করে তখন তাহাকে 'অধিরূঢ়' ভাব বলা হয়। সাধারণ গোপীদের প্রেমের স্বরূপ এই, আর গোপীকুল শিরোমণি শ্রীরাধিকার প্রেমের উৎকর্ষ যে কত বেশী তাহা সহজেই অনুমেয়।

হইলেও উহা প্রতিক্ষণেই নূতন নূতন বলিয়া মনে হয়— যেন পূর্ব্বে আর এরূপভাবে আস্বাদিত হয় নাই তখন সেই রাগকে 'অনুরাগ' বলা হয়। রূপ, গুণ, মাধুর্য্যাদি সর্ব্বদা আস্বাদন করিয়াও ব্রজগোপীদিগের সেবার উৎকণ্ঠা প্রশমিত হয় নাই। তাঁহাদের উৎকণ্ঠা দেখিলে মনে হয় যেন শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যাদি নিত্য নব নবায়মান হইয়া উঠে—যাহা তাঁহারা আস্বাদন করিতে পারেন নাই। এই অনুরাগ 'দৃঢ়'—অর্থাৎ কৃষ্ণসুখ সাধন ভিন্ন অন্য কোনরূপ অভিলাষ তাহাতে প্রবেশ করিবার সুযোগ পায় না। ধ্বংসের কারণ উপস্থিত হইলেও উহা কখনও ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না, সামাজিক লোকাচারাদির অপালন বা আত্মীয় স্বজনের তাড়ন ভর্ৎসনজনিত দুঃখে ঐ সেবার উৎকণ্ঠাকে তরল করিতে পারে নাই।

কাম ও প্রেমের এই প্রভেদটী বুঝাইতে সূর্য্য ও অন্ধকারের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে—"কাম অন্ধতমঃ, প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর"—সূর্য্য ও অন্ধকার যেরূপ পরস্পর বিরোধী বস্তু, প্রেম এবং কামও তদ্রূপ বিরোধী; গাঢ় অন্ধকারে চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিও নিজের অতি নিকটবর্ত্তী কোন বস্তুকে দেখিতে পায় না অন্যপক্ষে সমুজ্জল সূর্য্যের উদয়ে গাঢ়তম অন্ধকার তখনই দূরীভূত হইয়া যায়। সেইরূপ যে চিত্তে বিশুদ্ধ প্রেমের উদয় হয় তাহাতে কাম থাকিতে পারে না, প্রেমের আবির্ভাবেই কাম দূরীভূত হয়। গোপীদিগের চিত্তে বিশুদ্ধ প্রেম থাকায় উহাতে কামের স্থান নাই।

যদি কেহ প্রশ্ন করেন যে গোপীদিগের মধ্যে যদি কাম না থাকিবে তবে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণসঙ্গের জন্য এরূপ উৎকণ্ঠিতা হয়েন কেন? তাহার উত্তর—"কৃষ্ণসুখলাগি মাত্র কৃষ্ণে সে সম্বন্ধ"—অর্থাৎ কৃষ্ণকে সুখ দিবার জন্যই তাঁহাদের কৃষ্ণের সহিত সঙ্গাদিদ্বারা সম্বন্ধ। ইহার প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক "যৎ তে সুজাতচরণাম্বুরুহং······ (ভাঃ-১০।৩১।১৯)। শারদীয়া রাস রজনীতে শ্রীকৃষ্ণ যখন রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত হইলেন তখন ব্রজগোপিগণ তাঁহাকে অনুসন্ধান করিবার জন্য বনে বনে ভ্রমণ করিবার কালে বন-ভূমিতে কণ্টক এবং অতিসূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ শিলাকণাদি বিস্তৃত দেখিয়া উহাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ সুকোমল চরণে অত্যন্ত বেদনা পাইতেছেন এই আশঙ্কা করিয়া তাঁহারা প্রেমভরে ক্রন্দন করিতে করিতে ঐ শ্লোকানুরূপ কথা বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের যে সুকোমল চরণ তাঁহাদের অঙ্গে স্থাপন করিতেও তাঁহাদের আশঙ্কা যে তাঁহাদের কর্কশ অঙ্গের স্পর্শে ঐ চরণে ব্যথা পাইবেন অথচ উহা তাঁহাদের অঙ্গে স্থাপন করেন শুধু কৃষ্ণ তাহাতে সুখ পান এজন্য। সুতরাং তাঁহাদের অঙ্গে কৃষ্ণের চরণ স্থাপনেও তাঁহাদের স্বসুখ কামনার গন্ধমাত্র নাই পরন্তু উহা একমাত্র কৃষ্ণসুখের জন্য। স্বসুখবাসনা কিছু থাকিলে কৃষ্ণের সুকোমল চরণে বেদনার আশঙ্কা তাঁহারা করিতেন না।

গোপীদিগের প্রেমে যে কোন কামগন্ধ নাই তাহা শ্রীকৃষ্ণের নিজ বাক্যদ্বারাও প্রমাণিত। তাঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল, যে তাঁহাকে যে যেরূপভাবে ভজন করে তিনি তাহার বাসনানুযায়ী ফল দিবেন "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্" (গী ৪।১১) কিন্তু ব্রজগোপীদিগের কোন বাসনাই নাই সেজন্য তাঁহাদের অভীষ্ট তিনি দান করিয়া নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের একমাত্র বাসনা শ্রীকৃষ্ণের সুখ, তাহা পূর্ণ করায় শ্রীকৃষ্ণেরই সব পাওয়া হইল, গোপীদিগকে কিছু দেওয়া হয় না। সেজন্য তিনি গোপীদের সেবানুরূপ সেবা করিতে অসমর্থ—" ন পারয়েঽহং নিরবদ্য-সংযুজাং ইত্যাদি (ভাঃ ১০।৩২।২২)—অর্থাৎ হে গোপিগণ, আমার সহিত তোমাদের যে সংযোগ উহা নিরবদ্য (অনিন্দনীয়), এই সংযোগে তোমাদের একমাত্র লক্ষ্য আমার সুখসাধন। এজন্য তোমরা, কুলবধূদের পক্ষে যাহা একান্ত অসম্ভব সেই গৃহশৃঙ্খল (গৃহসম্বন্ধী সর্ব্বপ্রকার বন্ধন—লোকমর্য্যাদা, ধর্ম্ম-মর্য্যাদা আত্মীয় স্বজনের তিরস্কার ইত্যাদি) সম্যক্‌রূপে ছেদন করিয়া আমার সেবা করিয়াছ। আমি সুদীর্ঘকাল আয়ুঃ প্রাপ্ত হইলেও তোমাদের ঐসকল সাধুকৃত্যের প্রতিদান আমার পক্ষে অসম্ভব, আমি তোমাদের নিকট ঋণী রহিলাম।

যদি কেহ প্রশ্ন করেন যে, গোপীদের যদি নিজ সুখ দুঃখের প্রতি কোন অনুসন্ধান না থাকে তবে কেন তাঁহারা যত্নের সহিত নিজ নিজ দেহের মার্জ্জন ও বেশভূষাদি করিতেন? তদুত্তরে শ্রীল কবিরাজগোস্বামী বলিতেছেন

"সেহো ত কৃষ্ণের লাগি"—অর্থাৎ ঐসকল অঙ্গমার্জ্জন বেশভূষাদি শ্রীকৃষ্ণের সুখের জন্যই করিতেন, নিজেদের তৃপ্তির জন্য নহে। তাঁহারা মনে করিতেন যে তাঁহাদের দেহ শ্রীকৃষ্ণেই অর্পিত—তাঁহারই সম্ভোগের জন্য। সুতরাং সেই দেহের সৌন্দর্য্য বিধান করিলে তাহাতে শ্রীকৃষ্ণেরই আনন্দ বর্দ্ধন করা হইবে।

কেহ বা প্রশ্ন করিতে পারেন—গোপীদের যে কোন সুখবাসনা নাই তাহাই বা কিরূপে বুঝাযায়?—কৃষ্ণকে সেবা করিয়া তাঁহারা নিজেরা সুখ পাইবেন এই উদ্দেশ্যও ত তাঁহাদের কৃষ্ণসেবার কারণ হইতে পারে অর্থাৎ কৃষ্ণসেবা বাসনায় প্রবর্ত্তক কৃষ্ণকে সুখদান বাসনা নহে—কৃষ্ণকে সেবা করিয়া নিজেরা সুখ পাইবেন এই বাসনা। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—ঐ সুখের জন্য তাঁহাদের কোন বাসনা নাই কিন্তু 'গোপীপ্রেমের এক অদ্ভুত স্বভাবই' এই যে সুখলাভের বাসনা মূলে না থাকিলেও প্রেমের সহিত কৃষ্ণসেবা করিলে ঐ সেবার বস্তুগত ধর্ম্মবশতঃই আপনা আপনি এক অনির্ব্বচনীয় সুখদান করে। এই আনন্দ স্বতঃস্ফূর্ত্ত—নিজেদের সুখ-বাসনা চরিতার্থতা নহে "সুখবাঞ্ছা নাহি, সুখ হয় কোটিগুণ"। ভক্তের সুখবাঞ্ছা না থাকিতে পারে, কিন্তু ভক্তবৎসল শ্রীভগবান ভক্তের সেবায় সুখী হইয়া তাঁহারই প্রসাদীসুখে ভক্তকে সুখসাগরে নিমজ্জিত করেন। সুখবাঞ্ছা করিয়া যে সুখ পাওয়া যায় শ্রীভগবানের প্রদত্ত প্রসাদীসুখ তাহা-অপেক্ষা কোটি কোটি গুণে অধিক। গোপীদিগকে দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ হয় কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া গোপীরা তাহা অপেক্ষা কোটিগুণ আনন্দ পান। গোপীদের সুখলাভের বাসনা নাই অথচ গোপিগণ কোটীগুণ সুখ আস্বাদন করেন এই পরস্পর বিরোধী উক্তির সমাধান এই যে "গোপিকার সুখ কৃষ্ণসুখে পর্য্যবসান"—গোপীদের সুখের স্বতন্ত্র কোন গতি বা পরিণতি নাই, তাঁহাদের সুখ কৃষ্ণসুখেই পরিণতি লাভ করে। [শ্রীকৃষ্ণের লীলাশক্তিই কৃষ্ণসুখের পুষ্টিসাধন জন্য গোপীদের চিত্তে কৃষ্ণদর্শনজনিত এই আনন্দ জাগাইয়াদেন, তাহাতে গোপীদের দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রফুল্লতায় উজ্জ্বল হইয়া উঠে, যাহা দেখিয়া কৃষ্ণেরই সুখ বর্দ্ধিত হয়] প্রেমবতী গোপীদের দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের প্রফুল্লতা বর্দ্ধিত হইতে থাকে যাহার ফলে তাঁহার মাধুর্য্য এত বৃদ্ধি পায় তাহার তুলনা হয় না। শ্রীকৃষ্ণের এই প্রফুল্লতা দর্শনে গোপিগণও নিজেদিগকে কৃতার্থ মনে করেন। আনন্দে তাঁহারাও চিত্তে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিতে থাকেন, তাহার ফলে তাঁহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আরও প্রফুল্ল ও উজ্জ্বল হইয়া উঠে। গোপীদের সৌন্দর্য্যে ও মাধুর্য্যে শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য এবং শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্যে ও মাধুর্য্যে গোপীদের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য বর্দ্ধিত হইতে থাকে "এই মত পরস্পর পড়ে হুড়াহুড়ি। পরস্পর বাড়ে, কেহ মুখ নাহি মুড়ি"—অর্থাৎ যেন জেদাজেদি করিয়া বর্দ্ধিত হয়, কেহ পরাজয় স্বীকার করেন না।

গোপীপ্রেম যে কামগন্ধহীন শ্রীল কবিরাজগোস্বামী উহা অন্যভাবেও দেখাইতেছেন "প্রীতিবিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ"—যাহার উদ্দেশ্যে প্রীতিকরা হয় তিনি প্রীতির 'বিষয়' এবং যাহাতে ঐ প্রীতি অবস্থিত অর্থাৎ যিনি প্রীতিকরেন তিনি প্রীতির আশ্রয়। যাঁহার প্রতি প্রীতিকরা হয় তাঁহার আনন্দ জন্মিলেই যিনি প্রীতিকরেন তাঁহার আনন্দ জন্মে—তাঁহার কোন ইচ্ছার প্রয়োজন হয় না, উহা প্রীতিরই ধর্ম্ম।

কৃষ্ণের সুখবিধানে ভক্ত যে নিজের আনন্দও চান না বরং ভক্তের মনে আনন্দাধিক্যহেতু যদি কৃষ্ণসেবায় বিঘ্ন জন্মে তবে ভক্ত ঐ আনন্দও চাহেন না বরং কৃষ্ণসেবা বিঘ্নকারক নিজের ঐ আনন্দের উচ্ছ্বাস প্রতি তাঁহার ক্রোধ জন্মে।

"নিজ-প্রেমানন্দে কৃষ্ণসেবানন্দ বাধে।
সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে"॥
(চৈঃ চঃ আদি ৪।২০১)

তাহার প্রমাণ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বর্ণিত আছে। শ্রীকৃষ্ণসারথি দারুক একদিন শ্রীকৃষ্ণকে চামর ব্যজন করিবার সময় কৃষ্ণসেবার ফলে তাঁহার চিত্তে অত্যধিক আনন্দের উচ্ছ্বাস হওয়ায় দেহে সাত্ত্বিকভাবের (স্তম্ভ) উদয় হওয়ায় হস্তে জড়তা উপস্থিত হইলে তাঁহার চামরব্যজনের বিঘ্ন উৎপাদন করে দেখিয়া নিজ প্রেমানন্দকেও নিন্দা

করিতে লাগিলেন। ঐরূপ শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সী রুক্মিণী দেবী শ্রীকৃষ্ণের মুখকমল দর্শন করিতে করিতে তাঁহার নয়নদ্বয় বাষ্পাকুল হইয়া পড়িল তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের মুখারবিন্দ ভাল-ভাবে দর্শন করিতে পারিতেছেন না বোধে সেই আনন্দকেও অত্যধিক নিন্দা করিয়াছিলেন। এখানে সেবানন্দ অপেক্ষা সেবারই গৌরবাধিক্য বুঝাইতেছে। কৃষ্ণসেবাই ভক্তের একমাত্র লক্ষ্য। শুধু গোপিগণ নহেন ঐশ্বর্য্যমার্গের শুদ্ধ-ভক্তগণও কৃষ্ণসেবা না পাইলে সার্ষ্টি, সালোক্য, সামীপ্য এবং সারূপ্য মুক্তিও চাহেন না।

প্রেমসেবায় শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন 'বিষয়' এবং গোপিগণ 'আশ্রয়'। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ জন্মিলে গোপীদিগের আপনা আপনি আনন্দ জন্মে। এই আশ্রয়জাতীয় আনন্দের সহিত গোপীদের স্বসুখ বাসনার কোন সম্বন্ধ নাই। তাহার আরও কারণ এই "নিরূপাধি প্রেম যাঁহা, তাঁহা এই রীতি"—অর্থাৎ প্রেমের ধর্ম্মই এই যে যেস্থানে উহা নিরূপাধি হয় অর্থাৎ কামনা গন্ধহীন হয় সেস্থানে বিষয়ের আনন্দে আশ্রয়ের আনন্দ। [উহাতে ইহাও বুঝা যাই-তেছে যে বিষয়ানন্দে আশ্রয়ের আনন্দ উহা শুধু গোপীদের সম্বন্ধে নহে ; বিষয় কৃষ্ণের আনন্দে ভক্তমাত্রেরই আনন্দ। দাস্যের আশ্রয় রক্তক-পত্রকাদির, সখ্যের আশ্রয় মধুমঙ্গলাদির, বাৎসল্যের আশ্রয় নন্দযশোদাদিরও আনন্দ হয়। নিরূপাধি বা নির্ম্মল প্রেমের ধর্ম্মই এইরূপ।]

গোপীদের কৃষ্ণসেবায় নিজেদের কোন ফলানুসন্ধান নাই তাহাই প্রমাণিত হইল। ভাগবতে যে নির্গুণা ভক্তিলক্ষণ বর্ণিত আছে তাহাতেও ঐ একই কথা। "মদ্গুণ শ্রুতি-মাত্রেণ ইত্যাদি (ভাঃ ৩।২৯।১১-১২)—পুরুষোত্তম ভগবানে ভক্তের যে মনের গতি হইবে উহা সমুদ্রের দিকে ধাবমানা গঙ্গাধারার ন্যায় অর্থাৎ কৃষ্ণসুখ চিন্তাভিন্ন অন্য কোন চিন্তার দ্বারা ভেদপ্রাপ্ত নহে, উহা অহৈতুকী—কোন হেতুকে অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ নিজের নিমিত্ত কোন ফলের আকাঙ্ক্ষা উহাতে থাকিবে না, উহা অব্যবহিতা—কর্ম্ম, জ্ঞান প্রভৃতির ব্যবধান থাকিবেনা—আরোপসিদ্ধা না হইয়া সাক্ষাৎ ভক্তিরূপা হইবে এবং ঐ ভক্তির ভগবদ্গুণ শ্রবণাদি হইতে উন্মেষ হইবে, অন্যকারণশূন্য হওয়া চাই কারণ ভক্তি হইতেই ভক্তির জন্ম। যাঁহার হৃদয়ে প্রেমভক্তির আবির্ভাব হইয়াছে তিনি শ্রীভগবানের সেবা ভিন্ন নিজের প্রয়োজনে প্রাকৃত (ব্রহ্মা-ইন্দ্রাদির ঐশ্বর্য্য, সমগ্র পৃথিবীর বা পাতালের ঐশ্বর্য্যাদি) কোনরূপ সুখ-সম্পদ বা অপ্রাকৃত ভগবল্লোকেবাস বা ভগবত্তুল্য ঐশ্বর্য্যাদিও ভগবৎ সেবার বিনিময়ে চাহেন না।

উপরি উক্ত আলোচনা হইতে বুঝা গেল যে শুধু গোপী-দিগের কেন শুদ্ধ ভক্ত মাত্রেরই শ্রীকৃষ্ণসেবা ভিন্ন নিজেদের কোন ফলানুসন্ধান নাই। তাঁহাদের সমস্ত কার্য্যই শ্রীকৃষ্ণের প্রয়োজনে, স্বপ্রয়োজনবোধের কোন কথাই এখানে নাই—"কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা" (চৈঃ চঃ মধ্য ২২।১২৩)। এই প্রসঙ্গে যদি কেহ প্রশ্ন করেন যে শুদ্ধ ভক্তগণের ভুক্তি-মুক্তিরূপ প্রয়োজনবোধ না থাকিতে পারে কিন্তু তাঁহারা প্রেমকেই প্রয়োজন কেন মনে করেন এবং এই প্রেমোদয়ের জন্য শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সাধনভক্তিই বা কেন অনুষ্ঠান করেন—উহাতে কি মনে হয় না যে তাঁহাদেরও স্বপ্রয়োজনরূপ বোধ আছে? তদুত্তরে এই বলা যায় যে তাঁহাদের যে প্রেমলাভের প্রয়োজনবোধ উহাও শ্রীভগবানের জন্যই—নিজ প্রয়োজনে নহে। শ্রীভগবানের একমাত্র প্রিয় বস্তু প্রেম, তিনি পূর্ণ ও আত্মকাম হইয়াও প্রেমলোলুপ এবং প্রেমেরই তিনি বশী-ভূত—"ভক্তিবশঃ পুরুষঃ"। তিনি বলিতেছেন "সমোঽহং সর্ব্ব-ভূতেষু ন মে দেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ। যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়িতে তেষু চাপ্যহম্" (গী ৯।২৯)। তাই সর্ব্বভূতে নিরপেক্ষ হইয়াও ভক্তের প্রতি তাঁহার পক্ষপাতিত্ব দৃষ্ট হয়, ভক্তকে তিনি নিজহৃদয়ে ধারণ করেন এবং ভক্তের হৃদয়েই তাঁহার অধিষ্ঠান। করুণাময় শ্রীভগবানের এই প্রেমলোলুপতা আছে বলিয়াই অনাদিবহির্ম্মুখ জীবের পক্ষে পরম আশার কথা এই যে বিশুদ্ধ ভালবাসা বা ভক্তির মাধ্যমে কোন একদিন তাঁহার চরণপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। কুসুমে মধুর সঞ্চার হয়—উহা কুসুমের প্রয়োজনে নহে, মধুলোভী ভ্রমরেরই প্রয়ো-জনে। সেইরূপ ভক্তের হৃদয়ে যে প্রেমোদয় উহা প্রেম-লোলুপ শ্রীভগবানেরই প্রয়োজনে, ভক্তের প্রয়োজনে নহে। এজন্য ভক্ত প্রেমকে প্রয়োজনবোধ করেন।

ভক্ত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করেন শ্রীকৃষ্ণের সুখসাধক প্রেমোদয়ের জন্যই, নিজ সুখবাঞ্ছার লেশমাত্র উহাতে নাই। শ্রীপ্রহ্লাদোক্ত সাধনভক্তির অনুষ্ঠানের ব্যাপারেও ঐ তাৎপর্য্যই দেখা যায়—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্ ॥"

(ভাঃ ৭।৫।২৩-২৪)

ইহাতেও বলা হইয়াছে যে শ্রবণাদি নব লক্ষণা ভক্তি প্রথমতঃ ভগবান্ বিষ্ণুতে সাক্ষাৎভাবে অর্পণ করিতে হইবে অর্থাৎ অন্য কামনাশূন্য হইয়া একমনে তাঁহার প্রীতিসাধন করিবার সঙ্কল্প করিয়া তৎপর অনুষ্ঠান করিতে হইবে। সাক্ষাৎভাবে অর্পিত হওয়ার তাৎপর্য্য শ্রীধরস্বামিপাদ বলিতেছেন—"সা চার্পিতৈব সতী যদি ক্রিয়েত, নতু কৃত্বা পশ্চাদর্প্যেতেতি"—অর্থাৎ অগ্রে ভগবানে অর্পণ, পরে অনুষ্ঠান—এইরূপ হইলেই শুদ্ধাভক্তি হইবে। সুকৃতীদিগের স্বপ্রয়োজনে প্রথমে কর্ম্মের অনুষ্ঠান ও পরে উহা ভগবানে অর্পণ এরূপ নহে।

এ পর্য্যন্ত গোপিগণের প্রেমের বৈশিষ্ট্য বলা হইল। সেই গোপিগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধিকা—"কৃষ্ণের বল্লভা রাধা, কৃষ্ণপ্রাণধন", তিনি 'কৃষ্ণকান্তা শিরোমণি'। কৃষ্ণকে কে আনন্দ দিতে পারে? তিনি 'পূর্ণানন্দ, পূর্ণরস'—অথচ শ্রীরাধা 'গোবিন্দানন্দিনী, গোবিন্দমোহিনী'। তাই শ্রীকৃষ্ণ মনে করেন তাঁহা অপেক্ষা শ্রীরাধিকাতে অধিক গুণ আছে। তিনি আত্মারাম, আপ্তকাম এবং স্বরাট্ (স্বীয় শক্তিসহায়ে বিরাজিত)। সেজন্য তাঁহার স্বরূপশক্তি ব্যতীত আর কোন বস্তু তাঁহাকে আনন্দিত করিতে পারে না। এজন্য শ্রীরাধার রূপরসাদি মাধুর্য্য তাঁহার রূপরসাদি মাধুর্য্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। শ্রীরাধার রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণের চক্ষু, রসনা, কর্ণ, ত্বক ও নাসিকাকে আনন্দ দান করে। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ মনে করিতেছেন যে শ্রীরাধার রূপ-রসাদি শ্রীকৃষ্ণের রূপ-রসাদি অপেক্ষা অধিকতর আনন্দ-দায়ক। **রূপমাধুর্য্যে**—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন 'আমার রূপ-মাধুর্য্যে ত্রিভুবন আনন্দিত, উহা কোটি কন্দর্পকে মুগ্ধ করে, এতাদৃশ আমারও নয়ন শ্রীরাধার রূপদর্শনে তৃপ্তিলাভ করে'। **শব্দমাধুর্য্যে**—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন 'আমার বংশীধ্বনিতে ত্রিভুবন আকৃষ্ট হয়, কিন্তু শ্রীরাধিকার কণ্ঠস্বরে আমার কর্ণ আকৃষ্ট হয়'। **গন্ধমাধুর্য্যে**—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন 'আমার অঙ্গগন্ধে জগতের সমস্ত বস্তু সুগন্ধ, কিন্তু শ্রীরাধিকার অঙ্গগন্ধ আমার প্রাণ হরণ করে'। **রসমাধুর্য্যে**—শ্রীকৃষ্ণ বলিতে-ছেন 'আমার অধররসে সমস্ত জগৎ মুগ্ধ। [ভক্তগণের নিবেদিত দ্রব্য শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গীকার করিলে ঐসকল দ্রব্যে তাঁহার অধররস সঞ্চারিত হয় সেই ভুক্তাবশেষ ভক্তগণ মহাপ্রসাদ-রূপে গ্রহণ করিয়া ভক্তিরস আস্বাদন করেন] কিন্তু শ্রীরাধার অধররসে (চুম্বনাদিতে) আমার শরীর অবশ হয়'। **স্পর্শমাধুর্য্যে**—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন 'আমার স্পর্শে কোটিচন্দ্র সুশীতল হয়, কিন্তু শ্রীরাধার স্পর্শের স্নিগ্ধতায় আমি অপার আনন্দ লাভ করি'। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ অনুভব করিলেন যে রূপরসাদি মাধুর্য্যে তাঁহা অপেক্ষা শ্রীরাধা শ্রেষ্ঠ কিন্তু তটস্থ বিচারে (অর্থাৎ কার্য্যের ফলাফল দেখিয়া) উহার বিপরীত ভাব দেখা যায়—'আমার রূপরসাদির মাধুর্য্যে শ্রীরাধার চক্ষুকর্ণাদি অনির্ব্বচনীয় সুখ লাভ করে। **শব্দসুখ**—'আমার বেণুগীতেই শ্রীরাধা অচেতন হইয়া পড়েন।' **স্পর্শসুখ**—'তমালবৃক্ষের সহিত আমার বর্ণসাদৃশ্য থাকায় শ্রীরাধা তমালবৃক্ষকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিয়া মনে করিতেছেন যে আমার স্পর্শসুখ অনুভব করিতেছেন'। **গন্ধসুখ**—'সাক্ষাৎভাবে আমার অঙ্গগন্ধ না পাইলেও দূর হইতে অনুকূল বাতাসে যদি আমার অঙ্গগন্ধ বহন করিয়া আনে তবে সেই বাতাসের গন্ধে প্রেমোন্মত্তা হইয়া শ্রীরাধা আমার সহিত মিলিত হইবার জন্য সেই গন্ধ লক্ষ্য করিয়া আমার দিকে ছুটিয়া আসেন'। **রসসুখ**—সাক্ষাৎভাবে চুম্বনাদি প্রাপ্তির দ্বারা আমার অধরসুধা আস্বাদন দূরের কথা, আমার চর্ব্বিত তাম্বুলাদি মাত্র আস্বাদনেই শ্রীরাধা আনন্দ সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া পড়েন। এই সমস্ত চিন্তা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সিদ্ধান্ত করিলেন যে তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) মধ্যে এমন

কোন অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য আছে যাহা শ্রীরাধিকাকে পর্য্যন্ত মুগ্ধ করিয়া বশীভূত করিতে পারে।

এই সকল ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণের অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যের কথা বলা হইয়াছে। সেই রূপ-রসাদির মাধুর্য্য আস্বাদন করিবার জন্য তিনি নানাভাবে চেষ্টা করিয়াও আস্বাদন করিতে পারেন না; অথচ নিজে অসমর্থ হইলেও শ্রীরাধাকর্ত্তৃক তাহা আস্বাদিত হইতেছে দেখিয়া তাঁহার লোভ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে। শ্রীরাধার আস্বাদিত এই সুখটি কিরূপ "সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বা" ইহা উপলব্ধি করার লালসাই শ্রীচৈতন্যাবতারের মুখ্য কারণ॥ শ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকার না করিলে উহা আস্বাদন করা অসম্ভব তাই রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত গৌরসুন্দররূপে তিনি নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন।

[ক্রমশঃ]

শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা ও অন্নকূট মহোৎসব

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা :—গত ২৩শে কার্ত্তিক, ৯ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা ও শ্রীঅন্নকূট মহোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামী এই তিথিতে শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনের পূজা ও তথায় শ্রীশ্রীগোপাল দেবের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতঃ "অন্নকূট" মহোৎসব করিয়া আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ব্রজবাসী সকলকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করিয়াছিলেন।

শ্রুতিতে "অন্নং বৈ ব্রহ্ম" এই মন্ত্রে অন্ন ব্রহ্ম বস্তু বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। ব্রহ্ম—অপ্রাকৃত, নির্গুণবস্তু। "অন্ন" প্রকৃতিজাত প্রাপঞ্চিক ভোগ্য বস্তু। সুতরাং জীবভোগ্য অন্ন কখনও ব্রহ্ম হইতে পারে না। জীবভোগ্য অন্ন গ্রহণে আমাদের প্রাকৃত দেহের ক্ষুধা-নিবৃত্তি ও পুষ্টি সাধন হয়। শ্রীহরিকথারূপ চিন্ময় অন্ন গ্রহণে আমাদের আত্মার তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুধা-নিবৃত্তি হইয়া তাহার বিকশিত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেজন্য শ্রীহরিকথাকেই "অন্ন" বলা হইয়া থাকে। সেই অন্নই—শ্রীভগবৎপ্রসাদ, তাহা ব্রহ্মবস্তু। তাই উক্ত দিবসে শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয়মঠবাসী বৈষ্ণবগণ সেই শ্রীহরিকথারূপ অন্নের কূট (পর্ব্বত) রচনা করিয়া সমাগত সর্ব্বসাধারণে অকাতরে বিতরণ করিয়াছিলেন।

মধ্যাহ্নে ভোগারাত্রিকের পূর্ব্বে উপস্থিত শ্রীভগবৎ প্রসাদরূপ অন্ন গ্রহণার্থিগণ সমক্ষে শ্রীকৃষ্ণমোহন ব্রহ্মচারী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা প্রসঙ্গ পাঠ করিবার পর শ্রীগোপীরমণ দাসাধিকারী বিদ্যাভূষণ মহাশয় আরও বিশদ্‌ভাবে উহা বর্ণন করেন। অতঃপর আগন্তুক মাত্রকেই সন্ধ্যাপর্য্যন্ত অকাতরে শ্রীভগবৎ প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিত।

সন্ধ্যারাত্রিকান্তে মঠ প্রাঙ্গনের মহতী সভায় শ্রীঅচিন্ত্য গোবিন্দ ব্রহ্মচারীজী শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত হইতে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের শ্রীগোবর্দ্ধনে শ্রীঅন্নকূট মহোৎসব প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করার পর শ্রীপাদ সুজনানন্দ দাসাধিকারী প্রভু তাঁহার স্বভাবোচিত সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় উপরোক্ত প্রসঙ্গে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। সভার আদি ও অন্তে মহাজন পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, কৃষ্ণনগর (নদীয়া) :—বিগত ৩ কার্ত্তিক, ২০ অক্টোবর শুক্রবার শ্রীএকাদশী তিথি হইতে কৃষ্ণনগর, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয়মঠে মাস ব্যাপী শ্রীঊর্জ্জব্রত বা নিয়স-সেবা আরম্ভ হইয়াছে। মঠরক্ষক পণ্ডিত শ্রীপাদ লোকনাথ ব্রহ্মচারী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, দর্শনাচার্য্য প্রভুর সেবোৎসাহে মঠসেবকগণ অতিপ্রত্যুষে শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিকান্তে প্রত্যহ মৃদঙ্গ, করতাল সহযোগে সংকীর্ত্তন মণ্ডলীসহ মহাজনপদ ও শ্রীমহামন্ত্র উচ্চ কীর্তন করতঃ সহরের বিভিন্ন রাস্তায় ও পল্লীতে টহল দিতেছেন। প্রত্যহই বহু সজ্জন পুরুষ ও মহিলা উক্ত সংকীর্ত্তন মণ্ডলীতে

যোগদান করিয়া পরম মঙ্গল বরণ করিতেছেন। ইহাতে কৃষ্ণনগর সহরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী শুদ্ধ ভাবে প্রচারের বেশ সাড়া পড়িয়াছে।

গত ২৩শে কার্ত্তিক, ৯ই নভেম্বর শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা ও শ্রীঅন্নকূট মহোৎসব দিবস বৃহস্পতিবার প্রত্যুষে মঙ্গলারাত্রিক ও দৈনন্দিন কীর্ত্তনাদি সম্পন্ন করতঃ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী জীউর অপূর্ব্ব শৃঙ্গার ও নানাবিধ বিচিত্র নৈবেদ্যাদি নিবেদনের পর সংকীর্ত্তন ও শ্রীহরিকথা আলোচনা মুখে মঠসেবকগণ শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা সম্পন্ন করেন।

শ্রীবিগ্রহের অপূর্ব্ব শৃঙ্গার ও শ্রীঅন্নকূট দর্শনের জন্য অসংখ্য নর নারীর সমাবেশ হইয়াছিল। সমাগত সজ্জনগণ সকলকেই শ্রীঅন্নকূটের মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। স্থানীয় বহু সম্ভ্রান্তব্যক্তি ও ভদ্র মহিলাগণ পুনঃ পুনঃ বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা কৃষ্ণনগর সহরে এইরূপ বিরাট অন্নকূট মহোৎসব এই প্রথম দর্শন করিলেন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, হায়দ্রাবাদঃ—বিগত কার্ত্তিক শুক্ল প্রতিপদ তিথিতে হায়দ্রাবাদস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন পূজা ও অন্নকূট মহোৎসব নির্ব্বিঘ্নে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠের আশ্রিত, অনুগত ও শ্রীমঠের সেবাকার্য্যে সহানুভূতি বিশিষ্ট স্থানীয় মাড়োয়ারী, তেলেগু, কানাড়ী, গুজরাটী, মহারাষ্ট্রীয় ও বঙ্গদেশীয় যাবতীয় প্রায় পাঁচশতাধিক সজ্জন সমাগত হইয়া মঠবাসী ব্রহ্মচারী-বৃন্দের সহিত অত্যদ্ভুতৈশ্বর্য্য-প্রকটকারী শ্রীশ্রীগিরিবরের অলৌকিক মহিমা শ্রবণ ও মধ্যাহ্ন ভোগারাত্রিক কীর্ত্তনান্তে শ্রীগিরিরাজের সমীপে নিবেদিত বিবিধ রস সমন্বিত বিচিত্র ভোগোপকরণ সম্ভার দর্শনে অতীব মুগ্ধ হন। উৎসবে যোগদানকারী সকলেই শ্রীমঠ প্রাঙ্গনে বসিয়া বিচিত্র মহাপ্রসাদ সম্মান করেন এবং গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনকালে তাঁহাদের প্রিয়জনের জন্যও সম্মানভরে লইয়া যান।

স্থানীয় গৌলীপুরার কীর্ত্তন মণ্ডলী উৎসবকালে ভজন কীর্ত্তনের দ্বারা শ্রীমঠ প্রাঙ্গনটী মুখরিত করিয়া রাখেন। উৎসবটী নির্ব্বিঘ্নে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী, পণ্ডিত শ্রীরাম নিবাস শর্ম্মা, পণ্ডিত শ্রীনারসিংজী শর্ম্মা, শ্রীব্যাঙ্কট রাও, শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি রাও ও শ্রীজগ্‌গা রেড্ডি প্রভৃতির নিষ্কপট সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়। শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা তাঁহারা অমায়ায় কৃপা করুন যাহাতে তাঁহাদের সেবোৎসাহ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়।

শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, বালিয়াটী (ঢাকা) :— ঢাকাজিলা অন্তর্গত বালিয়াটী শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠের সেবকবৃন্দ অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও শ্রীমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে বিপুল উৎসাহের সহিত স্থানীয় সেবক ও ভক্তবৃন্দের সহযোগিতায় গত ২৩শে কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার শতাধিক বিচিত্র উপচার সম্ভারের সহিত শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা ও অন্নকূট-মহোৎসব সুন্দররূপে সম্পন্ন করিয়াছেন। গ্রামান্তর হইতেও বহু সজ্জন ভক্তবৃন্দের সমাগম হইয়াছিল। মধ্যাহ্নে ভোগারাত্রিক কীর্ত্তনের পরে উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়। শ্রীপ্যারী মোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীগোবিন্দ দাসাধিকারী, শ্রীঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রসাদ ব্রহ্মচারী ও শ্রীগোপীনাথ দাসাধিকারী প্রভৃতির অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রাণতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন

শ্রীচৈতন্য বাণীর ১ম বর্ষ প্রায় শেষ হইতে চলিল। সত্যানুসন্ধিৎসু গ্রাহকগণ অনেকেরই ভিক্ষা ইতোমধ্যে পাওয়া গিয়াছে। যাঁহারা বিশেষ অসুবিধা বশতঃ এখনও বার্ষিক এককালীন দেয় ভিক্ষা পাঠাইতে পারেন নাই; তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাদের ভিক্ষা সত্বর পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। ইতি

নিবেদক—**"কার্য্যাধ্যক্ষ"**

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য অস্মদীয়
শ্রীগুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের
শুভ প্রকট-বাসরে তদীয় চরণ সরোজে—

ভক্তি-অর্ঘ্য

হে পরমারাধ্য !

আজি শুভ আবির্ভাব দিবসে তোমার
মিলেছে ভকতগণ পূজিতে চরণ।
আনিয়াছে তারা সবে নানা উপচার
সাজাইছে অর্ঘ্য-থালি করিতে বরণ॥
আজি শুভ একাদশী দামোদর মাসে
জনম-বাসর তব মিলিত আসিয়া।
উদিল মোদের ভালে উদ্ধার মানসে
আগেকার জনমের কলুষ নাশিয়া॥
ক'রেছি মানস আমি এই শুভদিনে
পূজিতে চরণ তব সকলের সনে।
কেমনে করিব পূজা উপচার বিনে
তাই আমি অনুক্ষণ ভাবিতেছি মনে॥
এই সব উপচার তোমার মানসে
দিবে কি সন্তোষ আজি হৃদয় বিহনে।
অপরের কথা আমি ভাবি কি সাহসে
আছে কি হৃদয় মোর শুধাই আপনে॥
দীন চেতা গৃহিগণ কল্যাণ-সাধনে
সাধুগণ যথা যায় গৃহ দ্বারে দ্বারে।
সেই মত আসি মোর কুটীর প্রাঙ্গণে
পুঁতিলে ভকতিবীজ আমার অন্তরে॥
শিখাইলে ধন, জন, বিদ্যা, কুল, মান
সকলি অসার হয় ভকতি বিহনে।
ভকতিই হয় পুনঃ উন্নতি-সোপান
হৃদয় নির্মল হয় কৃষ্ণ প্রেম ধনে॥
যে হৃদয় ক'রেছিলে তুমিই গঠন
পুঁতিয়া ভকতিবীজ কিছুকাল আগে।
শ্রবণ-কীর্ত্তন জলে না করি সিঞ্চন
শুষ্ক প্রায় করিয়াছি বিষয়ানুরাগে॥
সে শুষ্ক হৃদয় ল'য়ে কেমনে পূজিব
তোমার চরণ পদ্ম, ভাবিত অন্তর।
কেমনে এ শুভদিনে করুণা মাগিব
তাই আমি ভাবিতেছি মনে নিরন্তর॥
অথবা ভাবনা কিবা, তোমার করুণা
বহাইবে সুধা ধারা আমার পরাণে।
সুস্নিগ্ধ হৃদয়ে তবে করিয়া রচনা
ভক্তি অর্ঘ্য নিবেদিব তোমার চরণে॥
অকৃতী সন্তান প্রতি জনক জননী
করেন অধিক স্নেহ নিজ স্নেহ গুণে।
সেই মত কৃপা প্রভু, বিতরি আপনি
অধম সেবকে টানি লহ নিজপানে॥
এ সংসার মরু মাঝে মরীচিকা সম
বিষয় বাসনানলে পড়িয়া সতত।
কি যাতনা পাইতেছি মনোমাঝে মম
তথাপি জাগে না প্রাণ হ'য়ে মায়াহত॥
স্বজনাখ্য দস্যুগণ দেয় জ্বালা মোরে
পরিবেশ করিয়াছে হতাশ আমায়।
স্বজন-পালন আশা তবু রাখে ঘিরে।
কেমনে কাটাব এই মোহিনী মায়ায়॥
প্রকট-বাসরে প্রভো তুমি কৃপাময়
আশিস্ করহ দান এ অধম প্রতি।
প্রারব্ধ ভোগের মাঝে যেন সদা রয়
তোমার চরণ পদ্মে এ দাসের মতি॥

কৃপারেণু-প্রার্থী—
শ্রীবিভুপদ দাসাধিকারী

আচার্য্য-আবির্ভাবোৎসব

আজ ১৮ই নভেম্বর, ২রা অগ্রহায়ণ শ্রীউত্থান একাদশীর উপবাস। আমাদের পরমগুরুদেব অবধূতকুল-শিরোমণি গৌরজন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের নিত্যলীলায় প্রবেশের দিন। পরম কারুণিক শ্রীগৌরহরি জগজ্জীবের দুঃখে ব্যথিত হইয়া তাহাদের নিত্য কল্যাণ বিধানের জন্য তাঁহার নিজজনকে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ করাইয়া থাকেন। আবার তাঁহাকে এই জগতে আবির্ভাব করাইবার তাৎপর্য্য সম্পূর্ণ হইলে, প্রভুর ইচ্ছায়ই পুনরায় তাঁহারা প্রপঞ্চাতীত গোলোকে তাঁহাদের নিত্য প্রভুর নিত্য লীলারাসে যোগদিবার জন্য এ জগত হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া থাকেন। সুতরাং বৈষ্ণবের আবির্ভাব ও তিরোভাব দুই তিথিই সমভাবে পূজ্য ও এক তাৎপর্য্য বিশিষ্ট। তাই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী আমাদের অদ্যকার এই পরমদুর্ল্লভ তিথি নিত্যবন্দনীয় ও স্মরণীয়।

পরমকরুণ শ্রীগৌরহরির এই কার্য্যের বাস্তবতা জগতে প্রচারের জন্য অদ্যকার এই শুভ পবিত্র তিথিতেই তাঁহার অপর নিজজন ভারতের বিভিন্নস্থানে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তি দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজকে আমাদের ন্যায় বদ্ধজীবের নিত্য মঙ্গল বিধান মানসে এই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ করাইয়াছেন। অদ্য তাঁহার শুভ প্রকট-বাসর। তাঁহার নিত্য আশ্রিত ও অনুগত জনগণ আজ তাঁহাদের আরাধ্য-দেবের শ্রীপাদপদ্মে তাঁহাদের অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে গভীর আবেগভরে আর্ত্তি জ্ঞাপনপূর্ব্বক আরাধনা করিবার জন্য বিবিধ সেবা সম্ভার সহযোগে সমুপস্থিত হইয়াছেন। আমরা এই সুমেধা তিথিবরাকে পুনঃ পুনঃ অভিনন্দিত করিতেছি। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

গুরু, বৈষ্ণব, ভগবান--তিনেরস্মরণ।
তিনের স্মরণে হয় বিঘ্ন বিনাশন।
অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিতপূরণ॥

কলিকাতাস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয়মঠ সেবকগণ অতি প্রত্যূষে শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিক সমাপনান্তে শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব ও পঞ্চতত্ত্বের বন্দনান্তে শ্রীগুর্ব্বষ্টক, শ্রীগুরুপরম্পরা ও বৈষ্ণবচরণে বিভিন্ন প্রার্থনা সূচক কীর্ত্তনের পর শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-নয়ননাথজীর অপূর্ব্ব শৃঙ্গার ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের ভজনগৃহের বহিপ্র কোষ্ঠে বিভিন্ন রঙ্গের বস্ত্রাদিদ্বারা একটি আসন রচনা করতঃ উহা নানাবিধ পুষ্প, মাল্যাদিদ্বারা সুসজ্জিত করিয়া তাহাতে তাঁহার আলেখ্য স্থাপন করেন। তৎপরে মঠের বর্ত্তমান ভারপ্রাপ্ত সেবক শ্রীঅচিন্ত্য গোবিন্দ ব্রহ্মচারীজী শ্রীবিগ্রহের দৈনন্দিন অর্চ্চনান্তে পৃথকভাবে সুসজিত আসনে শ্রীগুরুপাদপদ্মের যথাবিধি পূজা, ভোগপ্রদান ও আরাত্রিক সম্পাদন করিলে উপস্থিত সকলে শ্রীগুরুপাদপদ্মে তাঁহাদের অন্তরের আর্ত্তিনিবেদন সহযোগে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। উক্ত দিবস শ্রীএকাদশীর উপবাস থাকায় সমাগত ভক্তগণকে শ্রীভগবৎ-প্রসাদ ফল, মূলাদি প্রদান করা হয়।

সন্ধ্যারাত্রিকান্তে শ্রীমঠ প্রাঙ্গনের এক মহতী সভায় শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-বন্দনা ও মহাজনগণের প্রার্থনা-পদাবলী কীর্ত্তনের পর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আশ্রিতাভিমানী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয়মঠাচার্য্যের প্রিয় সুহৃৎ ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ ঘোষ এম্, এ, মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারীজী তাঁহার গলদেশে পুষ্প-মাল্য প্রদান করেন। অতঃপর উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীর মধ্য হইতে শ্রীপাদ দুর্দ্দৈবমোচন দাসাধিকারী, শ্রীঅচিন্ত্য গোবিন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীগোপীরমণ দাস বিদ্যাভূষণ মহাশয় যথাক্রমে শ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মের পূত জীবনী ও শ্রীগুরু-পাদপদ্মের মহিমা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপর সভাপতি মহোদয় পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের অপ্রাকৃত বৈরাগ্য, বিপ্রলম্ভরসে নিমগ্নতা, পারমহংস্য সদাচার, কপট আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তি-লিপ্সু জনগণের ভগবৎ-সেবাকে কাপট্য বলিয়া গর্হণ, শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম অনুরাগ প্রভৃতি বিষয়ের মহাজনানু-মোদিত বিশ্লেষণ দ্বারা বাবাজী মহারাজের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। ঐ দিবস রাত্রি অধিক হওয়ায় সভাপতি মহোদয়

পরবর্ত্তী দিবসের জন্য সভার কার্য্য স্থগিত রাখেন। অতঃপর মহাজন পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে সভাভঙ্গ হইলে উপস্থিত সকলকে সুমিষ্ট প্রসাদদ্বারা তৃপ্ত করা হইয়াছিল।

পরবর্ত্তী দিবস শ্রীবিগ্রহের মঙ্গলারাত্রিক ও উষঃকীর্ত্তন সমাপনান্তে মধ্যাহ্নে শ্রীবিগ্রহের নানাবিধ রসসমন্বিত বিচিত্র ভোগ নিবেদনের পর উপস্থিত ৩।৪ শত সজ্জন ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণকে প্রচুর পরিমাণে মহাপ্রসাদ দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হইয়াছিল।

সন্ধ্যারাত্রিকান্তে শ্রীগুরু-বৈষ্ণব বন্দনা ও বিভিন্ন মহাজন পদাবলী কীর্ত্তনের পর পূর্ব্ব দিবসের স্থগিত সভা সভাপতি মহোদয় পুনরুদ্ঘাটন করিলে শ্রীঅচিন্ত্য গোবিন্দ ব্রহ্মচারী মহোদয় শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা কীর্ত্তন করেন। অতঃপর সভাপতি মহোদয় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্যের আবির্ভাব করুণাময় শ্রীভগবানের কৃপামূল, তাঁহার জীবনে কিরূপে তৃণাদপি সুনীচতা, অমানীত্ব, মানদত্ব, ক্ষান্তি, অব্যর্থকালত্ব, যুক্তবৈরাগ্য প্রভৃতি গুণাবলী পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে এবং শ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যে ও আদর্শে তাঁহার শ্রীচৈতন্য বাণী প্রচারে বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অতিদৈন্যভরে সহজ ভাষায় প্রায় ১ ঘণ্টাকাল ব্যাখ্যা করিয়া সভায় উপস্থিত সকলকে মোহিত করেন। পুনরায় প্রার্থনাসূচক কীর্ত্তন ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে সভাভঙ্গ হয়।

বিভিন্ন শাখা মঠ সমূহেঃ—

এতদুপলক্ষে হায়দ্রাবাদস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের ভারপ্রাপ্ত শ্রীগুরু সেবায় অপরিসীম কষ্টসহিষ্ণু ও অক্লান্ত পরিশ্রমেও সর্ব্বদা হাস্যবদন নিষ্কপট সেবক শ্রীপাদ মঙ্গল নিলয় ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজীর সেবোৎসাহে উক্ত মঠের প্রাঙ্গনে এক সান্ধ্য সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় স্থানীয় V. V. S. কলেজের বেদান্ত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রীকে, নরসিংহম্ আচারী সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে উপস্থিত সভ্যগণের মধ্য হইতে শ্রীজয়করণ দাসজী, শ্রীরাধেশ্যামজী ব্যাস ও শ্রীমঙ্গল নিলয় ব্রহ্মচারীজী আচার্য্য পাদের শুভ আবির্ভাব সম্বন্ধে হিন্দি ভাষায় বক্তৃতা করেন। শ্রীল আচার্য্য পাদপদ্ম হইতে প্রাপ্ত তথাকার সেবকগণের প্রতি কৃপাশীর্ব্বাদ যুক্ত একটি টেলিগ্রাম এবং শ্রীবিভুপদ পণ্ডা প্রেরিত 'ভক্তি-অর্ঘ্য' নামক পদ্যটীও সভায় পঠিত হয়। সভায় শ্রীমামচাঁদ গোয়েল, শ্রীহরি নারায়ণ শর্ম্মা প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সভা ভঙ্গের পর উপস্থিত সকলকেই ফল, মূল ও সুমিষ্ট শ্রীভগবৎ প্রসাদ দেওয়া হয়।

এতদ্ভিন্ন ভারতের বিভিন্ন সহরে অবস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের অন্যান্য সমস্ত শাখা মঠ সমূহেও উক্ত দিবস শ্রীআচার্য্য পাদপদ্মের শুভ আবির্ভাব তিথি তথাকার সেবকগণ যথারীতি পালন করিয়াছেন।

নির্য্যাণ

বিশ্বব্যাপী শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীলভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের একনিষ্ঠ সেবক-প্রবর শ্রীপাদ সখী চরণ রায় ভক্তি বিজয় প্রভু যিনি গত ৯ ভাদ্র (১৩৬৮) শ্রীশ্রী-বলদেবাবির্ভাব তিথিতে শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ ইমলিতলা সেবাকুঞ্জের সেবাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সারঙ্গ গোস্বামী মহারাজের নিকট হইতে তাঁহার ভজনোচিত নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব বাবাজী বেষ লাভ করতঃ শুদ্ধ বৈষ্ণব মণ্ডলীতে শ্রীমৎ সখীচরণ দাস বাবাজী মহারাজ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন—গত ১৫ কার্ত্তিক, ১ নভেম্বর বুধবার প্রায় অশীতি বৎসর বয়সে উক্ত সেবাকুঞ্জে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের পাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে তাঁহাদের অশোক-অভয়-অমৃত পূর্ণ শ্রীপাদপদ্মে নিত্যাশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। বিগত ৫।৬ বৎসর পূর্ব্ব হইতে তিনি সংসার বন্ধন ছিন্ন করিয়া নিরন্তর শ্রীহরি ভজনের উদ্দেশ্যে পুত্র-দিগের উপর সমস্ত বিষয় সম্পত্তির ভার অর্পণপূর্ব্বক তথায় একান্তভাবে কঠোর বৈরাগ্য ব্রত পালনে জীবন যাপন করিতেছিলেন।

অধুনা পূর্ব্বপাকিস্থানের অন্তর্গত ফরিদপুর জেলার কাশী-য়ানী গ্রামে ১২৮৮ বঙ্গাব্দে তিনি আবির্ভূত হন এবং ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপে এবং অতঃপর কলিকাতায় আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন। পরমার্থলাভ বিষয়ে তাঁহার স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকায় অল্পকিছুকাল তিনি ব্যবসায়ী সাধুসম্প্রদায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া

ছিলেন। ১৯১৫ সালে তিনি শ্রীল প্রভুপাদের সহিত পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্যলাভ করেন এবং ধর্ম্মব্যবসায়িগণের প্রচারিত বিদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত ও তদনুগত গোস্বামিগণের আচরিত শুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্মের

শ্রীপাদ সখীচরণ দাস বাবাজী মহারাজ

পার্থক্য উপলব্ধি করিয়া শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে নিষ্ণাত শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা সদ্‌গুরুর শ্রীচরণাশ্রয় ব্যতীত মায়াবদ্ধ জীবের বাস্তব কল্যাণলাভের সম্ভাবনা নাই বুঝিতে পারিয়া শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন এবং সর্ব্বপ্রকার দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করতঃ তাঁহার নিকট হইতে যথাবিধি শ্রীকৃষ্ণ-দীক্ষা ও শিক্ষাদি প্রাপ্ত হন। তখন হইতে শ্রীহরির ইচ্ছায় তাঁহার ব্যবসায়ে উত্তরোত্তর আশাতীত উন্নতি হইতে লাগিল এবং অল্পকালমধ্যে তিনি তাঁহার লবণ ব্যবসায়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ব্যবসার প্রতিষ্ঠান এখন "সখীচরণ রায় এণ্ডসন্স প্রাইভেট লিমিটেড" নামে সুপরিচিত।

গৃহস্থাশ্রমে প্রভূত জাগতিক সম্পদ্‌মধ্যে থাকিয়াও তিনি অনুকূল কৃষ্ণভজনের জন্য সতত চেষ্টান্বিত ছিলেন এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম স্তম্ভস্বরূপ হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যে শ্রীমঠের অশেষবিধ সেবা করিয়াছেন। তাঁহার সেবা সৌষ্ঠব লক্ষ্য করিয়া শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভা তাঁহাকে 'ভক্তিবিজয়' উপাধি প্রদান করেন। শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মভিটায় সুরম্য 'শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির', ঐ শ্রীমন্দিরে বৈদ্যুতিক আলোকমালা এবং তত্রস্থ শ্রীচৈতন্য মঠে বিরাট 'ভক্তিবিজয়-ভবন' তাঁহারই অসামান্য সেবা শোভাকীর্ত্তির জয় ঘোষনা করিতেছে। তাঁহারই অর্থানুকূল্যে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের বিরাট চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হন। ১৯৩৩ সালে শ্রীলপ্রভুপাদের আনুগত্যে শ্রীচৈতন্য বাণী প্রচারের জন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠের যে সকল প্রচারকগণ য়ুরোপে অভিযান করিয়াছিলেন তাহাতেও শ্রীল ভক্তিবিজয় প্রভু অগ্রণী হইয়া প্রচুর অর্থানুকূল্য করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন শ্রীগৌড়ীয় মঠ ও উহার শাখামঠ সমূহের নানাবিধ সেবা সৌষ্ঠব বিধানে এবং শ্রীব্রজমণ্ডলের বিভিন্নস্থানে স্মৃতিফলক স্থাপনে তিনি অকুণ্ঠ চিত্তে প্রভূত অর্থব্যয় করিয়া তাঁহার শ্রীভগবৎ সেবার নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। শ্রীবৃন্দাবনস্থ শ্রীরাধাদামোদরের অঙ্গনে শ্রীল রূপগোস্বামিপাদের সমাধির সন্নিকটে তাঁহার পুষ্প সমাধি নির্ম্মিত হইতেছে।

'দুঃখ-মধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর'? 'কৃষ্ণ-ভক্ত-বিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর॥' 'কৃপা করি' কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিলা সঙ্গ। স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা,—কৈলা সঙ্গ-ভঙ্গ॥' (চৈঃ চঃ)। বৈষ্ণবগণের আবির্ভাব ও তিরোভাব এক তাৎপর্য্য বিশিষ্ট। তাই নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের বিজয়োৎসবে আমরা দেখিতে পাই—'তবে মহাপ্রভু সব ভক্তে বিদায় দিলা। হর্ষ-বিষাদে প্রভু বিশ্রাম করিলা॥ (চৈঃ চঃ অন্ত্য ১১।১০০)।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি দয়িত মাধব মহারাজ তাঁহার সতীর্থ। তাঁহার সহিত শ্রীপাদ ভক্তি বিজয় প্রভুর আজীবন সহৃদয়তা, শ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্টপূরণ কার্য্যে তাঁহার সহানুভূতি ও সমদর্শিতার প্রভূত পরিচয় আমরা পাইয়াছি।

বিগত ১৬ই নভেম্বর, বৃহস্পতিবার তাঁহার সুযোগ্য পুত্রদ্বয় শ্রীপ্রমথ নাথ রায় ও শ্রীনিতাইদাস রায় তাঁহাদের কলিকাতাস্থিত ভবন, ১৪০এ, রাজা দীনেন্দ্রষ্ট্রীটে মহাসমারোহে তাঁহার নির্য্যাণোৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন। স্থানীয় বন্ধুবর্গ ব্যতীত কলিকাতা ও কলিকাতার বাহিরের শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাশ্রিত বহু সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও গৃহস্থ ভক্তগণ তাঁহাদের স্ব স্ব অনুগত ভক্তবৃন্দসহ এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

নিয়মাবলী

১। প্রতি মাসে পূর্ণিমা তিথিতে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৪'৫০ (ভি, পি যোগে ৫৲), ষান্মাসিক ২'২৫ (ভি, পি যোগে ২'৭৫), প্রতি সংখ্যা '৩৭। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। তৃতীয় সংখ্যা হইতে প্রাপ্তব্য। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন হইলে এবং কোন সংখ্যা ইংরাজী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৭এ, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

ফোন-৪৬-৫৯০০

বিজ্ঞাপনের হার—

প্রতিবার ১ পৃষ্ঠা—৪০৲ (চল্লিশ টাকা), অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা ১ কলম—২২৲ (বাইশ টাকা), সিকি পৃষ্ঠা বা অর্দ্ধ কলম—১২৲ (বার টাকা), সিকি কলম—৭৲ (সাত টাকা), ⅛ কলম ৪৲ (চার টাকা)। দীর্ঘ কালের জন্য বিজ্ঞাপন দিলে ভিক্ষা স্বতন্ত্র। তাহা সাক্ষাদ্ভাবে অথবা পত্রদ্বারা জ্ঞাতব্য।

নিবেদক— কার্য্যাধ্যক্ষ

দক্ষিণ কলিকাতায় একমাত্র

নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত ফার্ণিচার

——বিক্রেতা——

দাস ব্রাদার্স এণ্ড কোং

৮৮।২এ, রাসবিহারী এভিনিউ

কলিকাতা-২৬

ফোন—৪৬-৩৮০১

আমাদের শো-রুমে চিত্তাকর্ষক বিভিন্ন সুন্দর সুন্দর ডিজাইনের চেয়ার, টেবিল, খাট, আলমারী ও কাঠের যাবতীয় ফার্ণিচার আছে। ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণকে পরিদর্শন ও যাচাই করিয়া লইতে সাদর আহ্বান জানান হইতেছে।

নিউ আর্ট ফার্ণিচার

১৫৫, রাসবিহারী এভিনিউ

কলিকাতা-২৯

আধুনিক কালোপযোগী ও রুচিসম্পন্ন বিভিন্ন ডিজাইনের কাঠের আলমারী, চেয়ার, টেবিল, খাট ইত্যাদি পাওয়া যায়। সজ্জনগণের সহযোগিতা একান্ত প্রার্থনীয়। দক্ষ কারিগর ও উপযুক্ত পর্য্যবেক্ষকের দ্বারা পরিচালিত। সততাই আমাদের প্রধান সম্বল।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির
৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ
কলিকাতা-২৬

বর্ত্তমান সভ্যতার তথাকথিত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সারা বিশ্বে নিরীশ্বরবাদ, দুর্নীতি ও অধর্ম্মের প্রাবল্য দেখা যাইতেছে। আমাদের দেশ ও সমাজেরও ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া সুধী ব্যক্তিমাত্রই অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। ইহার সংশোধনের একমাত্র উপায় শিক্ষার মাধ্যমে মানব চরিত্র গঠন। কোমলমতি শিশুগণ যাহাতে ভগবদ্‌বিশ্বাস, পিতৃমাতৃভক্তি, গুরুজনে শ্রদ্ধা প্রভৃতি ধর্ম্ম ও নীতির অতি সাধারণ শিক্ষাগুলি লাভ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিলে চরিত্র গঠনের সহায়ক হয়। এই উদ্দেশ্যকে কার্য্যকরী করিবার প্রয়াসে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির নামে একটী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউস্থ শ্রীমঠে ৭ই বৈশাখ ১৩৬৮, ২০শে এপ্রিল, ১৯৬১ তারিখে স্থাপন করা হইয়াছে। উহাতে শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিকা ও কিন্ডার গার্টেন (K. G.) শিক্ষা পদ্ধতি অনুসারেই শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে বালকবালিকাদিগকে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথাগুলি ও আচরণ শিক্ষা দেওয়া হইবে। বর্ত্তমানে শিশুশ্রেণী হইতে ৪র্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছে। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী নিম্নঠিকানায় অনুসন্ধান করুন :—

১। সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫এ, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ফোন নং ৪৬-৫৯০০।
২। ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ, এম্-এ, ২০, ফার্ণ প্লেস, কলিকাতা-১৯, ফোন নং ৪৬-৪২২০।
৩। শ্রী এম্, কে, মুখার্জ্জি, ৮এ, তারা রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন নং ৪৬-৭১২৮।
৪। শ্রী এস্, এম্, ব্যানার্জ্জি, বি-এ, ২৯, পার্ক সাইড রোড, কলিকাতা-২৬। ফোন ৪৬-৫৯৩১।

সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ
স্থান :— শ্রীগঙ্গা ও শ্রীসরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিসেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনায় কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

(১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া।

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।
৩৫এ, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা—২৬।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

শ্রীচৈতন্য বাণী

পৌষ—১৩৬৮

১ম বর্ষ] কেশব, ৪৭৫ শ্রীগৌরাব্দ [১১শ সংখ্যা

শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক :—

শ্রীকৃষ্ণবল্লভ ব্রহ্মচারী বিদ্যানিধি, এম্‌-এ।

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ, এম্-এ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-পুরাণতীর্থ, ভক্তিশাস্ত্রী। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্।

২। শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, সাহিত্যবিনোদ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

৫। শ্রীগোপীরমণ দাস, বিদ্যাভূষণ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বি-এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ

আকর মঠ ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

১। (ক) শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।
(খ) ৩৭এ, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬।

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।

৩। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, বৃন্দাবন (মথুরা)।

৫। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা।

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্রপ্রদেশ)।

৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম)।

৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)।

১০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)।

মুদ্রণালয় ঃ—

'রাজলক্ষ্মী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্'—৪৩, রূপনারায়ণ নন্দন লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা-২৫।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১ম বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পৌষ, ১৩৬৮। ২৯ কেশব, ৪৭৫ শ্রীগৌরাব্দ; ৫ পৌষ, বৃহস্পতিবার; ২১ ডিসেম্বর, ১৯৬১ | ১১শ সংখ্যা

ভুক্তির ও মুক্তির পথ—আত্মবঞ্চনা ও আত্মবিনাশ

"মানুষ পূর্ব্বাপর বিচার কর্‌তে পারেন, কিন্তু মানবমণ্ডলীর বিচারে অনেক সময়েই আমরা বিশেষ মতভেদ দেখ্‌তে পাই। মানবের মধ্যে যাঁ'রা নিজদিগকে 'সভ্য' ব'লে পরিচয় প্রদান কর্‌তে বিশেষ আগ্রহ-যুক্ত, তাঁ'রা বলেন,—যদি আমরা Civic rule (পৌরজনগণের পালনীয় নিয়ম)-গুলি পালন করি, তা' হ'লে পরস্পরের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হ'বে না, আমরা সুখে-স্বচ্ছন্দে এই সংসারে বহির্ম্মুখতা অবলম্বন ক'রে বাস কর্‌তে পারব।' এ-সকল বিচার কর্ম্মপন্থী ব্যক্তিগণের পরম আদরের বিষয়। আবার কেউ কেউ বিচার করেন,—'এজগৎ কষ্টের স্থান, এ'-স্থান হ'তে নিবৃত্ত হওয়া আবশ্যক, বস্তুর নির্ব্বিশেষত্বই একমাত্র প্রয়োজনীয়, তা'ই মুক্তি, সেই মুক্তিই বাঞ্ছনীয়।' ভগবদ্ভক্তগণ এই দুই প্রকার ব্যক্তির ন্যায় সহসা কোন মত প্রকাশ করেন না। যাঁ'রা ভোগের দ্বারা অভাব নিবৃত্তি করতে চা'ন,—'ভুক্তিকামী', আর যাঁ'রা ত্যাগের দ্বারা অভাব নিবৃত্তি কর্‌তে চা'ন, তাঁ'রা—'মুক্তিকামী'। ভগবদ্ভক্তগণ ভুক্তি বা মুক্তি কিছুই ইচ্ছা করেন না। পরিপূর্ণ বাস্তবজ্ঞানের অভাবে আপেক্ষিক জ্ঞানে আমরা মনোনিবেশ করি, তাই আমাদের অভাব নিবৃত্ত হয় না। আমরা যে সকল কর্ম্ম করি, তাহা কর্পূরের ন্যায় উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে যায়। অভাব থাক্‌বে না, অথচ ঐরূপভাবে নির্ব্বিশিষ্ট হ'য়ে যাওয়া যা'বে না, সেটাই চিদ্বিলাসের পথ। মুক্ত হ'বার নামে, মুক্ত হওয়ার সমস্ত সুবিধাটী যদি নষ্ট হ'য়ে গেল, তা' হ'লে ঐরূপ মুক্তিকে—'মুক্তি' বলা যায় না, উহা 'আত্মবিনাশ' মাত্র। রোগ ও রোগীকে একসঙ্গে ঠাণ্ডা ক'রে দেওয়ার প্রণালী বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়। কা'রও গলদেশে স্ফোটক হ'য়েছে, যথা-বিহিত অস্ত্রোপচার দ্বারা স্ফোটকের চিকিৎসা ক'রে রোগীকে নিরাময় ও সুস্থ করাই কর্ত্তব্য, কিন্তু রোগীকে চিরতরে স্ফোটকের ক্লেশ হ'তে অব্যাহতি দিবার জন্য স্ফোটকে অস্ত্রোপচার কর্‌বার পরিবর্ত্তে রোগীর গলদেশে ছুরিকা প্রদান করা কখনও উচিত নয়।"

—শ্রীল প্রভুপাদ।

অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব

"প্রণব অর্থাৎ ওঁকারই কৃষ্ণের গূঢ়নাম, বেদের আদি বীজ এবং সর্ব্ব বেদময় শব্দব্রহ্ম। প্র—নু (স্তুতিকরা) + অন্ এই প্রকারে প্রণব সাধিত হইয়াছে। স্তবনীয় পরব্রহ্মের শাব্দিক অবতারই ওঁকার। ওঁকার হইতে সমস্ত বেদ উদিত হইয়াছে। বস্তুতঃ প্রণবই বেদবীজ মহাবাক্য এবং বেদের অন্যাংশ সমস্তই প্রাদেশিক বাক্য বিশেষ। মায়াবাদ রচয়িতা শ্রীশঙ্করাচার্য্য স্বামী প্রণবের মহাবাক্যতাকে আচ্ছাদিত করিয়া (১) অহং ব্রহ্মাস্মি (আমিই ব্রহ্ম), (২) প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম (প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম), (৩) তত্ত্বমসি (তুমিই তিনি), (৪) একমেবাদ্বিতীয়ং (এক বই দুই নাই) এই চারিটী প্রাদেশিক বেদবাক্যকে মহাবাক্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বেদবীজ প্রণব শুদ্ধভক্তি প্রচারক বলিয়া ঐ মতের আচ্ছাদন করার প্রয়োজন হওয়ায় অন্য কয়েকটী বাক্যকে মহাবাক্য বলিয়া কেবলাদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছেন। মায়াবদ্ধ জীবের মায়ানির্ম্মিত সত্তা ব্রহ্মের ঈশ্বরতা মায়ার আশ্রয়ে মাত্র, ব্রহ্ম নির্ব্বাণ বা মায়াবিচ্ছেদেই জীবের মুক্তি, এই সকল কথা স্বীকৃত হইয়াছে। ইহাতে পরব্রহ্মের সহিত জীবের যে শুদ্ধ সম্বন্ধ, তাহা লুক্কায়িত করা হইয়াছে। বেদের সর্ব্বাঙ্গ বিচার ইহাতে নাই। এইজন্যই শ্রীমধ্বাচার্য্য স্বামী কোন কোন শ্রুতিবাক্য অবলম্বন পূর্ব্বক দ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়াছেন। তাহাতেও বেদের সর্ব্বাঙ্গ বিচার না থাকায় সম্বন্ধতত্ত্ব প্রস্ফুটিত হইল না। শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে সম্বন্ধ-জ্ঞানের প্রফুল্লতা প্রদর্শন করেন নাই। দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শ্রীমন্নিম্বাদিত্য স্বামীও সেইরূপ কতকটা অসম্পূর্ণতা প্রচার করিয়াছেন; শ্রীমদ্বিষ্ণুস্বামীও তদীয় প্রকাশিত শুদ্ধাদ্বৈত-মতে একটু অস্পষ্টতা রাখিয়া গেলেন। মহাপ্রভু প্রেমধর্ম্মের নিত্যতা স্থাপন উদ্দেশে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ দ্বারা সম্বন্ধ-জ্ঞানের সম্পূর্ণ শুদ্ধতা শিক্ষা দিয়া জগৎকে বিতর্করূপ অন্ধকার হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। মহাপ্রভু বলেন—একমাত্র প্রণবই মহাবাক্য; তাহাতে যে অর্থ, তাহা উপনিষৎগুলিতে জাজ্জ্বল্যমান আছে। উপনিষৎ যাহা শিক্ষা দেন, তাহা ব্যাসসূত্রে সম্পূর্ণ অনুমোদিতা। ব্যাসসূত্রের ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত। ব্যাসসূত্রের প্রথমেই "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই সূত্রে পরিণামবাদই সত্য বলিয়া শিক্ষা দেওয়া গিয়াছে। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" এই বেদমন্ত্রে তাহাই শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। ভাগবতেও সেই অর্থ প্রতিপন্ন হইয়াছে। "পরিণামবাদে ব্রহ্ম বিকারী হইয়া পড়েন, এই আশঙ্কা করিয়া শঙ্করস্বামী বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করেন। বস্তুতঃ ব্রহ্মবিবর্ত্তই সকল দোষের মূল। পরিণামবাদই সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত বিশুদ্ধ সত্যতত্ত্ব। পরমেশ্বরের শক্তির নিত্যতা না মানিলে পরিণাম-বাদে পরমেশ্বরের বিবর্ত্ত বিকারাদি মহাদোষ হয়। কিন্তু পরব্রহ্মের নিত্য স্বাভাবিকী পরাশক্তি মানিলে আর সে সব দোষ থাকে না। শক্তির যে বিচিত্র বিকার, তাহা হইতেই বিশ্ব হইয়াছে, ইহাই সত্য। ব্রহ্ম বিকারী নন। ব্রহ্মশক্তির বিকারের ফল এই জড় জগৎ ও জৈবজগৎ। প্রভু যে মণি হইতে স্বর্ণ প্রসব হইয়াও মণি অবিকৃত থাকে, এই উদাহরণ দিয়াছেন; ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, কৃষ্ণশক্তিই সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছে, অথচ কৃষ্ণ তাহাতে বিকারী হন না। সমস্তই শক্তি পরিণাম। চিচ্ছক্তির পূর্ণ পরিণামে বৈকুণ্ঠাদি ধাম, নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও অণু পরিমাণে চিৎকণ জীবসমূহ। মায়াশক্তির পরিণামে সমস্ত জড় জগৎ ও জীবের লিঙ্গ ও স্থূল দেহ। জড় জগৎ বলিলে চতুর্দ্দশ ভুবনকেই বুঝিতে হইবে। বেদান্তসূত্রে ও উপনিষদে এই পরিণামবাদ সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, আকাশ, তেজ, বায়ু, সলিল ও পৃথ্বী এই সকলের ক্রমপরিণামবিকাশই পরিণামবাদ। কেবল-অদ্বৈতবাদের পেষণ করিতে করিতে চরমে কিছুই হয় নাই, কেবল অবিদ্যাকল্পিত জীব ও জগৎ এইরূপ প্রতীতি হইতে থাকে। শুদ্ধপরিণামবাদে কৃষ্ণেচ্ছায় জৈবজগৎ ও জড়জগৎ হইয়াছে সত্য। সৃষ্টি কল্পিত নয়। তবে কৃষ্ণেচ্ছায় ইহা আবার লয় হইতে পারে বলিয়া জগৎকে নশ্বর বলা যায়। চিন্ময়স্বরূপ

পরমেশ্বর সৃষ্টি করিয়া জগতে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়াও স্বয়ং স্বতন্ত্র পূর্ণশক্তি-পরিসেবিত স্বেচ্ছাময় কৃষ্ণরূপে নিত্য পৃথক্ বিরাজ করেন। যাঁহারা এই অপূর্ব্ব তত্ত্বকে জানিতে পারেন, তাঁহারাই কৃষ্ণের অপার ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে সমর্থ। ইহাই কৃষ্ণ ও জীবের প্রকৃত সম্বন্ধ। নশ্বর জগতের সহিত জীবের অনিত্য পান্থসম্বন্ধমাত্র। যুক্তবৈরাগ্যই জীবের ও জড়ের পরস্পর সম্বন্ধজনিত সদ্ব্যবহারকার্য্য। এই প্রকার নিত্যানিত্য-সম্বন্ধবুদ্ধি যে পর্য্যন্ত না জন্মে, সে পর্য্যন্ত বদ্ধজীবের উচিত ক্রিয়ার উদয় হয় না।

এই সিদ্ধান্তমতে কৃষ্ণের সহিত জীবের ভেদ ও অভেদ এবং কৃষ্ণের সহিত জগতের ভেদ ও অভেদ যুগপৎ সত্য বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সসীম মানববুদ্ধিতে ইহার সামঞ্জস্য হয় না বলিয়া, এই নিত্য ভেদাভেদতত্ত্বকে "অচিন্ত্য" বলিয়া উক্তি করা হইয়াছে। অচিন্ত্য হইলেও যুক্তি বা তর্ক ইহাতে অসন্তোষকর নয়। অবিচিন্ত্য শক্তি ভগবানের পক্ষে, ইহা যুক্তিযুক্তই বটে। সেই শক্তিতে যাহা যাহা স্থাপিত হইয়াছে, তাহা আমাদের পক্ষে কৃপালব্ধ তত্ত্ব। অচিন্ত্যভাবে তর্কযোজনা করিবে না, ইহা প্রাচীন পণ্ডিতগণ উপদেশ দিয়াছেন; যেহেতু অচিন্ত্য বিষয়ে তর্ক কখনই প্রমাণরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে না। এ কথা যাঁহাদের মনে থাকে না, তাঁহাদের দুর্দ্দশার আর ইয়ত্তা নাই।"

—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর।

দেবতা ও ভগবান্

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ুখ ভাগবত মহারাজ]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১০ম সংখ্যার ২৩৯ পৃষ্ঠার পর)

'অন্যদেব-অনবজ্ঞা' অর্থাৎ অন্যদেবতাকে অবজ্ঞা না করা ৬৪ ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম। অতএব দেবতাগণের অবজ্ঞা হইতে সাবধান থাকা কর্ত্তব্য। ভগবদ্ভক্তবুদ্ধিতে তাঁহাদিগকে আদর, সম্মান ও প্রণাম করাই বিধি। কিন্তু ভগবান্ শ্রীহরিই আমাদের নিত্য উপাস্য বা নিত্যারাধ্য বলিয়া একমাত্র তাঁহার আরাধনাই আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। ভগবান্ অচ্যুতই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, সকলের মূলকারণ ও সকলের নিত্য উপাস্য হেতু কেবল তাঁহার উপাসনার দ্বারাই ত্রিভুবন প্রসন্ন হয় এবং ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দেবতাগণ সকলে প্রসন্ন থাকেন। কেবল শ্রীহরি-পূজাদ্বারাই সকলের পূজা হইয়া যায়, পৃথগ্‌ভাবে অন্য দেবতার পূজা করার আবশ্যক হয় না। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

দেবাদীনাঞ্চ পূজ্যোঽহং বর্ণাদীনাং ধনঞ্জয়।
মৎপূজনেন সর্ব্বার্চ্চা স্যাদ্ধ্রুবং নাত্র সংশয়ঃ॥

(মহাভারত ভীষ্মপর্ব্ব)

হে অর্জ্জুন, আমি বর্ণী, আশ্রমী, দেবতা ও ঋষি প্রভৃতি সকলেরই পূজ্য। আমার পূজা করিলে নিশ্চয়ই সকলের পূজা হইয়া যায়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

শাস্ত্র আরও বলেন—

যৎপূজনেন বিবুধাঃ পিতরোঽর্চ্চিতাশ্চ
তুষ্টা ভবন্তি ঋষিভূতসলোকপালাঃ।
সর্ব্বে গ্রহাস্তরণিসোমকুজাদিমুখ্যা
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি॥

(বিষ্ণুযামল সংহিতা)

যাঁহার পূজার দ্বারা দেবতাসকল, পিতৃসকল, সমস্ত ঋষি, ভূতসকল, লোকপালগণ এবং সূর্য্য-চন্দ্র-মঙ্গলপ্রমুখ গ্রহসমূহ পূজিত ও তুষ্ট হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে শ্রীশিবজীও দেবীকে বলিয়াছেন—

বেদান্তবেদ্যো ভগবান্ যত্তচ্ছব্দোপলক্ষিতঃ।
তদারাধনতো দেবি সর্ব্বেষাং প্রীণনং ভবেৎ॥

তরোর্মূলাভিষেকেন যথা তদ্ভুজপল্লবাঃ।
তৃপ্যন্তি তদনুষ্ঠানাৎ তথা সর্ব্বেঽমরাদয়ঃ॥

হে দেবি, তৎ-শব্দ-উপলক্ষিত বেদান্তবেদ্য ভগবানের আরাধনার দ্বারা সকলেই প্রসন্ন হয়। বৃক্ষমূলে জলসেচন করিলে যেরূপ শাখা-প্রশাখা ও পত্র-পুষ্পাদি প্রফুল্ল থাকে, তদ্রূপ শ্রীভগবানের আরাধনা করিলে দেবতা প্রভৃতি সকলেই তৃপ্তি লাভ করে।

নিখিলশাস্ত্রচূড়ামণি শ্রীমদ্ভাগবতও বলেন—

যথা তরোর্মূল নিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥ (ভাঃ ৪।৩১।১৪)

যেরূপ বৃক্ষের মূলদেশে জল সেচন করিলেই উহার স্কন্ধ, শাখা, উপশাখা পত্র পুষ্পাদি সককেই সঞ্জীবিত হয়, প্রাণে আহার প্রদান করিলে যেরূপ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধিত হয়, তদ্রূপ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের পূজা দ্বারাই নিখিল দেব-পিত্রাদির পূজা হইয়া থাকে।

জগদ্গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর উক্ত শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—

মূলাৎ প্রথম-বিভাগাঃ স্কন্ধাঃ, তদ্বিভাগা ভুজাস্তেষা-মপ্যুপশাখাঃ উপলক্ষণং পত্র-পুষ্পাদয়োঽপি তৃপ্যন্তি, ন তু মূলসেকং বিনা স্ব-স্বনিষেচনেন। তথৈব অচ্যুতেজ্যৈব সর্ব্বার্হণম্—অচ্যুতস্য পূজায়াং সর্ব্ব এব পূজিতাঃ স্যুরিত্যর্থঃ। সম্বশক্তস্যৈব ভবত্বেতৎ, শক্তেন তু অচ্যুতস্য পূজা কর্ত্তব্যা, দেবাদীনাঞ্চ,—যথা মূলস্য স্কন্ধাদীনাঞ্চ সেকেন দোষঃ, প্রত্যুত গুণ এবেত্যাশক্ষ্য দৃষ্টান্তান্তরমাহ দৃষ্টান্তদ্বয়েন—প্রাণস্যোপহারো ভোজনং তস্মাদেবেন্দ্রিয়াণাং তৃপ্তিঃ, ন তু তত্তদিন্দ্রিয়েষু পৃথক্ পৃথগন্নলেপনাৎ, প্রত্যুত নয়নকর্ণাদিম্বান্ধ্যবাধির্য্যাদ্যুৎ-পাদনাৎ দোষ এব।

যেরূপ বৃক্ষের মূলে জল সেচন করিলে বৃক্ষের স্কন্ধ, শাখা, প্রশাখা ও পত্র-পুষ্পাদি সকলেই প্রফুল্ল থাকে; কিন্তু মূলে সেচন না করিয়া স্কন্ধাদিতে পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে জল সেচন করিলে তাহা হয় না, তদ্রূপ ভগবান্ শ্রীহরির পূজার দ্বারাই সকলের পূজা হইয়া যায়—সকলেই তৃপ্তিলাভ করে। কিন্তু শ্রীহরির পূজা ব্যতীত পৃথগ্‌ভাবে অন্যান্য দেবতাদির পূজার দ্বারা তাহা হয় না। এখন প্রশ্ন—'অসমর্থ ব্যক্তি না হয় শ্রীহরির পূজাই করুন, তাহাতেই তাঁহার সব হইবে। কিন্তু যাঁহারা সমর্থ বা সক্ষম, তাঁহারা ভগবান্ অচ্যুতেরও পূজা করুন এবং দেবতাদেরও পূজা করুন,—ইহাতে দোষ কি? বরং ভালই ত?'—এই আশঙ্কা নিরাসার্থ শ্লোকে আর একটী দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—প্রাণে অর্থাৎ মুখে আহার দিলে যেমন সমস্ত ইন্দ্রিয় তৃপ্তি লাভ করে কিন্তু পৃহগ্‌ভাবে সেই সেই ইন্দ্রিয়ে আহার লেপন করিলে ভাল হওয়া ত দূরের কথা, চক্ষু-কর্ণাদির অন্ধত্ব ও বধিরাদি উৎপাদনহেতু অনিষ্টই হইয়া থাকে; তদ্রূপ অন্যান্য দেবতার পূজার দ্বারা নিষ্ঠার ব্যাঘাত হেতু দোষই হয়।

তাই শাস্ত্র বলেন—

ব্রাহ্মণোঽপি মুনির্জ্ঞানী দেবমন্যং ন পূজয়েৎ।
মোহেন কুরুতে যস্তু সদ্যশ্চাণ্ডালতাং ব্রজেৎ॥
সদান্যদেবতাভক্তি ব্রাহ্মণানাং গরীয়সী।
বিদূরয়তি বিপ্রত্বং চাণ্ডালত্বং প্রযচ্ছতি॥

(নারদীয় পুরাণ)

মুনি ও জ্ঞানী ব্রাহ্মণও অন্য দেবতার পূজা করিবেন না। যিনি মোহবশতঃ অন্য দেবতার পূজা করেন, তিনি সদ্য চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ শ্রীহরি ব্যতীত অন্য দেবতাকে ভক্তি করিলে তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব দূরীভুত হয় এবং তিনি চণ্ডালতুল্য হন।

শাস্ত্র আরও বলেন—

ইতরেষাঞ্চ দেবানাং মনসা যদি পূজনম্।
বিষ্ণুভক্তস্তু কুরুতে হ্যপরাধাৎ পতত্যধঃ॥

(রুদ্রযামল)

বিষ্ণুভক্ত যদি মনেও অপর দেবতার পূজা করেন, তাহা হইলে অপরাধ হেতু তিনি অধঃপতিত হইয়া থাকেন।

এখন প্রশ্ন—যাঁহাদের বাড়ীতে শিবাদি দেবতার পূজা আছে, তাঁহারা কি করিবেন?

তদুত্তর এই যে—গৃহে শিবাদি দেবতার পূজা থাকিলে

অন্য কোন লোক দিয়া সেই পূজা করাইবেন। তাহা সম্ভব না হইলে ভক্ত-বুদ্ধিতে শিবাদি দেবতার পূজা করিয়া তাঁহাদের নিকটে কৃষ্ণভক্তি ভিক্ষা করিবেন। কিন্তু ভক্ত-বুদ্ধি না করিয়া ঈশ্বর-বুদ্ধিতে তাঁহাদের পূজা করা ভক্তিবাধক ও অমঙ্গলজনক। জগদ্গুরু শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন "শ্রীব্রহ্মশিবাবপি বৈষ্ণবত্বেনৈব ভজেত, (ভাঃ ২।৯।৫)— স আদিদেবো জগতাং পরো গুরুঃ, (ভাঃ ১২।১৩।১৬)— বৈষ্ণবানাং যথাশম্ভুঃ ইত্যাদ্যঙ্গীকারাৎ। তদেবং বৈষ্ণবত্বেনৈব শিবভজনং যুক্তং। অনন্যভক্তাঃ শ্রীশিবমপি বৈষ্ণবত্বেনৈব মানয়ন্তি, কেচিৎ কদাচিত্তদধিষ্ঠানত্বেনৈব বা।" (ভক্তিসন্দর্ভ ১০৫ অনুসংখ্যা)

অর্থাৎ ব্রহ্মা-শিবকে বৈষ্ণবরূপে ভজন করিবে। "যেহেতু ব্রহ্মা আদিদেব, জগতের পরমগুরু," "নদীগণের মধ্যে যেরূপ গঙ্গা শ্রেষ্ঠ, দেবগণের মধ্যে যেরূপ শ্রীহরি শ্রেষ্ঠ, পুরাণগণের মধ্যে যেরূপ শ্রীমদ্ভাগবত শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ বৈষ্ণবগণের মধ্যে শম্ভু প্রধান"—অতএব বৈষ্ণব বুদ্ধিতেই শিবপূজা করা উচিত। অনন্য ভক্তগণ শিবকে বৈষ্ণবরূপেই আদর করেন। কেহবা কখন তাঁহাকে ভগবদধিষ্ঠানরূপে সম্মান করিয়া থাকেন।

জগদ্গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরও শ্রীমদ্ভাগবতের ৫।৭।৬ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—

"পৃথক্-পৃথগ্দেবতাত্বেন পূজা হ্যনন্যতা-বিঘাতিনী, ন তু তদঙ্গত্বেনেতি।"

অর্থাৎ পৃথক্ ঈশ্বর-বুদ্ধিতে ব্রহ্মাশিবাদির পূজা ভক্তি-বাধিকা, কিন্তু ভক্তবুদ্ধিতে ব্রহ্মা-শিবাদির পূজা করিলে অনন্য ভক্তির ব্যাঘাত হয় না।

নিত্য উপাস্য সর্ব্বার্থপ্রদাতা ভগবান্ শ্রীহরির আরাধনাই পরাশান্তি বা নিত্যানন্দ-লাভের একমাত্র উপায়। ভগবদ্ভজন ব্যতীত—শ্রীহরির আশ্রয় ব্যতীত কেহই বাস্তব মঙ্গললাভ করিতে পারে না। একমাত্র বিষ্ণুপূজকেরই বিনাশ নাই, আর সকলেরই বিনাশ আছে। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥
(গীতা ৭।১৪)

আমার সত্ত্ব-রজস্তমোগুণময়ী অলৌকিকী শক্তি মায়া জীবের পক্ষে দুরতিক্রমণীয়া। কিন্তু যাহারা একমাত্র আমারই ভজনা করে, তাহারাই মায়া হইতে নিষ্কৃতি পায়।

শাস্ত্রে আরও বলেন—

অবিস্মিতং তং পরিপূর্ণকামং
স্বেনৈব লাভেন সমং প্রশান্তম্।
বিনোপসর্পত্যপরং হি বালিশঃ
শ্বলাঙ্গুলেনাতিতিতর্ত্তি সিন্ধুম্॥
(ভাঃ ৬।৯।২১)

অচিন্ত্যশক্তিশালী সর্ব্বার্থপ্রদাতা নিজলাভ পূর্ণ প্রশান্তমূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীহরিকে পরিত্যাগ করিয়া যে সকল অজ্ঞ অপর দেবতাদির আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহারা কুক্কুরের পুচ্ছধারণ করিয়া সমুদ্র পার হইতে ইচ্ছা করে মাত্র।

পদ্মপুরাণও বলেন—

যথা ধৃত্বা শুনঃ পুচ্ছং তর্ত্তুমিচ্ছেৎ সরিৎপতিম্।
তথা ত্যক্ত্বা হরিং সেব্যমন্যোপাসনয়া ভবম্॥

কুক্কুরের পুচ্ছ ধারণ করিয়া সমুদ্র পার হইবার ইচ্ছা করা যেরূপ মূর্খতার পরাকাষ্ঠা, সকলের একমাত্র সেব্য শ্রীহরিকে আশ্রয় না করিয়া অন্য দেবতার আরাধনার দ্বারা ভবসাগর পার হইবার ইচ্ছা করাও তদ্রূপ।

স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মনারদ-সংবাদে আমরা পাই—

বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোঽন্যদেবমুপাসতে।
স্বমাতরং পরিত্যজ্য শ্বপচীং বন্দতে হি সঃ॥

যে ব্যক্তি ভগবান্ বাসুদেবকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেবতার উপাসনা করে, সে নিজ জননীকে পরিত্যাগ করিয়া চণ্ডালিনীর সেবা করিয়া থাকে।

স্কন্দপুরাণ আরও বলেন—

বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোঽন্যদেবমুপাসতে।
ত্যক্ত্বামৃতং স মূঢ়াত্মা ভুঙ্‌ক্তে হলাহলম্ বিষম্॥

যে ব্যক্তি কৃষ্ণকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেবতার আরাধনা করে, সেই মূঢ় অমৃত ত্যাগ করতঃ হলাহল বিষ পান করে।

মহাভারতেও দেখিতে পাই—

যস্ত বিষ্ণুং পরিত্যজ্য মোহাদন্যমুপাসতে।
স হেমরাশিমুৎসৃজ্য পাংশু রাশিং জিঘৃক্ষতি ॥

যে ব্যক্তি মোহবশতঃ বিষ্ণুকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেবতাদির আরাধনা করে, সে স্বুবর্ণরাশি পরিত্যাগ করতঃ ভস্ম গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে ॥

অনাদৃত্য তু যো বিষ্ণুমন্যদেবং সমাশ্রয়েৎ।
গঙ্গাম্ভসঃ স তৃষ্ণার্ত্ত মৃগতৃষ্ণাং প্রধাবতি ॥

যে ব্যক্তি বিষ্ণুকে অনাদর পূর্ব্বক অন্য দেবতাকে আশ্রয় করে, সে পিপাসার্ত্ত হইয়া গঙ্গাজল পরিত্যাগ করতঃ মরীচিকার প্রতি ধাবিত হইয়া থাকে মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবতেও আমরা পাই—শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভু স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে বলিতেছেন—

তোমারে লঙ্ঘিয়া যদি কোটিদেব ভজে।
সেই দেব তাহারে সংহারে কোন ব্যাজে ॥
সূর্য্যের সাক্ষাৎ করি রাজা সত্রাজিৎ।
ভক্তিবশে সূর্য্য তান হইলা বিদিত ॥
লঙ্ঘিয়া তোমার আজ্ঞা আজ্ঞাভঙ্গ দুঃখে।
দুই ভাই মারা যায়, সূর্য্য দেখে সুখে ॥
বলদেব-শিষ্যত্ব পাইয়া দুর্য্যোধন।
তোমারে লঙ্ঘিয়া পায় সবংশে মরণ ॥
হিরণ্যকশিপু বর পাইয়া ব্রহ্মার।
লঙ্ঘিয়া তোমারে গেল সবংশে সংহার ॥
শিরশ্ছেদি, শিব পুজিয়াও দশানন।
তোমা লঙ্ঘি পাইলেক সবংশে মরণ ॥
সর্ব্বদেব মূল তুমি সবার ঈশ্বর।
দৃশ্যাদৃশ্য যত—সব তোমার কিঙ্কর ॥
প্রভুরে লঙ্ঘিয়া যে দাসেরে ভক্তি করে।
পূজা খাই' সেই দাস তাহারে সংহারে ॥
তোমারে লঙ্ঘিয়া যে শিবাদি-দেব ভজে।
বৃক্ষ মূল কাটি' যেন পল্লবেরে পূজে ॥

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৯।১৭৬, ১৯৭—২০৪)

শ্রীচৈতন্যভাগবত আরও বলেন—

কৃষ্ণশূন্যমঙ্গলে দেবের নাহি সুখ।
বিশেষে অদ্বৈত মনে পায় বড় দুঃখ ॥

(চৈঃ ভাঃ আদি ২।৮৯)

এখন প্রশ্ন—শ্রীহরির উপাসনাই যখন একমাত্র কর্ত্তব্য এবং তাঁহার আরাধনার দ্বারাই যখন জীবের সর্ব্ববিধ মঙ্গল হয়, তখন জগতের অনেক লোক দেবতার উপাসনা করে কেন ?

তদুত্তরে গীতাশাস্ত্র বলেন—

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তা স্বয়া ॥

(গীতা ৭।২০)

বিবিধ কামনা দ্বারা যাহাদের জ্ঞান নষ্ট হইয়াছে, সেই অজ্ঞানিগণ নিজ নিজ স্বভাবের বশে তত্তদুপাসনার নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক অন্য দেবতার আরাধনা করে।

উক্ত শ্লোকের টীকায় জগদ্গুরু শ্রীল শ্রীধরস্বামী বলিয়াছেন—

"তদেবং কামিনোঽপি সন্তঃ কামপ্রাপ্তয়ে পরমেশ্বরং মামেব যে ভজন্তি তে কামান্ প্রাপ্য শনৈর্মুচ্যন্তে ইত্যুক্তং, যে ত্বত্যন্তং রাজসাস্তামসাশ্চ কামাভিভূতাঃ ক্ষুদ্রদেবতাঃ সেবন্তে, তে সংসরন্তি।"

কামিগণও যদি কামনাপূর্ত্তির জন্য একমাত্র ভগবান্ শ্রীহরির ভজনা করে, তবে তাহারাও কামনানুরূপ ফল লাভ করিয়া ভগবৎকৃপায় ক্রমে সংসার হইতে মুক্তি লাভ করতঃ ধন্য হয়। কিন্তু যাহারা অত্যন্ত রাজসিক বা তামসিক প্রকৃতির লোক, তাহারা শুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তি শ্রীহরিকে পরিত্যাগ করতঃ কামাভিভূত হইয়া অন্য দেবতার উপাসনা করে এবং এই দুঃখপূর্ণ সংসারেই ভ্রমণ করিয়া থাকে।

জগদ্গুরু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুও বলিয়াছেন—

'তমসা রজসা বা উপহতচিত্তাঃ কিল কথঞ্চিদন্যং বা ভজন্তাং নাম, সাত্ত্বিকৈস্ত্ববশ্যং শ্রীবিষ্ণুরেব ভজনীয়ঃ। অতো যোঽন্যং ভজেৎ স তমোরজোদূষিতঃ'

(হঃ ভঃ বিঃ ১।৭৪-৭৫ টীকা)

তমোগুণাক্রান্ত বা রজোগুণাক্রান্ত ব্যক্তিগণ অন্য দেবতার ভজনা করেন করুন, কিন্তু সাত্ত্বিক প্রকৃতির ব্যক্তিগণের

একমাত্র শ্রীবিষ্ণুর উপাসনাই অবশ্য করণীয়। যাঁহারা অন্য দেবতার উপাসনা করেন, তাঁহারা তমো-রজোগুণ দূষিত সন্দেহ নাই।

সকলে যে কেন ভগবানের ভজন করে না, তাহার কারণ সম্বন্ধে শ্রীভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন—

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥
(গীতা ৭।১৫)

মায়া দ্বারা অপহৃতজ্ঞান, দুষ্কৃতিশীল (দুর্ভাগা) পাপিষ্ঠগণ আসুরিক ভাব প্রাপ্ত হওয়ায় আমার ভজনা করে না।

পরম করুণাময় শ্রীভগবান্ গীতা-শাস্ত্রে কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে আরও জানাইয়াছেন।

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি॥
(গীতা ৭।২৩)

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্॥
(ঐ ৯।২৫)

যাঁহারা দেবতার পূজা করেন, সেই অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ যে ফল প্রাপ্ত হয়, তাহা নশ্বর অর্থাৎ অনিত্য। দেবযজন-কারিগণ (নশ্বর) দেবলোক প্রাপ্ত হয়, আর আমার (শ্রীকৃষ্ণের) ভক্তগণ (অবিনশ্বর) আমাকেই লাভ করেন।

দেবযাজীরা দেবলোক, শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াপরায়ণ পিতৃযাজীরা পিতৃলোক এবং যক্ষরাক্ষসাদি ভূতগণের অর্চ্চনাকারিগণ সেই সেই ভূতলোক প্রাপ্ত হন, কিন্তু যিনি আমার (ভগবানের) অর্চ্চনা করেন তিনি আমাকে প্রাপ্ত হন।

উক্ত শ্লোকদ্বয়ের টীকায় জগদ্‌গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন—

তেষাং দেবতান্তরভক্তানাং ফলং তত্তদ্দেবতারাধনজন্যম্, অন্তবৎ নশ্বরং কিঞ্চিৎকালিকং ভবতি। ন নু চ তত্তদ্দেব-তাপূজাপদ্ধতৌ যো যো বিধিরুক্তস্তেনৈব বিধিনা সা সা দেবতা পূজ্যত এব। যথা বিষ্ণুপূজাপদ্ধতৌ য এব বিধিস্তেনৈব বৈষ্ণবা বিষ্ণুং পূজয়ন্ত্যতঃ, দেবতান্তরভক্তানাং কো দোষঃ ইতি চেৎ? সত্যং, তর্হি তাং তাং দেবতাং তদ্ভক্তাঃ প্রাপ্নুবন্ত্যেব ইত্যয়ং ন্যায় এব ইত্যাহ—যান্তীতি। দেবযজো দেবপূজকাঃ দেবানেব যান্তি প্রাপ্নুবন্তি, মৎপূজকা অপি মাম্। অয়মর্থঃ—যে হি যৎপূজকাস্তে তাং প্রাপ্নুব-ন্ত্যেবেতি ন্যায় এব। তত্র যদি দেবা নশ্বরাস্তদা তদ্ভক্তাঃ কথমনশ্বরা ভবন্তু, কথন্তরাং বা তদ্ভজনফলং বা ন নশ্যতু; অতএব তদ্ভক্তা অল্পমেধস উক্তাঃ। ভগবাংস্তু নিত্যস্তদ্ভক্তা অপি নিত্যাস্তদ্ভক্তির্ভক্তিফলঞ্চ সর্ব্বং নিত্যমেব। "অহন্ত্ব-নশ্বরো নিত্যো মদ্ভক্তা অপ্যনশ্বরাঃ" ইতি তে নিত্যা এবেতি দ্যোতিতম্—'ভবানেকঃ শিষ্যতে শেষসংজ্ঞঃ' ইতি, "একো নারায়ণ এব আসীন্ন ব্রহ্মা ন চ শঙ্করঃ" ইতি, "পরার্দ্ধান্তে সোঽবুধ্যত গোপরূপো মে পুরস্তাদাবির্ব্বভুব" ইতি, ন চ্যবন্তে চ মদ্ভক্তা মহত্যাং প্রলয়াদপি" ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ।'

অন্য দেবতার আরাধনা দ্বারা ক্ষণস্থায়ী নশ্বর ফল লাভ হয়, অবিনশ্বর ফল বা নিত্য মঙ্গল লাভ হয় না। এখন প্রশ্ন—যেমন বিষ্ণুপূজা-পদ্ধতিতে যে বিধি উক্ত হইয়াছে, বৈষ্ণবগণ সেই বিধি অনুসারে বিষ্ণুর পূজা করিয়া থাকেন, তদ্রূপ দেবতাপূজা-পদ্ধতিতে যে যে বিধি বা নিয়ম রহিয়াছে, দেবতাপূজকগণ সেই সেই বিধি অনুসারে দেবতার পূজা করেন। তাহা হইলে ইহাতে কি দোষ হইল যে দেবতার আরাধনার দ্বারা অনিত্য ফল লাভ হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—সত্য, ঠিক প্রশ্ন করিয়াছ। ইহার উত্তর শ্রবণ কর—যে যাহার পূজা করে বা যে যাহাকে ভক্তি করে, সে তাহার নিকটেই যায়—ইহাই নিয়ম এবং যুক্তিসঙ্গত। তাই দেবতাপূজক দেবগণকে প্রাপ্ত হয়, আর ভগবানের ভক্ত ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হয়। দেবতাগণই যখন নশ্বর ধ্বংসশীল, তখন তাহাদের ভক্তগণই বা কিরূপে অনশ্বর হইবে? তাহাদের ভজনফলই বা কিরূপে নশ্বর না হইবে? দেবতা-গণ নশ্বর বা অনিত্য বলিয়াই তাহাদের ভজনকারিগণ নশ্বর ফল লাভ করে। এইজন্যই দেবতা-ভক্তগণকে অল্পমেধা অর্থাৎ অল্পবুদ্ধি বলা হইয়াছে। কিন্তু ভগবান্ নিত্য, তাঁহার ভক্তি নিত্য, তাহার ভক্তগণ নিত্য এবং

তাঁহার ভজনের ফলও নিত্য। ভগবান্ বলিয়াছেন—আমি যেরূপ অনশ্বর বা নিত্য, আমার ভক্তগণও তদ্রূপ নিত্য। শ্রুতিপুরাণাদিশাস্ত্রও বলেন—"সমস্ত বিনষ্ট হইলেও অবশেষে একমাত্র ভগবানই থাকেন, তাই তাঁহার নাম শেষ।" "প্রথমে একমাত্র নারায়ণই ছিলেন। তখন ব্রহ্মাও ছিলেন না, শিবও ছিলেন না।" "সৃষ্টির প্রথমে সেই গোপরূপী ভগবান্ নন্দনন্দন কৃষ্ণচন্দ্র ব্রহ্মার সম্মুখে অবির্ভূত হইলেন।" মহাপ্রলয়েও ভগবানের ভক্তগণের বিনাশ হয় না ইত্যাদি।

জগদ্গুরু শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদও উক্ত শ্লোকদ্বয়ের (গীতা ৭।২৩ ও ৯।২৫) টীকায় বলিয়াছেন—

"দেবান্ যজন্তীতি দেবযজস্তে দেবানন্তবতো যান্তি, মদ্ভক্তাস্ত (ভগবদ্ভক্তাস্ত) মামনাদ্যনন্তং পরমানন্দং প্রাপ্নুবন্তি।"

"দেবব্রতা দেবান্ যান্তি অতঃ পুনরাবর্ত্তন্তে, মাং (ভগবন্তং) যষ্টুং শীলং যেষাং তে মদ্‌যাজিনঃ, তে তু মামক্ষয়ং পরমানন্দস্বরূপং যান্তি।"

দেবযাজিগণ নশ্বর দেবতাগণের নিকট যান, আর ভগবানের ভক্ত অনাদি অনন্ত পরমানন্দস্বরূপ ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হন।

অন্যান্য দেবতার যজনকারিগণ সেই সেই দেবলোক প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় সংসারে গতায়াত করে, মুক্ত হইতে পারে না। আর ভগবানের ভজনকারী ভক্তগণ নিত্য অক্ষয় পরমানন্দ-স্বরূপ ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হন।

ভগবান্ শ্রীহরিই সর্ব্বশক্তিমান্। দেবতাগণ সকলেই তাঁহার শক্তিতে শক্তিশালী হইয়া নিজ নিজ কার্য্য করিতেছেন। ভগবৎ-শক্তি ব্যতীত কাহারও কোন কার্য্য করিবার সামর্থ্য নাই। এ সম্বন্ধে সামবেদীয় কেনোপনিষদে একটী উপাখ্যান আছে—

পুরাকালে দেবগণ ও অসুরগণের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ভগবান্ বিষ্ণু দেবহিতার্থ অসুরগণকে সেই যুদ্ধে পরাজিত করেন। বিষ্ণুর শক্তিপ্রভাবে দেবতাগণ সেই যুদ্ধে জয়ী হইয়াছেন,—ইহা ভুলিয়া গিয়া তাঁহারা বিষ্ণুকৃত সেই জয় নিজেদের বাহুবলে ও দক্ষতায় লাভ হইয়াছে মনে করিয়া আপনাদিগকে স্বয়ং বিজেতা বলিয়া গৌরব অনুভব করিতে লাগিলেন।

বিষ্ণু দেবতাগণের ঐ অজ্ঞতা ও অহঙ্কার বুঝিতে পারিয়া তাঁহাদের দাম্ভিকতা দূর করিবার জন্য তাঁহাদের সম্মুখেই ছদ্মবেশে এক অদ্ভুত যক্ষমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইলেন। দেবতারা সেই ছদ্মবেশী বিষ্ণুকে সম্মুখে দেখিয়াও সেই পূজ্য মহদদ্ভুত পুরুষকে জানিতে পারিলেন না।

তাঁহারা যক্ষের পরিচয় গ্রহণার্থ অগ্নিকে প্রেরণ করিয়া বলিলেন, "অগ্নে! আমাদের সম্মুখস্থ এই পূজনীয় পুরুষটী কে, তুমি তাহা সবিশেষে জানিয়া আইস।" অগ্নি সেই বরণীয় পুরুষের নিকটস্থ হইলে তিনি অগ্নির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কে?" অগ্নি বলিলেন,—"আমি অগ্নি, আমি প্রসিদ্ধ জাতবেদাঃ।"

বিষ্ণু বলিলেন,—"তোমার কি শক্তি আছে?" অগ্নি উত্তর করিলেন,—"বিশ্বে যাহা কিছু আছে, সকলই আমি মুহূর্ত্তমধ্যে ভস্মসাৎ করিতে পারি।" তখন বিষ্ণু অভিমানী অগ্নির সম্মুখে একটী তৃণ স্থাপন করিয়া বলিলেন,—"ইহা দগ্ধ কর।" অগ্নি সেই তৃণের সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াও উহাকে দগ্ধ করিতে পারিলেন না। তিনি সে স্থান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া দেবতাগণের নিকট গমন পূর্ব্বক বলিলেন.—"এই পূজনীয় পুরুষ কে, তাহা আমি জানিতে পারিলাম না।"

তখন ঐ মহাপুরুষের পরিচয় লইবার জন্য দেবগণ কর্ত্তৃক বায়ু তাঁহার নিকট প্রেরিত হইলেন। বায়ু বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইলে তিনি বায়ুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কে?" বায়ু বলিলেন,—আমি মাতরিশ্বা।

বিষ্ণু বলিলেন,—"তোমার কি ক্ষমতা আছে?" তখন তাঁহার সামর্থ্যের পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক বায়ু বলিলেন,—"এই পৃথিবীর যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই আমি উড়াইয়া দিতে পারি।" বিষ্ণু তখন পূর্ব্বোক্ত তৃণটী বায়ুর নিকট রাখিয়া তাঁহাকে উহা গ্রহণ করিতে বলিলেন। পবন তাঁহার সমস্ত বল প্রয়োগ করিয়াও তৃণটীকে বিন্দুমাত্র উড়াইতে পারিলেন না। বায়ু দেবগণ সমীপে ফিরিয়া গিয়া বলিলেন,—আমি ঐ বরণীয় যক্ষ পুরুষটীকে চিনিতে পারিলাম না।

অতঃপর দেবগণ ইন্দ্রকে ঐ মহাপুরুষের পরিচয় গ্রহণার্থ অনুরোধ করিলে তিনি যক্ষের নিকট গমন করিলেন। ইন্দ্র বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইলে তিনি অন্তর্হিত হইলেন। তখন সেই স্থানে হিমালয়-দুহিতা উমাকে আবির্ভূতা দেখিয়া ইন্দ্র তাঁহার নিকট ঐ যক্ষ পুরুষের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন—"ঐ মহাপুরুষ কে?" উমাদেবী বলিলেন—"ইনিই ভগবান্ বিষ্ণু, ইঁহার কৃপাতেই তোমরা মহিমান্বিত হইয়াছ।"

(কেনোপনিষৎ ৩য় খণ্ড)

দর্পহারী গোবিন্দ কাহারও বৃথা দর্প বা অহঙ্কার দেখিতে পারেন না। মনুষ্য ত দূরের কথা, দেবতাগণ পর্য্যন্ত ভগবান্ শ্রীহরির অদ্বিতীয় কর্তৃত্বের কথা ভুলিয়া যান। মায়ার এমনই প্রভাব! ভগবান্ শ্রীহরির নিকট শক্তিলাভ করিয়াই দেবতাগণ জগতের কিছু কিছু উপকার করেন বা অসুরগণকে পরাজয় করেন। ইহা জানিয়া শুনিয়াও দেবতাগণ কার্য্যকালে তাহা ভুলিয়া গিয়া অহঙ্কারে মত্ত হন। দয়ার সাগর ভগবান্ শ্রীহরি কলে-কৌশলে তাঁহাদের দর্প চূর্ণ করিয়া তাঁহাদিগকে কৃপা করেন। এত তাঁর দয়া!

শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব

(৯ম সংখ্যার ২২২ পৃষ্ঠার অনুসরণে)

[শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম্-এ]

শ্রীচৈতন্যবাণীর ৯ম সংখ্যায় বলা হইয়াছে যে ব্রহ্ম-সংহিতার "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ…" শ্লোকে, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের "কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার শুন সনাতন…" পয়ারে এবং শ্রীমদ্ভাগবতের "বদন্তি তত্ত্বত্ত্ববিদস্তত্ত্বং…" শ্লোকে স্বয়ং ভগবানের তত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে তৎসমুদায় তত্ত্বই শ্রীকৃষ্ণের পরিচায়ক। শ্রুতি পরব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করিয়া পরোক্ষ বা অপরোক্ষভাবে ঐ সকল তত্ত্বই প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে শ্রুতির নির্দ্দিষ্ট পরব্রহ্ম কি বস্তু, শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম বা পরমেশ্বর, পরমেশ্বরের নাম শ্রীকৃষ্ণ, ঐ নামের মধ্যেই তাঁহার কৃষ্ণত্ব, শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, শ্রীকৃষ্ণই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ তাঁহারই বিভিন্ন প্রকাশ, তিনিই অনাদি, আদি এবং সর্ব্বকারণকারণ এই সব বিষয়ে পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় আলোচনা করা হইবে।

পত্রিকার উক্ত সংখ্যায় শ্রুতি-উক্ত "যতো বা ইমানি ভূতানি…" বাক্যে পরব্রহ্ম হইতেই যে পরিদৃশ্যমান্ জগৎ ও উহার অতীত সমস্ত বস্তু উদ্ভূত, তাঁহাতেই স্থিতি ও লয়—সুতরাং তাঁহাকেই বিশেষভাবে জানার কথা বলা হইয়াছে।

এই পরব্রহ্ম কি বস্তু? বেদের জ্ঞানকাণ্ডমূলক উপনিষদসমূহে ব্রহ্মের তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে। ব্যাসদেব বেদান্তসূত্র বা ব্রহ্মসূত্র নামক গ্রন্থে সূত্রাকারে ঐ তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। উহাতেও 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' নামক সূত্রে ব্রহ্মকেই জানার কথা বলা হইয়াছে। সূত্রগুলি অতি সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত থাকায় উহার প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করার জন্য বিভিন্ন আচার্য্য নিজ নিজ ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন। বিভিন্ন ভাষ্যকারের মধ্যে মতবিরোধ থাকার সম্ভাবনায় স্বয়ং ব্যাসদেব নিজ প্রণীত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যস্বরূপে শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করিয়া জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার আবির্ভাবসময়োপযোগী বেদান্তসূত্রের একটী ভাষ্য রচনা করিয়া অদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদ স্থাপন করিয়াছেন। তাহাতে তিনি জীব ও ব্রহ্মের অভেদত্ব স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ মতবাদে ব্রহ্ম ও জীবে সেব্য-সেবকত্ব ভাব থাকে না, এজন্য উহা ভক্তি-

মত বিরোধী। তাই ভক্তিমার্গাবলম্বী আচার্য্যগণ শ্রুতিপ্রমাণ দ্বারা শঙ্করাচার্য্যের মতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বিভিন্ন মতবাদের ত্রুটী সংশোধন পূর্ব্বক অচিন্ত্যভেদাভেদসিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন যে শাস্ত্রোক্ত কোন উক্তির মুখ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিলেই প্রকৃত তত্ত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। শাঙ্করবেদান্তে মহাপণ্ডিত শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে তাঁহার যুক্তি-প্রদর্শন করিয়া শাস্ত্রের মুখ্যার্থ অবলম্বনে কিরূপে প্রকৃত তথ্যে উপনীত হওয়া যায় তাহা দেখাইয়াছিলেন। তাহার ফলে সহস্র সহস্র অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসীর অগ্রণী প্রকাশানন্দ স্বামী অদ্বৈতবাদ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণাশ্রয় করিয়াছিলেন।

এখন 'ব্রহ্ম' বলিতে কি বুঝায়? পরমেশ্বর বা পর-ব্রহ্মের 'ব্রহ্ম' শব্দটীর মুখ্যার্থে কি তত্ত্ব পাওয়া যায় তাহাই প্রথমে আলোচনা করা হইতেছে।

ব্রহ্ম শব্দের মুখ্যার্থ—'ব্রহ্ম' শব্দটীর মধ্যেই পর-ব্রহ্মের অনেক তত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। 'ব্রহ্ম' শব্দটীর প্রকৃতি-প্রত্যয়গত অর্থ কি প্রথমে তাহাই দেখা যাউক। ব্রহ্ম—বৃন্হ + মন্ (কর্ত্তৃবাচ্যে)। বৃন্হ ধাতুর অর্থ বৃহত্ত্ব। সুতরাং মুখ্যার্থ হইবে "বৃংহতি, বৃংহয়তি চ ইতি ব্রহ্ম"। "বৃহত্ত্বাদ্ বৃংহণত্বাচ্চ তদ্‌ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ" (বিষ্ণুপুরাণ)।

'বৃংহতি'—যিনি বৃহৎ বা বড় হয়েন। কাহা অপেক্ষা বড় বা কিসে বড় তাহা বলা হয় নাই। সুতরাং 'মুক্ত প্রগ্রহ' বৃত্তিতে * বা ব্যাপক অর্থে বুঝিতে হইবে তিনি সকল বস্তু অপেক্ষা এবং সর্ব্ববিষয়ে বড়—তিনি বৃহত্তম। শ্রুতিও বলিতেছেন 'ন তৎসমোঽভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে'—অর্থাৎ তাঁহার সমান বা তাঁহা অপেক্ষা বড় কিছু দেখা যায় না। তিনি স্বরূপে বৃহত্তম হওয়ায় তিনি সর্ব্বব্যাপক—'সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু'। তাঁহার অনন্তত্বের কথা শ্রুতিতেও আছে "অনন্তং ব্রহ্ম"—তাঁহার এই অনন্তত্ব সর্ব্ববিষয়ে—স্বরূপে, শক্তিতে, শক্তির কার্য্যে এবং শক্তির প্রকাশবৈচিত্র্যীতে—সর্ব্ববিষয়ে তিনি অনন্ত, অসীম। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—যেখানে যাহা কিছু আছে সকলই তাঁহার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

'বৃংহয়তি'—তিনি অপরকেও বড় করেন। যে কেহ অনন্যভাবে তাঁহার শরণাগত হয় তাহাকে তিনি তাহার স্বরূপ ধর্ম্মে (নিত্যদাস্যে) প্রতিষ্ঠিত করিয়া মহীয়ান্ করেন। "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্" (শ্রুতি)। এখানে তাঁহার শক্তির কথা বলা হইল। তাঁহার অনন্ত শক্তির কথা শ্রুতিতে পাওয়া যায়—"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়া চ"। সুতরাং 'বৃংহয়তি' অর্থে ব্রহ্ম যে শক্তিসম্পন্ন এবং তাঁহার এই শক্তি যে তাঁহার স্বাভাবিকী অর্থাৎ অবিচ্ছেদ্য, আগন্তুক নহে ইহাও বুঝা গেল [অগ্নিতে যে দাহিকা শক্তি থাকে, উহা অগ্নির সহিত অবিচ্ছেদ্য অর্থাৎ স্বাভাবিক; আবার লৌহ অগ্নিদগ্ধ হইয়াও দাহিকাশক্তি প্রাপ্ত হয়, উহা লৌহের স্বাভাবিকী শক্তি নহে, উহা আগন্তুক। ব্রহ্মের অনন্ত শক্তি স্বাভাবিকী বলায় বুঝিতে হইবে যে উহা অগ্নির দাহিকাশক্তির ন্যায় অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধযুক্ত]। যদি কেহ বলেন যে ব্রহ্মের শক্তি থাকিতে পারে কিন্তু উহার কার্য্যকারিতা নাই, তদুত্তরে 'জ্ঞান বল ক্রিয়া চ' এই উক্তির দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝাইতেছে যে ব্রহ্মের জ্ঞান শক্তির ক্রিয়া ও বল বা ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়াও দেখা যায়। সুতরাং ব্রহ্মের শক্তি ক্রিয়াশীলা। "স ঐক্ষত" (তিনি প্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন), "স অকাময়ত" (তিনি প্রজাসৃষ্টির ইচ্ছা করিলেন)

---

* যে বৃত্তিতে কোন শব্দের ধাতু-প্রত্যয়গত অর্থ উহার বিকাশের পথে কোন বাধাপ্রাপ্ত না হইয়া অবাধ ব্যাপকতা লাভ করে। 'প্রগ্রহ' শব্দের অর্থ ঘোড়ার লাগাম—যাহাদ্বারা অশ্বের গতিকে সংযত করা হয়, গতিপথে বাধা জন্মায়। লাগাম ছাড়িয়া দিলে অশ্বটী কোন বাধা না পাইয়া যত দূর যাইতে চাহে ততদূর সে যাইতে পারে। সেইরূপ শব্দের ধাতু-প্রত্যয়গত অর্থ যেখানে বিকাশের পথে বাধা না পাইয়া বিকাশের শেষসীমা পর্য্যন্ত যাইতে পারে, সেখানে 'মুক্তপ্রগ্রহবৃত্তি' বলা হয়।

ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যেও তাঁহার ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়ার পরিচয় পাওয়া যায় [অবশ্য তাঁহার ইন্দ্রিয়াদি প্রাকৃত নহে। সৃষ্টির পর প্রাকৃত ইন্দ্রিয়াদির উদ্ভব। সৃষ্টির পূর্ব্বেই তাঁহার ঐসকল কার্য্যের কথা জানা যায়। সুতরাং তাঁহার ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া অপ্রাকৃত—তাঁহারই স্বরূপগত বৈশিষ্ট্য] তাঁহার শক্তির বৈশিষ্ট্য তাঁহার লীলাতেও অভিব্যক্ত— "লোকবত্তুলীলাকৈবল্যম্", এই বেদান্তসূত্রে তিনি যে লীলাময় তাহাও বলা হইয়াছে। [তাঁহার লীলা বা ক্রীড়া কোন অভাববোধজনিত কার্য্য নহে, কারণ তিনি পূর্ণ, আপ্তকাম, আত্মারাম—তাঁহার কোন অভাব থাকিতে পারে না। তিনি আনন্দস্বরূপ, সেজন্য আনন্দের উচ্ছ্বাসে ও প্রেরণায় তাঁহার লীলা]

উপরি উক্ত আলোচনায় বুঝা গেল যে 'ব্রহ্ম' নিঃশক্তিক নহেন। তিনি অনন্তশক্তিসম্পন্ন, সবিশেষ। শ্রুতি তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বান্তর্যামী, সর্ব্বভূতের স্রষ্টা বলিয়াছেন—"এষ সর্ব্বেশ্বরঃ, এষ সর্ব্বজ্ঞঃ, এষ অন্তর্যামী, এষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্" (মাণ্ডুক্য)।

ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ তত্ত্ব:—শ্রুতি বলেন 'আনন্দং ব্রহ্ম'—তাহাতে বুঝা যায় আনন্দই ব্রহ্মের উপাদান। আবার এই ব্রহ্ম যে সৎ, চিৎ ও আনন্দ তাহাও শ্রুতি-বাক্যে পাওয়া যায়—(১) "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদে-কমেবাদ্বিতীয়ম্" (ছান্দোগ্য)—হে সৌম্য, বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বে এক এবং অদ্বিতীয় সৎস্বরূপই বিদ্যমান্ ছিলেন। (২) "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" (বৃঃ)—ব্রহ্ম বিজ্ঞান ও আনন্দ। (৩) "রসো বৈ সঃ" (তৈঃ)—ব্রহ্ম রসস্বরূপ। সুতরাং 'সৎ' ও 'চিৎ' আনন্দের বিশেষণস্বরূপ—অর্থাৎ যে আনন্দ ব্রহ্মের উপাদান, তাহা সৎ—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান তিন কালেই তিনি বিদ্যমান অর্থাৎ তিনি নিত্যবস্তু; যে আনন্দ ব্রহ্মের উপাদান তাহা কেবল নিত্য নহে, তাহা চেতন (বিজ্ঞান)—প্রাকৃত আনন্দের ন্যায় জড়, অচেতন নহে—চেতন বলিয়া এই আনন্দ নিজেকে নিজে অনুভব করিতে পারেন এবং অপরকেও অনুভব করাইতে পারেন—অর্থাৎ এই আনন্দ স্বপ্রকাশ, চেতন বলিয়া এই আনন্দের জানিবার ও জানাইবার শক্তিও আছে—তাই এই আনন্দ জ্ঞানস্বরূপ "সত্যং জ্ঞানং আনন্দং ব্রহ্ম"। ব্রহ্মকে রসস্বরূপ বলা হইয়াছে। রস শব্দের দুইটী অর্থ— রস্যতে (আস্বাদ্যতে) এবং রসয়তি (আস্বাদয়তি) অর্থাৎ আস্বাদ্য বলিয়া তিনি 'রস' এবং আস্বাদক বলিয়া তিনি 'রসিক'। 'রস'শব্দের এই সাধারণ অর্থ ভিন্ন রসশাস্ত্রে 'রস' বলিতে চমৎকারিতাপূর্ণ অদ্ভুত অনুভূতি যাহাতে বর্ত্তমান এরূপ একটি বস্তুকে বুঝায়—"রসে সারশ্চমৎকারো যং বিনা ন রসো রসঃ। তচ্চমৎকারসারত্বে সর্ব্বত্রৈবা-দ্ভুতো রসঃ"—যাহার দর্শনে, শ্রবণে, অনুভবে একটী বিস্ময়াত্মক ভাবের উদয় হয়। যে ভাব পূর্ব্বে কোন দিন অনুভব করা হয় নাই, যাহা প্রতিমুহূর্ত্তে নিত্যনবায়মান বলিয়া বোধ হয়, যাহার অনুভবে অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয় সকলই স্তম্ভিত হইয়া যায় এরূপ একটী বস্তু। অনাদিকাল হইতে সশক্তিক আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম রসতত্ত্বরূপে বিরাজিত। এই রসবৈচিত্র্যীর যেখানে অভিব্যক্তি সেখানে আর্য্য-ঋষিগণ অশেষ সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও মঙ্গলময়ত্ব অনুভব করিয়া ব্রহ্মকে "সত্যং শিবং সুন্দরম্" বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ব্রহ্মের এই সকল অনন্ত সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, ঐশ্বর্য্য ও কল্যাণগুণের বৈচিত্র্যী মূর্ত্তরূপই অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপে প্রকাশিত।

ব্রহ্মের উপরি উক্ত শক্তিবৈচিত্র্যী থাকা সত্ত্বেও উহার বিকাশের তারতম্যানুসারে তাঁহার অনন্তস্বরূপের প্রকাশ। এই সমস্ত স্বরূপের মধ্যে যে স্বরূপে শক্তিসমূহের ন্যূনতম অভিব্যক্তি সেই স্বরূপকে সাধারণতঃ 'ব্রহ্ম' বলা হয়। এই স্বরূপ নির্ব্বিশেষ, নিরাকার। তাঁহার অনন্ত শক্তি থাকিলেও, সে শক্তির বিকাশ নাই। শক্তির বিকাশ ব্যতীত তাঁহার রূপগুণাদির বিশেষত্ব থাকিতে পারে না। কিন্তু সেজন্য তাঁহাকে নিঃশক্তিক বলা যায় না। "চিৎস্বরূপ, তাঁহা নাহি চিচ্ছক্তি বিকার" "চিচ্ছক্তি আছয়ে, নাহি চিচ্ছক্তি বিলাস" (চৈঃ চঃ)। আনন্দময় ব্রহ্মের সত্তামাত্র রক্ষা করিবার এবং স্বরূপানন্দ মাত্র অনুভব করিবার বা করাইবার জন্য যতটুকু শক্তির প্রয়োজন তাহার বেশী

শক্তির বিকাশ নাই। সেজন্য ব্রহ্মস্বরূপকে নিঃশক্তিক না বলিয়া **অব্যক্তশক্তিক** বলাই উচিত।

ব্রহ্ম শব্দের মুখ্যার্থে এই পরিচয় পাওয়া গেল। আচার্য্য শঙ্কর ব্রহ্মের 'বৃংহয়তি' অর্থ ত্যাগ করিয়া কেবল 'বৃংহতি' অর্থ গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মকে নিঃশক্তিক ও নিরাকার—তাঁহার শক্তি, আকার, ঐশ্বর্য্য, বিভূতি, ধাম, পরিকরাদি কিছুই স্বীকার না করিয়া তাঁহাকে নির্ব্বিশেষ আনন্দ-সত্তামাত্ররূপে বর্ণন করিয়াছেন।

সাধারণতঃ ব্রহ্ম বলিতে যে অব্যক্তশক্তিক তত্ত্ব বুঝায় ঐ তত্ত্বের সহিত শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের কি প্রভেদ উহা পরবর্ত্তী 'অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব' শীর্ষক আলোচনায় বলা হইবে।

ওঙ্কার (প্রণব)ই ব্রহ্ম—উহাতেই সম্বন্ধতত্ত্ব, অভিধেয়-তত্ত্ব ও প্রয়োজন-তত্ত্ব।

শ্রুতি ওঙ্কার (প্রণব)কেই 'ব্রহ্ম' বলিয়াছেন। —"ওম্ ইতি ব্রহ্ম"। "ওম্ ইতি ইদং সর্ব্বম্" (তৈত্তি)—অর্থাৎ ওঙ্কারই ব্রহ্ম,—পরিদৃশ্যমান্ যাহা কিছু আছে সবই ওঙ্কার। এই ওঙ্কারই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশের মূল কারণ। এইরূপ অনেক বাক্য শ্রুতিতে রহিয়াছে। এই ওঙ্কার বা প্রণবই সমস্ত বেদের মূল—উহা হইতেই বেদের উৎপত্তি। এই প্রণবই পরব্রহ্মের স্বরূপ এবং এজন্য প্রণবই সমস্ত বিশ্বের 'ধাম' বা আশ্রয় এবং প্রণবই সর্ব্বাশ্রয় পরব্রহ্মের উদ্দেশ করে—সর্ব্বাশ্রয় পরব্রহ্ম ও তদাশ্রিত সমস্ত বস্তুই প্রণবের লক্ষ্য। "প্রণব সে মহাবাক্য * —বেদের নিদান। ঈশ্বরস্বরূপ প্রণব—সর্ব্ব-বিশ্বধাম॥ সর্ব্বাশ্রয় ঈশ্বরের করি প্রণব উদ্দেশ। 'তত্ত্বমসি' বাক্য হয় বেদের এক দেশ॥" (চৈঃ চঃ আদি ৭।১২৮-২৯)

এই 'তত্ত্বমসি' বাক্যেরও মুখ্যার্থ গ্রহণ করিলে উপনিষদের অন্যান্য উক্তির সহিত উহার সঙ্গতি থাকে। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য নিজ উদ্দেশ্য (জীব ও ব্রহ্মে অভেদত্ব স্থাপন) সাধনের জন্য মুখ্যার্থ ত্যাগ করিয়া লক্ষণাবৃত্তি সাহায্যে উহার অর্থ করিয়াছেন। মুখ্যার্থের অসঙ্গতি থাকিলেই লক্ষণার সাহায্য লইতে হইবে ইহাই শাস্ত্রবিধি। 'তত্ত্বমসি' = তৎ (তাহাই—সেই ব্রহ্মই) ত্বম্ (তুমি—জীব) অসি (হও)। শ্রীশঙ্করাচার্য্য অর্থ করিলেন—ব্রহ্মই জীব অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মে অভেদ। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণকালে কেশবভারতীর নিকট ইহার যে অর্থ করিয়াছিলেন তাহা এই—'তত্ত্বমসি'—তস্য (তাঁহার—সেই ব্রহ্মের) ত্বম্ (তুমি—জীব) অসি (হও)—অর্থাৎ তুমি জীব তাঁহারই—ব্রহ্মেরই নিত্যদাস। এইরূপ অর্থ করিলে শ্রুতির অন্যান্য ভক্তিমূলক বাক্যের সহিত সামঞ্জস্য থাকে। ['মুখ্যাবৃত্তি', 'লক্ষণা বা গৌণ বৃত্তি', 'অন্বয়', 'ব্যতিরেক' প্রভৃতির অর্থ পত্রিকার ৯ম সংখ্যায় ২১৬-১৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

জীবসমূহও 'প্রণব' হইতে উদ্ভূত বলিয়া জীবের সহিত প্রণবের নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। সুতরাং প্রণবই **সম্বন্ধ তত্ত্ব** ইহা সূচিত হইতেছে।

শ্রুতিতে ব্রহ্ম সম্বন্ধে অন্যান্য যে সকল বাক্য আছে

---

* যে বাক্যমধ্যে বিভিন্ন শাস্ত্রের বক্তব্য বিষয়সমূহ সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত থাকে তাহাকে 'মহাবাক্য' বলা হয়। বেদ, উপনিষদ, পুরাণাদি যাহা অন্বয়, ব্যতিরেকাদি ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন ঐ সমস্ত তত্ত্বই 'প্রণব' এর অন্তর্নিহিত। সুতরাং প্রণবই একমাত্র মহাবাক্য। আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার নিজ সিদ্ধান্ত (জীব-ব্রহ্মে অভেদত্ব) স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে প্রণবের এই মহাবাক্যত্ব প্রচ্ছন্ন রাখিয়া 'তত্ত্বমসি' বাক্যকে একটী মহাবাক্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং ঐ বাক্যেরও মুখ্যার্থ গ্রহণ না করিয়া লক্ষণা-বৃত্তিতে উহার ব্যাখ্যা করিয়া নিজ মতবাদ স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রণব বা ওঙ্কার হইতেই সমগ্র বেদের উৎপত্তি ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সমগ্র বেদের অন্তর্গত সামবেদ, এই সামবেদের অন্তর্গত উপনিষদ্‌সমূহের মধ্যে একটী উপনিষদ্ 'ছান্দোগ্য'। এই ছান্দোগ্য উপনিষদের একটী বাক্য 'তত্ত্বমসি'। সুতরাং ব্যাপকতার বিচারে 'প্রণব' মহাব্যাপক এবং 'তত্ত্বমসি' বাক্যটী ক্ষুদ্র ব্যাপ্য উক্তি। সেইজন্য এই বাক্যকে বেদের 'এক দেশ' বলা হইয়াছে এবং মহাব্যাপক 'প্রণব'কে ত্যাগ করিয়া ক্ষুদ্র বাক্য 'তত্ত্বমসি'কে কখনও মহাবাক্য বলা সঙ্গত নহে।

তাহাতে শুধু সম্বন্ধ তত্ত্ব নহে, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের কথাও আছে।

ব্রহ্মের সহিত জীবের নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে, জীব মায়াবদ্ধ হইয়া উহা ভুলিয়া গিয়া মায়ার কবলে পতিত হইয়া জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি ত্রিতাপজ্বালায় সর্ব্বদা অভিভূত। এই ওঁকারের উপাসনার কথাও শ্রুতিতে পাওয়া যায়। কঠোপনিষদে যম নচিকেতাকে বলিতেছেন—"সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্ বদন্তি। যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি ওমিত্যেতৎ॥" "এষ আত্মা শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" সুতরাং শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণাদি সাধনভক্তি অনুষ্ঠানের দ্বারা প্রণবের উপাসনার কথা পাওয়া গেল। সুতরাং উহাই ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় অর্থাৎ অভিধেয় [অভীষ্ট বস্তু প্রাপ্তির জন্য যাহা করিতে হয় তাহাকে অভিধেয় বলে] মায়া কবলিত থাকায় জন্মমৃত্যু, জরাব্যাধি ও ত্রিতাপজ্বালার ভয়েরও কোন কারণ থাকে না যদি এই ব্রহ্মকে জানা যায়—"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ন বিভেতি কুতশ্চন" —অর্থাৎ ব্রহ্মের আনন্দ অনুভব করিতে পারিলে কোন ভয়ের সম্ভাবনা থাকে না। "তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়"—অর্থাৎ তাঁহাকে জানিলেই জন্মমৃত্যুর অতীত হওয়া যায়, ইহার আর অন্য পন্থা নাই। এখন তাঁহাকে জানিবার উপায় কি? তাহার উত্তরও শ্রুতি দিতেছেন—"ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষঃ, ভক্তিরেব ভূয়সী" "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ" ইত্যাদি।

নববিধা সাধনভক্তির কথাও পাওয়া যায়। যেমন—"আবৃত্তি রসকৃদুপদেশাৎ"—বেদান্তসূত্রে ব্রহ্মের যশঃকথা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তির কথা বলিতেছেন। "ওঁ আহস্য জানন্তো নাম চিদ্ বিবক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে" (ঋক্)—অর্থাৎ হে বিষ্ণো, তোমার নাম চিৎস্বরূপ, স্বপ্রকাশরূপ (মহঃ), তাই এই নামের সম্বন্ধে কিঞ্চিন্মাত্র জানিয়াও কেবল নামের অক্ষর মাত্রের উচ্চারণ প্রভাবেও তোমাবিষয়িনী ভক্তি (সুমতিং) লাভ করিতে পারিব। [ব্রহ্মকে বেদে বহু স্থানে বিষ্ণু (সর্ব্বব্যাপক তত্ত্ব) নামে অভিহিত করা হইয়াছে] উপরি উক্ত বাক্য দ্বারা ব্রহ্মের শ্রবণ ও কীর্ত্তনের কথা সূচিত হইতেছে। "নমো রুচায় ব্রাহ্ময়ে" (যজুঃ)—পরমসুন্দর ব্রহ্মকে আমি নমস্কার করি। এখানে বন্দনের কথা সূচিত হইতেছে। "তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে"—হে বিষ্ণো, তোমার সুমতির (কৃপা) ভজন করি। এখানে দাস্যের কথা সূচিত হইতেছে। এইরূপ সখ্য, আত্মনিবেদন প্রভৃতি অন্য সাধনভক্তি সম্বন্ধেও বেদের বিভিন্নস্থানে উক্তির উল্লেখ আছে।

ব্রহ্মের মুখ্যার্থে **প্রয়োজন তত্ত্বের** কথাও বুঝা যায়। পরব্রহ্মে বা পরমেশ্বরে প্রেমই জীবের প্রয়োজনতত্ত্ব। অভিধেয় তত্ত্বের পরিপক্ক অবস্থাই প্রেম। প্রেম শব্দের তাৎপর্য্য পরমেশ্বরের প্রীতির জন্য ইচ্ছা। শ্রুতিতে জানা যায় পরব্রহ্মই জীবের একমাত্র প্রিয়। এজন্য শ্রুতি 'প্রিয়'রূপে তাঁহার উপাসনার কথা বলিয়াছেন—"আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত" (বৃঃ আঃ)—প্রিয়রূপে উপাসনার তাৎপর্য্য প্রিয়ের প্রীতিসাধন। তাঁহার নিকট নিজের সুখের জন্য কিছু চাওয়া প্রিয়ত্ব বিরোধী—উহা তাঁহার সেবা নয়, নিজেরই সেবা। যিনি প্রিয়ের সুখ চাহেন তিনি সালোক্যাদি মুক্তিও প্রার্থনা করেন না। যাঁহারা মুক্ত তাঁহারাও প্রিয়ের সেবা প্রার্থনা করেন—"মুক্তা অপি এনমুপাসত" (শ্রুতি), অর্থাৎ মুক্তেরাও শ্রীভগবানের সেবা করেন।

পরমেশ্বরকে প্রাপ্তিই জীবের সর্ব্বাপেক্ষা অভীষ্ট বস্তু—তাঁহাকে পাওয়ার অর্থ তাঁহার সেবাপ্রাপ্তি—চিত্তে অন্য অভিলাষ দূরীভূত হইয়া মমতার সহিত পরমেশ্বরের প্রীতি সাধনই তখন একমাত্র কামনার বস্তু হয়। চিত্তে পরমেশ্বরের সহিত সম্বন্ধজ্ঞান জাগ্রত হইলেই অভিধেয় অর্থাৎ সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে রসস্বরূপ পরমেশ্বরের সেবার জন্য চিত্ত আকুল হইয়া পড়ে, তখন আর জন্মমৃত্যু ত্রিতাপজ্বালাদির কোন চিন্তা হৃদয়ে স্থান পায় না, তখন রসস্বরূপ পরব্রহ্মকে পাইলে আর কোন

সুখবাসনা থাকে না, তখন "রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা আনন্দী ভবতি"। রসস্বরূপকে পাওয়ার অর্থ তাঁহাকে সেব্যরূপে পাওয়া। জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধগত জীবের স্বরূপধর্ম্ম (নিত্যদাস্য) তখন স্বতঃস্ফূর্ত্ত বা স্বাভাবিক (অহৈতুক) হইয়া পড়ে। "পঞ্চমপুরুষার্থ সেই প্রেম মহাধন"-ই প্রয়োজনতত্ত্ব।

পরব্রহ্মের অন্যান্য তত্ত্ব—শ্রুতিতে ব্রহ্ম সম্বন্ধে আর যে সকল তত্ত্ব বলা হইয়াছে উহার কতকগুলির তাৎপর্য্য সংক্ষেপে নীচে বর্ণিত হইতেছে। "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ" বলিতে পরমেশ্বর বা পরব্রহ্ম সম্বন্ধে ঐ সকল তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণেরই তত্ত্ব ইহা বুঝিতে হইবে।

পরব্রহ্ম নির্গুণ ও সগুণ—তিনি যুগপৎ নির্গুণ ও সগুণ। শ্রুতি, স্মৃতিও তাঁহাকে নির্গুণ ও সগুণ উভয়ই বলিয়াছেন। কি অর্থে এরূপ বলিয়াছেন তাহা জানিতে হইবে।

তিনি **নির্গুণ** বলিতে এই বুঝায় যে তাঁহাতে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনটী হেয় গুণ নাই। তাঁহার সচ্চিদানন্দবিগ্রহে যে মায়াশক্তি বিদ্যমান তাঁহার সহিত উহা অভিন্ন। তিনি তাঁহার মায়াশক্তিকে বাহিরে আকর্ষণ করিয়া সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণে পরিণত করেন, মায়াশক্তির পরিণাম এই তিন মায়িক গুণ তাঁহার সচ্চিদানন্দবিগ্রহে নাই। অবিদ্যা, কামক্রোধাদি ষড়রিপু, জন্মমৃত্যু প্রভৃতি ষড় বিকার উক্ত তিন গুণের ধর্ম্ম ও কার্য্য। এজন্য এই তিন গুণকে 'হেয়' বলা হয়। পরমেশ্বরের সচ্চিদানন্দবিগ্রহ অপ্রাকৃত তাহাতে ঐ সকল হেয় গুণ নাই, এই অর্থে পরমেশ্বর নির্গুণ। প্রাকৃত ত্রিগুণ বর্জ্জিত হওয়ার জন্যই তিনি নির্গুণ। শ্রুতি, স্মৃতি প্রভৃতিতে বহু বাক্যে এই তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে।

"অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যমনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং বিচার্য্য তন্মৃত্যুমুখাৎ
প্রমুচ্যতে॥"—(কঠ)

—যিনি শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ নহেন; যিনি অব্যয়, নিত্য, অনাদি, অনন্ত, শাশ্বত সত্য এবং যিনি মহত্তত্ত্বের অর্থাৎ বুদ্ধির অতীত, তাঁহাকে (পরব্রহ্মকে) জানিলে জীব জন্মমৃত্যু হইতে মুক্ত হয়।" ইহাতে বলা হইল পরমেশ্বর শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই প্রাকৃত ত্রিগুণময় বস্তুর কোনটী নহেন। ত্রিগুণময় সৃষ্ট বস্তুর আদি, অন্ত ও বিনাশ আছে, পরমেশ্বর ঐ সব বস্তু নহেন বলিয়া তাঁহাকে অব্যয়, নিত্য, অনাদি, অনন্ত বলা হইল। তাঁহার নির্গুণত্বের স্বরূপ বুঝাইবার জন্যও শ্রুতি তাঁহাকে আত্মা বা পরমাত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

পরমেশ্বরের **সগুণত্ব** বহু শ্রুতি-স্মৃতিবাক্যে প্রমাণিত। তিনি অশেষকল্যাণগুণাকর। তাঁহার সচ্চিদানন্দস্বরূপেই তাঁহার অনন্ত গুণের পরিচয় রহিয়াছে—তিনি 'সৎ' এজন্য তিনি নিত্য, পূর্ণ, শুদ্ধ, অপ্রাকৃত, সত্য, সত্যসঙ্কল্প, সত্যব্রত। তিনি 'চিৎ'—এজন্য তিনি সর্ব্বজ্ঞ ("এষঃ সর্ব্বজ্ঞঃ"—মাণ্ডুক্য)। তিনি ধর্ম্মের আধার, পাপনাশক এবং ষড়ৈশ্বর্য্যপতি ("ধর্ম্মাবহং পাপনুদং ভগেশং"—শ্বেত)। তিনি 'আনন্দ'—সেজন্য তিনি সত্যাত্মা, প্রাণারাম, আনন্দময় মনোবিশিষ্ট, শান্ত, সমৃদ্ধ এবং মৃত্যুহীন (সত্যাত্মা প্রাণারামং মন-আনন্দম্ শান্তি-সমৃদ্ধমমৃতম্"—তৈত্তিরীয়), তিনি সুন্দর, মধুর, প্রেমময়, লীলাময়—ইত্যাদি অনন্ত সদ্গুণের বর্ণনা শ্রুতি স্মৃতি আদিতে রহিয়াছে।

কোন কোন মতবাদে দুইরূপ ঈশ্বরের কল্পনা করা হইয়াছে—একরূপ সগুণ ও অন্যরূপ নির্গুণ। এরূপ দুই প্রকারের ঈশ্বর নাই। এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম যুগপৎ নির্গুণ ও সগুণ।

পরব্রহ্ম নিরাকার ও সাকার—শ্রুতিতে তাঁহার নিরাকারত্ব ও সাকারত্ববোধক দুইরূপ উক্তিই আছে। উহা পরস্পরবিরোধী হইতে পারে না। **'নিরাকার'** বলিতে এরূপ অর্থ নহে যে তাঁহার কোন আকার বা রূপ নাই। উহার প্রকৃত অর্থ এই যে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের 'বিগ্রহ' অর্থাৎ রূপ বা আকার মায়িকরূপ নহে, উহা অপ্রাকৃত রূপ—যে রূপ মানবের বুদ্ধি-মন-ইন্দ্রিয়বর্গের দ্বারা গ্রাহ্য নহে "অপাণি পাদো জবনো গ্রহীতা

পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ। স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্" (শ্বেত)
—পরমেশ্বরের হাত, পা নাই, তথাপি গমন করেন, গ্রহণ করেন ; চক্ষুহীন হইয়াও তিনি দেখেন ; কর্ণহীন হইয়াও তিনি শোনেন ; তিনি জ্ঞেয় বস্তুকে (বেদ্যং) জানেন কিন্তু তাঁহার জ্ঞাতা (বেত্তা) নাই। উপনিষৎসমূহ তাঁহাকে সকলের মূলকারণ (অগ্র্যং) মহিমাময় (মহান্তম্) পুরুষ বলেন (আহুঃ)। শূন্যবাদিগণ উপরি উক্ত শ্লোকে 'অপাণি-পাদ' ইত্যাদি উক্তি অবলম্বনে শূন্যবাদ প্রমাণ করিতে চাহেন। কিন্তু অপাণিপাদ হইয়াও তিনি গমন করিতে পারেন, গ্রহণ করিতে পারেন ইত্যাদি সঙ্গে সঙ্গেই উক্ত হইয়াছে, তাহাতে বুঝিতে হইবে যে তাঁহার হস্ত, পদ, চক্ষুঃ, কর্ণ ইত্যাদি আছে তবে ঐ সকল ইন্দ্রিয় অপ্রাকৃত, মানুষের ইন্দ্রিয়ের অগোচর। তিনি অনন্ত বলিয়া কেহ তাঁহাকে সমগ্রভাবে জানিতে পারে না—সেজন্য বলা হইল যে "তাঁহার জ্ঞাতা কেহ নাই"। তিনি 'জ্ঞেয় বিষয় জানেন' বলিতে বুঝায় যে যাহা কিছু জ্ঞেয় বস্তু সবই তিনি জানেন অর্থাৎ তিনি 'সর্ব্বজ্ঞ'—জ্ঞানশক্তিবিশিষ্ট। শ্লোক-টীতে তাঁহাকে 'পুরুষ' বলা হইয়াছে অর্থাৎ তিনি পুরুষ-মূর্ত্তিবিশিষ্ট। সুতরাং পরমেশ্বর নিরাকার নহেন।

তাঁহার সাকার পুরুষমূর্ত্তি নিত্য—উহা যে বিশ্বসৃষ্টির সময়ে বা পরে হইয়াছে তাহাও নহে তাহার প্রমাণ—

"আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ সোঽনুবীক্ষ্য নান্য-দাত্মনোঽপশ্যৎ" (বৃহদারণ্যক)—সৃষ্টির পূর্ব্বে (অগ্র) বিশ্ব একমাত্র আত্মার স্বরূপেই ছিল (অর্থাৎ পরমেশ্বরের মধ্যে তাঁহার সহিত একীভূত হইয়া বিদ্যমান ছিল), সেই আত্মা পুরুষের ন্যায় (পুরুষবিধ)—অর্থাৎ পুরুষমূর্ত্তি ছিলেন, তিনি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া (অনুবীক্ষ্য) আপনাকে ভিন্ন অন্য কিছু দেখিলেন না। "রসো বৈ সঃ" (তৈত্তিরীয়) —এখানে পুরুষবাচক 'সঃ' সর্ব্বনাম শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, অর্থাৎ পরব্রহ্ম পুরুষমূর্ত্তি, ইহাই বলিলেন।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে
তনুং স্বাম্॥ (কঠ)

—এখানে বলিতেছেন যাঁহাকে তিনি কৃপা করেন তাঁহাকে তিনি স্বীয় 'তনু' অর্থাৎ নিজ রূপ প্রদর্শন করেন। পরব্রহ্ম যে রূপগুণসম্পন্ন অর্থাৎ নির্ব্বিশেষতত্ত্ব নহেন উহা তিনি শ্রীমুখ হইতেই ব্রহ্মাকে বলিয়াছেন—

যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥ (ভাঃ ২।৯।৩১)

—আমি যাবান্ (স্বরূপতঃ যে পরিমাণবিশিষ্ট—বিভু, অণু বা মধ্যমাকৃতি), আমার যথাভাবঃ (আমার যেরূপ ভাব বা সত্তা অর্থাৎ আমি যে সচ্চিদানন্দস্বরূপ, নিত্যবস্তু), আমি যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ (রূপ বলিতে শ্যামবর্ণ দ্বিভুজ কৃষ্ণ, চতুর্ভুজ নারায়ণ, রাম, নৃসিংহাদি ; গুণ বলিতে ভক্ত-বাৎসল্যাদি ; কর্ম্ম বলিতে গোবর্দ্ধনধারণাদি)—আমার কৃপায় তোমার সেইরূপ তত্ত্বানুভূতি হউক।

পরমেশ্বরের এই আকারটি কিরূপ ? শ্রুতি বলেন—"গোপবেশম্ অভ্রাভং তরুণং কল্পদ্রুমাশ্রিতম্" (গোঃ তাঃ)। এই শ্রুতিই অন্য স্থানে বলিয়াছেন—"সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্। দ্বিভুজং জ্ঞানমুদ্রাঢ্যং বনমালিন-মীশ্বরম্"—এই রূপটী গোপবেশ, দ্বিভুজ, নিত্যকিশোর (তরুণং), মেঘবর্ণ, বিদ্যুতের ন্যায় উজ্জ্বল পীতবর্ণ বসন-পরিহিত, কমলনয়ন, বনমালাধারী ইত্যাদি। পদ্মপুরাণ বলেন—"নরাকৃতিঃ পরব্রহ্ম"। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্॥
(ভাঃ ৩।২।১২)

—ভগবান্ প্রপঞ্চজগতে স্বীয় যোগমায়াবলে স্বীয় শ্রীমূর্ত্তি প্রকটিত করিয়াছেন। সেই মূর্ত্তি নরলীলার উপযোগী। তাহা এত মনোরম যে তাহাতে কৃষ্ণের নিজেরও বিস্ময়োৎপাদন হয়, তাহা সৌভাগ্যাতিশয়ের পরাকাষ্ঠা এবং সমস্ত ভূষণের ভূষণ অর্থাৎ সমস্ত লৌকিক দৃশ্যের মধ্যে অলৌকিক। এই নরবপু শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপে সৎ, চিৎ, আনন্দ—এই তিনটী মূলবস্তু—সেজন্য তাঁহাকে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ বলা হয়। তাঁহার স্বরূপের যেমন এই তিনটী মূলবস্তু, তাঁহার স্বরূপশক্তিতেও সেইরূপ তিনটী

বিভেদ আছে—'সৎ' অংশের অধিষ্ঠাত্রী শক্তি 'সন্ধিনী', 'চিৎ' অংশের অধিষ্ঠাত্রী শক্তি 'সম্বিৎ' এবং 'আনন্দ' অংশের অধিষ্ঠাত্রী শক্তি 'হ্লাদিনী'। এই সকল শক্তির বিকাশ তাঁহার কোন আবির্ভাবে আংশিক ভাবে ব্যক্ত এবং কোন আবির্ভাবে পুর্ণতমভাবে ব্যক্ত। যে আবির্ভাবে ঐ শক্তিগুলির পুর্ণতম বিকাশ তাহাই তাঁহার স্বয়ংসিদ্ধ অনাদি, সবিশেষ স্বরূপ। তাঁহার এই স্বরূপের মধ্যে 'সৎ'—'চিৎ' ও 'আনন্দ' দ্বারা অনুস্যুত, 'চিৎ'—'আনন্দ' দ্বারা অনুস্যুত এবং 'আনন্দ'—'চিৎ' দ্বারা অনুস্যুত। সৎ, চিৎ, আনন্দ এইরূপভাবে পরস্পর মধ্যে অনুস্যুত থাকিলেও উহারা একটী সম্মিলিত বস্তু। এজন্য তাঁহার বিগ্রহের সর্ব্বাংশেই জ্ঞানশক্তিযুক্ত 'চিৎ' এবং হ্লাদিনী-শক্তিযুক্ত 'আনন্দ' আছে এবং তাঁহার সকল অঙ্গ সর্ব্বেন্দ্রিয়যুক্ত—যে কোন অঙ্গের দ্বারাই তিনি যে কোন ইন্দ্রিয়ের কার্য্য করিতে পারেন। এই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহই তাঁহার নরাকার স্বরূপ।

উপরি উক্ত আলোচনা হইতে বুঝা গেল পরমেশ্বর 'অরূপ' নহেন—তিনি 'সরূপ'—তবে সে রূপ আমাদের জড় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। প্রাকৃত জগতে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। এই সকল বিষয়েরও মূল কারণ তিনি—'শব্দ' আকাশ হইতে, 'স্পর্শ' বায়ু হইতে, 'রূপ' জ্যোতি হইতে, 'রস' জল হইতে এবং 'গন্ধ' ক্ষিতি হইতে—সকলই প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন। সেই প্রকৃতিরও মূলকারণ তিনি—সুতরাং তাঁহাতে শব্দ-স্পর্শাদি কারণরূপে আছে, কিন্তু সেগুলি অপ্রাকৃত। তাঁহার বিষয়সমূহের বিকার নাই—প্রাকৃত রূপ কালের গতিতে বিকৃত হয়, প্রাকৃত রস কিছু পরে বিকৃত হয়, কিন্তু বৈকুণ্ঠভূমির রূপ-রসাদি কখনও বিকৃত হয় না। প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত চক্ষুকর্ণাদিদ্বারা তাঁহার এই নিত্য অবিকৃত রূপ, রস, শব্দাদি অনুভবযোগ্য হয়। তাই তিনি ভক্ত অর্জ্জুনকে নিজের বিশ্বরূপ দেখাইবার পূর্ব্বে বলিতেছেন—

"ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥"
(গীঃ ১১।৮)

[ক্রমশঃ]

জীবে দয়া

[শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, বি, এস্-সি]

জীব ঈশ্বরাভিন্ন এবং ঈশ্বর পরিপুর্ণ, স্বতন্ত্র ও স্বরাট্-পুরুষোত্তম বস্তু। স্বতন্ত্র কামনা-বাসনাই আভাস স্থানীয় জীবমায়া এবং গুণমায়া তমস্থানীয়। অদ্বিতীয় বস্তুসত্ত্বার অনুভবকারিণী জীবভূতা প্রকৃতি বস্তু সাম্বন্ধিক হওয়ায়, জীবের পৃথক্ অবস্থিতি ও পৃথক্ লাভ-লোকসানের চিন্তা মায়াময়। ঈশ্বরের সুখেই তাহার অবস্থিতি ও তাহার সুখ। সচ্চিদানন্দময়ত্বে দুঃখের লেশমাত্রও প্রতীত হইবার সম্ভাবনা না থাকায় দুঃখমাত্রকেই মায়ার স্বরূপ জানিতে হইবে। এই দুঃখ তিন প্রকার—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। সাত্ত্বিক দুঃখেরই অপর নাম ব্রহ্মাণ্ডাধীন সুখ, রাজসিক দুঃখ—সুখ-দুঃখ মিশ্রাবস্থা ও তামসিক অবস্থা কেবল দুঃখময়। এই ত্রিগুণময় ব্রহ্মাণ্ডাধীন যাবতীয় প্রয়োজন-বোধ ও তৎপ্রাপ্তির জন্য যাবতীয় সাধনই কাম। অসম্যক্ খণ্ডবস্তুকে কেন্দ্র করিয়া যাহার প্রগতি তাহা যত বিস্তৃতই হউক না কেন তাহা কাম এবং অদ্বয় অখণ্ড বস্তুকে কেন্দ্র করিয়া যত স্বল্পই অগ্রসর হওয়া যায় না কেন তাহাই প্রেম। কামের গণ্ডি বাহ্যতঃ যত বড়ই প্রদর্শিত হউক তাহার পরিমিতি আছে বলিয়া নির্ম্মলতার অভাব আছে। কিন্তু প্রেম স্বয়ংই অপরিমিতবস্তু কেন্দ্রিক হওয়ায় সর্ব্বদাই পুর্ণ ও সর্ব্বদাই নির্ম্মল। কামের মধ্যে

ব্যক্তিবিশেষও প্রতিপালিত হইতে পারে না পরন্তু একজন নিষ্কাম ভগবৎপ্রেমিক ভক্ত স্বয়ং পরিতৃপ্ত হইয়া চরাচরকেও নিজের মধ্যে accommodate (ধারণ) করিতে ও নিজেকেও চরাচরের সঙ্গে accommodated দেখিতে সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকেন। জৈব জগতের ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ Settlement (স্থিতি)। ইহা এমনই একটী অবস্থা বিশেষের আহ্বানকারী যাহার মধ্যে অফুরন্ত চিদ্বৈচিত্র্যের পূর্ণ প্রকাশে জীব নিজ অবস্থিতি লক্ষ্য করিয়া অনাদি জীবনের অপ্রতিহত গতিকে সংরক্ষণ করিতে সমর্থ হয়। Tolerance বা পরমতসহিষ্ণুতার পূর্ণতম প্রকাশ ইহাই। অন্তরে মান, পূজা ও প্রতিষ্ঠার লড়াই কেবল বাগ্মিতার দ্বারা বন্ধ হইবে না আবার মৌনাবলম্বনেও তাহা বিদূরণের সম্ভাবনা নাই যদি অন্যকে মান দেওয়ার প্রবৃত্তির মধ্যে মৌলিকত্বের প্রকাশে হৃদয় নির্মৎসর না হয়। শ্রীভগবৎ-প্রেমিক জনের কৃপায় নিষ্কপট দৈন্যের প্রকাশেই মাত্র প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনের চেষ্টা অন্তর্হিত হইতে পারে এবং তখনই মাত্র বদ্ধ-হৃদয়-দ্বার উন্মুক্ত হয়; জীবে দয়া তখনই সম্ভব।

ভক্ত ধ্রুব

(৯ম সংখ্যায় প্রকাশিতাংশের পর)

(ধ্রুবের প্রতি পিতামহ মনুর উপদেশ)—"বৎস ধ্রুব, তুমি ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া বহু নিরপরাধ যক্ষগণকে হত্যা করিলে, এই প্রকার নৃশংসতা তোমার পক্ষে নিন্দনীয় হইয়াছে। ক্রোধকে নরকের দ্বার-স্বরূপ জানিয়া যত্নের সহিত পরিত্যাগ করিবে। তোমার ভ্রাতাকে কোন একজন যক্ষ হত্যা করিয়াছে, কিন্তু তুমি প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া একজনের অপরাধে বহু যক্ষের প্রাণ নাশ করিলে। দেহে আমি ও দেহসম্বন্ধীয় ব্যক্তিগণকে আমার বুদ্ধি করিয়া প্রাণিহিংসা করা পশুবৃত্তি ছাড়া কিছুই নয়। প্রতিহিংসাবৃত্তি ভগবদ্ভক্ত সাধুগণের কখনও অবলম্বনীয় পন্থা হইতে পারে না। তুমি নিরন্তর শ্রীহরি-চিন্তায় নিমগ্ন থাক, সর্ব্বজীবান্তর্য্যামী দুরারাধ্য শ্রীহরিকে আরাধনার দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদ প্রাপ্ত হইয়াছ, হরিভক্তগণ তোমার ভূয়সী প্রশংসা করেন, তুমি সাধুগণের আচরণও উত্তমরূপে অবগত আছ, তৎসত্ত্বেও তুমি কেন হিংসাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। যিনি শ্রেষ্ঠের প্রতি মর্য্যাদাভাবযুক্ত বিনম্র, সমযোগ্যতাবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের প্রতি মিত্রভাবযুক্ত, নিজাপেক্ষা হীন ব্যক্তিগণের প্রতি কৃপালু এবং সর্ব্বপ্রাণীকে সমভাবে দর্শন করেন, সর্ব্বান্তর্য্যামী শ্রীভগবান্ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন। ভগবান্ সুপ্রসন্ন হইলে আর মায়িক ত্রিগুণের বন্ধন থাকে না, সুখাত্মক ব্রহ্মপদ লাভ হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের মায়া হইতেই গুণবৈষম্য ও সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার কার্য্য সংঘটিত হয়। শ্রীভগবান্ নির্গুণ হইলেও জড়াপ্রকৃতির অধিষ্ঠাতৃরূপে সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করিয়া থাকেন। সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীভগবানের চেষ্টা অচিন্ত্য, তিনি অকর্ত্তা হইয়াও কর্ম্ম করেন এবং হন্তা না হইয়াও বিনাশ সাধন করেন। কালরূপী ভগবান্ স্বয়ং অনাদি, অনন্ত ও অব্যয়। তিনি প্রাণিদ্বারা প্রাণী সৃজন করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তা এবং মৃত্যুদ্বারা প্রাণিসংহার করিয়া সংহারকর্ত্তা নাম ধারণ করিয়াছেন। মৃত্যুরূপী কালের শত্রু মিত্র নাই। ধূলিপটল যেমন বায়ুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হয়, তদ্রূপ কর্ম্মাধীন প্রাণিসকলও নিজ নিজ কর্ম্মের অধীন হইয়া কালের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হয়। সর্ব্বশক্তিমান্ কাল নিজের মধ্যে নিজে অবস্থান করিতেছেন, সুতরাং তাহার কাল বা অকাল নাই, তিনি কর্ম্মাধীন জীবগণের মধ্যে কাহারও অকাল মৃত্যু সাধন করেন, কাহাকেও বা কালমৃত্যু হইতে রক্ষা করেন। মীমাংসকগণ এই কালকে 'কর্ম্ম', চার্ব্বাকগণ 'স্বভাব', ব্যবহারিকগণ ইহাকে 'কাল', জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ ইহাকে গ্রহাদিরূপ 'দৈব' এবং বাৎস্যায়নাদি ঋষিগণ ইহাকে পুরুষের 'কাম' বলিয়া কীর্ত্তন করেন। শ্রীভগবান্ অব্যক্ত, অপ্রমেয়, সর্ব্বশক্তিমান্ ও স্বসম্ভব, সুতরাং তাঁহার বিষয়

কেহ বলিতে পারেন না, তিনি কি উদ্দেশ্যে কখন কি করেন, তাহা কাহারও বোধের বিষয় হয় না। বৎস ধ্রুব, যক্ষের অনুচরবৃন্দকে তুমি তোমার ভ্রাতৃহন্তা বলিয়া মনে করিও না। ঈশ্বরেচ্ছায় মানুষের জন্ম মৃত্যু হয়। তিনি বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকর্ত্তা হইয়াও সর্ব্বদা নির্লিপ্ত গুণাতীত, তাঁহার নিয়ন্ত্রাধীনে যাবতীয় কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। অভক্তগণের নিকট শ্রীভগবান্ সাক্ষাৎ মৃত্যু ভয়ঙ্কর বলিয়া প্রতীয়মান হন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ তাঁহাকে অসীম বাৎসল্যের মূর্ত্তিরূপে দর্শন করিয়া থাকেন। তিনি জগদ্বাসীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়। সর্ব্বান্তঃকরণে সেই ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ কর। ব্রহ্মাদি লোকপালগণ পর্য্যন্ত শ্রীভগবানের পাদপদ্মে সর্ব্বতোভাবে শরণাগত হইয়া তাঁহার পূজা করেন ও তাঁহার নিয়ন্ত্রাধীনেই সৃষ্টি আদি কার্য্য করিয়া থাকেন। বৎস ধ্রুব, তোমার মনে আছে, তুমি মাত্র পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে বিমাতার দুর্ব্বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া জননীকে পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করিয়াছিলে এবং কঠোর তপস্যার দ্বারা শ্রীভগবান্‌কে পরিতুষ্ট করিয়া বরলাভ করিয়াছিলে। যে শ্রীহরির অপার করুণায় তুমি এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদ লাভ করিয়াছ, সেই শ্রীহরির গুণমহিমা তুমি একবার চিন্তা করিয়া দেখ। শ্রীহরি সর্ব্বদাই নির্ব্বিরোধ অন্তঃকরণে অবস্থান করেন, তাঁহার কোন শত্রু মিত্র নাই। সুতরাং তাঁহার একান্ত ভজনপরায়ণ ভক্তে শত্রু মিত্র ভেদজ্ঞান থাকা কি প্রকারে সম্ভব? শ্রীভগবানে অহৈতুকী অব্যবহিত পরাভক্তি অনুশীলনের দ্বারা অতি সহজেই শত্রু মিত্র ভেদজ্ঞানের কারণ দেহে আমি ও আমার রূপ অবিদ্যাগ্রন্থি ছিন্ন হইয়া যায়। বৎস ধ্রুব, আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমার নিশ্চয়ই মঙ্গল হইবে, তুমি ক্রোধ পরিত্যাগ কর, শ্রেয়ঃ সাধনের পক্ষে উহা অতিশয় অন্তরায়। ঔষধপ্রয়োগ দ্বারা যেমন রোগ নিরাময় হয় তদ্রূপ শাস্ত্রজ্ঞানদ্বারা ক্রোধ পরিত্যাগ করা যায়। ক্রোধাভিভূত ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাণিসমূহ অত্যন্ত উদ্বেগ লাভ করিয়া থাকে। এজন্য নিঃশ্রেয়ার্থী সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কখনও ক্রোধের বশীভূত হইবেন না। তোমার হিতের জন্য আমি আরও বলিতেছি যক্ষগণকে ভ্রাতৃহন্তাজ্ঞানে হত্যা করিয়া তুমি গিরিশ ভ্রাতা কুবেরের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছ, এই অন্যায়ের প্রতিকার না হইলে শুভফল হইবে না। লোকপালগণের তেজোদ্বারা আমাদের বংশ অভিভূত হওয়ার পূর্ব্বেই তুমি সাবধান হও, শীঘ্র ধনপতি কুবেরের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে নমস্কার কর এবং স্তুতিবাক্য দ্বারা প্রসন্ন কর।" পিতামহ কর্ত্তৃক এই প্রকারে উপদিষ্ট হইয়া ধ্রুব নিজ কৃত কর্ম্মের জন্য লজ্জিত হইলেন এবং পিতামহের চরণে প্রণত হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন। ধ্রুবের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া স্বায়ম্ভুব মনু ঋষিবৃন্দ সহ নিজালয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

পিতামহের বাক্যে ধ্রুব ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া হিংসাকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন জানিতে পারিয়া ধনপতি কুবের ও তাঁহার অনুগমনে চারণ, যক্ষ, কিন্নরগণ স্তুতিগান করিতে করিতে ধ্রুবের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ধ্রুবকে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান দেখিয়া ধনপতি কুবের বলিতে লাগিলেন,—"হে ক্ষত্রিয়নন্দন, হে নিষ্পাপ ধ্রুব, আমি তোমার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি। তুমি পিতামহ মনুর উপদেশে সুদুস্ত্যজ্য শত্রুতা পরিত্যাগ করিয়াছ। আমি তোমাকে যক্ষগণের বধকর্ত্তা বলিয়া মনে করি না, অথবা যক্ষগণ তোমার ভ্রাতাকে হত্যা করিয়াছে ইহাও আমি মনে করি না। কালই প্রাণিগণের জন্মমৃত্যুর কারণ। অজ্ঞানতা হইতেই 'আমি', 'তুমি' এই প্রকার বুদ্ধি হয় এবং তাহা হইতেই বন্ধন ও অশেষ ক্লেশ আসিয়া উপস্থিত হয়। দেহাত্মাভিমানে যে আপাত শত্রু-মিত্র ভেদবুদ্ধি প্রকাশ পায় উহা স্বপ্নের ন্যায় অলীক ও তুচ্ছ। অতএব হে ধ্রুব, তুমি সর্ব্বভূতে পরমাত্মভাব দর্শন করিতে শিক্ষা করিবে এবং এই স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া অতীন্দ্রিয় সর্ব্বভূতান্তর্য্যামী সংসারহর শ্রীভগবানের পাদপদ্ম ভজনা করিবে। শ্রীভগবানের আরাধনা করিলেই তোমার মঙ্গল হইবে। হে উত্তানপাদনন্দন, যদি আমার নিকট তোমার কোন বর প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা নির্ভয়ে যাচ্ঞা করিতে পার। আমরা শুনিতে পাইয়াছি তুমি পদ্মনাভ শ্রীহরির পদযুগলের নিকটে উপস্থিত হইয়াছ, সুতরাং তুমি বর পাইবার যোগ্য পাত্র, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।"

(ক্রমশঃ)

আর্য্যাবর্ত্ত পরিক্রমা

শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও তদধীন শাখামঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের সেবা-নিয়ামকত্বে গত ১৩ই কার্ত্তিক (১৩৬৮), ইং ৩০ অক্টোবর (১৯৬১) হাওড়া ষ্টেশন হইতে রাত্রি ৮।৫৫ মিঃ দেরাদুন এক্সপ্রেসে রিজার্ভ বগিযোগে ৮৮ মূর্ত্তি সন্ন্যাসী, বনচারী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ আর্য্যাবর্ত্তস্থ শ্রীশ্রীগুরু-গৌর-নিত্যানন্দপদাঙ্কপূত তীর্থ পরিক্রমণে বহির্গত হইয়া উত্তর, পশ্চিম, মধ্য ও পূর্ব্ব ভারতের প্রধান প্রধান তীর্থস্থান-সমূহ দর্শন পূর্ব্বক গত ২৫শে অগ্রহায়ণ, ইং ১১ ডিসেম্বর নির্ব্বিঘ্নে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

পরিক্রমাকারী ভক্তবৃন্দ ইং ৩১।১০ তাং গয়া (ফল্গু নদী, শ্রীগদাধরবিষ্ণুপাদপদ্ম, অক্ষয়বট); ১।১১ তাং প্রয়াগ (ত্রিবেণী, বিন্দুমাধব, দশাশ্বমেধঘাট—শ্রীরূপ গোস্বামীর শিক্ষাস্থলী, অক্ষয়বট); ৩।১১ তাং উজ্জয়িনী—অবন্তীনগর (সিপ্রানদী, গোপাল মন্দির, সিদ্ধবট, সান্দীপনি মুনির আশ্রম); ৬।১১ তাং নাসিক (গোদাবরী-রামকুণ্ড, পঞ্চবটী, সূর্পনখার নাসিকা ছেদন স্থান—নাসিক রোড ষ্টেশন হইতে পঞ্চবটী প্রায় ৬ মাইল, গমনাগমনের জন্য বাস, ট্যাক্সি প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে); ৭।১১ তাং বোম্বাই ; ৮।১১ তাং ভরোচ্—ব্রোচ্ (ভৃগুকচ্ছ—বলিমহারাজের যজ্ঞস্থলী, নর্ম্মদা) ; ৯।১১ তাং ডাকোর (গোমতী সরোবর, শ্রীরণছোড়জীর মন্দির) দর্শনপূর্ব্বক ১০।১১ তাং আমেদাবাদ পৌঁছেন এবং তথায় ব্রড্ গজের গাড়ী বদল করিয়া মিটার গজের গাড়ীতে উঠেন। ডাকোর ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্মে প্রতীক্ষাগৃহে শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট মহোৎসবের বিশেষ আয়োজন হইয়াছিল। শ্রীরূপ-রঘুনাথপাদোক্ত শ্রীগোবর্দ্ধনাষ্টকাদি এবং শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ হইতে শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা-প্রসঙ্গ পাঠ হইয়াছিল। শতাধিক উপচারে গিরিরাজের ভোগের ব্যবস্থা হইয়াছিল। অতঃপর ১২।১১ তাং প্রভাস তীর্থ, সোমনাথ মন্দির ; ১৩।১১ তাং পোরবন্দর (সুদামাবিপ্রস্থান) ; ১৫।১১ তাং দ্বারকাধামে গোমতীগঙ্গা স্নান ও শ্রীদ্বারকাধীশ দর্শন ; ১৬।১১ তাং বেটদ্বারকা (ওখাপোর্ট হইতে নৌকাযোগে সমুদ্রপথে) ; ১৭।১১ তাং গোপীতালাও বা গোপীসরোবর (ওখাপোর্ট হইতে সমুদ্রপথে নৌকাযোগে) দর্শন ; ১৮।১১ তাং শ্রীউত্থানৈকাদশী-বাসরে রাজকোট ষ্টেশনে পরমহংস শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব তিথিপূজা ও ওয়াঙ্কানের জংসনে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষের আবির্ভাব তিথিপূজোপলক্ষে তাঁহার শ্রীপাদসরোজে ভক্তবৃন্দের আর্ত্তিকুসুমাঞ্জলি প্রদান ; ১৯।১১ তাং সিদ্ধপুর (শ্রীকপিল-দেবহুতি স্থান, কল্পসরোবর, জ্ঞানসরোবর, বিন্দুসরোবর) দর্শন, সিদ্ধপুরে শ্রীল বাবাজী মহারাজের তিরোভাব ও শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষের আবির্ভাবোপলক্ষে মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হয় ; তৎপর ২১।১১ তাং শ্রীনাথদ্বারে শ্রীশ্রী-গোপালজীউর দর্শন (ষ্টেশন হইতে নাথদ্বার প্রায় ৮ মাইল, বাসের ব্যবস্থা আছে, পার্ব্বত্য রাস্তা) ; ২২।১১ তাং তীর্থরাজ পুষ্কর (আজমীর ষ্টেশন হইতে ৯ মাইল, বাস, টাঙ্গার ব্যবস্থা আছে, পার্ব্বত্য রাস্তা—ব্রহ্ম সরোবর, ব্রহ্মার মন্দির, সাবিত্রী মন্দির, বিষ্ণুমন্দির, শিবমন্দির) ; ২৩।১১ তাং জয়পুর (শ্রীগোবিন্দ জীউর মন্দির, শ্রীগোপীনাথ জীউর মন্দির, শ্রীশ্রী রাধা-দামোদর জীউর মন্দির ; গলতা পাহাড়), ২৪।১১ তাং হইতে ২৭।১১ তাং বৃন্দাবন, মথুরা, শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, গোবর্দ্ধন, নন্দগ্রাম, বর্ষাণ, গোকুল মহাবন প্রভৃতি দর্শন করা হয়। ২৭।১১ তাং মথুরায় মিটার গজের গাড়ী ছাড়িয়া ব্রড্ গজের গাড়ীতে উঠা হয়। তৎপর ২৮।১১ তাং নিউদিল্লী (হস্তিনাপুর) ; ৩০।১১ তাং কুরুক্ষেত্র (সূর্য্যকুণ্ড, ব্রহ্মসরোবর—সমন্তপঞ্চকতীর্থ, যতীশ্বর—গীতা উপদেশ স্থান, বাণগঙ্গা, ভদ্রকালী, শ্রীগৌড়ীয় মঠ), ১।১২ তাং শুকরতল (মুজঃফরনগর ষ্টেশন হইতে ১৮ মাইল মোটর বাসযোগে, শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় অধিবেশন স্থান শুক-পরীক্ষিত সংবাদ), ২।১২ তাং

হরিদ্বার (ভীমগোদা, ব্রহ্মকুণ্ড, হর কি প্যারী, কঙ্খল—দক্ষের যজ্ঞস্থলী); ৩।১২ তাং হৃষীকেশ (ভরত মন্দির, লক্ষ্মণজীর মন্দির, গঙ্গা, লক্ষ্মণঝোলা, স্বর্গাশ্রম); ৪।১২ তাং—৫।১২ তাং নৈমিষারণ্য ও মিশ্রিক (চক্রতীর্থ, শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় অধিবেশন স্থান—ষষ্টি সহস্র সৌনকাদি ঋষি ও সূত গোস্বামী সংবাদ, স্বায়ম্ভুব মনু ও শতরূপার সমাধিস্থান, শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের দশাশ্বমেধ যজ্ঞস্থান, গোমতী গঙ্গা ও মিশ্রিকে সীতার পাতাল প্রবেশ স্থান ও দধীচি মুনির স্থান); ৬।১২ তাং—৭।১২ তাং অযোধ্যা-ফৈজাবাদ (সরযূ, শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাবস্থান, শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক স্থান ও বিভিন্ন মন্দির); ৮।১২ তাং—৯।১২ তাং কাশী (শ্রীবিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা, বিন্দুমাধব, দশাশ্বমেধঘাট, মণিকর্ণিকাঘাট, শ্রীচৈতন্যবট প্রভৃতি); ১০।১২ তাং মন্দার পর্ব্বত (বংশীগ্রামে শ্রীমধুসূদন, পর্ব্বতের সানুদেশে শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ, পর্ব্বতের সানুদেশের অনতিদূরে পাপনাশিনীকুণ্ড ও পর্ব্বতোপরি শ্রীনৃসিংহদেব, বরাহদেব, আকাশগঙ্গা, সীতাকুণ্ড) প্রভৃতি দর্শন করিয়া ১১।১২ তাং সকাল ৬॥০ টায় হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষের অনুগমনে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ আশ্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ প্রমুখ ত্রিদণ্ডিপাদগণকে অগ্রণী করিয়া প্রত্যেক ষ্টেশন হইতে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা-সহযোগে তীর্থের দর্শনীয় স্থানসমূহ পরিক্রমণ ও তত্তৎস্থানের মহিমা কীর্ত্তনমুখে দর্শন করা হয়। নিরন্তর সাধুসঙ্গে হরিকথাপ্রসঙ্গে হরিসম্বন্ধীয় সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকায় সকলেই তাঁহাদের আত্মীয়স্বজন বাড়ীঘর ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এই একমাস বারদিন রেলগাড়ীর মধ্যেই ভক্তবৃন্দের বাড়ী-ঘর-দুয়ার হইয়াছিল। প্রত্যহ যথা সময়ে শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন, ভোগরাগ, মঙ্গলারতি, মাধ্যাহ্নিক ভোগারতি, সন্ধ্যারতি কীর্ত্তনাদি এবং মধ্যে মধ্যে বিশেষ বিশেষ স্থানে পাঠ বক্তৃতাদিও হইয়াছে। যাত্রিগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি যথাসাধ্য, বিশেষতঃ তাহাদিগের পারমার্থিক লাভ বিষয়ে অধিক দৃষ্টি রাখা হইয়াছিল। আসামদেশীয় ভক্তবৃন্দ নৈমিষারণ্যে ও বঙ্গদেশীয় ভক্তবৃন্দ বারাণসীতে বিপুলাকারে মহোৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত প্রায় প্রত্যেক বিশেষ বিশেষ স্থানে ভক্তবৃন্দ তত্তৎস্থানলব্ধ ফল-মূল-মিষ্টান্নাদি দ্রব্য শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব সেবার্থে নিবেদন করিয়াছেন। কতিপয় আসামদেশীয় ভক্ত সাহেবগঞ্জ ষ্টেশনে বিদায় গ্রহণ করেন এবং অপর কতিপয় আসামদেশীয় ভক্ত পুরীধাম দর্শনার্থ কলিকাতা মঠ হইয়া যান। গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ বিদায় গ্রহণ সময়ে শ্রীল আচার্য্যদেবের চরণারবিন্দে যেভাবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহাতে অতি পাষাণ হৃদয়ও দ্রবীভূত হয়। সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকথারঙ্গে শ্রীভগবান্ ও ভক্তবৃন্দের লীলাস্থান দর্শন-সৌভাগ্য যে সব সময়ে সকলের ঘটিয়া উঠে না, ইহা সকলেই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের পাঞ্জাব, উত্তর ও মধ্য প্রদেশস্থ শিষ্যগণ তাঁহাকে স্থানে স্থানে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিয়াছেন। পুষ্কর, দিল্লী ও শুকরতলে (মুজঃফরনগর) কয়েকটী বৃহৎ বৃহৎ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীল আচার্য্যদেব সর্ব্বত্র হিন্দি ও প্রয়োজনমত ইংরেজী ভাষায় কথাবার্ত্তা করিয়াছেন। শ্রীনাথদ্বার, মুজঃফরনগর প্রভৃতিস্থানে কয়েকজন উচ্চশিক্ষিত পণ্ডিত শিক্ষক ও অধ্যাপক শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষের বক্তৃতায় বিশেষভাবে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহারা পুনঃ পুনঃ স্বামীজী মহারাজকে তাহাদের দেশে দীর্ঘদিবসব্যাপী প্রচারের জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন। আগামী হরিদ্বার পূর্ণকুম্ভযোগকালেও স্বামীজীর উপস্থিতির জন্য ভগবদনুরাগী বিদ্বজ্জনগণ বিশেষ প্রার্থনা জানাইয়াছেন। শুকরতলে শ্রীকল্যাণদেব দাসজী স্বামীজীকে আন্তরিকভাবে সম্মান ও সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিয়াছেন। স্বামীজী তথায় শ্রীমদ্ভাগবত মাহাত্ম্য-বর্ণনে আত্মহারা হইয়া অপূর্ব্ব ভাবাবিষ্ট হইয়াছিলেন। সাধুসঙ্গে ভগবৎকথারঙ্গে তীর্থ ভ্রমণ করিলে তীর্থের প্রকৃত কৃপালাভ করা যায় এবং তীর্থের প্রকৃত তীর্থত্ব পবিত্রত্ব অপ্রাকৃতত্ব হৃদয়ে অনুভূতির বিষয় হইয়া হৃদয়খানিকে এক অপার্থিবভাবে বিভাবিত করে। "তীর্থফল—সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গে অন্তরঙ্গ

শ্রীকৃষ্ণভজন মনোহর" ইহাই মহাজনোক্তি।

শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী শ্রীবৃন্দাবনধাম হইতে কাশীধাম পর্য্যন্ত পরিক্রমাপার্টীর সহযাত্রী হইয়া প্রত্যেকস্থানে নগর-সংকীর্ত্তনে নৃত্য কীর্ত্তনাদির দ্বারা ভক্তগণকে প্রচুর আনন্দ প্রদান করেন।

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ কিছুদিন যাবৎ কাশীধামে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি কৃপাপূর্ব্বক কাশীধামে পরিক্রমাকারী ভক্তগণকে সঙ্গ প্রদান করেন এবং শেষ দর্শনীয় স্থান মন্দারে পৌঁছিয়া সুমধুর সঙ্কীর্ত্তন-দ্বারা সকলের উল্লাস বর্দ্ধন করেন।

পরিক্রমা সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করিতে যাঁহারা অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন তন্মধ্যে শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীপাদ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীশ্রীনিবাস দাসাধিকারী, শ্রীচৈতন্যচরণ দাসাধিকারী, শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী (কাপুর), শ্রীরাধাবিনোদ ব্রহ্মচারী, শ্রীসুধীর চন্দ্র দাসাধিকারী (সিদলী, আসাম) সেবাপ্রচেষ্টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীমদন-মোহন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীকানাইলাল ব্রহ্মচারী, শ্রীমথুরাপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরামগতি দাসাধিকারী, শ্রীরায়মোহন দাস ও শ্রীজগবন্ধু প্রভৃতির সেবাচেষ্টাও প্রশংসনীয়। যাত্রিগণের চিকিৎসা-সেবায় রাণীগঞ্জনিবাসী ডাঃ এস্, সি বোসের হার্দ্দী প্রযত্নও বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

তীর্থ ভ্রমণের একটী বিস্তৃত ধারাবাহিক বিবরণ ক্রমশঃ প্রকাশের প্রযত্ন করা হইতেছে।

প্রার্থনা

(শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-পুরাণতীর্থ, ভক্তিশাস্ত্রী)

বল দাও প্রভু, বল দাও।
মায়ার বাঁধন ছিন্ন করিতে
হৃদয়ে শকতি দাও॥

শ্রীগুরুচরণ আশ্রয় করি
মনে করি আমি ভজিব শ্রীহরি
অনায়াসে যাব সংসার ত'রি
পদে পদে বাধা পাই।

তুমি নাহি দিলে হৃদয়েতে বল
সকল প্রয়াস আমার বিফল
কোন দিকে নাহি দেখি যে সুফল
আর কোন গতি নাই॥

দেখিতেছি আমি সংসার মরু,
নাহি কোন ছায়া, নাহি কোন তরু
ক্রমে ক্রমে আমি হইতেছি ভীরু
নাহিক সাহস মনে।

যদি তুমি প্রভু! মোরে করি দয়া
নাহি দাও দীনে তব পদ ছায়া
দুরুদুরু কাঁপে ভয়ে মোর হিয়া
দয়া কর দীন জনে॥

যখন কাহার ভোগসম্ভারে
সন্দেহ হয় বাধা পড়িবারে
করে আলোড়ন এই সংসারে
আর কিছু (সে) ভাবিবে না।

দাও দাও ব'লি করে চীৎকার
কেন নাহি দিবে ব'লে হুঙ্কার
মহাজ্বালাতন করে বার বার
কোন কথা শুনিবে না॥

মন্ত্র জপিতে যদি আমি যাই
অথবা শাস্ত্র পাঠে রত হই
হরিনামে যদি মন দিতে চাই
তখনই গণ্ডগোল।

ভাবিতেছি মোর ভজনোন্নতি
না হইলে শেষে কি হইবে গতি
ভাবিয়া তাহাতে কিছু দিনু মতি
উঠিবেই কলরোল ॥

তখনই উঠিয়া হইবে ছুটিতে
এরে বা উহারে হইবে বকিতে
নতুবা কাহারে শাসন করিতে
যাইতে হইবে ছুটে ।

যাহাকেই কিছু বুঝাবারে চাই
বুঝিবার কোন ইচ্ছাই নাই
উড়াইয়া দেয় সব কথাটাই
প্রবল বিতর্ক উঠে ॥

সদা ভাবিতেছি এ কেমন হ'ল
এত জ্বালাতন কেন বা জুটিল
কোন অপরাধে এমত ঘটিল
ভাবিয়া কিছু না পাই ।

শ্রেয়ের বিষয়ে কেন হেন বাধা
কোন কাজ মোর নাহি হ'ল সাধা
সংসারে আমি যেন এক গাধা
মনে অশান্তি তাই ॥

তথাপি খাটিয়া মরিতেছি আমি
দিবা ও রাত্রি মোটেই না থামি
ঘুচাও এ-মোহ জগতের স্বামী
তুমি মোরে কৃপা করি ।

নতুবা পড়িয়া অন্ধ নরকে
পচিয়া মরিব বিষম বিপাকে
এ জীবন চ'লে যাবে কোন ফাঁকে
কি করিব সদা স্মরি ॥

অথবা অপরে দোষ কেন দিই
নিজের মনেই শকতিত নাই
পাব নিষ্কৃতি কি প্রকারে তাই
ভাবিতেছি অহরহ ।

দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া
কাম ক্রোধ আদি সকলে মিলিয়া
মারিতেছে মোরে চৌদিকে ঘিরিয়া
হইয়াছে দুঃসহ ॥

দাও প্রভু দাও হৃদয়ে শকতি
বাড়ে যেন সদা তোমাতে ভকতি
নতুবা পাইব কেমনে নিষ্কৃতি
এ বিষম জ্বালা হ'তে ।

সম্বল মোর শুধু তব দয়া
দাও প্রভু দাও তব পদ ছায়া
নাহিক শকতি কাটাইতে মায়া
ত্রাণ কর কোন মতে ॥

প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, বৃন্দাবন :—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের শুভাবির্ভাব ও নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব উপলক্ষে শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে ২ অগ্রহায়ণ, ১৮ নভেম্বর শনিবার শ্রীউত্থানৈকাদশী তিথিবাসরে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। উক্ত দিবস পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-শ্রীরাধাগোবিন্দ জীউর পূজা, আরতি, সঙ্কীর্ত্তন ও ভোগরাগান্তে শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচরণসরোজে তদাশ্রিত সেবকগণ আর্ত্তিকুসুমাঞ্জলি প্রদান করেন। তৎপরদিবস মহোৎসবে বহু বৈষ্ণব ও স্থানীয় সজ্জনবৃন্দ বিচিত্র মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। শ্রীগৌড়ীয়-সঙ্ঘাধ্যক্ষ পরি-

ব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ সার মহারাজ, শ্রীমৎ সাধু মহারাজ, শ্রীমৎ কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীমৎ রাঘবচৈতন্যদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমৎ পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী, শ্রীমৎ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমৎ নীলরতনদাস বাবাজী, শ্রীমৎ গোবিন্দদাস বাবাজী, শ্রীমৎ গিরীন্দ্র গোবর্দ্ধনদাস বাবাজী শ্রীমুরারীদাসজী (অমৃতসর, পাঞ্জাব) প্রভৃতি বৈষ্ণববৃন্দ মহোৎসবে যোগদান করিয়া সকলের উল্লাস বর্দ্ধন করেন। শ্রীদীনবন্ধু ব্রহ্মচারীর মুখ্য প্রচেষ্টায় উৎসব সাফল্যের সহিত সম্পন্ন হয়। শ্রীমথুরানাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীপদ্মনাভ ব্রহ্মচারী, শ্রীবীরভদ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীমথুরাপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীগোবিন্দানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সেবকগণের সেবাচেষ্টাও প্রশংসনীয়।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, কৃষ্ণনগর :—কৃষ্ণনগর আমিন বাজারস্থিত শ্রীভূপেন্দ্রনাথ চিত্র মহাশয়ের আলয়ে গত ১৬ই ডিসেম্বর শনিবার হইতে ১৮ই ডিসেম্বর সোমবার পর্য্যন্ত তিন দিবস শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন হয়। শ্রীমঠের অন্যতম প্রচারক ও শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহ্লাদচরিত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মঠবাসী ব্রহ্মচারিগণ সুমধুর ভজন কীর্ত্তন করেন। সহরের বহু বিশিষ্ট পুরুষ ও মহিলা ভক্তবৃন্দ উক্ত সভায় যোগদান করেন। উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ শ্রীমদ্ভাগবতের মধুর ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া ভূয়সী প্রশংসা করেন।

হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভ

আগামী ২০শে ফাল্গুন ১৩৬৮, ৪ঠা মার্চ্চ ১৯৬২ রবিবার হইতে ৩০শে চৈত্র, ১৩ই এপ্রিল চৈত্র-সংক্রান্তি পর্য্যন্ত হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভযোগ। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পক্ষ হইতে ঐ সময়ে কুম্ভমেলায় ধর্ম্মপ্রচারের বিপুল আয়োজন করা হইবে। সজ্জনগণের শাস্ত্রচর্চ্চা ও ইষ্টগোষ্ঠীর বিশেষ সুযোগ দেওয়া হইবে। কুম্ভমেলায় যোগদান ও শ্রীমঠের ক্যাম্পে অবস্থানেচ্ছু সজ্জনদিগকে পূর্ব্ব হইতে নিজেদের বাসস্থানাদির ব্যবস্থার জন্য কলিকাতা মঠে (৩৭এ, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬) সম্পাদকের নিকটে পত্রদ্বারা অথবা সাক্ষাৎভাবে নিয়মাবলী জানিয়া এখন হইতে অথবা নির্দ্দিষ্ট দিবসের অন্ততঃ একমাস পূর্ব্বে নাম তালিকাভুক্ত করিতে অনুরোধ জানান হইতেছে। যাঁহাদের দীর্ঘ দেড় মাস কাল অবস্থান করা সম্ভব হইবে না, তাঁহারা অবশ্য যে কোন সময় হইতে যোগদান করিতে ও যে কয়দিন ইচ্ছা থাকিতে পারিবেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে পূর্ব্বেই কবে হইতে তাঁহারা যোগদান করিতে ইচ্ছুক এবং কতদিন অবস্থান করিবেন শ্রীমঠের সম্পাদকের নিকট বিস্তৃত জানাইতে হইবে। প্রত্যেক গৃহস্থকেই তাঁহার অবস্থানকাল-পর্য্যন্ত তথায় বাসস্থান ও আহারাদির ব্যবস্থা করিবার জন্য নিজ নিজ ব্যয় বহন করিতে হইবে।

নির্য্যাণ

বিগত ১২ অগ্রহায়ণ, ২৮ নভেম্বর শেষরাত্রি ২টায় ৩৭এ, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীমঠের অন্যতম একনিষ্ঠ সেবক শ্রীগোপাল দাস ব্রহ্মচারী প্রায় ৬৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালে শ্রীকৃষ্ণনাম স্মরণ করিতে করিতে নির্য্যাণ লাভ করিয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গ ঢাকায় তাঁহার পূর্ব্বাশ্রম ছিল। তিনি বঙ্গাব্দ ১৩৫৭, ৮ বৈশাখ, ইং ১৯৫০, ২১ এপ্রিল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষের সুশীতল শ্রীপাদপদ্মাশ্রয় লাভ করেন এবং তদবধি গুর্ব্বানুগত্যে দীর্ঘকাল নিষ্ঠার সহিত হরিদ্বার শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠে অবস্থান করিয়া সেবা করেন, মধ্যে অবশ্য কিছুদিন তিনি শ্রীরাধাকুণ্ডে

শ্রীকুঞ্জবিহারী মঠের সেবা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি কলিকাতা ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে আসিয়া সেবা করেন এবং জীবনের শেষ কয়েকটি দিন ৩৭এ, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীমঠে অতিবাহিত করেন।

তিনি অতিশয় নিরীহ বৈষ্ণব ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে শারীরিক অসামর্থ্য সত্ত্বেও তিনি যে কোন বৈষ্ণবের আজ্ঞা প্রতিপালনে প্রাণপণ প্রযত্ন করিতেন; কখনও কাহাকেও তিনি কোন কার্য্যে 'না' বলিতে পারিতেন না। বর্ত্তমান জগতে এরূপ বিনম্র স্নিগ্ধ সেবক দুর্ল্লভ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। শেষ কয়েক বৎসর তিনি অসুস্থতার লীলাভিনয় করতঃ চলৎশক্তিরহিত হইলেও কাহাকেও নিজের জন্য উদ্বেগ দিতেন না, অতিশয় অসুবিধা ও কষ্টের মধ্যেও সর্ব্বদা সহাস্যবদনে থাকিতেন, তাঁহার চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। সকল বৈষ্ণবগণ তাঁহার ঐ প্রকার সুস্নিগ্ধ ব্যবহারে আকৃষ্ট হইয়া প্রীতি করিতেন। তাঁহার প্রয়াণে একজন স্নিগ্ধ ভক্তের আনন্দময় সঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইয়া বৈষ্ণবমাত্রই এবং তাঁহার পরিচিত সুধী ব্যক্তিমাত্রই বিরহ-বেদনা অনুভব করিতেছেন। বৈষ্ণবগণ দেহত্যাগ-লীলা প্রকাশের দ্বারা আমাদিগকে শরীরের অতীব নশ্বরতার কথা স্মরণ করাইয়া দেন এবং অতি দ্রুত শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব সেবায় সর্ব্বতোভাবে আত্মনিয়োগের জন্য শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন।

শ্রীগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

কলিকাতা মঠে ১৪ অগ্রহায়ণ, ৩০ নভেম্বর কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিবাসরে তাঁহার বিরহোৎসব সুসম্পন্ন হয় এবং ঐ দিন রাত্রিতে সভায় শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী তাঁহার গুণাবলী কীর্ত্তন করেন।

Statement about ownership and other particulars about newspaper 'Sree Chaitanya Bani'

1. Place of publication : Sree Chaitanya Gaudiya Math, 37A, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26
2. Periodicity of its publication : Monthly
3. & 4. Printer's and publisher's name : Mangalniloy Brahmachary : Nationality—Hindu
   Address :—Sree Chaitanya Gaudiya Math, 37A, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26
5. Editor's Name : Krisnaballabh Brahmachary : Nationality—Hindu
   Address :—Sree Chaitanya Gaudiya Math, 37A, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26
6. Name and address of the Owner of the newspaper :
   Sree Chaitanya Gaudiya Math, 37A, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26

I, Mangalniloy Brahmachary, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd. Mangalniloy Brahmachary, Signature of Publisher, Dated 21-12-1961

নিয়মাবলী

১। প্রতি মাসে পূর্ণিমা তিথিতে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৪'৫০ (ভি. পি যোগে ৫৲), ষান্মাসিক ২'২৫ (ভি, পি যোগে ২'৭৫), প্রতি সংখ্যা '৩৭। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। তৃতীয় সংখ্যা হইতে প্রাপ্তব্য। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন হইলে এবং কোন সংখ্যা ইংরাজী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৭এ, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

ফোন-৪৬-৫৯০০

বিজ্ঞাপনের হার—

প্রতিবার ১ পৃষ্ঠা—৪০৲ (চল্লিশ টাকা), অৰ্দ্ধ পৃষ্ঠা বা ১ কলম—২২৲ (বাইশ টাকা), সিকি পৃষ্ঠা বা অর্দ্ধ কলম—১২৲ (বার টাকা), সিকি কলম—৭৲ (সাত টাকা), ⅛ কলম ৪৲ (চার টাকা)। দীর্ঘ কালের জন্য বিজ্ঞাপন দিলে ভিক্ষা স্বতন্ত্র। তাহা সাক্ষাদ্‌ভাবে অথবা পত্রদ্বারা জ্ঞাতব্য।

নিবেদক— কার্য্যাধ্যক্ষ

দক্ষিণ কলিকাতায় একমাত্র
নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত ফার্ণিচার
——বিক্রেতা——

দাস ব্রাদার্স এণ্ড কোং

৮৮।১এ, রাসবিহারী এভিনিউ
কলিকাতা-২৬
ফোন—৪৬-৩৮০১

আমাদের শো-রুমে চিত্তাকর্ষক বিভিন্ন সুন্দর সুন্দর ডিজাইনের চেয়ার, টেবিল, খাট, আলমারী ও কাঠের যাবতীয় ফার্ণিচার আছে। ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণকে পরিদর্শন ও যাচাই করিয়া লইতে সাদর আহ্বান জানান হইতেছে।

নিউ আর্ট ফার্ণিচার

১৫৫, রাসবিহারী এভিনিউ
কলিকাতা-২৯

আধুনিক কালোপযোগী ও রুচিসম্পন্ন বিভিন্ন ডিজাইনের কাঠের আলমারী, চেয়ার, টেবিল, খাট ইত্যাদি পাওয়া যায়। সজ্জনগণের সহযোগিতা একান্ত প্রার্থনীয়। দক্ষ কারিগর ও উপযুক্ত পর্য্যবেক্ষকের দ্বারা পরিচালিত। সততাই আমাদের প্রধান সম্বল।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

শ্রীচৈতন্য বাণী

মাঘ—১৩৬৮

১ম বর্ষ] নারায়ণ, ৪৭৫ শ্রীগৌরাব্দ [১২শ সংখ্যা

শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

সম্পাদক :—

শ্রীকৃষ্ণবল্লভ ব্রহ্মচারী বিদ্যানিধি, এম্-এ।

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ, এম্-এ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-পুরাণতীর্থ, ভক্তিশাস্ত্রী।
২। শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, সাহিত্যবিনোদ।
৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্।
৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ।
৫। শ্রীগোপীরমণ দাস, বিদ্যাভূষণ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বি-এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ

আকর মঠ ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

১। (ক) শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।
(খ) ৩৭এ, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬।
২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।
৩। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, বৃন্দাবন (মথুরা)।
৫। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা।
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্রপ্রদেশ)।
৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম)।
৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)।
১০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)।

মুদ্রণালয় ঃ—

'রাজলক্ষ্মী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্'—৪৩, রূপনারায়ণ নন্দন লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা-২৫।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১ম বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মাঘ, ১৩৬৮।
৩০ নারায়ণ, ৪৭৫ শ্রীগৌরাব্দ; ৬ মাঘ, শনিবার; ২০ জানুয়ারী, ১৯৬২ { ১২শ সংখ্যা।

শ্রীব্যাসপূজা

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ]

"সম্বিচ্ছক্ত্যধিষ্ঠিত অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের অভিজ্ঞান-বিগ্রহ 'বেদ' নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীভগবানের ত্রিবিধ শক্তির অন্তর্গত জীব-শক্তিতে চেতন-ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান। জ্ঞাতৃ, জ্ঞান ও জ্ঞেয়-বিলাসেই অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন অবস্থিত। মূর্ত্ত বেদ ভগবান্ শব্দাদর্শরূপে অক্ষরাত্মক হইয়া অভিধেয় বেদশাস্ত্ররূপে প্রকটিত। সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্বাত্মক বেদশাস্ত্র যেকালে নির্ব্বিশেষ বিচারে স্তব্ধ হইয়া পড়ে, সেইকালে অদ্বয়জ্ঞান সবিশেষ ধর্ম্ম পরিহার করেন। জড়বিশেষকেই যাঁহারা প্রাধান্যে স্থাপিত করেন, তাঁহাদের জড়তা-সিদ্ধিরূপ নির্ব্বিশিষ্ট বিচার তাঁহাদের অস্তিত্ব বিনাশ করে। শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস বেদকে ত্রিবিধ বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। আধ্যক্ষিকগণের জন্য ঋক্, সাম ও যজুঃ জীবকে কর্ম্ম-কাণ্ডে আবদ্ধ করিয়া বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য-লাভ-বিষয়ে বিবর্ত্ত আনয়ন করে। নির্ব্বিশেষবাদিগণের মতে গুরু, লঘু প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের নিত্যত্ব না থাকায় তাঁহারা শ্রীবেদব্যাসকে গুরুরূপে বরণ করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহাকে বলপূর্ব্বক তাঁহাদিগের অজ্ঞান-ধর্ম্মের মূলপ্রচারক বলিয়া মনে করেন। শ্রীমদ্ব্যাসের তাৎপর্য্যজ্ঞানে অসমর্থ হইয়া যে সকল প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ প্রকৃতিবাদ অবলম্বনপূর্ব্বক পরমেশ্বরের সেবারহিত হন এবং আপনাদিগকে 'স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ-রহিত ব্রহ্ম' বলিয়া মনন করেন, তাঁহাদের সহিত মতবৈষম্য সংস্থাপনপূর্ব্বক প্রকৃত গুরুদাস্যে অবস্থিত শ্রীমদানন্দতীর্থ শ্রীব্যাসা-ধস্তনগণের সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। সেই মধ্বপারম্পর্য্যে শ্রীমান্ লক্ষ্মীপতি তীর্থের কথা অথবা শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের কথা আমরা সংশ্লিষ্ট দেখিতে পাই। যদিও পঞ্চোপাসক বা মায়াবাদিগণের মধ্যে গুরু-পূজা বা ব্যাস-পূজার প্রথা প্রচলিত আছে, তথাপি তাদৃশ ব্যাসপূজনে অহমিকার বিচারই প্রবল। শুদ্ধভক্তির অভাব-নিবন্ধন তাঁহাদিগের দ্বারা শ্রীব্যাসপূজা কখনই সাধিত হইতে পারে না। মায়াবাদি-সম্প্রদায়ে জ্যৈষ্ঠ-পূর্ণিমা-দিবসে ব্যাসপূজা-ভিনয়ের বিধান পরিদৃষ্ট হয়। শ্রুতি বলেন,—যে মুহূর্ত্তে বিরাগ উপস্থিত হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই জড়ভোগে বিরাম লাভ

করিয়া ভগবৎসেবায় রুচি হইবে। তাহার কালাকাল বিচার নাই। জড়ভোগ নিবৃত্ত হইলেই জীব পরিব্রাজক হইয়া আচার্য্যের চরণ আশ্রয় করেন। সেই আচার্য্য-চরণাশ্রয়কেই ভাষান্তরে 'ব্যাসপূজা' কহে। শ্রীব্যাসপূজা চারি আশ্রমেই বিহিত অনুষ্ঠান; তবে তুর্য্যাশ্রমিগণ ইহা যত্নের সহিত বিধান করিয়া থাকেন। আর্য্যাবর্ত্তে শ্রীব্যাসদেবের অনুগত সম্প্রদায়-ভুক্ত ব্যক্তিগণ বেদানুগ-সম্প্রদায় নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহারা প্রত্যেকেই প্রতিবর্ষে স্ব স্ব জন্মদিনে পূর্ব্বগুরুর পূজা বিধান করিয়া থাকেন। পূর্ণিমা তিথিই-যতিধর্ম্ম গ্রহণের প্রশস্তকাল। যতিগণ সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ-বাদি-নির্ব্বিশেষে সকলেই গুরুদেবের পূজা করিয়া থাকেন। তজ্জন্য সাধারণতঃ জ্যৈষ্ঠ-পূর্ণিমাতেই গুর্ব্বাবির্ভাব-তিথি-বিচারে ব্যাস-পূজার আবাহন হয়। শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবকগণ বর্ষে বর্ষে মাঘী কৃষ্ণপঞ্চমী-তিথিতে তাঁহাদের গৌরবের পাত্র-বোধে শ্রীব্যাস-পূজার আনুকূল্য বিধান করেন। শ্রীব্যাসপূজার পদ্ধতি বিভিন্ন শাখায় ন্যূনাধিক পৃথক্। চারি আশ্রমে অবস্থিত সংস্কারসম্পন্ন দ্বিজগণ সকলেই শ্রীব্যাসগুরুর আশ্রিত বলিয়া প্রত্যহই স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে শ্রীব্যাসদেবের ন্যূনাধিক পূজা করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহা বার্ষিক অনুষ্ঠানের বিচারে বর্ষকালব্যাপী স্ব-স্ব গুরুপূজার স্মারক দিবস। শ্রীব্যাসপূজার নামান্তর 'শ্রীগুরুপাদপদ্মে পাদ্যার্পণ' বা ইহার দ্বারা শ্রীগুরুদেবের মনোঽভীষ্ট যে সুষ্ঠু ভগবৎসেবন, তাহাই উদ্দিষ্ট হয়। তজ্জন্যই আমাদের শুভানুধ্যায়ী নিয়ামক, পূর্ব্বগুরু শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম শ্রীরূপানুগরূপে আদিগুরুকে অর্ঘ্যপ্রদানোদ্দেশে বলিয়াছেন,—'শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে। স্বয়ংরূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্ ॥' পরম কৃপা-পরবশ শ্রীচৈতন্যদেবের কৃষ্ণপ্রেম-প্রদান-লীলা,—যাহা শ্রীরূপ তাঁহার অনুগগণের জন্য—নিত্যসেবা-বৈমুখ্যরূপ ব্যাধিমোচনের জন্য ঔষধ ও পথ্যরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই গৌড়ীয়ের ব্যাসপূজার উপায়নাদর্শ।"

—(চৈঃ ভাঃ মধ্য ৫।৮ গৌড়ীয় ভাষ্য

"পূর্ব্বকালে শ্রীব্যাসপূজা হইত। প্রাচীনকাল হইতেই শ্রীব্যাসপূজার পদ্ধতি প্রচলিত আছে। অবশ্য শ্রীব্যাসপূজার মন্ত্রাদি আছে। শ্রীমদ্ভাগবত প্রণয়নপূর্ব্বক পঞ্চমপুরুষার্থ প্রচারের মূল পুরুষ বা আদি-গুরুরূপে আমরা শ্রীব্যাসদেবের করুণা লক্ষ্য করি। তিনি পুরুষোত্তমের পূজা করিতেন এবং করেন। তিনি শ্রীভগবদংশ ও শ্রীভগবানের শক্ত্যা-বেশাবতার। সকলে তাঁহাকে গুরু বলিয়াই পূজা করিয়া থাকেন। শ্রীব্যাসদেবের গাদিতেই শ্রীগুরুপাদপদ্মগণের অবস্থান। সেবকগণ শ্রীব্যাসপূজায় তাঁহাদের পূজা করিয়া থাকেন। মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে শ্রীব্যাসপূজা করিতে বলিলেন। তদনুসারে শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীবাস পণ্ডিতকে তদীয় আলয়ে পূজার আয়োজন করিতে বলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত যখন শ্রীনিত্যানন্দের হস্তে শ্রীব্যাসদেবকে প্রদানের জন্য মাল্য প্রদান করিলেন, তখন 'হয়' 'হয়' বলিয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া মহাপ্রভু আসিয়া উপস্থিত হইলে উক্ত মালিকা মহাপ্রভুর গলদেশে দিলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু মহাপ্রভুকে জগদ্গুরু বিচারেই মাল্য প্রদান করিয়াছেন। শ্রীব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভে বলিয়াছেন,—

> জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
> তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
> তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
> ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥

এই স্থানে "ধীমহি" বহুবচনান্ত পদ। আমরা সকলে মিলিয়া অদ্বয়জ্ঞান পরমেশ্বর বস্তুর ধ্যান করি—এই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশকার্য্য অন্বয় ও তদ্‌বিপরীতক্রমে যে পরমেশ্বর হইতে সাধিত হয়, যে পরমেশ্বর জগৎকর্ত্তৃত্বে সর্ব্বতোভাবে জ্ঞাতা, যাঁহাতে স্বতঃসিদ্ধজ্ঞান স্বয়ং বিরাজমান এবং যিনি আদি কবি ব্রহ্মার বুদ্ধি-বৃত্তি প্রবর্ত্তন করিয়া তত্ত্ববস্তু প্রকাশ করিয়াছিলেন, যে পরমেশ্বর-তত্ত্বে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ মোহপ্রাপ্ত হন, তেজঃ, জল, মৃত্তিকাদির পরস্পরের মধ্যে একের পরিবর্ত্তে অন্য বস্তুর সত্যবৎ প্রতীত হইবার ন্যায় যে পরমেশ্বরে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের অবস্থান সত্যের ন্যায় প্রতীত হইলেও বস্তুতঃ যাঁহাতে জড়ধর্ম্ম অসম্ভব, সেই নিরস্তকুহক পরম সত্য অদ্বয়জ্ঞান পরমেশ্বর বস্তুরই আমরা

ধ্যান করি। পরমেশ্বরেরই ধ্যান গুরুপাদপদ্ম শ্রীব্যাসদেব শিক্ষা দেন।

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥

সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতাতে যজ্ঞ, দ্বাপরে অর্চ্চন ও কলিতে সঙ্কীর্ত্তনের ব্যবস্থা। শ্রীশ্রীগৌরনিতাই সঙ্কীর্ত্তনের মাহাত্ম্যই প্রচার করিয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর গলদেশে মালিকা প্রদান করিয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীঅঙ্গনে বিরাজিত। শ্রীবাসাদি ভক্তগণ আমাদের গুরুবর্গ। আমরা তাঁহাদের আনুগত্যেই শ্রীব্যাসপূজা করিব। চলুন, আমরা তাঁহাদিগকে মালিকা প্রদান করি।"

—(সাপ্তাহিক গৌড়ীয় ১৪খণ্ড ২৯শ সংখ্যা)

সাধন-নির্ণয়

"জীব নিত্যসিদ্ধ চিদ্বস্তু; জীবের প্রকৃত বন্ধন বা ক্লেশ নাই। কেবল দেহাত্মাভিমানরূপ বিবর্ত্তভ্রমে এত যন্ত্রণা হইতেছে। রজ্জুতে সর্পজ্ঞান ও শুক্তিতে রজতজ্ঞান, এই দুইটী বিবর্ত্তের বৈদিক উদাহরণ। এই দুই উদাহরণকে ভালরূপে বুঝিতে না পারিয়া মায়াবাদী জীবের সত্তাকেই ব্রহ্মবিবর্ত্ত বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকেন। সদ্গুরুর কৃপায় যখন জীব জানিতে পারেন যে, ঐ দুইটী উদাহরণ জীবের সত্তাসম্বন্ধে বিহিত হয় নাই, কেবল জীবের স্থূল ও লিঙ্গদেহে যে আত্মবুদ্ধি, তৎসম্বন্ধেই কথিত হইয়াছে, তখন তিনি সুপথ দেখিতে পান। পরিণাম ও বিবর্ত্তে ভেদ এই। বস্তুই যখন অন্য আকার প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাকে বিকার বা পরিণাম বলে। অম্লযোগে দুগ্ধ বিকৃত হইয়া দধি হয়, ইহা পরিণাম। যখন বস্তু নাই, অথচ যেস্থলে অন্য বস্তুতে অন্যথা বুদ্ধি হয়, তখনই তাহার নাম বিবর্ত্ত। যথা, সর্পরূপ বস্তু নাই, রজ্জুতে মিথ্যা সর্পভ্রম হইতেছে। রজত তথায় নাই, অথচ শুক্তিতে রজতভ্রম হইতেছে। এই দুই স্থলে "অতত্ত্বতো অন্যথাবুদ্ধিরূপ" বিবর্ত্তভ্রম। জীব শুদ্ধ চিদ্বস্তু। তিনি বস্তুতঃ মায়াবদ্ধ হন না, কেবল বিবর্ত্তবুদ্ধি যখন প্রবল হইয়া আত্মাকে দেহের সহিত ঐক্য করিয়া প্রতিপন্ন করে, তখনই বিবর্ত্তভ্রম হয়। বদ্ধজীবের এই দুর্দ্দশা ঘটায়, বিবর্ত্তের স্থল লক্ষিত হয়। এই বিবর্ত্তবুদ্ধি কখন দূর হইবে? যখন সদ্গুরুর নিকট সদুপদেশ লাভ করিয়া আমি কৃষ্ণদাস এই অভিমান দৃঢ় হইবে, তখনই ঐ বিবর্ত্তবুদ্ধি আর থাকিবে না। সুতরাং মোক্ষাভিসন্ধি পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণভক্তি করিলে বিবর্ত্তবুদ্ধি অনায়াসে বিদূরিত হইবে। মোক্ষাভিসন্ধিতে স্বধর্ম্মের সাধন হয় না, কেবল ব্যতিরেক অনুশীলন হইয়া থাকে। অতএব ভক্তিই সাধন। অর্ব্বাচীন লোকেরা ভক্তিকে দূরে রাখিয়া হয় কর্ম্ম, নয় জ্ঞানকে সাধন বলিয়া প্রতিপন্ন করেন। জ্ঞান ও কর্ম্ম কথঞ্চিৎ গৌণরূপে সাধন হইতে পারে বটে, কিন্তু কখনই তাহারা মুখ্য সাধন হইতে পারে না। সনাতন শিক্ষায় প্রভু বলিয়াছেন ;—

"কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয় প্রধান।
ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান॥
সেই সব সাধনের অতি তুচ্ছ ফল।
কৃষ্ণভক্তি বিনা তাহা দিতে নারে বল॥
কেবল জ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনে।
কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় বিনা জ্ঞানে॥
জীব কৃষ্ণনিত্যদাস তাহা ভুলি গেল।
এই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল॥
তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥
চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি মজে॥
জ্ঞানী জীবন্মুক্তদশা পাইনু করি মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥"

প্রভু বলেন, যে কর্ম্ম, অষ্টাঙ্গযোগ ও জ্ঞান এই সকলকে

সাধন বলিয়া কোন কোন শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সুতরাং খণ্ডবুদ্ধি ব্যক্তিগণ ঐ সকল শাস্ত্রের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া তাহাদিগকে মুখ্য অভিধেয় বলিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। মনুষ্যগণ অধিকারভেদে বহুবিধ এবং প্রবৃত্ত-নিবৃত্তভেদে দ্বিপ্রকার। সেই অধিকারস্থিত ব্যক্তি তৎ-পরস্থিত স্থান পাইবার জন্য যে সাধন প্রাপ্ত হইয়াছেন, সে সাধন গৌণমাত্র, মুখ্য সাধন বা অভিধেয় নয়। সেই সব সাধনের ফল কেবল একটী সোপান আরোহণমাত্র; সুতরাং বৃহত্তত্ত্বে তাহার ফল অবান্তর ও তুচ্ছ। কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান এবং তত্তৎপন্থার অবান্তর প্রকারসমূহের ভক্তি উদ্দেশ না থাকিলে কোন প্রকার ফল দিবার শক্তিমাত্র নাই। কৃষ্ণভক্তি চরম উদ্দেশ থাকিলে তাহারা কথঞ্চিৎ গৌণফল প্রদান করে। কেবল-জ্ঞানে মুক্তি হয় না। ভক্তির উদ্দেশে যে সম্বন্ধজ্ঞান হয়, তাহার প্রাথমিক ফলই মুক্তি। ভক্তিই সে মুক্তিতে স্বীয় অনায়াস অবান্তর ক্ষুদ্রফল বলিয়া দিয়া থাকেন। কর্ম্ম সম্বন্ধে কথা এই যে, চারিবর্ণ ও চারিটী আশ্রমোপযোগী যে সকল কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহারই নাম ধর্ম্ম। ইহাকে ত্রৈবর্ণিক ধর্ম্ম বলা যায়। তৎসম্বন্ধে প্রভুর উপদেশ এই—দেহযাত্রা, সংসারযাত্রা ইত্যাদি স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহ করিতে করিতে প্রবৃত্ত পুরুষগণ মুখ্য বৈধ-সাধনে বলপ্রাপ্ত হন। অতএব কৃষ্ণভক্তির উপযোগী করিয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে অতিপ্রবৃত্ত পুরুষগণ অধিকারী। কিন্তু ভক্তি উদ্দেশ না করিয়া যাঁহারা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে অবস্থিত, তাঁহারা স্বধর্ম্ম সাধন করিয়াও নরকগামী হন।"

—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতানুসরণে)

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্—বিষ্ণুপরতত্ত্ব। তিনি পূর্ণ-জ্ঞান, পূর্ণানন্দ—পরম মহৎ—পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ—সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তম—সর্ব্বাবতারাবতারী—সর্ব্বাংশী। শ্রীব্রজধামেই তাঁহার পরিপূর্ণ স্বরূপ প্রকটিত। ভগবদ্ভক্তগণ সেই শ্রীব্রজরাজ নন্দনন্দন গোপীপ্রাণধন গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকেই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব বলিয়া জানেন, তাঁহার নাম, রূপ, গুণ, লীলায় দ্বিতীয়াভিনিবেশ করেন না, তাঁহাকে 'অপ্রাকৃত' বলিয়া জানেন। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি বা গুণময়ী মায়া-প্রসূত প্রাকৃত বা জড়ীয় নাম-রূপ-গুণ-লীলার সহিত অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-নাম-রূপ-গুণ-লীলাদিকে সমবুদ্ধি করিলে অপ্রাকৃত বিষ্ণু-কলেবরে প্রাকৃতবুদ্ধি আসিয়া যায়; তাহা ভগবচ্চরণে মহদপরাধব্যঞ্জক।

প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু কলেবর।
বিষ্ণুনিন্দা আর নাহি ইহার উপর॥

—চৈঃ চঃ আদি ৭।১১৫

দ্বিতীয় বা দ্বৈত জ্ঞানটিই মায়া; শ্রীভগবদ্বিগ্রহে মায়িক বুদ্ধি আসিলেই তাহাকে অদ্বয়জ্ঞানাভাব বলে, ইহাই অজ্ঞান। এজন্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী জানাইলেন—

"কৃষ্ণের স্বরূপ আর শক্তিত্রয় জ্ঞান।
যাঁর হয়, তাঁর নাহি কৃষ্ণেতে অজ্ঞান॥

—চৈঃ চঃ আঃ ৭।৯৬

স্বয়ং কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণ বস্তুর যাবতীয় প্রকাশ ও বিলাস-মূর্ত্তিসকল দ্বিতীয় জ্ঞানরহিত বিষ্ণুতত্ত্ব বলিয়া সকলেই মায়াধীশ—এক অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত। 'শাস্ত্রের সারতত্ত্ব

কি ?' শ্রীশৌনকাদি ঋষিগণের এই প্রশ্নোত্তরে শ্রীশুকশিষ্য স্থত গোস্বামী বলিলেন—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্‌ ।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥

—ভাঃ ১।২।১১

অর্থাৎ তত্ত্ববিদ্‌গণ অদ্বয়জ্ঞানকে তত্ত্ব বলেন। সেই অদ্বয়জ্ঞানের প্রথম প্রতীতি ব্রহ্ম, দ্বিতীয় প্রতীতি পরমাত্মা এবং তৃতীয় প্রতীতি ভগবান্‌।

জ্ঞানিগণ অচিৎ নিরসনপূর্ব্বক কেবল চিন্মাত্র বিচারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সেই পরতত্ত্বের নির্ব্বিশেষ জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞানকেই অদ্বয়জ্ঞান ব্রহ্ম জানেন। যোগিগণ সচ্চিদ্‌ বৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া চিৎসত্তা স্বীকার করিয়াও চিচ্ছক্তির সহিত বিলাসরহিত একলবাস্থদেব জ্ঞানকেই অদ্বয়জ্ঞান পরমাত্মা বলিয়া জানেন। ভক্তগণ সচ্চিদানন্দ বৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সেই পরমতত্ত্বের চিচ্ছক্তির সহিত বিলাসরত পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ভগবত্তত্ত্ব-দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করেন। ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যপর ভক্তগণের মধ্যে আবার মাধুর্য্যপর ভক্তই অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের পরিপূর্ণস্বরূপ—অসমোর্দ্ধ ব্রজবিলাসমাধুর্য্য আস্বাদন করিতে সৌভাগ্য বরণ করিয়া থাকেন।

দূর হইতে সূর্য্যকে যেমন কেবল জ্যোতিঃস্বরূপে দর্শন করা যায়, তাঁহার রথ-বিগ্রহাদি বিশেষসমূহ প্রতীতির বিষয় হয় না, তদ্রূপ জ্ঞানিগণ "জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপমতুলং শ্যামস্থন্দরম্‌" দর্শনাভাবে শ্রীভগবানের শ্রীঅঙ্গজ্যোতিঃকেই পরতত্ত্ব বলিয়া বিচার করেন। যোগিগণ অনন্তজীবে পরিব্যাপ্ত ভগবদংশকেই পরমাত্মা বলিয়া জানেন। ভক্তই ভক্তি-যোগাবলম্বনে শ্রীভগবানের ভগবৎস্বরূপ দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করেন। তন্মধ্যে আবার (ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যপর ভক্ত-গণমধ্যে) মাধুর্য্যপর ভক্তই শ্রীভগবানের পরিপূর্ণ স্বরূপ লাভ করিয়া ধন্যাতিধন্য হন।

এতে চাংশ কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্‌ স্বয়ম্‌"
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥

—ভাঃ ১।৩।২৮

—"শ্রীরামনৃসিংহাদি অবতার পুরুষাবতারের অংশ বা কলা অর্থাৎ অংশাংশ ; কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্‌ ; দৈত্য-নিপীড়িত লোককে যুগে যুগে ইঁহারা রক্ষা করেন।

যাঁর ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা।
'স্বয়ং ভগবান্‌'-শব্দের তাহাতেই সত্তা ॥

— চৈঃ চঃ আঃ ২।৮৮

দৃষ্টান্তস্বরূপে বলিতেছেন—

"দীপ হৈতে যৈছে বহু দীপের জ্বলন।
মূল এক দীপ তাহা করিয়ে গণন ॥
তৈছে সব অবতারের কৃষ্ণ সে কারণ ॥" ইত্যাদি

চৈঃ চঃ আঃ ২।৮৯-৯০

এক মূল দীপ হইতে বহু দীপ প্রজ্জ্বলিত হইয়া সকলেই মূল দীপের সাধর্ম্ম্য বা সমানধর্ম্ম প্রাপ্ত হইলেও যেমন মূলের মৌলিকত্ব সর্ব্বকালে সর্ব্বাবস্থায়ই স্বীকার্য্য, তদ্রূপ কৃষ্ণের সর্ব্বাবতারাবতারিত্ব সর্ব্বাংশিত্ব সর্ব্বাবস্থায়ই স্বীকার্য্য।

গীতায় "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্‌" (গীঃ ১৪।২৭) উক্তিতে কৃষ্ণ জ্ঞানিগণারাধ্য ব্রহ্মকে তাঁহারই আশ্রিত তত্ত্ব বলিয়া জানাইয়াছেন। "অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন। বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥" (গীঃ ১০।৪২) শ্লোকে যোগিজনধ্যেয় পরমাত্মাকেও তাঁহারই এক অংশ বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। আবার গীতা (১৫।১৮ শ্লোকে) কৃষ্ণ তাঁহার পুরুষোত্তম স্বরূপকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়াছেন।

নিরীশ্বর সাংখ্যকার অগ্নিবংশজ শ্রীকপিলদেব জগৎ-সৃষ্টিপ্রকরণে যে প্রকৃতিপুরুষ বিচার প্রদান করিয়াছেন, গীতায় শ্রীভগবদ্দত্ত বিচার তাহা হইতে স্বতন্ত্র। শ্রীভগবান্‌ "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্‌" (গীঃ ৯।১০) শ্লোকে জানাইতেছেন—প্রকৃতি তাঁহারই শক্তি, তাঁহার অধিষ্ঠান-হেতুই প্রকৃতি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ প্রসব করিতে সমর্থ হয়। তিনি অপ্রাকৃত—বিশুদ্ধসত্ত্ব বলিয়া জড়া প্রকৃতির সহিত সাক্ষাদ্‌ভাবে তাঁহার কোন সংযোগ নাই। কারণাব্ধি-শায়ী মহাবিষ্ণুরূপে দূর হইতে মায়ার প্রতি যে ঈক্ষণ অর্থাৎ দৃষ্টি করেন, তাহাতেই মায়া ক্রিয়াবতী হইয়া

চরাচর জগৎ প্রসব করেন। জড়রূপা প্রকৃতিতে কৃষ্ণ 'ঈক্ষণ' শক্তি সঞ্চার করায়ই প্রকৃতি জগৎ সৃষ্টিতে সামর্থ্য লাভ করেন। "অগ্নিশক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ" অর্থাৎ অগ্নির সংস্পর্শ প্রভাবে লৌহ যেমন ঔষধাদি জারণ করিবার সামর্থ্য লাভ করে, তদ্রূপ প্রকৃতি জগতের গৌণ-কারণ মাত্র, কৃষ্ণই জগতের মূলকারণ। নতুবা "প্রকৃতি কারণ যৈছে অজাগলস্তন।" অজার গল দেশস্থ স্তনাকৃতি মাংসপিণ্ড যেমন অজা শিশুকে দুগ্ধ প্রদান করিতে পারে না, তদ্রূপ কৃষ্ণশক্তি ব্যতীত জড়াপ্রকৃতি সৃষ্টিসামর্থ্য লাভ করিতে পারে না। একটি মৃন্ময় ঘট নির্ম্মাণকার্য্যে মৃত্তিকা যেমন উপাদানকারণ, কুম্ভকার যেমন মুখ্য নিমিত্তকারণ এবং চক্রদণ্ডাদি যেমন গৌণ নিমিত্তকারণ স্বরূপ, তদ্রূপ কৃষ্ণই কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণুরূপে এই জগতের মুখ্যকারণ, চক্রদণ্ডাদি গৌণকারণ স্বরূপ। তবে এই জগৎ সৃষ্টি ব্যাপারে কারণাব্ধিশায়ী আদি পুরুষাবতারের দূর হইতে এক অঙ্গাভাসে মিলনমাত্র কথিত হইয়াছে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন,—

দূর হৈতে পুরুষ করে মায়াতে অবধান।
জীবরূপ বীর্য্য তাতে করেন আধান ॥
এক অঙ্গাভাসে করে মায়াতে মিলন।
মায়া হৈতে জন্মে তবে ব্রহ্মাণ্ডের গণ ॥
—চৈঃ চঃ আঃ ৫।৬৫-৬৬

অন্যত্রও লিখিয়াছেন—

সেই পুরুষ মায়া-পানে করে অবধান।
প্রকৃতি ক্ষোভিত করি' করে বীর্য্যের আধান ॥
স্বাঙ্গ-বিশেষাভাসরূপে প্রকৃতি-স্পর্শন।
'জীব' রূপ 'বীজ' তাতে কৈলা সমর্পণ ॥
—চৈঃ চঃ ম ২০।২৭২-২৭৩

ঐস্থলে শ্রীকপিল-দেবহূতি সংবাদ (ভাঃ ৩।২৬।১৯) ও শ্রীবিদুর-মৈত্রেয় সংবাদ (ভাঃ ৩।৫।২৬) হইতে যথাক্রমে এই দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা—

"দৈবাৎ ক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং স্বস্যাং যোনৌ পরঃ পুমান্।
আধত্ত বীর্য্যং সাঽসূত মহত্তত্ত্বং হিরণ্ময়ম্ ॥"

অর্থাৎ "সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষ (কারণার্ণবশায়ী) দৈবাৎ ক্ষুভিত-ধর্ম্মিণী স্বীয় মায়ায় নিজ বীর্য্য (জীবশক্তি) আধান করিয়াছিলেন। তাহাতে মায়া মহত্তত্ত্বকে প্রসব করেন।"

কালবৃত্ত্যাত্মমায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ।
পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্যমাধত্ত বীর্য্যবান্ ॥

অর্থাৎ বীর্য্যবান্ (চিচ্ছক্তিমান্) অধোক্ষজ (অতীন্দ্রিয় মহা-বৈকুণ্ঠনাথ ভগবান্ আত্মাংশস্বরূপ পুরুষ অর্থাৎ স্বাংশ, প্রকৃতির অধিষ্ঠাতৃস্বরূপ আদি পুরুষ কারণাব্ধিশায়ি-দ্বারা নিমিত্তভূতা কালশক্তি প্রভাবে ক্ষুভিতগুণা মায়ায় বীর্য্য অর্থাৎ চিৎপরমাণুপুঞ্জ জীবশক্তি আধান করিয়াছিলেন।

অবশ্য শ্রীভগবানের মহাবিষ্ণুরূপে সঙ্কল্পমাত্রেই প্রকৃতি স্পর্শ ও প্রকৃতিতে অনন্ত চিৎপরমাণুপুঞ্জ জীবশক্তির আধান হইয়া থাকে। আহিতা প্রকৃতি হইতে প্রথমে মহত্তত্ত্ব, পরে ত্রিবিধ (সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক) অহঙ্কার, রূপরস-শব্দগন্ধস্পর্শাত্মক পঞ্চতন্মাত্র এবং ক্ষিতি-অপ-তেজঃ-মরুদ্-ব্যোমাত্মক পঞ্চমহাভূত প্রকাশিত হয়।

"চিত্তরূপে মহত্তত্ত্বের অবস্থান, যাহার অধিষ্ঠাতৃদেব—বাসুদেব (ভাঃ ৩।২৬।২১), মহত্তত্ত্বের বিকার হইতে (১) বৈকারিক, অর্থাৎ সাত্ত্বিক অহঙ্কার, তাহা হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় বা মন, যাহার অধিষ্ঠাতৃদেব—অনিরুদ্ধ (ভাঃ ৩।২৬।২৭-২৮); (২) তৈজস অর্থাৎ রাজস অহঙ্কার হইতে 'বুদ্ধি' (যাহার অধিষ্ঠাতৃদেব—প্রদ্যুম্ন) এবং ইন্দ্রিয়গণ (ভাঃ ৩।২৬।৩০-৩১); তামস অহঙ্কার হইতে শব্দ-তন্মাত্র এবং তাহা হইতে আকাশ ও শ্রোত্রেন্দ্রিয়াদির উৎপত্তি (ভাঃ ৩।২৬।৩২); এই অহঙ্কারত্রয়ের অধিষ্ঠাতৃদেব—সঙ্কর্ষণ (ভাঃ ৩।২৬।২৫)।"
—চৈঃ চঃ ম ২০।২৭৬ অনুভাষ্য

পুরুষাদিরূপে সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করিলেও স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ তাঁহার অন্তরাবাস বা অন্তঃপুর নিজ নিত্যধাম গোলোক বৃন্দাবনে স্বস্বরূপে নিত্যলীলাময়। এখানে তাঁহার স্বরূপ-শক্তির সহিত চিদ্‌বিলাস ব্যতীত অন্য কোন কৃত্যই নাই।

"কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু তাঁহার স্বরূপ।

গোপবেশ, বেণুকর, নবকিশোর, নটবর,
নরলীলার হয় অনুরূপ ॥"
—চৈঃ চঃ মধ্য ২১।১০১

তাঁহার এই অপূর্ব্ব মাধুর্য্যময়ী মর্ত্ত্যলীলার উপযোগী শ্রীমূর্ত্তি তদীয় চিচ্ছক্তি-নামক যোগমায়ার সন্ধিনীশক্তিগত বিশুদ্ধসত্ত্বতত্ত্বের পরিণাম-স্বরূপ। পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ লিখিতেছেন—"কৃষ্ণের গোকুল-লীলা, বাসুদেব-সঙ্কর্ষণাদি পরব্যোমলীলা, কারণার্ণবশায়ী প্রভৃতি পুরুষাবতার-লীলা, মৎস্য-কূর্ম্মাদি নৈমিত্তিক অবতার-লীলা, ব্রহ্ম-শিবাদি গুণাবতারলীলা, পৃথু-ব্যাসাদি আবেশাবতার-লীলা, সবিশেষ পরমাত্মাদি লীলা, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম প্রভৃতি 'অনন্তক্রীড়াময় ভগবানের খেলা-সমূহের মধ্যে তারতম্য বিচারে কৃষ্ণের নরলীলাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণের স্বরূপ—নরবপু, গোপবেশ, বেণুহস্ত, নবকিশোর ও নটবর। কৃষ্ণস্বরূপ নরলীলার সদৃশ, কিন্তু হেয়, মর্ত্ত্য, অনিত্য, অনুপাদেয়, সসীম, অবচ্ছিন্ন বা পরিচ্ছিন্ন প্রভৃতি প্রাকৃত বিশেষণ-মল-বিশিষ্ট নহে। পরব্যোমাদিতে বিশুদ্ধসত্ত্বপরিণতিরূপা চিচ্ছক্তি যোগমায়ার অবস্থিতি নাই। সেই যোগমায়ার অপূর্ব্ব অসামান্য শক্তির কার্য্য দেখাইতে ভক্তগণের নিতান্ত গোপনীয় ও আদরণীয় রত্নস্বরূপ নিত্যলীলা গোলোক হইতে প্রপঞ্চে প্রকট করিলেন।"—চৈঃ চঃ ম ২১।১০১ ও ১০৩ অনুভাষ্য।

এই 'স্বয়ং ভগবান', 'লীলাপুরুষোত্তম', 'অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব' 'সর্ব্ব-আদি', 'সর্ব্ব-অংশী,' 'চিদানন্দ-কলেবর,' 'সর্ব্বাশ্রয়', 'সর্ব্বেশ্বর', 'কিশোর-শেখর', 'ব্রজেন্দ্র-নন্দন' কৃষ্ণই স্বীয় গোলোকস্থ ব্রজধামে নিত্য বিহার করিয়া থাকেন। ইহাই প্রপঞ্চাবস্থিত আমাদের নিকট তাঁহার অপ্রকট বিহার। ব্রহ্মার একদিনে তিনি একবার সেই নিত্যব্রজসহ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া প্রকটবিহার করেন। ব্রহ্মার এই এক দিনকে এক কল্প বলে। কলিযুগের পরিমাণ—৪৩২০০০ বৎসর, তাহার দ্বিগুণ দ্বাপর, তিনগুণ ত্রেতা, চারিগুণ সত্য—এই যুগ চতুষ্টয়ের বর্ষ সমষ্টি ৪৩২০০০০ বৎসর। ইহাকে এক চতুর্যুগ বা এক মহাযুগ বলে। এইরূপ ৭১ মহাযুগে এক মন্বন্তর, এইরূপ 'চৌদ্দ মন্বন্তর ব্রহ্মার দিবস-ভিতর।' আমরা এখন বৈবস্বত নামক সপ্তম মন্বন্তরে বাস করিতেছি। ইহার ২৭ চতুর্যুগ অন্তে ২৮শ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষভাগে ব্রজের সহিত শ্রীকৃষ্ণ প্রপঞ্চে প্রকট-লীলা আবিষ্কার করেন। ইহারই পরবর্ত্তিপরিশিষ্টলীলা কলির প্রথম সন্ধ্যায় কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরলীলা।

যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তনকার্য্য স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণের অংশাবতার দ্বারাই সংঘটিত হইতে পারে, কিন্তু পূর্ণভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত ব্রজলীলা এবং ব্রজপ্রেমরসাস্বাদন আর কাহারও দ্বারা সম্ভাবিত হইতে পারে না। ব্রজপ্রেমপ্রচার-কার্য্যও তিনি ব্যতীত আর কেহ করিতে পারেন না। এইজন্য স্বয়ং কৃষ্ণেরই গৌরলীলা—

যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে।
আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে ॥
—চৈঃ চঃ আ ৩।২৬

পৃথিবীর ভারহরণ কার্য্য স্বয়ং ভগবানের কৃত্য নহে। 'স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণুই জগতের ভারহরণের ভারপ্রাপ্ত কর্ত্তা।' কিন্তু শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের অবতার-কালে ভারহরণ কালও আসিয়া পড়িল। লীলাপুরুষোত্তম কৃষ্ণে সুতরাং নারায়ণ, চতুর্ব্যূহ (বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ), মৎস্যাদি অংশাবতার সকল, যুগাবতার ও মন্বন্তরাবতার সকলেই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পূর্ণ ভগবানে তাঁহার অংশ, কলা-স্বরূপ সমস্ত ভগবদবতারই আশ্রয় লইয়া থাকেন। এজন্য পালনকর্ত্তা বিষ্ণুও কৃষ্ণশরীরে ছিলেন। এই বিষ্ণুদ্বারাই কৃষ্ণ অসুরসংহারাদি কার্য্য করিয়া থাকেন। অসুরমারণাদি কেবল কৃষ্ণাবতারের আনুষঙ্গিক কর্ম্ম-মাত্র। কৃষ্ণাবতারের মূল কারণ—প্রেমরসনির্য্যাস আস্বাদন ও রাগভক্তি প্রচার। বিধিভক্তিপ্রবর্ত্তন শ্রীবিষ্ণুদ্বারাই হইয়া থাকে। কিন্তু এই বিধিমার্গে ব্রজভাব পাওয়া যায় না। এইজন্য শ্রীরাধার প্রণয়-মহিমা কীদৃশ, নিজ শ্রীবিগ্রহ-মাধুর্য্য যাহা শ্রীরাধারাণীর আস্বাদ্য তাহা কি প্রকার এবং সেই মাধুর্য্য আস্বাদন জন্য শ্রীরাধারাণী কি জাতীয় সুখ অনুভব করেন, এই তিনটি বিষয়ে প্রলোভনবশতঃ স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীরাধার ভাব-কান্তি-সুবলিত হইয়া গৌরলীলা প্রকট করিলেন।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের আদিলীলার চতুর্থ অধ্যায়ে এই সকল বিচার পরিস্ফুট করিয়াছেন।

স্বয়ংরূপ নন্দনন্দন কৃষ্ণের গোপবেশ ও গোপ-অভিমান এবং তাঁহার প্রাভবপ্রকাশ বাসুদেব কৃষ্ণের ক্ষত্রিয়-বেশ ও ক্ষত্রিয়-অভিমান। কৃষ্ণ এক বই দুই নহেন, কিন্তু লীলারসগতবৈশিষ্ট্য অবশ্যই স্বীকার্য্য। আবার ব্রহ্ম-পরমাত্মতত্ত্বও কৃষ্ণ হইতে পৃথক তত্ত্ব নহেন। জ্ঞান, যোগ, ভক্তি,—তিন সাধনের বশে। ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—ত্রিবিধ প্রকাশে॥" (চৈঃ চঃ ম ২০।১৫৭)—যাঁহারা নির্ব্বিশেষ জ্ঞানমার্গে সেই অদ্বয়তত্ত্বের অনুসন্ধান করেন, তাঁহাদের নিকট সেই বস্তু নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মরূপে, যাঁহারা অষ্টাঙ্গযোগ-মার্গে সেই পরমবস্তুর অনুসন্ধানতৎপর তাঁহাদের নিকট সেই বস্তু পরমাত্মস্বরূপে এবং যাঁহারা শুদ্ধভক্তিযোগে সেই বস্তু অনুশীলনপর হন, তাঁহারা তাঁহাকে সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ভগবদ্রূপে সাক্ষাৎকার করেন। একই বিগ্রহে তাঁহার অনন্ত স্বরূপ প্রকটিত, ভক্ত ভক্তিযোগেই ভগবানের পূর্ণ অনুভব লাভ করেন। আবার রাগভক্তির আশ্রয়েই কৃষ্ণের ব্রজলীলারসময় পরম মধুর স্বরূপের উপলব্ধি হইয়া থাকে।

কেহ তাঁহাকে মূর্ত্ত, কেহবা তাঁহাকে অমূর্ত্ত বলিয়া বৃথা দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হন। মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত উভয়রূপেই তিনি আত্মপ্রকাশ করেন। মূর্ত্তি স্বীকার করিলেই তাঁহাকে (ভগবান্‌কে) মায়ার সংস্পর্শ স্বীকার করিতে হইবে, ইহা ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের পক্ষে কখনই প্রযোজ্য হইতে পারে না। তিনি তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিবলে মায়াতীত স্বরূপ প্রকট করিয়া কোন মায়িক বিকারের বশবর্ত্তী না হইয়াও তাঁহার নিত্য অপ্রাকৃতত্ব সংরক্ষণ করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ। প্রকৃতিস্থ হইয়াও প্রকৃতির গুণত্রয়ে লিপ্ত না হইবার পরিপূর্ণ ঈশ্বরত্ব তাঁহাতে আছে। বিশেষতঃ শ্রুতি যে তাঁহাকে স্থানে স্থানে 'নির্ব্বিশেষ' 'নিরাকার' প্রভৃতি শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে প্রাকৃত নিষেধ করিয়া অপ্রাকৃতত্বই স্থাপিত হইয়াছে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রোক্ত "যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্ব্বিশেষং সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব। বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব॥" [অর্থাৎ "যে যে শ্রুতি তত্ত্ববস্তুকে প্রথমে নির্ব্বিশেষ করিয়া কল্পনা করেন, সেই সেই শ্রুতি অবশেষে সবিশেষতত্ত্বকেই প্রতিপাদন করেন। 'নির্ব্বিশেষ' ও 'সবিশেষ'—ভগবানের এই দুইটি গুণই নিত্য, ইহা বিচার করিলে সবিশেষতত্ত্বই প্রবল হইয়া উঠে; কেন না জগতে সবিশেষতত্ত্বই অনুভূত হয়, নির্ব্বিশেষতত্ত্ব অনুভূত হয় না।"]—এই শ্লোক উদ্ধার করিয়া শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত বিশেষযুক্ত সবিশেষত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। আরও দেখাইয়াছেন—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদেব ব্রহ্ম" এই তৈত্তিরীয় শ্রুতিবাক্যে অপাদান, করণ ও অধিকরণ—এই তিনটি কারকদ্বারা সেই পরং ব্রহ্ম ভগবানের বিশেষত্বই প্রতিপন্ন হইয়াছে। আবার ঐ তৈত্তিরীয়ে "বহু স্যাম্" "স ঐক্ষত" ("এক ভগবান্ যখন অনেক হইতে ইচ্ছা করিলেন, তিনি প্রাকৃত শক্তিতে দৃষ্টিপাত করিলেন") ইত্যাদি উক্তিতে যে মন ও নয়নের উল্লেখ আছে, তাহা প্রাকৃত মন ও নয়ন নহে। সুতরাং পরব্রহ্মের স্বরূপগত অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়বত্তা সর্ব্ববেদসম্মত। উপনিষদে যে সর্ব্বত্র 'ব্রহ্ম' শব্দ পাওয়া যায়, তাহা মুক্তপ্রগ্রহ বৃত্তিতে পরমানন্দস্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন কৃষ্ণপাদপদ্মকেই লক্ষ্য করে, এজন্যই গীতোক্ত "বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ", "অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ" প্রভৃতি ভগবদ্ বাক্যে তাহা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীও তাই জানাইয়াছেন—"বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয় কৃষ্ণকে," "বেদশাস্ত্র কহে—সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন" ইত্যাদি।

সর্ব্ববেদবেদান্তাদি-শাস্ত্রসার শ্রীমদ্ভাগবতেও তাই কৃষ্ণকেই পূর্ণব্রহ্ম বলা হইয়াছে—

> অহো ভাগ্যমহোভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
> যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্॥
>
> ভাঃ ১০।১৪।৩১

—অহো নন্দগোপ ও ব্রজবাসীদিগের ভাগ্যের সীমা নাই, যেহেতু পরমানন্দস্বরূপ পূর্ণব্রহ্মসনাতন তাঁহাদের মিত্ররূপে প্রকটিত হইয়াছেন।

শ্রুতি যে তাঁহাকে 'রসো বৈ সঃ,' 'আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ' প্রভৃতি বাক্যে রসময়, আনন্দময় প্রভৃতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা রসময় রসিকশেখর সচ্চিদানন্দবিগ্রহ কৃষ্ণস্বরূপ ও তাঁহার চিন্ময়ীলীলাপ্রাকট্য ব্যতীত কি প্রকারে আস্বাদনের বিষয় হইতে পারে? বিষয় ও আশ্রয় আলম্বন হইতে প্রকটিত রসমাধুর্য্য জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা—এই ত্রিপুটীবিনষ্ট নির্ব্বিশেষবাদী জ্ঞানীর পক্ষে আস্বাদন কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে?

"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স
শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং
পুরুষং মহান্তম্ ॥"

—এই শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিবাক্যে তাঁহার প্রাকৃত কর-চরণাদি নিষেধ করিয়া তাঁহার পরম মনোহর অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ স্বরূপত্বই প্রতিপন্ন হইয়াছে। শ্রুতিবাক্য সাবধানে বিচার করিলে ব্রহ্মের চিদ্বিলাসবিরহিত নির্ব্বিশেষ ধারণা হইতে নিত্যনবনবায়মান রসাস্বাদন চমৎকারিতা পরিপূর্ণ সবিশেষ ধারণায়ই উপনীত হওয়া যায়।

নিত্যষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণানন্দবিগ্রহ শ্রীভগবান্‌কে 'নিরাকার এবং সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্‌কে 'নিঃশক্তিক' বলিয়া মায়াবাদি-জ্ঞানী ব্রহ্ম সম্বন্ধে অসম্যক্ অনুভূতি প্রকাশ করিয়া তাঁহার বৃহত্ত্বকে সঙ্কুচিতই করিয়া থাকেন। "পরাঽস্য শক্তি-র্বিবিধৈব শ্রূয়তে। স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়া চ॥" এই শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের তিনটি স্বাভাবিকী শক্তি স্বীকৃত হইয়াছে। মায়াবাদিগণ সেই ব্রহ্মকে নিঃশক্তিক বলিয়া তাঁহার মহিমা কতটুকু বর্দ্ধন করিতে পারেন? নিত্যসত্য অপ্রাকৃত নাম-রূপ-গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য লীলারসময় রসিকশেখর কৃষ্ণ অনন্তশ্রী—অনন্তবৈভবে বিভূষিত হইয়াও তাঁহার মায়াধীশত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন।

"হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ প্রকৃতেঃ পুরুষঃ পরঃ।
স সর্ব্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্ নির্গুণো ভবেৎ॥"

—ভগবান্ শ্রীহরিই গুণাতীতস্বরূপ—নির্গুণ, প্রকৃতির অতীত সাক্ষাৎ পরম পুরুষ, সর্ব্বদ্রষ্টা, সর্ব্বসাক্ষী, তাঁহাকে ভজন করিলেই জীব নির্গুণ বা গুণাতীত স্বরূপ লাভ করিতে পারেন। বেদ-বেদান্তাদি শাস্ত্রমতে ঈশ্বর, জীব ও মায়া—এই ত্রিতত্ত্বের বিচারে প্রবৃত্ত হইলে জানা যায়—ঈশ্বরের স্বরূপ সচ্চিদানন্দময়। একই চিচ্ছক্তি সৎ, চিৎ ও আনন্দ এই তিনরূপে প্রকাশ পান। "ভগবান্ যে শক্তিদ্বারা সত্তাকে ধারণ করেন ও করান, তাহা সন্ধিনী, যে শক্তিদ্বারা স্বয়ং জানিতে এবং জানাইতে সমর্থ হন, তাহা সম্বিৎ এবং চিৎপ্রধানা যে শক্তিদ্বারা স্বয়ং আনন্দকে জানেন এবং অপরকে জানাইতে সমর্থ হন, তাহাকে হ্লাদিনী বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে।"

সদংশে সন্ধিনী—সত্তাবিস্তারিণী, ইহার সারাংশের নাম শুদ্ধসত্ত্ব। শুদ্ধসত্ত্বে সন্ধিনীর যে যে ক্রিয়া তাহাকেই শুদ্ধসত্ত্ব বলে। বস্তুসত্তার নাম—সত্ত্ব। চিচ্ছক্তিগত সন্ধিনী হইতে চিজ্জগতের সমস্ত সত্তা অর্থাৎ শ্রীভগবানের চিন্ময়স্বরূপ, যাবতীয় চিৎপরিকর, চিল্লীলার উপকরণ সমস্তই প্রকটিত। মায়াশক্তিগত সন্ধিনী হইতে জড় জগতের ভৌতিক সত্তা এবং জীবশক্তিগত সন্ধিনী হইতে জীবের চিৎকণরূপ সত্তা বিস্তৃত হইয়াছে। চিচ্ছক্তি বা স্বরূপশক্তিগত সন্ধিনীপ্রভাব হইতেই শুদ্ধসত্ত্বরূপ নিত্য-তত্ত্বের উদয় হয়, তাহারই নাম—বসুদেব (ভাঃ ৪।৩।২৩)। এই বসুদেবেই শ্রীবাসুদেবের নিত্যপ্রকাশ উপলব্ধির বিষয় হইয়া থাকে।

চিদংশে সম্বিৎ—যারে 'জ্ঞান' করি মানি। চিদ্গত সম্বিচ্ছক্তি যখন হ্লাদিনীর সহিত যুক্ত হইয়া জীবকে কৃপা করেন, তখন কৃষ্ণে ভগবত্তা-জ্ঞান জন্মে, অতএব তাহাই সম্বিতের সার।

কৃষ্ণের চিচ্ছক্তিগত হ্লাদিনীশক্তি কৃষ্ণকে আনন্দ প্রদান করিয়া যখন শুদ্ধসম্বিতের সহিত একত্রে জীবকে কৃপা করেন, তখনই জীবের 'কৃষ্ণপ্রেম' হইয়া থাকে। জীব-শক্তিগত হ্লাদিনীর বিকার মায়াশক্তিদ্বারা জীবকে আকর্ষণ করিলে জীব জড়বিষয়াসক্ত হইয়া পড়ে, সুতরাং কৃষ্ণপ্রেম হইতে বঞ্চিত হয়।

চিৎস্বরূপগত হ্লাদিনীর সার প্রেম, প্রেম-সার—ভাব,

ভাবের পরাকাষ্ঠা মহাভাব, শ্রীমতী রাধারাণীই এই মহাভাবস্বরূপিণী। তিনিই সর্ব্বগুণখনি—কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি। শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণ—শ্রীরাধালিঙ্গিত সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই আমাদের নিত্যারাধ্য—নিত্যোপাস্য ও নিত্যসেব্য বস্তু। শক্তিমৎ তত্ত্বের সহিত শক্তির ভেদ না থাকায় শ্রীরাধাবিরহিতকৃষ্ণস্বরূপ আতপরহিত সূর্য্যের ন্যায় হইয়া দাঁড়ায়। এইজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীরায় রামানন্দের প্রশ্নোত্তরে রসরাজ মহাভাবস্বরূপ যুগল উপাসনাই বিশেষভাবে সিদ্ধ হইয়াছে—

উপাস্যের মধ্যে কোন্ উপাস্য প্রধান ?
শ্রেষ্ঠ-উপাস্য যুগল রাধাকৃষ্ণনাম ॥ ইত্যাদি।

অতিজ্ঞানী হইতে গিয়া শাস্ত্রের 'নিরাকার' 'নির্ব্বিশেষ' 'নিঃশক্তি'ক আদি শব্দের প্রাকৃতনিরসনতাৎপর্য্য অবধারণ বা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলেই শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত জন্মলীলা বা বাল্যপৌগণ্ডকৈশোরাদি লীলারস আস্বাদন হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। শ্রীভগবান্ তাঁহার পরমাচিন্ত্যচিৎশক্তিদ্বারা যে জন্মলীলা ও কর্ম্ম প্রকট করিয়া থাকেন, তাহা দিব্য অর্থাৎ 'অপ্রাকৃত' (শ্রীরামানুজাচার্য্য ও শ্রীমধুসূদন সরস্বতীপাদ) বা 'অলৌকিক' (শ্রীস্বামিপাদ—লোকানাং প্রকৃতিসৃষ্টত্বাৎ অলৌকিকং শব্দস্য অপ্রাকৃতত্বমেবার্থঃ)। অপ্রাকৃত সুতরাং গুণাতীত বলিয়া শ্রীভগবানের জন্মকর্ম্মের নিত্যত্বও অবশ্য স্বীকার্য্য। (গীঃ ৪।৯ দ্রষ্টব্য)

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূত মহেশ্বরম্ ॥ গীঃ ৯।১১

—অর্থাৎ আমার মানুষাকৃতি শ্রীবিগ্রহাশ্রিত তত্ত্বই যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, মূঢ়—অবিবেকিজনগণ ইহা না বুঝিয়া সর্ব্বভূতমহামহেশ্বর আমাকে মনুষ্যবুদ্ধিতে অবজ্ঞা করিয়া থাকে।

শব্দ ব্রহ্ম পরং ব্রহ্ম মমোভে শাশ্বতী তনূঃ, শাব্দং ব্রহ্ম দধদ্বপুঃ, নরাকৃতি পরব্রহ্ম ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য অনাদরপূর্ব্বক যাঁহারা অবিদ্বৎপ্রতীতির বশবর্ত্তী হন, তাদৃশ মূঢ় ব্যক্তিসকল রাক্ষসী ও আসুরী প্রকৃতিতে মোহিত হওয়ায় তাহাদের আশা, কর্ম্ম ও জ্ঞান—সমস্তই নিরর্থক হইয়া যায়—(গীঃ ৯।১২)

"যাঁহারা বিদ্বৎপ্রতীতি লাভ করেন, তাঁহারা মহাত্মা। তাঁহারা দৈবী প্রকৃতি আশ্রয় করতঃ অনন্যমনা হইয়া অর্থাৎ তুচ্ছফলদ কর্ম্ম ও আত্মবিনাশী শুদ্ধ অভেদবাদরূপ জ্ঞানের প্রতি আস্থা না করিয়া সকল ভূতের আদি ও অব্যয় যে আমার এই কৃষ্ণস্বরূপ, তাঁহাকেই চরম তত্ত্ব বলিয়া ভজনা করেন।"—(গীঃ ৯।১৩)

গীতায় সেই শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের উপাসনার স্বরূপও প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—

সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥
—গীঃ ৯।১৪

—অর্থাৎ তাঁহারা কাল, দেশ ও পাত্রশুদ্ধি নিরপেক্ষ হইয়া সর্ব্বদা আমার নামাদি কীর্ত্তনপরায়ণ হন, আমার স্বরূপগুণাদি নির্ণয়ে যত্নশীল হন। যেমন দরিদ্র গৃহস্থগণ কুটুম্ব পালনার্থ ধনিকদ্বারে ধনার্থ যত্ন করে, সেইরূপ আমার ভক্তগণ কীর্ত্তনাদি ভক্তি ধনলাভার্থ সেই ধনপতি সাধুসভায় গমন করিয়া ধনার্জ্জনে যত্ন করেন, পাইলে ভক্তিশাস্ত্র পাঠ মুখে তাহা পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করেন এবং অপতিতভাবে একাদশ্যাদি ও নামগ্রহণাদি নিয়মপালনকারী হইয়া (প্রত্যহ এত সংখ্যক নাম আমি অবশ্য গ্রহণ করিব, এত সংখ্যক প্রণাম এবং এই সকল পরিচর্য্যার কার্য্য অবশ্য সম্পাদন করিব, এইরূপ দৃঢ়ব্রত হইয়া) আমাকে নমস্কার বিধান করেন এবং ভবিষ্যতে সিদ্ধদেহে নিত্যসংযোগের আকাঙ্ক্ষায় লালসাময়ী ভক্তিদ্বারা আমার উপাসনা করেন। সুতরাং ভগবন্নামরূপগুণলীলাদির কীর্ত্তনকেই শ্রীভগবান্ তাঁহার উপাসনা বলিয়া জানাইয়াছেন।

শ্রীগুরুবৈষ্ণবভগবানের কৃপাপ্রার্থনামূলে শ্রীভগবদ্-বাক্যের সারার্থ অবধারণে প্রবৃত্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী প্রভৃতি ব্রতপালনের সার্থকতা—তাঁহার জন্মাদি লীলার অপ্রাকৃতত্ব সহজেই উপলব্ধির বিষয় হইবে এবং সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনতত্ত্বজ্ঞানোদয়ে যাবতীয় অজ্ঞান তিরোহিত হইবে।

শ্রীল আচার্য্যদেবের বাণী

শ্রীবিষ্ণুর সেবকগণ বৈষ্ণব। অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীবিষ্ণু পূর্ণ ব্যক্তি। তাঁহার সেবকগণেরও ব্যক্তিত্ব রহিয়াছে। অসীম ব্যক্তিত্বে মায়িক লম্বা, চওড়া ও উচ্চতার সীমা রেখা নাই। পূর্ণ বৈকুণ্ঠ ব্যক্তিত্বে অণুত্ব, বিভুত্ব, মধ্যমত্ব বা সর্ব্বত্ব স্বতঃসিদ্ধ। প্রাকৃত সীমাবিশিষ্ট স্বরূপের বোধ লইয়া ও উহাকেই বিচারের মানদণ্ড স্থির করিয়া পরতত্ত্বের বৈকুণ্ঠ স্বরূপ নির্ণয় করিতে গেলে পরতত্ত্বকে সসীম করিতে হইতেছে বোধে ভীত হইয়া নিরাকার ও নির্ব্বিশেষ ধারণা বদ্ধমূল হয়। প্রাকৃত অভিজ্ঞতা অপ্রাকৃতের স্বরূপ নির্ণয়ে প্রয়োগ করিতে যাইয়াই এইরূপ বিভ্রাট হয়।

অশরণাগত জনগণ শ্রীবিষ্ণুর ত্রিগুণাত্মিকা মায়ায় মোহিত হইয়া রঙিন নেত্রে নির্গুণ শ্রীভগবান্‌কেও রঙিন বিচার করেন। উহা তাহাদের নিসর্গ-সিদ্ধাবস্থা। শ্রীবিষ্ণুর শরণাগত একান্ত ভক্তগণেরই মাত্র শ্রীবিষ্ণুর বাস্তব স্বরূপের উপলব্ধি হইতে পারে। উহা তাঁহার কৃপাসাপেক্ষ ব্যাপার। 'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥'— কঠ

শ্রীবিষ্ণুর পূজক ও বৈভবে শ্রীবিষ্ণুর সত্তাদর্শনকারী ও সেবাকারী ব্যক্তি শ্রেষ্ঠতর বৈষ্ণব। 'তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্।' —মঙ্গলময় শ্রীশিবের উক্তি। এই জন্যই শ্রীবিষ্ণুসেবাপেক্ষাও বৈষ্ণবসেবার অধিকতর মাহাত্ম্য।

অনন্য শ্রীভগবদ্ভক্তই শ্রীভগবানের কৃপা-প্রকাশমূর্ত্তি। অনন্যভক্তের বাহ্য লিঙ্গাপেক্ষা নাই। তিনি যে কোন বর্ণে বা আশ্রমে অবস্থিত হইলেও গুণাতীত শুদ্ধস্বরূপ। ভক্তি ব্যতীত উক্ত ভক্তের জীবনে অন্য কোন কৃত্য থাকিতে পারে না। উক্ত ভগবদ্ভক্তিই অবস্থাভেদে দয়া ও সেবারূপে প্রকট থাকেন। এবম্প্রকার একান্ত শুদ্ধ প্রেমিক ভক্তের কৃপাই জগতে শ্রীভগবৎকৃপা। তাঁহার সেবাই জগতে সাক্ষাৎ ভগবৎসেবা।

ভক্ত ধ্রুব

(১১শ সংখ্যায় প্রকাশিতাংশের পর)

ধনপতি কুবের ধ্রুবকে বর প্রার্থনা করিবার জন্য প্রণোদিত করিলে মহামতি ধ্রুব তাঁহার নিকট বর যাচ্ঞা করিয়া বলিলেন,—'প্রভো, যদি আপনি বর দিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে এই বর দিন যাহাতে ভগবান্ শ্রীহরিতে আমার স্মৃতি অচলা থাকে এবং নিরন্তর ভগবৎস্মৃতিদ্বারা আমি অনায়াসে দুস্তরা মায়াকে অতিক্রম করিতে পারি।' ইল্‌বিলাতনয় কুবের ধ্রুবের প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন —'তথাস্তু'। বর প্রদান করিয়া কুবের অন্তর্হিত হইলে ধ্রুব গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। অনন্তর মহারাজ ধ্রুব নিজ পুরীতে প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত অনুষ্ঠানদ্বারা কর্ম্মফলপ্রদ যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরির যজ্ঞ করিলেন। সর্ব্বজড়োপাধিবর্জ্জিত সর্ব্বাত্মা অচ্যুত শ্রীহরিতে অনন্যভক্তি দ্বারা তিনি শ্রীহরির অধিষ্ঠান সর্ব্ব জীবে এবং নিজের মধ্যে অনুভব করিলেন। প্রজাগণ ধ্রুবের ভগবদ্ভক্তি, সদ্‌ব্রাহ্মণপ্রীতি, দীনবাৎসল্য এবং বর্ণাশ্রমধর্ম্মানুরক্তি দেখিয়া তাঁহাকে নিজেদের রক্ষক ও পালক পিতা বলিয়া বোধ করিলেন। এই প্রকারে ধ্রুব ভোগের দ্বারা পুণ্যক্ষয় ও যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের দ্বারা অশুভ ক্ষয় করিয়া ছত্রিশ হাজার বৎসরকাল পৃথিবী শাসন করিলেন। সংযতেন্দ্রিয় শুদ্ধচিত্ত ধ্রুব পৃথিবীপতি হইলেও মায়ারচিত বিশ্ব ও দেহাদি সম্বন্ধকে

স্বপ্নদৃষ্ট গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় অসত্য বলিয়াই জানিতেন। তথাপি রাজকৃত্য বিবেচনায় তিনি ধর্ম্ম অর্থ কাম ত্রিবর্গ ফলপ্রদ বহুবিধ যজ্ঞানুষ্ঠানকার্য্যে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিলেন। অতঃপর ঐকান্তিকভাবে শ্রীভগবদারাধনার উদ্দেশ্যে পুত্রের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া শ্রীবদরিকাশ্রমে গমন করিলেন। তিনি দেহ, স্ত্রী, পুত্র, সুহৃৎ, মিত্র, সৈন্যসামন্ত, সমৃদ্ধ কোষাগার, অন্তঃপুর, রমণীয় বিহারভূমি, আসমুদ্র ভূমণ্ডল প্রভৃতিকে কালক্ষোভ্য অনিত্য বিবেচনা করিয়া উহাদের আসক্তি পরিত্যাগ করিলেন। শ্রীবদরিকাশ্রমে ধ্রুব পবিত্র বারিতে অবগাহন করিয়া বিশুদ্ধেন্দ্রিয় হইলেন। তৎপর আসন রচনা করিয়া মনের দ্বারা ইন্দ্রিয় সমূহকে বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করতঃ শ্রীভগবানের প্রতিনিধিভূত স্থূল বিরাড়্রূপ ধারণা করিতে লাগিলেন। এইরূপ ধারণা করিতে করিতে তদেকনিষ্ঠ হইয়া সমাধিস্থ হইলেন এবং স্থূলরূপ বিস্মৃত হইলেন। ভগবান্ শ্রীহরিতে ধ্রুবের অবিচ্ছিন্ন ধারায় ভক্তিস্রোতঃ প্রবাহিত হইতে থাকিলে তাঁহার নয়নযুগল হইতে আনন্দাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল, তিনি প্রেমানন্দে অভিভূত হইয়া পড়িলেন, তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হইল এবং অঙ্গ পুলকে ব্যাপ্ত হইল। তিনি দেহস্মৃতি হারাইয়া ফেলিলেন। এমন সময় ধ্রুব দেখিতে পাইলেন কি আশ্চর্য্য চন্দ্রের ন্যায় দশদিক আলো করিয়া একটী সুমনোহর বিমান আকাশপথে নীচে পতিত হইতেছে। বিমানে দেখিতে পাইলেন দুইটী দেবশ্রেষ্ঠ পুরুষ গদাহস্তে দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহারা চতুর্ভুজ, শ্যামবর্ণ, তরুণবয়স্ক, পদ্মপলাশলোচন; তাঁহাদের পরিধানে সুন্দর বস্ত্র এবং তাঁহাদের দেহ মনোরম মুকুট, হার, কুণ্ডল প্রভৃতি অলঙ্কার সমূহের দ্বারা বিভূষিত। ধ্রুব তাঁহাদিগকে উত্তমশ্লোক শ্রীভগবানের কিঙ্কর এবং মধুরিপু শ্রীহরির প্রধান পার্ষদদ্বয় বিবেচনা করিয়া ব্যস্ততাবশতঃ যথাবিধি পূজাক্রম ভুলিয়া গেলেন। তিনি আসন হইতে উঠিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কেবল শ্রীভগবানের নামমাত্র উচ্চারণ করিয়া তাঁহাদিগকে নমস্কার করিলেন। শ্রীনারায়ণের প্রিয় সুনন্দ ও নন্দ শ্রীকৃষ্ণচরণে অভিনিবিষ্ট চিত্ত, কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান, বিনম্র সহাস্যবদন ধ্রুবের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন—'হে রাজন্! আপনার মঙ্গল হউক। আপনি মনোযোগের সহিত আমাদের বাক্য শ্রবণ করুন। আপনি মাত্র পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তপস্যা করিয়া যে নিখিল জগৎকর্ত্তা শার্ঙ্গপাণি শ্রীহরিকে তৃপ্ত করিয়াছিলেন, আমরা তাঁহারই অনুচর। আমরা আপনাকে শ্রীভগবানের পাদপদ্মে লইয়া যাইবার জন্য এখানে আসিয়াছি। আপনি অতি দুর্ল্লভ বিষ্ণুপদ লাভ করিয়াছেন, যাঁহাকে সপ্তর্ষিগণও পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারেন নাই—তাঁহারা কেবল তাহাতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া থাকেন। চন্দ্র সূর্য্যাদি গ্রহগণ ও নক্ষত্ররাজি ঐ স্থানকে নিরন্তর প্রদক্ষিণ করিতেছেন। আপনি উক্ত পদে অধিষ্ঠিত হউন। হে ধ্রুব! আপনার পিতা, পিতামহগণ অথবা অপর কোনও ব্যক্তি কখনও এই পদ লাভ করিতে পারেন নাই। আপনি জগদ্বন্দ্য সেই বিষ্ণুর পরমপদে আরোহণ করুন। হে আয়ুষ্মন্, উত্তমশ্লোকমৌলী শ্রীহরি আপনার জন্য এই উৎকৃষ্ট বিমান পাঠাইয়া দিয়াছেন, আপনি কৃপাপূর্ব্বক ইহাতে আরোহণ করুন।'

বৈকুণ্ঠনাথের প্রিয়পাত্র ধ্রুব ভগবৎপার্ষদদ্বয়ের অমৃতময়ী বাণী শ্রবণ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন। তিনি স্নান ও মাঙ্গলিক নিত্য কর্ত্তব্যসমূহ সমাপণ করিয়া মুনিগণকে প্রণাম করিলেন এবং তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিলেন। অতঃপর ধ্রুব উক্ত বিমানশ্রেষ্ঠকে প্রদক্ষিণ করিয়া গন্ধপুষ্পাদির দ্বারা তাঁহার অর্চ্চন করিলেন এবং পার্ষদদ্বয়কে অভিবাদন পূর্ব্বক তেজোময়রূপ ধারণ করতঃ বিমানে আরোহণ করিতে যাইবেন এমন সময় দেখিতে পাইলেন সাক্ষাৎ 'মৃত্যু' সমুপস্থিত। তিনি নিঃশঙ্কচিত্তে মৃত্যুর মস্তকে পদার্পণ করিয়া (অর্থাৎ মৃত্যুকে জয় করিয়া) অদ্ভুত বিমানে আরোহণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দিক হইতে জয়ধ্বনি উত্থিত হইল, দুন্দুভি মৃদঙ্গ, পণব প্রভৃতি বাদ্যসমূহ বাজিয়া উঠিল, গন্ধর্ব্বগণ গান করিতে লাগিলেন এবং আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। ধ্রুব বিষ্ণুপদে আরোহণ করিবার জন্য

উদ্যত হইলে দুঃখিতা জননী সুনীতি দেবীর কথা তাঁহার মনে হইল—'আহা, জননীকে পরিত্যাগ করিয়া আমি কিরূপে স্বর্গধামে গমন করিব।' ভগবৎপার্ষদদ্বয় ধ্রুবের হৃদ্‌গতভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে বলিলেন—'হে রাজন্ দেখুন আপনার অগ্রেই আপনার জননী সুনীতিদেবী বিমানে আরোহণ করিয়া যাইতেছেন।' ধ্রুব উহা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং তাহার সকল চিন্তা বিদূরিত হইল।

ধ্রুব স্বর্গমার্গে আরোহণ করিতে থাকিলে তাঁহার মহিমাকীর্ত্তনকারী বিমানবিহারী দেবগণ তাঁহাকে পুষ্পবর্ষণের দ্বারা বিভূষিত করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ ধ্রুব গ্রহগণকে দেখিতে পাইলেন। এইরূপ অবাধ গতি দ্বারা ধ্রুব বিমানযোগে ত্রিলোক ও সপ্তর্ষিমণ্ডলকেও অতিক্রম করিয়া তাঁহাদিগেরও উর্দ্ধে অবস্থিত বিষ্ণুপদ লাভ করিলেন। উক্তপদ তাঁহার নিজস্ব তেজোদ্বারাই সর্ব্বদা উদ্ভাসিত, তাহার নিম্নে অবস্থিত লোকসমূহ উহার দীপ্তি-দ্বারাই নিরন্তর প্রকাশ পাইতেছে। যাঁহারা প্রাণিগণের নিরন্তর হিতসাধন করেন তাঁহারাই উক্ত উত্তমপদ লাভ করিতে সমর্থ হন। যাঁহারা শান্ত, সমদর্শী, শুদ্ধ এবং সর্ব্বপ্রাণিকে হরিসেবোন্মুখ করিয়া তাঁহার আত্মার রঞ্জন বিধান করিয়া থাকেন এবং শ্রীকৃষ্ণই যাঁহাদের একমাত্র পরম প্রিয় বান্ধব, তাঁহারা অনায়াসে এই অচ্যুত পদ লাভ করিয়া থাকেন। বলীবর্দ্দসমূহ যেমন মেধীতে আবদ্ধ হইয়া চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে তদ্রূপ জ্যোতিশ্চক্রসমূহ ধ্রুবের স্থানকে বেষ্টন করিয়া অবিচ্ছিন্নবেগে ভ্রমণ করিতেছে। ত্রিলোকের মধ্যে উত্তানপাদনন্দন ধ্রুব শীর্ষস্থান লাভ করিয়াছিলেন।

দেবর্ষি নারদ এক সময় প্রজাপতিগণের যজ্ঞসভায় বীণাবাদন সহকারে ভক্ত ধ্রুবের মহিমা গান করিতে করিতে বলিয়াছিলেন—'পতিপরায়ণা সুনীতির পুত্র ধ্রুব তপোপ্রভাবে যে ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন আমি নিশ্চয় বলিতেছি ব্রহ্মবাদী ঋষিগণও কখনও সেই ফললাভ করিতে পারেন নাই, অন্য পার্থিব রাজগণের কথা আর কি বলিব? ধ্রুব পাঁচ বৎসর বয়সে বিমাতার বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া দুঃখিতান্তঃকরণে বনে গমন করিয়াছিলেন এবং আমার আদেশানুসারে অজিত শ্রীহরিকে ভক্তিদ্বারা বশীভূত করিয়াছিলেন, কারণ শ্রীহরি অজিত হইলেও নিজ ভক্তের কাছে সর্ব্বদাই পরাজিত। ধ্রুব পাঁচ বা ছয় বৎসর বয়সে অল্প দিনের মধ্যেই শ্রীভগবানের আরাধনা করিয়া যে উত্তমপদ লাভ করিয়াছিলেন পৃথিবীর অন্য কোন ক্ষত্রিয় বহু বৎসর চেষ্টা করিয়াও সেই পদ লাভের আশা করিতে পারেন না।'

ধ্রুব-চরিত্র শ্রবণকীর্ত্তন মাহাত্ম্য—ধ্রুবচরিত্র ধন্য যশোবর্দ্ধক, আয়ুবর্দ্ধক, পবিত্র, পরমমঙ্গলস্বরূপ, মহৎ, স্বর্গপ্রাপক, ধ্রুবস্থানপ্রদ, মনঃশুদ্ধিকারক, প্রশংসাযোগ্য ও পাপনাশক। অচ্যুত প্রিয় ধ্রুবের চরিত্র শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ করিলে ভগবানে ভক্তি জন্মে এবং অবিদ্যা ক্লেশ সম্যক প্রকারে বিনষ্ট হয়। যদি কাহারও মহত্ত্ব লাভ করিতে ইচ্ছা হয় তবে তিনি ধ্রুবচরিত্র অবশ্য শ্রবণ করিবেন। ইহা শ্রবণ করিলে শ্রোতার শীলাদিগুণ, তেজো-প্রার্থীর তেজঃ এবং মনস্বিগণের অধিকতর উন্নত হৃদয় লাভ হইয়া থাকে। পুণ্যশ্লোক ধ্রুবের মহৎ চরিত্র উপনয়ন-সংস্কারপ্রাপ্ত দ্বিজাতিগণের সভায় প্রাতে ও সন্ধ্যায় একাগ্রচিত্তে কীর্ত্তন করিবে। পূর্ণিমায়, অমাবস্যায়, দ্বাদশীতে, শ্রবণানক্ষত্রে, ত্র্যহস্পর্শে, ব্যতীপাতে, সংক্রান্তিতে অথবা রবিবাসরে এই ধ্রুব-চরিত্র যত্নের সহিত কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। শ্রীভগবদ্ভক্তগণের পদাশ্রয় পূর্ব্বক যাঁহারা হরিকথা শ্রবণে শ্রদ্ধাযুক্ত তাঁহাদিগকে এই ধ্রুবচরিত্র শ্রবণ করাইবে। নিষ্কাম হইয়া ধ্রুবচরিত্র কীর্ত্তন বা শ্রবণ করিলে আপনা আপনিই মন প্রসন্ন হয়; সুতরাং অনায়াসে সিদ্ধি লাভ হয়। যে ব্যক্তি অজ্ঞ দীনব্যক্তিগণকে নিঃশ্রেয়ঃ শ্রীভগবত্তত্ত্বজ্ঞানরূপ অমৃত প্রদান করেন, দেবতাগণ সেই কৃপালু দীনবৎসল ব্যক্তির কোন বিঘ্ন করিতে পারেন না।

সমাপ্ত

বাস্তবের একটী ক্ষুদ্র স্বপ্ন

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বি, এস্-সি, ভক্তিশাস্ত্রী

কৃষ্ণ আদি, কৃষ্ণ অন্ত্য, কৃষ্ণ মধ্য ও কৃষ্ণ সর্ব্ব। কৃষ্ণ-মায়ায় ব্রহ্মাণ্ডরূপী যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পকেট (আবৃত খণ্ড) সমূহ দর্শিত হইতেছে, মায়ার অন্তরালে তাহাই এক অখণ্ড কৃষ্ণময়তায় ও এক অখণ্ড কৃষ্ণরাজ্যে পরিপূর্ণ।

বাস্তব, বাস্তবের স্বপ্ন ও স্বপ্নের বাস্তবতা এক তাৎপর্য্য-পর নহে। স্বাপ্নিক দেহের বাস্তবতা ও তদীয় সুখ দুঃখ দেহমূলে প্রবেশ না করিলেও মাত্রাস্পর্শ তাহা হইতে পৃথক নহে। স্বপ্নদৃষ্ট ব্যাঘ্র স্বাপ্নিক দেহকে আক্রমণ করিলে এবং স্বপ্ন ভঙ্গে স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর অসম্ভবতা প্রতিপন্ন হইলেও ভীতিজনিত ঘর্ম্মাদি কিন্তু মূল দেহেই পরিদৃষ্ট হয়। জাগ্র-তাবস্থায় বাস্তবচিন্তা ফলপ্রসূ না হইয়া কোন কোন সময়ে স্বপ্নাবস্থায় তাহার ফল প্রকাশ করিলে তাহাকে বাস্তবের স্বপ্ন বলিতে পারা যায় এবং জাগ্রতাবস্থার ক্রিয়াকেই সাধারণতঃ বাস্তব বলিয়া প্রতিপন্ন করা হয়। চৈতন্য প্রকাশক আমাদের যে বর্ত্তমান শারীরিক ও মানসিক অবস্থাটীকে আমরা জাগ্রত বা বাস্তব বলিয়া মনে করিতেছি উহার যাথার্থ্য আছে কি না কিংবা উহাও স্বাপ্নিকস্তরেরই অন্তর্গত, তদ্‌সম্পর্কে আমরা এক্ষণে কিঞ্চিৎ বিচারে প্রবৃত্ত হইব। যদি স্বপ্নের সমুদয় লক্ষণগুলি তথাকথিত জাগ্রত-স্তরেই পরিদৃশ্যমান হয়, তবে লক্ষণানুযায়ী তাহাকে স্বাপ্নিক বলিবার কোন আপত্তি আছে কি না? যদি কিছুমাত্রও আপত্তির কারণ না থাকে, তাহা হইলে শাস্ত্রবাক্য ও যুক্তির দ্বারা সূক্ষ্মরূপে বিচার করিলে স্পষ্ট দেখা যায় আমাদের বর্ত্তমান শারীরিক ও মানসিক স্থিতিটী স্বাপ্নিক স্তরেরই অন্তর্গত একটী অবস্থা বিশেষ মাত্র। স্বাপ্নিক দেহের স্থিতির ন্যায় এই দেহটীও ক্ষণস্থায়ী, স্বাপ্নিক দেহের ন্যায় এই দেহটীও তাৎকালিক বিবিধ সম্বন্ধ দর্শনে সুখ দুঃখের আহ্বানকারী এবং ক্ষণিক জ্ঞানোন্মুখতায়, সাময়িক জাগ্রতাবস্থার ন্যায় স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর অলীকতা প্রমাণে অভিজ্ঞানকারী; 'জগদশেষং অসৎ স্বরূপং স্বপ্নাভম্'—ভাঃ। বিবিধ স্বাপ্নিক লক্ষণে লক্ষণান্বিত এই সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মন ও তদধীন এই শরীর কোন প্রমাণেই বাস্তব বা নিত্য হইতে পারে না। পরন্তু নিত্য বাস্তবতার ভিত্তিতেই উপাধি স্বরূপ এই স্বাপ্নিকস্তরের অবতারণা উপেক্ষণীয় নহে। নিদ্রাভঙ্গে স্বপ্নের অলীকতাকে বাস্তবে প্রকাশমান না দেখিতে পাইয়া তাহাকে তুচ্ছজ্ঞান করতঃ জীব যেরূপ জাগ্রত (?) সম্বন্ধে পিতামাতা, স্ত্রীপুত্র ও আত্মীয় বান্ধবাদিতে উত্তরোত্তর প্রীতি বিশিষ্ট হন, তদ্রূপ স্থূল দেহ-মনাত্মক স্বাপ্নিক স্তরের অপসারণে দেহমূল অর্থাৎ আত্মিক দেহের উদ্বোধনে জীব বাস্তব সম্বন্ধে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত (Reinstated) হইয়া সাম্বন্ধিক বস্তুনিচয়ে যথাযোগ্য প্রীতি করিবেন, ইহাতে বিস্ময়ের কি কারণ থাকিতে পারে? বাস্তব প্রীতির অপর নামই প্রেম। প্রেমময়তার মধ্যে কোন প্রকার কল্পনা বা অলীকতা নাই। ইহা নিত্য সিদ্ধ। প্রেমের সম্বন্ধই অপ্রাকৃত সম্বন্ধ, প্রেমের জগৎই অপ্রাকৃত জগৎ। এই অপ্রাকৃত প্রেম সম্বন্ধ প্রদানকল্পে করুণাময় মহাবদান্য শ্রীগৌরহরি ঘোর প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া "কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ সবার" বলিয়া তারস্বরে ঘোষণা করিলেন। যতপ্রকার সম্বন্ধ চরাচরে থাকিতে পারে সমুদয়েতে কেবল কৃষ্ণেরই প্রতিষ্ঠা। "ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব, ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব। ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব, ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেব॥" শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র অনাবৃতস্বরূপ এবং তদীয় সম্বন্ধই একমাত্র অনাবৃত ও অনাহত সম্বন্ধ। কৃষ্ণসম্বন্ধ ব্যতিরেকে আব্রহ্মস্তম্ব সকলই অলীক, সকলই মায়া, সকলই অমঙ্গলময় "আবিরিঞ্চাদমঙ্গলম্"— ভাঃ।

"আমা প্রতি স্নেহ যদি থাকে সবাকার।
কৃষ্ণ বিনা অন্য কিছু না বলিহ আর॥"—(চৈঃ চঃ)

"যোগক্ষেমং বহাম্যহম্"

[শ্রীজগন্নাথ দাসাধিকারী]

এক শান্ত নিরালা পল্লীর প্রান্তে অর্জ্জুন মিশ্রের বাস। পরিচ্ছিন্ন কুটীর। মিশ্রের একমাত্র সঙ্গিনী তাঁহার সহধর্ম্মিণী। অনাড়ম্বর পরিবেশে মিশ্রদম্পতি দিবা রাত্রি সাধন-ভজনের মধ্যে সাধুজীবন যাপন করেন। উদার চরিত মিশ্র মহাশয়ের উপজীব্য ভিক্ষা। কটিবাস ও শাকান্নেই তাঁহাদের পরম পরিতৃপ্তি। ঈশ্বর ব্যতীত তাঁহাদের আর কোন কাম্য ছিল না। উত্তরসাধিকা হিসাবে ব্রাহ্মণী ঐকান্তিক নিষ্ঠায় পরম ভাগবত স্বামীর সেবার মধ্য দিয়াই পাইতেন অসীম আনন্দ আর তৃপ্তি। অনন্য আশ্রয় হিসাবে পতিকেই তিনি পরমগুরু জ্ঞানে পুজা করিতেন। নিরহঙ্কার নির্লিপ্ত ব্রাহ্মণ উপনিষদ্, গীতা, ভাগবতের মধ্যে সর্ব্বদা ডুবিয়া থাকিতেন এবং আত্মোপলব্ধির সঙ্গে মিলাইয়া এই সব শাস্ত্র গ্রন্থের টীকাটীপ্পনী লিখিতেন। কিন্তু একদিন গীতা পাঠ করিতে করিতে 'অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং···বহাম্যহম্' শ্লোক বিচারকালে মিশ্রের মনে সংশয় উপস্থিত হইল। ভগবান্ স্বয়ং অনন্য ভক্তের যোগক্ষেম বহন করেন, ইহা কি প্রকারে সম্ভব, বহু চিন্তা করিয়াও উক্ত বাক্যের সঙ্গতি অবধারণে সমর্থ হইলেন না শ্রীভগবান্ সর্ব্বেশ্বরেশ্বর আমাদের নিত্য সেব্য প্রিয়তম, তিনি স্বয়ং বহন করেন ভক্তের জন্য দ্রব্য ইহা চিন্তা করিতেও চিত্ত ব্যথিত হয়। তিনি ভক্তকে সর্ব্বদা রক্ষা ও পালন করেন সত্য কিন্তু পরোক্ষে অন্য কাহারও দ্বারা ভক্তের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করাইয়া থাকেন, নিজে কখনও বহন করেন না। এইরূপ চিন্তা করিয়া মিশ্র গীতার ঐ শ্লোকটীতে লেখনীর সাহায্যে কয়েকটি আঁচড় কাটিলেন এবং তৎস্থলে পাঠান্তর স্থাপন করিলেন। মিশ্রের কাব্য প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের সীমা ছিল না। শ্লোকের চমৎকার মিল পাঠ করিয়া তিনি নিজেই পুলকিত হইলেন।

আত্মহারা মিশ্র বুঝিতেই পারেন নাই যে কতটা বেলা অতিক্রান্ত হইয়াছে। মিশ্রের হুঁস হইল গৃহিণীর চীৎকারে,— "ওগো, তোমার হলো কি? ঘরে এক মুষ্টি চাউল নেই। বিগ্রহ যে উপবাসী থাকবেন।" ব্রতধারী এই ব্রাহ্মণ দম্পতি। সঞ্চয় নাই বা কর্জ্জও করেন না। প্রতিদিনের যাহা স্বল্প প্রয়োজন তাহা দৈনিক মাত্র তিনটী বাড়ীতে ভিক্ষান্নের দ্বারা সংগ্রহ করেন। ব্যস্ত সমস্ত হইয়া অর্জ্জুন মিশ্র উঠিলেন, বলিলেন, "কৈ গো, ঝুলিটা দাও।" বার দুই জৃম্ভণ ও তিন বার তুড়ি মারিয়া 'রাধা মাধব', 'রাধা মাধব' নামোচ্চারণ পূর্ব্বক মিশ্র কুটিরের বাহির হইলেন। কিছুদূর পথ চলার পর মিশ্র দেখিতে পাইলেন নীলাকাশের উত্তর কোণে একখণ্ড কালো মেঘ। দেখিতে দেখিতে সমস্ত দিক অন্ধকার করিয়া আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল, বিদ্যুৎ চমকাইতে ও মেঘ গর্জ্জন হইতে লাগিল, প্রবল ঝড় উত্থিত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। অসময়ে অপ্রত্যাশিত এই ঝড়বৃষ্টি। গ্রামের শেষ সীমানায় সম্মুখস্থিত প্রান্তরের প্রারম্ভে বটবৃক্ষতলে ব্রাহ্মণ আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। প্রান্তরের অপর প্রান্তে পল্লীতে আজ মিশ্রকে ভিক্ষায় যাইতে হইবে। এদিকে বেলা অবসান হইতে চলিল। সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে ঠাকুরের ভোগ লাগাইবার নিয়ম। চিন্তাকুল অর্জ্জুন মিশ্রের মনে হইল দেবতা বুঝি আজ উপবাসীই থাকিবেন।

ক্রমশঃ ঝড় বৃষ্টি থামিল। আকাশ মেঘমুক্ত হইল। পশ্চিম দিগাঙ্গনে রক্ত-আলিপনা আঁকিয়া সূর্য্যদেব পাটে বসিলেন। ভিক্ষার সময় অতীত হইয়া গিয়াছে। অর্জ্জুন মিশ্র ভারাক্রান্ত চিত্তে গৃহমুখী হইলেন। অব্যক্ত বেদনায় তাঁহার চিত্ত ভরিয়া উঠিল। বার বার উপবাসী ইষ্টদেবতার কথা স্মরণ করিতে লাগিলেন।

এদিকে মিশ্রের কুটিরে ব্রাহ্মণী ঘর বাহির হইতেছেন। একদিকে বিপন্ন পতিদেবতা অপরদিকে উপবাসী গৃহদেবতা। নিরুপায় মিশ্র পত্নীর মনে অজস্র চিন্তা আসিয়া ভীড় করিল। আঁখিতে অশ্রুর প্লাবন। ব্রাহ্মণী ভাবিতেছেন—'বেলা পড়িয়া আসিল, কৈ ব্রাহ্মণ ত এখনও ফিরিলেন না।' অবসাদে

তিনি একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন।

এমন সময়ে দুইটি ব্রাহ্মণ বালক অকস্মাৎ কুটির প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিলেন। দুই জনেরই স্কন্ধে দুইটি দ্রব্যের ভার। ভার নামাইয়া তাহারা মুহ্যমানা ব্রাহ্মণীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'মা, এই নাও, মিশ্র ঠাকুর জগন্নাথের ভোগের দ্রব্য পাঠিয়েছেন, ভোগ লাগাও।' ঠাকুরাণী আচম্বিতে বালকণ্ঠের মধুর শব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন। তাঁর বিস্ময় আরও বৃদ্ধি হইল যখন দেখিলেন বালকদ্বয়ের সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া রুধির ধারা প্রবাহিত হইতেছে। সস্নেহে নধরকান্তি বালকদ্বয়কে ক্রোড়ে তুলিয়া ঠাকুরাণী বলিলেন, 'বাছা, মিশ্র-ঠাকুর এত দ্রব্য কোথা পেলেন? তোমাদের কাঁধে ভার চাপিয়ে পাঠাতে এতটুকু ব্যথাও কি তাঁর মনে লাগ্‌লো না? তোমাদের অঙ্গে রক্ত ধারাই বা কেন—কে এমন নিষ্ঠুর আছে তোমাদের সোণার অঙ্গে আঘাত কর্‌লে?'

বালকদ্বয় কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, 'মিশ্র ঠাকুর বিনা কারণেই আমাদের মেরেছেন।'

ব্রাহ্মণী বালকদ্বয়ের কথা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। বিস্মিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন— 'মিশ্র ঠাকুর কোমল চিত্ত, ব্রাহ্মণ বালক দূরে থাকুক, কীট পতঙ্গকেও তিনি হিংসা করেন না। কোন প্রাণীকে পীড়া দিতে কখনও তাঁহাকে দেখি নাই। এই সুকুমারদ্বয়ের সুকোমল অঙ্গে নিষ্ঠুর দস্যু-তস্করও বুঝি আঘাত হানিতে দ্বিধা করিবে। ব্রাহ্মণ ঠাকুর কি করিয়া এত নির্দ্দয় হইতে পারেন, ইহা অসম্ভব।' ব্রাহ্মণীর সন্দিগ্ধ ভাব দেখিয়া বালকদ্বয় পুনরায় কহিলেন, 'মাতা বিশ্বাস করুন, আমরা সত্যিই বল্‌ছি, মিশ্রের আঘাতে আমাদের তনু ক্ষত বিক্ষত হয়েছে।'

বালকদ্বয়ের মুখে বার বার অভিযোগ শুনিয়া মিশ্রপত্নী উহা বিশ্বাস করিলেন এবং বলিলেন, —'বলতো বাছা, কি দিয়ে তিনি তোমাদের মার্‌লেন, আর কেনই বা তোমাদের এই সোণার অঙ্গে আঘাত হান্‌বার তাঁর কুমতি হ'ল?' সাশ্রু-নয়নে কুমারদ্বয় উত্তর করিলেন, 'আমরা কোন অপরাধ করিনি, শুধু আমরা তাঁর নিকটে ছিলাম, এই আমাদের দোষ। ঠাকুর বিনা কারণে তীক্ষ্ণ লৌহ-কণ্টক দ্বারা আঁচ্‌ড়িয়ে আমাদের অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত করলেন।' ঠাকুরের এই নির্দ্দয় কাহিনী শুনিয়া ব্রাহ্মণী অত্যন্ত ব্যথিতা হইলেন। নীরব ক্ষোভে ভূমিশয্যা গ্রহণ করিলেন। ইত্যবসরে ব্রাহ্মণ বালকদ্বয় তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

ভিক্ষা না পাইয়া চিন্তিত হইয়া ব্রাহ্মণ ঘরে ফিরিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই ব্রাহ্মণী রুখিয়া উঠিলেন, 'বল দেখি কবে থেকে তুমি এমন্ হলে? এমন্ কুমতিই বা কেন হ'ল? আহা! শিশুদুটিকে বিনা কারণে কি নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করেছ, সমস্ত শরীর রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছে। একটু তোমার দয়া হলো না। এই বুঝি তোমার পাণ্ডিত্যের ফল?' ব্রাহ্মণীর কথা শুনিয়া বিপ্র যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। আশ্চর্য্য হইয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলেন। অত্যন্ত বিনম্র কণ্ঠে কহিলেন, "বৃথা রাগ করে কলহ কর্‌ছ কেন? কারা এসেছিল, কোথা থেকে এল—ঘটনা কি পরিষ্কার করে বল্‌লেই তো হয়।" ব্রাহ্মণী—"বল্‌বো আবার কি? তুমি কি জান না কাঁদের কাঁধে ভোগের দ্রব্য চাপিয়ে এখানে পাঠালে?"

ব্রাহ্মণ বলিলেন—"বিশ্বাস কর, আমি কিছুই জানি না, কে দ্রব্য পাঠালে আর ঐ বালকগণই বা কারা? আজ বর্ষা বাদলের দিনে ভিক্ষাই মেলেনি পাঠাবো কি করে।" ঠাকুরের কথা শুনিয়া ঠাকুরাণী অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। সবিস্ময়ে কহিলেন, 'এঁ্যা, তুমি পাঠাওনি! তবে কে পাঠালে!'

ব্রাহ্মণী তখন ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিয়া ব্রাহ্মণকে শুনাইলেন।

পণ্ডিত মিশ্র সমস্ত ঘটনার মর্ম্ম বুঝিলেন। গীতার 'যোগক্ষেমং বহাম্যহম্' শ্লোকের পাঠ কাটিয়া পাঠান্তর করাই ইহার হেতু বুঝিতে পারিয়া মুর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িলেন। জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে অস্পষ্টভাবে বলিলেন—"হাঁ সত্যিই আমি এঁদের অঙ্গে আঁচড় কেটেছি।"

অবাক বিস্ময়ে ঠাকুরাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সে কি কথা, কিভাবে আঁচড় কাট্‌লে?' মিশ্র ঠাকুর কহিলেন,

'আমি মহামূর্খ, অজ্ঞান। গীতা আর ভাগবত জগন্নাথের যে নিজ দেহ, এ আমি পাণ্ডিত্যের মোহে বুঝ্‌তে পারিনি। তাই অহঙ্কারবশে গীতার 'বহাম্যহম্' পাঠ কেটে আমি পাঠান্তর স্থাপন করেছিলাম। তাই গীতার দেবতা স্বয়ং ভার কাঁধে বহন করে এনে আমার ভ্রম সংশোধন কর্‌লেন। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম বালকবেশে আমার কুটিরে এসেছিলেন। গৃহিণী, তুমি ধন্য, আমার অশেষ হতভাগ্য যে দেবতার দর্শন হ'ল না।' তারপর,—

"ব্রাহ্মণীরে প্রশংসিয়া পুস্তক লইয়া।
প্রেমাবেশে হর্ষভরে তটস্থ হইয়া॥
'বহাম্যহং', 'বহাম্যহং' লেখে পুনঃ পুনঃ।
অপরাধ ক্ষমাইতে করয়ে স্তবন॥"

স্বরূপের ধর্ম্ম

[শ্রীহরিদাস দাসাধিকারী]

ভুলিয়া আপন ধন শ্রীরাধাকৃষ্ণ চরণ
হইলাম মায়ার নফর।
আমার করমফল করিয়া আমারে বল
ডুবাইল দুঃখের সাগর॥
স্বীয়তত্ত্ব ভ্রম আসি' গ্রাসিল মায়া তমসি
সুখ আশে বিহ্বল অন্তর।
জ্বলিছে হৃদয় মোর দুঃখের নাহিক ওর
কোথা সুখ খুঁজি নিরন্তর॥
সুখে নাহি অধিকার হবে যদি এ বিচার
আজন্ম চাহিদা কেন তায়।
অমৃতের মোরা পুত্র প্রমাণ ইহার শাস্ত্র
জরা মৃত্যু কেন তবে হায়!॥
সবেমাত্র দেহ আমি জড় সুখ সদা কামী
অনাদি অর্জিত এই জ্ঞান।
অভিভূত তমঃক্রোড়ে মায়াপাশ নিদ্রাঘোরে
এ যে স্বপন সুখ বিধান॥
আমি যদি দেহ হই দেহ সুখ দেয় কই
ত্রিতাপ দহন শুধু সার।
যে বিষয় বাসনা মোরে নাচায় সুখের তরে
বিষময় ভাণ্ডার তাহার॥
লুটিতে জড়ের মজা জড়জ্ঞানী পায় সাজা
না বুঝে তা মায়ার প্রভাবে।
এ হেন বিমুখে ধরি' পিষে মায়া-যন্ত্রোপরি
ইহা নহে প্রাপ্য মম ভবে॥
জীবের সুকৃতি বলে পশে যবে কর্ণমূলে
সাধুর অমিয়মাখা কথা।
জীব নিত্য কৃষ্ণদাস দেহ-ঘটে তার বাস
পাসরে সকল দুঃখ তথা॥
দেহ সেবা জড় সেবা নহে কভু আত্মসেবা
দেহ আত্মা সদা দুই হয়।
স্বীয় তত্ত্বজ্ঞানহীনে সেব্য নিরূপণ বিনে
ভব-বন ভ্রমিয়া বেড়ায়॥
দেহ সুখে দেহ ক্ষয় ইথে কিবা ফলোদয়
মূঢ়জনোচিত এই জ্ঞান।
কৃষ্ণসেবা অনুকূলে দেহ ধরে ভক্তকুলে
স্বরূপের সুদৃঢ় প্রমাণ॥
দেহের মালিক যিনি নিত্য কৃষ্ণদাস তিনি
কৃষ্ণসেবা স্বভাব তাঁহার।
ইহার অন্যথা যথা মায়ার প্রভাব তথা
আত্মদ্রোহী সেই দুরাচার॥
স্বরূপের তত্ত্ব এই ইহাতে বিমুখ যেই
কৃষ্ণদাস্যে বঞ্চিত সেজন।
নিত্য বহির্ম্মুখ সেই অনাদি পথিক তেঁই
দেহ তার বৃথাই ধারণ॥
স্বরূপ বিভ্রান্ত জন ইতরে আসক্ত হন
দেহে আত্ম বুদ্ধি সদা তার।
জানিলে আপন তত্ত্ব যায় মায়ার দাসত্ব
কৃষ্ণপ্রীতি বাঞ্ছা জাগে তার॥
বিমল বৈষ্ণব সঙ্গে মায়ার প্রভাব ভঙ্গে
চৈতন্যের হয় সম্পাদন।
আত্মতত্ত্ব হয় জ্ঞান পায় সুখের সন্ধান
সু-সুকৃতি লভে সেই জন॥

প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির :—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দিরের প্রথম বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণোপলক্ষে গত ৮ই পৌষ, ২৪শে ডিসেম্বর, রবিবার প্রাতঃ ৮॥ ঘটিকায় ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউস্থ বিদ্যা-মন্দিরে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে উহা সুসম্পন্ন হয়। তিনি বিদ্যার্থিগণকৃত স্তব আবৃত্তি শ্রবণ করিয়া পরম সন্তোষ প্রকাশ করেন। অতঃপর তিনি কৃতী বিদ্যার্থিগণকে পারিতোষিক প্রদান করিয়া উৎসাহিত এবং শিক্ষয়িত্রীগণের কার্য্যের প্রশংসা করেন। তিনি তাঁহার ভাষণে আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যার্থিগণের চরিত্রগঠনের অত্যাবশ্যকতা ও তৎসম্বন্ধে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী ও অভিভাবকগণের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে অনেক কথা উপদেশ করেন। বিদ্যামন্দিরের সহ-সভাপতি ডাঃ এস্, এন্ ঘোষ, এম্-এ, সম্পাদক শ্রীমণিকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ বিদ্যামন্দিরের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিকল্পে কি কি কার্য্যকরী পন্থা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য তৎসম্বন্ধে আলোচনা করেন। অভিভাবকগণের পক্ষ হইতে শ্রীযদুবর দেবনাথ মহাশয়ও একটী সুন্দর ভাষণ প্রদান করেন।

শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জনের তিরোভাব উৎসব—বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠ নির্ম্মাণের পূর্ণ অর্থানুকূল্যকারী স্বধামগত শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন প্রভুর তিরোভাব উৎসব বিগত ২১ অগ্রহায়ণ, ৭ ডিসেম্বর, (১৯৬১) সোমবার শ্রীপাদ কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারীর যত্নে বৃন্দাবনস্থ শ্রীসারস্বত কীর্ত্তনকুঞ্জে সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে বৃন্দাবনের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও বৈষ্ণববৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানে ভক্তিরঞ্জন প্রভুর মহৎ সেবার কথা উল্লেখ-করতঃ ভক্তির মহিমা সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন। সমবেত যোগদানকারী সজ্জন ও বৈষ্ণববৃন্দকে মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

শ্রীল প্রভুপাদের তিরোভাব উৎসব :—বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের তিরোভাব তিথিপূজা বিগত ৫ নারায়ণ, ১০ পৌষ, ২৬ ডিসেম্বর মঙ্গলবার ৩৭এ, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে সম্পন্ন হয়। এতদুপলক্ষে দিবস-ত্রয়ব্যাপী প্রত্যহ প্রাতে শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী, অপরাহ্ণে তাঁহার বক্তৃতাবলী আলোচনা হয় এবং রাত্রিতে ধর্ম্মসভায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ শ্রীল প্রভুপাদের পূত চরিত্র, শিক্ষা ও তাঁহার অবদান সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীপাদ দুর্দ্দৈবমোচন দাসাধিকারী, ডাঃ এস্, এন্ ঘোষ, এম্-এ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীঅচিন্ত্য-গোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী (কাপুর) প্রভৃতি বক্তৃমহোদয়গণ বিভিন্ন দিনে শ্রীল প্রভুপাদের মহিমা কীর্ত্তন করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। ১০ পৌষ, ২৬ ডিসেম্বর তিরোভাব তিথিপূজা মহোৎসব উপলক্ষে দ্বিপ্রহরে বহু শত ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়।

বৈষ্ণব-স্মৃতি মতে শ্রাদ্ধ :—শ্রীপ্রাণবল্লভ দাসাধি-কারী তাঁহার স্বধামগত জননীর আত্মার প্রীতি কামনায় বৈষ্ণব হোমাদি সহযোগে সাত্বত বৈষ্ণবস্মৃতির বিধান মতে মহাপ্রসাদ দ্বারা শ্রাদ্ধকার্য্য ১৫ই পৌষ, ৩১শে ডিসেম্বর রবিবার কলিকাতা ৩৭এ, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে সম্পন্ন করেন। শ্রীকৃষ্ণে বিচিত্র ভোগ নিবেদন করতঃ মহাপ্রসাদের দ্বারা উক্ত দিবস মধ্যাহ্নে সমবেত বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ ও সজ্জনগণকে পরিতৃপ্ত করা হয়।

বর্ষশেষে নিবেদন

বিগত ৩০ গোবিন্দ, ৪৭৪ শ্রীগৌরাব্দ, ১৮ ফাল্গুন, (১৩৬৭) ২ মার্চ্চ, (১৯৬১) বৃহস্পতিবার কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শুভাবির্ভাব তিথিতে 'শ্রীচৈতন্য বাণী' জগজ্জীবের অজ্ঞানতমঃ নাশ ও শ্রীকৃষ্ণপ্রেমসম্পদ প্রদানকল্পে মাসিক বার্ত্তাবহরূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শুদ্ধ গৌরভক্তগণের শ্রীমুখোদগীর্ণ বৈকুণ্ঠবাণীরূপে, সাধক ভক্তগণকে গৌরবাণী অনুকীর্ত্তন, শ্রবণ ও পঠনের সুযোগ প্রদান করিয়া তাঁহাদের মঙ্গলবিধায়িকারূপে এবং বহির্ম্মুখ জীবসমূহের কলিকল্মষনাশিকারূপে 'শ্রীচৈতন্য বাণী' মাসিক পত্রিকা অদ্য প্রথম বর্ষপূর্ত্তি মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে তাঁহার অনুশীলনকারীগণের সৌভাগ্য জগতে ঘোষণা করিতেছেন।

ত্রিগুণাত্মক প্রাকৃত জগতে মঙ্গলের অধিষ্ঠান নাই। এখানে মঙ্গলের আবির্ভাব হইয়া থাকে। প্রকৃতির অতীত নির্গুণ শ্রীহরি মঙ্গলময়। 'মঙ্গলং ভগবান্ বিষ্ণুঃ মঙ্গলং মধুসূদনঃ'—ইত্যাদি। 'হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতে পরঃ।' (ভাঃ ১০।৮৮।৫)। নির্গুণ শ্রীহরিতে প্রীতিবিশিষ্ট ভগবদ্ভক্তগণও নির্গুণ, তাঁহারা ভগবানের নির্গুণা চিন্ময়ী শক্তির বৈভব। ভক্ত ও ভগবানের আবির্ভাব একান্ত শরণাগতেরই উপলব্ধির বিষয় হয়। শরণাগতের হৃদয়ে শ্রীভগবানের আবির্ভাব হইলে উহা তাহার জিহ্বায় স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া শব্দব্রহ্মরূপে জগতে প্রকাশিত হয় এবং শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণেচ্ছু সুকৃতিমান্ জীবগণের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া অজ্ঞানতমঃ নাশ করিয়া থাকে। 'হৃদয় হইতে বলে জিহ্বার অগ্রেতে চলে শব্দরূপে নাচে অনুক্ষণ।' শ্রীভগবানের নিজজন ও তদীয় কৃপাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের শ্রীমুখেই ত্রিভুবনপবিত্রকারী শ্রীভগবৎকথা কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

অশরণাগত জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রী অভিমানমত্ত ব্যক্তির মুখোচ্চারিত শব্দ ও শরণাগত ভক্তের জিহ্বায় স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত শব্দ এক জাতীয় নয়। যে শব্দ শ্রীভগবানের নিকট পৌঁছায় ও ভগবৎপ্রীতিপ্রদ হয় উহা বৈকুণ্ঠবস্তু হওয়ায় বাস্তব মঙ্গলপ্রদ এবং যে শব্দ ভক্ত ও ভগবানের প্রীতি সাধন করে না বা শ্রীভগবানের নিকট পৌঁছায় না উহা আপাতদৃষ্টিতে ভগবৎকথার ন্যায় প্রতীয়মান হইলেও প্রাকৃত কালক্ষোভ্য সুতরাং মঙ্গলের বিবর্ত্তমাত্র।

যাঁহারা নিজ স্থূল সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়তোষণ কামনায় শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন এবং সেই জাতীয় ভোগপর শব্দানুশীলনে সর্ব্বদা অভ্যস্ত তাঁহাদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণতোষণপরায়ণ ভগবদ্ভক্তগণের শ্রীমুখপদ্মনিঃসৃত শব্দের তাৎপর্য্য অবধারণ করা অনেকসময় দুরূহ হয়, ইহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। শব্দের দ্বারা ভাব অভিব্যক্ত হয়। ভোগপর বিষয়ের ভাব যে শব্দের দ্বারা অভিব্যক্ত হয় তাহাতে আমরা অভ্যস্ত বলিয়া সহজবোধ্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যে শব্দের দ্বারা শ্রীভগবানের প্রীতি সাধিত হয় উহাতে অনভ্যস্ত বলিয়া আমাদের কঠিন বোধ হয়। নিরন্তর ভক্তসঙ্গ ও ভগবৎসেবার দ্বারা উহাই পরবর্ত্তিকালে সহজবোধ্য হইবে।

অদ্য 'শ্রীচৈতন্য বাণীর' প্রথম বর্ষপূর্ত্তিতিথিতে আমাদের এই প্রার্থনা যাহাতে নিজ প্রাকৃত যোগ্যতার সকল দম্ভ পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কপটভাবে শ্রীভগবানের অভিন্ন প্রকাশবিগ্রহ ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও শুদ্ধ ভক্তগণের আনুগত্যে শ্রীগৌরবাণী অনুক্ষণ কীর্ত্তনে ব্রতী থাকিতে পারি।

'শ্রীচৈতন্যবাণী' সেবায় আত্মনিয়োগকারী লেখকগণ ও গ্রাহকগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

—সম্পাদক

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

ঈশোদ্যান

পোঃ ও টেলিঃ—শ্রীমায়াপুর

জিলাঃ—নদীয়া

২৬ কেশব, ৪৭৫ শ্রীগৌরাব্দ ;

২ পৌষ, ১৩৬৮ ; ১৮ ডিসেম্বর, ১৯৬১।

বিপুল সম্মান পুরঃসর নিবেদন,—

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নিত্য পার্ষদ, বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপানুসরণে তদীয় প্রিয় পার্ষদ ও অধস্তনবর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের আচার্য্য **পরিব্রাজক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের** সেবাধ্যক্ষতায় আগামী ২৩ গোবিন্দ, ৩০ ফাল্গুন, ১৪ মার্চ্চ, বুধবার হইতে ১ বিষ্ণু (৪৭৬ শ্রীগৌরাব্দ), ৮ চৈত্র, ২২ মার্চ্চ, বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত পর পৃষ্ঠায় বর্ণিত পরিক্রমা ও উৎসব-পঞ্জী অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি এবং ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ তীর্থরাজ, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তির পীঠস্বরূপ ১৬ ক্রোশ **শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমণ** এবং শ্রীমঠে বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠানের বিরাট আয়োজন হইবে।

মহাশয়, সবান্ধব উপরি উক্ত ভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে পরমোৎসাহিত হইব। ইতি—

নিবেদক—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দ

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—পরিক্রমায় যোগদানকারী ব্যক্তিগণ নিজ নিজ বিছানা ও মশারি সঙ্গে আনিবেন। যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে দ্রব্যাদি ও অর্থাদির দ্বারা সহায়তা করিলেও ন্যূনাধিক ফললাভ ঘটিয়া থাকে। সজ্জনগণ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমণোপলক্ষে সেবোপকরণাদি বা প্রণামী শ্রীমঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ আশ্রম মহারাজের নামে উপরোক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে পারেন।

পরিক্রমা ও উৎসবপঞ্জী

২৩ গোবিন্দ, ৩০ ফাল্গুন, ১৪ মার্চ্চ বুধবার—

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার অধিবাস কীর্ত্তন মহোৎসব। সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় ধর্ম্মসভা।

২৪ গোবিন্দ, ১লা চৈত্র, ১৫ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার—

আত্মনিবেদন ক্ষেত্র শ্রীঅন্তর্দ্বীপ পরিক্রমা। শ্রীমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীবাস অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈতভবন, শ্রীল প্রভুপাদের সমাধিমন্দির, শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি মন্দির, শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীমুরারি গুপ্তের ভবনাদি দর্শন।

২৫ গোবিন্দ, ২ চৈত্র, ১৬ মার্চ্চ শুক্রবার—

শ্রবণাখ্য ভক্তিক্ষেত্র শ্রীসীমন্তদ্বীপ পরিক্রমা। মহাপ্রভুর ঘাট, মাধাইর ঘাট, নাগরিয়ার ঘাট, বারকোণা ঘাট, শ্রীজয়দেবের পাট আদি দর্শন করতঃ শ্রীগঙ্গানগর, সীমন্তদ্বীপ (সিমুলিয়া), বেলপুকুর, সরডাঙ্গা, শ্রীজগন্নাথ মন্দির, শ্রীধর অঙ্গন, চাঁদকাজীর সমাধি আদি দর্শন।

২৬ গোবিন্দ, ৩ চৈত্র, ১৭ মার্চ্চ শনিবার—

ব্যঞ্জুলী মহাদ্বাদশীর উপবাস। কীর্ত্তন ও স্মরণ ভক্তিক্ষেত্র শ্রীগোদ্রুম ও শ্রীমধ্যদ্বীপ পরিক্রমা। শ্রীসরস্বতী পার হইয়া শ্রীগোদ্রুম-স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজনস্থলী ও শ্রীসমাধি, সুবর্ণবিহার, দেবপল্লী, শ্রীনৃসিংহদেব, শ্রীহরিহর ক্ষেত্র, শ্রীমহাবারাণসী ও শ্রীমধ্যদ্বীপ আদি দর্শন।

২৭ গোবিন্দ, ৪ চৈত্র, ১৮ মার্চ্চ রবিবার—

পাদসেবন ভক্তিক্ষেত্র শ্রীকোলদ্বীপ পরিক্রমণ। প্রাতঃ ৬-৩০টায় যাত্রিগণের নিজ নিজ বিছানাদি টিকিট লইয়া অফিসে জমা দিতে হইবে। ৭টায় শ্রীগঙ্গা পার হইয়া কোলদ্বীপে গমন। শ্রীপ্রৌঢ়ামায়া (পোড়ামাতলা) দর্শন ও শ্রীকোলদ্বীপের মহিমা শ্রবণান্তে বিদ্যানগরে গমন ও অবস্থান।

২৮ গোবিন্দ, ৫ চৈত্র, ১৯ মার্চ্চ সোমবার—

অর্চ্চন ভক্তির ক্ষেত্র শ্রীঋতুদ্বীপ পরিক্রমণ। সমুদ্রগড়, চম্পহট্ট, গৌর পার্ষদ শ্রীদ্বিজবাণীনাথ সেবিত শ্রীগৌর-গদাধর, শ্রীজয়দেবের পাট, শ্রীবিদ্যানগর, শ্রীবিদ্যাবিশারদের আলয় ও শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ বিগ্রহাদি দর্শন।

২৯ গোবিন্দ, ৬ চৈত্র, ২০ মার্চ্চ মঙ্গলবার—

বন্দন, দাস্য ও সখ্য ভক্তির ক্ষেত্র শ্রীজহ্নুদ্বীপ, শ্রীমোদদ্রুম দ্বীপ ও শ্রীরুদ্রদ্বীপ পরিক্রমণ। শ্রীজহ্নুমুনির তপস্যাস্থল, শ্রীমোদদ্রুম দ্বীপ, শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুর ও শ্রীসারঙ্গ মুরারি সেবিত শ্রীরাধামদনগোপাল ও শ্রীরাধাগোপীনাথ বিগ্রহ, শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীপাট দর্শনান্তে বৈকুণ্ঠপুর ও মহৎপুর হইয়া শ্রীগঙ্গা পার হইয়া শ্রীরুদ্রদ্বীপ দর্শন। শ্রীগৌরাবির্ভাব অধিবাস কীর্ত্তন। শ্রীকৃষ্ণের বহ্ন্যুৎসব (চাঁচর)।

৩০ গোবিন্দ, ৭ চৈত্র, ২১ মার্চ্চ বুধবার—

শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব পৌর্ণমাসীর উপবাস। শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের বসন্তোৎসব ও দোলযাত্রা। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের বার্ষিক অধিবেশন।

১ বিষ্ণু (৪৭৬ শ্রীগৌরাব্দ), ৮ চৈত্র, ২২ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার—

শ্রীশ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দোৎসব ও সর্ব্বসাধারণে মহাপ্রসাদ বিতরণ।

শ্রীচৈতন্য বাণীর প্রবন্ধ-সূচী

প্রথম বর্ষ

[১ম—১২শ সংখ্যা]

হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভ

আগামী ২০শে ফাল্গুন ১৩৬৮, ৪ঠা মার্চ্চ (১৯৬২) রবিবার হইতে ৩০শে চৈত্র, ১৩ই এপ্রিল চৈত্র-সংক্রান্তি পর্য্যন্ত হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভযোগ। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পক্ষ হইতে ঐ সময়ে কুম্ভমেলায় ধর্ম্মপ্রচারের বিপুল আয়োজন করা হইবে। সজ্জনগণের শাস্ত্রচর্চ্চা ও ইষ্টগোষ্ঠীর বিশেষ সুযোগ দেওয়া হইবে। কুম্ভমেলায় যোগদান ও শ্রীমঠের ক্যাম্পে অবস্থানেচ্ছু সজ্জনদিগকে পূর্ব্ব হইতে নিজেদের বাসস্থানাদির ব্যবস্থার জন্য কলিকাতা মঠে (৩৭এ, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬) সম্পাদকের নিকটে পত্রদ্বারা অথবা সাক্ষাৎভাবে নিয়মাবলী জানিয়া এখন হইতে অথবা নির্দ্দিষ্ট দিবসের অন্ততঃ এক মাস পূর্ব্বে নাম তালিকাভুক্ত করিতে অনুরোধ জানান হইতেছে। যাঁহাদের দীর্ঘ দেড় মাসকাল অবস্থান করা সম্ভব হইবে না, তাঁহারা অবশ্য যে কোন সময় হইতে যোগদান করিতে ও যে কয়দিন ইচ্ছা থাকিতে পারিবেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে পূর্ব্বেই কবে হইতে তাঁহারা যোগদান করিতে ইচ্ছুক এবং কতদিন অবস্থান করিবেন শ্রীমঠের সম্পাদকের নিকট বিস্তৃত জানাইতে হইবে। প্রত্যেক গৃহস্থকেই তাঁহার অবস্থানকাল পর্য্যন্ত তথায় বাসস্থান ও আহারাদির ব্যবস্থা করিবার জন্য নিজ নিজ ব্যয় বহন করিতে হইবে।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ

কলিকাতা-২৬

বর্ত্তমান সভ্যতার তথাকথিত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সারা বিশ্বে নিরীশ্বরবাদ, দুর্নীতি ও অধর্ম্মের প্রাবল্য দেখা যাইতেছে। আমাদের দেশ ও সমাজেরও ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া সুধী ব্যক্তিমাত্রই অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। ইহার সংশোধনের একমাত্র উপায় শিক্ষার মাধ্যমে মানব চরিত্র গঠন। কোমলমতি শিশুগণ যাহাতে ভগবদ্‌বিশ্বাস, পিতৃমাতৃভক্তি, গুরুজনে শ্রদ্ধা প্রভৃতি ধর্ম্ম ও নীতির অতি সাধারণ শিক্ষাগুলি লাভ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিলে চরিত্র গঠনের সহায়ক হয়। এই উদ্দেশ্যকে কার্য্যকরী করিবার প্রয়াসে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির নামে একটী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউস্থ শ্রীমঠে ৭ই বৈশাখ, ১৩৬৮, ২০শে এপ্রিল, ১৯৬১ তারিখে স্থাপন করা হইয়াছে। উহাতে শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিকা ও কিন্ডার গার্টেন (K. G.) শিক্ষা-পদ্ধতি অনুসারেই শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে বালকবালিকাদিগকে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথাগুলি ও আচরণ শিক্ষা দেওয়া হইবে। বর্ত্তমানে শিশুশ্রেণী হইতে পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছে। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী নিম্নঠিকানায় অনুসন্ধান করুন :—

১। সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৭এ, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

২। ডাঃ এস্, এন্, ঘোষ, এম্-এ, ২০, ফার্ণ প্লেস, কলিকাতা-১৯, ফোন নং ৪৬-৪২২০।

৩। শ্রী এম্, কে, মুখার্জ্জি, ৮এ, তারা রোড্, কলিকাতা-২৬, ফোন নং ৪৬-৭১২৮।

৪। শ্রী এস্, এন্,, ব্যানার্জ্জি, বি-এ, ২৯, পার্ক সাইড রোড, কলিকাতা-২৬। ফোন ৪৬-৫৯৩১।

সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

স্থান :— শ্রীগঙ্গা ও শ্রীসরস্বতীর-(জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক-পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিসেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

(১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ।
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া।

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।
৩৭এ, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা—২৬।